মুসলিম শরীফ

পঞ্চম খণ্ড

ইমাম আবুল হুসায়ন মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ
আল-কুশায়রী আন-নিশাপুরী (র)

সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক সম্পাদিত

অনুবাদ ও সংকলন বিভাগ
ইসলামিক ফাউন্ডেশন

মুসলিম শরীফ (৫ম খণ্ড)
ইমাম আবুল হুসায়ন মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ আল-কুশায়রী আন-নিশাপুরী (র)
সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক সম্পাদিত

ইফা অনুবাদ ও সংকলন প্রকাশনা ঃ ১০১
ইফা প্রকাশনা ঃ ১৭১৬/৩
ইফা গ্রন্থাগার ঃ ২৯৭.১২৪৩
ISBN : 984-06-0344-2

প্রথম প্রকাশ
ডিসেম্বর ১৯৯৪

চতুর্থ সংস্করণ
জুন ২০১০
জ্যৈষ্ঠ ১৪১৭
জমাদিউস সানি ১৪৩১

মহাপরিচালক
সামীম মোহাম্মদ আফজাল

প্রকাশক
নুরুল ইসলাম মানিক
পরিচালক, অনুবাদ ও সংকলন বিভাগ
ইসলামিক ফাউন্ডেশন
আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭
ফোন ঃ ৯১৩৩৩৯৪

প্রচ্ছদ শিল্পী
কাজী শামসুল আহসান

মুদ্রণ ও বাঁধাই
মোঃ হালিম হোসেন খান
প্রকল্প ব্যবস্থাপক, ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রেস
আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭
ফোন ঃ ৯১১২২৭১

মূল্য ঃ ২০৫.০০ টাকা

MUSLIM SHARIF (5th Vol.) : Compilation of Hadith by Imam Abul Hussain Muslim Ibnul Hazzaz Al-Kushaire An-Nishapuri (Rh), edited by Editorial Board and published by Director, Translation and Compilation Department, Islamic Foundation, Agargaon, Sher-e-Bangla Nagar, Dhaka-1207, Phone : 9133394 June 2010

Website : www.islamicfoundation-bd.org.
E-mail : islamicfoundation@yahoo.com
Price : Tk 205.00; US Dollar : 6.00

মুসলিম শরীফ (৫ম খণ্ড)
ইমাম আবুল হুসায়ন মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ আল-কুশায়রী আন-নিশাপুরী (র)
সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক সম্পাদিত

ইফা অনুবাদ ও সংকলন প্রকাশনা ঃ ১০১
ইফা প্রকাশনা ঃ ১৭১৬/৩
ইফা গ্রন্থাগার ঃ ২৯৭.১২৪৩
ISBN : 984-06-0344-2

প্রথম প্রকাশ
ডিসেম্বর ১৯৯৪

চতুর্থ সংস্করণ
জুন ২০১০
জ্যৈষ্ঠ ১৪১৭
জমাদিউস সানি ১৪৩১

মহাপরিচালক
সামীম মোহাম্মদ আফজাল

প্রকাশক
নুরুল ইসলাম মানিক
পরিচালক, অনুবাদ ও সংকলন বিভাগ
ইসলামিক ফাউন্ডেশন
আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭
ফোন ঃ ৯১৩৩৩৯৪

প্রচ্ছদ শিল্পী
কাজী শামসুল আহসান

মুদ্রণ ও বাঁধাই
মোঃ হালিম হোসেন খান
প্রকল্প ব্যবস্থাপক, ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রেস
আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭
ফোন ঃ ৯১১২২৭১

মূল্য ঃ ২০৫.০০ টাকা

MUSLIM SHARIF (5th Vol.) : Compilation of Hadith by Imam Abul Hussain Muslim Ibnul Hazzaz Al-Kushaire An-Nishapuri (Rh), edited by Editorial Board and published by Director, Translation and Compilation Department, Islamic Foundation, Agargaon, Sher-e-Bangla Nagar, Dhaka-1207, Phone : 9133394 June 2010

Website : www.islamicfoundation-bd.org.
E-mail : islamicfoundation@yahoo.com
Price : Tk 205.00; US Dollar : 6.00

মহাপরিচালকের কথা

সিহাহ্ সিত্তাহ তথা ছয়টি বিশুদ্ধ হাদীস গ্রন্থের মধ্যে বুখারী শরীফের পরেই মুসলিম শরীফের স্থান। মধ্য এশিয়ার খোরাসানের বিশ্ববিখ্যাত হাফিযুল হাদীস হযরত আবুল হুসায়ন মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ নিশাপুরী (র) এ সংকলনটি প্রণয়ন করেন। তিনি মক্কা, মদীনা, সিরিয়া, ইরাক, মিসর প্রভৃতি দেশে ব্যাপক সফর করে সীমাহীন ত্যাগ-তিতিক্ষা স্বীকার করে পবিত্র হাদীসসমূহ সংগ্রহ করেন। ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল (র) তাঁর অন্যতম উস্তাদ ছিলেন এবং ইমাম তিরমিযী (র) তাঁর অন্যতম ছাত্র ছিলেন। তিনি তাঁর সংগৃহীত তিন লক্ষ হাদীসের মধ্য থেকে নিবীড়ভাবে যাচাই-বাছাই করে প্রায় চার হাজার হাদীস (পুনরাবৃত্তি বাদে) তাঁর 'সহীহ' শীর্ষক গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেন।

হিজরী তৃতীয় শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়টি ছিল হাদীস সংকলনের স্বর্ণযুগ। এ সময়ে শরী'আতের প্রামাণ্য উৎস এ সকল হাদীস সংগ্রহ করা এবং পরিশুদ্ধতার মানদণ্ডে উত্তীর্ণ সনদে সংকলন করা ছিল এক কঠিন শ্রম ও মেধাসাধ্য কাজ। কিন্তু মহান আল্লাহর বিশেষ অনুগ্রহে সুদীর্ঘ অধ্যাবসায় ও অসাধারণ প্রতিভা কাজে লাগিয়ে তিনি যে সংকলনটি উপহার দেন, ইসলামী শরী'আতের প্রয়োজনীয় প্রায় প্রতিটি বিষয়ের উল্লেখযোগ্য হাদীসগুলো তাতে স্থান পেয়েছে। বিষয়ের প্রাসঙ্গিকতা ও হাদীসের তত্ত্বগত দিক বিবেচনা করে তিনি একটি বিশেষ ধারায় তা বিন্যাস করেন, যা হাদীসবেত্তাদের বিচক্ষণ পর্যালোচনায় উচ্ছ্বাসিত প্রশংসা লাভ করে। এ মূল্যবান গ্রন্থটি প্রতিটি যুগেই ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞানের এক অবিস্মরণীয় উৎস হিসেবে বিবেচিত হয়ে আসছে। অনাগত দিনেও এর প্রয়োজন কখনো ফুরাবে না।

বস্তুত ইসলামী শরী'আতের মৌলিক দু'টি উৎস পবিত্র কুরআন ও হাদীসের মধ্যে এ সংকলনটি এক অনিবার্য অনুসঙ্গ। মুসলিম বিশ্বে ব্যাপকভাবে গৃহীত এ গ্রন্থটি বাংলাদেশেও মাদরাসার উচ্চ শ্রেণীগুলোতে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের সংশ্লিষ্ট বিভাগসমূহে পাঠ্য তালিকাভুক্ত হওয়ায় কেবল বিশেষ শিক্ষিত মধ্যেই এর অধ্যয়ন সীমাবদ্ধ ছিল। সাধারণ শিক্ষিত সর্বস্তরের পাঠকদের জন্য বোধগম্য করার লক্ষ্যে ইসলামিক ফাউন্ডেশন কর্তৃক দেশের প্রথিতযশা আলিমদের দিয়ে এর বাংলা অনুবাদ করিয়ে ১৯৯৪ সালে প্রথম প্রকাশ করে। অল্পকালের মধ্যেই এর তিনটি সংস্করণের মুদ্রিত কপি ফুরিয়ে যায়। পাঠক মহলের ব্যাপক চাহিদা লক্ষ্য করে আমরা এবার এর চতুর্থ সংস্করণ প্রকাশ করলাম।

আল্লাহ তা'য়ালা আমাদের পবিত্র হাদীস অধ্যয়ন করে মহানবী (সা)-এর নীতি ও আদর্শ অনুসারে জীবন গড়ার তৌফিক দিন। আমিন।

সামীম মোহাম্মদ আফজাল
মহাপরিচালক
ইসলামিক ফাউন্ডেশন

প্রকাশকের কথা

ইসলামী শরীয়তের মূল উৎস হিসেবে মহান আল্লাহ্র বাণী-পবিত্র কুরআনের পর মহানবী (সা)-এর বাণী-পবিত্র হাদীসের স্থান। মহানবী (সা)-এর কথা, কাজ ও সম্মতিকে হাদীস বলা হয়। তাঁর এই হাদীস বা সুন্নাহকে সংগ্রহ করে যাঁরা লিপিবদ্ধভাবে সংকলন করেছেন তাঁদের মধ্যে সর্বকালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস হচ্ছেন ইমাম মুসলিম (র)।

তিনি তৎকালীন মুসলিম বিশ্বের অধিকাংশ স্থানে ব্যাপক সফর করে মূল্যবান হাদীস সংগ্রহ করেন। হাফেজ আবূ বকর আল খতীব বাগদাদী বর্ণনা করেন যে, ইমাম মুসলিম (র) তাঁর সংগৃহীত প্রায় ৩ লক্ষ হাদীস থেকে চয়ন করে প্রায় চার হাজার হাদীস সম্বলিত (পুনরাবৃত্তি বাদে) এই 'সহীহ' সংকলনটি প্রণয়ন করেন।

সহীহ মুসলিমের পর আজ অবধি এর চেয়ে উত্তম কোন হাদীস সংকলন কেউ প্রণয়ন করতে সক্ষম হয়নি। তাই যুগে যুগে তা গবেষক ও পাঠকদের ভূয়সী প্রশংসা লাভ করেছে। এই সংকলনে তিনি বুখারী শরীফের মত ঈমান, ইল্‌ম, তাহারাত, পঞ্চ রুকন, তাফসীর, আদাব, ব্যবসা ইত্যাদি প্রায় প্রতিটি প্রয়োজনীয় বিষয় ধারাবাহিকভাবে বিন্যাস করেন। এ কারণে অনুসন্ধিৎসু পাঠক মুসলিম শরীফের হাদীস সূত্র এবং ভাষ্য অধ্যয়নে অধিক আগ্রহী হন।

এই সংকলনটি ইসলামী উলূম ও ফুনূন তথা জ্ঞান-বিজ্ঞানের এক অফুরন্ত ভাণ্ডার। এটি বাংলা ভাষায় অনূদিত হওয়ার পর মাদ্রাসা, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রী থেকে শুরু করে গবেষক ও আগ্রহী পাঠক সাধারণের মধ্যে বিপুল সাড়া পড়ে যায়। বিশেষ করে এর ভূমিকা পর্বটি হাদীসের পরিচয় সম্পর্কে সারগর্ভ আলোচনার জন্য পাঠকদের বিশেষভাবে আকর্ষণ করে।

আমাদের সম্মানিত পাঠক মহলের ক্রমবর্ধমান আগ্রহের প্রেক্ষিতে আমরা এবার পঞ্চম খণ্ডের চতুর্থ সংস্করণ প্রকাশ করলাম। ইতোমধ্যে এর সব কয়টি খণ্ড প্রকাশিত হয়েছে এবং যথাসময়ে এগুলো পুনর্মুদ্রণের মাধ্যমে পুরো সেট সরবরাহে আমরা সচেষ্ট রয়েছি।

আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে মহানবী (সা)-এর আদর্শকে সঠিকভাবে জেনে নিজেদের জীবন গড়ার তৌফিক দিন। আমীন।

নুরুল ইসলাম মানিক
পরিচালক, অনুবাদ ও সংকলন বিভাগ
ইসলামিক ফাউন্ডেশন

সম্পাদনা পরিষদ

১.	মাওলানা উবায়দুল হক	সভাপতি
২.	মাওলানা রিজাউল করীম ইসলামাবাদী	সদস্য
৩.	মাওলানা মুহাম্মদ আবদুস সালাম	সদস্য
৪.	ডক্টর কাজী দীন মুহম্মদ	সদস্য
৫.	মাওলানা রূহুল আমীন খান	সদস্য
৬.	মাওলানা এ. কে. এম. আবদুস সালাম	সদস্য
৭.	মুহাম্মদ লুতফুল হক	সদস্য-সচিব

অনুবাদকমণ্ডলী

১. মাওলানা আবদুল মতীন মাসউদী
২. মাওলানা মুহাম্মদ ইসমাঈল
৩. মাওলানা মামুনুর রশীদ

তৃতীয় সংস্করণ সম্পাদনা

হাফেজ মাওলানা মোহাম্মদ ইসমাইল

সূচিপত্র

অধ্যায় ঃ পানীয় দ্রব্য

অধ্যায় ঃ পোশাক ও সাজসজ্জা

অধ্যায় ঃ আদব-কায়দা ও শিষ্টাচার

অধ্যায় ঃ সালাম

অধ্যায় ঃ সাপ ইত্যাদি নিধন

অধ্যায় ঃ শব্দচয়ণ ও শব্দ প্রয়োগে শিষ্টাচার

অধ্যায় ঃ কবিতা

অধ্যায় ঃ স্বপ্ন

অধ্যায় ঃ ফযীলত

অধ্যায় ঃ সাহাবী (রা)-গণের ফযীলত

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

كِتَابُ الْأَشْرِبَةِ

অধ্যায় : পানীয় দ্রব্য

١- بَابُ تَحْرِيْمِ الْخَمْرِ وَبَيَانِ اَنَّهَا تَكُوْنُ مِنْ عَصِيْرِ الْعِنَبِ وَمِنَ التَّمَرِ وَالْبُسْرِ وَالزَّبِيْبِ وَغَيْرِهَا مِمَّا يُسْكِرُ-

১. পরিচ্ছেদ : মদ হারাম এবং আঙ্গুরের রস থেকে খুরমা ও কাঁচা-পাকা খেজুর এবং কিসমিস (ইত্যাদি) ও অন্যান্য নেশাকারক দ্রব্য হতে তা তৈরি হওয়ার বর্ণনা

٤٩٦٤- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيْ قَالَ اَخْبَرَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ حَدَّثَنِيْ ابْنُ شِهَابٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ اَبِيْهِ حُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَبِيْ طَالِبٍ قَالَ اَصَبْتُ شَارِفًا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِيْ مَغْنَمٍ يَوْمَ بَدْرٍ وَاَعْطَانِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ شَارِفًا أُخْرَى فَاَنَخْتُهُمَا يَوْمًا عِنْدَ بَابِ رَجُلٍ مِنَ الْاَنْصَارِ وَاَنَا أُرِيْدُ اَنْ اَحْمِلَ عَلَيْهِمَا اِذْخِرًا لاَبِيْعَهُ وَمَعِيَ صَائِغٌ مِنْ بَنِيْ قَيْنُقَاعَ فَاَسْتَعِيْنَ بِهِ عَلَى وَلِيْمَةِ فَاطِمَةَ وَحَمْزَةُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ يَشْرَبُ فِيْ ذٰلِكَ الْبَيْتِ مَعَهُ قَيْنَةٌ تُغَنِّيْهِ فَقَالَتْ اَلاَ يَاحَمْزَةُ لِلشُّرُفِ النِّوَاءِ فَثَارَ اِلَيْهِمَا حَمْزَةُ بِالسَّيْفِ فَجَبَّ اَسْنِمَتَهُمَا وَبَقَرَ خَوَاصِرَهُمَا ثُمَّ اَخَذَ مِنْ اَكْبَادِهِمَا قُلْتُ لاِبْنِ شِهَابٍ وَمِنَ السَّنَامِ قَالَ قَدْجَبَّ اَسْنِمَتَهُمَا فَذَهَبَ بِهَا قَالَ ابْنُ شِهَابٍ قَالَ عَلِيٌّ فَنَظَرْتُ اِلَى مَنْظَرٍ اَفْظَعَنِيْ فَاَتَيْتُ النَّبِيَّ اللّٰهُ ﷺ وَعِنْدَهُ زَيْدُ بْنُ حَارِثَةَ فَاَخْبَرْتُهُ الْخَبَرَ فَخَرَجَ وَمَعَهُ زَيْدُ وَانْطَلَقْتُ مَعَهُ فَدَخَلَ عَلَى حَمْزَةَ فَتَغَيَّظَ عَلَيْهِ فَرَفَعَ حَمْزَةُ بَصَرَهُ فَقَالَ هَلْ اَنْتُمْ اِلاَّ عَبِيْدٌ لاَبَائِيْ فَرَجَعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُقَهْقِرُ حَتّٰى خَرَجَ عَنْهُمْ-

৪৯৬৪. ইয়াহ্ইয়া ইব্ন ইয়াহ্ইয়া তামীমী (র)...... আলী ইব্ন আবূ তালিব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সঙ্গে বদর দিবসে আমি গনীমত (যুদ্ধলব্ধ মাল) থেকে একটি পূর্ণ বয়স্কা (যুবতী) উটনী

পেয়েছিলাম। আর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ('খুমুস' থেকে) আমাকে আর একটি পূর্ণ বয়স্কা উটনী দিয়েছিলেন। একদিন আমি জনৈক আনসারী ব্যক্তির (বাড়ির) দরজার সামনে সে দু'টি বসিয়ে রাখলাম। আমার ইচ্ছা ছিল, সে দু'টির পিঠে করে কিছু ইয্খির (ঘাস) বয়ে আনবো, আর তা বিক্রি করে ফাতিমা (রা)-এর ওলীমায় সাহায্য নিব। আমার সাথে ছিল কায়নুকা গোত্রের জনৈক স্বর্ণকার। হামযা ইব্ন আবদুল মুত্তালিব (রা) সে বাড়িতেই মদ্যপান করছিলেন। তার সাথে ছিল একজন গায়িকা, যে তাকে গান শোনাচ্ছিল। সে (তার গানের মধ্যে) বললো : أَلاَ يَا حَمْزَةُ لِلشُّرُفِ النِّوَاءِ অর্থাৎ হে হামযা! হৃষ্টপুষ্ট উটনী দু'টির কাছে যাও (এবং তোমার মেহমানদের জন্য তা যবাহ্ কর)। এরপর হামযা সে দু'টির কাছে তরবারিসহ ছুটে গেল। পরে দু'টিরই কুঁজ কেটে ফেললো এবং তাদের পাজর (পেট) ফেঁড়ে ফেললো। এরপর সে এ দু'টির কলিজা বের করে নিল। আমি ইব্ন শিহাবকে বললাম, (বর্ণনায় কি এ কথা আছে যে,) তিনি কুঁজ (গোশত) থেকেও নিলেন? তিনি বললেন, (এভাবে আছে) কুঁজ দু'টি কেটে সাথে নিয়ে গেলেন। ইব্ন শিহাব বলেন, আলী (রা) বলেন, এ মর্মান্তিক দৃশ্য দেখে আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট গেলাম। তখন তাঁর কাছে ছিল যায়দ ইব্ন হারিসা। তারপর আমি তাঁকে সমস্ত ঘটনা অবহিত করলাম। তিনি যায়দকে সাথে নিয়ে বের হলেন। আমিও তাঁর সঙ্গে চললাম। হামযার কাছে গিয়ে তিনি তাকে কিছু কড়া কথা বললেন। হামযা (মাদকগ্রস্ত অবস্থায় চোখ তুলে বললেন, 'তোমরা তো আমার বাবার গোলাম বৈ কিছু নও'। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ পিছু হেঁটে চললেন এবং এভাবে তিনি তাদের কাছ থেকে বেরিয়ে আসলেন।

٤٩٦٥- وَحَدَّثَنَاهُ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ اَخْبَرَنِىْ ابْنُ جُرَيْجٍ بِهٰذَا الاَسْنَادِ مِثْلَهُ-

৪৯৬৫. আব্দ ইব্ন হুমায়দ (র)...... ইব্ন জুরায়জ (র) থেকে এ সনদে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

٤٩٦٦- وَحَدَّثَنِىْ اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اِسْحٰقَ قَالَ اَخْبَرَنَا سَعِيْدُ بْنُ كَثِيْرِ بْنِ عُفَيْرٍ اَبُوْ عُثْمَانَ الْمِصْرِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ وَهْبٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ يُوْنُسُ بْنُ يَزِيْدَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ عَلِىُّ ابْنُ حُسَيْنِ بْنِ عَلِىٍّ اَنَّ حُسَيْنَ بْنَ عَلِىٍّ اَخْبَرَهُ اَنَّ عَلِيًّا قَالَ كَانَتْ لِىْ شَارِفٌ مِنْ نَصِيْبِىْ مِنَ الْمَغْنَمِ يَوْمَ بَدْرٍ وَكَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَعْطَانِىْ شَارِفًا مِنَ الْخُمُسِ يَوْمَئِذٍ فَلَمَّا اَرَدْتُ اَنْ اَبْتَنِىَ بِفَاطِمَةَ بِنْتِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَاعَدْتُ رَجُلاً صَوَّاغًا مِنْ بَنِىْ قَيْنُقَاعَ يَرْتَحِلُ مَعِىَ فَنَأْتِىْ بِاِذْخِرٍ اَرَدْتُ اَنْ اَبِيْعَهُ مِنَ الصَّوَّاغِيْنَ فَاَسْتَعِيْنَ بِهِ فِىْ وَلِيْمَةِ عُرْسِىْ فَبَيْنَا اَنَا اَجْمَعُ لِشَارِفَىَّ مَتَاعًا مِنَ الاَقْتَابِ وَالْغَرَائِرِ وَالْحِبَالِ وَشَارِفَاىَ مُنَاخَانِ اِلَى جَنْبِ حُجْرَةِ رَجُلٍ مِنَ الاَنْصَارِ وَجَمَعْتُ حِيْنَ جَمَعْتُ مَا جَمَعْتُ فَاِذَا شَارِفَىَّ قَدِ اجْتُبَّتْ اَسْنِمَتُهُمَا وَبُقِرَتْ خَوَاصِرُ هُمَا وَاُخِذَ مِنْ اَكْبَادِهِمَا فَلَمْ اَمْلِكْ عَيْنَىَّ حِيْنَ رَاَيْتُ ذٰلِكَ الْمَنْظَرَ مِنْهُمَا قُلْتُ مَنْ فَعَلَ هٰذَا قَالُوْا فَعَلَهُ حَمْزَةُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ وَهُوَ فِىْ هٰذَا الْبَيْتِ فِىْ شَرْبٍ مِنَ الاَنْصَارِ غَنَّتْهُ قَيْنَةٌ وَاَصْحَابَهُ فَقَالَتْ فِىْ غِنَائِهَا اَلاَ يَا حَمْزُ لِلشُّرُفِ النِّوَاءِ فَقَامَ حَمْزَةُ بِالسَّيْفِ فَاجْتَبَّ اَسْنِمَتَهُمَا وَبَقَرَ خَوَاصِرَهُمَا وَاَخَذَ مِنْ اَكْبَادِهِمَا

فَقَالَ عَلِيٌّ فَانْطَلَقْتُ حَتّٰى اَدْخُلَ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَعِنْدَهُ زَيْدُ بْنُ حَارِثَةَ قَالَ فَعَرَفَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِيْ وَجْهِيَ الَّذِيْ لَقِيْتُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَالَكَ قُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ وَاللّٰهِ مَارَأَيْتُ كَالْيَوْمِ قَطُّ عَدَا حَمْزَةُ عَلٰى نَاقَتَيَّ فَاجْتَبَّ اَسْنِمَتَهُمَا وَبَقَرَ خَوَاصِرَهُمَا وَهَاهُوْذَا فِيْ بَيْتٍ مَعَهُ شَرْبٌ قَالَ فَدَعَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِرِدَائِهِ فَارْتَدَاهُ ثُمَّ انْطَلَقَ يَمْشِيْ وَاتَّبَعْتُهُ اَنَا وَزَيْدُ بْنُ حَارِثَةَ حَتّٰى جَاءَ الْبَابَ الَّذِيْ فِيْهِ حَمْزَةُ فَاسْتَأْذَنَ فَاَذِنُوْا لَهُ فَاِذَا هُمْ شَرْبٌ فَطَفِقَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَلُوْمُ حَمْزَةَ فِيْمَا فَعَلَ وَاِذَا حَمْزَةُ مُحْمَرَّةٌ عَيْنَاهُ فَنَظَرَ حَمْزَةُ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ ثُمَّ صَعَّدَ النَّظَرَ اِلٰى رُكْبَتَيْهِ ثُمَّ صَعَّدَ النَّظَرَ فَنَظَرَ اِلٰى سُرَّتِهِ ثُمَّ صَعَّدَ النَّظَرَ فَنَظَرَ اِلٰى وَجْهِهِ فَقَالَ حَمْزَةُ وَهَلْ اَنْتُمْ اِلاَّ عَبِيْدٌ لاَبِيْ فَعَرَفَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنَّهُ ثَمِلٌ فَنَكَصَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَلٰى عَقِبَيْهِ الْقَهْقَرٰى وَخَرَجَ وَخَرَجْنَا مَعَهُ-

وَحَدَّثَنِيْهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ قُهْزَاذَ قَالَ حَدَّثَنِيْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْمُبَارَكَ عَنْ يُوْنُسَ عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ مِثْلَهُ-

৪৯৬৬. আবূ বকর ইব্‌ন ইসহাক (র)....... আলী (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, বদরের দিন আমার জন্য গনীমত থেকে আমার অংশে একটি পূর্ণ বয়স্কা উটনী ছিল। আর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সেদিন গনীমতের এক-পঞ্চমাংশ থেকে আমাকে আর একটি পূর্ণ বয়স্কা উটনী দিয়েছিলেন। আমি যখন রাসূল-তনয়া ফাতিমা-এর সঙ্গে বাসর যাপনের ইচ্ছা করলাম, তখন কায়নুকা গোত্রের জনৈক স্বর্ণকার ও আমি পরস্পর এ চুক্তিতে আবদ্ধ হলাম যে, সে আমার সঙ্গে যাবে, আর আমরা (দু'জনে) ইয্‌খির (ঘাস) নিয়ে আসবো। আমি ইচ্ছা করলাম, এগুলো স্বর্ণকারদের নিকট বিক্রি করে তা দিয়ে আমার বিবাহের ওলীমার ব্যাপারে সাহায্য নিব। আমি উট দু'টির জন্য জিন, থলে এবং রশি ইত্যাদি জিনিস সংগ্রহ করছিলাম। আর আমার উট দু'টি জনৈক আনসারী ব্যক্তির ঘরের পাশে বসানো ছিল। আমি যা সংগ্রহ করবার সংগ্রহ করলাম। এমন সময় হঠাৎ দেখি সে দু'টির কুঁজ কেটে ফেলা হয়েছে, পাজর (পেট) ফেঁড়ে ফেলা হয়েছে এবং উভয়ের কলিজা বের করে নেয়া হয়েছে। আমি এ দৃশ্য দেখে আমার দু' চোখ (এর অশ্রু) নিয়ন্ত্রণ করতে পারলাম না। আমি বলে উঠলাম, এ কাজ কে করলো? লোকেরা বললো, হামযা ইব্‌ন আব্‌দুল মুত্তালিব। সে এ বাড়িতে আনসারদের একদল সুরাপায়ীর সাথে আছে। এক গায়িকা তাকে ও তার সাথীদেরকে গান শুনাচ্ছিল। সে তার গানে বললো : اَلاَ يَاحَمْزُ لِلشُّرُفِ النِّوَاءِ অর্থাৎ হে হামযা! মোটাসোটা উট দু'টির প্রতি তোমার কোন আকর্ষণ আছে কি? তখন হামযা তলোয়ার নিয়ে উঠলো, উট দু'টির কুঁজ কেটে ফেললো, পেট (পাজর) ফেঁড়ে ফেললো এবং কলিজা বের করে নিলো। আলী (রা) বলেন, অবশেষে আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে গেলাম। তখন তাঁর কাছে ছিলেন যায়দ ইব্‌ন হারিসা রো)। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমার চেহারার অবস্থা দেখে বুঝতে পারলেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : তোমার কি হয়েছে? আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আল্লাহ্‌র শপথ, আজকের মত দিন আমি আর কখনও দেখিনি! হামযা আমার উট দু'টির উপর চড়াও হয়ে তাদের কুঁজ দুটি কেটে ফেলেছে, পেট ফেঁড়ে ফেলেছে (এবং কলিজা বের করে নিয়েছে) সে ঐ বাড়িতে

আছে, আর তার সঙ্গে আছে সুরাপায়ীর এক দল। তিনি বলেন, এরপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর চাদর নিয়ে আসতে বললেন। পরে তা পরিধান করে হেঁটে চললেন। আমি এবং যায়দ ইব্ন হারিসা (রা) তাঁর পিছনে পিছনে চললাম। অবশেষে তিনি হামযা যে ঘরে ছিল, সে ঘরের দরজায় এসে অনুমতি চাইলেন। তারা তাঁকে অনুমতি দিল। তিনি প্রবেশ করেই দেখতে পেলেন সুরাপায়ীর দল। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ হামযার কৃতকর্মের জন্য তাকে ভর্ৎসনা করতে লাগলেন। দেখা গেল, হামযার চোখ দু'টি লাল। সে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর দিকে তাকালো। এরপর সে তার দৃষ্টি ক্রমান্বয়ে উপরের দিকে তুলে তা নিবদ্ধ করলো তাঁর হাঁটুর দিকে, তারপর আরো উপরে দৃষ্টি নিবদ্ধ করলো তাঁর নাভীর দিকে, এরপর দৃষ্টি তুললো তাঁর চেহারার দিকে। তারপর হামযা বললো, তোমরা তো আমার পিতার গোলাম বৈ কিছুই নও। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখন বুঝতে পারলেন সে নেশাগ্রস্ত, তখন তিনি পিছনে হেঁটে বের হয়ে পড়লেন। আমরাও তাঁর সঙ্গে বের হলাম।

মুহাম্মদ ইব্ন আব্দুল্লাহ ইব্ন কুহ্যায (র)...... যুহরী (র) থেকে উল্লেখিত সনদে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

٤٩٦٧- حَدَّثَنِىْ اَبُو الرَّبِيْعِ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْعَتَكِىُّ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ (يَعْنِى ابْنَ زَيْدٍ) قَالَ اَخْبَرَنَا ثَابِتٌ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كُنْتُ سَاقِىَ الْقَوْمِ يَوْمَ حُرِّمَتِ الْخَمْرُ فِىْ بَيْتِ اَبِىْ طَلْحَةَ وَمَا شَرَابُهُمْ اِلاَّ الْفَضِيْخُ الْبُسْرُ وَالتَّمْرُ فَاِذَا مُنَادٍ يُنَادِىْ فَقَالَ اُخْرُجْ فَانْظُرْ فَخَرَجْتُ فَاِذَا مُنَادٍ يُنَادِىْ اَلاَ اِنَّ الْخَمْرَ قَدْ حُرِّمَتْ قَالَ فَجَرَتْ فِىْ سِكَكِ الْمَدِيْنَةِ فَقَالَ لِىْ اَبُو طَلْحَةَ اُخْرُجْ فَاَهْرِقْهَا فَهَرَقْتُهَا فَقَالُوْا اَوْ قَالَ بَعْضُهُمْ قُتِلَ فُلاَنٌ قُتِلَ فُلاَنٌ وَهِىَ فِىْ بُطُوْنِهِمْ قَالَ فَلاَ اَدْرِىْ هُوَ مِنْ حَدِيْثِ اَنَسٍ فَاَنْزَلَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ لَيْسَ عَلَى الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ جُنَاحٌ فِيْمَا طَعِمُوْا اِذَا مَااتَّقَوْا وَاٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ-

৪৯৬৭. আবূ রাবী সুলায়মান ইব্ন দাউদ আতাকী (র)....... আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, মদ হারাম হওয়ার দিন আমি আবূ তালহার বাড়িতে লোকদের মদ্যপান করাচ্ছিলাম। তারা শুকনো ও কাঁচা খেজুরের (রসে তৈরি) মদ্যপান করতো। হঠাৎ শুনতে পেলাম, এক ব্যক্তি ঘোষণা দিচ্ছে। তিনি বললেন, বের হয়ে দেখ (কী ব্যাপার)। আমি বের হয়ে দেখলাম, এক ব্যক্তি ঘোষণা দিচ্ছে : শুনে রাখ, মদ হারাম করা হয়েছে। তিনি বলেন, এরপর মদীনার অলিগলি দিয়ে তা (মদের ঢল) প্রবাহিত হতে থাকে। আবূ তালহা আমাকে বললেন, বের হও এবং এগুলো ঢেলে দিয়ে আস। তারপর আমি সেগুলো ঢেলে দেই। তারা বা তাদের কেউ কেউ বললেন, অমুক নিহত হয়েছে এবং অমুক নিহত হয়েছে, তখন তাদের পেটে মদ ছিল। বর্ণনাকারী বলেন, আমি জানি না একথাও আনাস (রা)-এর হাদীসের অন্তর্ভুক্ত কিনা। এরপর আল্লাহ্ তা'আলা নাযিল করেন : "যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে তারা পূর্বে যা খেয়েছে, তাতে তাদের কোন পাপ নেই যদি তারা তাকওয়া অবলম্বন করে এবং ঈমান আনে ও সৎকাজ করে" (৫ : ৯৩)।

٤٩٦٨- وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ اَيُّوْبَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ اَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ صُهَيْبٍ قَالَ سَاَلُوْا اَنَسَ بْنَ مَالِكٍ عَنِ الْفَضِيْخِ فَقَالَ مَا كَانَتْ لَنَا خَمْرٌ غَيْرُ فَضِيْخِكُمْ هٰذَا الَّذِىْ تُسَمُّوْنَهُ الْفَضِيْخَ اِنِّىْ لَقَائِمٌ اَسْقِيْهَا اَبَا طَلْحَةَ وَاَبَا اَيُّوْبَ وَرِجَالاً مِنْ اَصْحَابِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِىْ بَيْتِنَا اِذْ جَاءَ

رَجُلٌ فَقَالَ هَلْ بَلَغَكُمُ الْخَبَرُ قُلْنَا لاَ قَالَ فَاِنَّ الْخَمْرَ قَدْ حُرِّمَتْ فَقَالَ يَا اَنَسُ اَرِقْ هٰذِهِ الْقِلاَلَ قَالَ فَمَا رَاجَعُوْهَا وَلاَ سَأَلُوْا عَنْهَا بَعْدَ خَبَرِ الرَّجُلِ-

৪৯৬৮. ইয়াহ্ইয়া ইব্ন আইউব (র)......আবদুল আযীয ইব্ন সুহায়ব (র) থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, লোকেরা আনাস (রা)-কে জিজ্ঞাসা করলো 'ফাযীখ' (খেজুরের তৈরি মদ) সম্বন্ধে। তিনি বললেন, তোমরা যাকে 'ফাযীখ' বলে থাক, তোমাদের এ 'ফাযীখ' ছাড়া আমাদের অন্য কোন মদ-ই ছিল না। আমি আমাদের বাড়িতে আবূ তাল্হা, আবূ আইউব (রা) এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর আরো কিছু সাহাবীকে মদ্যপান করাচ্ছিলাম। এমন সময় এক ব্যক্তি এসে বললো, তোমাদের নিকট কি কোন খবর পৌঁছেছে? আমরা বললাম, না। সে বললো, মদ তো হারাম করা হয়েছে। তিনি (আবূ তালহা) বললেন, হে আনাস! এ মটকাগুলো ঢেলে দাও। তিনি বলেন, তারা ঐ ব্যক্তির খবরের পর কোন অনুসন্ধানও করেননি, এ সম্বন্ধে কোন প্রশ্নও করেননি।

٤٩٦٩- وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ اَيُّوْبَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ قَالَ وَاَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا اَنَسُ بْنُ مَالِكٍ قَالَ اِنِّىْ لَقَائِمٌ عَلَى الْحَىِّ عَلٰى عُمُوْمَتِىْ اَسْقِيْهِمْ مِنْ فَضِيْخٍ لَهُمْ وَاَنَا اَصْغَرُهُمْ سِنًّا فَجَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ اِنَّهَا قَدْ حُرِّمَتِ الْخَمْرُ فَقَالُوْا اَكْفِأْهَا يَا اَنَسُ فَكَفَأْتُهَا قَالَ قُلْتُ لاَنَسٍ مَاهُوَ قَالَ بُسْرٌ وَرُطَبٌ قَالَ فَقَالَ اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَنَسٍ كَانَتْ خَمْرَهُمْ يَوْمَئِذٍ قَالَ سُلَيْمَانُ وَحَدَّثَنِىْ رَجُلٌ عَنْ اَنَسٍ اَنَّهُ قَالَ ذٰلِكَ اَيْضًا-

৪৯৬৯. ইয়াহ্ইয়া ইব্ন আইউব (র)...... আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, আমি গোত্রের লোকদের মাঝে দাঁড়িয়ে আমার চাচাদের 'ফাযীখ' পান করাচ্ছিলাম। আমি তাদের মধ্যে সবার চেয়ে বয়সে ছোট ছিলাম। এ সময় এক ব্যক্তি এসে বললো, মদ তো হারাম করা হয়েছে। তারা বললেন, হে আনাস! এ পাত্রগুলো উল্টিয়ে দাও। আমি সেগুলো উল্টে ফেলে দিলাম। তিনি বলেন, আমি আনাসকে বললাম, ফাযীখ কি? তিনি বললেন, কাঁচা-পাকা খেজুর (দ্বারা তৈরি মদ)। তিনি বলেন, আবূ বকর ইব্ন আনাস বলেছেন, তখন এটাই ছিল তাদের মদ। সুলায়মান বলেন, আমার কাছে এক ব্যক্তি আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি (আনাস) একথাও বলেছেন।

٤٩٧٠- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الاَعْلٰى قَالَ حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ قَالَ اَنَسٌ كُنْتُ قَائِمًا عَلَى الْحَىِّ اَسْقِيْهِمْ بِمِثْلِ حَدِيْثِ ابْنِ عُلَيَّةَ غَيْرَ اَنَّهُ قَالَ فَقَالَ اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَنَسٍ كَانَ خَمْرَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَاَنَسٌ شَاهِدٌ فَلَمْ يُنْكِرْ اَنَسٌ ذٰلِكَ وَقَالَ ابْنُ عَبْدِ الاَعْلٰى حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ حَدَّثَنِىْ بَعْضُ مَنْ كَانَ مَعِىَ اَنَّهُ سَمِعَ اَنَسًا يَقُوْلُ كَانَ خَمْرَهُمْ يَوْمَئِذٍ-

৪৯৭০. মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল আলা (র)...... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি গোত্রের মাঝে দাঁড়িয়ে তাদের মদ্যপান করাচ্ছিলাম। এরপর বর্ণনাকারী (পূর্ববর্তী রিওয়ায়াতের) ইব্ন উলায়্যার অনুরূপ বর্ণনা করেন। তবে তিনি বলেন, তারপর আবূ বকর ইব্ন আনাস বললেন, তখনকার দিনে ওটাই ছিল তাদের মদ।

আনাস (রা) সেখানে উপস্থিত ছিলেন, তিনি একথা অস্বীকার করেননি। ইব্‌ন আব্‌দুল আ'লা মু'তামির-এর সূত্রে তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন : যারা তাঁর সঙ্গে ছিল তাঁদের একজন আমার নিকট বর্ণনা করেছেন, তিনি আনাসকে বলতে শুনেছেন, 'তখনকার দিনে সেটাই ছিল তাদের মদ।'

٤٩٧١ - وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ اَيُّوْبَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ قَالَ وَاَخْبَرَنَا سَعِيْدُ بْنُ اَبِىْ عَرُوْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كُنْتُ اَسْقِى اَبَا طَلْحَةَ وَاَبَا دُجَانَةَ وَمُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ فِى رَهْطٍ مِنَ الاَنْصَارِ فَدَخَلَ عَلَيْنَا دَاخِلٌ فَقَالَ حَدَثَ خَبَرٌ نَزَلَ تَحْرِيْمُ الْخَمْرِ فَاَكْفَأْنَاهَا يَوْمَئِذٍ وَاِنَّهَا لَخَلِيْطُ الْبُسْرِ وَالتَّمْرِ قَالَ قَتَادَةُ وَقَالَ اَنَسُ بْنُ مَالِكٍ لَقَدْ حُرِّمَتِ الْخَمْرُ وَكَانَتْ عَامَّةُ خُمُوْرِهِمْ يَوْمَئِذٍ خَلِيْطَ الْبُسْرِ وَالتَّمْرِ–

৪৯৭১. ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন আইউব (র)...... আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, আমি আবূ তালহা, আবূ দুজানা ও মুআয ইব্‌ন জাবাল (রা)-কে আনসারীদের একদল লোকসহ মদ্যপান করাচ্ছিলাম। এ সময় এক ব্যক্তি আমাদের কাছে এসে বললো, একটি (নতুন) ব্যাপার ঘটেছে, মদ নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এরপর আমরা সেদিন পাত্রগুলো উপুড় করে ফেলে দিয়েছিলাম। সে মদ ছিল কাঁচা-পাকা মিশ্রিত খেজুরের তৈরি। কাতাদা বলেন, আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) বলেছেন, নিশ্চয়ই মদ হারাম করা হয়েছে। তখনকার দিনে তাদের সাধারণ প্রচলিত মদ ছিলো কাঁচা-পাকা সংমিশ্রিত খেজুরের তৈরি।

٤٩٧٢ - وَحَدَّثَنَا اَبُوْ غَسَّانَ الْمِسْمَعِىُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ مُثَنّٰى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالُوْا اَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ اَبِىْ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ اِنِّىْ لاَ سْقِىْ اَبَا طَلْحَةَ وَاَبَا دُجَانَةَ وَسُهَيْلَ بْنَ بَيْضَاءَ مِنْ مَزَادَةٍ فِيْهَا خَلِيْطُ بُسْرٍ وَتَمْرٍ بِنَحْوِ حَدِيْثِ سَعِيْدٍ–

৪৯৭২. আবূ গাস্‌সান আল-মিসমাঈ, মুহাম্মদ ইব্‌ন মুসান্না ও ইব্‌ন বাশ্‌শার (র)...... আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, আমি একটি মদ্যপাত্র থেকে, যাতে কাঁচা-পাকা খেজুরের তৈরি মদ ছিল- আবূ তালহা, আবূ দুজানা ও সুহায়ল ইব্‌ন বায়দা (রা)-কে মদ্যপান করাচ্ছিলাম। অতঃপর বর্ণনাকারী সাঈদ (র)-এর হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেন।

٤٩٧٣ - وَحَدَّثَنِىْ اَبُو الطَّاهِرِ اَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ سَرْحٍ قَالَ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ اَنَّ قَتَادَةَ بْنَ دِعَامَةَ حَدَّثَهُ اَنَّهُ سَمِعَ اَنَسَ ابْنَ مَالِكٍ يَقُوْلُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَهٰى اَنْ يُخْلَطَ التَّمْرُ وَالزَّهْوُ ثُمَّ يُشْرَبُ وَاَنَّ ذٰلِكَ كَانَ عَامَّةَ خُمُوْرِهِمْ يَوْمَ حُرِّمَتِ الْخَمْرُ–

৪৯৭৩. আবূ তাহির আহ্‌মদ ইব্‌ন আমর ইব্‌ন সারহ্ (র) ..... আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে, তিনি তাঁকে বলতে শুনেছেন, তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ কাঁচা ও পাকা খেজুর মিশ্রিত (করে মদ তৈরি) করা এবং তা পান করা নিষেধ করেছেন। যেদিন মদ হারাম করা হয়, সেদিন তা-ই ছিল তাদের সাধারণ মদ।

٤٩٧٤ - وَحَدَّثَنِى اَبُو الطَّاهِرِ قَالَ اَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِى مَالِكُ بْنُ اَنَسٍ عَنْ اِسْحٰقَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِى طَلْحَةَ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّهُ قَالَ كُنْتُ اَسْقِى اَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ الْجَرَّاحِ وَاَبَا طَلْحَةَ وَاُبَىَّ بْنَ كَعْبٍ شَرَابًا مِنْ فَضِيْخٍ وَتَمْرٍ فَاَتَاهُمْ اٰتٍ فَقَالَ اِنَّ الْخَمْرَ قَدْ حُرِّمَتْ فَقَالَ اَبُو طَلْحَةَ يَا اَنَسُ قُمْ اِلٰى هٰذِهِ الْجَرَّةِ فَاكْسِرْهَا فَقُمْتُ اِلٰى مِهْرَاسٍ لَنَا فَضَرَبْتُهَا بِاَسْفَلِهِ حَتّٰى تَكَسَّرَتْ-

৪৯৭৪. আবূ তাহির (র)...... আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, আমি আবূ উবায়দা ইব্‌ন জাররাহ্, আবূ তালহা ও উবাই ইব্‌ন কা'ব (রা)-কে মদ্যপান করাচ্ছিলাম, যা ছিল কাঁচা ও শুকনো খেজুর দ্বারা তৈরি। এরপর জনৈক আগন্তুক এসে বললো, মদ তো নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। আবূ তালহা (রা) বললেন, হে আনাস! তুমি এই কলসটির কাছে গিয়ে সেটি ভেঙে ফেল। আমি আমাদের মিহ্‌রাসটির (ছিদ্রযুক্ত পাথর) কাছে গেলাম এবং সেটিকে নিচের দিকে ফেলে দিয়ে আঘাত করলাম। ফলে সেটি ভেঙে খণ্ড খণ্ড হয়ে গেল।

٤٩٧٥- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُثَنّٰى قَالَ اخْبَرَنَا اَبُو بَكْرٍ يَعْنِى الْحَنَفِىَّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيْدِ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنِى اَبِىْ اَنَّهُ سَمِعَ اَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُوْلُ لَقَدْ اَنْزَلَ اللّٰهُ الْاٰيَةَ الَّتِىْ حَرَّمَ اللّٰهُ فِيْهَا الْخَمْرَ وَمَا بِالْمَدِيْنَةِ شَرَابٌ يُشْرَبُ اِلاَّ مِنْ تَمْرٍ-

৪৯৭৫. মুহাম্মদ ইব্‌ন মুসান্না (র)...... জা'ফর (র) থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি আনাস ইব্‌ন মালিক (রা)-কে বলতে শুনেছেন যে, আল্লাহ্ তা'আলা যে আয়াতে মদ হারাম করেছেন, সেটি এমন সময় নাযিল করেছেন, যখন মদীনায় খেজুরের তৈরি মদই পান করা হতো।

٢- بَابُ تَحْرِيْمُ تَخْلِيْلِ الْخَمْرِ

২. পরিচ্ছেদ : মদকে সিরকায় রূপান্তরিত করা নিষেধ

٤٩٧٦- وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَىَّ قَالَ اَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِىٍّ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ عَنْ سُفْيَانَ عَنِ السُّدِّىِ عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبَّادٍ عَنْ اَنَسٍ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ سُئِلَ عَنْ الْخَمْرِ تُتَّخَذُ خَلاًّ فَقَالَ لاَ-

৪৯৭৬. ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন ইয়াহ্ইয়া ও যুহায়র ইব্‌ন হার্‌ব (র)...... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ-এর কাছে মদকে সিরকায় রূপান্তরিত করা সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বললেন, না।

٣- بَابُ تَحْرِيْمُ التَّدَاوِىْ بِالْخَمْرِ وَبَيَانِ اَنَّهَا لَيْسَتْ بِدَوَاءٍ-

৩. পরিচ্ছেদ : মদদ্বারা চিকিৎসা করা হারাম এবং তা ঔষধ হতে না পারার বিবরণ

٤٩٧٧- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُثَنّٰى وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ وَاللَّفْظُ لاِبْنِ مُثَنّٰى قَالاَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلٍ عَنْ اَبِيْهِ وَائِلٍ الْحَضْرَمِىِّ اَنَّ طَارِقَ بْنِ

سُوَيْدِ الْجُعْفِيَّ سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ عَنِ الْخَمْرِ فَنَهَاهُ اَوْ كَرِهَ اَنْ يَصْنَعَهَا فَقَالَ اِنَّمَا اَصْنَعُهَا لِلدَّوَاءِ فَقَالَ اِنَّهُ لَيْسَ بِدَوَاءٍ وَلَكِنَّهُ دَاءٌ-

৪৯৭৭. মুহাম্মদ ইব্‌ন মুসান্না ও মুহাম্মদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (র)...... ওয়ায়ল আল-হাযরামী (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, তারিক ইব্‌ন সুওয়ায়দ জু'ফী (রা) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে মদ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করলেন। তিনি তাঁকে নিষেধ করলেন, অথবা মদ প্রস্তুত করাকে খুব খারাপ মনে করলেন। তিনি [তারিক (রা)] বললেন, আমি তো ঔষধ প্রস্তুত করার জন্য মদ বানাই। তিনি বললেন : এটি তো (রোগ নিরামক) ঔষধ নয়, বরং এটি নিজেই রোগ।

٤- بَابُ بَيَانِ اَنَّ جَمِيْعَ مَا يُنْبَذُ مِمَّا يُتَّخَذُ مِنَ النَّخْلِ وَالْعِنَبِ يُسَمَّى خَمْرًا-

৪. পরিচ্ছেদ : খেজুর ও আঙ্গুর থেকে যা কিছু পানিতে ভিজিয়ে রাখা হয়, তা-ই মদ নামে অভিহিত হওয়ার বর্ণনা

٤٩٧٨- وَحَدَّثَنِيْ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ اَخْبَرَنَا الْحَجَّاجُ ابْنُ اَبِيْ عُثْمَانَ قَالَ حَدَّثَنِيْ يَحْيَى بْنُ اَبِيْ كَثِيْرٍ اَنَّ اَبَا كَثِيْرٍ حَدَّثَهُ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الْخَمْرُ مِنْ هَاتَيْنِ الشَّجَرَتَيْنِ النَّخْلَةِ وَالْعِنَبَةِ-

৪৯৭৮. যুহায়র ইব্‌ন হারব (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : মদ হয় এই দু'টি বৃক্ষ থেকে : খেজুর ও আঙ্গুর।

٤٩٧٩- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا اَبِيْ حَدَّثَنَا الاَوْزَاعِيُّ حَدَّثَنَا اَبُوْ كَثِيْرٍ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ الْخَمْرُ مِنْ هَاتَيْنِ الشَّجَرَتَيْنِ النَّخْلَةِ وَالْعِنَبَةِ--

৪৯৭৯. মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন নুমায়র (র) ...... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে শুনেছেন, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে বলতে শুনেছি যে, মদ হয় এ দু'টি বৃক্ষ থেকে : খেজুর ও আঙ্গুর।

٤٩٨٠- وَحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَاَبُوْ كُرَيْبٍ قَالاَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنِ الاَوْزَاعِيِّ وَعِكْرِمَةَ بْنِ عَمَّارٍ وَعُقْبَةَ بْنِ التَّوْءَمِ عَنْ اَبِيْ كَثِيْرٍ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الْخَمْرُ مِنْ هَاتَيْنِ الشَّجَرَتَيْنِ الْكَرْمَةِ وَالنَّخْلَةِ وَفِيْ رِوَايَةِ اَبِيْ كُرَيْبٍ الْكَرْمِ وَالنَّخْلِ-

৪৯৮০. যুহায়র ইব্‌ন হার্‌ব (র) ও আবূ কুরায়ব (র)....... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : মদ হয় ঐ দু'টি বৃক্ষ থেকে : আঙ্গুর ও খেজুর। আবূ কুরায়বের বর্ণনায় (الْكَرْمَةِ والنَّخْلَةِ স্থলে) الْكَرْمِ وَالنَّخْلِ রয়েছে।

٥- بَابُ كِرَاهَةِ انْتِبَاذِ التَّمْرِ وَالزَّبِيْبِ مَخْلُوْطَيْنِ

৫. পরিচ্ছেদ : শুকনো খেজুর ও কিসমিস পানিতে একত্রে ভিজিয়ে নাবীয তৈরি করা মাকরূহ

٤٩٨١- حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوْخَ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيْرُ ابْنُ حَازِمٍ قَالَ سَمِعْتُ عَطَاءَ بْنَ اَبِى رَبَاحٍ قَالَ حَدَّثَنَا جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ الاَنْصَارِىُّ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ نَهَى اَنْ يُخْلَطَ الزَّبِيْبُ وَالتَّمْرُ وَالْبُسْرُ وَالتَّمْرُ-

৪৯৮১. শায়বান ইব্ন ফাররূখ (র)...... জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ কিসমিস ও শুকনো খেজুর এবং কাঁচা ও পাকা খেজুর একত্রে মিশ্রিত (করে নাবীয তৈরি) করতে নিষেধ করেছেন।

٤٩٨٢- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ عَطَاءِ بْنِ اَبِىْ رَبَاحٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ الاَنْصَارِيِّ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَنَّهُ نَهَى اَنْ يُنْبَذَ التَّمْرُ وَالزَّبِيْبُ جَمِيْعًا وَنَهَى اَنْ يُنْبَذَ الرُّطَبُ وَالْبُسْرُ جَمِيْعًا-

৪৯৮২. কুতায়বা ইব্ন সাঈদ (র)...... জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ আনসারী (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ শুকনো খেজুর ও কিসমিস একত্র করে নাবীয তৈরি করতে নিষেধ করেছেন। তিনি আরও নিষেধ করেছেন কাঁচা ও পাকা খেজুর একত্র মিশিয়ে নাবীয তৈরি করতে।

٤٩٨٣- وَحَدَّثَنِى مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ وَاللَّفْظُ لاِبْنِ رَافِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ اَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ قَالَ لِىْ عَطَاءٌ سَمِعْتُ جَابِرَبْنَ عَبْدِ اللّٰهِ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَ تَجْمَعُوْا بَيْنَ الرُّطَبِ وَالْبُسْرِ وَبَيْنَ الزَّبِيْبِ وَالتَّمْرِ نَبِيْذًا-

৪৯৮৩. মুহাম্মদ ইব্ন হাতিম, ইসহাক ইব্ন ইবরাহীম ও মুহাম্মদ রাফি (র)...... 'আরা (র) জাবির ইব্ন আব্দুল্লাহ্ (রা)-কে বলতে শুনেছেন যে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : তোমরা কাঁচা-পাকা খেজুর এবং কিসমিস ও খুরমা একত্র করে নাবীয তৈরি করো না।

٤٩٨٤- وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ ابْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا لَيْثٌ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ قَالَ اَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ الْمَكِّيِّ مَوْلَى حَكِيْمِ بْنِ حِزَامٍ عَنْ جَابِرِبْنِ عَبْدِ اللّٰهِ الاَنْصَارِيِّ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَنَّهُ نَهَى اَنْ يُنْبَذَ الزَّبِيْبُ وَالتَّمْرُ جَمِيْعًا وَنَهَى اَنْ يُنْبَذَ الْبُسْرُ وَالرُّطَبُ جَمِيْعًا-

৪৯৮৪. কুতায়বা ইব্ন সাঈদ ও মুহাম্মদ ইব্ন রুম্হ্ (র)...... জাবির ইব্ন আব্দুল্লাহ আনসারী (রা) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে বর্ণিত যে, তিনি কিসমিস ও খুরমা একত্র করে 'নাবীয' তৈরি করতে নিষেধ করেছেন এবং তিনি কাঁচা ও পাকা খেজুর একত্রে ভিজিয়ে 'নাবীয' তৈরি করতেও নিষেধ করেছেন।

٤٩٨٥- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ اَخْبَرَنَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعٍ عَنِ التَّيْمِيِّ عَنْ اَبِىْ نَضْرَةَ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ نَهَى عَنِ التَّمْرِ وَالزَّبِيْبِ اَنْ يُخْلَطَ بَيْنَهُمَا وَعَنِ التَّمْرِ وَالْبُسْرِ اَنْ يُخْلَطَ بَيْنَهُمَا-

৪৯৮৫. ইয়াহ্ইয়া ইব্ন ইয়াহ্ইয়া (র)...... আবূ সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ খুরমা ও কিসমিস একত্রে মিশায়ে ভিজিয়ে নাবীয তৈরি করতে নিষেধ করেছেন এবং কাঁচা ও পাকা খেজুরও একত্রে ভিজিয়ে নাবীয তৈরি করতে নিষেধ করেছেন।

٤٩٨٦- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ اَيُّوْبَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ يَزِيْدَ اَبُوْ مَسْلَمَةَ عَنْ اَبِىْ نَضْرَةَ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ قَالَ نَهَانَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنْ نَخْلِطَ بَيْنَ الزَّبِيْبِ وَالتَّمْرِ وَاَنْ نَخْلِطَ الْبُسْرَ وَالتَّمْرَ-

৪৯৮৬. ইয়াহ্ইয়া ইব্ন আইউব (র)....আবূ সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদেরকে (নাবীয তৈরীর জন্য) কিসমিস ও শুকনো খেজুর এবং কাঁচা ও পাকা খেজুর একত্রে মিশ্রিত করতে নিষেধ করেছেন।

٤٩٨٧- حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِىٍّ الْجَهْضَمِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا بِشْرٌ يَعْنِى ابْنُ مُفَضَّلٍ عَنْ اَبِىْ مَسْلَمَةَ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ مِثْلَهُ-

৪৯৮৭. নাস্‌র ইব্ন আলী জাহ্‌যামী (র)...... আবূ মাসলামা (র) থেকে উল্লেখিত সনদে অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

٤٩٨٨- وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ اِسْمَاعِيْلَ بْنِ مُسْلِمٍ الْعَبْدِىِّ عَنْ اَبِى الْمُتَوَكِّلِ النَّاجِى عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِىِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ شَرِبَ النَّبِيْذَ مِنْكُمْ فَلْيَشْرَبْهُ زَبِيْبًا فَرْدًا اَوْ تَمْرًا فَرْدًا اَوْ بُسْرًا فَرْدًا-

وَحَدَّثَنِيْهِ اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اِسْحَاقَ قَالَ حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ قَالَ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ مُسْلِمٍ الْعَبْدِىُّ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ قَالَ نَهَانَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنْ نَخْلِطَ بُسْرًا بِتَمْرٍ اَوْ زَبِيْبًا بِتَمْرٍ اَوْ زَبِيْبًا بِبُسْرٍ وَقَالَ مَنْ شَرِبَهُ مِنْكُمْ فَذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيْثِ وَكِيْعٍ-

৪৯৮৮. কুতায়বা ইব্ন সাঈদ (র)...... আবূ সাঈদ খুদরী (রা) বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি নাবীয (খেজুর বা আঙ্গুর ভেজানো পানি) পান করতে ইচ্ছুক, সে যেন কিসমিস বা শুকনো খেজুর কিংবা কাঁচা খেজুর পৃথক পৃথকভাবে (ভিজিয়ে নাবীয বানিয়ে তা) করবে পান করে।
আবূ বকর ইব্ন ইসহাক (র)...... ইসমাঈল ইব্ন মুসলিম আবদী (র) থেকে উল্লেখিত সনদে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদেরকে নিষেধ করেছেন, আমরা যেন কাঁচা খেজুর শুকনো খেজুরের সাথে না মিশাই অথবা কিসমিস খুরমার সাথে না মিশাই কিংবা কিসমিস কাঁচা খেজুরের সাথে না মিশাই। তিনি আরও

বলেন, তোমাদের মধ্যে যে তা পান করতে ইচ্ছুক..... এরপর বর্ণনাকারী ওয়াকী' (র)-এর হাদীসের অনুরূপ রিওয়ায়াত করেন।

٤٩٨٩- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ اَيُّوبَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ قَالَ اَخْبَرَنَا هِشَامٌ الدَّسْتَوَائِيُّ عَنْ يَحْيَى بْنِ اَبِي كَثِيرٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِي قَتَادَةَ عَنْ اَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ لاَ تَنْتَبِذُوا الزَّهْوَ وَالرُّطَبَ جَمِيعًا وَلاَ تَنْتَبِذُوْا الزَّبِيبَ وَالتَّمْرَ جَمِيعًا وَانْتَبِذُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى حِدَتِهِ-

৪৯৮৯. ইয়াহ্ইয়া ইব্ন আইউব (র)......আবূ কাতাদা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, তোমরা কাঁচা ও পাকা খেজুর একত্র করে নাবীয প্রস্তুত করবে না। কিসমিস ও খুরমা একত্র করেও নাবীয তৈরি করবে না, বরং প্রত্যেকটি পৃথকভাবে (পানিতে ভিজিয়ে) নাবীয তৈরি করবে।

٤٩٩٠- وَحَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ الْعَبْدِيُّ عَنْ حَجَّاجِ بْنِ اَبِيْ عُثْمَانَ عَنْ يَحْيَى بْنِ اَبِيْ كَثِيرٍ بِهَذَا الْاِسْنَادِ مِثْلَهُ-

৪৯৯০. আবূ বাক্র ইব্ন আবূ শায়বা (র)...... ইয়াহ্ইয়া ইব্ন আবূ কাসীর (র) থেকে উল্লেখিত সনদে অনুরূপ বর্ণিত আছে।

٤٩٩١- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ قَالَ اَخْبَرَنَا عَلِيٌّ وَهُوَابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ يَحْيَى عَنْ اَبِيْ سَلَمَةَ عَنْ اَبِيْ قَتَادَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لاَ تَنْتَبِذُوا الزَّهْوَ وَالرُّطَبَ جَمِيعًا وَلاَ تَنْتَبِذُوا الرُّطَبَ وَالزَّبِيبَ جَمِيعًا وَلٰكِنِ انْتَبِذُوْا كُلَّ وَاحِدٍ عَلٰى حِدَتِهِ وَزَعَمَ يَحْيَى اَنَّهُ لَقِيَ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ اَبِيْ قَتَادَةَ فَحَدَّثَهُ عَنْ اَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِ هٰذَا-

وَحَدَّثَنِيهِ اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اِسْحٰقَ قَالَ حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ قَالَ حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ الْمُعَلِّمُ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ اَبِيْ كَثِيرٍ بِهٰذَيْنِ الْاِسْنَادَيْنِ غَيْرَ اَنَّهُ قَالَ الرُّطَبَ وَالزَّهْوَ وَالتَّمْرَ وَالزَّبِيبَ-

৪৯৯১. মুহাম্মদ ইব্ন মুসান্না (র)........ আবূ কাতাদা (রা) থেকে বর্ণিত, যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : তোমরা কাঁচা ও পাকা খেজুর একত্র করে নাবীয তৈরি করবে না এবং পাকা খেজুর ও কিসমিস একত্র করে নাবীয তৈরি করবে না, বরং প্রত্যেকটি দিয়ে পৃথক পৃথকভাবে নাবীয তৈরি করবে। ইয়াহ্ইয়া বলেছেন যে, তিনি আবদুল্লাহ্ ইব্ন আবূ কাতাদার সঙ্গে সাক্ষাত করলে তিনি তাঁর পিতার সূত্রে নবী ﷺ থেকে তাঁর কাছে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

আবূ বকর ইব্ন ইস্হাক (র)...... ইয়াহ্ইয়া ইব্ন আবূ কাসীর (র) থেকে উপরোক্ত দু'টি সনদে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তবে তিনি 'কাঁচা খেজুর, পাকা খেজুর এবং শুকনো খেজুর ও কিসমিস' বলেছেন।

٤٩٩٢- وَحَدَّثَنِيْ اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اِسْحَاقَ قَالَ حَدَّثَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبَانُ الْعَطَّارُ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ اَبِيْ كَثِيرٍ قَالَ حَدَّثَنِيْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ اَبِيْ قَتَادَةَ عَنْ اَبِيهِ اَنَّ نَبِيَّ اللّٰهِ ﷺ نَهَى

عَنْ خَلِيْطِ التَّمْرِ وَالْبُسْرِ وَعَنْ خَلِيْطِ الزَّبِيْبِ وَالتَّمْرِ وَعَنْ خَلِيْطِ الزَّهْوِ وَالرُّطَبِ وَقَالَ انْتَبِذُوْا كُلَّ وَاحِدٍ عَلَى حِدَتِهِ-

৪৯৯২. আবূ বকর ইব্‌ন ইসহাক (র)......আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আবূ কাতাদা (রা) সূত্রে তার পিতা থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ কাঁচা ও শুকনো খেজুর একত্রে মিশ্রিত করা থেকে এবং কিসমিস ও শুকনো খেজুর মিশ্রিত করা থেকে এবং কাঁচা ও পাকা খেজুর মিশ্রিত করা থেকে নিষেধ করেছেন। তিনি বলেছেন, প্রত্যেকটির দ্বারা পৃথকভাবে নাবীয তৈরি কর।

٤٩٩٣- قَالَ وَحَدَّثَنِىْ اَبُوْ سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ اَبِىْ قَتَادَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ بِمِثْلِ هٰذَا الْحَدِيْثِ-

৪৯৯৩. উক্ত সনদে ইয়াহ্ইয়া (র) বলেন, আমার কাছে আবূ সালামা ইব্‌ন আবদুর রাহমান (র) আবূ কাতাদা (রা)-এর সূত্রে নবী ﷺ থেকে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

٤٩٩٤- حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَاَبُوْ كُرَيْبٍ وَاللَّفْظُ لِزُهَيْرٍ قَالاَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ اَبِىْ كَثِيْرٍ الْحَنَفِىِّ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ نَهَى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنِ الزَّبِيْبِ وَالتَّمْرِ وَالْبُسْرِ وَالتَّمْرِ وَقَالَ يُنْتَبَذُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى حِدَتِهِ-

وَحَدَّثَنِيْهِ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اُذَيْنَةَ وَهُوَ اَبُوْ كَثِيْرٍ الْغُبَرِىُّ قَالَ حَدَّثَنِىْ اَبُوْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِمِثْلِهِ-

৪৯৯৪. যুহায়র ইব্‌ন হারব ও আবূ কুরায়ব (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কিসমিস ও শুকনো খেজুর এবং কাঁচা ও শুকনো খেজুর (একত্রে মিশ্রিত করে নাবীয তৈরি করা) থেকে নিষেধ করেছেন। তিনি বলেছেন, প্রত্যেকটি দিয়ে পৃথকভাবে নাবীয করা যেতে পারে।

যুহায়র ইব্‌ন হারব (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন......(এরপর বর্ণনাকারী) অনুরূপ (হাদীস বর্ণনা করেন)।

٤٩٩٥- وَحَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنِ الشَّيْبَانِىِّ عَنْ حَبِيْبٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ نَهَى النَّبِىُّ ﷺ اَنْ يُخْلَطَ التَّمْرُ وَالزَّبِيْبُ جَمِيْعًا وَاَنْ يُخْلَطَ الْبُسْرُ وَالتَّمْرُ جَمِيْعًا وَكَتَبَ اِلَى اَهْلِ جُرَشَ يَنْهَاهُمْ عَنْ خَلِيْطِ التَّمْرِ وَالزَّبِيْبِ-

قَالَ وَحَدَّثَنِيْهِ وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ قَالَ اَخْبَرَنَا خَالِدٌ يَعْنِىْ الطَّحَّانَ عَنِ الشَّيْبَانِىِّ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ فِى التَّمْرِ وَالزَّبِيْبِ وَلَمْ يَذْكُرِ الْبُسْرَ وَالتَّمْرَ-

৪৯৯৫. আবূ বকর ইব্‌ন আবূ শায়বা (র)...... ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ শুকনো খেজুর ও কিসমিস একত্রে এবং কাঁচা ও শুকনো খেজুর একত্র করে নাবীয তৈরি করতে নিষেধ করেছেন। তিনি

জুরাশ (ইয়ামানের একটি শহর)-বাসীদের পত্র লিখে তাদেরকে শুকনো খেজুর ও কিসমিসের সংমিশ্রণে (নাবীয তৈরি করতে) নিষেধ করেন।
বর্ণনাকারী বলেন, আমাকে ওয়াহব ইব্ন বাকিয়া বে-খালিদ তাহ্হান (র)-এর সূত্রে শায়বানী (র) থেকে উপরোক্ত সনদে শুকনো খেজুর ও কিসমিসের কথা উল্লেখ করেছেন। তবে তিনি (ওয়াহব) কাঁচা ও শুকনো খেজুরের কথা উল্লেখ করেননি।

٤٩٩٦- حَدَّثَنِى مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ اَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ اَخْبَرَنِى مُوْسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّهُ كَانَ يَقُوْلُ قَدْ نُهِىَ اَنْ يُنْبَذَ الْبُسْرُ وَالرُّطَبُ جَمِيْعًا وَالتَّمْرُ وَالزَّبِيْبُ جَمِيْعًا

৪৯৯৬. মুহাম্মদ ইব্ন রাফি' (র)...... ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলতেন, কাঁচা ও পাকা খেজুর একত্রে এবং শুকনো খেজুর ও কিসমিস একত্রে নাবীয বানাতে নিষেধ করা হয়েছে।

٤٩٩٧- وَحَدَّثَنِى اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اِسْحَاقَ قَالَ حَدَّثَنَا رَوْحٌ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ اَخْبَرَنِى مُوْسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّهُ قَالَ قَدْ نُهِىَ اَنْ يُنْبَذَ الْبُسْرُ وَالرُّطَبُ جَمِيْعًا وَالتَّمْرُ وَالزَّبِيْبُ جَمِيْعًا-

৪৯৯৭. আবূ বকর ইব্ন ইসহাক (র)...... ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, কাঁচা ও পাকা খেজুর একত্রে এবং শুকনো খেজুর ও কিসমিস একত্রে নাবীয বানাতে নিষেধ করা হয়েছে।

٦- بَابُ النَّهْىِ عَنِ الْاِنْتِبَاذِ فِى الْمُزَفَّتِ وَالدُّبَّاءِ وَالْحَنْتَمِ وَالنَّقِيْرِ وَبَيَانِ اَنَّهُ مَنْسُوْخٌ وَاَنَّهُ الْيَوْمَ حَلَالٌ مَا لَمْ يَصِرْ مُسْكِرًا-

৬. পরিচ্ছেদ : মুযাফ্ফাত[১], দুব্বা[২] হানতাম[৩] ও নাকীর[৪] ইত্যাদিতে নাবীয তৈরি করার নিষেধাজ্ঞা এবং এ হুকুম রহিত (মানসূখ) হওয়া আর নেশা সৃষ্টি না হওয়া পর্যন্ত এগুলো বৈধ হওয়ার বর্ণনা

٤٩٩٨- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّهُ اَخْبَرَهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَهَى عَنِ الدُّبَّاءِ وَالْمُزَفَّتِ اَنْ يُنْبَذَ فِيْهِ-

৪৯৯৮. কুতায়বা ইব্ন সাঈদ (র)....... আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ দুব্বা ও মুযাফ্ফাতে নাবীয তৈরি করতে নিষেধ করেছেন।

---

১. আলকাতরা ও প্রলেপ লেপানো এক জাতীয় পাত্র, যাতে সুরা তৈরি করা হতো।
২. কদুর শুকনো খোল-এর পাত্র, যাতে মদ তৈরি করা হতো।
৩. সবুজ রং-এর (প্রলেপযুক্ত) কলসী, যাতে সুরা তৈরি করা হতো।
৪. খেজুর গাছের গোড়ালী দিয়ে তৈরি বিশেষ পাত্র।

٤٩٩٩- وَحَدَّثَنِي عَمْرُو النَّاقِدُ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنِ الدُّبَّاءِ وَالْمُزَفَّتِ أَنْ يُنْبَذَ فِيهِ قَالَ وَأَخْبَرَهُ أَبُو سَلَمَةَ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لاَ تَنْتَبِذُوا فِي الدُّبَّاءِ وَلاَ فِي الْمُزَفَّتِ ثُمَّ يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ وَاجْتَنِبُوا الْحَنَاتِمَ-

৪৯৯৯. আমর আন-নাকিদ (র)....আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ দুব্বা ও মুযাফ্‌ফাতে নাবীয তৈরি করতে নিষেধ করেছেন। বর্ণনাকারী বলেন, আবূ সালামা (র)-ও তাকে জানিয়েছেন, তিনি আবূ হুরায়রা (রা)-কে বলতে শুনেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : তোমরা দুব্বা ও মুযাফ্‌ফাতে নাবীয তৈরি করো না। তারপর আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, হান্‌তাম (এর ব্যবহার) থেকেও তোমরা দূরে থাক।

٥٠٠٠- وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا بَهْزٌ قَالَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ نَهَى عَنِ الْمُزَفَّتِ وَالْحَنْتَمِ وَالنَّقِيرِ قَالَ قِيلَ لأَبِي هُرَيْرَةَ مَا الْحَنْتَمُ قَالَ الْجِرَارُ الْخُضْرُ-

৫০০০. মুহাম্মদ ইব্‌ন হাতিম (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ মুযাফ্‌ফাত, হানতাম ও নাকীর (ইত্যাদিতে নবীয তৈরি করা) থেকে নিষেধ করেছেন। বর্ণনাকারী বলেন, আবূ হুরায়রা (রা)-কে জিজ্ঞাসা করা হলো, হানতাম কি? তিনি বললেন, সবুজ রং-এর কলসী।

٥٠٠١- حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ قَالَ أَخْبَرَنَا نُوحُ بْنُ قَيْسٍ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ عَوْنٍ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لِوَفْدِ عَبْدِ الْقَيْسِ أَنْهَاكُمْ عَنِ الدُّبَّاءِ وَالْحَنْتَمِ وَالنَّقِيرِ وَالْمُقَيَّرِ وَالْحَنْتَمُ الْمَزَادَةُ الْمَجْبُوبَةُ وَلَكِنِ اشْرَبْ فِي سِقَائِكَ وَأَوْكِهِ-

৫০০১. নাসর ইব্‌ন আলী জাহ্‌যামী (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ আবদুল কায়েসের প্রতিনিধি দলকে বললেন, আমি তোমাদেরকে দুব্বা, হানতাম, নাকীর ও মুকাইয়ার থেকে নিষেধ করছি। হান্‌তাম হল মাথা কাটা পাত্র। তবে তুমি তোমার চামড়ার তৈরি পাত্রে (মশাক তৈরি নাবীয) পান কর আর এর মুখ বন্ধ (ঢেকে) রাখ।

٥٠٠٢- حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَمْرٍو الأَشْعَثِيُّ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْثَرٌ ح قَالَ وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ح قَالَ وَحَدَّثَنِي بِشْرُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ يَعْنِي ابْنَ جَعْفَرٍ عَنْ شُعْبَةَ كُلُّهُمْ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يُنْتَبَذَ فِي الدُّبَّاءِ وَالْمُزَفَّتِ هَذَا حَدِيثُ جَرِيرٍ وَفِي حَدِيثِ عَبْثَرٍ وَشُعْبَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنِ الدُّبَّاءِ وَالْمُزَفَّتِ-

৫০০২. সাঈদ ইব্‌ন আম্‌র আশ্‌আসী, যুহায়র ইব্‌ন হার্‌ব ও বিশ্‌র ইব্‌ন খালিদ (র)...... আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ দুব্বা ও মুযাফ্‌ফাতে নাবীয তৈরি করতে নিষেধ করেছেন। এ হলো জারীর (র) বর্ণিত হাদীস। আবসার ও শু'বা (র)-এর হাদীসে আছে যে, নবী ﷺ দুব্বা ও মুযাফ্‌ফাত থেকে নিষেধ করেছেন।

٥٠٠٣- حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَإِسْحٰقُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ كِلاَهُمَا عَنْ جَرِيْرٍ قَالَ زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ قُلْتُ لِلْأَسْوَدِ هَلْ سَأَلْتَ أُمَّ الْمُؤْمِنِيْنَ عَمَّا يُكْرَهُ أَنْ يُنْتَبَذَ فِيْهِ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِيْنَ أَخْبِرِيْنِيْ عَمَّا نَهٰى عَنْهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ أَنْ يُنْتَبَذَ فِيْهِ قَالَتْ نَهَانَا أَهْلَ الْبَيْتِ أَنْ نَنْتَبِذَ فِي الدُّبَّاءِ وَالْمُزَفَّتِ قَالَ قُلْتُ لَهُ أَمَا ذَكَرَتِ الْحَنْتَمَ وَالْجَرَّ قَالَ إِنَّمَا أُحَدِّثُكَ مَا سَمِعْتُ أُحَدِّثُكَ مَالَمْ أَسْمَعْ-

৫০০৩. যুহায়র ইব্‌ন হার্‌ব (র)...... ইবরাহীম (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আসওয়াদ (র)-কে বললাম, আপনি কি উম্মুল মু'মিনীনকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন কিসে নাবীয তৈরি করা মাকরূহ্? তিনি বললেন, হ্যাঁ। আমি বলেছিলাম, হে উম্মুল মু'মিনীন! আমাকে বলুন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কিসে নাবীয তৈরি করতে নিষেধ করেছেন? তিনি বললেন, তিনি আমাদের আহ্‌লে বায়ত (নবী পরিবার)-কে নিষেধ করেছেন আমরা যেন দুব্বা ও মুযাফ্‌ফাতে নাবীয তৈরি না করি। তিনি [ইবরাহীম (র)] বলেন, আমি তাকে (আসওয়াদ-কে) বললাম, তিনি (আয়েশা) কি হান্‌তাম ও কলসীর কথা উল্লেখ করেননি? তিনি বললেন, আমি যা শুনেছি, তাই তোমার নিকট (হাদীছ রূপে) বলছি। যা শুনিনি তাও কি তোমার নিকট (হাদীছ রূপে) বলতে হবে?

٥٠٠٤- وَحَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ عَمْرٍو الْأَشْعَثِيُّ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْثَرٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهٰى عَنِ الدُّبَّاءِ وَالْمُزَفَّتِ-

৫০০৪. সাঈদ ইব্‌ন আম্‌র আশআসী (র)...... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ দুব্বা ও মুযাফ্‌ফাত নিষেধ করেছেন।

٥٠٠٥- وَحَدَّثَنِيْ مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى وَهُوَ الْقَطَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ وَشُعْبَةُ قَالاَ حَدَّثَنَا مَنْصُوْرٌ وَسُلَيْمَانُ وَحَمَّادٌ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِهِ-

৫০০৫. মুহাম্মদ ইব্‌ন হাতিম (র)......আয়েশা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে অনুরূপ বর্ণিত আছে।

٥٠٠٦- حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوْخَ حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ يَعْنِيْ ابْنُ الْفَضْلِ قَالَ حَدَّثَنَا ثُمَامَةُ بْنُ حَزْنٍ الْقُشَيْرِيُّ قَالَ لَقِيْتُ عَائِشَةَ فَسَأَلْتُهَا عَنِ النَّبِيْذِ فَحَدَّثَتْنِيْ أَنَّ وَفْدَ عَبْدِ الْقَيْسِ قَدِمُوْا عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَسَأَلُوْا النَّبِيَّ ﷺ عَنِ النَّبِيْذِ فَنَهَاهُمْ أَنْ يَنْتَبِذُوْا فِي الدُّبَّاءِ وَالنَّقِيْرِ وَالْمُزَفَّتِ وَالْحَنْتَمِ-

৫০০৬. শায়বান ইব্‌ন ফাররূখ (র)......সুমামা ইব্‌ন হায্‌ন কুশায়রী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আয়েশা (রা)-এর সঙ্গে সাক্ষাত করে তাঁকে নাবীয সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি আমার নিকট বর্ণনা করলেন যে, আবদুল কায়সের প্রতিনিধি দল নবী ﷺ-এর নিকট আগমন করলো এবং তারা নবী ﷺ-কে নাবীয সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করলো। তিনি তাদেরকে দুব্বা, নাকীর, মুযাফ্‌ফাত ও হানতাম-এ নাবীয তৈরি করতে নিষেধ করলেন।

٥٠٠٧- وَحَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ قَالَ حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بْنُ سُوَيْدٍ عَنْ مُعَاذَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ نَهَى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنِ الدُّبَّاءِ وَالْحَنْتَمِ وَالنَّقِيْرِ وَالْمُزَفَّتِ-

৫০০৭. ইয়াকূব ইব্‌ন ইবরাহীম (র)...... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ দুব্বা, হানতাম, নাকীর ও মুযাফ্‌ফাত নিষেধ করেছেন।

٥٠٠٨- وَحَدَّثَنَاهُ اِسْحَاقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ اَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بْنُ سُوَيْدٍ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ اِلاَّ اَنَّهُ جَعَلَ مَكَانَ الْمُزَفَّتِ الْمُقَيَّرَ-

৫০০৮. ইস্‌হাক ইব্‌ন ইবরাহীম (র)...... ইসহাক ইব্‌ন সুওয়ায়দ (র) থেকে উল্লেখিত সনদে হাদীসটি রিওয়ায়াত করেছেন। তবে তিনি 'মুযাফ্‌ফাত'-এর স্থলে 'মুকাইয়ার' (শব্দটি) উল্লেখ করেছেন।

٥٠٠٩- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنَ يَحْيَى قَالَ اَخْبَرَنَا عَبَّادُ بْنُ عَبَّادٍ عَنْ اَبِىْ جَمْرَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ اَبِى جَمْرَةَ قَالَ سَمِعْتَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُوْلُ قَدِمَ وَفْدُ عَبْدِ الْقَيْسِ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ اَنْهَاكُمْ عَنِ الدُّبَّاءِ وَالْحَنْتَمِ وَالنَّقِيْرِ وَالْمُقَيَّرَ وَفِىْ حَدِيْثِ حَمَّادٍ جَعَلَ مَكَانَ الْمُقَيَّرِ الْمُزَفَّتَ-

৫০০৯. ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন ইয়াহ্ইয়া ও খালাফ ইব্‌ন হিশাম (র)...... ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবদুল কায়সের প্রতিনিধি দল রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট আগমন করলে তিনি বললেন : আমি তোমাদেরকে দুব্বা, হান্‌তাম, নাকীর এবং মুকাইয়ার নিষেধ করছি। হাম্মাদ (র) বর্ণিত হাদীসে 'মুকাইয়ার' স্থলে 'মুযাফ্‌ফাত' (শব্দটি) ব্যবহার করেছেন।

٥٠١٠-حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنِ الشَّيْبَانِىِّ عَنْ حَبِيْبٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ نَهَى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنِ الدُّبَّاءِ وَالْحَنْتَمِ وَالْمُزَفَّتِ وَالنَّقِيْرِ-

৫০১০. আবূ বকর ইব্‌ন আবূ শায়বা (র)...... ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ দুব্বা, হানতাম, মুযাফ্‌ফাত ও নাকীর নিষেধ করেছেন।

٥٠١١- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ عَنْ حَبِيْبِ بْنِ اَبِىْ عَمْرَةَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ نَهَى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنِ الدُّبَّاءِ وَالْحَنْتَمِ وَالْمُزَفَّتِ وَالنَّقِيْرِ وَاَنْ يُخْلَطَ الْبَلَحُ بِالزَّهْوِ-

৫০১১. আবূ বকর ইব্‌ন আবূ শায়বা (র)......ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ নিষেধ করেছেন দুব্বা, হানতাম, মুযাফ্‌ফাত ও নাকীর থেকে এবং কাঁচা ও আধ-পাকা খেজুর একত্রে মিশ্রিত (করে নাবীয তৈরি) করা থেকে।

٥٠١٢- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ ابْنُ مَهْدِىٍّ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ يَحْيٰى الْبَهْرَانِىِّ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ ح وَثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ يَحْيَى بْنِ اَبِىْ عُمَرَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ نَهَى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنِ الدُّبَّاءِ وَالنَّقِيْرِ وَالْمُزَفَّتِ-

৫০১২. মুহাম্মদ ইব্‌ন মুসান্না ও মুহাম্মদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (র)...... ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ দুব্বা, নাকীর ও মুযাফ্‌ফাত থেকে নিষেধ করেছেন।

٥٠١٣- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيٰى قَالَ اَخْبَرَنَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعٍ عَنِ التَّيْمِىِّ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا يَحْيٰى بْنُ اَيُّوْبَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ قَالَ اَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ التَّيْمِىُّ عَنْ اَبِىْ نَضْرَةَ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَهَى عَنِ الْجَرِّ اَنْ يُنْبَذَ فِيْهِ-

৫০১৩. ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন ইয়াহ্ইয়া ও ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন আইউব (র)......আবূ সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কলসীতে নাবীয তৈরি করতে নিষেধ করেছেন।

٥٠١٤- حَدَّثَنَا يَحْيٰى بْنُ اَيُّوْبَ قَالَ اَخْبَرَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ وَاَخْبَرَنَا سَعِيْدُ ابْنُ اَبِىْ عَرُوْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَبِىْ نَضْرَةَ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِىِّ اَنَّ نَبِىَّ اللّٰهِ ﷺ نَهَى عَنِ الدُّبَّاءِ وَالْحَنْتَمِ وَالنَّقِيْرِ وَالْمُزَفَّتِ-

৫০১৪. ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন আইউব (র)...... আবূ সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ দুব্বা, হানতাম, নাকীর ও মুযাফ্‌ফাত নিষেধ করেছেন।

٥٠١٥- وَحَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ مُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنِى اَبِىْ عَنْ قَتَادَةَ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ اَنَّ نَبِىَّ اللّٰهِ ﷺ نَهَى اَنْ يُنْتَبَذَ فَذَكَرَ مِثْلَهُ-

৫০১৫. মুহাম্মদ ইব্‌ন মুসান্না (র)...... কাতাদা (র) থেকে উপরোক্ত সনদে বর্ণিত যে, আল্লাহ্‌র নবী ﷺ নাবীয তৈরি করতে নিষেধ করেছেন। এরপর বর্ণনাকারী উপরোক্ত হাদীসের অনুরূপ রিওয়ায়াত করেন।

٥٠١٦- وَحَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِىٍّ الْجَهْضَمِىُّ قَالَ حَدَّثَنِىْ اَبِىْ قَالَ حَدَّثَنَا الْمُثَنَّى يَعْنِىْ ابْنَ سَعِيْدٍ عَنْ اَبِى الْمُتَوَكِّلِ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ قَالَ نَهَى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنِ الشُّرْبِ فِى الْحَنْتَمَةِ وَالدُّبَّاءِ وَالنَّقِيْرِ-

৫০১৬. নাসর ইব্‌ন আলী জাহ্‌যামী (র)...... আবূ সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ হানতাম, দুব্বা ও নাকীর-এর (পানীয় নাবীয) পান করতে নিষেধ করেছেন।

٥٠١٧- وَحَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ وَسُرَيْجُ بْنُ يُوْنُسَ وَاللَّفْظُ لاَبِىْ بَكْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ ابْنُ مُعَاوِيَةَ عَنْ مَنْصُوْرِ بْنِ حَيَّانَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ اَشْهَدُ عَلَى ابْنِ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّهُمَا شَهِدَا اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَهَى عَنِ الدُّبَّاءِ وَالْحَنْتَمِ وَالْمُزَفَّتِ وَالنَّقِيْرِ-

৫০১৭. আবূ বকর ইব্‌ন আবূ শায়বা ও সুরায়জ ইব্‌ন ইউনুস (রা) [শব্দ ভাষ্য আবূ বকর (র)-এর]...... সাঈদ ইব্‌ন যুবায়র (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, ইব্‌ন উমর (রা) ও ইব্‌ন আব্বাস (রা) সম্পর্কে যে, তাঁরা উভয়ে সাক্ষ্য দিয়েছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ দুব্বা, হানতাম, মুযাফ্‌ফাত ও নাকীর থেকে নিষেধ করেছেন।

٥٠١٨- حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوْخَ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ يَعْنِى ابْنَ حَازِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ حَكِيْمٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ سَاَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنْ نَبِيْذِ الْجَرِّ فَقَالَ حَرَّمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ نَبِيْذَ الْجَرِّ فَاَتَيْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ فَقُلْتُ اَلاَ تَسْمَعُ مَا يَقُوْلُ ابْنُ عُمَرَ قَالَ وَمَا يَقُوْلُ قُلْتُ قَالَ حَرَّمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ نَبِيْذَ الْجَرِّ فَقَالَ صَدَقَ ابْنُ عُمَرَ حَرَّمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ نَبِيْذَ الْجَرِّ فَقُلْتُ وَاَىُّ شَىْءٍ نَبِيْذُ الْجَرِّ فَقَالَ كُلُّ شَىْءٍ يُصْنَعُ مِنَ الْمَدَرِ-

৫০১৮. শায়বান ইব্‌ন ফাররূখ (র)...... সাঈদ ইব্‌ন জুবায়র (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ইব্‌ন উমর (রা)-কে কলসীর নাবীয সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কলসীর নাবীযকে হারাম করে দিয়েছেন। এরপর আমি ইব্‌ন আব্বাস (রা)-এর কাছে এসে বললাম, আপনি কি ইব্‌ন উমর (রা) কি বলেন তা শুনেছেন? তিনি বললেন, তিনি কি বলেন? আমি বললাম, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কলসীর নাবীয হারাম করেছেন। তিনি বললেন, ইব্‌ন উমর সত্যই বলেছেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কলসীর নাবীযকে হারাম করেছেন। আমি বললাম, কলসীর নাবীয কি? তিনি বললেন, মাটি দিয়ে যে পাত্র তৈরি করা হয় তাই (কলসী)।

٥٠١٩- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَاْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ خَطَبَ النَّاسَ فِىْ بَعْضِ مَغَازِيْهِ قَالَ ابْنُ عُمَرَ فَاَقْبَلْتُ نَحْوَهُ فَانْصَرَفَ قَبْلَ اَنْ اَبْلُغَهُ فَسَاَلْتُ مَاذَا قَالَ قَالُوْا نَهَى اَنْ يُنْبَذَ فِى الدُّبَّاءِ وَالْمُزَفَّتِ-

৫০১৯. ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া (র)...... ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কোন এক যুদ্ধাভিযান লোকদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দিচ্ছিলেন। ইব্‌ন উমর (রা) বলেন, আমি সে দিকে অগ্রসর হচ্ছিলাম। কিন্তু আমি তাঁর নিকট পৌঁছার পূর্বেই তিনি কথা শেষ করে ফেললেন। আমি (লোকদের) জিজ্ঞাসা করলাম, তিনি কি বললেন? তারা বললেন : তিনি দুব্বা ও মুযাফ্‌ফাতে নাবীয বানাতে নিষেধ করলেন।

٥٠٢٠- وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ وَابْنُ رُمْحٍ عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا اَبُوْ الرَّبِيْعِ وَاَبُوْ كَامِلٍ قَالاَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ح وَحَدَّثَنِيْ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ جَمِيْعًا عَنْ اَيُّوْبَ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِىْ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا ابْنُ مُثَنّٰى وَابْنُ اَبِىْ عُمَرَ عَنِ الثَّقَفِيِّ عَنْ يَحْيٰى بْنِ سَعِيْدٍ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ فُدَيْكٍ قَالَ اَخْبَرَنَا الضَّحَّاكُ يَعْنِى ابْنَ عُثْمَانَ ح قَالَ وَحَدَّثَنِىْ هٰرُوْنُ الْاَيْلِىُّ قَالَ اَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ اُسَامَةُ كُلُّ هٰؤُلاَءِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ بِمِثْلِ حَدِيْثِ مَالِكٍ وَلَمْ يَذْكُرُوْا فِىْ بَعْضِ مَغَازِيْهِ اِلاَّ مَالِكٌ وَاُسَامَةُ-

৫০২০. কুতায়বা, ইব্‌ন রুম্‌হ্‌, আবূ-রাবী ও আবূ কামিল, যুহায়র ইব্‌ন হার্‌ব, ইব্‌ন নুমায়র, ইব্‌ন মুসান্না, ইব্‌ন আবূ উমর, মুহাম্মাদ ইব্‌ন রাফি' ও হারূন আয়লী (র)...... উসামা (র) থেকে তাঁদের প্রত্যেকেই নাফি' (র)-এর সূত্রে ইব্‌ন উমর (রা) থেকে মালিক (র)-এর হাদীসের অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন। তবে মালিক ও উসামা (র) ছাড়া অন্য কেউ 'কোন এক যুদ্ধাভিযানে' কথাটি উল্লেখ করেননি।

٥٠٢١- وَحَدَّثَنَا يَحْيٰى بْنُ يَحْيٰى قَالَ اَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ ثَابِتٍ قَالَ قُلْتُ لاِبْنِ عُمَرَ اَنَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ نَبِيْذِ الْجَرِّ قَالَ فَقَالَ قَدْ زَعَمُوا ذَاكَ قُلْتُ اَنَهٰى عَنْهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَالَ قَدْ زَعَمُوْا ذَاكَ-

৫০২১. ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া (র)...... ছাবিত (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ইব্‌ন উমর (রা)-কে জিজ্ঞাসা করলাম, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কি কলসীর নাবীয নিষেধ করেছেন। বর্ণনাকারী বলেন, তিনি বললেন, লোকরা তাই বলে। আমি বললাম, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ নিষেধ করেছেন কি-না? তিনি বললেন, লোকরা তো তাই বলে।

٥٠٢٢- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ اَيُّوْبَ قَالَ حَدَّثَنَا اُبْنُ عُلَيَّةَ قَالَ اَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ التَّيْمِىُّ عَنْ طَاوُسٍ قَالَ قَالَ رَجُلٌ لاِبْنِ عُمَرَ أَنَهٰى نَبِىُّ اللّٰهُ ﷺ عَنْ نَبِيْذِ الْجَرِّ قَالَ نَعَمْ ثُمَّ قَالَ طَاوُسٌ وَاللّٰهِ اِنِّىْ سَمِعْتُهُ مِنْهُ-

৫০২২. ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন আইউব (র)...... তাউস (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি ইব্‌ন উমর (রা)-কে বলল, আল্লাহ্‌র নবী ﷺ কি কলসীর নাবীয নিষেধ করেছেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ। এরপর তাউস বলেন, আল্লাহ্‌র কসম! আমি তাঁর কাছ থেকে তা শুনেছি।

٥٠٢٣- حَدَّثَنِىْ مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ اَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ ابْنُ طَاوُسٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَجُلاً جَاءَهُ فَقَالَ اَنَهَى النَّبِىُّ ﷺ اَنْ يُنْبَذَ فِىْ الْجَرِّ وَالدُّبَّاءِ قَالَ نَعَمْ-

৫০২৩. মুহাম্মাদ ইব্ন রাফি' (র)...... ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, এক ব্যক্তি তাঁর কাছে এসে বললো, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কি কলসী ও কদুর খোলে নাবীয বানাতে নিষেধ করেছেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ।

٥٠٢٤- وَحَدَّثَنِى مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا بَهْزٌ قَالَ حَدَّثَنَا وُهَيْبُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ طَاوُسٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَهَى عَنِ الْجَرِّ وَالدُّبَّاءِ-

৫০২৪. মুহাম্মদ ইব্ন হাতিম (র)...... ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কলসী ও দুব্বা (নাবীয তৈরির জন্য ব্যবহার করা) নিষেধ করেছেন।

٥٠٢٥- حَدَّثَنَا عَمْرُو النَّاقِدُ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ مَيْسَرَةَ اَنَّهُ سَمِعَ طَاوُسًا يَقُوْلُ كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ ابْنِ عُمَرَ فَجَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ أَنَهَى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ نَبِيْذِ الْجَرِّ وَالدُّبَّاءِ وَالْمُزَفَّتِ قَالَ نَعَمْ-

৫০২৫. আমর আন-নাকিদ (র)...... তাঊস (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ইব্ন উমর (রা)-এর নিকট উপবিষ্ট ছিলাম। এমন সময় এক ব্যক্তি এসে বললো, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কি কলসী, দুব্বা ও মুযাফ্‌ফাত-এর নাবীয থেকে নিষেধ করেছেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ।

٥٠٢٦- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُثَنّٰى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالاَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُوْلُ نَهَى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنِ الْحَنْتَمِ وَالدُّبَّاءِ وَالْمُزَفَّتِ قَالَ سَمِعْتُهُ غَيْرَ مَرَّةٍ-

৫০২৬. মুহাম্মদ ইব্ন মুসান্না ও ইব্ন বাশ্শার (র)...... মুহারিব ইব্ন দিছার (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ইব্ন উমর (রা)-কে বলতে শুনেছি যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ হানতাম, দুব্বা ও মুযাফ্‌ফাত থেকে নিষেধ করেছেন। তিনি বলেন, আমি তাঁর নিকট একাধিকবার শুনাছি।

٥٠٢٧- وَحَدَّثَنَا سَعِيْدُ ابْنُ عَمْرٍو الْاَشْعَثِىُّ قَالَ اَخْبَرَنَا عَبْثَرُ عَنِ الشَّيْبَانِىِّ عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ بِمِثْلِهِ قَالَ وَاُرَاهُ قَالَ وَالنَّقِيْرِ-

৫০২৭. সাঈদ ইব্ন আমর আশ-আসী (র)...... ইব্ন উমার (রা)-এর সূত্রে নবী ﷺ থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, আমার মনে হয় তিনি 'নাকীর'-এর কথাও বলেছেন।

٥٠٢٨- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُثَنّٰى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالاَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ حُرَيْثٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُوْلُ نَهَى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنِ الْجَرِّ وَالدُّبَّاءِ وَالْمُزَفَّتِ وَقَالَ انْتَبِذُوْا فِى الْاَسْقِيَةِ-

৫০২৮. মুহাম্মাদ ইব্ন মুসান্না ও ইব্ন বাশ্শার (র)....... ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ কলসী, দুব্বা, মুযাফ্‌ফাত থেকে নিষেধ করেছেন। তিনি বলেছেন, তোমরা চামড়া নির্মিত পাত্রে নাবীয তৈরি কর।

٥٠٢٩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ جَبَلَةَ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يُحَدِّثُ قَالَ نَهَى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنِ الْحَنْتَمَةِ فَقُلْتُ مَا الْحَنْتَمَةُ قَالَ الْجَرَّةُ-

৫০২৯. মুহাম্মদ ইব্ন মুসান্না (র)...... ইব্ন উমর (রা) থেকে হাদীস বর্ণনা করতে শুনেছেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ হানতাম নিষেধ করেছেন। তখন আমি বললাম, হানতাম কি? তিনি বললেন, (সবুজ) কলসী।

٥٠٣٠- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُعَاذٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِى قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ حَدَّثَنِىْ زَاذَانُ قَالَ قُلْتُ لاِبْنِ عُمَرَ حَدِّثْنِىْ بِمَانَهَى عَنْهُ النَّبِىُّ ﷺ مِنَ الْاَشْرِبَةِ بِلُغَتِكَ وَفَسِّرْهُ لِىْ بِلُغَتِنَا فَاِنَّ لَكُمْ لُغَةً سِوَى لُغَتِنَا فَقَالَ نَهَى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنِ الْحَنْتَمِ وَهِىَ الْجَرَّةُ وَعَنِ الدُّبَّاءِ وَهِىَ الْقَرْعَةُ وَعَنِ الْمُزَفَّتِ وَهُوَ الْمُقَيَّرُ وَعَنِ النَقِيْرِ وَهِىَ النَّخْلَةُ تُنْسَحُ نَسْحًا وَتُنْقَرُ نَقْرًا وَاَمَرَ اَنْ يُنْتَبَذَ فِى الْاَسْقِيَةِ-

৫০৩০. উবায়দুল্লাহ্ ইব্ন মু'আয (র)...... যাযান (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ইব্ন উমর (রা)-কে বললাম, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যে সব 'পানীয়' নিষেধ করেছেন সে সম্বন্ধে আপনি আপনার ভাষায় আমার নিকট হাদীস বর্ণনা করুন এবং আমাদের ভাষায় তা ব্যাখ্যা করে দিন। কেননা আপনাদের ভাষা আমাদের ভাষা থেকে ভিন্ন। তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ নিষেধ করেছেন হানতাম থেকে—হান্তাম হলো কলসী। আর দুব্বা—সেটা হলো কদু (-এর খোল)। আর মুযাফ্ফাত থেকে—সেটা হলো আলকাতরা মাখা পাত্র এবং নাকীর থেকে—সেটা হলো খেজুর বৃক্ষের গোড়া, যার ভেতরের অংশ ফেলে দিয়ে ও খোদাই করে (পাত্রের মত).করা হয়। আর তিনি চামড়া নির্মিত পাত্রে নাবীয বানানোর আদেশ দিয়েছেন।

٥٠٣١- وَحَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ مُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالاَ حَدَّثَنَا اَبُوْ دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ فِى هٰذَا الْاِسْنَادِ-

৫০৩১. মুহাম্মদ ইব্ন মুসান্না ও ইব্ন বাশ্শার (র)...... আবূ দাঊদ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, শু'বা (র) উক্ত সনদে আমাদের নিকট হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

٥٠٣٢- وَحَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ ابْنُ هَارُوْنَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْخَالِقِ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ سَمِعْتُ سَعِيْدَ بْنُ الْمُسَيِّبِ يَقُوْلُ سَمِعْتُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ يَقُوْلُ عِنْدَ هٰذَا الْمِنْبَرِ وَاَشَارَ اِلَى مِنْبَرِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَدِمَ وَفْدُ عَبْدِ الْقَيْسِ عَلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَسَأَلُوْهُ عَنِ الْاَشْرِبَةِ فَنَهَاهُمْ عَنِ الدُّبَّاءِ وَالنَّقِيْرِ وَالْحَنْتَمِ فَقُلْتُ يَا اَبَا مُحَمَّدٍ وَالْمُزَفَّتِ وَظَنَنَّا اَنَّهُ نَسِيَهُ فَقَالَ لَمْ اَسْمَعْهُ يَوْمَئِذٍ مِنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ وَقَدْ كَانَ يَكْرَهُ-

৫০৩২. আবূ বাক্র ইব্ন আবূ শায়বা (র)...... সাঈদ ইব্ন মুসায়্যিব (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ইব্ন উমার (রা)-কে এই মিম্বারের কাছে বলতে শুনেছি। এ বলে তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর মিম্বারের প্রতি ইঙ্গিত

করেন। আবদুল কায়সের প্রতিনিধি দল রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট আগমন করলো এবং তাঁকে 'পানীয়' সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলো। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাদেরকে দুব্বা, নাকীর ও হানতাম নিষেধ করলেন। আমি বললাম, হে আবূ মুহাম্মদ! এবং মুযাফ্ফাতও ? আমরা ভাবলাম, তিনি হয়ত বিস্মৃত হয়েছেন। তিনি বললেন, সে দিন আমি তাকে (আবদুল্লাহ ইব্ন উমর (রা)-কে) একথা বলতে শুনিনি, তবে তিনি (এটাকে) অপসন্দ করতেন।

٥٠٣٣ - وَحَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ يُوْنُسَ قَالَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْا الزُّبَيْرِ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ اَخْبَرَنَا اَبُوْ خَيْثَمَةَ عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ وَابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَهَى عَنِ النَّقِيْرِ وَالْمُزَفَّتِ وَالدُّبَّاءِ-

৫০৩৩. আহমদ ইব্ন ইউনুস ও ইয়াহ্ইয়া ইব্ন ইয়াহ্ইয়া (র)...... জাবির ও ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ নাকীর, মুযাফ্ফাত ও দুব্বা থেকে নিষেধ করেছেন।

٥٠٣٤ - وَحَدَّثَنِىْ مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ اَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ اَبُوْ الزُّبَيْرِ اَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ يَقُوْلُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَنْهَى عَنِ الْجَرِّ وَالدُّبَّاءِ وَالْمُزَفَّتِ قَالَ اَبُوْ الزُّبَيْرِ وَسَمِعْتُ جَابِرَ ابْنَ عَبْدِ اللّٰهِ يَقُوْلُ نَهَى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنِ الْجَرِّ وَالْمُزَفَّتِ وَالنَّقِيْرِ وَكَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا لَمْ يَجِدْ شَيْأً يُنْتَبَذُ لَهُ فِيْهِ نُبِذَلَهُ فِىْ تَوْرٍ مِنْ حِجَارَةٍ-

৫০৩৪. মুহাম্মদ ইব্ন রাফি (র)...... ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে কলসী, দুব্বা এবং মুযাফ্ফাত (ইত্যাদিতে নাবীয তৈরি) থেকে নিষেধ করতে শুনেছি। আবূ যুবায়র (র) বলেন, আমি জাবির (রা)-কেও বলতে শুনেছি যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কলসী, মুযাফ্ফাত ও নাকীর থেকে নিষেধ করেছেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর অবস্থা এই ছিল যে, যদি তাঁর জন্য নাবীয তৈরি করার অন্য কোন পাত্র না পেতেন তবে প্রস্তর নির্মিত পাত্রে তাঁর জন্য নাবীয তৈরি করা হতো।

٥٠٣٥ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ اَخْبَرَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ يُنْبَذُ لَهُ فِىْ تَوْرٍ مِنْ حِجَارَةٍ-

৫০৩৫. ইয়াহ্ইয়া ইব্ন ইয়াহ্ইয়া (র)...... জাবির ইব্ন আব্দুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ-এর জন্য প্রস্তর নির্মিত পাত্রে নাবীয তৈরি করা হতো।

٥٠٣٦ - حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ يُوْنُسَ قَالَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ الزُّبَيْرِ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ اَخْبَرَنَا اَبُوْ خَيْثَمَةَ عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ كَانَ يُنْبَذُ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِىْ سِقَاءٍ فَاِذَا لَمْ يَجِدُوْا سِقَاءً نُبِذَلَهُ فِىْ تَوْرٍ مِنْ حِجَارَةٍ فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ وَاَنَا اَسْمَعُ لِاَبِىْ الزُّبَيْرِ قَالَ مِنْ بِرَامٍ قَالَ مِنْ بِرَامٍ-

৫০৩৬. আহ্মদ ইব্ন ইউনুস ও ইয়াহ্ইয়া ইব্ন ইয়াহ্ইয়া (র)...... জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর জন্য চামড়া নির্মিত পাত্রে নাবীয তৈরি করা হতো। যদি তারা (লোকেরা) চামড়া নির্মিত

পাত্র না পেতেন তবে প্রস্তর নির্মিত পাত্রে তাঁর জন্য নাবীয তৈরি করা হতো। তখন এক ব্যক্তি বললো, আমিও আবূ যুবায়র এর কাছে শুনেছি। তিনি বললেন, বারাম থেকে? বললে, বারাম থেকে। বারাম অর্থ বড় পেয়ালা যা ডেগের মত।

٥٠٣٧- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِى شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ مُثَنّٰى قَالاَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ قَالَ اَبُوْ بَكْرٍ عَنْ اَبِى سِنَانٍ وَقَالَ ابْنُ مُثَنّٰى عَنْ ضِرَارِ بْنِ مُرَّةَ عَنْ مُحَارِبٍ عَنْ اُبْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ اَبِيْهِ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ نُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ قَالَ حَدَّثَنَا ضِرَارُ بْنُ مُرَّةَ اَبُوْ سِنَانٍ عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ نَهَيْتُكُمْ عَنِ النَّبِيْذِ اِلاَّ فِىْ سِقَاءٍ فَاشْرَبُوْا فِى الْاَسْقِيَةِ كُلِّهَا وَلاَ تَشْرَبُوْا مُسْكِرًا-

৫০৩৭. আবূ বকর ইব্‌ন আবূ শায়বা, মুহাম্মদ ইব্‌ন মুসান্না ও মুহাম্মদ ইব্‌ন আব্‌দুল্লাহ্ ইব্‌ন নুমায়র (র)...... আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন বুরায়দা সূত্রে তার পিতা বুরায়দা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : আমি তোমাদেরকে চামড়ার পাত্র ছাড়া অন্য সমস্ত পাত্রের নাবীয নিষেধ করেছিলাম। এখন তোমরা সকল প্রকার পাত্রে (নাবীয তৈরি করে) পান করতে পার। তবে নেশাযুক্ত নাবীয পান করো না।

٥٠٣٨- حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ قَالَ حَدَّثَنَا ضُحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنِ اَبِيْهِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ نَهَيْتُكُمْ عَنِ الظُّرُوْفِ وَاِنَّ الظُّرُوْفَ اَوْ ظَرْفًا لاَيُحِلُّ شَيْئًا وَلاَ يُحَرِّمُهُ وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامُ-

৫০৩৮. হাজ্জাজ ইব্‌ন শাইর (র)...... বুরায়দা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আমি তোমাদেরকে মদ তৈরির সকল পাত্র নিষেধ করেছিলাম। পাত্রগুলো কিংবা তিনি বলেছেন, পাত্র তো কোন বস্তুকে হালাল করতে পারে না, হারামও করতে পারে না। তার সর্ব প্রকার নেশাকর বস্তুই হারাম।

٥٠٣٩- وَحَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِى شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ مَعْرُوْفِ بْنِ وَاصِلٍ عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ عَنْ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنِ الْاَشْرِبَةِ فِى ظُرُوْفِ الاَدَمِ فَاشْرَبُوْا فِىْ كُلِّ وِعَاءٍ غَيْرَ اَنْ لاَ تَشْرَبُوْا مُسْكِرًا-

৫০৩৯. আবূ বকর ইব্‌ন আবূ শায়বা (র)...... বুরায়দা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন: আমি তোমাদেরকে চামড়ার সকল পাত্রে (নাবীয) পান করতে নিষেধ করেছিলাম। এখন তোমরা সব ধরনের পাত্রেই পান করতে পার। তবে নেশাকর বস্তু পান করো না।

٥٠٤٠- وَحَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِى شَيْبَةَ وَابْنُ اَبِىْ عُمَرَ وَاللَّفْظُ لاِبْنِ اَبِىْ عُمَرَ قَالاَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سُلَيْمَانَ الْاَحْوَلِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ اَبِىْ عِيَاضٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍ وَقَالَ لَمَّا نَهَى

رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنِ النَّبِيْذِ فِى الْاَوْعِيَةِ قَالُوْا لَيْسَ كُلُّ النَّاسِ يَجِدُ فَاَرْخَصَ لَهُمْ فِى الْجَرِّ غَيْرَ الْمُزَفَّتِ-

৫০৪০. আবূ বকর ইব্‌ন আবূ শায়বা ও ইব্‌ন আবূ উমর (শব্দ ভাষ্য ইব্‌ন আবূ উমরের) (রা)....... আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখন (চামড়ার ব্যতীত) সকল পাত্রের নাবীয থেকে নিষেধ করলেন, তখন লোকেরা বলল, সবাই তো (চামড়ার পাত্র) পায় না। পরে তিনি আলকাতরা এ প্রলেপ মাখানো কলসী ছাড়া অন্য কলসীর ব্যাপারে অনুমতি প্রদান করেন।

٧- بَابُ بَيَانِ اَنَّ كُلَّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ وَاَنَّ كُلَّ خَمْرٍ حَرَامٌ

৭. পরিচ্ছেদ ঃ নেশা সৃষ্টিকারী সকল বস্তুই 'মদ'; আর সর্বপ্রকার মদই হারাম

٥٠٤١- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيٰى قَالَ قَرَأْتُ عَلٰى مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ سُئِلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنِ الْبِتْعِ فَقَالَ كُلُّ شَرَابٍ اَسْكَرَ فَهُوَ حَرَامٌ-

৫০৪১. ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া (র)...... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে বিত' (بتع) সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলো। তিনি বললেন, নেশা সৃষ্টি করে এমন যে কোন পানীয়ই হারাম। (البتع) জল মধু দিয়ে তৈরি নাবীয যা ইয়ামানবাসীদের পানীয় ছিল।

٥٠٤٢- وَحَدَّثَنِىْ حَرْمَلَةُ ابْنُ يَحْيَى التُّجِيْبِىُّ قَالَ اَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اَنَّهُ سَمِعَ عَائِشَةَ تَقُوْلُ سُئِلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنِ الْبِتْعِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ كُلُّ شَرَابٍ اَسْكَرَ فَهُوَ حَرَامٌ-

৫০৪২ হারমালা ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া তুজীবী (র)....... আবূ সালামা ইব্‌ন আবদুর রহমান (র) থেকে বর্ণিত যে, তিনি আয়েশা (রা)-কে বলতে শুনেছেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে বিত্' (بتع) সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলো। তিনি বললেন, নেশা সৃষ্টি করে এমন যে কোন পানীয় হারাম।

٥٠٤٣- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيٰى وَسَعِيْدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ وَاَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ وَعَمْرٌو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ كُلُّهُمْ عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا حَسَنُ الْحُلْوَانِىُّ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنْ يَعْقُوْبَ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ سَعْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِىْ عَنْ صَالِحٍ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَا اَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ كُلُّهُمْ عَنِ الزُّهْرِىِّ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ وَلَيْسَ فِىْ حَدِيْثِ سُفْيَانَ وَصَالِحٍ سُئِلَ عَنِ الْبِتْعِ وَهُوَ فِىْ حَدِيْثِ مَعْمَرٍ وَفِىْ حَدِيْثِ صَالِحٍ اَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ كُلُّ شَرَابٍ مُسْكِرٍ حَرَامٌ-

৫০৪৩. ইয়াহ্ইয়া ইব্ন ইয়াহ্ইয়া, সাঈদ ইব্ন মানসূর, আবূ বাক্র ইব্ন আবূ শায়বা, আমর আন-নাকিদ, যুহায়র ইব্ন হারব (র) ইব্ন উয়ায়না (র) থেকে; অপর সনদে হাসান-হুলওয়ানী, সালিহ্ থেকে অপর সনদে ইস্হাক ইব্ন ইবরাহীম ও আব্দ ইব্ন হুমায়দ (র).......মা'মার (র) থেকে তাঁরা সকলে যুহরী (র) থেকে উক্ত সনদে হাদীসটি রিওয়ায়াত করেছেন। তবে সুফয়ান ও সালিহ্ (র)-এর হাদীসে 'রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে 'বিত্ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলো' কথাটি নেই। তবে কথাটি মা'মার (র)-এর হাদীসে আছে। আর সালিহ্ (র)-এর হাদীসে আছে যে তিনি (আয়েশা) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে বলতে শুনেছেন-প্রত্যেক নেশা সৃষ্টিকারী পানীয় হারাম।

٥٠٤٤- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ وَاِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ وَاللَّفْظُ لِقُتَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ اَبِىْ بُرْدَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِىْ مُوْسَى قَالَ بَعَثَنِىْ النَّبِىُّ ﷺ اَنَا وَمُعَاذَبْنَ جَبَلٍ اِلَى الْيَمَنِ فَقُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ شَرَابًا يُصْنَعُ بِاَرْضِنَا يُقَالُ لَهُ الْمِزْرُ مِنَ الشَّعِيْرِ وَشَرَابًا يُقَالُ لَهُ الْبِتْعُ مِنَ الْعَسَلِ فَقَالَ كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ-

৫০৪৪. কুতায়বা ইব্ন সাঈদ ও ইসহাক ইব্ন ইবরাহীম (র)....... আবূ মূসা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ আমাকে এবং মুআয ইব্ন জাবাল (রা)-কে ইয়ামানে পাঠালেন। আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাদের এলাকায় যব থেকে 'মিরয ' নামক পানীয় এবং মধু থেকে 'বিত' (بتع) নামক শরাব (পানীয়) তৈরি করা হয়। তিনি বললেন : প্রত্যেক নেশা সৃষ্টিকারী বস্তুই হারাম।

٥٠٤٥- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو سَمِعَهُ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ اَبِىْ بُرْدَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ بَعَثَهُ وَمُعَاذًا اِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ لَهُمَا بَشِّرَا وَيَسِّرَا وَعَلِّمَا وَلاَ تُنَفِّرَا وَاُرَاهُ قَالَ وَتَطَاوَعَا قَالَ فَلَمَّا وَلّٰى رَجَعَ اَبُوْ مُوْسٰى فَقَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ لَهُمْ شَرَابًا مِنَ الْعَسَلِ يُطْبَخُ حَتّٰى يَعْقِدَ وَالْمِزْرُ يُصْنَعُ مِنَ الشَّعِيْرِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ كُلُّ مَا اَسْكَرَ عَنِ الصَّلٰوةِ فَهُوَ حَرَامٌ-

৫০৪৫. মুহাম্মদ ইব্ন আব্বাদ (র)....... সাঈদ ইব্ন আবূ বুরদা তাঁর পিতার মাধ্যমে তাঁর দাদা (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ তাঁকে ও মুআয (রা)-কে ইয়ামানে পাঠালেন এবং তাদেরকে বললেন : তোমরা (মানুষকে) সুসংবাদ দেবে আর (দীনকে) সহজভাবে তুলে ধরবে, (মানুষকে দীন) শিক্ষা দেবে, (কাউকে দীনের থেকে) বিতৃষ্ণ করে দেবে না। আমার মনে হয় তিনি সমঝোতা করে (একমত হয়ে) কাজ করবে' কথাটিও বলেছেন। তিনি রওনা করলে আবূ মূসা (রা) ফিরে এসে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তাদের তো মধু থেকে তৈরি শরাব (পানীয়) আছে যা পাকিয়ে গাঢ় করা হয় এবং 'মিরয' আছে যা যব দ্বারা তৈরি করা হয়। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, যা কিছু নেশা সৃষ্টির মাধ্যমে সালাত থেকে বিমুখ করে, তা-ই হারাম।

٥٠٤٦- وَحَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ وَمُحَمَّدُ بْنُ اَحْمَدَ بْنِ اَبِىْ خَلَفٍ وَاللَّفْظُ لاِبْنِ اَبِىْ خَلَفٍ قَالاَ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ بْنُ عَدِىٍّ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ وَهُوَ ابْنُ عُمَرَ عَنْ زَيْدِ بْنِ اَبِىْ اُنَيْسَةَ عَنْ سَعِيْدِ

بْنِ اَبِى بُرْدَةَ حَدَّثَنَا اَبُوْ بُرْدَةَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ بَعَثَنِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَمُعَاذًا اِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ ادْعُوَا النَّاسَ وَبَشِّرَا وَلاَ تُنَفِّرَا وَيَسِّرَا وَلاَ تُعَسِّرَا قَالَ فَقُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَفْتِنَا فِىْ شَرَابَيْنِ كُنَّا نَصْنَعُهُمَا بِالْيَمَنِ الْبِتْعُ وَهُوَ مِنَ الْعَسَلِ يُنْبَذُ حَتّٰى يَشْتَدَّ وَالْمِزْرُ وَهُوَ مِنَ الذُّرَةِ وَالشَّعِيْرِ يُنْبَذُ حَتّٰى يَشْتَدَّ قَالَ وَكَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَدْ اُعْطِىَ جَوَامِعَ الْكَلِمِ بِخَوَاتِمِهِ فَقَالَ اَنْهٰى عَنْ كُلِّ مُسْكِرٍ اَسْكَرَ عَنِ الصَّلٰوةِ-

৫০৪৬. ইসহাক ইব্ন ইবরাহীম ও মুহাম্মদ ইব্ন আহমাদ ইব্ন আবূ খালাফ (র)....... আবূ বুরদা (রা) তাঁর পিতা (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাকে ও মুআয (রা)-কে ইয়ামানে পাঠালেন এবং বললেন ঃ তোমরা মানুষকে (দীনের) দাওয়াত দেবে, সুসংবাদ দেবে, কাউকে বিতৃষ্ণ করে দেবে না। সহজ করবে, কঠিন করবে না। তিনি বলেন, অতঃপর আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! ইয়ামানে আমরা দু'ধরনের শরাব (পানীয়) প্রস্তুত করি, আপনি সে সম্বন্ধে আমাদেরকে অবহিত করুন। এক, আল-বিত্' যা মধু পাকিয়ে গাঢ় করে তৈরি করা হয়; দুই, আল-মিরয, যা ভুট্টা ও যব পাকিয়ে গাঢ় করে প্রস্তুত করা হয়। বর্ণনাকারী বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে অল্প শব্দে ব্যাপক অর্থবোধক কথা পরিপূর্ণতার সাথে প্রকাশ করার ক্ষমতা দেওয়া হয়েছিল। তিনি বলেন: আমি প্রত্যেক নেশা সৃষ্টিকারী বস্তু যা সালাত থেকে বিমুখ করে, তাই হারাম করছি।

٥٠٤٧- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ يَعْنِىْ الدَّرَاوَرْدِىَّ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ غَزِيَّةَ عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ اَنَّ رَجُلاً قَدِمَ مِنْ جَيْشَانَ وَجَيْشَانُ مِنَ الْيَمَنِ فَسَاَلَ النَّبِىَّ ﷺ عَنْ شَرَابٍ يَشْرَبُوْنَهُ بِاَرْضِهِمْ مِنَ الذُّرَةِ يُقَالُ لَهُ الْمِزْرُ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ اَوْ مُسْكِرٌ هُوَ قَالَ نَعَمْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ اِنَّ عَلَى اللّٰهِ عَهْدًا لِمَنْ يَشْرَبُ الْمُسْكِرَ اَنْ يَسْقِيَهُ مِنْ طِيْنَةِ الْخَبَالِ قَالُوْا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ وَمَا طِيْنَةُ الْخَبَالِ قَالَ عَرَقُ اَهْلِ النَّارِ اَوْ عُصَارَةُ اَهْلِ النَّارِ-

৫০৪৭. কুতায়বা ইব্ন সাঈদ (র) .... জাবির (র) থেকে বর্ণিত! জায়শান' থেকে এক ব্যক্তি আসলো। জায়শান ইয়ামানের একটি এলাকা। এরপর সে নবী ﷺ-কে তাদের এলাকায় শস্য দ্বারা তৈরি 'মিযর' নামক যে শরাব (পানীয়) তারা পান করে, সে সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করল। নবী ﷺ বললেন : এটা কি নেশা সৃষ্টি করে? সে বললো, হ্যাঁ। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : যা নেশা সৃষ্টি করে, তাই হারাম। নিশ্চয়ই, আল্লাহ্ তা'আলার প্রতিজ্ঞাতে, যে ব্যক্তি নেশা জাতীয় বস্তু পান করবে, তাকে তিনি 'তীনাতুল খাবাল' পান করিয়ে ছাড়বেন। লোকেরা বললো, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! তীনাতুল খাবাল কি ? তিনি বললেন, দোযখবাসীদের ঘাম বা দোযখবাসীদের ক্ষত হতে নির্গত তরল পুঁজ ইত্যাদি প্রস্রাব-পায়খানা।

٥٠٤٨- حَدَّثَنَا اَبُوْ الرَّبِيْعِ الْعَتَكِىُّ وَاَبُوْ كَامِلٍ قَالاَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَيُّوْبُ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ وَمَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فِى الدُّنْيَا فَمَاتَ وَهُوَ يُدْمِنُهَا لَمْ يَتُبْ لَمْ يَشْرَبْهَا فِى الْاٰخِرَةِ-

৫০৪৮. আবূ রাবী' আতাকী ও আবূ কামিল (র)....... ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : যা নেশা সৃষ্টি করে, তাই মদ (খামর)। আর যা নেশা সৃষ্টি করে, তাই হারাম। যে ব্যক্তি পৃথিবীতে মদ পান করবে, এবং (অভ্যস্ত রূপে) সর্বদা এ কাজ করে তাওবা না করেই মৃত্যুবরণ করবে, সে পরকালে তা (জান্নাতের পানীয়) পান করতে পারবে না।

٥٠٤٩- وَحَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرٰهِيْمَ وَاَبُوْ بَكْرِ بْنُ اِسْحٰقَ كِلاَهُمَا عَنْ رَوْحِ بْنِ عُبَادَةَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ مُوْسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ-

৫০৪৯. ইসহাক ইব্‌ন ইবরাহীম ও আবূ বাকর ইব্‌ন ইসহাক (র)....... ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, যা নেশা সৃষ্টি করে, তা-ই মদ (খাম্‌র)। আর যা নেশা সৃষ্টি করে, তা-ই হারাম।

٥٠٥٠- وَحَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ مِسْمَارٍ السُّلَمِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْنٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ الْمُطَّلِبِ عَنْ مُوْسَى بْنِ عُقْبَةَ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ مِثْلَهُ-

৫০৫০. সালিহ্ ইব্‌ন মিসমার-সুলামী (র)....... মূসা ইব্‌ন উক্‌বা (র) থেকে উল্লেখিত সনদে অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

٥٠٥١- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُثَنّٰى وَمُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ قَالاَ حَدَّثَنَا يَحْيَى وَهُوَ الْقَطَّانُ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ قَالَ اَخْبَرَنَا نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ وَلاَ اَعْلَمُهُ اِلاَّ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ وَكُلُّ خَمْرٍ حَرَامٌ-

৫০৫১. মুহাম্মদ ইব্‌ন মুসান্না ও মুহাম্মদ ইব্‌ন হাতিম (র)....... ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার বিশ্বাস, তিনি নবী ﷺ থেকেই রিওয়ায়াত করেছেন। তিনি বলেন, যা নেশা সৃষ্টি করে, তাই মদ। আর মদমাত্রই হারাম।

٨- بَابُ عُقُوْبَةِ مَنْ شَرِبِ الْخَمْرَ اِذَا لَمْ يَتُبْ مِنْهَا يُمْنَعَه اِيَّاهَا فِى الْاٰخِرَةِ-

৮. পরিচ্ছেদ : মদ পানকারী ব্যক্তি যদি তাওবা না করে তবে শাস্তিস্বরূপ পরকালে তাকে (জান্নাতী) শরাব থেকে বঞ্চিত রাখা হবে

٥٠٥٢- وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيٰى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فِى الدُّنْيَا حُرِمَهَا فِى الْاٰخِرَةِ-

৫০৫২. ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া (র)....... ইব্‌ন উমর (র) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি দুনিয়াতে শরাব (মদ) পান করবে, আখিরাতে সে তা থেকে বঞ্চিত থাকবে।

٥٠٥٣- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فِى الدُّنْيَا فَلَمْ يَتُبْ مِنْهَا حُرِمَهَا فِى الْاٰخِرَةِ فَلَمْ يُسْقَهَا قِيْلَ لِمَالِكٍ رَفَعَهُ قَالَ نَعَمْ-

৫০৫৩. আব্‌দুল্লাহ্ ইব্‌ন মাস্‌লামা ইব্‌ন কা'নাব (র)....... ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যে ব্যক্তি পৃথিবীতে শরাব (মদ) পান করবে এবং তা থেকে তাওবা করবে না, আখিরাতে সে তা থেকে বঞ্চিত হবে। তাকে তা পান করানো হবে না। মালিক (র)-কে বলা হলো, হাদীসটি কি তিনি (উর্ধ্বতন রাবী) মারফূ (সরাসরি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে) বর্ণনা করেছেন ? তিনি বললেন, হ্যাঁ।

٥٠٥٤- وَحَدَّثَنَاهُ اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ ابْنُ نُمَيْرٍ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا اُبْنُ نُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِىْ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فِى الدُّنْيَا لَمْ يَشْرَبْهَا فِى الْاٰخِرَةِ اِلاَّ اَنْ يَتُوْبَ-

৫০৫৪. আবূ বকর ইব্‌ন আবূ শায়বা (র)....... (আবদুল্লাহ ইব্‌ন নুমায়র (র) থেকে), অন্য সনদে ইব্‌ন নুমায়র (র) (তার পিতা থেকে) .... ইব্‌ন উমার (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি দুনিয়ায় মদ পান করবে, আখিরাতে সে তা পান করতে পারবে না। কিন্তু যদি তাওবা করে।

٥٠٥٥- وَحَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ يَعْنِى ابْنَ سُلَيْمَانَ الْمَخْزُوْمِىَّ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ مُوْسَى ابْنُ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ بِمِثْلِ حَدِيْثِ عُبَيْدِ اللّٰهِ-

৫০৫৫. ইব্‌ন আবূ উমর (র)....... ইব্‌ন উমর (রা)-এর সূত্রে নবী ﷺ থেকে উবায়দুল্লাহ্ (র)-এর হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত আছে।

٩- بَابُ اِبَاحَةِ النَّبِيْذِ الَّذِىْ لَمْ يَشْتَدَّ وَلَمْ يَصِرْ مُسْكَرًا-

৯. অনুচ্ছেদ ঃ যে নাবীয (খেজুর ভেজানো পানি) গাঢ় হয়নি এবং নেশা সৃষ্টিকারী হয়নি, তা 'মুবাহ্' হওয়া

٥٠٥٦- وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِىْ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ يَحْيَى بْنِ عُبَيْدٍ اَبِىْ عُمَرَ الْبَهْرَانِىِّ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُوْلُ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُنْتَبَذُ لَهُ اَوَّلَ اللَّيْلِ فَيَشْرَبُهُ اِذَا اَصْبَحَ يَوْمَهُ ذٰلِكَ وَاللَّيْلَةَ الَّتِىْ تَجِيْئُ وَالْغَدَ وَاللَّيْلَةَ الْاُخْرَى وَالْغَدَا اِلَى الْعَصْرِ فَاِنْ بَقِىَ شَىْءٌ سَقَاهُ الْخَادِمَ اَوْ اَمَرَ بِهِ فَصُبَّ-

৫০৫৬. উবায়দুল্লাহ ইব্‌ন মু'আয আম্বারী (র) .... ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জন্য রাতের প্রথমভাগে নাবীয তৈরি করার জন্য ক্ষুরমা-খেজুর ভেজানো) হতো। তিনি তা পান করতেন সেদিন (রাত বিগত) সকালে, আগামী রাতে, পরবর্তী দিনে এরপরের রাতে এবং পরদিন আসর পর্যন্ত। এরপরও যদি কিছু অবশিষ্ট থেকে যেত তা তিনি তাঁর খাদিমকে পান করাতেন, অথবা ফেলে দিতে আদেশ দিতেন।

٥٠٥٧- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ يَحْيَى الْبَهْرَانِىِّ قَالَ ذَكَرُوْا النَّبِيْذَ عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ فَقَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُنْتَبَذُ لَهُ فِىْ سِقَاءٍ قَالَ

شُعْبَةُ مِنْ لَيْلَةِ الاِثْنَيْنِ فَيَشْرَبُهُ يَوْمَ الاِثْنَيْنِ وَالثَّلاثَاءِ اِلَى الْعَصْرِ فَاِنْ فَضِلَ مِنْهُ شَىْءٌ سَقَاهُ الْخَادِمَ اَوْصَبَّهُ-

৫০৫৭. মুহাম্মদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (র)....... ইয়াহ্‌ইয়া বাহ্‌রানী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, লোকেরা ইব্‌ন আব্বাস (রা)-এর নিকট নাবীযের কথা আলোচনা করলে তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর জন্য (চামড়া) মশকে নাবীয তৈরি করা হতো। শু'বা বলেন, সোমবারের (পূর্ববর্তী রোববার দিন শেষের) রাতে করা হলে তিনি তা সোমবার দিন ও মঙ্গলবার আসর পর্যন্ত পান করতেন। এরপরও কিছু অবশিষ্ট থাকলে তিনি তা খাদিমকে পান করাতেন বা ফেলে দিতেন।

٥٠٥٨- وَحَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِى شَيْبَةَ وَاَبُوْ كُرَيْبٍ وَاِسْحٰقُ اُبْنُ اِبْرٰهِيْمَ وَاللَّفْظُ لاَبِى بَكْرٍ وَاَبِى كُرَيْبٍ قَالَ اِسْحٰقُ اَخْبَرَنَا وَقَالَ الْاُخْرَانِ حَدَّثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اَبِى عُمَرَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُنْقَعُ لَهُ الزَّبِيْبُ فَيَشْرَبَهُ الْيَوْمَ وَالْغَدَ وَبَعْدَ الْغَدِ اِلَى مَسَاءِ الثَّالِثَةِ ثُمَّ يَأْمُرُ بِهِ فَيُسْقَى اَوْ يُهَرَاقُ-

৫০৫৮. আবূ বকর ইব্‌ন আবূ শায়বা, আবূ কুরায়ব ও ইসহাক ইব্‌ন ইব্‌রাহীম (র) .... ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর জন্য কিসমিস ভিজিয়ে রাখা হতো। তিনি সেদিন, তার পরের দিন এবং পরের দিনের পরে তৃতীয় দিন বিকাল পর্যন্ত তা পান করতেন। এরপর তিনি তা কাউকে পান করিয়ে দিতে অথবা ফেলে দিতে আদেশ করতেন।

٥٠٥٩- وَحَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ اَخْبَرَنَا جَرِيْرٌ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ يَحْيَى بْنِ اَبِى عُمَرَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُنْبَذُ لَهُ الزَّبِيْبُ فِى السِّقَاءِ فَيَشْرَبُهُ يَوْمَهُ وَالْغَدَ وَبَعْدَ الْغَدِ فَاِذَا كَانَ مَسِيَّ الثَّالِثَةِ شَرِبَهُ وَسَقَاهُ فَاِنْ فَضِلَ شَىْءٌ اَهْرَاقَهُ-

৫০৫৯. ইসহাক ইব্‌ন ইবরাহীম (র)....... ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর জন্য মশকের (চামড়ার পাত্রে) মধ্যে কিস্‌মিসের নাবীয তৈরি করা হতো। তিনি সেদিন, তার পরবর্তী দিন এবং পরের দিনের পরের দিন পর্যন্ত তা পান করতেন। তৃতীয় দিনের বিকাল হলে তিনি নিজে তা পান করতেন এবং অন্যকে পান করাতেন। এরপরও যদি কিছু অবশিষ্ট থাকত, তিনি তা ফেলে দিতেন।

٥٠٦٠- وَحَدَّثَنِى مُحَمَّدُ بْنُ اَبِى خَلَفٍ قَالَ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ بْنُ عَدِىٍّ قَالَ اَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ عَنْ زَيْدٍ عَنْ يَحْيَى النَّخْعِىِّ قَالَ سَأَلَ قَوْمٌ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنْ بَيْعِ الْخَمْرِ وَشِرَائِهَا وَالتِّجَارَةِ فِيْهَا فَقَالَ أَمُسْلِمُوْنَ اَنْتُمْ قَالُوْا نَعَمْ قَالَ فَاِنَّهُ لاَ يَصْلُحُ بَيْعُهَا وَلاَ شِرَاؤُهَا وَلاَ التِّجَارَةُ فِيْهَا قَالَ فَسَأَلُوْهُ عَنِ النَّبِيْذِ فَقَالَ خَرَجَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِىْ سَفَرٍ ثُمَّ رَجَعَ وَقَدْ نَبَذَ نَاسٌ مِنْ اَصْحَابِهِ فِىْ حَنَاتِمَ وَنَقِيْرٍ وَدُبَّاءٍ فَاَمَرَ بِهِ فَاُهْرِيْقَ ثُمَّ اَمَرَ بِسِقَاءٍ فَجُعِلَ فِيْهِ زَبِيْبٌ وَمَاءٌ فَجُعِلَ مِنَ اللَّيْلِ فَاَصْبَحَ فَشَرِبَ مِنْهُ يَوْمَهُ ذٰلِكَ وَلَيْلَتَهُ الْمُسْتَقْبِلَةَ وَمِنَ الْغَدِ حَتّٰى اَمْسَى فَشَرِبَهُ وَسَقَى فَلَمَّا اَصْبَحَ اَمَرَ بِمَا بَقِىَ مِنْهُ فَاُهْرِيْقَ-

৫০৬০. মুহাম্মদ ইব্‌ন আবূ খালাফ (র) .... ইয়াহ্‌ইয়া নাখঈ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, কিছু লোক ইব্‌ন আব্বাস (রা)-কে মদ ক্রয়-বিক্রয় ও এর ব্যবসা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলো। তিনি বললেন, তোমরা কি মুসলমান? তারা বললো, হ্যাঁ। তিনি বললেন, তাহলে এর ক্রয়-বিক্রয় ও ব্যবসা যথাযথ (জায়েয) হবে না। বর্ণনাকারী বলেন, এরপর তারা তাঁকে নাবীয সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করল। তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ একবার সফরে গিয়ে যখন প্রত্যাবর্তন করলেন, তখন দেখলেন। তাঁর সাহাবীদের কিছু লোক হানতাম, নাকীর ও দুব্বার মধ্যে নাবীয তৈরি করছিলো। তিনি আদেশ দিলে তা ঢেলে ফেলা হয়। এরপর তিনি মশ্‌ক আনতে আদেশ দিলেন। তারপর তাতে কিসমিস ও পানি রাখা হলো। তা রাতে রাখা হল এবং সেদিন সকালে এবং আগামী রাত ও তার পরবর্তী বিকাল পর্যন্ত তিনি তা থেকে পান করেন, আর অন্যদের পান করতে দেন। রাত অতিবাহিত হয়ে সকাল হলে তিনি তার অবশিষ্ট অংশ সম্বন্ধে আদেশ দিলেন, তা ঢেলে ফেলা হলো।

٥٠٦١- حَدَّثَنَا شَيْبَانُ ابْنُ فَرُّوْخَ قَالَ حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ يَعْنِى ابْنَ الْفَضْلِ الْحُدَّانِىَّ قَالَ حَدَّثَنَا ثُمَامَةُ يَعْنِى ابْنَ حَزْنٍ الْقُشَيْرِىَّ قَالَ لَقِيتُ عَائِشَةَ فَسَأَلْتُهَا عَنِ النَّبِيْذِ فَدَعَتْ عَائِشَةُ جَارِيَةً حَبَشِيَّةً فَقَالَتْ سَلْ هٰذِهِ اِنَّهَا كَانَتْ تَنْبِذُ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَتِ الْحَبَشِيَّةُ كُنْتُ اَنْبِذُ لَهُ فِى سِقَاءٍ مِنَ اللَّيْلِ وَاُوْكِيْهِ وَاُعَلِّقُهُ فَاِذَا اَصْبَحَ شَرِبَ مِنْهُ-

৫০৬১. শায়বান ইব্‌ন ফাররূখ (র)....... সুমামা ইব্‌ন হাযন কুশায়রী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন আমি আয়েশা (রা)-এর সঙ্গে সাক্ষাত করে তাঁকে নাবীয সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম। আয়েশা (রা) এক হাবশী ক্রীতদাসীকে ডাকলেন এবং বললেন, একে জিজ্ঞাসা কর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর জন্য নাবীয তৈরি করতো। পরে হাবশী মেয়েটি বললো, রাতে আমি তাঁর জন্য মশকের মধ্যে নাবীয তৈরি করতাম এবং সেটি মুখ বন্ধ করে ঝুলিয়ে রাখতাম। সকাল হলে তিনি এর থেকে পান করতেন।

٥٠٦٢- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُثَنَّى الْعَنَبَرِىُّ قَالَ حَدَّثَنِىْ عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِىُّ عَنْ يُوْنُسَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ اُمِّهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُنَّا نَنْبِذُ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِىْ سِقَاءٍ يُوْكَى اَعْلَاهُ وَلَهُ عَزْلَاءُ نَنْبِذُهُ غُدْوَةً فَيَشْرَبُهُ عِشَاءً وَنَنْبِذُهُ عِشَاءً فَيَشْرَبُهُ غُدْوَةً-

৫০৬২. মুহাম্মদ ইব্‌ন মুসান্না আম্বারী (র)...... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর জন্য এমন মশকে নাবীয প্রস্তুত করতাম যেটির উপরের দিকে মুখ বন্ধ থাকত এবং যেটির (নিচের দিকে) অনেকগুলো ছিদ্র ছিল। আমরা সকালে নাবীয তৈরি করলে রাতেই তিনি পান করতেন। আবার রাতে করলে সকালে তিনি পান করতেন।

٥٠٦٣- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ يَعْنِىْ ابْنَ اَبِى حَازِمٍ عَنْ اَبِىْ حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ دَعَا اَبُوْ اُسَيْدٍ السَّاعِدِىُّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فِى عُرْسِهِ فَكَانَتِ امْرَأَتُهُ يَوْمَئِذٍ خَادِمَهُمْ وَهِىَ الْعَرُوْسِ قَالَ سَهْلٌ تَدْرُوْنَ مَاسَقَتْ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَنْقَعَتْ لَهُ تَمَرَاتٍ مِنَ اللَّيْلِ فِىْ تَوْرٍ فَلَمَّا اَكَلَ سَقَتْهُ اِيَّاهُ-

৫০৬৩. কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ (র)...... সাহ্‌ল ইব্‌ন সা'দ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবূ উসায়দ সাঈদী (রা) তাঁর বিবাহে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে দাওয়াত করলেন। তাঁর নব বিবাহিতা স্ত্রীই সেদিন তাদের খাদিম ছিলেন। সাহ্‌ল (রা) বললেন, তোমরা কি জান, তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে কী পান করতে দিয়েছিলেন? তিনি রাতে কিছু খেজুর একটি পাত্রে ভিজিয়ে রেখেছিলেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আহার সমাপন করলে তাই তিনি তাঁকে পান করতে দিয়েছিলেন।

٥٠٦٤- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ يَعْنِى ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ اَبِى حَازِمٍ قَالَ سَمِعْتُ سَهْلاً يَقُوْلُ اَتى اَبُوْ أُسَيْدٍ السَّاعِدِىُّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَدَعَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ بِمِثْلِهِ وَلَمْ يَقُلْ فَلَمَّا اَكَلَ سَقَتْهُ اِيَّاهُ-

৫০৬৪. কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ (র)...... আবূ হাযিম (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি সাহ্‌ল (র)-কে বলতে শুনেছি যে, আবূ উসায়দ সাঈদী (রা) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট এলেন এবং রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে দাওয়াত করলেন। তারপর বর্ণনাকারী উপরোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেন। তবে তিনি একথা বলেননি যে, "আহার সমাপন করলে সে নাবীযটুকু তিনি তাঁকে পান করতে দেন।"

٥٠٦٥- وَحَدَّثَنِىْ مُحَمَّدُ بْنُ سَهْلٍ التَّمِيْمِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِى مَرْيَمَ قَالَ اَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ يَعْنِىْ اَبَا غَسَّانَ قَالَ حَدَّثَنِىْ اَبُوْ حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ بِهٰذَا الْحَدِيْثِ وَقَالَ فِى تَوْرٍ مِنْ حِجَارَةٍ فَلَمَّا فَرَغَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مِنَ الطَّعَامِ اَمَاثَتْهُ فَسَقَتْهُ تَخُصُّهُ بِذٰلِكَ-

৫০৬৫. মুহাম্মদ ইব্‌ন সাহ্‌ল-তামীমী (র)......সাহ্‌ল ইব্‌ন সা'দ (রা) থেকে উক্ত হাদীসটি বর্ণনা করেন। তবে তিনি বলেছেন, 'পাথর নির্মিত পাত্রে' (ভেজানো হয়েছিল), এরপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আহার শেষ করলে তিনি তা নরম করে একমাত্র তাঁকেই পান করতে দিয়েছিলেন।

٥٠٦٦- حَدَّثَنِىْ مُحَمَّدُ بْنُ سَهْلٍ التَّمِيْمِىُّ وَاَبُوْ بَكْرِ ابْنُ اِسْحَاقَ قَالَ اَبُوْ بَكْرٍ اَخْبَرَنَا وَقَالَ ابْنُ سَهْلٍ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِى مَرْيَمَ قَالَ اَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ وَهُوَ ابْنُ مُطَرِّفٍ اَبُوْ غَسَّانَ قَالَ اَخْبَرَنِىْ اَبُوْ حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ ذُكِرَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ امْرَأَةٌ مِنَ الْعَرَبِ فَاَمَرَ اَبَا اُسَيْدٍ اَنْ يُرْسِلَ اِلَيْهَا فَاَرْسَلَ اِلَيْهَا فَقَدِمَتْ فَنَزَلَتْ فِىْ اُجُمِ بَنِى سَاعِدَةَ فَخَرَجَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ حَتّٰى جَاءَهَا فَدَخَلَ عَلَيْهَا فَاِذَا امْرَأَةٌ مُنَكِّسَةٌ رَأْسَهَا فَلَمَّا كَلَّمَهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَالَتْ اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْكَ قَالَ قَدْ اَعَذْتُكِ مِنِّى فَقَالُوْا لَهَا أَتَدْرِيْنَ مَنْ هٰذَا فَقَالَتْ لاَ فَقَالُوْا هٰذَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ جَاءَكِ لِيَخْطُبَكِ قَالَتْ اَنَا كُنْتُ اَشْقَى مِنْ ذٰلِكَ قَالَ سَهْلٌ فَاَقْبَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَوْمَئِذٍ حَتّٰى جَلَسَ فِى سَقِيْفَةِ بَنِى سَاعِدَةَ هُوَ وَاَصْحَابُهُ ثُمَّ قَالَ اسْقِنَا لِسَهْلٍ قَالَ فَاَخْرَجْتُ لَهُمْ هٰذَا الْقَدَحَ فَاَسْقَيْتُهُمْ فِيْهِ قَالَ اَبُوْ حَازِمٍ

فَاَخْرَجَ لَنَا سَهْلٌ ذٰلِكَ الْقَدَحَ فَشَرِبْنَا فِيْهِ قَالَ ثُمَّ اسْتَوْهَبَهُ بَعْدَ ذٰلِكَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيْزِ فَوَهَبَهُ لَهُ وَفِيْ رِوَايَةِ اَبِىْ بَكْرِ بْنِ اِسْحَاقَ قَالَ اسْقِنَا يَاسَهْلُ-

৫০৬৬. মুহাম্মদ ইব্‌ন সাহ্‌ল তামীমী ও আবূ বকর ইব্‌ন ইসহাক (র)...... সাহ্‌ল ইব্‌ন সা'দ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট আরবের জনৈকা মহিলার প্রসঙ্গ আলোচিত হল। তিনি আবূ উসায়দ (রা)-কে তার নিকট লোক পাঠানোর জন্য আদেশ দিলেন। তিনি লোক (দূত) পাঠালে উক্ত মহিলা এলো এবং সাঈদা গোত্রের দুর্গে অবস্থান গ্রহণ করলো। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বের হয়ে তার নিকট আসলেন। তিনি যখন তার কাছে পৌঁছলেন, তখন মহিলা মস্তকাবনত হয়ে বসেছিল। তিনি তার সাথে কথোপকথন করলে সে বললো, আমি আপনার থেকে আল্লাহ্‌র নিকট আশ্রয় চাই। তিনি বললেন, আমিও তোমাকে আশ্রয় (নিস্তার) দিলাম। লোকেরা মহিলাকে বললো, তুমি জান ইনি কে? সে বললো, না। তারা বললো, ইনি তো আল্লাহ্‌র রাসূল। তিনি তোমাকে বিবাহের প্রস্তাব করতে এসেছিলেন। তখন সে বললো, আমি তো হতভাগী। সাহল (রা) বলেন, এরপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সেদিন ফিরে এসে তাঁর সাহাবীদের সাথে বনূ সাঈদার সাকীফায় (বৈধ জায়গায়) উপবেশন করেন। এরপর তিনি সাহলকে বললেন, আমাদেরকে কিছু পান করাও। সাহল বলেন, পরে আমি পেয়ালাটি বের করে তাদের সকলকেই তা থেকে পান করিয়েছিলাম। আবূ হাযিম (র) বলেন, সাহল (রা) আমাদের সামনে পেয়ালটি বের করলে আমরা তাতে পান করলাম। তারপর উমার ইব্‌ন আবদুল আযীয (র) তা চাইলে, তিনি তাঁকে সেটি দান করেন। আবূ বকর ইব্‌ন ইসহাক (র)-এর বর্ণনায় আছে, তিনি বললেন, হে সাহল! তুমি আমাদেরকে পান করাও।

٥٠٦٧- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالاَ حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ اَنَسٍ قَالَ لَقَدْ سَقَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ بِقَدَحِىْ هٰذَا الشَّرَابَ كُلَّهُ الْعَسَلَ وَالنَّبِيْذَ وَالْمَاءَ وَاللَّبَنَ-

৫০৬৭. আবূ বকর ইব্‌ন আবূ শায়বা ও যুহায়র ইব্‌ন হারব (র)...... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আমার এ পেয়ালাটি দিয়ে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে সব ধরনের পানীয় (দ্রব্য) মধু, নাবীয, পানি, দুধ ইত্যাদি পান করিয়েছি।

١٠- بَابُ جَوَازِ شُرْبِ اللَّبَنِ-

১০. অনুচ্ছেদ ঃ দুধপান জায়েয হওয়া

٥٠٦٨- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُعَاذِ الْعَنْبَرِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِىْ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ اَبِىْ اِسْحَاقَ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ قَالَ اَبُوْ بَكْرِ الصِّدِّيْقُ لَمَّا خَرَجْنَا مَعَ النَّبِىِّ ﷺ مِنْ مَكَّةَ اِلَى الْمَدِيْنَةِ مَرَرْنَا بِرَاعٍ وَقَدْ عَطِشَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَالَ فَحَلَبْتُ لَهُ كُثْبَةً مِنْ لَبَنٍ فَاَتَيْتُهُ بِهَا فَشَرِبَ حَتّٰى رَضِيْتُ-

৫০৬৮. উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন মুআয আম্বারী (র)...... বারা' (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবূ বকর (রা) বলেছেন, নবী ﷺ-এর সঙ্গে আমরা যখন মক্কা থেকে (হিজরত করে) মদীনা অভিমুখে বের হলাম, এক পর্যায়ে আমরা এক রাখালের নিকট দিয়ে পথ অতিক্রম করছিলাম। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তৃষ্ণার্ত হলে আমি তাঁর জন্য কিছু দুধ দোহন করে নিয়ে তাঁর কাছে আসলাম। আমার সন্তুষ্টি পরিমাণে তিনি পান করলেন।

٥٠٦٩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ وَلِلَّفْظُ لِابْنِ مُثَنَّى قَالاَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا اِسْحَاقَ الْهَمْدَانِيَّ يَقُوْلُ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ يَقُوْلُ لَمَّا اَقْبَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مِنْ مَكَّةَ اِلَى الْمَدِيْنَةِ قَالَ فَاتْبَعَهُ سُرَاقَةُ بْنُ مَالِكِ بْنِ جُعْشُمٍ قَالَ فَدَعَا عَلَيْهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَسَاخَتْ فَرَسُهُ فَقَالَ ادْعُ اللّٰهَ لِيْ وَلاَ اَضُرُّكَ قَالَ فَدَعَا اللّٰهَ قَالَ فَعَطِشَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَمَرُّوْا بِرَاعِيْ غَنَمٍ قَالَ اَبُوْ بَكْرٍ الصِّدِّيْقُ فَاَخَذْتُ قَدَحًا فَحَلَبْتُ فِيْهِ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ كُثْبَةً مِنْ لَبَنٍ فَاَتَيْتُهُ بِهِ فَشَرِبَ حَتَّى رَضِيْتُ-

৫০৬৯. মুহাম্মদ ইব্ন মুসান্না ও ইব্ন বাশ্শার (র)...... বারা' (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবূ বকর সিদ্দীক (রা) বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখন মক্কা থেকে মদীনার দিকে রওনা দিলেন তখন সুরাকা ইব্ন মালিক ইব্ন জু'শুম তাঁর পিছে পিছনে ধাওয়া করল। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তার ওপর বদদু'আ করলে তার ঘোড়ার পা মাটিতে গেড়ে গেলো। সে বললো, আমার জন্য দু'আ করুন, আমি আপনার কোন অনিষ্ট করবো না। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ দু'আ করলেন। রাবী বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তৃষ্ণার্ত হলেন, আর তাঁরা এক বকরীর রাখালের নিকট দিয়ে যাচ্ছিলেন। আবূ বকর সিদ্দীক (রা) বলেন, আমি একটি পেয়ালা নিয়ে তাঁর জন্য কিছু দুধ দোহন করে আনলাম। তিনি তা এ পরিমাণ পান করলেন যে, আমি খুশি হলাম।

٥٠٧٠- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَاللَّفْظُ لِابْنِ عَبَّادٍ قَالاَ حَدَّثَنَا اَبُوْ صَفْوَانَ قَالَ اَخْبَرَنَا يُوْنُسُ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ قَالَ ابْنُ الْمُسَيَّبِ قَالَ اَبُوْ هُرَيْرَةَ اِنَّ النَّبِيَّ ﷺ اُتِىَ لَيْلَةَ اُسْرِيَ بِهِ بِاِيْلِيَاءَ بِقَدَحَيْنِ مِنْ خَمْرٍ وَلَبَنٍ فَنَظَرَ اِلَيْهِمَا فَاَخَذَ اللَّبَنَ فَقَالَ لَهُ جِبْرَئِيْلُ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلاَمُ الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ هَدَاكَ لِلْفِطْرَةِ لَوْ اَخَذْتَ الْخَمْرَ غَوَتْ اُمَّتُكَ-

৫০৭০. মুহাম্মদ ইব্ন আব্বাদ ও যুহায়র ইব্ন হার্ব (র)......আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, মি'রাজ রাজনীতে বায়তুল মুকাদ্দাসে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট মদ ও দুধের দু'টি পেয়ালা পেশ করা হলে তিনি সে দু'টির প্রতি তাকালেন, তারপর তিনি দুধ গ্রহণ করলেন। জিব্রাঈল (আ) বললেন : সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্র, যিনি আপনাকে স্বভাব জাত (সঠিক) পথ গ্রহণের হিদায়াত দিয়েছেন। যদি আপনি মদ গ্রহণ করতেন তবে আপনার উম্মাত বিভ্রান্ত হয়ে যেত।

٥٠٧١- وَحَدَّثَنِيْ سَلَمَةُ بْنُ شَبِيْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ اَعْيَنَ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْقِلُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ اَنَّهُ سَمِعَ اَبَا هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ اُتِىَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِمِثْلِهِ وَلَمْ يَذْكُرْ بِاِيْلِيَاءَ-

৫০৭১. সালামা ইব্ন শাবীব (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে আনা হলো......। তারপর বর্ণনাকারী উল্লেখিত হাদীসের অনুরূপ রিওয়ায়েত করেছেন। তবে তিনি বায়তুল মুকাদ্দাসের কথা উল্লেখ করেন নি।

١١- بَابُ اِسْتِحْبَابِ تَخْمِيْرِ الْاِنَاءِ وَهُوَ تَغْطِيْتُهُ وَاِيْكَاءِ السِّقَاءِ وَاِغْلَاقِ الْاَبْوَابِ وَذِكْرِ اسْمِ اللّٰهِ تَعَالٰى عَلَيْهَا وَاِطْفَاءِ السِّرَاجِ وَالنَّارِ عِنْدَ النَّوْمِ وَكَفُّ الصِّبْيَانِ وَالْمَوَاشِىْ بَعْدَ الْمَغْرِبِ-

১১. পরিচ্ছেদ : পাত্র আচ্ছাদিত করে রাখা অর্থাৎ ঢেকে রাখা, মশকের মুখ বন্ধ করা, দরজা বন্ধ করা ও এ সময়ে আল্লাহর নাম লওয়া, শয়নকালে বাতি তা আগুন নিভিয়ে দেয়া এবং মাগরিবের পর ছেলেমেয়ে ও পৃহপালিত জন্তুগুলোকে আটকে রাখা মুস্তাহাব

٥٠٧٢- حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ مُثَنّٰى وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ كُلُّهُمْ عَنْ اَبِىْ عَاصِمٍ قَالَ ابْنُ مُثَنّٰى حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ قَالَ اَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ اَبُوْ الزُّبَيْرِ اَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَبْنَ عَبْدِ اللّٰهِ يَقُوْلُ اَخْبَرَنِىْ اَبُوْ حُمَيْدٍ السَّاعِدِىُّ قَالَ اَتَيْتُ النَّبِىَّ ﷺ بِقَدَحِ لَبَنٍ مِنَ النَّقِيْعِ لَيْسَ مُخَمَّرًا فَقَالَ اَلاَّ خَمَّرْتَهُ وَلَوْ تَعْرُضُ عَلَيْهِ عُوْدًا قَالَ اَبُوْ حُمَيْدٍ اِنَّمَا اَمَرَ بِالْاَسْقِيَةِ اَنْ تُوكَأَ لَيْلاً وَبِالْاَبْوَابِ اَنْ تُغْلَقَ لَيْلاً-

৫০৭২. যুহায়র ইব্ন হার্ব, মুহাম্মদ ইব্ন মুসান্না ও আব্দ ইব্ন হুমায়দ (র)...... আবূ হুমায়দ সাঈদী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাকী' (নামক স্থান) থেকে এক পেয়ালা দুধ নিয়ে আমি নবী ﷺ-এর নিকট এলাম। পেয়ালাটি ছিল অনাবৃত। তিনি বললেন : তুমি একে ঢাকলে না কেন, এর উপর একটি কাঠি রেখে হলেও? আবূ হুমায়দ (রা) বলেন, তিনি আমাদেরকে রাতে মশকের মুখ বন্ধ করে রাখার ও রাতে দরজা বন্ধ করার আদেশ দিয়েছিলেন।

٥٠٧٣- حَدَّثَنِىْ اِبْرَاهِيْمَ بْنُ دِيْنَارٍ قَالَ حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ وَزَكَرِيَّاءُ بْنُ اِسْحٰقَ قَالاَ اَخْبَرَنَا اَبُوْ الزُّبَيْرِ اَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَبْنَ عَبْدِ اللّٰهِ يَقُوْلُ اَخْبَرَنِىْ اَبُوْ حُمَيْدٍ السَّاعِدِىُّ اَنَّهُ اَتَى النَّبِىَّ ﷺ بِقَدَحِ لَبَنٍ بِمِثْلِهِ قَالَ يَذْكُرُ زَكَرِيَّا قَوْلَ اَبِىْ حُمَيْدٍ بِاللَّيْلِ-

৫০৭৩. ইবরাহীম ইব্ন দীনার (র)...... আবূ হুমায়দ (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি নবী ﷺ-এর কাছে এক পেয়ালা দুধ নিয়ে আসলেন।...... পরবর্তী অংশ উপরোক্ত হাদীসের অনুরূপ। বর্ণনাকারী বলেন, রাবী যাকারিয়া (র) আবূ হুমায়দ-এর বর্ণনায় উল্লেখিত 'রাতে' কথাটি উল্লেখ করেন নাই।

٥٠٧٤- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ وَاَبُوْ كُرَيْبٍ وَاللَّفْظُ لِاَبِىْ كُرَيْبٍ قَالاَ حَدَّثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اَبِىْ صَالِحٍ عَنْ جَابِرِبْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَاسْتَسْقٰى فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَلاَ نَسْقِيْكَ نَبِيْذًا فَقَالَ بَلٰى فَخَرَجَ الرَّجُلُ يَسْعٰى فَجَاءَ بِقَدَحٍ فِيْهِ نَبِيْذٌ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلاَّ خَمَّرْتَهُ لَوْ تَعْرُضُ عَلَيْهِ عُوْدًا قَالَ فَشَرِبَ-

৫০৭৪. আবূ বকর ইব্ন আবূ শায়বা ও আবূ কুরায়ব (র)....... জাবির ইব্ন আব্দুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সঙ্গে ছিলাম। তিনি (কিছু) পান করতে চাইলে এক ব্যক্তি বললো, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমরা কি আপনাকে নাবীয পান করাবো? তিনি বললেন, হ্যাঁ। তারপর লোকটি দ্রুত বেরিয়ে গেল

এবং একটি পেয়ালা নিয়ে এলো যাতে নাবীয ছিল। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : এর উপর একটি কাঠি দিয়ে হলেও তুমি এটি ঢেকে আনলে না কেন? আবূ হুমায়দ (রা) বলেন, অতঃপর তিনি পান করলেন।

٥٠٧٥- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اَبِىْ سُفْيَانَ وَاَبِىْ صَالِحٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ اَبُوْ حُمَيْدٍ بِقَدَحٍ مِنْ لَبَنٍ مِنَ النَّقِيْعِ فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلاَ خَمَّرْتَهُ وَلَوْ تَعْرُضُ عَلَيْهِ عُوْدًا-

৫০৭৫. উসমান ইব্‌ন আবূ শায়বা (র)...... জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবূ হুমায়দ (রা) নামক এক ব্যক্তি নাকী' (নামক স্থান) থেকে এক পেয়ালা দুধ নিয়ে আসলো। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাকে বললেন ঃ তুমি এটা ঢেকে আনলে না কেন, এর ওপর একটা কাঠি দিয়ে হলেও?

٥٠٧٦- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا لَيْثٌ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ قَالَ اَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ اَبِىْ الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَنَّه قَالَ غَطُّوْا الْاِنَاءَ وَاَوْكُوا السِّقَاءَ وَاَغْلِقُوْا الْبَابَ وَاَطْفِؤُا السِّرَاجَ فَاِنَّ الشَّيْطَانَ لاَيَحِلُّ سِقَاءً وَلاَ يَفْتَحُ بَابًا وَلاَ يَكْشِفُ اِنَاءً فَاِنْ لَمْ يَجِدْ اَحَدُكُمْ اِلاَّ اَنْ يَعْرُضَ عَلَى اِنَائِه عُوْدًا وَيَذْكُرَ اسْمَ اللّٰهِ فَلْيَفْعَلْ فَاِنَّ الْفُوَيْسِقَةَ تُضْرِمُ عَلَى اَهْلِ الْبَيْتِ بَيْتَهُمْ وَلَمْ يَذْكُرْ قُتَيْبَةُ فِىْ حَدِيْثِه وَاَغْلِقُوْا الْبَابَ-

৫০৭৬. কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ (র)...... লাইস (র) থেকে, অন্য সনদে মুহাম্মদ ইব্‌ন রুম্‌হ্ (র)...... জাবির (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : তোমরা (শয়নকালে) পাত্র ঢেকে রাখবে, মশ্‌ক মুখ বন্ধ রাখবে, দরজাগুলো বন্ধ করবে এবং বাতি নিভিয়ে দেবে। কারণ, শয়তান মশকের (বন্ধ) মুখ খুলতে পারে না, (বন্ধ) দরজা খুলতে পারে না এবং (আবৃত) পাত্রও অনাবৃত করতে পারে না। যদি তোমাদের কেউ তার পাত্রের উপর রাখার জন্য কাঠি ছাড়া অন্য কিছু না পায়, তবে সে যেন তাই রাখে এবং আল্লাহ্‌র নাম উচ্চারণ করে। কেননা দুষ্ট ইঁদুর বাড়িওয়ালাদের বাড়ি দ্রুত জ্বালিয়ে দেয়। কুতায়বা তাঁর হাদীসে 'দরজা বন্ধ কর' কথাটি উল্লেখ করেননি।

٥٠٧٧- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيٰى قَالَ قَرَأْتُ عَلٰى مَالِكٍ عَنْ اَبِىْ الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ بِهٰذَا الْحَدِيْثِ غَيْرَ اَنَّهُ قَالَ وَاَكْفِؤُا الْاِنَاءَ اَوْ خَمِّرُوا الْاِنَاءَ وَلَمْ يَذْكُرْ تَعْرِيْضَ الْعُوْدِ عَلَى الْاِنَاءِ-

৫০৭৭. ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া (র)...... জাবির (রা) থেকে হাদীসটি বর্ণিত আছে। তবে তিনি বলেছেন, তোমরা পাত্রের মুখ বন্ধ করবে অথবা (বলেছিলেন) তোমরা পাত্র ঢেকে রাখবে। তিনি পাত্রের উপর কাঠি রাখার কথা উল্লেখ করেন নাই।

٥٠٧٨- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ يُوْنُسَ قَالَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَغْلِقُوْا الْبَابَ فَذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيْثِ اللَّيْثِ غَيْرَ اَنَّهُ قَالَ وَخَمِّرُوا الْاٰنِيَةَ وَقَالَ تُضْرِمُ عَلَى اَهْلِ الْبَيْتِ ثِيَابَهُمْ-

৫০৭৮. আহমদ ইব্ন ইউনুস (র)...... জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : তোমরা দরজা বন্ধ করবে। অতঃপর রাবী লাইস (র)-এর হাদীসের অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন। তবে তিনি বলেছেন, তোমরা পাত্রগুলো ঢেকে রাখবে। তিনি আরও বলেন, ওটা (ইঁদুর) গৃহবাসীদের পোশাক পুড়িয়ে (নষ্ট করে) দেয়।

٥٠٧٩- وَحَدَّثَنِيْ مُحَمَّدُ بْنُ مُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ بِمِثْلِ حَدِيْثِهِمْ وَقَالَ وَالْفُوَيْسِقَةُ تُضْرِمُ الْبَيْتَ عَلَى اَهْلِهِ-

৫০৭৯. মুহাম্মদ ইব্ন মুসান্না (র)...... জাবির (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে তাঁদের হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত আছে। তিনি বলেছেন, ইঁদুর গৃহবাসীদের গৃহ পুড়িয়ে দেয়।

٥٠٨٠- حَدَّثَنِىْ اِسْحٰقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ اَخْبَرَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ عَطَاءٌ اَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا كَانَ جُنْحُ اللَّيْلِ اَوْ اَمْسَيْتُمْ فَكُفُّوْا صِبْيَانَكُمْ فَاِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْتَشِرُ حِيْنَئِذٍ فَاِذَا ذَهَبَ سَاعَةٌ مِنَ اللَّيْلِ فَخَلُّوْهُمْ وَاَغْلِقُوا الْاَبْوَابَ وَذْكُرُوا اسْمَ اللّٰهِ فَاِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَفْتَحُ بَابًا مُغْلَقًا وَاَوْكُوْا قِرَبَكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللّٰهِ وَخَمِّرُوْا اٰنِيَتَكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللّٰهِ وَلَوْ اَنْ تَعْرُضُوْا عَلَيْهَا شَيْئًا وَاَطْفِؤُا مَصَابِيْحَكُمْ-

৫০৮০. ইসহাক ইব্ন মানসূর (র)...... জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : যখন রাত ঘনিয়ে আসবে অথবা (বলেছেন) তোমরা সন্ধ্যায় উপনীত হবে, তখন তোমরা তোমাদের ছেলেমেয়েদের আটকে রাখবে। কেননা শয়তান সে সময় ছাড়িয়ে পরে। রাত ঘণ্টাখানেক অতিক্রান্ত হলে তাদের ছেড়ে দাও। আর দরজাগুলো বন্ধ করবে এবং আল্লাহ্র নাম স্মরণ করবে। কারণ, শয়তান কোন বন্ধ দুয়ার খোলে না। আর তোমরা নিজেদের মশকসমূহের মুখ এঁটে রাখবে এবং আল্লাহ্র নাম স্মরণ করবে। আর নিজেদের পাত্রগুলো ঢেকে রাখবে, যদি তার ওপর একটি কাঠি রেখেও হয় এবং আল্লাহ্র নাম স্মরণ করবে। আর তোমাদের বাতিগুলো নিভিয়ে দেবে।

٥٠٨١- وَحَدَّثَنِىْ اِسْحٰقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ اَخْبَرَنَا رَوْحٌ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ عَمْرُو بْنُ دِيْنَارٍ اَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ يَقُوْلُ نَحْوًا مِمَّا اَخْبَرَ عَطَاءٌ اِلَّا اَنَّهُ لَا يَقُوْلُ اذْكُرُوا اسْمَ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ-

৫০৮১. ইসহাক ইব্ন মানসূর (র)...... জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। রাবী আতা (র)-এর হাদীসের অনুরূপ রিওয়ায়েত করেছেন। তবে তিনি মহান মহিয়ান 'আল্লাহ্র নাম স্মরণ করার' কথা উল্লেখ করেন নাই।

٥٠٨٢- وَحَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ النَّوْفَلِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَاصِمٍ قَالَ اَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ بِهٰذَا الْحَدِيْثِ عَنْ عَطَاءٍ وَعَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ كَرِوَايَةِ رَوْحٍ-

৫০৮২. আহমাদ ইব্‌ন উসমান নাওফালী (র)...... ইব্‌ন জুরায়জ (র), আতা ও আমর ইব্‌ন দীনার (র) থেকে রাওহ্ (র)-এর রিওয়ায়াতের অনুরূপ হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন।

٥٠٨٣ وَحَدَّثَنَا اَحْمَدُ ابْنُ يُوْنُسَ قَالَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيٰى قَالَ اَخْبَرَنَا اَبُوْ خَيْثَمَةَ عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَ تُرْسِلُوْا فَوَاشِيَكُمْ وَصِبْيَانَكُمْ اِذَا غَابَتِ الشَّمْسُ حَتّٰى تَذْهَبَ فَحْمَةُ الْعِشَاءِ فَاِنَّ الشَّيَاطِيْنَ تُبْعَثُ اِذَا غَابَتِ الشَّمْسُ حَتّٰى تَذْهَبَ فَحْمَةُ الْعِشَاءِ-

৫০৮৩. আহমদ ইব্‌ন ইউনুস (র), অন্য সনদে ইয়াহ্ইয়া (রা)....... জাবির (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : তোমরা তোমাদের গৃহপালিত পশু এবং ছেলেমেয়েদেরকে সূর্যাস্তের সময় বের হতে দেবে না, যতক্ষণ না রাতের আহারের কিছু অংশ অতিক্রান্ত হয়। কেননা সূর্যাস্তের পর থেকে রাতের আহারের কিয়দংশ (প্রথমাংশ) অতিক্রান্ত হওয়া পর্যন্ত শয়তান বিচরণ করতে থাকে।

٥٠٨٤- وَحَدَّثَنِىْ مُحَمَّدُ بْنُ مُثَنّٰى قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ بِنَحْوِ حَدِيْثِ زُهَيْرٍ-

৫০৮৪. মুহাম্মদ ইব্‌ন মুসান্না (র)........ জাবির (রা) নবী ﷺ থেকে যুহায়র (র)-এর হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত আছে।

٥٠٨٥- وَحَدَّثَنَا عَمْرُو النَّاقِدُ قَالَ حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ قَالَ ثَنِى يَزِيْدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اُسَامَةَبْنِ الْهَادِ اللَّيْثِىُّ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْقَعْقَاعِ بْنِ حَكِيْمٍ عَنْ جَابِرِبْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ غَطُّوْا الْاِنَاءَ وَاَوْكُوْا السِّقَاءَ فَاِنَّ فِى السَّنَةِ لَيْلَةً يَنْزِلُ فِيْهَا وَبَاءٌ لاَ يَمُرُّ بِاِنَاءٍ لَيْسَ عَلَيْهِ غِطَاءٌ اَوْ سِقَاءٌ لَيْسَ عَلَيْهِ وِكَاءٌ اِلاَّ نَزَلَ فِيْهِ مِنْ ذٰلِكَ الْوَبَاءِ-

৫০৮৫. আমর আন-নাকিদ (র)....... জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে বলতে শুনেছি যে, তোমরা পাত্র ঢেকে রাখবে এবং মশকের মুখ এঁটে রাখবে। কেননা বছরে একটি রাত আছে, যে রাতে 'মহামারী' নাযিল হয়। যে কোন অনাবৃত পাত্র এবং বন্ধনমুক্ত মশকের উপর দিয়ে তা অতিক্রম করে, তাতেই সে মহামারী থেকে নেমে আসে।

٥٠٨٦- وَحَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِىٍّ الْجَهْضَمِىُّ قَالَ حَدَّثَنِىْ اَبِىْ قَالَ حَدَّثَنَا لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ بِمِثْلِهِ غَيْرَ اَنَّهُ قَالَ فَاِنَّ فِى السَّنَةِ يَوْمًا يَنْزِلُ فِيهِ وَبَاءٌ وَزَادَ فِىْ اٰخِرِ الْحَدِيْثِ قَالَ اللَّيْثُ فَالْاَعَاجِمُ عِنْدَنَا يَتَّقُوْنَ ذٰلِكَ فِىْ كَانُوْنَ الْاَوَّلِ-

৫০৮৬. নাসর ইব্‌ন আলী জাহ্‌যামী (র)........ লাইস ইব্‌ন সা'দ (র) থেকে উক্ত সনদে অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। তবে তিনি বলেছেন, কেননা বছরে একটি দিন আছে, যে দিনে মহামারী নেমে আসে। বর্ণনাকারী হাদীসের শেষাংশে অধিক বলেছেন যে, লাইস বলেছেন, আমাদের এখানকার অনারবরা 'প্রথম কানুন'[১] এ বিষয়ে মতামত অবলম্বন করে।

٥٠٨٧- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ وَعَمْرٌو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالُوْا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ لاَ تَتْرُكُوا النَّارَ فِىْ بُيُوْتِكُمْ حِيْنَ تَنَامُوْنَ-

৫০৮৭. আবূ বকর ইব্‌ন আবূ শায়বা, আমর আন-নাকিদ ও যুহায়র ইব্‌ন হারব (র)...... ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেছেন : তোমরা ঘরে আগুন রেখে শয়ন করবে না।

٥٠٨٨- وَحَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ عَمْرٍو الْاَشْعَثِىُّ وَاَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ نُمَيْرٍ وَاَبُوْ عَامِرٍ الْاَشْعَرِىُّ وَاَبُوْ كُرَيْبٍ وَاللَّفْظُ لاَبِىْ عَامِرٍ قَالُوْا حَدَّثَنَا اَبُوْ اُسَامَةَ عَنْ بُرَيْدٍ عَنْ اَبِىْ بُرْدَةَ عَنْ اَبِىْ مُوْسٰى قَالَ احْتَرَقَ بَيْتٌ عَلٰى اَهْلِهِ بِالْمَدِيْنَةِ مِنَ اللَّيْلِ فَلَمَّا حُدِّثَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِشَأْنِهِمْ قَالَ اِنَّ هٰذِهِ النَّارَ اِنَّمَا هِىَ عَدُوٌّ لَّكُمْ فَاِذَا نِمْتُمْ فَاَطْفِؤُهَا عَنْكُمْ-

৫০৮৮. সাঈদ ইব্‌ন আমর আশআসী, আবূ বাক্‌র ইব্‌ন আবূ শায়বা, মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ ইব্‌ন নুমায়র, আবূ আমির আশআরী ও আবূ কুরায়ব (র)...... আবূ মূসা (রা) থেকে বর্ণিত যে, (একবার) রাতে মদীনায় এক বাড়িতে আগুন গেলে তা পুড়ে গেল। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে তাদের অবস্থা সম্বন্ধে অবহিত করা হলে তিনি বললেন : এ আগুন তোমাদের শত্রু। সুতরাং তোমরা শোয়ার সময় তা নিভিয়ে ফেলবে।

١٢- بَابُ اٰدَابُ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ وَاَحْكَامِهِمَا

১২. পরিচ্ছেদ পানাহারের আদবসমূহ ও তার বিধান

٥٠٨٩- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ وَاَبُوْ كُرَيْبٍ قَالاَ حَدَّثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ خَيْثَمَةَ عَنْ اَبِىْ حُذَيْفَةَ عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ كُنَّا اِذَا حَضَرْنَا مَعَ النَّبِىِّ ﷺ طَعَامًا لَمْ نَضَعْ اَيْدِيَنَا حَتّٰى يَبْدَأَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَيَضَعَ يَدَهُ وَاِنَّا حَضَرْنَا مَعَهُ مَرَّةً طَعَامًا فَجَاءَتْ جَارِيَةٌ كَاَنَّهَا تُدْفَعُ فَذَهَبَتْ لِتَضَعَ يَدَهَا فِى الطَّعَامِ فَاَخَذَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِيَدِهَا ثُمَّ جَاءَ اَعْرَابِىٌّ كَاَنَّمَا يُدْفَعُ فَاَخَذَ بِيَدِهِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ الشَّيْطَانَ يَسْتَحِلُّ الطَّعَامَ اَنْ لاَ يُذْكَرَ اسْمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَاِنَّهُ جَاءَ بِهٰذِهِ الْجَارِيَةِ لِيَسْتَحِلَّ بِهَا فَاَخَذْتُ بِيَدِهَا فَجَاءَ بِهٰذَا الْاَعْرَابِىِّ لِيَسْتَحِلَّ بِهِ فَاَخَذْتُ بِيَدِهِ وَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهِ اِنَّ يَدَهُ فِىْ يَدِىْ مَعَ يَدِهَا-(يدهما)

১. রোমানদের বর্ষ গণনার তৃতীয় মাস, যা শুরু হয় খ্রিস্টীয় ডিসেম্বর মাসের ছয় কিংবা তের তারিখ থেকে।

৫০৮৯. আবূ বকর ইব্‌ন আবূ শায়বা ও আবূ কুরায়ব (র)...... হুযায়ফা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, কোন যিয়াফত উপলক্ষে আমরা যখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সঙ্গে উপস্থিত হতাম, যতক্ষণ তিনি শুরু না করতেন এবং তার হাত না রাখতেন, ততক্ষণ আমরা নিজেদের হাত (খাবারে) রাখতাম না। একবার আমরা তাঁর সঙ্গে এক খাওয়ার মজলিসে হাযির হলাম। এমন সময় একটি মেয়ে এল। (মনে হচ্ছিল) যেন তাকে তাড়ানো হচ্ছে। সে খাবারে তার হাত দিতে গেলে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তার হাত ধরে ফেললেন। তারপর একজন বেদুঈন এল। (মনে হচ্ছিল) যেন তাকে তাড়িত করা হচ্ছিল। তিনি তাঁর হাত ধরে ফেললেন। তারপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : আল্লাহ্‌র নাম উচ্চারণ করা না হলে শয়তান সে খাদ্যকে হালাল করে ফেলে। আর সে এ বালিকাটিকে নিয়ে এসেছে যাতে তার দ্বারা হালাল করতে পারে। তারপর আমি তার হাত ধরে ফেললে সে এ বেদুঈনকে নিয়ে এসেছে যাতে (এ খাদ্যকে) তার দ্বারা হালাল করতে পারে। আমি তারও হাত ধরে ফেলেছি। সে সত্তার শপথ! যাঁর হাতে আমার জীবন, নিঃসন্দেহে তার (শয়তানের) হাত বালিকার (এ দু'জনের হাতের সঙ্গে) আমার হাতে মুঠোয় রয়েছে।

٥٠٩٠- وَحَدَّثَنَاهُ اِسْحَاقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ الْحَنْظَلِيُّ قَالَ اَخْبَرَنَا عِيْسَى بْنُ يُوْنُسَ قَالَ اَخْبَرَنَا الْاَعْمَشُ عَنْ خَيْثَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ اَبِىْ حُذَيْفَةَ الْاَرْحَبِىِّ عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ قَالَ كُنَّا اِذَا دُعِيْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اِلَى طَعَامٍ فَذَكَرَ بِمَعْنَى حَدِيْثِ اَبِىْ مُعَاوِيَةَ وَقَالَ كَاَنَّمَا يُطْرَدُ وَفِىْ الْجَارِيَةِ كَاَنَّهَا تُطْرَدُ وَقَدَّمَ مَجِئَ الْاَعْرَابِىِّ فِىْ حَدِيْثِهِ قَبْلَ مَجِئِ الْجَارِيَةِ وَزَادَ فِىْ اٰخِرِ الْحَدِيْثِ ثُمَّ ذَكَرَ اسْمَ اللّٰهِ وَاَكَلَ-

وَحَدَّثَنِيْهِ اَبُوْ بَكْرِ بْنُ نَافِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْاَعْمَشِ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ وَقَدَّمَ مَجِئَ الْجَارِيَةِ قَبْلَ مَجِئِ الْاَعْرَابِىِّ-

৫০৯০. ইস্‌হাক ইব্‌ন ইবরাহীম হানযালী (র)...... হুযায়ফা ইব্‌ন ইয়ামান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাদের যখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সঙ্গে কোন খাবারের জন্য দাওয়াত করা হতো।..... অতঃপর বর্ণনাকারী আবূ মু'আবিয়া (র)-এর হাদীসের অনুরূপ রিওয়ায়াত করেন। তবে তিনি (يُدْفَعُ এর স্থলে) يُطْرَدُ এবং বালিকার বেলায় (تُدْفَعُ স্থলে) تُطْرَدُ শব্দ উল্লেখ করেন। আর এ হাদীসে তিনি বালিকাটির আসার পূর্বে বেদুঈনের আগমনের কথা উল্লেখ করেছেন এবং হাদীসের শেষাংশে অধিক বলেছেন, অতঃপর তিনি বিস্‌মিল্লাহ্ বলেন এবং আহার গ্রহণ করেন।

আবূ বকর ইব্‌ন নাফি' (র)...... আ'মাশ (র) থেকে উল্লেখিত সনদে অনুরূপ বর্ণিত আছে। তবে তিনি প্রথমে বালিকার আগমন ও পরে বেদুঈনের আগমনের কথা উল্লেখ করেছেন।

٥٠٩١- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُثَنَّى الْعَنَزِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ يَعْنِىْ اَبَا عَاصِمٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ اَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِبْنِ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّهُ سَمِعَ النَّبِىَّ ﷺ يَقُوْلُ اِذَا دَخَلَ الرَّجُلُ بَيْتَهُ فَذَكَرَ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ عِنْدَ دُخُوْلِهِ وَعِنْدَ طَعَامِهِ قَالَ الشَّيْطَانُ لَامَبِيْتَ لَكُمْ وَلَا عَشَاءَ وَاِذَا دَخَلَ فَلَمْ

يَذْكُرِ اللّٰهَ عِنْدَ دُخُوْلِهِ قَالَ الشَّيْطَانُ اَدْرَكْتُمُ الْمَبِيْتَ وَاِذَا لَمْ يَذْكُرِ اللّٰهَ عِنْدَ طَعَامِهِ قَالَ اَدْرَكْتُمُ الْمَبِيْتَ وَالْعَشَاءَ-

وَحَدَّثَنِيْهِ اِسْحٰقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ اَخْبَرَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ اَبُوْ الزُّبَيْرِ اَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ يَقُوْلُ اِنَّهُ سَمِعَ النَّبِىَّ ﷺ يَقُوْلُ بِمِثْلِ حَدِيْثِ اَبِىْ عَاصِمٍ اِلاَّ اَنَّهُ قَالَ وَاِنْ لَمْ يَذْكُرِ اسْمَ اللّٰهِ عِنْدَ طَعَامِهِ وَاِنْ لَمْ يَذْكُرِ اسْمَ اللّٰهِ عِنْدَ دُخُوْلِهِ-

৫০৯১. মুহাম্মদ ইব্‌ন মুসান্না আনাযী (র)...... জাবির ইব্‌ন আব্‌দুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী ﷺ-কে বলতে শুনেছেন যে, যখন কোন লোক তার ঘরে প্রবেশ করে এবং প্রবেশকালে ও আহারকালে মহিয়ান গরিয়ান আল্লাহ্‌র নাম উচ্চারণ করে, তখন শয়তান (তার সাথীদের) বলে, তোমাদের (এখানে) রাত্রি যাপনও নেই, খাওয়াও নেই। আর যখন সে প্রবেশ করে কিন্তু প্রবেশকালে আল্লাহ্‌র নাম উচ্চারণ করে না, তখন শয়তান বলে, তোমরা রাত্রিবাসের (থাকার) জায়গা পেয়ে গেলে। আর যখন সে আহারের সময় আল্লাহ্‌র নাম উচ্চারণ করে না, তখন সে বলে, তোমাদের রাত্রি যাপন ও রাতের খাওয়ার ব্যবস্থা পেলে।

ইসহাক ইব্‌ন মানসূর (র).....জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী ﷺ-কে বলতে শুনেছেন..... অতঃপর বর্ণনাকারী আবূ আসিম (র)-এর হাদীসের অনুরূপ রিওয়ায়াত করেন। তবে তিনি لَمْ يَذْكُرِ اللّٰهَ عِنْدَ طَعَامِهِ শব্দের এর স্থলে (فَلَمْ يَذْكُرُ اللّٰهِ عِنْدَ دُخُوْلِهِ) এবং (وَاِنْ لَّمْ يَذْكُرِ اسْمَ اللّٰهِ عَنْدَ طَعَامِهِ)-এর স্থলে وَاِنْ لَّمْ يَذْكُرُ اللّٰهَ عِنْدَ دُخُوْلِهِ বলেছেন।

٥٠٩٢- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا لَيْثٌ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ قَالَ اَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لاَ تَاْكُلُوْا بِالشِّمَالِ فَاِنَّ الشَّيْطَانَ يَاْكُلُ بِالشِّمَالِ-

৫০৯২. কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ ও মুহাম্মদ ইব্‌ন রুম্‌হ (র)...... জাবির (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : তোমরা বাম হাতে খাবে না। কারণ শয়তান বাম হাতে খায়।

٥٠٩٣- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ نُمَيْرٍ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَابْنُ اَبِىْ عُمَرَ وَاللَّفْظُ لاِبْنِ نُمَيْرٍ قَالُوْا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ اَبِىْ بَكْرِ بْنِ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِاللّٰهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ جَدِّهِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِذَا اَكَلَ اَحَدُكُمْ فَلْيَاْكُلْ بِيَمِيْنِهِ وَاِذَا شَرِبَ فَلْيَشْرِبْ بِيَمِيْنِهِ فَاِنَّ الشَّيْطَانَ يَاْكُلُ بِشِمَالِهِ وَيَشْرَبُ بِشِمَالِهِ-

৫০৯৩. আবু বকর ইব্‌ন আবূ শায়বা, মুহাম্মদ ইব্‌ন আব্‌দুল্লাহ্ ইব্‌ন নুমায়র, যুহায়র ইব্‌ন হারব ও ইব্‌ন আবূ উমর (র)......ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : তোমাদের কেউ যখন খাবে তখন সে যেন

ডান হাতে খায়। আর যখন পান করে, সে যেন ডান হাতে পান করে। কারণ শয়তান বাম হাতে খায় এবং বাম হাতে পান করে।

٥٠٩٤- وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكِ بْنِ اَنَسٍ فِيْمَا قُرِئَ عَلَيْهِ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِيْ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا ابْنُ مُثَنّٰى قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيٰى وَهُوَ الْقَطَّانُ كِلاَهُمَا عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ جَمِيْعًا عَنِ الزُّهْرِيِّ بِاِسْنَادِ سُفْيَانَ-

৫০৯৪. কুতায়বা (র)....... (মালিক ইব্‌ন আনাস (র) থেকে), অন্য সনদে ইব্‌ন নুমায়র (র) পিতা নুমায়র থেকে, অপর একটি সনদে ইব্‌ন মুসান্না (র) ইয়াহ্‌ইয়া আল-কাত্‌তান (র) থেকে, শেষোক্ত দু'জন উবায়দুল্লাহ্ থেকে, আর তাঁরা সকলে যুহরী (র) থেকে সুফয়ান (র)-এর (অনুরূপ) সনদে হাদীসটি রিওয়ায়াত করেছেন।

٥٠٩٥- وَحَدَّثَنِيْ اَبُو الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ قَالَ اَبُو الطَّاهِرِ اَخْبَرَنَا وَقَالَ حَرْمَلَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ وَهْبٍ قَالَ حَدَّثَنِيْ عُمَرَ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنِيْ الْقَاسِمُ ابْنُ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ حَدَّثَهُ عَنْ سَالِمٍ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لاَ يَاْكُلَنَّ اَحَدٌ مِّنْكُمْ بِشِمَالِهِ وَلاَ يَشْرَبَنَّ بِهَا فَاِنَّ الشَّيْطَانَ يَاْكُلُ بِشِمَالِهِ وَيَشْرَبُ بِهَا قَالَ وَكَانَ نَافِعٌ يَزِيْدُ فِيْهَا وَلاَ يَاْخُذُ بِهَا وَلاَ يُعْطِيْ بِهَا وَفِيْ رِوَايَةِ اَبِي الطَّاهِرِ لاَ يَاْكُلَنَّ اَحَدُكُمْ-

৫০৯৫. আবূ তাহির ও হারমালা (র)...... ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : তোমাদের কেউ যেন বাম হাতে না খায়, পান না করে। কারণ শয়তান বাম হাতে খায় ও বাম হাত দিয়ে পান করে। বর্ণনাকারী বলেন, নাফি' (র) এতে অধিক বলতেন, বাম হাতে যেন (কিছু) গ্রহণ না করে এবং প্রদানও না করে। আবূ তাহির (র)-এর বর্ণনায় (اَحَدٌ مِّنْكُمْ স্থলে) اَحَدُكُمْ শব্দ রয়েছে।

٥٠٩٦- حَدَّثَنَا اَبُو بَكْرِ بْنَ اَبِيْ شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ حَدَّثَنِيْ اِيَاسُ بْنُ سَلَمَةَ بْنِ الْاَكْوَعِ اَنَّ اَبَاهُ حَدَّثَهُ اَنَّ رَجُلاً اَكَلَ عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ بِشِمَالِهِ فَقَالَ كُلْ بِيَمِيْنِكَ قَالَ لاَ اَسْتَطِيْعُ قَالَ لاَ اسْتَطَعْتَ مَا مَنَعَهُ اِلاَّ الْكِبْرُ قَالَ فَمَا رَفَعَهَا اِلٰى فِيْهِ-

৫০৯৬. আবূ বকর ইব্‌ন আবূ শায়বা (র)...... সালামা ইব্‌ন আক্‌ওয়া (রা) থেকে বর্ণিত যে, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে বাম হাতে আহার করছিল। তিনি বললেন : তুমি তোমার ডান হাতে খাও। সে বললো, আমি পারবো না। তিনি বললেন : 'তুমি যেন না-ই পার'। অহঙ্কারই তাকে বাধা দিচ্ছে। সালামা (রা) বলেন, সে আর তা (তার হাত) মুখের কাছে তুলতে পারেনি।

٥٠٩٧- وَحَدَّثَنَا اَبُو بَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ وَابْنُ اَبِيْ عُمَرَ جَمِيْعًا عَنْ سُفْيَانَ قَالَ اَبُوْ بَكْرٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الْوَلِيْدِ بْنِ كَثِيْرٍ عَنْ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ سَمِعَهُ مِنْ عُمَرَ بْنِ اَبِيْ سَلَمَةَ قَالَ

كُنْتُ فِيْ حَجْرِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَكَانَتْ يَدِىْ تَطِيْشُ فِىْ الصَّحْفَةِ فَقَالَ لِىْ يَا غُلَامُ سَمِّ اللّٰهَ وَكُلْ بِيَمِيْنِكَ وَكُلْ مِمَّا يَلِيْكَ-

৫০৯৭. আবূ বকর ইব্ন আবূ শায়বা ও ইব্ন আবূ উমর (র)....... উমার ইব্ন আবূ সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর লালন পালনে ছিলাম। খাবারের পাত্রে আমার হাত চতুর্দিকে ঘুরাঘুরি করত। তিনি ﷺ আমাকে বললেন : হে বালক! বিস্‌মিল্লাহ্ বল, তোমার ডান হাতে খাও এবং নিজের পাশ থেকে খাও।

٥٠٩٨- وَحَدَّثَنَا الْحَسَنُ ابْنُ عَلِيٍّ الْحُلْوَانِيُّ وَاَبُوْ بَكْرِ بْنُ اِسْحَاقَ قَالَا حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ مَرْيَمَ قَالَ اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ حَلْحَلَةَ عَنْ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ عُمَرَ بْنِ اَبِىْ سَلَمَةَ اَنَّهُ قَالَ اَكَلْتُ يَوْمًا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَجَعَلْتُ اٰخُذُ مِنْ لَحْمٍ حَوْلَ الصَّحْفَةِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ كُلْ مِمَّا يَلِيْكَ-

৫০৯৮. হাসান ইব্ন আলী হুলওয়ানী ও আবূ বকর ইব্ন ইস্‌হাক (র)...... উমর ইব্ন আবূ সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে আহার করলাম। আমি বর্তনের বিভিন্ন পাশ থেকে গোশত নিতে লাগলাম। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : তুমি নিজের পাশ থেকে খাও।

٥٠٩٩- حَدَّثَنَا عَمْرٌو النَّاقِدُ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ قَالَ نَهَى النَّبِىُّ ﷺ عَنِ اخْتِنَاثِ الْاَسْقِيَةِ-

৫০৯৯. আম্‌র আন-নাকিদ (র)...... আবূ সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ মশক উল্টিয়ে ধরে (মশকের মুখে মুখ লাগিয়ে) পান করতে নিষেধ করেছেন।

٥١٠٠- وَحَدَّثَنِىْ حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيٰى قَالَ اَخْبَرَنِىْ ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُتْبَةَ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِىِّ اَنَّهُ قَالَ نَهَى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنِ اخْتِنَاثِ الْاَسْقِيَةِ اَنْ يُشْرَبَ مِنْ اَفْوَاهِهَا-

৫১০০. হারমালা ইব্ন ইয়াহ্‌ইয়া (র)....... আবূ সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেছেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ মশক উল্টিয়ে ধরে এর মুখে মুখ লাগিয়ে পান করতে নিষেধ করেছেন।

٥١٠١- وَحَدَّثَنَاهُ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ اَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِىِّ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ مِثْلَهُ غَيْرَ اَنَّهُ قَالَ وَاخْتِنَاثُهَا اَنْ يُقْلَبَ رَأْسُهَا ثُمَّ يُشْرَبَ مِنْهُ-

৫১০১. আব্‌দ ইব্ন হুমায়দ (র) ...... যুহ্‌রী (র) থেকে উল্লেখিত সনদে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তবে বর্ণনাকারী মা'মার বলেছেন اخْتِنَاثُهَا। অর্থ মশকের মাথা উল্টিয়ে তাতে মুখ লাগিয়ে পান করা।

١٣- بَابٌ فِى الشُّرْبِ قَائِمًا

১৩. পরিচ্ছেদ : দাঁড়িয়ে পান করা প্রসঙ্গে

٥١٠٢- وَحَدَّثَنَا هَدَّابُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ قَالَ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ اَنَسٍ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ زَجَرَ عَنِ الشُّرْبِ قَائِمًا-

৫১০২. হাদ্দাব ইব্‌ন খালিদ (র)........ আনাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ দাঁড়িয়ে পান করা ব্যাপারে ধমক দিয়েছেন।

٥١٠٣- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْاَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيْدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ اَنَّهُ نَهٰى اَنْ يَشْرَبَ الرَّجُلُ قَائِمًا قَالَ قَتَادَةُ فَقُلْنَا فَالْاَكُلُ فَقَالَ ذَاكَ اَشَرُّ اَوْ اَخْبَثُ-

৫১০৩. মুহাম্মদ ইব্‌ন মুসান্না (র)....... আনাস (রা) সূত্রে,, নবী ﷺ থেকে বর্ণিত যে, তিনি (সা) কোন ব্যক্তির দাঁড়িয়ে পান করতে নিষেধ করেছেন। কাতাদা বলেন, আমরা বললাম, তবে খাওয়া? তিনি বললেন, সেটা তো আরো খারাপ, আরো নিকৃষ্ট।

٥١٠٤- وَحَدَّثَنَاهُ قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ وَاَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِى شَيْبَةَ قَالاَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ هِشَامٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِهِ وَلَمْ يَذْكُرْ قَوْلَ قَتَادَةَ-

৫১০৪. কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ ও আবূ বকর আবূ শায়বা (র)...... আনাস (রা)-এর সূত্রে নবী ﷺ থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তবে বর্ণনাকারী হিশাম (র) কাতাদা (র)-এর উক্তি উল্লেখ করেননি।

٥١٠٥- وَحَدَّثَنَا هَدَّابُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا هَمَّامُ قَالَ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ اَبِى عِيْسَى الْاُسْوَارِيِّ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ زَجَرَ عَنِ الشُّرْبِ قَائِمًا-

৫১০৫. হাদ্দাব ইব্‌ন খালিদ (র)...... আবূ সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ দাঁড়িয়ে পান করতে কঠোরভাবে হুমকী প্রদান করেছেন।

٥١٠٦- وَحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ مُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ وَاللَّفْظُ لِزُهَيْرٍ وَابْنِ مُثَنَّى قَالُوْا حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ اَبِى عِيْسَى الْاُسْوَارِىِّ عَنْ اَبِى سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَهٰى عَنِ الشُّرْبِ قَائِمًا-

৫১০৬. যুহায়র ইব্‌ন হারব, মুহাম্মদ ইব্‌ন মুসান্না ও ইব্‌ন বাশ্‌শার (র)...... আবূ সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ দাঁড়িয়ে পান করতে নিষেধ করেছেন।

٥١٠٧- حَدَّثَنِيْ عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلاَءِ قَالَ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ يَعْنِيْ الْفَزَارِيَّ قَالَ اَنَا عُمَرُ بْنُ حَمْزَةَ قَالَ اَخْبَرَنِيْ اَبُوْ غَطَفَانَ الْمُرِّيُّ اَنَّهُ سَمِعَ اَبَا هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَ يَشْرَبَنَّ اَحَدٌ مِّنْكُمْ قَائِمًا فَمَنْ نَسِيَ فَلْيَسْتَقِئْ-

৫১০৭. আব্দুল জাব্বার ইব্ন আলা (র)........ আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : তোমাদের কেউ যেন কখনো দাঁড়িয়ে পান না করে। কেউ ভুলে গেলে সে যেন পরে বমি করে ফেলে।

١٤- بَابُ فِي الشُّرْبِ مِنْ زَمْزَمَ قَائِمًا-

১৪. পরিচ্ছেদ : যমযমের পানি দাঁড়িয়ে পান করা

٥١٠٨- وَحَدَّثَنَاهُ اَبُوْ كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ عَاصِمٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ سَقَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ مِنْ زَمْزَمَ فَشَرِبَ وَهُوَ قَائِمٌ-

৫১০৮. আবূ কামিল জাহ্দারী (র)...... ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে যমযম থেকে পানি পান করিয়েছি। তিনি দাঁড়ান অবস্থায় তা পান করেন।

٥١٠٩- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ نُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَاصِمٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ شَرِبَ مِنْ زَمْزَمَ مِنْ دَلْوٍ مِنْهَا وَهُوَ قَائِمٌ-

৫১০৯. মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন নুমায়র (র)...... ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, নবী ﷺ যমযম কূপ থেকে বালতি দিয়ে পানি তুলে দাঁড়িয়ে পান করেছেন।

٥١١٠- وَحَدَّثَنَا سُرَيْجُ بْنُ يُوْنُسَ قَالَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ اَخْبَرَنَا عَاصِمٌ الْاَحْوَلُ ح قَالَ وَحَدَّثَنِيْ يَعْقُوْبُ الدَّوْرَقِيُّ وَاِسْمَاعِيْلُ بْنُ سَالِمٍ قَالَ اِسْمَاعِيْلُ اَخْبَرَنَا وَقَالَ يَعْقُوْبُ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَاصِمٌ الْاَحْوَلُ وَمُغِيْرَةُ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ شَرِبَ مِنْ زَمْزَمَ وَهُوَ قَائِمٌ-

৫১১০. সুরায়জ ইব্ন ইউনুস, ইয়াকূব দাওরাকী ও ইসমাঈল ইব্ন সালিম (র)...... ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ দাঁড়িয়ে যমযম থেকে পানি পান করেছেন।

٥١١١- وَحَدَّثَنِيْ عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُعَاذٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِيْ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَاصِمٍ سَمِعَ الشَّعْبِيَّ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ سَقَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ مِنْ زَمْزَمَ فَشَرِبَ قَائِمًا وَاسْتَسْقَى وَهُوَ عِنْدَ الْبَيْتِ-

৫১১১. উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন মুআয (র)...... ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে যমযম থেকে পান করিয়েছি। তিনি দাঁড়িয়ে পান করেছেন এবং তিনি পানি চেয়ে পাঠালেন, তখন তিনি বায়তুল্লাহ্‌র সন্নিকটে ছিলেন।

٥١١٢- وَحَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ح قَالَ وَحَدَّثَنِى مُحَمَّدُ بْنُ مُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيْرٍ كِلاَهُمَا عَنْ شُعْبَةَ بِهٰذَا الاِسْنَادِ وَفِىْ حَدِيْثِهِمَا فَاَتَيْتُهُ بِدَلْوٍ-

৫১১২. মুহাম্মদ ইব্‌ন বাশ্‌শার ও মুহাম্মদ ইব্‌ন মুসান্না (র)...... শু'বা (র) থেকে উক্ত সনদে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। তবে তাদের উভয়ের হাদীসে আছে 'আমি তাঁর কাছে একটি বালতি নিয়ে আস্‌লাম'।

١٥- بَابُ كِرَاهِةُ التَّنَفُّسِ فِى نَفْسِ الْاِنَاءِ وَاسْتِحْبَابِ التَّنَفُّسِ ثَلاَثًا خَارِجُ الاِنَاءِ-

১৫. অনুচ্ছেদ : পান করার সময় সরাসরি পাত্রে শ্বাস ফেলা মাকরূহ এবং পাত্রের বাইরে তিনবার শ্বাস গ্রহণ করা মুস্তাহাব

٥١١٣- وَحَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا الثَّقَفِىُّ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ يَحْيَى بْنِ اَبِىْ كَثِيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ قَتَادَةَ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ نَهَى اَنْ يُتَنَفَّسَ فِى الْاِنَاءِ-

৫১১৩. ইব্‌ন আবূ উমর (র)......আবূ কাতাদা (র) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ পাত্রের ভিতরে শ্বাস-প্রশ্বাস নিতে নিষেধ করেছেন।

٥١١٤- وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ وَاَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ قَالاَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ عَزْرَةَ بْنِ ثَابِتٍ الْاَنْصَارِىِّ عَنْ ثُمَامَةَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَنَسٍ عَنْ اَنَسٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَتَنَفَّسُ فِى الْاِنَاءِ ثَلاَثًا-

৫১১৪. কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ ও আবূ বকর ইব্‌ন আবূ শায়বা (র)....... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত যে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ পান করার সময় তিনবার পাত্রে (পাত্রের বাইরে) শ্বাস গ্রহণ করতেন। (তিন শ্বাসে পান করতেন।)

٥١١٥- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيٰى قَالَ اَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سَعِيْدٍ ح قَالَ وَثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوْخَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ اَبِىْ عِصَامٍ عَنْ اَنَسٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَتَنَفَّسُ فِى الشَّرَابِ ثَلاَثًا وَيَقُوْلُ اِنَّهُ اَرْوَى وَاَبْرَاُ وَاَمْرَاُ قَالَ اَنَسٌ وَاَنَا اَتَنَفَّسُ فِى الشَّرَابِ ثَلاَثًا-

৫১১৫. ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন ইয়াহ্ইয়া ও শায়বান ইব্‌ন ফাররূখ (র)....... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, পান করার সময় রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তিনবার শ্বাস গ্রহণ করতেন এবং বলতেন এতে উত্তমরূপে তৃপ্তিলাভ হয়, পিপাসার ক্লেশ সত্বর দূর হয় (এবং তা নিরাপদ) এবং অতি সহজে গলাধঃকরণ হয় (গলায় আটকে যাওয়ার আংশকা থাকে না।– আনাস (রা) বলেন, পান করার সময় আমিও তিনবার শ্বাস গ্রহণ করে থাকি।

٥١١٦- وَحَدَّثَنَاهُ قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ وَاَبُو بَكْرِ بْنُ اَبِى شَيْبَةَ قَالاَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ هِشَامٍ الدَّسْتَوَائِىِّ عَنْ اَبِىْ عِصَامٍ عَنْ اَنَسٍ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ بِمِثْلِهِ وَقَالَ فِى الْاِنَاءِ-

৫১১৬. কুতায়বা ইব্ন সাঈদ ও আবূ বকর ইব্ন আবূ শায়বা (র)...... আনাস (রা)-এর সূত্রে নবী ﷺ থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেন। বর্ণনাকারী (হিশাম فِى الشَّرَابِ শব্দের স্থলে) فى الاناء (পাত্রে) বলেছেন।

١٦- بَابُ اِسْتِحْبَابِ اِدَارَةِ الْمَاءِ وَاللَّبَنِ وَنَحْوِهِمَا عَلَى يَمِيْنِ الْمُبْتَدِئِ-

১৬. পরিচ্ছেদ : পানি, দুধ ইত্যাদি পরিবেশনে সূচনাকারী (পরিবেশক) তার ডান থেকে আরম্ভ করবে

٥١١٧- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اُتِىَ بِلَبَنٍ قَدْ شِيْبَ بِمَاءٍ وَعَنْ يَمِيْنِهِ اَعْرَابِىٌّ وَعَنْ يَسَارِهِ اَبُوْ بَكْرٍ فَشَرِبَ ثُمَّ اَعْطَى الْاَعْرَابِىَّ وَقَالَ الْاَيْمَنُ فَالْاَيْمَنُ-

৫১১৭. ইয়াহ্ইয়া ইব্ন ইয়াহ্ইয়া (র)........ আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট পানি মিশ্রিত কিছু দুধ আনা হলো। তাঁর ডানদিকে ছিল একজন বেদুঈন, বামদিকে ছিল আবূ বকর (রা)। তিনি পান করলেন। তারপর উক্ত বেদুঈনকে দিলেন এবং বললেন : ডান, অতঃপর ডানে অধিক অধিকার সম্পন্ন।

٥١١٨- وَحَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ وَعَمْرٌو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ نُمَيْرٍ وَاللَّفْظُ لِزُهَيْرٍ قَالُوْا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ اُنَسٍ قَالَ قَدِمَ النَّبِىُّ ﷺ الْمَدِيْنَةَ وَاَنَا ابْنُ عَشْرٍ وَمَاتَ وَاَنَا ابْنُ عِشْرِيْنَ وَكُنَّ اُمَّهَاتِىْ يَحْثُثْنَنِىْ عَلَى خِدْمَتِهِ فَدَخَلَ عَلَيْنَا دَارَنَا فَحَلَبْنَا لَهُ مِنْ شَاةٍ دَاجِنٍ وَشِيْبَ لَهُ مِنْ بِئْرٍ فِى الدَّارِ فَشَرِبَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ وَاَبُوْ بَكْرٍ عَنْ شِمَالِهِ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اَعْطِ اَبَا بَكْرٍ فَاَعْطَاهُ اَعْرَابِيًّا عَنْ يَمِيْنِهِ وَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الْاَيْمَنُ فَالْاَيْمَنُ-

৫১১৮. আবূ বকর ইব্ন আবূ শায়বা, আমর আন-নাকিদ, যুহায়র ইব্ন হারব ও মুহাম্মদ ইব্ন আব্দুল্লাহ্ ইব্ন নুমায়র (র)....... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ যখন মদীনায় আগমন করেন তখন আমার বয়স ছিল দশ বছর। তিনি যখন ওফাতবরণ করেন তখন আমার বয়স বিশ বছর। আমার মা-খালাগণ আমাকে তাঁর খিদমত করার জন্য উৎসাহিত করতেন। একদিন তিনি আমাদের বাড়িতে আগমন করলে, আমরা তাঁর জন্য ঘরে অবস্থিত ছাগলের দুধ দোহন করলাম, বাড়ির একটি কূপ থেকে কিছু পানি মিশ্রিত করা হলো। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ পান করলেন। আবূ বকর (রা) তাঁর বামদিকে ছিলেন। উমর (রা) বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ﷺ আবূ বকরকে দিন। কিন্তু তিনি তাঁর ডানদিকের বেদুঈনকে দিলেন এবং বললেন : ডান অতঃপর (দিক থেকে) ডানরা অধিক অধিকার সম্পন্ন।

٥١١٩- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ اَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ وَابْنُ حُجْرٍ قَالُوْا حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ مَعْمَرِبْنِ حَزْمٍ اَبِيْ طُوَالَةَ الْاَنْصَارِيُّ اَنَّهُ سَمِعَ اَنَسَ بْنَ مَالِكٍ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ يَعْنِيْ ابْنَ بِلَالٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اَنَّهُ سَمِعَ اَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يُحَدِّثُ قَالَ اَتَانَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِيْ دَارِنَا فَاسْتَسْقَى فَحَلَبْنَا لَهُ شَاةً ثُمَّ شُبْتُهُ مِنْ مَاءِ بِئْرِى هٰذِهِ قَالَ فَاَعْطَيْتُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَشَرِبَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَاَبُوْ بَكْرٍ عَنْ يَسَارِهِ وَعُمَرُ وِجَاهَهُ وَاَعْرَابِيٌّ عَنْ يَمِيْنِهِ قَالَ فَلَمَّا فَرَغَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مِنْ شُرْبِهِ قَالَ عُمَرُ هٰذَا اَبُوْ بَكْرٍ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ يُرِيْهِ اِيَّاهُ فَاَعْطَى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الْاَعْرَابِيُّ وَتَرَكَ اَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ وَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الْاَيْمَنُوْنَ الْاَيْمَنُوْنَ الْاَيْمَنُوْنَ قَالَ اَنَسٌ فَهِيَ سُنَّةٌ فَهِيَ سُنَّةٌ فَهِيَ سُنَّةٌ -

৫১১৯. ইয়াহ্ইয়া ইব্ন আইউব, কুতায়বা ইব্ন সাঈদ, ইব্ন হুজর ও আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসলামা ইব্ন কা'নাব (র)....... আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদের বাড়িতে আগমন করে (কিছু) পান করতে চাইলেন। আমরা তাঁর জন্য একটি বক্রী দোহন করলাম। অতঃপর আমি আমার এ কূপটি থেকে কিছু পানি দুধের সঙ্গে মিশ্রিত করলাম। তিনি (আনাস) বলেন, তারপর আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে দিলাম। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ পান করলেন। আবূ বকর (রা) তাঁর বামদিকে ছিলেন। উমর (রা) তাঁর সামনে আর এক বেদুঈন ছিল তাঁর ডানদিকে। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখন পান করা শেষ করলেন, তখন উমর (রা) আবূ বকরকে দেখিয়ে দিয়ে তাঁকে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্, এই তো আবূ বকর (তাঁকে দিন)। কিন্তু রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আবূ বকর ও উমর (রা)-কে (আগে) না দিয়ে সে বেদুঈনকে দিলেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : ডানদিকের লোকদের, ডানদিকের লোকদেরই অগ্রাধিকার রয়েছে। আনাস (রা) বলেন, সুতরাং তাই সুন্নাত, তাই সুন্নাত, তাই সুন্নাত।

٥١٢٠- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ اَنَسٍ فِيْمَا قُرِئَ عَلَيْهِ عَنْ اَبِيْ حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اُتِيَ بِشَرَابٍ فَشَرِبَ مِنْهُ وَعَنْ يَمِيْنِهِ غُلَامٌ وَعَنْ يَسَارِهِ اَشْيَاخٌ فَقَالَ لِلْغُلَامِ اَتَأْذَنُ لِيْ اَنْ اُعْطِيَ هٰؤُلَاءِ فَقَالَ الْغُلَامُ لَا وَاللّٰهِ لَا اُوْثِرُ بِنَصِيْبِيْ مِنْكَ اَحَدًا قَالَ فَتَلَّهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِيْ يَدِهِ -

৫১২০. কুতায়বা ইব্ন সাঈদ (র)....... সাহ্ল ইব্ন সাদ সাঈদী (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট কিছু পানীয় আনা হলে তিনি কিছু পান করলেন। তাঁর ডানদিকে ছিল একটি বালক আর বামদিকে কতিপয় বয়স্ক লোক। তিনি বালকটিকে বললেন, তুমি কি তাঁদেরকে (আগে) দেয়ার জন্য আমাকে অনুমিত দিবে ? বালকটি বললো না, আল্লাহ্র কসম! আপনার কাছ থেকে প্রাপ্ত আমার অংশে আমি কাউকে প্রাধান্য দিব না। আনাস (রা) বলেন, অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ দুধের পেয়ালা তার হাতেই দিয়ে দিলেন।

٥١٢١- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ اَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ اَبِىْ حَازِمٍ ح قَالَ وَحَدَّثَنَاه قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ يَعْنِى ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْقَارِىَّ كِلاَهُمَا عَنْ اَبِىْ حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ بِمِثْلِهِ وَلَمْ يَقُوْلاَ فَتَلَّهُ وَلٰكِنْ فِىْ رِوَايَةِ يَعْقُوْبَ قَالَ فَاَعْطَاهُ اِيَّاهُ-

৫১২১. ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া ও কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ (র)......সাহ্‌ল ইব্‌ন সা'দ (রা)-এর সূত্রে নবী ﷺ থেকে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন। তবে তারা উভয়ে فَتَلَّهُ (তার হাতে দিলেন) শব্দটি উল্লেখ করেননি। কিন্তু ইয়াকূব (র)-এর বর্ণনায় (فتله এর স্থলে) فَاَعْطَاهُ (তাকে দিলেন) কথাটি উল্লেখিত হয়েছে।

١٧- بَابُ اِسْتِحْبَابِ لَعْقِ الْاَصَابِعِ وَالْقَصْعَةِ وَاَكْلِ اللُّقْمَةِ السَّاقِطَةِ بَعْدَ مَسْحِ مَا يُصِيْبُهَا مِنْ اَذًى وَكَرَاهَةُ مَسْحِ الْيَدِ قَبْلَ لَعْقِهَا لاِحْتِمَالِ كَوْنِ بَرَكَةِ الْعِطَامِ فِى ذٰلِكَ الْبَاقِىْ وَاَنَّ السُّنَّةَ بِثَلاَثِ اَصَابِعَ-

১৭. পরিচ্ছেদ : আঙ্গুল ও বর্তন চেটে খাওয়া এবং পড়ে যাওয়া খাদ্যে যে ধূলাবালু লেগেছে তা মুছে খাওয়া মুস্তাহাব। আর চেটে খাওয়ার পূর্বে হাত মুছে ফেলা মাকরূহ। কারণ ঐ অবশিষ্ট অংশের মধ্যে খাদ্যের বরকত থেকে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে এবং তিন আঙ্গুলে খাওয়া সুন্নাত হওয়া প্রসঙ্গে

٥١٢٢- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِبْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ وَعَمْرُو النَّاقِدُ وَاِسْحَاقُ بْنُ اِبْرَاهِيمَ وَابْنُ اَبِىْ عُمَرَ قَالَ اِسْحَاقُ اَخْبَرَنَا وَقَالَ الْاٰخَرُوْنَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا اَكَلَ اَحَدُ كُمْ طَعَامًا فَلاَ يَمْسَحْ يَدَهُ حَتّٰى يَلْعَقَهَا اَوْ يُلْعِقَهَا-

৫১২২. আবূ বকর ইব্‌ন আবূ শায়বা, আমর আন-নাকিদ, ইসহাক ইব্‌ন ইবরাহীম ও ইব্‌ন আবূ উমর (র)....... ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : তোমাদের কেউ যখন খাবার খায়, সে যেন তার হাত মুছে না ফেলে, যতক্ষণ না সে তা চেটে খায় বা অন্যকে দিয়ে চাটায়।

٥١٢٣- حَدَّثَنَا هَارُوْنُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ ابْنُ مُحَمَّدٍ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ اَخْبَرَنَا اَبُوْ عَاصِمٍ جَمِيْعًا عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَاللَّفْظُ لَهُ قَالَ حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ سَمِعْتُ عَطَاءً يَقُوْلُ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا اَكَلَ اَحَدُكُمْ مِنَ الطَّعَامِ فَلاَ يَمْسَحْ يَدَهُ حَتّٰى يَلْعَقَهَا اَوْيُلْعِقَهَا-

৫১২৩. হারূন ইব্‌ন আব্‌দুল্লাহ্, আব্‌দ ইব্‌ন হুমায়দ..... (ইব্‌ন জুরায়জ) ও যুহায়র ইব্‌ন হার্‌ব (র)....... ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : যখন তোমাদের কেউ খাবার খায়, সে যেন তার হাত মুছে অথবা ধুয়ে না ফেলে যতক্ষণ না সে তা নিজে চেটে খায় বা অন্যকে দিয়ে চাটায়।

٥١٢٤- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ قَالُوا حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِىٍّ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ سَعْدِ بْنِ اِبْرَاهِيمَ عَنِ ابْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِىَّ ﷺ يَلْعَقُ

اَصَابِعَهُ الثَّلاَثَ مِنَ الطَّعَامِ وَلَمْ يَذْكُرِ ابْنُ حَاتِمٍ الثَّلاَثَ وَقَالَ ابْنُ اَبِى شَيْبَةَ فِى رِوَايَتِهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ كَعْبٍ عَنْ اَبِيْهِ-

৫১২৪. আবূ বকর ইব্ন আবূ শায়বা, যুহায়র ইব্ন হারব ও মুহাম্মদ ইব্ন হাতিম (র)....... কা'ব ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে তাঁর আঙ্গুল তিনটি থেকে খানা চেটে খেতে দেখেছি। তবে ইব্ন হাতিম (র) ثَلاَثَ (তিন) শব্দটি উল্লেখ করেননি। আর ইব্ন আবূ শায়বা তাঁর রিওয়ায়াতে আবদুর রাহমান ইব্ন কা'ব (র) সূত্রে তাঁর পিতা থেকে সনদটির কথা বলেছেন।

٥١٢٥- وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيٰى قَالَ اَخْبَرَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَأْكُلُ بِثَلاَثِ اصَابِعَ وَيَلْعَقُ يَدَهُ قَبْلَ اَنْ يَمْسَحَهَا-

৫১২৫. ইয়াহ্ইয়া ইব্ন ইয়াহ্ইয়া (র).......কা'ব ইব্ন মালিক (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তিন আঙ্গুলে আহার করতেন এবং হাত মুছে ফেলার পূর্বে তা চেটে খেতেন।

٥١٢٦- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ نُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِىْ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ابْنِ سَعْدٍ اَنَّ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ اَوْ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ كَعْبٍ اَخْبَرَهُ عَنْ اَبِيْهِ كَعْبٍ اَنَّهُ حَدَّثَهُمْ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَأْكُلُ بِثَلاَثِ اَصَابِعَ فَاِذَا فَرَغَ لَعِقَهَا-

৫১২৬. মুহাম্মদ ইব্ন আব্দুল্লাহ্ ইব্ন নুমায়র (র)....... কা'ব (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তিন আঙ্গুলে আহার করতেন এবং আহার শেষে আঙ্গুলগুলো চেটে খেতেন।

٥١٢٧- وَحَدَّثَنَاهُ اَبُوْ كُرَيْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ سَعْدٍ اَنَّ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ وَعَبْدَ اللّٰهِ ابْنَ كَعْبٍ حَدَّثَاهُ اَوْ اَحَدُهُمَا عَنْ اَبِيْهِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِهِ-

৫১২৭. আবূ কুরায়ব (র)....... কা'ব ইব্ন মালিক (রা)-এর সূত্রে নবী ﷺ থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

٥١٢٨- وَحَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِى شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اَمَرَ بِلَعْقِ الْاَصَابِعِ وَالصَّحْفَةِ وَقَالَ اِنَّكُمْ لاَ تَدْرُوْنَ فِى اَيِّهِ الْبَرَكَةُ-

৫১২৮. আবূ বকর ইব্ন আবূ শায়বা (র).......জাবির (র) থেকে বর্ণিত যে নবী ﷺ আঙ্গুল ও বর্তন চেটে খেতে আদেশ করেছেন। আর তিনি বলেছেন : তোমরা জান না (খাদ্যের) কোন্ অংশে বরকত আছে।

٥١٢٩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ نُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِىْ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا وَقَعَتْ لُقْمَةُ اَحَدِكُمْ فَلْيَأْخُذْهَا فَلْيُمِطْ مَا كَانَ بِهَا

مِنْ اَذًى وَلْيَاْ كُلْهَا وَلاَ يَدَعُهَا لِلشَّيْطَانِ وَلاَ يَمْسَحْ يَدَهُ بِالْمِنْدِيْلِ حَتّٰى يَلْعَقَ اَصَابِعَهُ فَاِنَّهُ لاَ يَدْرِىْ فِىْ اَيِّ طَعَامِهِ الْبَرَكَةُ-

৫১২৯. মুহাম্মদ ইব্ন আব্দুল্লাহ্ ইব্ন নুমায়র (র)..... জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : তোমাদের কারো লুক্মা (খাদ্য গ্রাস) পড়ে গেলে সে যেন তা তুলে নেয়। অতঃপর তাতে যে 'ময়লা' লেগেছে তা যেন দূর করে এবং খাদ্যটুকু খেয়ে ফেলে। শয়তানের জন্য যেন তা ফেলে না রাখে। আর তার আঙ্গুল চেটে না খাওয়া পর্যন্ত সে যেন তার হাত রুমাল দিয়ে মুছে না ফেলে। কেননা সে জানে না খাদ্যের কোন্ অংশে বরকত আছে।

٥١٣٠- وَحَدَّثَنَاهُ اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ اَخْبَرَنَا اَبُوْ دَاوُدَ الْحَفَرِىُّ ح قَالَ وَحَدَّثَنِيْهِ مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ كِلاَهُمَا عَنْ سُفْيَانَ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ مِثْلَهُ وَفِىْ حَدِيْثِهِمَا وَلاَ يَمْسَحْ يَدَهُ بِالْمِنْدِيْلِ حَتّٰى يَلْعَقَهَا اَوْ يُلْعِقَهَا وَمَا بَعْدَهُ-

৫১৩০. ইসহাক ইব্ন ইবরাহীম ও মুহাম্মদ ইব্ন রাফি (র)....... সুফয়ান (র) থেকে উল্লেখিত সনদে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন। তাঁদের উভয়ের হাদীসে, সে তার হাত রুমাল দ্বারা মুছে না ফেলে যতক্ষণ না সে নিজে তা চেটে খায় বা অন্যকে দিয়ে চাটায়। সহ পরবর্তী অবশিষ্ট অংশ বর্ণনা করেছেন।

٥١٣١- وَحَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اَبِىْ سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ اِنَّ الشَّيْطَانَ يَحْضُرُ اَحَدَكُمْ عِنْدَ كُلِّ شَيْءٍ مِنْ شَأْنِهِ حَتّٰى يَحْضُرَهُ عِنْدَ طَعَامِهِ فَاِذَا سَقَطَتْ مِنْ اَحَدِكُمُ اللُّقْمَةُ فَلْيُمِطْ مَاكَانَ بِهَا مِنْ اَذًى ثُمَّ لِيَأْكُلْهَا وَلاَ يَدَعْهَا لِلشَّيْطَانِ فَاِذَا فَرَغَ فَلْيَلْعَقْ اَصَابِعَهُ فَاِنَّهُ لاَ يَدْرِىْ فِىْ اَيِّ طَعَامِهِ تَكُوْنُ الْبَرَكَةُ-

৫১৩১. উসমান ইব্ন আবূ শায়বা (র)....... জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ-কে বলতে শুনেছি যে, শয়তান তোমাদের প্রতিটি কাজে উপস্থিত হয়। এমনকি তোমাদের কারো আহারের সময়ও সে উপস্থিত হয়। সুতরাং তোমাদের কারো যদি লুকমা পড়ে যায়, সে যেন লেগে যাওয়া ময়লা দূর করে তা খেয়ে ফেলে। শয়তানের জন্য যেন তা রেখে না দেয়। আহার শেষে সে যেন তার আঙ্গুলগুলো চেটে খায়। কেননা সে জানে না, তার খাদ্যের কোন্ অংশে বরকত আছে।

٥١٣٢- وَحَدَّثَنَاهُ اَبُوْ كُرَيْبٍ وَاِسْحَاقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ جَمِيْعًا عَنْ اَبِىْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ اِذَا سَقَطَتْ لُقْمَةُ اَحَدِكُمْ اِلَى اٰخِرِ الْحَدِيْثِ وَلَمْ يَذْكُرْ اَوَّلَ الْحَدِيْثِ اِنَّ الشَّيْطَانَ يَحْضُرُ اَحَدَكُمْ-

৫১৩২. আবূ কুরায়ব ও ইসহাক ইব্ন ইবরাহীম (র)...... আ'মাশ (র) থেকে উল্লেখিত সনদে রিওয়ায়াত করেছেন যে, যখন তোমাদের কারো লুকমা পড়ে যায়....... হাদীসের শেষ পর্যন্ত। তবে আবূ মু'আবিয়া (র) হাদীসের প্রথমাংশ 'শয়তান তোমাদের প্রতিটি কাজে উপস্থিত হয়'...... উল্লেখ করেননি।

٥١٣٣- وَحَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اَبِىْ صَالِحٍ وَاَبِىْ سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ فِىْ ذِكْرِ اللَّعْقِ وَعَنْ اَبِىْ سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ وَذَكَرَ اللُّقْمَةَ نَحْوَ حَدِيْثِهِمَا-

৫১৩৩. আবূ বকর ইব্ন আবূ শায়বা (র)...... জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী ﷺ থেকে চেটে খাওয়া প্রসঙ্গে হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন। আবূ সুফয়ান (র)...... জাবির (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করছেন, তিনিও তাঁদের দু'জনের হাদীসের ন্যায় লুক্মার কথা উল্লেখ করেছেন।

٥١٣٤- وَحَدَّثَنِىْ مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ وَاَبُوْ بَكْرِ بْنُ نَافِعٍ الْعَبْدِىُّ قَالاَ حَدَّثَنَا بَهْزٌ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا ثَابِتٌ عَنْ اَنَسٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ اِذَا اَكَلَ طَعَامًا لَعِقَ اَصَابِعَهُ الثَّلاَثَ قَالَ وَقَالَ اِذَا سَقَطَتْ لُقْمَةُ اَحَدِكُمْ فَلْيُمِطْ عَنْهَا الاَذَى وَلِيَأْكُلْهَا وَلاَ يَدَعْهَا لِلشَّيْطَانِ وَاَمَرَنَا اَنْ نَسْلُتَ الْقَصْعَةَ قَالَ فَاِنَّكُمْ لاَ تَدْرُوْنَ فِىْ اَىِّ طَعَامِكُمُ الْبَرَكَةُ-

৫১৩৪. মুহাম্মদ ইব্ন হাতিম ও আবূ বকর ইব্ন নাফি আবদী (র) .... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখন কোন খাবার খেতেন তখন তাঁর আঙ্গুল তিনটি চেটে নিতেন এবং তিনি বলেছেন : যদি তোমাদের কারো লুকমা পড়ে যায় তবে সে যেন তা থেকে ময়লা দূর করে এবং তা লুকমাটি খেয়ে ফেলে, শয়তানের জন্য যেন তা রেখে না দেয়। আর তিনি আমাদের বাসন মুছে খেতে আদেশ দিয়েছেন এবং বলেছেন, 'কেননা তোমরা জান না, তোমাদের খাদ্যের কোন্ অংশে বরকত আছে।

٥١٣٥- حَدَّثَنِىْ مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا بَهْزُ قَالَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ قَالَ حَدَّثَنَا سُهَيْلُ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ اِذَا اَكَلَ اَحَدُكُمْ فَلْيَلْعَقْ اَصَابِعَهُ فَاِنَّهُ لاَيَدْرِىْ فِىْ اَيَّتِهِنَّ الْبَرَكَةُ-

وَحَدَّثَنِيْهِ اَبُوْ بَكْرِ بْنُ نَافِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ يَعْنِىْ ابْنَ مَهْدِىٍّ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ غَيْرَ اَنَّهُ قَالَ وَلْيَسْلُتْ اَحَدُكُمُ الصَّحْفَةَ وَقَالَ فِىْ اَىِّ طَعَامِكُمُ الْبَرَكَةُ اَوْ يُبَارَكُ لَكُمْ-

৫১৩৫. মুহাম্মদ ইব্ন হাতিম (র)....... আবূ হুরায়রা (রা.-এর সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : তোমাদের কেউ যদি আহার করে, সে যেন তার আঙ্গুলগুলো চেটে খায়। কেননা সে জানে না খাদ্যের কোন্ অংশে বরকত আছে।

আবূ বকর ইব্ন নাফি (র)....... হাম্মাদ (র) থেকে উল্লেখিত সনদে হাদীসটি বর্ণিত। তবে তিনি বলেছেন, তোমাদের প্রত্যেকে যেন বাসন মুছে খায়, আর তিনি فِىْ اَىِّ طَعَامِكُمُ الْبَرَكَةُ اَوْ يُبَارَكُ لَكُمْ উল্লেখ করেছেন।

١٨- بَابُ مَا يَفْعَلُ الضَّيْفُ اِذَا تَبِعَهُ غَيْرُ مَنْ دَعَاهُ صَاحِبُ الطَّعَامِ وَاسْتِحْبَابِ اِذْنِ صَاحِبِ الطَّعَامِ لِلتَّابِعِ-

১৮. পরিচ্ছেদ : মেযবানের দাওয়াত ছাড়াই যদি কেউ মেহ্মানের অনুগামী হয়, তবে মেহমান কি করবে ? অনুগমনকারীর জন্য মেযবান থেকে অনুমতি নিয়ে নেয়া মুস্তাহাব

٥١٣٦- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ ابْنُ سَعِيْدٍ وَعُثْمَانُ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ وَتَقَارَبَا فِى اللَّفْظِ قَالاَ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اَبِىْ وَائِلٍ عَنْ اَبِىْ مَسْعُوْدٍ الاَنْصَارِىِّ قَالَ كَانَ رَجُلٌ مِنَ الاَنْصَارِ يُقَالُ لَهُ اَبُوْ شُعَيْبٍ وَكَانَ لَهُ غُلاَمٌ لَحَّامٌ فَرَأَى رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَعَرَفَ فِى وَجْهِهِ الْجُوعَ فَقَالَ لِغُلاَمِهِ وَيْحَكَ اِصْنَعْ لَنَا طَعَامًا لِخَمْسَةِ نَفَرٍ فَاِنِّى أُرِيْدُ اَنْ اَدْعُوَ النَّبِىَّ ﷺ خَامِسَ خَمْسَةٍ قَالَ فَصَنَعَ ثُمَّ اَتَى النَّبِىَّ ﷺ فَدَعَاهُ خَامِسَ خَمْسَةٍ وَاتَّبَعَهُمْ رَجُلٌ فَلَمَّا بَلَغَ الْبَابَ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ اِنَّ هٰذَا اتَّبَعَنَا فَاِنْ شِئْتَ اَنْ تَأْذَنَ لَهُ وَاِنْ شِئْتَ رَجَعَ قَالَ لاَ بَلْ اٰذَنُ لَهُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ-

৫১৩৬. কুতায়বা ইব্ন সাঈদ ও উসমান ইব্ন আবূ শায়বা (র)...... আবূ মাসঊদ আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত। আবূ শু'আয়ব নামক জনৈক আনসারী ব্যক্তি ছিলেন, তার একজন কসাই গোলাম ছিল। তিনি একদিন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে দেখে তাঁর চেহারায় ক্ষুধার আভাস উপলব্ধি করলেন। পরে তাঁর গোলামকে বললেন, ওহে কপাল পোড়া! আমাদের পাঁচজনের জন্য তুমি খাবার প্রস্তুত কর। কেননা আমি পঞ্চম ব্যক্তি হিসেবে নবী ﷺ-কে সহ পাঁচজনকে দাওয়াত দিতে ইচ্ছা করেছি। তিনি (বর্ণনাকারী) বললেন, তখন সে খাবার প্রস্তুত করলো। অতঃপর তিনি নবী ﷺ-এর নিকট এসে তাঁকেসহ পাঁচজনকে দাওয়াত দিল। এক ব্যক্তি তাঁদের অনুগমন করলো। দরজা পর্যন্ত পৌঁছলে নবী ﷺ বললেন : এ লোকটি আমাদের সঙ্গে এসেছে। তুমি ইচ্ছা করলে তাকে অনুমতি দিতে পার, আর যদি চাও, তবে সে ফিরে যাবে। লোকটি বললো, না, আমি বরং তাকে অনুমতি দিচ্ছি। ইয়া রাসূলাল্লাহ্!

٥١٣٧- وَحَدَّثَنَاهُ اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ وَاِسْحَاقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ جَمِيْعًا عَنْ اَبِىْ مُعَاوِيَةَ ح قَالَ وَحَدَّثَاهُ نَصْرُبْنُ عَلِىِّ الْجَهْضَمِىِّ وَاَبُوْسَعِيْدٍ الاَشَجُّ قَالاَ حَدَّثَنَا اَبُو اُسَامَةَ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُعَاذٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِىْ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الدَّارِمِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوْسُفَ عَنْ سُفْيَانَ كُلُّهُمْ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اَبِىْ وَائِلٍ عَنْ اَبِىْ مَسْعُوْدٍ بِهٰذَا الْحَدِيْثِ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ نَحْوَ حَدِيْثِ جَرِيْرٍ-

قَالَ نَصْرُ بْنُ عَلِىٌّ فِىْ رِوَايَتِهِ لِهٰذَا الْحَدِيْثِ حَدَّثَنَا اَبُوْ اُسَامَةُ قَالَ حَدَّثَنَا الْاَعْمَشُ قَالَ حَدَّثَنَا شَقِيْقُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ مَسْعُوْدٍ الْاَنْصَارِىُّ وَسَاقَ الْحَدِيْثَ-

৫১৩৭. আবূ বকর ইব্‌ন আবূ শায়বা, ইসহাক ইব্‌ন ইবরাহীম, নাসর ইব্‌ন আলী জাহ্‌যামী, আবূ সাঈদ আশাজ্জ, উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন মুআয ও আব্‌দুল্লাহ্ ইব্‌ন আব্‌দুর রহমান দারিমী (র)...... আবূ মাসঊদ (রা)-এর সূত্রে নবী ﷺ থেকে জারীর (রা)-এর হাদীসের অনুরূপ হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন।
নাসর ইব্‌ন আলীকে এই হাদীসে তাঁর বর্ণনায় বলেন, আবূ উসামা (র) আ'মাশ (র) শাকীক ইব্‌ন সালমা (র) এবং আবূ মাসঊদ আনসারী (রা) এ সূত্র পরম্পরায় তিনি হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

٥١٣٨- وَحَدَّثَنِىْ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ جَبَلَةَ بْنِ اَبِىْ رَوَّادٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ الْجَوَّابِ قَالَ حَدَّثَنَا عَمَّارٌ وَهُوَ ابْنُ رُزَيْقٍ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اَبِىْ سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ شَبِيْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ اَعْيَنَ قَالَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ قَالَ حَدَّثَنَا الْاَعْمَشُ عَنْ شَقِيْقٍ عَنْ اَبِىْ مَسْعُوْدٍ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ وَعَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اَبِىْ سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ بِهٰذَا الْحَدِيْثِ-

৫১৩৮. মুহাম্মদ ইব্‌ন আমর ইব্‌ন জাবালা ইব্‌ন আবূ রাওয়াদ (র)...... জাবির (রা) থেকে এবং অন্য সনদে সালামা ইব্‌ন শাবীব (র)...... আবূ মাসঊদ (রা)-এর সূত্রে নবী ﷺ থেকে এ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

٥١٣٩- وَحَدَّثَنِىْ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هٰارُوْنَ قَالَ اَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ اَنَسٍ اَنَّ جَارًا لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَارِسِيًّا كَانَ طَيِّبَ الْمَرَقِ فَصَنَعَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ ثُمَّ جَاءَ يَدْعُوْهُ فَقَالَ وَهٰذِهِ لِعَائِشَةَ فَقَالَ لاَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَ- فَعَادَ يَدْعُوْهُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَهٰذِهِ قَالَ لاَ- قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَ- ثُمَّ عَادَ يَدْعُوْهُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَهٰذِهِ قَالَ نَعَمْ فِى الثَّالِثَةِ فَقَامَا يَتَدَافَعَانِ حَتّٰى اَتَيَا مَنْزِلَهُ-

৫১৩৯. যুহায়র ইব্‌ন হার্‌ব (র)...... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর একজন পারসিক প্রতিবেশী ভাল ঝোল (সুপ ইত্যাদি) পাকাতে পারতো। একবার সে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর জন্য কিছু খাবার প্রস্তুত করে তাঁকে দাওয়াত করতে আসলো। তিনি আয়েশার প্রতি ইঙ্গিত করে বললেন, এই আয়েশাও আমার সঙ্গে যাবে। সে বললো, না। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : (তাহলে আমিও) না। লোকটি পুনরায় তাঁকে দাওয়াত দিলো। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : এ আয়েশাও? সে বললো, না। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেনঃ (তা হলে আমিও) না। এরপর সে আবার তাঁকে দাওয়াত করতে আসল। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : ইনিও? লোকটি তৃতীয়বারে বললো, হ্যাঁ। অতঃপর তাঁরা দু'জনেই উঠলেন এবং একজনের পিছনে আর একজন চলে তার বাড়িতে এসে পৌঁছলেন।

١٩- بَابُ جَوَازِ اسْتِتْبَاعِهِ غَيْرَهُ اِلَى دَارِ مَنْ يَثِقُ بِرِضَاهُ بِذٰلِكَ وَيَتَحَقَّقُهُ تَحَقُّقًا تَامًّا وَاسْتِحْبَابِ الْاِجْتِمَاعِ عَلَى الطَّعَامِ-

১৯. পরিচ্ছেদ : মেযবানের সন্তুষ্টি সম্পর্কে পরিপূর্ণ নিশ্চিত থাকলে অন্যকে সঙ্গে নিয়ে তার ঘরে উপস্থিত হওয়া জায়েয। আর সমবেতভাবে খাওয়া মুস্তাহাব

٥١٤٠- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ خَلِيْفَةَ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ اَبِىْ حَازِمٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ خَرَجَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ذَاتَ يَوْمٍ اَوْ لَيْلَةٍ فَاِذَا هُوَ بِاَبِىْ بَكْرٍ وَعُمَرَ فَقَالَ

مَا اَخْرَجَكُمَا مِنْ بُيُوْتِكُمَا هٰذِهِ السَّاعَةَ قَالاَ الْجُوْعُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ وَاَنَا وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ لاَخْرَجَنِيَ الَّذِيْ اَخْرَجَكُمَا قُوْمُوْا فَقَامُوْا مَعَهُ فَاَتَى رَجُلاً مِنَ الْاَنْصَارِ فَاِذَا هُوَ لَيْسَ فِيْ بَيْتِهِ فَلَمَّا رَأَتْهُ امْرَأَةٌ قَالَتْ مَرْحَبًا وَاَهْلاً فَقَالَ لَهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَيْنَ فُلاَنٌ قَالَتْ ذَهَبَ يَسْتَعْذِبُ لَنَا مِنَ الْمَاءِ اِذْ جَاءَ الاَنْصَارِيُّ فَنَظَرَ اِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَصَاحِبَيْهِ ثُمَّ قَالَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ مَا اَحَدٌ الْيَوْمَ اَكْرَمَ اَضْيَافًا مِنِّيْ قَالَ فَانْطَلَقَ فَجَاءَهُمْ بِعِذْقٍ فِيْهِ بُسْرٌ وَتَمْرٌ وَرُطَبٌ فَقَالَ كُلُوْا مِنْ هٰذِهِ وَاَخَذَ الْمُدْيَةَ فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِيَّاكَ وَالْحَلُوْبَ فَذَبَحَ لَهُمْ فَاَكَلُوْا مِنَ الشَّاةِ وَمِنْ ذٰلِكَ الْعِذْقِ وَشَرِبُوْا فَلَمَّا اَنْ شَبِعُوا وَرَوُوا قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَبِيْ بَكْرٍ وَعُمَرَ وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ لَتُسْئَلُنَّ عَنْ هٰذَا النَّعِيْمِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اَخْرَجَكُمْ مِنْ بُيُوْتِكُمُ الْجُوْعُ ثُمَّ لَمْ تَرْجِعُوْا حَتّٰى اَصَابَكُمْ هٰذَا النَّعِيْمُ-

৫১৪০. আবূ বকর ইব্‌ন আবূ শায়বা (র) ...... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক দিনে কিংবা এক রাতে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বের হয়ে আবূ বকর (রা) ও উমর (রা)-কে দেখতে পেলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, এ সময় কিসে তোমাদের বাড়ি থেকে বের করেছে? তাঁরা বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! 'ক্ষুধার তাড়নায়'। তিনি বললেন, যে মহান সত্তার হাতে আমার প্রাণ, তাঁর শপথ, যা তোমাদের বের করে এনেছে, আমাকেও তা-ই বের করে এনেছে। চলো। তাঁরা তাঁর সাথে চলতে লাগলেন। অতঃপর তিনি এক আনসারীর বাড়িতে এলেন। তখন তিনি ঘরে ছিলেন না। তাঁর স্ত্রী তাঁকে (রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে) দেখে বললো, 'মারহাবান ওয়া আহ্‌লান' (مرحباً واهلا)। (সুস্বাগতম আসুন নিজের বাড়িতে) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, অমুক কোথায়? মহিলা বললো, তিনি আমাদের জন্য মিঠা পানি (পানীয় পাত্রে) আনতে গেছেন। তখনই আনসারী লোকটি উপস্থিত হয়ে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ও তাঁর দুই সঙ্গীকে দেখতে পেয়ে বললেন, আল্লাহ্‌র শোক্‌র, আজ মেহমানের দিক থেকে আমার চেয়ে সৌভাগ্যবান আর কেউ নেই। অতঃপর তিনি গিয়ে একটি খেজুরের কাঁদি নিয়ে আসলেন। তাতে কাঁচা, পাকা ও শুকনা খেজুর ছিল। তিনি বললেন, আপনারা এ থেকে খেতে থাকুন। এ সময় তিনি একটি ছুরি নিলেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁকে বললেন, সাবধান, দুধওয়ালা বকরি যবাহ্ করবে না। তারপর তাদের জন্য (বক্‌রি) যবাহ্ করলে তাঁরা বকরির গোশ্‌ত ও কাঁদির খেজুর খেলেন ও (মিঠা) পানি পান করলেন। তাঁরা যখন ক্ষুধা নিবারণ করলেন ও পরিতৃপ্ত হলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তখন আবূ বকর ও উমর (রা)-কে লক্ষ্য করে বললেন : যে সত্তার হাতে আমার প্রাণ, তাঁর শপথ! কিয়ামতের দিন এ নিয়ামত সম্পর্কে তোমরা জিজ্ঞাসিত হবে। ক্ষুধা তোমাদের ঘর থেকে বের করে এনেছে অথচ তোমরা এ নিয়ামত লাভ না করে প্রত্যাবর্তন করনি।

٥١٤١- وَحَدَّثَنِيْ اِسْحٰقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ اَخْبَرَنَا اَبُوْ هِشَامٍ يَعْنِي الْمُغِيْرَةَ بْنَ سَلَمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ حَازِمٍ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ بَيْنَا اَبُوْ بَكْرٍ قَاعِدٌ وَعُمَرُ مَعَهُ اِذَا اَتَاهُمَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ مَا اَقْعَدَ كُمَا هٰهُنَا قَالاَ اَخْرَجَنَا الْجُوْعُ مِنْ بُيُوْتِنَا وَالَّذِيْ بَعَثَكَ بِالْحَقِّ ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَ حَدِيْثِ خَلَفِ بْنِ خَلِيْفَةَ-

৫১৪১. ইসহাক ইব্‌ন মানসূর (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আবূ বকর (রা) বসা ছিলেন। তাঁর সঙ্গে উমর (রা)-ও ছিলেন। এমন সময় রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁদের নিকট এসে বললেন : কিসে তোমাদের এখানে বসিয়ে রেখেছে? তাঁরা বললেন, সে সত্তার শপথ! যিনি আপনাকে সত্য দীন দিয়ে পাঠিয়েছেন। ক্ষুধা আমাদের ঘর থেকে আমাদের বের করে নিয়ে এসেছে।..... তারপর বর্ণনাকারী খাল্‌ফ ইব্‌ন খালীফা (র)-এর হাদীসের অনুরূপ রিওয়ায়াত করেন।

٥١٤٢- حَدَّثَنِيْ حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ قَالَ حَدَّثَنِيْ الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ مِنْ رُقْعَةٍ عَارِضَ لِيْ بِهَا ثُمَّ قَرَأَهُ عَلَيَّ قَالَ اَخْبَرَنَاهُ حَنْظَلَةُ بْنُ اَبِيْ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ مِيْنَاءَ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ يَقُوْلُ لَمَّا حُفِرَ الْخَنْدَقُ رَأَيْتُ بِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ خَمَصًا فَانْكَفَئْتُ اِلٰى اِمْرَأَتِيْ فَقُلْتُ لَهَا هَلْ عِنْدَكِ شَيْءٌ فَاِنِّيْ رَأَيْتُ بِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ خَمَصًا شَدِيْدًا فَاَخْرَجَتْ لِيْ جِرَابًا فِيْهِ صَاعٌ مِنْ شَعِيْرٍ وَلَنَا بُهَيْمَةٌ دَاجِنٌ قَالَ فَذَبَحْتُهَا وَطَحَنَتْ فَفَرَغَتْ اِلٰى فَرَاغِيْ فَقَطَّعْتُهَا فِيْ بُرْمَتِهَا ثُمَّ وَلَّيْتُ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَتْ لاَ تَفْضَحْنِيْ بِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَمَنْ مَعَهُ قَالَ فَجِئْتُهُ فَسَارَرْتُهُ فَقُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّا قَدْ ذَبَحْنَا بُهَيْمَةً لَنَا وَطَحَنَتْ صَاعًا مِنْ شَعِيْرٍ كَانَ عِنْدَنَا فَتَعَالَ اَنْتَ فِيْ نَفَرٍ مَعَكَ فَصَاحَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَقَالَ يَااَهْلَ الْخَنْدَقِ اِنَّ جَابِرًا قَدْصَنَعَ لَكُمْ سُوْرًا فَحَيَّ هَلاَ بِكُمْ وَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَتُنْزِلُنَّ بُرْمَتَكُمْ وَلاَ تَخْبَزُنَّ عَجِيْنَتَكُمْ حَتّٰى اَجِيْءَ فَجِئْتُ وَجَاءَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَقْدُمُ النَّاسَ حَتّٰى جِئْتُ اِمْرَاَتِيْ فَقَالَتْ بِكَ وَبِكَ قُلْتُ قَدْ فَعَلْتُ الَّذِيْ قُلْتِ لِيْ فَاَخْرَجْتُ لَهُ عَجِيْنَتَنَا فَبَصَقَ فِيْهَا وَبَارَكَ ثُمَّ عَمَدَ اِلٰى بُرْمَتِنَا فَبَصَقَ فِيْهَا وَبَارَكَ ثُمَّ قَالَ ادْعِيْ خَابِزَةً فَلْتَخْبِزْ مَعَكِ وَاقْدَحِيْ مِنْ بُرْمَتِكُمْ وَلاَ تُنْزِلُوْهَا وَهُمْ اَلْفٌ فَاُقْسِمُ بِاللّٰهِ لاَكَلُوْا حَتّٰى تَرَكُوْهُ وَانْحَرَفُوْا وَاِنَّ بُرْمَتَنَا لَتَغِطُّ كَمَا هِيَ وَاِنَّ عَجِيْنَتَنَا اَوْ كَمَا قَالَ الضَّحَّاكُ لَتُخْبَزُ كَمَا هُوَ-

৫১৪২. হাজ্জাজ ইব্‌ন শাইর (র)...... জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, পরিখা খননের সময় আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর মধ্যে ক্ষুধার লক্ষণ দেখতে পেলাম। তারপর আমার স্ত্রীর কাছে ফিরে এসে তাকে বললাম, তোমার নিকট কিছু আছে কি? কেননা আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে অতি ক্ষুধার্ত অবস্থায় দেখেছি। সে একটি চামড়ার থলে বের করলো, যাতে এক সা'পারিমাণ যব ছিল। আর আমাদের একটা গৃহপালিত বাচ্চা মেষ ছিল। আমি সেটা যবাহ্ করলাম, আর স্ত্রী যবগুলো পিষে নিল। আমার কাজ সমাধার সাথে সাথে সেও তার কাজ সমাধা করলো। আমি (রান্নার জন্য) গোশ্‌ত টুকরা করে ডেগচিতে রাখলাম। তারপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট ফিরে এলাম। (যাওয়ার সময়) স্ত্রী আমাকে বললো, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ও তাঁর সঙ্গীদের দ্বারা (অধিক লোক দাওয়াত করে) আমাকে লজ্জিত করবেন না। তিনি বলেন, অতঃপর আমি তাঁর কাছে এসে চুপে চুপে তাঁকে বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমরা একটি মেষ যবাহ্ করেছি আর আমার স্ত্রী আমাদের এক সা'পরিমাণ যব ছিল, তাই পিষে নিয়েছে। কাজেই আপনি কয়েকজনকে সঙ্গে নিয়ে আসুন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ উচ্চকণ্ঠে বললেন, হে পরিখা

খননকারীরা! জাবির তোমাদের জন্য দাওয়াতের খাবার প্রস্তুত করেছে। তোমরা সকলে চল। আর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ (আমাকে) বললেন : আমি না আসা পর্যন্ত তোমাদের ডেগ (চুলা থেকে) নামাবে না এবং খামীর দিয়ে রুটি তৈরি করবে না। আমি এলাম। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ লোকদের সামনে সামনে আসলেন। আমি আমার স্ত্রীর কাছে এলে সে আমাকে (তিরস্কার করে) এই দেখ বললো, (তোমার সর্বনাশ হোক, তোমার সর্বনাশ হোক)। আমি বললাম, আমি তাই করেছি, তুমি যা আমাকে বলেছিলে। অতঃপর সে খামীরগুলো বের করলো। তখন রাসূলুল্লাহ্ তাতে একটু লালা দিলেন এবং বরকতের দু'আ করলেন। অতঃপর তিনি ডেগের কাছে গিয়ে তাতেও একটু লালা দিলেন এবং বরকতের দু'আ করলেন। তারপর তিনি বললেন, রুটি একজন প্রস্তুতকারিণীকে ডাক, যে তোমার সাথে রুটি প্রস্তুত করবে। তুমি ডেগ থেকে পেয়ালা ভরে ভরে নিবে। ডেগ (চুলা থেকে) নামাবে না। তাঁরা ছিলেন এক হাজার লোক। আল্লাহ্র কসম! তাঁরা সকলে আহার করলেন। অবশেষে তাঁরা তা ছেড়ে এমন অবস্থায় ফিরে গেলেন যে, আমাদের ডেগ পূর্বের মত উথলাচ্ছিল। আর আমাদের খামীর থেকে আগের মত রুটি তৈরি করা হচ্ছিল।

٥١٤٣- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ اِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ طَلْحَةَ اَنَّهُ سَمِعَ اَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُوْلُ قَالَ اَبُوْ طَلْحَةَ لاُمِّ سُلَيْمٍ قَدْ سَمِعْتُ صَوْتَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ ضَعِيْفًا اَعْرِفُ فِيْهِ الْجُوْعَ فَهَلْ عِنْدَكِ مِنْ شَىْءٍ فَقَالَتْ نَعَمْ فَاَخْرَجَتْ اَقْرَاصًا مِنْ شَعِيْرٍ ثُمَّ اَخَذَتْ خِمَارًا لَهَا فَلَفَّتِ الْخُبْزَ بِبَعْضِهِ ثُمَّ دَسَّتْهُ تَحْتَ ثَوْبِى وَرَدَّتْنِى بِبَعْضِهِ ثُمَّ اَرْسَلَتْنِى اِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ فَذَهَبْتُ بِهِ فَوَجَدْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ جَالِسًا فِى الْمَسْجِدِ وَمَعَهُ النَّاسُ فَقُمْتُ عَلَيْهِمْ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَرْسَلَكَ اَبُوْ طَلْحَةَ فَقُلْتُ نَعَمْ فَقَالَ الطَّعَامَ فَقُلْتُ نَعَمْ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لِمَنْ مَعَهُ قُوْمُوْا قَالَ فَانْطَلَقَ وَانْطَلَقْتُ بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ حَتّٰى جِئْتُ اَبَا طَلْحَةَ فَاَخْبَرْتُهُ فَقَالَ اَبُوْ طَلْحَةَ يَا اُمَّ سُلَيْمٍ قَدْ جَاءَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَالنَّاسُ وَلَيْسَ عِنْدَنَا مَا نُطْعِمُهُمْ فَقَالَتِ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ اَعْلَمُ قَالَ فَانْطَلَقَ اَبُوْ طَلْحَةَ حَتّٰى لَقِىَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَاَقْبَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَعَهُ حَتّٰى دَخَلاَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ هَلُمِّى مَا عِنْدَكِ يَا اُمَّ سُلَيْمٍ فَاَتَتْ بِذٰلِكَ الْخُبْزِ فَاَمَرَ بِهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَفُتَّ وَعَصَرَتْ عَلَيْهِ اُمُّ سُلَيْمٍ عُكَّةً لَهَا فَاَدَمَتْهُ ثُمَّ قَالَ فِيْهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَاشَاءَ اللّٰهُ اَنْ يَقُوْلَ ثُمَّ قَالَ ائْذَنْ لِعَشْرَةٍ فَاَذِنَ لَهُمْ فَاَكَلُوْا حَتّٰى شَبِعُوْا ثُمَّ خَرَجُوْا ثُمَّ قَالَ ائْذَنْ لِعَشْرَةٍ فَاَذِنَ لَهُمْ فَاَكَلُوْا حَتّٰى شَبِعُوْا ثُمَّ خَرَجُوْا ثُمَّ قَالَ ائْذَنْ لِعَشْرَةٍ حَتّٰى اَكَلَ الْقَوْمُ كُلُّهُمْ وَشَبِعُوْا وَالْقَوْمُ سَبْعُوْنَ رَجُلاً اَوْ ثَمَانُوْنَ-

৫১৪৩. ইয়াহ্য়াইয়া ইব্ন ইয়াহ্ইয়া (র)...... আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, (একদা) আবূ তালহা (রা) উম্মু সুলায়ম (রা)-কে বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর দুর্বল আওয়াজ শুনে বুঝতে পেরেছি যে, তাঁর ক্ষুধা পেয়েছে। তাই তোমার নিকট কিছু আছে কি? তিনি বললেন, হ্যাঁ। তিনি যবের কয়েক টুকরা রুটি বের করলেন। তারপর তার একটি ওড়না নিলেন এবং এর একাংশ দ্বারা রুটিগুলো পেঁচিয়ে আমার কাপড়ের নিচে গুঁজে

দিলেন আর অন্য অংশ আমার শরীরে জড়িয়ে দিলেন। তারপর আমাকে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট পাঠালেন। তিনি (আনাস) বলেন, আমি এগুলোসহ গিয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে মসজিদে বসা পেলাম। তাঁর সাথে আরো লোক ছিলেন। আমি তাঁদের কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : তোমাকে আবূ তালহা পাঠিয়েছে? আমি বললাম, হ্যাঁ। তিনি বললেন, খাওয়ার ব্যাপারে ? আমি বললাম, হ্যাঁ। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর সঙ্গীদের বললেন, সবাই চল। আনাস বলেন, অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ রওনা দিলেন। আর আমি তাঁদের আগে আগে চলতে লাগলাম। অবশেষে আমি আবূ তালহার নিকট এসে তাঁকে (ঘটনা) অবহিত করলাম। তখন আবূ তালহা বললেন, হে উম্মু সুলায়ম! রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তো লোকদের নিয়ে আসছেন, অথচ আমাদের নিকট সে পরিমাণ (খাবার) নেই যা তাঁদের খাওয়াতে পারি। (উম্মু সুলায়ম) বললেন, (কোন চিন্তা করো না) আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূলই ভাল জানেন। আনাস (রা) বলেন, অতঃপর আবূ তালহা (রা) গিয়ে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সঙ্গে সাক্ষাত করলেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর সঙ্গে এসে (উভয়ে) গৃহে প্রবেশ করলেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ উম্মু সুলায়মকে উদ্দেশ্য করে বললেন, হে উম্মু সুলায়ম! তোমার নিকট যা আছে নিয়ে এস। তিনি সেই রুটিগুলো নিয়ে আসলেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আদেশ দিলে সেগুলো টুকরা টুকরা করা হলো। আর উম্মু সুলায়ম (রা) চামড়া নির্মিত ঘি-এর পাত্রটি চিপে তা সালুন (ব্যঞ্জন) হিসেবে দিলেন। আর এতে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আল্লাহ্র ইচ্ছামত কিছু পড়লেন। তারপর বললেন: দশজনকে আসতে বলো। তাদের ডাকা হলে তারা এসে তৃপ্তিসহ আহার করে বেরিয়ে গেলেন। তারপর তিনি বললেন : (আরো) দশজনকে ডাক। তাদের ডাকা হলে তারা পেটপুরে খেয়ে চলে গেলেন। তিনি আবার বললেন : দশজনকে ডাক। এভাবে দলের সবাই পরিতৃপ্ত হয়ে আহার করলেন। তাঁদের দলে ছিল সত্তর কিংবা আশিজন।

٥١٤٤- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِى شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ نُمَيْرٍ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ وَاللَّفْظُ لَهُ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِىْ قَالَ حَدَّثَنَا سَعْدُبْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنِىْ اَنَسُ بْنُ مَالِكٍ قَالَ بَعَثَنِىْ اَبُوْ طَلْحَةَ اِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ لاَدْعُوَهُ وَقَدْ جَعَلَ طَعَامًا قَالَ فَاَقْبَلْتُ وَرَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَعَ النَّاسِ فَنَظَرَ اِلَىَّ فَاسْتَحْيَيْتُ فَقُلْتُ اَجِبْ اَبَا طَلْحَةَ فَقَالَ لِلنَّاسِ قُوْمُوْا فَقَالَ اَبُوْ طَلْحَةَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اِنَّمَا صَنَعْتُ لَكَ شَيْئًا قَالَ فَمَسَّهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَدَعَا فِيْهَا بِالْبَرَكَةِ ثُمَّ قَالَ اَدْخِلْ نَفَرًا مِنْ اَصْحَابِىْ عَشَرَةً وَقَالَ كُلُوْا وَاَخْرَجَ لَهُمْ شَيْئًا مِنْ بَيْنَ اَصَابِعِهِ فَاَكَلُوْا حَتّٰى شَبِعُوْا فَخَرَجُوْا فَقَالَ اَدْخِلِ عَشْرَةً فَاَكَلُوْا حَتّٰى شَبِعُوْا فَمَا زَالَ يُدْخِلُ عَشَرَةً وَيَخْرُجُ عَشَرَةً حَتّٰى لَمْ يَبْقَ مِنْهُمْ اَحَدٌ اِلاَّ دَخَلَ فَاَكَلَ حَتّٰى شَبِعَ ثُمَّ هَيَّأَهَا فَاِذَا هِىَ مِثْلُهَا حِيْنَ اَكَلُوا مِنْهَا-

৫১৪৪. আবূ বকর ইব্ন আবূ শায়বা ও ইব্ন নুমায়র (র)...... আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবূ তালহা (রা) কিছু খাবার প্রস্তুত করে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে দাওয়াত দেওয়ার জন্য আমাকে পাঠালেন। আমি তাঁর কাছে গেলাম। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ লোকদের সঙ্গে ছিলেন। তিনি আমার দিকে তাকালেন। আমি লজ্জা পেলাম এবং বললাম, আপনি আবূ তালহার দাওয়াত গ্রহণ করুন। তখন তিনি লোকদের বললেন : তোমরা সকলে চলো। আবূ তালহা (রা) বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি তো কেবল আপনার জন্য কিছু খাবার তৈরি করেছি। আনাস (রা) বলেন, অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তা (খাবার) স্পর্শ করলেন এবং এতে বরকতের দু'আ

করলেন। তারপর বললেন : আমার সঙ্গীদের থেকে দশজনকে ঘরে নিয়ে এসো। তিনি তাদের বললেন, তোমরা খাও। তিনি তাদের জন্য তাঁর আঙ্গুলের মাঝ থেকে কিছু বের করে দিলেন। তারা সকলে পরিতৃপ্ত হয়ে আহার করার পর বেরিয়ে গেলেন। এরপর বললেন, আরো দশজনকে গৃহে নিয়ে এস। তারাও খেয়ে বের হয়ে গেলেন। এভাবে দশজন ঘরে প্রবেশ করেন এবং দশজন বের হয়ে যেতে থাকেন। এমনকি তাদের মধ্য থেকে একজনও অবশিষ্ট থাকেননি যিনি প্রবেশ করে পরিতৃপ্ত হয়ে খাননি। পরে সে (পাত্র)টি ঠিকঠাক করে দেখলেন, সকলে আহার করার শুরুতে যেমন ছিল, এখনও তেমনি রয়েছে।

٥١٤٥- وَحَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ يَحْيَى الْأُمَوِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِيْ قَالَ حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ قَالَ بَعَثَنِيْ أَبُوْ طَلْحَةَ إِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَسَاقَ الْحَدِيْثَ نَحْوَ حَدِيْثِ ابْنِ نُمَيْرٍ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ فِيْ أٰخِرِهِ ثُمَّ أَخَذَ مَا بَقِيَ فَجَمَعَهُ ثُمَّ دَعَا فِيْهِ بِالْبَرَكَةِ قَالَ فَعَادَ كَمَا كَانَ فَقَالَ دُوْنَكُمْ هٰذَا-

৫১৪৫. সাঈদ ইব্ন ইয়াহ্ইয়া উমাবী (রা)....... আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবূ তালহা (রা) আমাকে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট পাঠালেন। বর্ণনাকারী ইবন নুমায়র (র)-এর হাদীসের অনুরূপ রিওয়ায়াত করেন। তবে হাদীসটির শেষাংশে তিনি বলেন, এরপর তিনি (রাসূলুল্লাহ্ ﷺ) অবশিষ্টাংশ একত্রিত করে এতে বরকতের দু'আ করলেন। আনাস (রা) বলেন, পরে তা যেমনি ছিল, পুনরায় তেমনি হয়ে গেল। আর তিনি বললেন : এ থেকে তোমরা নিতে থাক।

٥١٤٦- وَحَدَّثَنِيْ عَمْرٌو النَّاقِدُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ جَعْفَرٍ الرَّقِّيُّ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عَمْرٍو عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِيْ لَيْلٰى عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ أَمَرَ أَبُوْ طَلْحَةَ أُمَّ سُلَيْمٍ أَنْ تَصْنَعَ لِلنَّبِيِّ ﷺ طَعَامًا لِنَفْسِهِ خَاصَّةً ثُمَّ أَرْسَلَنِيْ إِلَيْهِ وَسَاقَ الْحَدِيْثَ وَقَالَ فِيْهِ فَوَضَعَ النَّبِيُّ ﷺ يَدَهُ وَسَمَّى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ ائْذَنْ لِعَشَرَةٍ فَأَذِنَ لَهُمْ فَدَخَلُوْا فَقَالَ كُلُوْا وَسَمُّوا اللّٰهَ فَأَكَلُوْا حَتّٰى فَعَلَ ذٰلِكَ بِثَمَانِيْنَ رَجُلًا ثُمَّ أَكَلَ النَّبِيُّ ﷺ بَعْدَ ذٰلِكَ وَأَهْلُ الْبَيْتِ وَتَرَكُوْا سُؤْرًا-

৫১৪৬. আমর আন-নাকিদ (র)...... আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবূ তালহা (রা) শুধুমাত্র নবী ﷺ-এর জন্য খাবার প্রস্তুত করতে উম্মু সুলায়ম (রা)-কে নির্দেশ দিলেন। তারপর তিনি আমাকে তাঁর নিকট পাঠালেন।...... তারপর বর্ণনাকারী শেষ পর্যন্ত হাদীসটি বর্ণনা করেন। এতে তিনি বলেছেন, তারপর নবী ﷺ তাতে হাত রাখলেন এবং আল্লাহ্‌র নাম (বিসমিল্লাহ) উচ্চারণ করলেন। তারপর বললেন : দশজনকে আসতে বলো। তাদের আসতে বললে তারা প্রবেশ করলো। অতঃপর তিনি বললেন : তোমরা 'বিস্‌মিল্লাহ্' বলে আহার কর। তারা আহার করলেন। এভাবে আশিজনের সঙ্গে এরূপ করলেন। অবশেষে নবী ﷺ ও বাড়ির লোকেরা আহার করলেন এবং তারা কিছু অবশিষ্টও রাখলেন।

٥١٤٧- وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيٰى عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ بِهٰذِهِ الْقِصَّةِ فِى طَعَامِ اَبِىْ طَلْحَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَقَالَ فِيْهِ فَقَامَ اَبُوْ طَلْحَةَ عَلَى الْبَابِ حَتّٰى اَتٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ لَهُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّمَا كَانَ شَيْئًا يَسِيْرًا قَالَ هَلُمَّهُ فَاِنَّ اللّٰهَ سَيَجْعَلُ فِيْهِ الْبَرَكَةَ-

৫১৪৭. আব্‌দ ইব্‌ন হুমায়দ (র)...... আনাস ইব্‌ন মালিক (রা)-এর সূত্রে নবী ﷺ সম্পর্কে আবূ তালহা (রা)-এর খাবারের এ ঘটনাটি বর্ণনা করেছেন। এতে বর্ণনাকারী বলেছেন, অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আসা পর্যন্ত আবূ তালহা (রা) দরজায় দাঁড়িয়ে রইলেন। তারপর তাঁকে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! এতো সামান্য (খাবার) মাত্র। তিনি বললেন : তাই নিয়ে এস। আল্লাহ্ অবশ্যই এতে বরকত দান করবেন।

٥١٤٨- وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ الْبَجَلِىُّ قَالَ حَدَّثَنِىْ مُحَمَّدُ بْنُ مُوْسٰى قَالَ حَدَّثَنِىْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ اَبِىْ طَلْحَةَ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِهٰذَا الْحَدِيْثِ وَقَالَ فِيْهِ ثُمَّ اَكَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَاَكَلَ اَهْلُ الْبَيْتِ وَاَفْضَلُوْا مَا اَبْلَغُوْا جِيْرَانَهُمْ-

৫১৪৮. আব্‌দ ইব্‌ন হুমাযদ (র)...... আনাস ইব্‌ন মালিক (রা)-এর সূত্রে নবী ﷺ থেকে, এ হাদীস বলেছেন, তারপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আহার করলেন। গৃহবাসীরাও আহার করলো। তাঁরা কিছু অবশিষ্ট রাখলেন যা তাদের প্রতিবেশীদের নিকট পৌঁছানো হল।

٥١٤٩- وَحَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ عَلِىٍّ الْحُلْوَانِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِىْ قَالَ سَمِعْتُ جَرِيْرَ بْنَ زَيْدٍ يُحَدِّثُ عَنْ عَمْرِو بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ طَلْحَةَ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ رَاٰى اَبُوْ طَلْحَةَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ مُضْطَجِعًا فِى الْمَسْجِدِ يَتَقَلَّبُ ظَهْرًا لِبَطْنٍ فَاَتٰى اُمَّ سُلَيْمٍ فَقَالَ اِنِّىْ رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ مُضْطَجِعًا فِى الْمَسْجِدِ يَتَقَلَّبُ ظَهْرًا لِبَطْنٍ وَاَظُنُّهُ جَائِعًا وَسَاقَ الْحَدِيْثَ وَقَالَ فِيْهِ ثُمَّ اَكَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَاَبُوْ طَلْحَةَ وَاُمُّ سُلَيْمٍ وَاَنَسُ بْنُ مَالِكٍ وَفَضَلَتْ فَضْلَةٌ فَاَهْدَيْنَاهُ لِجِيْرَانِنَا-

৫১৪৯. হাসান ইব্‌ন আলী হুলওয়ানী (র)...... আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবূ তালহা (রা) দেখলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মসজিদে কাত হয়ে শুয়ে আছেন এবং পিঠে ও পেটে ওলট-পালট (এপিঠ-ওপিঠ) করছেন। তখন তিনি উম্মু সুলায়ম (রা)-এর নিকট এসে বললেন, আমি দেখতে পেয়েছি, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মসজিদে কাত হয়ে শুয়ে পেট ও পিঠে ওলট-পালট করছেন। আমার মনে হলো, তিনি ক্ষুধার্ত। অতঃপর বর্ণনাকারী শেষ পর্যন্ত হাদীসটি রিওয়ায়াত করেন। এতে তিনি বলেছেন, তারপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ, আবূ তালহা (রা) উম্মু সুলায়ম (রা) ও আনাস (রা) আহার করলেন এবং কিছু অবশিষ্ট থেকে গেল। আমরা তা প্রতিবেশীদের নিকট হাদিয়া পাঠালাম।

٥١٥٠- وَحَدَّثَنِى حَرمَلَةُ بْنُ يَحْيَى التُّجِيْبِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِى اُسَامَةُ اَنَّ يَعْقُوْبَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِى طَلْحَةَ الاَنْصَارِىُّ حَدَّثَهُ اَنَّهُ سَمِعَ اَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُوْلُ جِئْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَوْمًا فَوَجَدْتُهُ جَالِسًا مَعَ اَصْحَابِهِ يُحَدِّثُهُمْ وَقَدْ عَصَّبَ بَطْنَهُ بِعِصَابَةٍ قَالَ اُسَامَةُ وَاَنَا اَشُكُّ عَلَى حَجَرٍ فَقُلْتُ لِبَعْضِ اَصْحَابِهِ لِمَ عَصَّبَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بَطْنَهُ فَقَالُوْا مِنَ الْجُوْعِ فَذَهَبْتُ اِلَى اَبِى طَلْحَةَ وَهُوَ زَوْجُ اُمِّ سُلَيْمٍ بِنْتِ مِلْحَانَ فَقُلْتُ يَا اَبَتَاهُ قَدْ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَصَّبَ بَطْنَهُ بِعِصَابَةٍ فَسَأَلْتُ بَعْضَ اَصْحَابِهِ فَقَالُوْا مِنَ الْجُوْعِ فَدَخَلَ اَبُوْ طَلْحَةَ عَلَى اُمِّى فَقَالَ هَلْ مِنْ شَىْءٍ فَقَالَتْ نَعَمْ عِنْدِى كِسَرٌ مِنْ خُبْزٍ وَتَمَرَاتٌ فَاِنْ جَاءَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَحْدَهُ اَشْبَعْنَاهُ وَاِنْ جَاءَ اٰخَرُ مَعَهُ قَلَّ عَنْهُمْ ثُمَّ ذَكَرَ سَائِرَ الْحَدِيْثِ بِقِصَّتِهِ-

৫১৫০. হারমালা ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া তুজীবী (র)...... আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি একদিন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট এসে তাঁকে দেখতে পেলাম, তিনি তাঁর সাহাবীদের সঙ্গে বসে কথাবার্তা বলছেন। আর তিনি তাঁর পেটে একটি বস্ত্রখণ্ড দ্বারা পট্টি বেঁধে রেখেছেন। মধ্যবর্তী বর্ণনাকারী উসামা বলেন, (পট্টি) পাথরসহ ছিল কিনা, এতে আমার সন্দেহ রয়েছে। আমি তাঁর কোন সাহাবীকে জিজ্ঞাসা করলাম, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কেন তাঁর পেট বেঁধে রেখেছেন? তাঁরা বললেন, ক্ষুধার কারণে। এরপর আমি আবূ তালহা (রা)-এর নিকট গেলাম। তিনি (আমার মা) উম্মু সুলায়ম বিন্‌ত মিলহান (রা)-এর স্বামী ছিলেন। আমি বললাম, আব্বা![১] আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে দেখলাম তিনি কাপড় দিয়ে তাঁর পেট বেঁধে রেখেছেন। আমি তাঁর কোন কোন সাহাবীকে জিজ্ঞাসা করলে তাঁরা বললেন, ক্ষুধার কারণে। তারপর আবূ তালহা (রা) আমার মাতার কাছে গেলেন এবং বললেন, কিছু আছে কি? তিনি বললেন, হ্যাঁ আমার নিকট কয়েক টুকরা রুটি আর কয়েকটি খেজুর আছে। যদি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদের কাছে একাকী আসেন, তাহলে আমরা তাঁকে পরিতৃপ্ত করতে পারি। আর যদি অন্য কেউ তাঁর সঙ্গে আসে, তা হলে তাঁদের কম হবে। অতঃপর বর্ণনাকারী ঘটনাসহ পূর্ণ হাদীসটি উল্লেখ করেন।

٥١٥١- وَحَدَّثَنِى حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ قَالَ حَدَّثَنَا يُوْنُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَرْبُ بْنُ مَيْمُوْنٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ اَنَسٍ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ فِى طَعَامِ اَبِى طَلْحَةَ نَحْوَ حَدِيْثِهِمْ-

৫১৫১. হাজ্জাজ ইব্‌ন শাইর (র)......আনাস ইব্‌ন মালিক (র)-এর সূত্রে নবী ﷺ থেকে আবূ তালহার খাবারের ব্যাপারে তাঁদের (উপরোক্ত বর্ণনাকারীদের) হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেন।

٢٠- بَابُ جَوَازِ اَكْلِ الْمَرَقِ وَاسْتِحْبَابِ اَكْلِ الْيَقْطِيْنِ وَاِيْثَارِ اَهْلِ الْمَائِدَةِ بَعْضِهِمْ بَعْضًا وَاِنْ كَانُوْا ضِيْفَانًا اِذَا لَمْ يَكْرَهْ ذٰلِكَ صَاحِبُ الطَّعَامِ-

২০. পরিচ্ছেদ : ঝোল খাওয়া জায়েয এবং কদু খাওয়া মুস্তাহাব। আর মেযবান অপসন্দ না করলে, মেহমান হয়েও একই দস্তরখানে উপবেশনকারীদের একজন অন্যজনকে প্রাধান্য দেয়া জায়েয

٥١٥٢- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ اَنَسٍ فِيْمَا قُرِئَ عَلَيْهِ عَنْ اِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ

১. মা-র দ্বিতীয় স্বামীকে রূপক অর্থে 'আব্বা' বলা হয়েছে।

اَبِىْ طَلْحَةَ اَنَّهُ سَمِعَ اَنَسَ بْنِ مَالِكٍ يَقُوْلُ اِنَّ خَيَّاطًا دَعَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ لِطَعَامٍ صَنَعَهُ قَالَ اَنَسُ بْنُ مَالِكٍ فَذَهَبْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اِلَى ذٰلِكَ الطَّعَامِ فَقَرَّبَ اِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ خُبْزًا مِنْ شَعِيْرٍ وَمَرَقًا فِيْهِ دُبَّاءُ وَقَدِيْدُ قَالَ اَنَسٌ فَرَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَتَتَبَّعُ الدُّبَّاءَ مِنْ حَوَالَى الصَّحْفَةِ قَالَ فَلَمْ اَزَلْ أُحِبُّ الدُّبَّاءَ مُنْذُ يَوْمَئِذٍ–

৫১৫২. কুতায়বা ইব্ন সাঈদ (র)...... আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, জনৈক দর্জি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর জন্য কিছু খাবার তৈরি করে তাঁকে দাওয়াত করলো। আনাস ইব্ন মালিক (রা) বলেন, সে দাওয়াতে আমিও রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সঙ্গে গেলাম। অতঃপর তিনি (মেযবান) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সামনে যবের রুটি, কদু দেয়া ঝোল ও গোশত শুটকী উপস্থিত করলো। আনাস (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে দেখলাম, তিনি পাত্রের চতুর্দিক থেকে কদু খুঁজে খুঁজে নিচ্ছেন। সেদিন থেকে আমিও কদু পসন্দ করতে লাগলাম।

٥١٥٣– حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ اَبُوْ كُرَيْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ اُسَامَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ الْمُغِيْرَةِ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ اَنَسٍ قَالَ دَعَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ رَجُلٌ فَانْطَلَقْتُ مَعَهُ فَجِيْئَ بِمَرَقَةٍ فِيْهَا دُبَّاءُ فَجَعَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَأْكُلُ مِنْ ذٰلِكَ الدُّبَّاءِ وَيُعْجِبُهُ قَالَ فَلَمَّا رَأَيْتُ ذٰلِكَ جَعَلْتُ اُلْقِيْهِ اِلَيْهِ وَلَا اَطْعَمُهُ قَالَ فَقَالَ اَنَسٌ فَمَازِلْتُ بَعْدُ يُعْجِبُنِى الدُّبَّاءُ–

৫১৫৩. মুহাম্মদ ইব্ন আলা আবূ কুরায়র (র)...... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে দাওয়াত করলো। আমিও তাঁর সঙ্গে গেলাম। তরকারী (ঝোল) আনা হলো যাতে কদু ছিল। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সে কদুগুলো খেতে লাগলেন। কদু তাঁর কাছে ভাল লাগছিল। তিনি বলেন, এরূপ দেখে আমি নিজে না খেয়ে এগুলো তাঁর কাছে এগিয়ে দিতে লাগলাম। আনাস (রা) বলেন, এরপর থেকে সর্বদাই কদু আমার পসন্দনীয় হয়ে যায়।

٥١٥٤– وَحَدَّثَنِى حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ جَمِيْعًا عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ قَالَ اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِىِّ وَعَاصِمٍ الْاَحْوَلِ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّ رَجُلًا خَيَّاطًا دَعَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ وَزَادَ قَالَ ثَابِتٌ فَسَمِعْتُ اَنَسًا يَقُوْلُ فَمَا صُنِعَ لِىْ طَعَامٌ بَعْدُ اَقْدِرُ عَلَى اَنْ يُصْنَعَ فِيْهِ دُبَّاءُ اِلَّا صُنِعَ–

৫১৫৪. হাজ্জাজ ইব্ন শা'ইর ও আব্দ ইব্ন হুমায়দ (র)....... আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত যে, জনৈক দর্জি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে দাওয়াত করলো। বর্ণনাকারী অধিক যোগ করেছেন যে, ছাবিত (র) বলেছেন, আমি আনাস (রা)-কে বলতে শুনেছি যে, এরপর আমার জন্য যে কোন খাদ্য প্রস্তুত করা হতো, এতে আমি কদু দিতে সক্ষম হলে তাই করা হতো।

٢١- بَابُ اِسْتِحْبَابِ وَضْعِ النَّوَى خَارِجَ التَّمْرِ وَاسْتِحْبَابِ دُعَاءِ الضَّيْفِ لاَهْلِ الطَّعَامِ وَطَلَبِ الدُّعَاءِ مِنَ الضَّيْفِ الصَّالِحِ وَاِجَابَتِهِ اِلَى ذٰلِكَ-

২১. পরিচ্ছেদ : খেজুরের বিচি খেজুরের বাইরে ফেলা মুস্তাহাব এবং মেযবানের জন্য মেহমানের দু'আ করা, নেক্কার মেহমানের কাছে দু'আ চাওয়া ও মেহমানের তা সাড়া দেয়া মুস্তাহাব

٥١٥٥- وَحَدَّثَنِى مُحَمَّدُ بْنُ مُثَنَّى الْعَنَزِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ خُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ بُسْرٍ قَالَ نَزَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَلَى اَبِىْ قَالَ فَقَرَّبْنَا اِلَيْهِ طَعَامًا وَوَطْبَةً فَاَكَلَ مِنْهَا ثُمَّ اُتِىَ بِتَمْرٍ فَكَانَ يَأْكُلُهُ وَيُلْقِى النَّوَى بَيْنَ اِصْبَعَيْهِ وَيَجْمَعُ السَّبَّابَةَ وَالْوُسْطَى قَالَ شُعْبَةُ هُوَ ظَنِّىْ وَهُوَ فِيْهِ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ اِلْقَاءُ النَّوَى بَيْنَ الاِصْبَعَيْنِ ثُمَّ اُتِىَ بِشَرَابٍ فَشَرِبَهُ ثُمَّ نَاوَلَهُ الَّذِىْ عَنْ يَمِيْنِهِ قَالَ فَقَالَ اَبِىْ وَاَخَذَ بِلِجَامِ دَابَّتِهِ اُدْعُ اللّٰهَ لَنَا فَقَالَ اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَهُمْ فِيْمَا رَزَقْتَهُمْ فَاغْفِرْلَهُمْ فَارْحَمْهُمْ-

৫১৫৫. মুহাম্মদ ইব্ন মুসান্না আনাযী (র)....... আবদুল্লাহ্ ইব্ন বুসর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমার পিতার নিকট আগমন করলেন (মেহমান হলেন)। আমরা তাঁর সামনে কিছু খাবার ও ওত্বা (বানী খেজুর, পণির ও ঘি মিশিয়ে তৈরি এক প্রকার হালুয়া) উপস্থিত করলাম। তিনি কিছু খেলেন। তারপর খেজুর আনা হলে তিনি তা খেতে লাগলেন। আর বিচিগুলো মধ্যমা ও শাহাদত অঙ্গুলী একত্র করে দু'আঙ্গুলের মাঝ দিয়ে ফেলতে লাগলেন। শু'বা বলেন, এটা আমার ধারণা। তবে ইন্শাআল্লাহ্ এতে দু'আঙ্গুলের মাঝ দিয়ে বিচি ফেলার কথাটি আছে। তারপর তাঁর কাছে পানীয় আনা হলে তিনি তা পান করেন। পরে তিনি তা তাঁর ডান পাশের ব্যক্তিকে দিলেন। আবদুল্লাহ ইব্ন বুসর (রা) বলেন, এরপর আমার পিতা তাঁর সাওয়ারীর লাগাম ধরে বললেন, আপনি আমাদের জন্য আল্লাহ্র নিকট দু'আ করুন। তখন তিনি বললেন : ইয়া আল্লাহ্! আপনি তাদের রিযিকে বরকত দিন, তাদের ক্ষমা করুন এবং তাদের প্রতি রহম করুন।

٥١٥٦- وَحَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ عَدِىٍّ ح قَالَ وَحَدَّثَنِيْهِ مُحَمَّدُ بْنُ مُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمَّادٍ كِلاَهُمَا عَنْ شُعْبَةَ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ وَلَمْ يَشُكَّا فِى اِلْقَاءِ النَّوَى بَيْنَ الْاِصْبَعَيْنِ-

৫১৫৬. মুহাম্মদ ইব্ন বাশ্শার ও মুহাম্মদ ইব্ন মুসান্না (র)...... শু'বা (র) থেকে উক্ত সনদে হাদীসটি রিওয়ায়াত করেছেন। তবে তাঁরা উভয়েই দু'আঙ্গুলের মাঝ দিয়ে বিচি ফেলে দেয়ার ব্যাপারে (শু'বার) সন্দেহের কথা উল্লেখ করেননি।

٢٢- بَابُ اَكْلِ الْقِثَّاءِ بِالرُّطَبِ

২২. পরিচ্ছেদ : কাঁকুড় ও তাজা খেজুর মিশিয়ে খাওয়া

٥١٥٧- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيْمِىُّ وَعَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَوْنٍ الْهِلاَلِىُّ قَالَ يَحْيَى اَخْبَرَنَا وَقَالَ ابْنُ عَوْنٍ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَأْكُلُ الْقِثَّاءَ بِالرُّطَبِ-

৫১৫৭. ইয়াহ্ইয়া ইব্ন ইয়াহ্ইয়া তামীমী ও আব্দুল্লাহ্ ইব্ন আওন হিলালী (র)...... আবদুল্লাহ্ ইব্ন জা'ফর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে তাজা খেজুরের সাথে কাঁকুড় খেতে দেখেছি।

٢٣- بَابُ اسْتِحْبَابِ تَوَاضُعِ الاٰكِلِ وَصِفَةِ قُعُوْدِهِ-

২৩. পরিচ্ছেদ : আহারকারীর বিনয়-নম্রতা মুস্তাহাব আর তার উপবেশনের পদ্ধতি

٥١٥٨- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ وَاَبُوْ سَعِيْدٍ الاَشَجُّ كِلاَهُمَا عَنْ حُفْصٍ قَالَ اَبُوْ بَكْرٍ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سُلَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَنَسُ بْنُ مَالِكٍ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِىَّ ﷺ مُقْعِيًا يَأْكُلُ تَمْرًا-

৫১৫৮. আবূ বকর ইব্ন আবূ শায়বা ও আবূ সাঈদ আশাজ্জ (র)...... আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ-কে দুই পা (গোছা) খাড়া করে উপরি বসে খেজুর খেতে দেখেছি।

٥١٥٩- وَحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَابْنُ اَبِىْ عُمَرَ جَمِيْعًا عَنْ سُفْيَانَ قَالَ ابْنُ اَبِىْ عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سُلَيْمٍ عَنْ اَنَسٍ قَالَ اُتِىَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِتَمْرٍ فَجَعَلَ النَّبِىُّ ﷺ يَقْسِمُهُ وَهُوَ مُحْتَفِزٌ يَأْكُلُ مِنْهُ اَكْلاً ذَرِيْعًا وَفِىْ رِوَايَةِ زُهَيْرٍ اَكْلاً حَثِيْثًا-

৫১৫৯. যুহায়র ইব্ন হারব ও ইব্ন আবূ উমর (র)......আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে শুকনা খেজুর আনা হলে তিনি তা বণ্টন করতে লাগলেন এবং তিনি নিজে উঁচু উঁচু হয়ে বসা অবস্থায় দ্রুত এগুলো থেকে খাচ্ছিলেন। যুহায়র (র)-এর বর্ণনায় اَكْلاً ذَرِيْعًا শব্দের স্থলে اَكْلاً حَثِيْثًا শব্দ উল্লেখিত হয়েছে (উভয় শব্দের অর্থই দ্রুত)।

٢٤- بَابُ نَهْىِ الْاَكْلِ مَعَ جَمَاعَةٍ عَنْ قِرَانِ تَمْرَيْنِ وَنَحْوِهَا فِى لُقْمَةٍ اِلاَّ بِاِذْنِ اَصْحَابِهِ-

২৪. পরিচ্ছেদ : একত্রে বসে আহারকারীদের জন্য এক লুকমায় দু'টি করে খেজুর ইত্যাদি খাওয়া নিষেধ, তবে যদি সাথীরা অনুমতি দেয় (তবে জায়েয)

٥١٦٠- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُثَنّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ جَبَلَةَ بْنَ سُحَيْمٍ قَالَ كَانَ ابْنُ الزُّبَيْرِ يَرْزُقُنَا التَّمْرَ قَالَ وَقَدْ كَانَ اَصَابَ النَّاسَ يَوْمَئِذٍ جَهْدٌ فَكُنَّا نَاْكُلُ فَيَمُرُّ عَلَيْنَا ابْنُ عُمَرَ وَنَحْنُ نَاْكُلُ فَيَقُوْلُ لاَ تُقَارِنُوْا فَاِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَهَى عَنِ الْاِقْرَانِ اِلاَّ اَنْ يَسْتَاْذِنَ الرَّجُلُ اَخَاهُ قَالَ شُعْبَةُ لاَاُرَى هٰذِهِ الْكَلِمَةَ اِلاَّ مِنْ كَلِمَةِ ابْنِ عُمَرَ يَعْنِى الْاِسْتِئْذَانَ-

৫১৬০. মুহাম্মদ ইব্ন মুসান্না (র)...... জাবালা ইব্ন সুহায়ম (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইব্ন যুবায়র (রা) আমাদের খাদ্য হিসেবে খেজুর দিতেন। সে সময় মানুষ দুর্ভিক্ষে পতিত হয়েছিল। আমরা তাই খেয়ে থাকতাম। একবার আমরা খাচ্ছিলাম, এমন সময় ইব্ন উমর (রা) আমাদের পাশ দিয়ে অতিক্রম করছিলেন। তিনি বললেন, তোমরা একাধিক (দুই) খেজুর এক সাথে খেও না। কেননা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এক সঙ্গে একাধিক (দুই দুই) খেজুর

খেতে নিষেধ করেছেন। তবে যদি কেউ তার (সাথী) ভাই থেকে অনুমতি নিয়ে নেয় (তাহলে খেতে পারে)। শু'বা (র) বলেন, আমার মনে হয়, অনুমতি নেয়ার কথাটা ইব্‌ন উমর (রা)-এরই কথা।

٥١٦١- وَحَدَّثَنَاهُ عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُعَاذٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِيْ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ كِلاَهُمَا عَنْ شُعْبَةَ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ وَلَيْسَ فِيْ حَدِيْثِهِمَا قَوْلُ شُعْبَةَ وَلاَ قَوْلُهُ وَقَدْ كَانَ أَصَابَ النَّاسَ يَوْمَئِذٍ جَهْدٌ-

৫১৬১. উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন মুআয ও মুহাম্মদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (র)...... শু'বা (র) থেকে উপরোক্ত সনদে হাদীসটি রিওয়ায়াত করেছেন। তবে তাঁদের হাদীসে শু'বা (র)-এর উক্তি এবং জাবালা (র)-এর এ উক্তি নেই যে, সে সময় মানুষ দুর্ভিক্ষে পতিত হয়েছিল।

٥١٦٢- حَدَّثَنِيْ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ مُثَنّٰى قَالاَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ جَبَلَةَ بْنِ سُحَيْمٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُوْلُ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنْ يُقْرِنَ الرَّجُلُ بَيْنَ التَّمْرَتَيْنِ حَتّٰى يَسْتَأْذِنَ اَصْحَابَهُ-

৫১৬২. যুহায়র ইব্‌ন হারব ও মুহাম্মদ ইব্‌ন মুসান্না (র)...... জাবালা ইব্‌ন সুহায়ম (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ইব্‌ন উমর (রা)-কে বলতে শুনেছি যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সঙ্গীদের অনুমতি ছাড়া কোন ব্যক্তির এক সঙ্গে দুটি করে খেজুর খেতে নিষেধ করেছেন।

٢٥- بَابٌ فِيْ اِدِّخَارِ التَّمْرِ وَنَحْوِهِ مِنَ الْاَقْوَاتِ لِلْعِيَالِ-

২৫. পরিচ্ছেদ : খেজুর ইত্যাদি খাদ্য পরিবারের লোকজনের জন্য সঞ্চিত রাখা

٥١٦٣- وَحَدَّثَنِيْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الدَّارِمِيُّ قَالَ اَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلاَلٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لاَ يَجُوْعُ اَهْلُ بَيْتٍ عِنْدَ هُمُ التَّمْرُ-

৫১৬৩. আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আব্‌দুর রাহমান দারিমী (র)...... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন : যে পরিবারের লোকদের কাছে খুরমা (খেজুর) আছে, তারা ক্ষুধার্ত হতে পারে না।

٥١٦٤- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ طَحْلاَءَ عَنْ اَبِي الرِّجَالِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ اُمِّهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَاعَائِشَةُ بَيْتٌ لاَ تَمْرَ فِيْهِ جِيَاعٌ اَهْلُهُ يَاعَائِشَةُ بَيْتٌ لاَ تَمْرَ فِيْهِ جِيَاعٌ اَهْلُهُ اَوْ جَاعَ اَهْلُهُ قَالَهَا مَرَّتَيْنِ اَوْ ثَلاَثًا-

৫১৬৪. আব্‌দুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসলামা ইব্‌ন কা'নাব (র)...... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : হে আয়েশা! যে বাড়িতে খেজুর (খুরমা) নাই, সে বাড়ির লোকজন ক্ষুধার্ত। হে আয়েশা! যে বাড়িতে খুরমা (খেজুর) নাই, সে বাড়ির লোকজন ক্ষুধার্ত অথবা (তিনি বলেছেন) ক্ষুধার্ত হয়েছে। কথাটি তিনি দু'বার তিনবার বলেছিলেন।

٢٦- بَابُ فَضْلِ تَمْرِ الْمَدِيْنَةِ

২৬. পরিচ্ছেদ : মদীনার খেজুরের শ্রেষ্ঠত্ব

٥١٦٥- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ يَعْنِى ابْنُ بِلاَلٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ ابْنِ اَبِىْ وَقَّاصٍ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَنْ اَكَلَ سَبْعَ تَمَرَاتٍ مِمَّا بَيْنَ لاَ بَتَيْهَا حِيْنَ يُصْبِحُ لَمْ يَضُرَّهُ سَمٌّ حَتّٰى يُمْسِىْ-

৫১৬৫. আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসলামা ইব্ন কা'নাব (র)...... সা'দ ইব্ন আবূ ওয়াক্কাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি মদীনার দুই প্রস্তরময় প্রান্তের মাঝে উৎপন্ন খেজুরের সাতটি করে প্রত্যহ সকালে আহার করবে, তাকে সন্ধ্যা পর্যন্ত কোন বিষ ক্ষতি করবে না।

٥١٦٦- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ اُسَامَةَ عَنْ هَاشِمِ بْنِ هَاشِمٍ قَالَ سَمِعْتُ عَامِرَ بْنَ سَعْدِ بْنِ اَبِىْ وَقَّاصٍ يَقُوْلُ سَمِعْتُ سَعْدًا يَقُوْلُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مَنْ تَصَبَّحَ بِسَبْعِ تَمَرَاتٍ عَجْوَةٍ لَمْ يَضُرَّهُ ذٰلِكَ الْيَوْمَ سَمٌّ وَلاَ سِحْرٌ-

৫১৬৬ আবূ বকর ইব্ন আবূ শায়বা (র)...... সা'দ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি প্রত্যহ সকালে সাতটি করে আজওয়া (মদীনা শরীফে উৎপন্ন উৎকৃষ্ট মানের খেজুর) আহার করবে, সেদিন তাকে কোন বিষ বা যাদু ক্ষতি করবে না।

٥١٦٧- وَحَدَّثَنَاهُ ابْنُ اَبِىْ عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا عُمَرُ قَالَ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ الْفَزَارِىُّ ح قَالَ وَثَنَا اِسْحَاقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَدْرٍ شُجَاعُ بْنُ الْوَلِيْدِ كِلاَهُمَا عَنْ هَاشِمٍ ابْنِ هَاشِمٍ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ مِثْلَهُ وَلاَ يَقُوْلاَنِ سَمِعْتُ النَّبِىَّ ﷺ -

৫১৬৭. ইব্ন আবূ উমর (র), অন্য সনদে ইসহাক ইব্ন ইবরাহীম (র)...... হাশিম ইব্ন হাশিম (র) থেকে উল্লেখিত সনদে নবী ﷺ থেকে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন। তবে তাদের রিওয়ায়াতে 'আমি নবী ﷺ-কে বলতে শুনেছি' উক্তিটি উল্লেখ করেননি।

٥١٦٨- وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَيَحْيَى بْنُ اَيُّوْبَ وَابْنُ حُجْرٍ قَالَ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى اَخْبَرَنَا وَقَالَ الاخَرَانِ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ عَنْ شُرَيْكٍ وَهُوَ بْنُ اَبِىْ نَمِرٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ عَتِيْقٍ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِنَّ فِىْ عَجْوَةِ الْعَالِيَةِ شِفَاءً اَوِ اِنَّهَا تِرْيَاقٌ اَوَّلَ الْبُكْرَةِ-

৫১৬৮. ইয়াহ্ইয়া ইব্ন ইয়াহ্ইয়া, ইব্ন আইউব ও ইব্ন হুজর (র)...... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : মদীনার আলিয়া অঞ্চলের (উঁচু ভূমির) 'আজ্ওয়া' খেজুরে শিফা (রোগমুক্তি) রয়েছে। অথবা তিনি বলেছেন : প্রতিদিন সকালে এর আহার বিষনাশক (ঔষধের কাজ করে)।

٢٧- بَابُ فَضْلِ الْكَمْأَةِ وَمُدَاوَاةِ الْعَيْنِ بِهَا

২৭. পরিচ্ছেদ : কামআ[১]-এর ফযীলত ও এরদ্বারা চোখের চিকিৎসা

٥١٦٩- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ ابْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ اَخْبَرَنَا جَرِيْرٌ وَعَمْرُوْ بْنُ عُبَيْدٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَمْرِوبْنِ نُفَيْلٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ الْكَمْأَةُ مِنَ الْمَنِّ وَمَاؤُهَا شِفَاءٌ لِلْعَيْنِ-

৫১৬৯ কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ (র) জারির (র) থেকে, অন্য সনদে ইসহাক ইব্‌ন ইব্‌রাহীম (র)...... সাঈদ ইব্‌ন যায়দ ইব্‌ন আমর ইব্‌ন নুফায়ল (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন আমি নবী ﷺ-কে বলতে শুনেছি যে, 'কামআ' (মাশরূম) মান্ন জাতীয়। আর এর পানি (রস) চোখের জন্য ঔষধ (বিশেষ)।

٥١٧٠- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنِىْ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ابْنِ عُمَيْرٍ قَالَ سَمِعْتُ عَمْرَوبْنَ حُرَيْثٍ قَالَ سَمِعْتُ سَعِيْدَ بْنُ زَيْدٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ الْكَمْأَةُ مِنَ الْمَنِّ وَمَا ؤُهَا شِفَاءُ لِلْعَيْنِ-

৫১৭০. মুহাম্মদ ইব্‌ন মুসান্না (র)...... সাঈদ ইব্‌ন যায়দ (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে বলতে শুনেছি যে, 'কামআ' 'মান্ন' জাতীয়। আর এর রস চোখের জন্য ঔষধ (বিশেষ)।

٥١٧١- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنِىْ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ وَاَخْبَرَنِى الْحَكَمُ بْنُ عُتَيْبَةَ عَنِ الْحَسَنِ الْعُرَنِىِّ عَنْ عَمْرِوبْنِ حُرَيْثٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ زَيْدٍ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ شُعْبَةُ لَمَّا حَدَّثَنِىْ بِهِ الْحَكَمُ لَمْ اُنْكِرْهُ مِنْ حَدِيْثِ عَبْدِ الْمَلِكِ-

৫১৭১. মুহাম্মদ ইব্‌ন মুসান্না (র)...... সাঈদ ইব্‌ন যায়দ (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে অনুরূপ বর্ণিত আছে। শু'বা (র) বলেন, হাকাম (র) যখন আমার কাছে হাদীসটি বর্ণনা করলেন, তখন আমি আবদুল মালিক (র)-এর হাদীসটিকে আর 'গরীব' (যে হাদীসের সনদের কোন স্তরে মাত্র একজন বর্ণনাকারী থাকেন) মনে করলাম না।

٥١٧٢- حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ عَمْرِو الاَشْعَثِىُّ قَالَ اَخْبَرَنَا عَبْثَرُ عَنْ مُطَرِّفٍ عَنِ الْحَكَمِ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِوبْنِ حُرَيْثٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَمْرِوبْنِ نُفَيْلٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلْكَمْأَةُ مِنَ الْمَنِّ الَّذِىْ اَنْزَلَ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ عَلَىٰ بَنِىْ اِسْرَائِيْلَ وَمَائُهَا شِفَاءٌ لِلْعَيْنِ-

৫১৭২. সাঈদ ইব্‌ন আমর আল-আশআসী (র)...... সাঈদ ইব্‌ন যায়দ ইব্‌ন আমর ইব্‌ন নুফায়ল (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : কামআ সে 'মান্ন' জাতীয় যা বনী ইসরাঈলের উপর মহিয়ান গরিয়ান আল্লাহ্ তা'আলা অবতীর্ণ করেছিলেন আর এর রস চোখের ঔষধ (বিশেষ)।

---

১. কাম'আ ছত্রাক জাতীয় উদ্ভিদ। সাধারণত স্যাঁতস্যাঁতে জায়গায় জন্মে। ইংরেজি নাম মাসরুম। বাংলায় একে ব্যাঙের ছাতা বলে। এর চাষ হয়। সুস্বাদু খাবার। বনে-জংগলে উৎপন্ন হলে খাওয়া বা ঔষধরূপে ব্যবহার করা উচিত নয়। কেননা এর বিষাক্ত প্রজাতিও রয়েছে।

٥١٧٣- وَحَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ اَخْبَرَنَا جَرِيْرٌ عَنْ مُطَرِّفٍ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ عَنِ الْحَسَنِ الْعُرَنِيِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ زَيْدٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ الْكَمْأَةُ مِنَ الْمَنِّ الَّذِىْ اَنْزَلَ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ عَلٰى مُوْسٰى وَمَاؤُهَا شِفَاءٌ لِلْعَيْنِ-

৫১৭৩. ইসহাক ইব্‌ন ইবরাহীম (র)...... সাঈদ ইব্‌ন যায়দ (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, কাম্‌আ সে মান্ন জাতীয় যা মহান ও মহিয়ান আল্লাহ্ মূসা (আ)-এর উপর অবতীর্ণ করেছিলেন। আর এর রস চোখের জন্য ঔষধ (বিশেষ)।

٥١٧٤- وَحَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ قَالَ سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ حُرَيْثٍ قَالَ سَمِعْتُ سَعِيْدَ بْنَ زَيْدٍ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الْكَمْأَةُ مِنَ الْمَنِّ الَّذِىْ اَنْزَلَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلٰى بَنِىْ اِسْرَائِيْلَ وَمَاءِ هَا شِفَاءٌ لِلْعَيْنِ-

৫১৭৪. ইব্‌ন আবূ উমর (র)......সাঈদ ইব্‌ন যায়দ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : কাম্‌আ সেই মান্ন জাতীয় যা মহান ও মহিয়ান আল্লাহ্ বনী ইসরাঈলের উপর অবতীর্ণ করেছিলেন। আর এর রস চোখের জন্য ঔষধ (বিশেষ)।

٥١٧٥- وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيْبٍ الْحَارِثِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِعْتُهُ مِنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ سَمِعْتُهُ مِنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ قَالَ: شَبِيْبٍ قَالَ فَلَقِيْتُ عَبْدَ الْمَلِكِ فَحَدَّثَنِىْ عَنْ عَمْرِوبْنِ حُرَيْثٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الْكَمْأَةُ مِنَ الْمَنِّ وَمَاؤُهَا شِفَاءٌ لِلْعَيْنِ-

৫১৭৫. ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন হাবীব হারিসী (র)........ সাঈদ ইব্‌ন যায়দ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : কাম্‌আ মান্ন জাতীয়, আর এর রস চোখের জন্য ঔষধ (বিশেষ)।

٢٨- بَابُ فَضِيْلَةِ الْاَسْوَدِ مِنَ الْكَبَاثِ-

২৮. পরিচ্ছেদ : কালো কাবাস (পিলু ফল)-এর ফযীলত

٥١٧٦- حَدَّثَنِىْ اَبُوْ الطَّاهِرِ قَالَ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ وَهْبٍ عَنْ يُوْنُسَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ بِمَرِّ الظَّهْرَانِ وَنَحْنُ نَجْنِى الْكَبَاثَ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ عَلَيْكُمْ بِالْاَسْوَدِ مِنْهُ قَالَ فَقُلْنَا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَأَنَّكَ رَعَيْتَ الْغَنَمَ قَالَ نَعَمْ وَهَلْ مِنْ نَبِىٍّ اِلاَّ وَقَدْ رَعَاهَا اَوْ نَحْوَ هٰذَا مِنَ الْقَوْلِ-

৫১৭৬. আবূ তাহির (র)....... জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা নবী ﷺ-এর সাথে 'মাররুয যাহ্রান' নামক স্থানে ছিলাম আমরা কাবাস (পিলু ফল) কুড়াচ্ছিলাম। নবী ﷺ বললেন :

তোমাদের শুধু কালোগুলো কুড়ানো উচিত। রাবী বলেন, আমরা তখন বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনি মনে হয় বকরী চরিয়েছেন ? তিনি বললেন, হ্যাঁ, প্রত্যেক নবীই বকরী চরিয়েছেন। (রাবী বলেন) অথবা তিনি প্রায় এরূপ কোন কথা বলেছেন।

٢٩- بَابُ فَضِيْلَةِ الْخَلِّ وَالتَّأَدُّمِ بِهِ-

২৯. পরিচ্ছেদ : সিরকার ফযীলত এবং তা সালুন (বাঞ্জন) হিসেবে ব্যবহার করা

٥١٧٧- حَدَّثَنِي عَبْدُ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الدَّارِمِيُّ قَالَ اَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ نِعْمَ الْاُدُمُ اَوِ الْاِدَامُ الْخَلُّ-

৫১৭৭. আবদুল্লাহ্ ইব্ন আবদুর রাহমান দারিমী (র)...... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন : সিরকা যতই না উত্তম বাঞ্জন (সালুন)। তিনি أُدُم (বহুবচন) অথবা اِدَام (একবচন) বলেছেন।

٥١٧٨- وَحَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ قُرَيْشِ ابْنِ نَافِعٍ التَّمِيْمِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ صَالِحٍ الْوَحَاظِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانَ بْنُ بِلَالٍ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ وَقَالَ نِعْمَ الْاُدْمُ وَلَمْ يَشُكَّ-

৫১৭৮. মূসা ইব্ন কুরায়শ ইব্ন নাফি' তামীমী (র)....... সুলায়মান ইব্ন বিলাল (র) থেকে উক্ত সনদে হাদীসটি বর্ণিত আছে। তবে তিনি نِعْمَ الاُدْمُ বলেছেন (نِعْمَ الاُدُمُ اَو الاِدَامُ বলে শব্দের মধ্যে) কোন সন্দেহ প্রকাশ করেননি।

٥١٧٩- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيُى قَالَ اَخْبَرَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ اَبِيْ بِشْرٍ عَنْ اَبِى سُفْيَانَ عَنْ جَابِرِبْنِ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سَأَلَ اَهْلَهُ الْاُدْمَ فَقَالُوْا مَا عِنْدَنَا اِلاَّ خَلٌّ فَدَعَا بِهِ فَجَعَلَ يَأْكُلُ بِهِ وَيَقُوْلُ نِعْمَ الاُدُمِ الْخَلُّ نِعْمَ الْاُدْمُ الْخَلُّ-

৫১৭৯. ইয়াহ্ইয়া ইব্ন ইয়াহ্ইয়া (র).......জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ তাঁর পরিবারের লোকদের কাছে সালুন চাইলে তাঁরা বললো, সিরকা ছাড়া আমাদের কাছে অন্য কিছু নেই। তখন তিনি তাই আনতে বললেন এবং খেতে খেতে বললেন : সিরকা কতই ভাল তরকারি, সিরকা কতই উত্তম তরকারি!

٥١٨٠- حَدَّثَنِي يَعْقُوْبُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ الدَّوْرَقِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ يَعْنِيْ ابْنَ عُلَيَّةَ عَنِ الْمُثَنّٰى بْنِ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنِيْ طَلْحَةُ بْنُ نَافِعٍ اَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ يَقُوْلُ اَخَذَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِيَدِى ذَاتَ يَوْمٍ اِلَى مَنْزِلِهِ فَاَخْرَجَ اِلَيْهِ فِلَقًا مِنْ خُبْزٍ فَقَالَ مَا مِنْ اُدْمٍ فَقَالُوْا لاَ اِلاَّ شَيْءٌ مِنْ خَلٍّ قَالَ فَاِنَّ الْخَلَّ نِعْمَ الْاُدُمُ قَالَ جَابِرُ فَمَازِلْتُ اُحِبُّ الْخَلَّ مُنْذُ سَمِعْتُهَا مِنْ نَبِيِّ اللّٰهَ ﷺ وَقَالَ طَلْحَةُ مَازِلْتُ اُحِبُّ الْخَلَّ مُنْذُ سَمِعْتُهَا مِنْ جَابِرٍ-

contents

৫১৮০. ইয়াকূব ইব্‌ন ইবরাহীম দাওরাকী (র)...... নাফি' (র) থেকে বর্ণিত। তিনি জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (রা)-কে বলতে শুনেছেন যে, (একদিন) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমার হাত ধরে তার ঘরে নিয়ে গেলেন। পরে কিছু রুটির টুকরা তাঁর সামনে উপস্থিত করা হলে তিনি বললেন : কোন তরকারি আছে কি? তারা বললেন, না। তবে সামান্য কিছু সিরকা আছে। তিনি বললেন, সিরকা তো উত্তম তরকারি। জাবির (রা) বলেন, আল্লাহ্‌র নবী ﷺ-এর কাছে থেকে একথা শ্রবণ করার পর আমি সিরকা পসন্দ করতে থাকি। তালহা (র) বলেন, আমিও জাবির (রা)-এর নিকট একথা শ্রবণ করার পর থেকে সিরকা পসন্দ করতে লাগলাম।

٥١٨١- حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ قَالَ حَدَّثَنِى اَبِىْ قَالَ حَدَّثَنَا الْمُثَنَّى بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ نَافِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَخَذَ بِيَدِهِ اِلٰى مَنْزِلِهِ بِمِثْلِ حَدِيْثِ ابْنِ عُلَيَّةَ اِلٰى قَوْلِهِ فَنِعْمَ الاُدُمُ الْخَلُّ وَلَمْ يَذْكُرْ مَا بَعْدَهُ-

৫১৮১. নাসর ইব্‌ন আলী জাহ্‌যামী (র)...... জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ (একদা) তার হাত ধরে তার ঘরে নিয়ে গেলেন। এরপর বর্ণনাকারী সিরকা কত উত্তম তরকারি-পর্যন্ত ইব্‌ন উলায়্যা (র)-এর হাদীসের অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন। কিন্তু তিনি এর পরের অংশটি উল্লেখ করেননি।

٥١٨٢- وَحَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ قَالَ اَخْبَرَنَا حَجَّاجُ بْنُ اَبِىْ زَيْنَبَ قَالَ حَدَّثَنِىْ اَبُوْ سُفْيَانَ طَلْحَةُ بْنُ نَافِعٍ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ كُنْتُ جَالِسًا فِىْ دَارٍ فَمَرَّبِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَاَشَارَ اِلَىَّ فَقُمْتُ اِلَيْهِ فَاَخَذَ بِيَدِىْ فَانْطَلَقْنَا حَتّٰى اَتٰى بَعْضَ حُجَرِ نِسَائِهِ فَدَخَلَ ثُمَّ اَذِنَ لِىْ فَدَخَلْتُ الْحِجَابَ عَلَيْهَا فَقَالَ هَلْ مِنْ غَدَاءٍ فَقَالُوْا نَعَمْ فَاُتِىَ بِثَلاَثَةِ اَقْرِصَةٍ فَوُضِعْنَ عَلَى بَتِّىٍّ فَاَخَذَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قُرْصًا فَوَضَعَهُ بَيْنَ يَدَيْهِ وَاَخَذَ قُرْصًا اُخَرَ فَوَضَعَهُ بَيْنَ يَدَىَّ ثُمَّ اَخَذَ الثَّالِثَ فَكَسَرَهُ بِاُثْنَيْنِ فَجَعَلَ نِصْفَهُ بَيْنَ يَدَيْهِ وَنِصْفَهُ بَيْنَ يَدَىَّ ثُمَّ قَالَ هَلْ مِنْ اُدُمٍ قَالُوْا لاَ اِلاَّ شَىْءٌ مِنْ خَلٍّ قَالَ هَاتُوْهُ فَنِعْمَ الْاُدُمُ هُوَ-

৫১৮২. আবূ বকর ইব্‌ন আবূ শায়বা (র)...... জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি একটি বাড়িতে উপবিষ্ট ছিলাম। এ সময় রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমার কাছ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি আমাকে ইশারা করলে আমি তাঁর কাছে উঠে গেলাম। তিনি আমার হাত ধরলেন। এরপর আমরা চললাম। অবশেষে তিনি তাঁর কোন এক স্ত্রীর হুজুরায় প্রবেশ করলেন। এরপর তিনি আমাকে অনুমতি দিলে আমি পর্দার ভিতরে প্রবেশ করলাম। তিনি বললেন: খাবার কিছু আছে কি? তাঁরা বললেন, হ্যাঁ। পরে তিনটি রুটি আনা হলো এবং তা দস্তরখানে রাখা হলো। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ একটি রুটি নিয়ে তাঁর সামনে রাখলেন। অন্য একটি নিয়ে আমার সামনে রাখলেন। এরপর তৃতীয়টি নিয়ে দু'ভাগ করলেন এবং এর অর্ধেক তাঁর সামনে ও বাকি অর্ধেক আমার সামনে রাখলেন। এরপর বললেন : কোন তরকারি আছে কি? তাঁরা বললেন : সামান্য সিরকা আছে। তিনি বললেন, তাই নিয়ে আস। সেটা তো কতই উত্তম তরকারি।

٣٠- بَابُ اِبَاحَةِ اَكْلِ الثُّوْمِ وَاَنَّهُ يَنْبَغِىْ لِمَنْ اَرَادَ خِطَابَ الْكِبَارِ تَرْكَهُ وَكَذَا مَافِىْ مَعْنَاهُ-

৩০. পরিচ্ছেদ : রসুন খাওয়া বৈধ। আর যে ব্যক্তি 'বড়দের' সাথে কথা বলতে ইচ্ছা করে, তার জন্য এটা খাওয়া বর্জন করা উচিত। এ ধরনের অন্যান্য (দুর্গন্ধযুক্ত) বস্তুর হুকুমও তাই

٥١٨٣ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُثَنّٰى وَابْنُ بَشَّارٍ وَاللَّفْظُ لاِبْنِ مُثَنّٰى قَالاَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ عَنْ اَبِىْ اَيُّوْبَ الْاَنْصَارِىِّ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا اُتِىَ بِطَعَامٍ اَكَلَ مِنْهُ وَبَعَثَ بِفَضْلَةٍ اِلَىَّ وَاِنَّهُ بَعَثَ اِلَىَّ يَوْمًا بِفُضْلَةٍ لَمْ يَاْكُلْ مِنْهَا لاَنَّ فِيْهَا ثُوْمًا فَسَاَلْتُهُ اَحَرَامٌ هُوَ قَالَ لاَ وَلٰكِنِّىْ اَكْرَهُهُ مِنْ اَجْلِ رِيْحِهِ قَالَ فَاِنِّىْ اَكْرَهُ مَا كَرِهْتَ-

৫১৮৩. মুহাম্মদ ইব্‌ন মুসান্না ও ইব্‌ন বাশ্‌শার (র)...... আবূ আইউব আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে কোন খাবার আনা হলে তিনি কিছু খেতেন আর অবশিষ্ট অংশ আমার কাছে পাঠিয়ে দিতেন। একদিন তিনি (এমন কিছু) অবশিষ্ট খাবার পাঠিয়ে দিলেন যা থেকে কিছুই গ্রহণ করেননি; কেননা তাতে রসুন ছিল। আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম, এটা কি হারাম? তিনি বললেন : না। তবে আমি গন্ধের দরুন ওটা অপসন্দ করি। তিনি বললেন, তাহলে আমিও অপসন্দ করিবো, যা আপনি অপসন্দ করেন।

٥١٨٤- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُثَنّٰى قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ شُعْبَةَ فِىْ هٰذَا الْاِسْنَادِ-

৫১৮৪. মুহাম্মদ ইব্‌ন মুসান্না (র)...... শু'বা (র) থেকে উক্ত সনদে হাদীসটি বর্ণনা করেন।

٥١٨٥- وَحَدَّثَنِىْ حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ وَاَحْمَدُ بْنُ سَعِيْدِ بْنِ صَخْرٍ وَاللَّفْظُ مِنْهُمَا قَرِيْبٌ قَالاَ حَدَّثَنَا اَبُوْ النُّعْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا ثَابِتٌ فِىْ رِوَايَةِ حَجَّاجِ بْنِ يَزِيْدَ اَخُوْ زَيْدٍ الْاَحْوَلُ قَالَ حَدَّثَنَا عَاصِمٌ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ اَفْلَحَ مَوْلَى اَبِىْ اَيُّوْبَ عَنْ اَبِىْ اَيُّوْبَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ نَزَلَ عَلَيْهِ فَنَزَلَ النَّبِىُّ ﷺ فِى السِّفْلِ وَاَبُوْ اَيُّوْبَ فِى الْعِلْوِ فَانْتَبَهَ اَبُوْ اَيُّوْبَ لَيْلَةً فَقَالَ نَمْشِىْ فَوْقَ رَأْسِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَتَنَحَّوْا فَبَاتُوْا فِىْ جَانِبٍ ثُمَّ قَالَ لِلنَّبِىِّ ﷺ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ السُّفْلُ اَرْفَقُ فَقَالَ لاَ اَعْلُو سَقِيْفَةً اَنْتَ تَحْتَهَا فَتَحَوَّلَ النَّبِيُّ ﷺ فِى الْعُلْوِ وَاَبُوْ اَيُّوْبَ فِى السُّفْلِ فَكَانَ يَصْنَعُ لِلنَّبِىِّ ﷺ طَعَامًا فَاِذَا جِىْءَ بِهِ اِلَيْهِ سَاَلَ عَنْ مَوْضِعِ اَصَابِعِهِ فَيَتَتَبَّعُ مَوْضِعَ اَصَابِعِهِ فَصَنَعَ لَهُ طَعَامًا فِيْهِ ثُوْمٌ فَلَمَّا رُدَّ اِلَيْهِ سَاَلَ عَنْ مَوْضِعِ اَصَابِعِ النَّبِىِّ ﷺ فَقِيْلَ لَهُ لَمْ يَاْكُلْ فَفَزِعَ وَصَعِدَ اِلَيْهِ فَقَالَ أَحَرَامٌ هُوَ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ لاَ وَلٰكِنِّىْ اَكْرَهُهُ قَالَ فَاِنِّىْ اَكْرَهُ مَاتَكْرَهُ اَوْمَا كَرِهْتَ قَالَ وَكَانَ النَّبِىُّ ﷺ يُؤْتَى بِالْوَحْىِ-

৫১৮৫. হাজ্জাজ ইব্‌ন শাইর ও আহমাদ ইব্‌ন সাঈদ ইব্‌ন সাখর (র)...... আবূ আইউব (রা) থেকে বর্ণিত যে, (হিজরতের সময়) নবী ﷺ তাঁর বাড়িতে অতিথি হলেন। নবী ﷺ থাকতেন নীচ তলায়, আর আবূ আইউব (রা) থাকতেন উপর তলায়। এক রাত্রে আবূ আইউব (রা) জাগ্রত হয়ে বললেন, আমরা তো রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর

মাথার উপর চলাফেরা করি। তখন তাঁরা সেখান থেকে সরে গিয়ে এক কোণে রাত কাটালেন। এরপর (সকালে) তিনি নবী ﷺ-কে বিষয়টি অবহিত করলে তিনি বললেন : নীচ তলায়ই (আমার জন্য) বেশি সুবিধা। তখন তিনি বললেন : আপনি নীচে থাকবেন এমন ছাদে আমি উঠবো না। এরপর নবী ﷺ উপর তলায় এবং আবূ আইউব (রা) নীচ তলায় স্থান পরিবর্তন করলেন। তিনি নবী ﷺ-এর জন্য খাবার তৈরি করতেন। যখন (অবশিষ্ট) খাবার ফিরিয়ে আনা হতো, তখন তিনি জিজ্ঞাসা করতেন, তিনি (রাসূল ﷺ) কোন্ স্থানে তাঁর আঙ্গুল লাগিয়েছেন? এরপর তাঁর আঙ্গুলের স্থান থেকে বেছে বেছে খেতেন। একদিন তিনি তাঁর জন্য খাবার তৈরি করলেন, যাতে ছিল রসুন। তাঁর কাছে ফিরিয়ে আনা হলে তিনি নবী ﷺ-এর আঙ্গুলের স্থান সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করলেন। তাঁকে বলা হলো, তিনি আহার করেননি। এতে তিনি ঘাবড়িয়ে গেলেন এবং তাঁর নিকট গেলেন। এরপর জিজ্ঞাসা করলেন ওটা কি হারাম? নবী ﷺ বললেন : না। তবে আমি ওটা অপসন্দ করি। তিনি বললেন, তাহলে আপনি যা অপসন্দ করেন, আমিও তা অপসন্দ করি। তিনি বলেন, নবী ﷺ-এর কাছে তো ওহী আসত।

٣١- بَابُ اِكْرَامِ الضَّيْفِ وَفَضْلِ اِيْثَارِهِ-

৩১. পরিচ্ছেদ : মেহমানের সমাদর করা ও তাকে প্রাধান্য দেওয়ার ফযীলত

٥١٨٦- حَدَّثَنِىْ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيْرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيْدِ عَنْ فُضَيْلِ بْنِ غَزْوَانَ عَنْ اَبِىْ حَازِمٍ الْاَشْجَعِىِّ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ اِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ اِنِّىْ مَجْهُوْدٌ فَاَرْسَلَ اِلٰى بَعْضِ نِسَائِهِ فَقَالَتْ وَالَّذِىْ بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا عِنْدِىْ اِلاَّ مَاءٌ ثُمَّ اَرْسَلَ اِلَى اُخْرٰى فَقَالَتْ مِثْلَ ذٰلِكَ حَتّٰى قُلْنَ كُلُّهُنَّ مِثْلَ ذٰلِكَ لاَ وَالَّذِىْ بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا عِنْدِىْ اِلاَّ مَاءٌ فَقَالَ مَنْ يُضِيْفُ هٰذَا اللَّيْلَةَ رَحِمَهُ اللّٰهُ فَقَامَ رَجُلٌ مِنَ الْاَنْصَارِ فَقَالَ اَنَا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ فَانْطَلَقَ بِهِ اِلٰى رَحْلِهِ فَقَالَ لِامْرَأَتِهِ هَلْ عِنْدَكِ شَىْءٌ قَالَتْ لاَ اِلاَّ قُوْتُ صِبْيَانِىْ قَالَ فَعَلِّلِيْهِمْ بِشَىْءٍ فَاِذَا دَخَلَ ضَيْفُنَا فَاَطْفِئِ السِّرَاجَ وَاَرِيْهِ اَنَّا نَأْكُلُ فَاِذَا اَهْوَى لِيَأْكُلَ فَقُوْمِىْ اِلَى السِّرَاجِ حَتّٰى تُطْفِئِيْهِ قَالَ فَقَعَدُوْا وَاَكَلَ الضَّيْفُ فَلَمَّا اَصْبَحَ غَدَا عَلَى النَّبِىِّ ﷺ فَقَالَ قَدْ عَجِبَ اللّٰهُ مِنْ صَنِيْعِكُمَا بِضَيْفِكُمَا اللَّيْلَةَ-

৫১৮৬. যুহায়র ইব্‌ন হার্‌ব (র)......আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট এসে বললো, আমি খুব ক্ষুধার্ত। তিনি তাঁর কোন এক স্ত্রীর কাছে লোক পাঠালে তিনি বললেন, যে সত্তা আপনাকে সত্য দীন দিয়ে পাঠিয়েছেন তাঁর শপথ! আমার কাছে পানি ছাড়া কিছু নেই। তিনি অন্য এক স্ত্রীর কাছে লোক পাঠালে তিনিও একই কথা বললেন। এভাবে তাঁরা সকলে একই কথা বললেন যে, সেই সত্তার শপথ! যিনি আপনাকে সত্য দীনসহ পাঠিয়েছেন, আমার নিকট পানি ছাড়া অন্য কিছু নেই। তখন তিনি বললেন, আজ রাতে কে লোকটির মেহমানদারী করবে? আল্লাহ্ তার উপর রহম করবেন! এ সময় এক আন্‌সারী ব্যক্তি উঠে বললো, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি। এরপর লোকটিকে নিয়ে আনসারী তার বাড়িতে গেলেন এবং তাঁর স্ত্রীকে বললেন, তোমার কাছে কি কিছু আছে? সে বললো, না। শুধু বাচ্চাদের জন্য সামান্য কিছু খাবার আছে। তিনি বললেন, তুমি তাদের কিছু দিয়ে ভুলিয়ে রাখ (ঘুম পাড়িয়ে দাও)। আর যখন মেহমান প্রবেশ করবে, তখন তুমি আলোটা নিভিয়ে দেবে। তুমি তাকে দেখাবে (বুঝাবে) যে, আমরাও আহার করছি। সে (মেহমান) যখন খাওয়া শুরু করবে, তখন

তুমি আলোর কাছে গিয়ে সেটা নিভিয়ে দেবে। বর্ণনাকারী বলেন, এরপর তারা বসে রইলেন, আর মেহমান খেতে লাগলো। সকাল বেলা তিনি (আনসারী) নবী ﷺ-এর নিকট এলে তিনি বললেন : আজ রাতে মেহমানের সাথে তোমাদের দু'জনের আচরণে আল্লাহ্ সন্তুষ্ট হয়েছেন।

٥١٨٧- حَدَّثَنَا اَبُوْ كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ فُضَيْلِ بْنِ غَزْوَانَ عَنْ اَبِىْ حَازِمٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَجُلاً مِنَ الْاَنْصَارِ بَاتَ بِهِ ضَيْفٌ فَلَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ اِلاَّ قُوْتُهُ وَقُوْتُ صِبْيَانِهِ فَقَالَ لاِمْرَأَتِهِ نَوِّمِى الصِّبْيَةَ وَاَطْفِئِى السِّرَاجَ وَقَرِّبِىْ لِلضَّيْفِ مَا عِنْدَكِ قَالَ فَنَزَلَتْ هٰذِهِ الْاٰيَةُ "وَيُؤْثِرُوْنَ عَلٰى اَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ"-

৫১৮৭. আবূ কুরায়ব মুহাম্মদ ইব্ন 'আলা (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, জনৈক আনসারী ব্যক্তির ঘরে এক মেহমান রাত যাপন করলেন। তাঁর কাছে তাঁর ও বাচ্চাদের জন্য সামান্য খাবার ছাড়া আর কিছু ছিল না। তিনি তার স্ত্রীকে বললেন, বাচ্চাদের ঘুম পাড়িয়ে দাও, আলোটা নিভিয়ে দিবে এবং তোমার কাছে যা আছে তাই মেহমানের জন্য উপস্থিত করবে বর্ণনাকারী বলেন, আর এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয় : "তারা নিজেদের উপর অন্যকে প্রাধান্য দেয়, যদিও তাদের প্রচণ্ড অভাব (ক্ষুধা) থাকে।"

٥١٨٨- وَحَدَّثَنَاهُ اَبُوْ كُرَيْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِىْ حَازِمٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ لِيُضِيْفَهُ فَلَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ مَا يُضِيْفُهُ فَقَالَ اَلاَ رَجُلٌ يُضِيْفُ هٰذَا رَحِمَهُ اللّٰهُ -فَقَامَ رَجُلٌ مِنَ الْاَنْصَارِ يُقَالُ لَهُ اَبُوْ طَلْحَةَ فَانْطَلَقَ بِهِ اِلٰى رَحْلِهِ وَسَاقَ الْحَدِيْثَ بِنَحْوِ حَدِيْثِ جَرِيْرٍ وَذَكَرَ فِيْهِ نُزُوْلَ الْاٰيَةِ كَمَا ذَكَرَهُ وَكِيْعٌ-

৫১৮৮. আবূ কুরায়ব (র) ...... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর মেহমান হয়ে তাঁর কাছে এলেন। কিন্তু তাঁর নিকট এমন কিছু ছিল না যাদ্বারা তিনি তার মেহমানদারী করবেন। তখন তিনি বললেন : এর মেহমানদারী করার মতো কেউ আছে কি? আল্লাহ্ তার প্রতি রহম করুন! এ সময় আবূ তালহা নামক জনৈক আনসারী ব্যক্তি উঠলেন এবং লোকটিকে নিজ বাড়িতে নিয়ে গেলেন।..... এরপর বর্ণনাকারী শেষ পর্যন্ত হাদীসটি জারীর (র)-এর হাদীসের অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন। আর তিনি ওকী' (র)-এর মত আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার কথাও উল্লেখ করেছেন।

٥١٨٩- وَحَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيْرَةِ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِىْ لَيْلٰى عَنِ الْمِقْدَادِ قَالَ اَقْبَلْتُ اَنَا وَصَاحِبَانِ لِىْ وَقَدْ ذَهَبَتْ اَسْمَاعُنَا وَاَبْصَارُنَا مِنَ الْجَهْدِ فَجَعَلْنَا نَعْرِضُ اَنْفُسَنَا عَلٰى اَصْحَابِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَلَيْسَ اَحَدٌ مِنْهُمْ يَقْبَلُنَا فَاَتَيْنَا النَّبِىَّ ﷺ فَانْطَلَقَ بِنَا اِلٰى اَهْلِهِ فَاِذَا ثَلاَثَةُ اَعْنُزٍ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ احْتَلِبُوْا هٰذَا اللَّبَنَ بَيْنَنَا قَالَ فَكُنَّا نَحْتَلِبُ فَيَشْرَبُ كُلُّ اِنْسَانٍ مِنَّا نَصِيْبَهُ وَنَرْفَعُ لِلنَّبِىِّ ﷺ نَصِيْبَهُ قَالَ فَيَجِيْءُ مِنَ اللَّيْلِ فَيُسَلِّمُ تَسْلِيْمًا لاَ يُوْقِظُ نَائِمًا وَيُسْمِعُ الْيَقْظَانَ قَالَ ثُمَّ يَأْتِى

الْمَسْجِدَ فَيُصَلِّى ثُمَّ يَأْتِى شَرَابَهُ فَيَشْرَبُ فَأَتَانِى الشَّيْطَانُ ذَاتَ لَيْلَةٍ وَقَدْ شَرِبْتُ نَصِيْبِى فَقَالَ مُحَمَّدٌ يَاتِى الْاَنْصَارَ فَيُتْحِفُوْنَهُ وَيُصِيْبُ عِنْدَهُمْ مَابِهِ حَاجَةٌ اِلٰى هٰذِهِ الْجُرْعَةِ فَاَتَيْتُهَا فَشَرِبْتُهَا فَلَمَّا اَنْ وَغَلَتْ فِى بَطْنِى وَعَلِمْتُ اَنَّهُ لَيْسَ اِلَيْهَا سَبِيْلٌ قَالَ نَدَّمَنِى الشَّيْطَانُ فَقَالَ وَيْحَكَ مَا صَنَعْتَ أَشَرِبْتَ شَرَابَ مُحَمَّدٍ ﷺ فَيَجِئُ فَلَا يَجِدُهُ فَيَدْعُوْ عَلَيْكَ فَتَهْلِكُ فَتَذْهَبُ دُنْيَاكَ وَاٰخِرَتُكَ وَعَلَىَّ شَمْلَةٌ اِذَا وَضَعْتُهَا عَلٰى قَدَمَىَّ خَرَجَ رَأْسِى وَاِذَا وَضَعْتُهَا عَلٰى رَأْسِى خَرَجَ قَدَمَاىَ وَجَعَلَ لَا يَجِيْئُنِى النَّوْمُ وَاَمَّا صَاحِبَاىَ فَنَامَا وَلَمْ يَصْنَعَا مَا صَنَعْتُ قَالَ فَجَاءَ النَّبِىُّ ﷺ فَسَلَّمَ كَمَا كَانَ يُسَلِّمُ ثُمَّ اَتٰى الْمَسْجِدَ فَصَلّٰى ثُمَّ اَتٰى شَرَابَهُ فَكَشَفَ عَنْهُ فَلَمْ يَجِدْ فِيْهِ شَيْئًا فَرَفَعَ رَأْسَهُ اِلٰى السَّمَاءِ فَقُلْتُ الْاٰنَ يَدْعُوْ عَلَىَّ فَاَهْلِكُ فَقَالَ اللّٰهُمَّ اَطْعِمْ مَنْ اَطْعَمَنِى وَاسْقِ مَنْ سَقَانِى قَالَ فَعَمَدْتُ اِلَى الشَّمْلَةِ فَشَدَدْتُهَا عَلَىَّ وَاَخَذْتُ الشَّفْرَةَ فَانْطَلَقْتُ اِلَى الْاَعْنُزِ اَيُّهَا اَسْمَنُ فَاَذْبَحُهَا لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَاِذَا هِىَ حَافِلٌ وَاِذَا هُنَّ حُفَّلٌ كُلُّهُنَّ فَعَمَدْتُ اِلٰى اِنَاءٍ لِاٰلِ مُحَمَّدٍ ﷺ مَاكَانُوْا يَطْمَعُوْنَ اَنْ يَحْتَلِبُوْا فِيْهِ قَالَ فَحَلَبْتُ فِيْهِ حَتّٰى عَلَتْهُ رُغْوَةٌ فَجِئْتُ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ أَشَرِبْتُمْ شَرَابَكُمُ اللَّيْلَةَ قَالَ قُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اِشْرَبْ فَشَرِبَ ثُمَّ نَاوَلَنِى فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِشْرَبْ فَشَرِبَ ثُمَّ نَاوَلَنِى فَلَمَّا عَرَفْتُ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَدْ رَوِىَ وَاَصَبْتُ دَعْوَتَهُ ضَحِكْتُ حَتّٰى اُلْقِيْتُ اِلَى الْاَرْضِ قَالَ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ اِحْدٰى سَوْاٰتِكَ يَا مِقْدَادُ فَقُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ كَانَ مِنْ اَمْرِىْ كَذَا وَكَذَا وَفَعَلْتُ كَذَا فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ مَاهٰذِهِ اِلَّا رَحْمَةٌ مِنَ اللّٰهِ عَزَّوَجَلَّ اَفَلَا كُنْتَ اٰذَنْتَنِى فَنُوْقِظَ صَاحِبَيْنَا فَيُصِيْبَانِ مِنْهَا قَالَ فَقُلْتُ وَالَّذِىْ بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا اُبَالِىْ اِذَا اَصَبْتَهَا اَوْ اَصَبْتُهَا مَعَكَ مَنْ اَصَابَهَا مِنَ النَّاسِ-

৫১৮৯. আবূ বকর ইব্‌ন আবূ শায়বা (র)...... মিকদাদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ও আমার দুই সাথী সামনে দিকে চলতে থাকলাম, এমন অবস্থায় প্রচণ্ড খাদ্যাভাবে আমার ও আমার দু'সঙ্গীর দৃষ্টিশক্তি ও শ্রুতিশক্তি লোপ পাচ্ছিল। পরে আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সাহাবীদের কাছে নিজেদের পেশ করতে লাগলাম। কিন্তু তাঁদের কেউ আমাদেরকে গ্রহণ করলেন না। অবশেষে আমরা নবী ﷺ-এর কাছে এলে তিনি আমাদের নিয়ে তাঁর পরিবারের কাছে গেলেন। সেখানে তিনটি মেষ ছিল। নবী ﷺ বললেন : তোমরা দুধ দোহন করবে। এ দুধ আমরা ভাগ করে পান করব। তিনি বলেন, এরপর থেকে আমরা দুধ দোহন করতাম। আমাদের প্রত্যেকে নিজ নিজ অংশ পান করতো। আর আমরা নবী ﷺ-এর জন্য তাঁর অংশ তুলে রাখতাম। মিকদাদ (রা) বলেন, তিনি রাতে আসতেন এবং এমনভাবে সালাম করতেন যাতে ঘুমন্ত ব্যক্তি জাগ্রত না হয় আর জাগ্রত ব্যক্তি শুনতে পায়। রাবী বলেন, এরপর তিনি মসজিদে এসে সালাত আদায় করতেন ও ফিরে এসে দুধপান করতেন। এক রাতে আমার কাছে শয়তান আসলো। আমি তো আমার অংশ পান করে ফেলেছিলাম। সে বললো, মুহাম্মদ ﷺ

আনসারীদের কাছে গেলে তারা তাঁকে তোহফা (উপঢৌকন) দিয়ে থাকে এবং তাদের কাছে তিনি (খাদ্য) খেয়ে থাকেন। তাঁর এ সামান্য দুধের প্রয়োজনীয়তা নেই। এরপর আমি এসে সেটুকুও পান করে ফেললাম। দুধ যখন ভালভাবে আমার পেটে প্রবেশ করলো এবং আমি বুঝলাম, এ দুধ বের করার আর কোন উপায় নেই, তখন শয়তান আমার থেকে দূরে সরে গিয়ে বললো, তোমার সর্বনাশ হোক, তুমি কি কাণ্ড করলে! তুমি মুহাম্মদ ﷺ-এর দুধপান করে ফেলেছ? তিনি এসে যখন তা পাবেন না, তখন তোমরা বদ-দু'আ করবেন। তাতে তুমি ধ্বংস হয়ে যাবে এবং তোমার দুনিয়া ও আখিরাত বরবাদ হয়ে যাবে। আমার গায়ে ছিল একটা চাদর। যদি আমি তা আমার দু পায়ের উপর রাখি তাহলে আমার মাথা বের হয়ে পড়ে, আর যদি আমি তা আমার মাথার উপর রাখি তাহলে আমার দুপা বেরিয়ে পড়ে। আমার ঘুম আসছিলো না। আমার সঙ্গীদ্বয় তো ঘুমাচ্ছিল। তারা তো আমার মতো কাজ করেনি। তিনি বলেন, এরপর নবী ﷺ এসে যেভাবে সালাম দিতেন সেভাবেই সালাম দিলেন। তারপর তিনি মসজিদে এসে সালাত আদায় করলেন। এরপর দুধের কাছে এসে ঢাকনা খুলে সেখানে কিছুই পেলেন না। এরপর তিনি তার মাথা আসমানের দিকে তুললেন। আমি তখন (মনে মনে) বললাম, এখনই তিনি আমাকে বদ্-দু'আ করবেন, আর আমি ধ্বংস হয়ে যাব। তিনি বললেন : হে আল্লাহ্! যে আমাকে আহার করায়, তাকে তুমি আহার করাও। আর যে আমাকে পান করায়, তাকে তুমি পান করাও। মিকদাদ (রা) বলেন, এ সময় আমি চাদরটি নিয়ে শরীরে বাঁধলাম, আর একটি ছুরিকা নিলাম, তারপর (এই ভেবে) মেষগুলোর কাছে গেলাম যে, এগুলোর মাঝে যেটি সবচেয়ে বেশি মোটাতাজা, আমি সেটি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর জন্য যবাহ্ করবো। গিয়ে দেখলাম, সেটি দুধে পরিপূর্ণ এবং অন্যান্য সব মেষও দুধে পরিপূর্ণ। এরপর আমি মুহাম্মদ ﷺ-এর পরিবারের একটি পাত্র নিয়ে এলাম যাতে তাঁরা দুধ দোহানের কথা ভাবতেন না। (পাত্রটি বড় হওয়ার কারণে।) তিনি [মিকদাদ (রা)] বলেন, আমি তাতেই দুধ দোহন করলাম, এমনকি পাত্রের উপরিভাগে ফেনা ভেসে উঠলো। এরপর আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে আসলাম। তিনি বললেন : তোমরা কি রাতের দুধ পান করেছো? তিনি বলেন, আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আপনি পান করুন। তিনি পান করলেন, এরপর আমাকে দিলেন। আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আপনি (আরো) পান করুন। তিনি পান করে আবার আমাকে দিলেন। যখন আমি বুঝতে পারলাম যে, নবী ﷺ পরিতৃপ্ত হয়ে গেছেন এবং আমি তাঁর দু'আ পেয়ে গেছি, তখন আমি হাসতে হাসতে যমীনে লুটিয়ে পড়লাম। তিনি বলেন, নবী ﷺ বললেন : হে মিকদাদ! এ তোমার এক অপকর্ম (দুষ্টুমী)? তখন আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আমার এ-ই কাণ্ড ঘটে গেছে। অথবা তিনি বলেছেন, আমি এরূপ কাজ করে ফেলেছি। তখন নবী ﷺ বললেন : এটা একমাত্র আল্লাহ্র মেহেরবানী! তুমি কেন আমাকে অবহিত করলে না? আমরা আমাদের সাথীদ্বয়কেও জাগ্রত করতাম, তাহলে তারাও এর ভাগ পেত! তিনি বলেন, আমি তখন বললাম, যে মহান সত্তা আপনাকে সত্য দীনসহ পাঠিয়েছেন, তাঁর শপথ! আপনি যখন পেয়েছেন, অথবা তিনি বলেছেন, আমি যখন আপনার সাথে ভাগ পেয়েছি, তখন অন্য কোন লোক পাওয়া না পাওয়ার আমি পরওয়া করি না।

٥١٩٠- وَحَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ اَخْبَرَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيْرَةِ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ-

৫১৯০. ইসহাক্ ইব্ন ইবরাহীম (র)...... সুলায়মান ইব্ন মুগীরা (র) থেকে উক্ত সনদে হাদীসটি বর্ণিত আছে।

٥١٩١- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيُّ وَحَامِدُبْنُ عُمَرَ الْبَكْرَاوِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْاَعْلٰى جَمِيْعًا عَنِ الْمُعْتَمِرِبْنِ سُلَيْمَانَ وَاللَّفْظُ لِاِبْنِ مُعَاذٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِىْ عَنْ اَبِىْ

عُثْمَانَ حَدَّثَ اَيْضًا عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِىْ بَكْرٍ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِىِّ ﷺ ثَلاَثِيْنَ وَمِائَةً فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ هَلْ مَعَ اَحَدٍ مِنْكُمْ طَعَامٌ فَاِذَا مَعَ رَجُلٍ صَاعٌ مِنْ طَعَامٍ اَوْ نَحْوُهُ فَعُجِنَ ثُمَّ جَاءَ رَجُلٌ مُشْرِكٌ مُشْعَانٌّ طَوِيْلٌ بِغَنَمٍ يَسُوْقُهَا فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ أَبَيْعٌ اَمْ عَطِيَّةٌ اَوْ قَالَ اَمْ هِبَةٌ قَالَ لاَ بَلْ بَيْعٌ فَاشْتَرٰى مِنْهُ شَاةً فَصُنِعَتْ وَاَمَرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِسَوَادِ الْبَطْنِ اَنْ يُشْوٰى قَالَ وَاَيْمُ اللّٰهِ مَا مِنَ الثَّلاَثِيْنَ وَمِائَةٍ اِلاَّ حَزَّلَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ حَزَّةً مِنْ سَوَادِ بَطْنِهَا اِنْ كَانَ شَاهِدًا اَعْطَاهُ وَاِنْ كَانَ غَائِبًا خَبَأَلَهُ قَالَ وَجَعَلَ قَصْعَتَيْنِ فَاَكَلْنَا مِنْهُمَا اَجْمَعُوْنَ وَشَبِعْنَا وَفَضَلَ فِى الْقَصْعَتَيْنِ فَحَمَلْتُهُ عَلَى الْبَعِيْرِ اَوْ كَمَا قَالَ-

৫১৯১. উবায়দুল্লাহ্ ইব্ন মুআয আম্বারী, হামিদ ইব্ন উমর বাক্‌রাবী ও মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল আ'লা (র)...... আবদুর রাহমান ইব্ন আবূ বাক্‌র (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা একশ' ত্রিশজন লোক (এক সফরে) নবী ﷺ-এর সঙ্গে ছিলাম। নবী ﷺ (এক সময়) বললেন : তোমাদের মধ্যে কারো কাছে খাদ্যদ্রব্য আছে কি ? দেখা গেল, এক ব্যক্তির কাছে এক সা' বা অনুরূপ পরিমাণ খাদ্য আছে। তা (গুলিয়ে) খামীর করা হলো। এরপর এলোকেশী দীর্ঘদেহী এক মুশ্‌রিক ব্যক্তি কিছু বকরী হাঁকিয়ে নিয়ে এলো। নবী ﷺ বললেন : এগুলো বিক্রি করবে না উপহার হিসেবে দিবে? অথবা (উপহার শব্দের পরিবর্তে) তিনি 'দান করবে' বলেছিলেন। লোকটি বললো, না, আমি বরং বিক্রি করবো। নবী ﷺ তখন তার থেকে একটি বকরী খরিদ করলেন। বকরীটা যবাহ্ করা হলো। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তার কলিজা ভুনা করতে আদেশ দিলেন। রাবী আবদুর রহমান (রা) বলেন, আল্লাহ্‌র কসম! একশ' ত্রিশজনের মধ্যে একজনও এমন ছিল না যাকে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এক টুকরা কলিজা দেননি। যারা উপস্থিত ছিল, তাদেরকে তো তখনই দিয়েছেন। আর যারা অনুপস্থিত ছিল, তাদের জন্য তুলে রেখেছেন। রাবী বলেন, গোশত দু'টি পাত্রে ভাগ করে রাখলেন। আমরা সকলে সে দুটি থেকে পরিতৃপ্ত হয়ে আহার করলাম। এরপরও পাত্র দু'টিতে গোশত উদ্বৃত্ত থাকলো। আমি তা উটের পিঠে বহন করে নিয়ে গেলাম। অথবা তিনি (বর্ণনাকারী) যেভাবে বর্ণনা করেছেন।

٥١٩٢- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِىُّ وَحَامِدُ بْنُ عُمَرَ الْبَكْرَاوِىُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الاَعْلٰى الْقَيْسِىُّ كُلُّهُمْ عَنِ الْمُعْتَمِرِ وَاللَّفْظُ لاِبْنِ مُعَاذٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ قَالَ اَبِىْ حَدَّثَنَا اَبُوْ عُثْمَانَ اَنَّهُ حَدَّثَهُ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِىْ بَكْرٍ اَنَّ اَصْحَابَ الصُّفَّةِ كَانُوْا نَاسًا فُقَرَاءَ وَاَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَرَّةً مَنْ كَانَ عِنْدَهُ طَعَامُ اثْنَيْنِ فَلْيَذْهَبْ بِثَلاَثَةٍ وَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ طَعَامُ اَرْبَعَةٍ فَلْيَذْهَبْ بِخَامِسٍ بِسَادِسٍ اَوْ كَمَا قَالَ وَاَنَّ اَبَا بَكْرٍ جَاءَ بِثَلاَثَةٍ وَانْطَلَقَ نَبِىُّ اللّٰهِ ﷺ بِعَشَرَةٍ وَاَبُوْ بَكْرٍ بِثَلاَثَةٍ قَالَ فَهُوَ اَنَا وَاَبِىْ وَاُمِّىْ وَلاَ اَدْرِىْ هَلْ قَالَ وَامْرَأَتِىْ وَخَادِمٌ بَيْنَ بَيْتِنَا وَبَيْنَ بَيْتِ اَبِىْ بَكْرٍ قَالَ وَاَنَّ اَبَا بَكْرٍ تَعَشّٰى عِنْدَ النَّبِىِّ ﷺ ثُمَّ لَبِثَ حَتّٰى صُلِّيَتِ الْعِشَاءُ ثُمَّ رَجَعَ

فَلَبِثَ حَتّٰى نَعَسَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَجَاءَ بَعْدَ مَا مَضٰى مِنَ اللَّيْلِ مَاشَاءَ اللّٰهُ قَالَتْ لَهُ امْرَأَتُهُ مَا
حَبَسَكَ عَنْ اَضْيَافِكَ اَوْ قَالَتْ ضَيْفِكَ قَالَ أَوَمَا عَشَّيْتِيْهِمْ قَالَتْ اَبَوْا حَتّٰى تَجِيءَ قَدْ عَرَضُوْا عَلَيْهِمْ
فَغَلَبُوْهُمْ قَالَ فَذَهَبْتُ اَنَا فَاخْتَبَأْتُ وَقَالَ يَا غُنْثَرُ فَجَدَّعَ وَسَبَّ وَقَالَ كُلُوْا لاَ هَنِيْئًا وَقَالَ وَاللّٰهِ لاَ
اَطْعَمُهُ اَبَدًا قَالَ وَايْمُ اللّٰهِ مَا كُنَّا نَأْخُذُ مِنْ لُقْمَةٍ اِلاَّ رَبَا مِنْ اَسْفَلِهَا اَكْثَرُ مِنْهَا قَالَ حَتّٰى شَبِعْنَا
وَصَارَتْ اَكْثَرَ مِمَّا كَانَتْ قَبْلَ ذٰلِكَ فَنَظَرَ اِلَيْهَا اَبُوْ بَكْرٍ فَاِذَا هِيَ كَمَاهِيَ اَوْ اَكْثَرُ قَالَ لاِمْرَأَتِهِ يَا
اُخْتَ بَنِيْ فِرَاسٍ مَا هٰذَا قَالَتْ لاَ وَقُرَّةِ عَيْنِيْ لَهِيَ اْلاٰنَ اَكْثَرُ مِنْهَا قَبْلَ ذٰلِكَ بِثَلاَثِ مِرَارٍ قَالَ
فَاَكَلَ مِنْهَا اَبُوْ بَكْرٍ وَقَالَ اِنَّمَا كَانَ ذٰلِكَ مِنَ الشَّيْطَانِ يَعْنِيْ يَمِيْنَهُ ثُمَّ اَكَلَ مِنْهَا لُقْمَةً ثُمَّ حَمَلَهَا
اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَاَصْبَحَتْ عِنْدَهُ قَالَ وَكَانَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمٍ عَقْدٌ فَمَضَى الْاَجَلُ فَفَرَّقْنَا اثْنَا
عَشَرَ رَجُلاً مَعَ كُلِّ رَجُلٍ مِنْهُمْ اُنَاسٌ اَللّٰهُ اَعْلَمُ كَمْ مَعَ كُلِّ رَجُلٍ قَالَ اِلاَّ اَنَّهُ بُعِثَ مَعَهُمْ فَاَكَلُوْا مِنْهَا
اَجْمَعُوْنَ اَوْ كَمَا قَالَ -

৫১৯২. উবায়দুল্লাহ্ ইব্ন মুআয আম্বারী, হামিদ ইব্ন উমর বাক্‌রাবী ও মুহাম্মদ ইব্ন আব্দুল 'আলা কায়সী (র)...... আব্দুর রাহমান ইব্ন আবূ বকর (রা) থেকে বর্ণিত যে সুফ্‌ফায় অবস্থানকারী লোকজন ছিলেন দরিদ্র। তাই রাসূলুল্লাহ্ ﷺ একবার বললেন : যার নিকট দু'জনের খাবার আছে সে যেন তিন (তৃতীয়) একজনকে নিয়ে যায়। আর যার কাছে চারজনের খাবার আছে, সে যেন পঞ্চম কিংবা ষষ্ঠ ব্যক্তিকে নিয়ে যায়। অথবা বর্ণনাকারী যেভাবে বর্ণনা করেছেন। রাবী বলেন, আবূ বকর (রা) তিনজনকে নিয়ে আস্‌লেন। আর আল্লাহ্‌র নবী ﷺ দশজনকে নিয়ে রওয়ানা হলেন। আবূ বকর (র) তিন জন নিলেন এ কারণে যে, (আমাদের পরিবারে আমরা ছিলাম)। আমি, আমার পিতা ও আমার মাতা। বর্ণনাকারী বলেন, আমি জানি না, তিনি বলেছেন, কি না যে, 'আমার স্ত্রী'। আর ছিল আমাদের ও আবূ বকরের বাড়িতে শরিক খাদিম। রাবী বলেন, আবূ বাকর (রা) নবী ﷺ-এর ওখানে রাতের খানা খেলেন। এরপর তিনি অপেক্ষা করলেন। অবশেষে ইশার সালাত আদায় করা হলো। সালাত থেকে প্রত্যাবর্তন করে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর তন্দ্রাচ্ছন্ন হওয়া (নিদ্রাগমন) পর্যন্ত তিনি অপেক্ষা করলেন। তারপর আল্লাহ্‌র যেমন ইচ্ছা রাতের একটি পরিমাণ অতিবাহিত হলে তিনি (ঘরে) ফিরে আসলেন। তাঁর স্ত্রী তাঁকে বললেন, মেহমান রেখে দেরী করলেন কেন? তিনি বললেন, কেন? তুমি কি তাঁদের রাতের খাবার খাওয়াও নি? তাঁর স্ত্রী বললেন, আপনি না আসা পর্যন্ত তাঁরা আহার করতে অস্বীকার করেছেন। (কয়েকবারই) খাবার পেশ করা হয়েছে কিন্তু মেহমানরা তাদের (বাড়ির লোকদের) মধ্যস্থ করেছেন তারা তাঁদের কথা থেকে হটেননি। আবদুর রহমান (রা) বলেন, আমি গিয়ে লুকিয়ে রইলাম। তিনি বললেন, হে নির্বোধ! তারপর তিনি আমাকে বকাবকি করলেন। আর (মেহমানদের) বললেন, ভাল হলো না। আপনারা আহার করুন। তিনি আরও বললেন, আল্লাহ্‌র কসম! আমি এ আহার গ্রহণ করবো না। তিনি [আবদুর রহমান (রা)] বলেন, আল্লাহ্‌র শপথ! আমরা যে লোকমাই গ্রহণ করছিলাম তার নীচ থেকে তার চেয়ে অধিক পরিমাণ বেড়ে যাচ্ছিল। এমনকি আমরা পরিতৃপ্ত হয়েও আমাদের খাদ্য পূর্বে যা ছিল তার চেয়ে অনেক বেশি হয়ে গেল। আবূ বকর (রা)

খাবারের প্রতি লক্ষ্য করে দেখলেন, তা যেমন ছিল তেমনি আছে বা তার চেয়েও অধিক হয়েছে। তিনি তাঁর স্ত্রীকে বললেন হে বনী ফিরাসের কোন (সদস্য) একি ব্যাপার! তিনি বললেন, না। (আপনার ধারণা ঠিক নয় বরং) আমার চোখের প্রশান্তি, এগুলো পূর্বে যা ছিল তার চেয়ে তিন গুণ বেড়ে গেছে। আবদুর রহমান বলেন, এরপর আবূ বকর (রা) কিছু খেলেন এবং বললেন, ওটা অর্থাৎ কসমটা ছিল শয়তানের পক্ষ থেকে। অতঃপর আরও এক লুক্মা খেলেন। তারপর সেগুলো রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে নিয়ে গেলেন এবং তা তাঁর কাছে সকাল পর্যন্ত থাকলাম। তিনি বলেন, আমাদের এবং কোন এক সম্প্রদায়ের মাঝে একটি চুক্তি ছিল। চুক্তির মেয়াদ শেষ হয়ে গেল। প্রতিপক্ষ চুক্তি নবায়নের জন্য আগমন করল। আমরা তাদের বারজনের নেতৃত্বে বিভক্ত করলাম। প্রত্যেক ব্যক্তির সাথে অনেক লোক ছিল। আল্লাহ্ই ভাল জানেন, প্রত্যেক ব্যক্তির সাথে কতজন লোক ছিল। তাদের প্রত্যেকের নিকট এ খাবার পাঠানো হলো। আর তারা সকলেই সে খাবার খেলেন। অথবা বর্ণনাকারী যেভাবে বর্ণনা করেছেন।

٥١٩٣- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا سَالِمُ بْنُ نُوحٍ الْعَطَّارُ عَنِ الْجُرَيْرِيِّ عَنْ اَبِىْ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِىْ بَكْرٍ قَالَ نَزَلَ عَلَيْنَا اَضْيَافُ لَنَا قَالَ وَكَانَ اَبِىْ يَتَحَدَّثُ اِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مِنَ اللَّيْلِ قَالَ فَانْطَلَقَ وَقَالَ يَا عَبْدَ الرَّحْمٰنِ اُفْرُغْ مِنْ اَضْيَافِكَ قَالَ فَلَمَّا اَمْسَيْتُ جِئْنَا بِقِرَاهُمْ قَالَ فَاَبَوْا فَقَالُوْا حَتّٰى يَجِيْئَ اَبُوْ مَنْزِلِنَا فَيَطْعَمَ مَعَنَا قَالَ فَقُلْتُ لَهُمْ اِنَّهُ رَجُلٌ حَدِيْدٌ وَاِنَّكُمْ اِنْ لَمْ تَفْعَلُوْا خِفْتُ اَنْ يُصِيْبَنِىْ مِنْهُ اَذًى قَالَ فَاَبَوْا فَلَمَّا جَاءَ لَمْ يَبْدَأْ بِشَيْءٍ اَوَّلَ مِنْهُمْ فَقَالَ أَفَرَغْتُمْ مِنْ اَضْيَافِكُمْ قَالَ قَالُوْا لاَ وَاللّٰهِ مَا فَرَغْنَا قَالَ أَلَمْ اٰمُرْ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ قَالَ وَتَنَحَّيْتُ عَنْهُ فَقَالَ يَا عَبْدَ الرَّحْمٰنِ قَالَ فَتَنَحَّيْتُ عَنْهُ قَالَ فَقَالَ يَا غُنْثَرُ اَقْسَمْتُ عَلَيْكَ اِنْ كُنْتَ تَسْمَعُ صَوْتِىْ اِلاَّ جِئْتَ قَالَ فَجِئْتُ قَالَ فَقُلْتُ وَاللّٰهِ مَالِىْ ذَنْبٌ هٰؤُلاَءِ اَضْيَافُكَ فَسَلْهُمْ قَدْ اَتَيْتُهُمْ بِقِرَاهُمْ فَاَبَوْا اَنْ يَطْعَمُوْا حَتّٰى تَجِيْئَ قَالَ فَقَالَ مَالَكُمْ اَلاَتَقْبَلُوْا عَنَّا قِرَاكُمْ قَالَ فَقَالَ اَبُوْ بَكْرٍ فَوَاللّٰهِ لاَ اَطْعَمُهُ اللَّيْلَةَ قَالَ فَقَالُوْا فَوَاللّٰهِ لاَ نَطْعَمُهُ حَتّٰى تَطْعَمَهُ قَالَ فَقَالَ مَا رَأَيْتُ كَالشَّرِّ كَاللَّيْلَةِ قَطُّ وَيْلَكُمْ مَالَكُمْ اَنْ لاَ تَقْبَلُوْا عَنَّا قِرَاكُمْ قَالَ ثُمَّ قَالَ اَمَّا الاُوْلٰى فَمِنَ الشَّيْطَانِ هَلُمُّوْا قِرَاكُمْ قَالَ فَجِيْئَ بِالطَّعَامِ فَسَمّٰى فَاَكَلَ وَاَكَلُوْا قَالَ فَلَمَّا اَصْبَحَ غَدَا عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ بَرُّوْا وَحَنِثْتُ قَالَ فَاَخْبَرَهُ فَقَالَ بَلْ اَنْتَ اَبَرُّهُمْ وَاَخْيَرُهُمْ قَالَ وَلَمْ تَبْلُغْنِىْ كَفَّارَةٌ-

৫১৯৩. মুহাম্মদ ইব্ন মুসান্না (র)....... আবদুর রাহমান ইব্ন আবূ বকর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন কিছু মেহমান আমাদের বাড়িতে এলেন। (রাবী বলেন)। আমার পিতা রাতে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সাথে আলাপ আলোচনা করতেন। তাই তিনি যাওয়ার সময় বললেন, হে আবদুর রাহমান! মেহমানদারীর সব কাজ সম্পন্ন করবে। আবদুর রাহমান বলেন, সন্ধ্যা হলে আমি মেহমানদের খাবার নিয়ে এলাম। কিন্তু তারা খেতে রাযী হলেন না। তারা বললেন, বাড়ির মালিক যতক্ষণ পর্যন্ত এসে আমাদের সাথে আহার না করবেন, (ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা

আহার করবো না)। আমি তাঁদের বললাম, তিনি কড়া মেযাজের (রাগী) মানুষ। আপনারা যদি আহার না করেন তাহলে আমার ভয় হচ্ছে, আমাকে তাঁর বকাবকি শুনতে হবে। তিনি বলেন, তাঁরা রাযী হলেনই না। আমার পিতা এসে প্রথমেই তাঁদের সংবাদ নিলেন। তিনি বললেন, তোমরা কি মেহমানদারীর কাজ সম্পন্ন করেছ? তাঁরা বললেন, না, আল্লাহ্র কসম! আমরা সম্পন্ন করতে পারেনি। তিনি বললেন, আমি কি আবদুর রাহমানকে নির্দেশ দেইনি? আবদুর রাহমান বলেন, আমি তাঁর দৃষ্টি থেকে সরে গিয়েছিলাম। তিনি বললেন, হে আবদুর রাহমান! আমি আরও সরে গেলাম। তিনি পুনরায় বললেন, রে নির্বোধ! আমি কসম করে তোমাকে বলছি, তুমি যদি আমার আওয়ায শুনতে পাও, তাহলে হাযির হও। তিনি বলেন, তখন আমি হাযির হয়ে বললাম, আল্লাহ্র কসম! আমার কোন অপরাধ নেই। আপনার মেহমানদের জিজ্ঞাসা করে দেখুন আমি তাঁদের খাবার নিয়ে এসেছিলাম কিন্তু আপনি না আসা পর্যন্ত তাঁরা খেতে সম্মত হলেন না। তখন তিনি (মেহমানদের) বললেন, আপনাদের কি হয়েছে ? আপনারা কেন আমাদের আপ্যায়ন গ্রহণ করেননি ? আবদুর রাহমান বলেন, তখন আবূ বকর (রা) বললেন, আল্লাহ্র কসম! আমি আজ আর খাব না। বর্ণনাকারী বলেন, তারা বললেন, আল্লাহ্র কসম! আপনি না খাওয়া পর্যন্ত আমরাও খাব না। তিনি বললেন, তখন আবূ বকর (রা) বললেন, আজকের রাতের মত এত খারাপ রাত আমি আর দেখিনি। সর্বনাশ, আপনারা কেন আমাদের মেহমানদারী গ্রহণ করবেন না? রাবী বলেন, তিনি বললেন, প্রথমে যা হয়েছে (না যাওয়ার কসম করা) তা শয়তানের পক্ষ থেকে হয়েছে। তোমরা খাবার নিয়ে আস। তিনি বলেন, এরপর খাবার আনা হলে তিনি 'বিস্মিল্লাহ্' পড়ে খেতে লাগলেন। তাঁরাও খাওয়া শুরু করল। আবদুর রাহমান (রা) বলেন, পরদিন সকালে তিনি নবী ﷺ-এর নিকট গিয়ে বললেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ! তারা তো কসম রক্ষা (করে পুণ্যের কাজ) করেছে। কিন্তু আমি কসম ভেঙ্গে ফেলেছি। তিনি (বর্ণনাকারী) বললেন। অতঃপর তিনি তাঁকে (রাসূল ﷺ-কে) ঘটনাটি খুলে বললেন। পরে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : বরং তুমি সবচেয়ে বেশি সৎকর্মশীল এবং সবচেয়ে ভাল। রাবী বলেন, কাফ্ফারার তথা আমার কাছে পৌঁছেনি।

٣٢- بَابُ فَضِيْلَةِ الْمُوَاسَاةِ فِى الطَّعَامِ الْقَلِيْلِ وَاَنَّ طَعَامَ الاِثْنَيْنِ يَكْفِىْ الثَّلاَثَةَ وَنَحْوِ ذٰلِكَ-

৩২. পরিচ্ছেদ : স্বল্প খাদ্য সমমর্মীতার ফযীলত এবং দু'জনের খাবার তিনজনের জন্য এবং অনুরূপ ক্রমধারায় যথেষ্ট হওয়া

٥١٩٤- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ اَبِى الزِّنَادِ عَنِ الاَعْرَجِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ طَعَامُ الاِثْنَيْنِ كَافِى الثَّلاَثَةِ وَطَعَامُ الثَّلاَثَةِ كَافِى الاَرْبَعَةِ-

৫১৯৪. ইয়াহ্ইয়া ইব্ন ইয়াহ্ইয়া (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : দু'জনের খাবার তিনজনের জন্য আর তিনজনের খাবার চারজনের জন্য যথেষ্ট।

٥١٩٥- حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ اَخْبَرَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ ح قَالَ وَحَدَّثَنِىْ يَحْيَى بْنُ حَبِيْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا رَوْحٌ قَالَ اَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ اَبُوْ الزُّبَيْرِ اَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ يَقُوْلُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ طَعَامُ الْوَاحِدِ يَكْفِى الْاِثْنَيْنِ وَطَعَامُ الاِثْنَيْنِ يَكْفِىْ الاَرْبَعَةَ وَطَعَامُ الاَرْبَعَةِ يَكْفِىْ الثَّمَانِيَةَ وَفِىْ رِوَايَةِ اِسْحَاقَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَمْ يَذْكُرْ سَمِعْتُ-

৫১৯৫. ইসহাক ইব্‌ন ইবরাহীম ও ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন হাবীব (র)...... জাবির ইব্‌ন আব্‌দুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে বলতে শুনেছি যে, একজনের খাবার দু'জনের জন্য যথেষ্ট। আর দু'জনের খাবার চারজনের জন্য যথেষ্ট, আবার চারজনের খাবার আটজনের জন্য যথেষ্ট। ইসহাক (র)-এর রিওয়ায়াতে আছে, "রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন", তিনি "আমি শুনেছি" কথাটি উল্লেখ করেননি।

٥١٩٦- حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِىْ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ح قَالَ وَحَدَّثَنِىْ مُحَمَّدُ بْنُ مُثَنّٰى قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِ حَدِيْثِ ابْنِ جُرَيْجٍ-

৫১৯৬. ইব্‌ন নুমায়র (র)...... অন্য সনদে মুহাম্মদ ইব্‌ন মুসান্না (র)...... জাবির (রা)-এর সূত্রে নবী ﷺ থেকে ইব্‌ন জুরায়জ (র) বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত আছে।

٥١٩٧- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنِ يَحْيٰى وَاَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ وَاَبُوْ كُرَيْبٍ وَاِسْحَاقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ اَبُوْ بَكْرٍ وَاَبُوْ كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا وَقَالَ الْاٰخَرَانِ اَخْبَرَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اَبِىْ سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ طَعَامُ الْوَاحِدِ يَكْفِىْ الاِثْنَيْنِ وَطَعَامُ الاِثْنَيْنِ يَكْفِىْ الاَرْبَعَةَ-

৫১৯৭. ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া, আবূ বকর ইব্‌ন আবূ শায়বা, আবূ কুরায়ব ও ইসহাক ইব্‌ন ইবরাহীম (র)...... জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : একজনের খাবার দু'জনের জন্য যথেষ্ট। আর দু'জনের খাবার চারজনের জন্য যথেষ্ট।

٥١٩٨- وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ وَعُثْمَانُ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ قَالاَ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنِ الاَعْمَشِ عَنْ اَبِىْ سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ طَعَامُ الرَّجُلِ يَكْفِى الرَّجُلَيْنِ وَطَعَامُ رَجُلَيْنِ يَكْفِىْ اَرْبَعَةً وَطَعَامُ اَرْبَعَةٍ يَكْفِى ثَمَانِيَةً-

৫১৯৮. কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ ও উসমান ইব্‌ন আবূ শায়বা (র).....জাবির (রা)-এর সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : এক ব্যক্তির খাবার দু'ব্যক্তির জন্য যথেষ্ট। দু'ব্যক্তির খাবার চার ব্যক্তির জন্য যথেষ্ট। আর চারজনের খাবার আটজনের জন্য যথেষ্ট।

٣٣- بَابٌ الْمُؤْمِنُ يَاْكُلُ فِىْ مِعًا وَاحِدٍ وَالْكَافِرُ يَاْكُلُ فِىْ سَبْعَةِ اَمْعَاءٍ

৩৩. অনুচ্ছেদ : মু'মিন ব্যক্তি এক আঁতে খায় আর কাফির ব্যক্তি সাত আঁতে খায়

٥١٩٩- حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ مُثَنّٰى وَعُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ سَعِيْدٍ قَالُوْا حَدَّثَنَا يَحْيٰى وَهُوَ الْقَطَّانُ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ قَالَ اَخْبَرَنِىْ نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ الْكَافِرُ يَاْكُلُ فِىْ سَبْعَةِ اَمْعَاءٍ وَالْمُؤْمِنُ يَاْكُلُ فِىْ مِعًا وَاحِدٍ-

৫১৯৯. যুহায়র ইব্‌ন হার্‌ব, মুহাম্মদ ইব্‌ন মুসান্না ও উবায়দুল্লাহ্ সাঈদ (র)...... ইব্‌ন উমার (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : কাফির ব্যক্তি সাত আঁতে খায় আর মু'মিন খায় এক আঁতে।

٥٢٠٠- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ نُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِىْ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِى شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ اُسَامَةَ وَابْنُ نُمَيْرٍ قَالاَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ ح قَالَ وَحَدَّثَنِىْ مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ قَالَ اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ اَيُّوْبَ كِلاَهُمَا عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ بِمِثْلِهِ -

৫২০০. মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন নুমায়র, আবূ বকর ইব্‌ন আবূ শায়বা, মুহাম্মদ ইব্‌ন রাফি' ও আব্‌দ ইব্‌ন হুমায়দ (র)...... ইব্‌ন উমর (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন।

٥٢٠١- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنِ خَلاَّدٍ الْبَاهِلِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ وَاقِدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ اَنَّهُ سَمِعَ نَافِعًا قَالَ رَأَى ابْنُ عُمَرَ مِسْكِيْنًا فَجَعَلَ يَضَعُ بَيْنَ يَدَيْهِ وَيَضَعُ بَيْنَ يَدَيْهِ قَالَ فَجَعَلَ يَأْكُلُ اَكْلاً كَثِيْرًا قَالَ فَقَالَ لاَ يُدْخَلَنَّ هٰذَا عَلَىَّ فَاِنِّىْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اِنَّ الْكَافِرَ يَأْكُلُ فِىْ سَبْعَةِ اَمْعَاءٍ -

৫২০১. আবূ বকর ইব্‌ন খাল্লাদ বাহিলী (র)...... নাফি' (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইব্‌ন উমর (রা) এক মিসকীনকে দেখলেন, তিনি তার সামনে (খাবার) রাখতে দেখিলেন...... আর এভাবে সে অনেক খাবার খেয়ে ফেললে। তিনি (নাফি') বলেন, তখন ইব্‌ন উমর (রা) বললেন, এ ধরনের লোককে আর কখনো আমার কাছে যেন আনা না হয়। কারণ আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে বলতে শুনেছি যে, কাফির ব্যক্তি সাত আঁতে খায়।

٥٢٠٢- حَدَّثَنِىْ مُحَمَّدُ بْنُ مُثَنًّى قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ وَابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ الْمُؤْمِنُ يَأْكُلُ فِىْ مَعِىً وَاحِدٍ وَالْكَافِرُ يَأْكُلُ فِىْ سَبْعَةِ اَمْعَاءٍ -

৫২০২. মুহাম্মদ ইব্‌ন মুসান্না (র)...... জাবির ও ইব্‌ন উমার (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : মু'মিন এক আঁতে আহার করে, আর কাফির সাত আঁতে আহার করে।

٥٢٠٣- وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِىْ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ بِمِثْلِهِ وَلَمْ يَذْكُرِ ابْنَ عُمَرَ -

৫২০৩. ইব্‌ন নুমায়র (র)...... জাবির (রা)-এর সূত্রে নবী ﷺ থেকে অনুরূপ বর্ণিত আছে। এখানে বর্ণনাকারী ইব্‌ন উমর (রা) -এর কথা উল্লেখ করেন নি।

٥٢٠٤- حَدَّثَنَا اَبُوْ كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ اُسَامَةَ قَالَ حَدَّثَنَا بُرَيْدُ عَنْ جَدِّهِ عَنْ اَبِىْ مُوْسٰى عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ الْمُؤْمِنُ يَاكُلُ فِىْ مَعِىً وَاحِدٍ وَالْكَافِرُ يَأْكُلُ فِىْ سَبْعَةِ اَمْعَاءٍ -

৫২০৪. আবূ কুরায়ব মুহাম্মদ ইব্ন আ'লা (র)...... আবূ মূসা (রা)-এর সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : মু'মিন এক আঁতে খাদ্য খায়, আর কাফির সাত আঁতে খায়।

٥٢٠٥- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَلاَءِ عَنْ اَبِيهِ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِ حَدِيثِهِمْ-

৫২০৫. কুতায়বা (র)........ আবূ হুরায়রা (রা)-এর সূত্রে নবী ﷺ থেকে তাঁদের সকলের হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত আছে।

٥٢٠٦- وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بْنُ عِيسَى قَالَ اَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ اَبِى صَالِحٍ عَنْ اَبِيهِ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ ضَافَهُ ضَيْفٌ وَهُوَ كَافِرٌ فَاَمَرَ لَهُ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ بِشَاةٍ فَحُلِبَتْ فَشَرِبَ حِلاَبَهَا ثُمَّ اُخْرَى فَشَرِبَهُ ثُمَّ اُخْرَى فَشَرِبَهُ حَتَّى شَرِبَ حِلاَبَ سَبْعِ شِيَاهٍ ثُمَّ اِنَّهُ اَصْبَحَ فَاَسْلَمَ فَاَمَرَ لَهُ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ بِشَاةٍ فَشَرِبَ حِلاَبَهَا ثُمَّ اَمَرَ بِاُخْرَى فَلَمْ يَسْتَتِمَّهَا فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ الْمُؤْمِنُ يَشْرَبُ فِى مِعًى وَاحِدٍ وَالْكَافِرُ يَشْرَبُ فِى سَبْعَةِ اَمْعَاءٍ-

৫২০৬. মুহাম্মদ ইব্ন রাফি' (র)....... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, এক কাফির ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর মেহ্মান হল। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ একটি বক্রীর দুধ দোহন করতে আদেশ দিলেন। দুধ দোহন করা হলে লোকটি সে দুধটুকু পান করল। এরপর অপর একটি বকরী দোহন করা হলে সে তাও পান করল। আবার অন্য একটি দোহন করা হলে সেটার দুধও সে পান করলো। এমনিভাবে সে সাতটি বকরীর দুধ পান করে ফেলল। পরদিন সকালে সে ইসলাম গ্রহণ করল। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আবার তার জন্য একটি বক্রীর দুধ দোহন করতে আদেশ দিলেন। (দোহন করা হলে) সে তা পান করল। তিনি পুনরায় আর একটি দোহন করার আদেশ দিলে সে আর তার সবটুকু পান করতে পারল না। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : মু'মিন এক আঁতে পান করে। আর কাফির সাত আঁতে পান করে।

٣٤- بَابُ لاَ يَعِيبُ الطَّعَامَ

৩৪. পরিচ্ছেদ : খাবারের দোষ বর্ণনা করবে না

٥٢٠٧- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَاِسْحَاقُ بْنُ اِبْرَاهِيمَ قَالَ زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا وَقَالَ الاخرَانِ اَخْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنِ الاَعْمَشِ عَنْ اَبِى حَازِمٍ عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ مَاعَابَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ طَعَامًا قَطُّ كَانَ اِذَا اشْتَهَى شَيْئًا اَكَلَهُ وَاِنْ كَرِهَهُ تَرَكَهُ-

৫২০৭. ইয়াহ্ইয়া ইব্ন ইয়াহ্ইয়া, যুহায়র ইব্ন হার্ব ও ইসহাক ইব্ন ইবরাহীম (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কখনো কোন খাদ্যের দোষ বর্ণনা করেননি। কোন খাবার পসন্দ হলে তা খেয়েছেন আর অপসন্দ হলে তা পরিত্যাগ করেছেন।

٥٢٠٨- وَحَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ يُوْنُسَ قَالَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ عَنِ الاَعْمَشِ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ مِثْلَهُ-

৫২০৮. আহমদ ইব্‌ন ইউনুস (র)...... আ'মাশ (র) থেকে উল্লেখিত সনদে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

٥٢٠٩- وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنَ حُمَيْدٍ قَالَ اَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ وَعَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَمْرٍو وَعُمَرُ بْنُ سَعْدٍ اَبُوْ دَاوِدَ الْحُفَرِىُّ كُلُّهُمْ عَنْ سُفْيَانَ عَنِ الاَعْمَشِ بِهٰذَا الاِسْنَادِ نَحْوَهُ-

৫২০৯. আব্‌দ ইব্‌ন হুমায়াদ (র)...... আ'মাশ (র) থেকে উল্লেখিত সনদে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

٥٢١٠- وَحَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ وَاَبُوْ كُرَيْبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ مُثَنّى وَعَمْرٌو وَالنَّاقِدُ وَاللَّفْظُ لاَبِىْ كُرَيْبٍ قَالُوْا حَدَّثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ قَالَ حَدَّثَنَا الاَعْمَشُ عَنْ اَبِىْ يَحْيَى مَوْلَى اٰلِ جَعْدَةَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ مَا رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَابَ طَعَامًا قَطُّ كَانَ اِذَا اشْتَهَاهُ اَكَلَهُ وَاِنْ لَمْ يَشْتَهِهِ سَكَتَ-

৫২১০. আবূ বকর ইব্‌ন আবূ শায়রা, আবূ কুরায়ব, মুহাম্মদ ইব্‌ন মুসান্না ও আমর আন-নাকিদ (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে কখনো কোন খাবারের দোষ বর্ণনা করতে শুনিনি। তাঁর মনে চাইলে খেতেন আর মনে না চাইলে চুপ থাকতেন।

٥٢١١- وَحَدَّثَنَاهُ اَبُوْ كُرَيْبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ مُثَنّى قَالاَ حَدَّثَنَا اَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الاَعْمَشِ عَنْ اَبِىْ حَازِمٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ بِمِثْلِهِ-

৫২১১. আবূ কুরায়র ও মুহাম্মদ ইব্‌ন মুসান্না (র)........ আবূ হুরায়রা (রা) -এর সূত্রে নবী ﷺ থেকে অনুরূপ বর্ণিত আছে।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

كِتَابُ اللِّبَاسِ وَالزِّيْنَةِ

অধ্যায় : পোশাক ও সাজসজ্জা

١- بَابُ تَحْرِيْمُ اِسْتِعْمَالِ اَوَانِىْ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ فِىْ الشُّرْبِ وَغَيْرِهِ عَلَى الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ-

১. পরিচ্ছেদ : নারী-পুরুষ সকলের জন্য পান করা ইত্যাদি কাজে স্বর্ণ ও রৌপ্য পাত্র ব্যবহার করা হারাম

٥٢١٢- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِىْ بَكْرٍ الصِّدِّيْقِ عَنْ اُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِىِّ ﷺ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ الَّذِىْ يَشْرَبُ فِىْ اٰنِيَةِ الْفِضَّةِ اِنَّمَا يُجَرْجِرُ فِىْ بَطْنِهِ نَارَ جَهَنَّمَ-

৫২১২. ইয়াহ্ইয়া ইব্ন ইয়াহ্ইয়া (র)...... নবী ﷺ-এর স্ত্রী উম্মু সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি রৌপ্য পাত্রে পান করে, তার পেটে জাহান্নামের আগুন ঢুকায় মাত্র।

٥٢١٣- وَحَدَّثَنَاهُ قُتَيْبَةُ وَمُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ ح قَالَ وَحَدَّثَنِيْهِ عَلِىُّ بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ يَعْنِى ابْنَ عُلَيَّةَ عَنْ اَيُّوْبَ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ وَالْوَلِيْدُ بْنُ شُجَاعٍ قَالاَ حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اَبِىْ بَكْرٍ الْمُقَدَّمِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا الْفُضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ عُقْبَةَ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوْخَ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ يَعْنِى ابْنَ حَازِمٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ السَّرَّاجِ كُلُّ هٰؤُلاَءِ عَنْ نَافِعٍ بِمِثْلِ حَدِيْثِ مَالِكِ بْنِ اَنَسٍ بِاِسْنَادِهِ عَنْ نَافِعٍ وَزَادَ فِىْ حَدِيْثِ عَلِىِّ بْنِ مُسْهِرٍ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ اَنَّ الَّذِىْ يَاْكُلُ اَوْ يَشْرَبُ فِىْ اٰنِيَةِ الْفِضَّةِ وَالذَّهَبِ وَلَيْسَ فِىْ حَدِيْثِ اَحَدٍ مِنْهُمْ ذِكْرُ الاَكْلِ وَالذَّهَبِ اِلاَّ فِىْ حَدِيْثِ ابْنِ مُسْهِرٍ-

৫২১৩. কুতায়বা, মুহাম্মদ ইব্ন রুম্হ্, আলী ইব্ন হুজ্‌র সা'দী, ইব্ন নুমায়র, মুহাম্মদ ইব্ন মুসান্না, আবূ বকর ইব্ন আবূ শায়বা, ওয়ালীদ ইব্ন শুজা', মুহাম্মদ ইব্ন আবূ বকর মুকাদ্দামী ও শায়বান ইব্ন ফাররূখ (র) তাঁরা

সকলে বিভিন্ন সনদে নাফি' (র) থেকে, নাফি' (র) থেকে মালিক ইব্‌ন আনাস (রা)-এর সনদে বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন। তবে উবায়দুল্লাহ্ (র)-এর সূত্রে আলী ইব্‌ন মুস্‌হির (র) বর্ণিত হাদীসে অধিক আছে, 'যে ব্যক্তি রৌপ্য ও স্বর্ণ পাত্রে আহার কিংবা পান করবে।' ইব্‌ন মুস্‌হির (র)-এর হাদীস ছাড়া অন্য কারো হাদীসে আহার করা ও স্বর্ণ পাত্রের কথা উল্লেখ নেই।

٥٢١٤- حَدَّثَنِى زَيْدُ بْنُ يَزِيْدَ اَبُوْ مَعَنِ الرَّقَّاشِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَاصِمٍ عَنْ عُثْمَانَ يَعْنِى ابْنَ مُرَّةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ خَالَتِهِ اُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ شَرِبَ فِىْ اِنَاءٍ مِنْ ذَهَبٍ اَوْ فِضَّةٍ فَاِنَّمَا يُجَرْجِرُ فِىْ بَطْنِهِ نَارًا مِنْ جَهَنَّمَ-

৫২১৪. যায়দ ইব্‌ন ইয়াযীদ আবূ মা'আন রাক্‌কাশী (র)...... উম্মু সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি স্বর্ণ বা রৌপ্য পাত্রে পান করে সে কেবল তার উদরে জাহান্নামের আগুন ঢুকায়।

٢- بَابُ تَحْرِيْمِ اِسْتِعْمَالِ اِنَاءِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ عَلَى الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَخَاتِمِ الذَّهَبِ وَالْحَرِيْرِ عَلَى الرِّجَالِ وَاِبَاحَتِهِ لِلنِّسَاءِ وَاِبَاحَةِ الْعَلَمِ وَنَحْوِهِ لِلرِّجَالِ مَا لَمْ يَزِدْ عَلَى اَرْبَعِ اَصَابِعَ-

২. পরিচ্ছেদ : নারী ও পুরুষের জন্য সোনা-রূপার পাত্র, আর পুরুষের জন্য সোনার আংটি ও রেশমজাত কাপড় ব্যবহার করা হারাম এবং স্ত্রীলোকের জন্য এগুলো ব্যবহার করা মুবাহ্। সোনা-রূপা ও রেশমের অনধিক চার আঙ্গুল পরিমাণ নকলী (পাড় ও আঁচল) অনুরূপ কিছু পুরুষের জন্য মুবাহ্

٥٢١٥- حَدَّثَنَا يَحْيَى ابْنُ يَحْيَى التَّمِيْمِيُّ قَالَ اَنَا اَبُوْ خَيْثَمَةَ عَنْ اَشْعَثَ بْنِ اَبِى الشَّعْثَاءِ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ يُوْنُسَ قَالَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ قَالَ حَدَّثَنَا اَشْعَثُ قَالَ حَدَّثَنِىْ مُعَاوِيَةُ بْنُ سُوَيْدِ بْنِ مُقَرِّنٍ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ فَسَمِعْتُهُ يَقُوْلُ اَمَرَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِسَبْعٍ وَنَهَانَا عَنْ سَبْعٍ اَمَرَنَا بِعِيَادَةِ الْمَرِيْضِ وَاِتِّبَاعِ الْجَنَازَةِ وَتَشْمِيْتِ الْعَاطِسِ وَاِبْرَارِ الْقَسَمِ اَوِ الْمُقْسِمِ وَنَصْرِ الْمَظْلُوْمِ وَاِجَابَةِ الدَّاعِىْ وَاِفْشَاءِ السَّلَامِ وَنَهَانَا عَنْ خَوَاتِيْمَ اَوْ عَنْ تَخَتُّمٍ بِالذَّهَبِ وَعَنْ شُرْبٍ بِالْفِضَّةِ وَعَنِ الْمَيَاثِرِ وَعَنِ الْقَسِّيِّ وَعَنْ لُبْسِ الْحَرِيْرِ وَالْاِسْتَبْرَقِ وَالدِّيْبَاجِ-

৫২১৫. ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন ইয়াহ্ইয়া আত-তামীমী ও আহ্‌মাদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ ইব্‌ন ইউনুস (র)...... মু'আবিয়া ইব্‌ন সুওয়াদ ইব্‌ন মুকাররিন (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বারা' ইব্‌ন আযিব (রা)-এর কাছে গিয়েছিলাম। তখন আমি তাঁকে বলতে শুনেছি যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদের সাতটি জিনিসের আদেশ দিয়েছেন এবং সাতটি জিনিস থেকে নিষেধ করেছেন। তিনি আমাদের রোগীর দেখাশোনা করা, জানাযার সাথে চলা, হাঁচিদাতার জবাব দেয়া, কসম পূর্ণ করা অথবা বলেছেন কসমকারীকে কসমের দায়মুক্ত করা, মাযলুমের সাহায্য করা, দাওয়াতকারীর আহবানে (দাওয়াতে) সাড়া দেয়া এবং সালামের বিস্তার করার আদেশ দিয়েছেন। আর তিনি আমাদেরকে স্বর্ণের

আংটি ব্যবহার করা, রৌপ্য পাত্রে পান করা, মায়াছির (এক জাতীয় নরম রেশমী কাপড়) ও কাস্‌সী (রেশম মিশ্রিত এক জাতীয় মিসরীয় কাপড়) ব্যবহার করা এবং মিহি রেশমী কাপড়, মোটা রেশমী বস্ত্র ও দীবা (খাঁটি রেশমী কাপড়) পরিধান করতে নিষেধ করেছেন।

٥٢١٦- حَدَّثَنَا اَبُوْ الرَّبِيْعِ الْعَتَكِيُّ قَالَ حدَّثَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ اَشْعَث بْنِ سُلَيْمٍ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ مِثْلَهُ اِلاَّ قَوْلَهُ وَابْرَارِ الْقَسَمِ اَوِ الْمُقْسِمِ فَانَّهُ لَمْ يَذْكُرْ هٰذَا الْحَرْفَ فِىْ الْحَدِيْثِ وجَعَلَ مَكَانَهُ وَانْشَادِ الضَّالِّ-

৫২১৬. আবূ রবী' আতাকী (র)...... আশ্‌আস ইব্‌ন সুলায়ম (র) থেকে উল্লেখিত সনদে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। শুধু 'কসম বা কসমকারীর কসম পূর্ণ করার' কথাটি ছাড়া। কেননা তিনি তাঁর হাদীসে কথাটি উল্লেখ করেননি। এর স্থলে তিনি 'হারানো বস্তুত ঘোষণা দেয়ার' কথা উল্লেখ করেছেন।

٥٢١٧- وَحَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ مُسْهِرٍ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ كِلاَهُمَا عَنِ الشَّيْبَانِىِّ عَنْ اَشْعَثَ بْنِ اَبِىْ الشَّعْثَاءِ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ مِثْلَ حَدِيْثِ زُهَيْرٍ وَقَالَ اِبْرَارِ الْمُقْسِمِ مِنْ غَيْرِ شَكٍّ وَزَادَ فِىْ الْحَدِيْثِ وَعَنِ الشُّرْبِ فِى الْفِضَّةِ فَانَّهُ مَنْ شَرِبَ فِيْهَا فِى الدُّنْيَا لَمْ يَشْرَبِ فِيْهَا فِى الْاٰخِرَةِ-

৫২১৭. আবূ বকর ইব্‌ন আবূ শায়বা ও উসমান ইব্‌ন আবূ শায়বা (র)...... আশ'আস ইব্‌ন আবূ শা'সা (র) থেকে উল্লেখিত সনদে যুহায়র (র)-এর হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তবে তিনি সন্দেহ ছাড়াই কসমকারীর কসম পূর্ণ করার কথা উল্লেখ করেছেন। আর তিনি তাঁর হাদীসে অধিক বলেছেন যে, তিনি রৌপ্য পাত্রে পান করতে নিষেধ করেছেন। কেননা ইহকালে যারা এতে পান করে, পরকালে তারা এতে পান করতে পারবে না।

٥٢١٨- وَحَدَّثَنَاهُ اَبُوْ كُرَيْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ اِدْرِيْسَ قَالَ نَا اَبُوْ اِسْحَاقَ الشَّيْبَانِىُّ وَلَيْثُ بْنُ اَبِىْ سُلَيْمٍ عَنْ اَشْعَثَ بْنِ اَبِىْ الشَّعْثَاءِ بِاِسْنَادِ هِمْ وَلَمْ يَذْكُرْ زِيَادَةَ جَرِيْرٍ وَابْنِ مُسْهِرٍ -
وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالاَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُعَاذٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِىْ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ اَخْبَرَنَا اَبُوْ عَامِرٍ الْعَقَدِىُّ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ بِشْرٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ بَهْزٌ قَالُوْا جَمِيْعًا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ اَشْعَثَ بْنِ سُلَيْمٍ بِاِسْنَادِهِمْ وَمَعْنَى حَدِيْثِهِمْ اِلاَّ قَوْلَهُ وَاِفْشَاءِ السَّلاَمِ فَانَّهُ قَالَ بَدَلَهَا وَرَدِّ السَّلاَمِ وَقَالَ نَهَانَا عَنْ خَاتَمِ الذَّهَبِ اَوْ حَلْقَةِ الذَّهَبِ-

৫২১৮. আবূ কুরায়ব (র) ... ... আশ্‌আস ইব্‌ন আবূ শা'সা (র) থেকে উল্লেখিত সনদে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। তবে বর্ণনাকারী ইব্‌ন ইদ্‌রীস (র) জারীর ও ইব্‌ন মুস্‌হির (র)-এর বর্ধিত অংশ উল্লেখ করেন নি।
মুহাম্মদ ইব্‌ন মুসান্না, ইব্‌ন বাশ্‌শার, উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন মুআয, ইসহাক ইব্‌ন ইবরাহীম ও আবদুর রহমান ইব্‌ন বিশ্‌র (র)..... আশ'আস ইব্‌ন সুলায়ম (র) থেকে তাঁদের সনদে, তাঁদের হাদীসের সমার্থক হাদীস রিওয়ায়াত

করেছেন। তবে বর্ণনাকারী [শু'বা (র)] 'সালামের বিস্তার করার' কথাটি উল্লেখ করেন নি। এর পরিবর্তে তিনি 'সালামের উত্তর দেয়ার' কথা বলেছেন। তিনি আরো বলেছেন, আমাদেরকে স্বর্ণের আংটি বা স্বর্ণের বৃত্ত (রিং) ব্যবহার করতে তিনি নিষেধ করেছেন।

٥٢١٩- حَدَّثَنَاهُ اِسْحَاقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ ادَمَ وَعَمْرُوُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالاَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ اَشْعَثَ بْنِ اَبِى الشَّعْثَاءِ بِاِسْنَادِهِمْ وَقَالَ وَاِفْشَاءِ السَّلاَمِ وَخَاتَمِ الذَّهَبِ مِنْ غَيْرِ شَكٍّ-

৫২১৯. ইসহাক ইব্ন ইবরাহীম (র)...... আশ'আস আবূ শা'সা (র) থেকে উপরোক্ত সনদে হাদীসটি বর্ণিত আছে। তিনি (সুফয়ান)-ও সালামের বিস্তারের কথা এবং সন্দেহ ছাড়াই স্বর্ণের আংটির কথা উল্লেখ করেছেন।

٥٢٢٠- حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ سَهْلِ بْنِ اِسْحَاقَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الاَشْعَثِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ سَمِعْتُهُ يَذْكُرُوهُ عَنْ اَبِى فَرْوَةَ اَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللّٰهِ ابْنَ عُكَيْمٍ قَالَ كُنَّا مَعَ حُذَيْفَةَ بِالْمَدَائِنِ فَاسْتَسْقَى حُذَيْفَةُ فَجَاءَهُ دِهْقَانُ بِشَرَابٍ فِى اِنَاءٍ مِنْ فِضَّةٍ فَرَمَاهُ بِهِ وَقَالَ اِنِّى اُخْبِرُكُمْ اَنِّى قَدْ اَمَرْتُهُ اَنْ لاَ يَسْقِيَنِى فِيْهِ فَاِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لاَ تَشْرَبُوْا فِى اِنَاءِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَلاَ تَلْبَسُوْا الدِّيْبَاجَ وَالْحَرِيْرَ فَاِنَّهُ لَهُمْ فِى الدُّنْيَا وَهُوَ لَكُمْ فِى الْاٰخِرَةِ يَوْمَ الْقِيَمَةِ-

৫২২০. সাঈদ ইব্ন আমর ইব্ন সাহ্ল ইব্ন ইসহাক ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন আশ'আস ইব্ন কায়স (র)...... আবদুল্লাহ্ ইব্ন উকায়ম (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা হুযায়ফা (রা)-এর সাথে মাদায়েনে ছিলাম। হুযায়ফা (রা) পানি পান করতে চাইলে এক গ্রাম্য মাতব্বর তাঁর নিকট রৌপ্য পাত্রে পানি নিয়ে এল। তিনি তা ছুঁড়ে মারলেন এবং বললেন, আমি তোমাদেরকে (এটি ছুঁড়ে মারার কারণ) জানাচ্ছি। তাকে আমি নিষেধ করেছিলাম, সে যেন এতে করে আমাকে পানি পান না করায়। কারণ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : তোমরা স্বর্ণ ও রৌপ্য পাত্রে পান করবে না, এবং মোটা রেশমী বস্ত্র ও মিহি রেশমী বস্ত্র পরিধান করবে না। কেননা দুনিয়াতে এসব হল তাদের (কাফিরদের) জন্য, আর তোমাদের জন্য হবে তা পরকালে, কিয়ামত দিবসে।

٥٢٢١- وَحَدَّثَنَاه ابْنُ اَبِى عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ اَبِى فَرْوَةَ الْجُهَنِىِّ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُكَيْمٍ يَقُوْلُ كُنَّا عِنْدَ حُذَيْفَةَ بِالْمَدَائِنِ فَذَكَرَ نَحْوَهُ وَلَمْ يَذْكُرْ فِى الْحَدِيْثِ يَوْمَ الْقِيَمَةِ-

৫২২১. ইব্ন আবূ উমর (র)...... আবদুল্লাহ্ ইব্ন উকায়ম (র)-কে বলতে শুনেছি যে, আমরা হুযায়ফা (রা)-এর সাথে মাদায়েনে ছিলাম।...... এরপর বর্ণনাকারী উল্লেখিত রিওয়ায়াতের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তবে তিনি তাঁর হাদীসে 'কিয়ামত দিবসে' কথাটি উল্লেখ করেন নি।

٥٢٢٢- وَحَدَّثَنِى عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلاَءِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِى نَجِيْحٍ اَوَّلاً عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ اَبِى لَيْلَى عَنْ حُذَيْفَةَ ثُمَّ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ سَمِعَهُ مِنِ ابْنِ اَبِى لَيْلَى عَنْ حُذَيْفَةَ ثُمَّ حَدَّثَنَا اَبُوْ فَرْوَةَ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عُكَيْمٍ فَظَنَنْتُ اَنَّ ابْنَ اَبِى لَيْلَى اِنَّمَا سَمِعَهُ مِنِ ابْنِ عُكَيْمٍ قَالَ كُنَّا مَعَ حُذَيْفَةَ بِالْمَدَائِنِ فَذَكَرَ نَحْوَهُ وَلَمْ يَقُلْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ-

৫২২২. আব্দুল জব্বার ইব্ন আ'লা (র)...... ইব্ন উকায়ম (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা হুযায়ফা (রা)-এর সাথে মাদায়েনে ছিলাম। এর পর বর্ণনাকারী উপরোক্ত রিওয়ায়াতের অনুরূপ বর্ণনা করেন। তবে তিনি 'কিয়ামত দিবসে' কথাটি উল্লেখ করেন নি।

٥٢٢٣. وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِىْ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ اَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ يَعْنِىْ ابْنَ اَبِىْ لَيْلَى قَالَ شَهِدْتُ حُذَيْفَةَ اسْتَسْقَى بِالْمَدَائِنِ فَاَتَاهُ اِنْسَانٌ بِاِنَاءٍ مِنْ فِضَّةٍ فَذَكَرَهُ بِمَعْنَى حَدِيْثِ ابْنِ عُكَيْمٍ عَنْ حُذَيْفَةَ-

৫২২৩. উবায়দুল্লাহ্ ইব্ন মুআয আম্বারী (র)...... আব্দুর রাহমান ইব্ন আবূ লায়লা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি মাদায়েনে হুযায়ফা (রা)-এর সাথে ছিলাম। তিনি পানি পান করতে চাইলে এক ব্যক্তি রৌপ্য পাত্রে পানি নিয়ে এল। এর পর বর্ণনাকারী হুযায়ফা (রা)-এ থেকে ইব্ন উকায়ম (র)-এর হাদীসের সমার্থক হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন।

٥٢٢٤- وَحَدَّثَنَاهُ اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا ابْنُ مُثَنّٰى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالاَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ عَدِىٍّ ح قَالَ وَحَدَّثَنِىْ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ بِشْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا بَهْزٌ كُلُّهُمْ عَنْ شُعْبَةَ بِمِثْلِ حَدِيْثِ مُعَاذٍ وَاِسْنَادِهِ وَلَمْ يَذْكُرْ اَحَدٌ مِنْهُمْ فِىْ الْحَدِيْثِ شَهِدْتُ حُذَيْفَةَ غَيْرُ مُعَاذٍ وَحْدَهُ اِنَّمَا قَالُوْا اِنَّ حُذَيْفَةَ اَسْتَسْقٰى-

৫২২৪. আবূ বকর ইব্ন আবূ শায়বা, ইব্ন মুসান্না, ইব্ন বাশ্শার ও আবদুর রাহমান ইব্ন বিশ্র (র) বাহয (র) থেকে, তাঁরা সকলে শু'বা (র) থেকে মুআয (রা)-এর হাদীস ও সনদের অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন। তবে কেবল মুআয (রা) ছাড়া তাঁদের মধ্যে অন্য কেউ তাঁর হাদীসে 'আমি হুযায়ফার সাথে উপস্থিত ছিলাম' কথাটি উল্লেখ করেন নি। তাঁরা শুধু বলেছেন, 'হুযায়ফা (রা) পানি পান করতে চাইলেন'।

٥٢٢٥- وَحَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ اَخْبَرَنَا جَرِيْرٌ عَنْ مَنْصُوْرٍ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُثَنّٰى قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ عَدِىٍّ عَنِ ابْنِ عَوْنٍ كِلاَهُمَا عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِىْ لَيْلَى عَنْ حُذَيْفَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمَعْنَى حَدِيْثِ مَنْ ذَكَرْنَا-

৫২২৫. ইসহাক ইব্ন ইবরাহীম ও মুহাম্মদ ইব্ন মুসান্না (র).....হুযায়ফা (রা)-এর সূত্রে নবী থেকে উল্লেখিত হাদীসের সমার্থক (হাদীস) বর্ণিত আছে।

٥٢٢٦- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ نُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِىْ قَالَ حَدَّثَنَا سَيْفٌ قَالَ سَمِعْتُ مُجَاهِدًا يَقُوْلُ سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ اَبِىْ لَيْلَى قَالَ اسْتَسْقٰى حُذَيْفَةُ فَسَقَاهُ مَجُوْسِىٌّ فِىْ اِنَاءٍ

مِنْ فِضَّةٍ فَقَالَ اِنِّى سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ لاَ تَلْبَسُوْا الْحَرِيْرَ وَلاَ الدِّيْبَاجَ وَلاَ تَشْرَبُوْا فِى أَنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَلاَ تَأْكُلُوْا فِىْ صِحَافِهَا فَاِنَّهَا لَهُمْ فِى الدُّنْيَا-

৫২২৬. মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন নুমায়র (র)...... আবদুর রাহমান ইব্‌ন আবূ লায়লা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হুযায়ফা (রা) পানি পান করতে চাইলে এক অগ্নিপূজক একটি রৌপ্য পাত্রে তাঁকে পানি পান করতে দিল। তখন তিনি বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে বলতে শুনেছি যে, তোমরা মিহি রেশমী কাপড় ও মোটা রেশমী কাপড় পরিধান করবে না, স্বর্ণ ও রৌপ্য পাত্রে পান করবে না এবং সোনা-রূপার প্লেটে আহারও কারবে না। কারণ দুনিয়াতে এসব তাদের (কাফিরদের) জন্য।

٥٢٢٧- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ عُمَرَبْنَ الْخَطَّابِ رَأَى حُلَّةً سِيَرَاءَ عِنْدَ بَابِ الْمَسْجِدِ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ لَوِ اشْتَرَيْتَ هٰذِهِ فَلَبِسْتَهَا لِلنَّاسِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَلِلْوَفْدِ اِذَا قَدِمُوا عَلَيْكَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّمَا يَلْبَسُ هٰذِهِ مَنْ لاَ خَلاَقَ لَهُ فِىْ الْاٰخِرَةِ ثُمَّ جَاءَتْ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ مِنْهَا حُلَلٌ فَاَعْطَى عُمَرَ مِنْهَا حُلَّةً فَقَالَ عُمَرُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ كَسَوْتَنِيْهَا وَقَدْ قُلْتَ فِىْ حُلَّةِ عُطَارِدٍ مَا قُلْتَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ اِنِّى لَمْ اَكْسُكَهَا لِتَلْبَسَهَا فَكَسَاهَا عُمَرُ اَخًا لَهُ مُشْرِكًا بِمَكَّةَ-

৫২২৭. ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন ইয়াহ্ইয়া (র)...... ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, (একদা) উমর ইব্‌ন খাত্তাব (রা) মসজিদের দরজার নিকটে সেয়ারা 'হুল্লা' ('চেক' ও রেখাযুক্ত রেশমী কাপড়ের জোড়া সেট) দেখে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি যদি এটি খরিদ করে জুমু'আর দিন এবং কোন প্রতিনিধি দলের আগমনকালে পরিধান করতেন (তাহলে কতো ভাল হতো)! তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : এটি (রেশমী হওয়ার কারণে) সে ব্যক্তিই পরিধান করবে পরকালে যার কোন অংশ নাই। এরপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট এ জাতীয় কয়েকটি 'হুল্লা' এলে তিনি তা থেকে একটি 'হুল্লা' উমর (রা)-কে দিলেন। উমর (রা) বললেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আপনি এটি আমাকে পরতে দিলেন? অথচ আপনিই উতারিদের (জনৈক ব্যক্তি) হুল্লা সম্পর্কে যা বলেছেন তা তো বলেছেন? তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : আমি এটি তোমাকে বস্ত্ররূপে পরিধান করতে দেই নি। এরপর উমর (রা) সেটি মক্কাতে তাঁর এক মুশরিক ভাইকে (হাদিয়া) রূপে পাঠিয়ে দিলেন।

٥٢٢٨- وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِىْ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ أُسَامَةَ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اَبِىْ بَكْرٍ الْمُقَدَّمِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ كُلُّهُمْ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ ح قَالَ وَحَدَّثَنِى سُوَيْدُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ مَيْسَرَةَ عَنْ مُوْسَى بْنِ عُقْبَةَ كِلاَهُمَا عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ بِنَحْوِ حَدِيْثِ مَالِكٍ-

৫২২৮. ইব্‌ন নুমায়র, আবূ বকর ইব্‌ন আবূ শায়বা, মুহাম্মদ ইব্‌ন আবূ বকর মুকাদ্দামী ও সুওয়ায়দ ইব্‌ন সাঈদ (র)...... ইব্‌ন উমর (রা)-এর সূত্রে নবী ﷺ থেকে মালিক (র)-এর হাদীসের অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন।

٥٢٢٩- وَحَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوْخَ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيْرُ بْنُ حَازِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا نَافِعٌ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ رَأى عُمَرُ عُطَارِدًا التَّمِيْمِيَّ يُقِيمُ بِالسُّوْقِ حُلَّةً سِيَرَاءَ وَكَانَ رَجُلاً يَغْشَى الْمُلُوْكَ وَيُصِيْبُ مِنْهُمْ فَقَالَ عُمَرُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اِنِّىْ رَأَيْتُ عُطَارِدًا يُقِيْمُ فِى السُّوْقِ حُلَّةً سِيَرَاءَ فَلَوِ اشْتَرَيْتَهَا فَلَبِسْتَهَا لِوُفُوْدِ الْعَرَبِ اِذَا قَدِمُوْا عَلَيْكَ وَاَظُنُّهُ قَالَ وَلَبِسْتَهَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّمَا يَلْبَسُ الْحَرِيْرَ فِى الدُّنْيَا مَنْ لاَخَلاَقَ لَهُ فِى الْاٰخِرَةِ فَلَمَّا كَانَ بَعْدَ ذٰلِكَ اُتِىَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِحُلَلٍ سِيَرَاءَ فَبَعَثَ اِلَى عُمَرَ بِحُلَّةٍ وَبَعَثَ اِلَى اُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ بِحُلَّةٍ وَاَعْطَى عَلِىَّ بْنَ اَبِىْ طَالِبٍ حُلَّةً وَقَالَ شَقِّقْهَا خُمُرًا بَيْنَ نِسَائِكَ قَالَ فَجَاءَ عُمَرُ بِحُلَّتِهِ يَحْمِلُهَا فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ بَعَثْتَ اِلَىَّ بِهٰذِهِ وَقَدْ قُلْتَ بِالْاَمْسِ فِى حُلَّةِ عُطَارِدٍ مَا قُلْتَ فَقَالَ اِنِّىْ لَمْ اَبْعَثْ بِهَا اِلَيْكَ لِتَلْبَسَهَا وَلٰكِنِّىْ بَعَثْتُ بِهَا اِلَيْكَ لِتُصِيْبَ بِهَا وَ اَمَّا اُسَامَةُ فَرَاحَ فِى حُلَّتِهِ فَنَظَرَ اِلَيْهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ نَظَرًا عَرَفَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَدْ اَنْكَرَ مَا صَنَعَ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَا تَنْظُرُ اِلَىَّ فَاَنْتَ بَعَثْتَ اِلَىَّ بِهَا فَقَالَ اِنِّىْ لَمْ اَبْعَثْ اِلَيْكَ لِتَلْبَسَهَا وَلٰكِنِّىْ بَعَثْتُ بِهَا اِلَيْكَ لِتُشَقِّقَهَا خُمُرًا بَيْنَ نِسَائِكَ-

৫২২৯. শায়বান ইব্‌ন ফার্‌রূখ (র)...... ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, (একবার) উমর (রা) উতারিদ তামীমীকে বাজারে লাল রং-এর হুল্লা বিক্রি করতে দেখলেন। লোকটি রাজা-বাদশাহ্‌দের দরবারে যাতায়াত ছিল এবং তাদের কাছ থেকে কিছু (উপহার উপঢৌকন পেত) উমর (রা) বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি উতারিদকে বাজারে সিয়ারা হুল্লা বিক্রি করতে দেখলাম। আপনি যদি এটি খরিদ করতেন এবং আরবের প্রতিনিধি দল আগমনের সময় পরিধান করতেন! আমার মনে হয় তিনি আরো বলেছেন, এবং জুমু'আর দিনেও পরিধান করতেন। (তাহলে কতো না ভাল হতো!) তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁকে বললেন : রেশমী কাপড় সে লোকই দুনিয়ায় পরিধান করবে, পরকালে যার কোন হিস্‌সা নেই। পরবর্তী সময়ে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে কিছু সিয়ারা হুল্লা আসলে তিনি তার একটি উমর (রা)-এর কাছে ও একটি উসামা ইব্‌ন যায়দ (রা)-এর কাছে পাঠিয়ে দিলেন। আলী ইব্‌ন আবূ তালিব (রা)-কেও তিনি একটি 'হুল্লা' দিলেন এবং বললেন, এটি ফেড়ে ওড়না বানিয়ে তোমার মহিলাদের মাঝে বণ্টন করে দাও। ইব্‌ন উমর (রা) বলেন, এরপর উমর (রা) তাঁর হুল্লাটি নিয়ে আস্‌লেন এবং বললেন ইয়া রাসূলাল্লাহ্! এটি আপনি আমার নিকট পাঠিয়ে দিলেন অথচ এর আগে উতারিদ-এর হুল্লা সম্পর্কে আপনি যা বলার তা বলেছিলেন ? তিনি বললেন, তুমি নিজে পরিধান করার জন্য সেটি আমি তোমার কাছে পাঠাইনি, বরং আমি এটি তোমার কাছে পাঠিয়েছি যাতে তুমি এটি দ্বারা উপকৃত হতে পার। এদিকে উসামা (রা) তাঁর হুল্লাটি পরিধান করে বিকেল বেলা বের হলে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর প্রতি এমনভাবে তাকালেন, যে, তিনি বুঝতে পারলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর এ কাজকে অপসন্দ করেছেন। তখন তিনি বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনি এভাবে আমার প্রতি তাকাচ্ছেন কেন? আপনিই তো এটি আমার নিকট পাঠিয়েছেন! তিনি বললেন, আমি তোমার কাছে এজন্য পাঠাই নি যে, তুমি এটি পরিধান করবে বরং এজন্য এটি পাঠিয়েছি যে, তুমি এটি ফেড়ে ওড়না বানিয়ে তোমার মহিলাদেরকে দিবে।

٥٢٣٠- وَحَدَّثَنِىْ اَبُوْ الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيٰى وَاللَّفْظُ لِحَرْمَلَةَ قَالاَ اَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ وَجَدَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ حُلَّةً مِنْ اِسْتَبْرَقٍ تُبَاعُ فِى السُّوْقِ فَاَخَذَهَا فَاَتٰى بِهَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ابْتَعْ هٰذِهِ فَتَجَمَّلْ بِهَا لِلْعِيْدِ وَلِلْوَفْدِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّمَا هذه لِبَاسُ مَنْ لاَ خَلاَقَ لَهُ قَالَ فَلَبِثَ عُمَرُ مَا شَاءَ اللّٰهُ ثُمَّ اَرْسَلَ عَلَيْهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِجُبَّةِ دِيْبَاجٍ فَاَقْبَلَ بِهَا عُمَرُ حَتّٰى اَتٰى بِهَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اَقُلْتَ اِنَّمَا هٰذِهِ لِبَاسُ مَنْ لاَ خَلاَقَ لَهُ اَوْ قُلْتَ اِنَّمَا يَلْبَسُ هٰذِهِ مَنْ لاَ خَلاَقَ لَهُ ثُمَّ اَرْسَلْتَ اِلَىَّ بِهٰذِهِ فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ تَبِيْعُهَا وَتُصِيْبُ بِهَا حَاجَتَكَ-

৫২৩০. আবূ তাহির ও হারমালা ইব্ন ইয়াহ্ইয়া (র)...... সালিম ইব্ন আব্দুল্লাহ্ (র) থেকে বর্ণিত যে, আব্দুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা) বলেছেন, উমর ইব্ন খাত্তাব (রা) (একদা) বাজারে মোটা রেশমের তৈরি একটি হুল্লা বিক্রি হতে দেখে সেটি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট নিয়ে এলেন এবং বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! আপনি এটি খরিদ করুন। তাহলে ঈদের দিন ও প্রতিনিধি দলের আগমনকালে এটি দ্বারা আপনি সুসজ্জিত হতে পারবেন। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : এটি (রেশমী বিধায়) কেবল সে ব্যক্তিরই পোশাক, যার (পরকালে) কোন হিস্সা নেই। ইব্ন উমর (রা) বলেন, এরপর উমর (রা) আল্লাহ্র যেমন ইচ্ছা কিছুকাল অতিবাহিত করলেন। তারপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর কাছে একটি খাঁটি (দীবা) রেশমের জুব্বা পাঠালেন। উমর (রা) সেটি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে নিয়ে আসলেন এবং বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! আপনিই তো বলেছেন এটি সে ব্যক্তিরই পোশাক (পরকালে) যার কোন অংশ নাই, আবার আপনি এটি আমার কাছে পাঠালেন? তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁকে বললেন : (আমি পাঠিয়েছি যাতে) তুমি এটি বিক্রি করে নিজের প্রয়োজন মিটাবে।

٥٢٣١- وَحَدَّثَنَا هَارُوْنُ بْنُ مَعْرُوْفٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ بِهٰذَا الاِسْنَادِ مِثْلَهُ-

৫২৩১. হারূন ইব্ন মারূফ (র)...... ইব্ন শিহাব (র) থেকে উল্লেখিত সনদে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

٥٢٣٢- حَدَّثَنِى زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ شُعْبَةَ قَالَ اَخْبَرَنِىْ اَبُوْ بَكْرِ بْنُ حَفْصٍ عَنْ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ عُمَرَ رَاٰى عَلٰى رَجُلٍ مِنْ اٰلِ عُطَارِدٍ قَبَاءً مِنْ دِيْبَاجٍ اَوْ حَرِيْرٍ فَقَالَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ لَوِ اشْتَرَيْتَهُ فَقَالَ اِنَّمَا يَلْبَسُ هٰذَا مَنْ لاَ خَلاَقَ لَهُ فَاُهْدِىَ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ حُلَّةٌ سِيَرَاءُ فَاَرْسَلَ بِهَا اِلَىَّ قَالَ قُلْتُ اَرْسَلْتَ بِهَا اِلَىَّ وَقَدْ سَمِعْتُكَ قُلْتَ فِيْهَا مَا قُلْتَ قَالَ اِنَّمَا بَعَثْتُ بِهَا اِلَيْكَ لِتَسْتَمْتِعَ بِهَا-

৫২৩২. যুহায়র ইব্ন হার্ব (র)...... ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, উমর (রা) উতারিদ পরিবারের এক ব্যক্তির নিকট একটি রেশমী কাবা' (বড় জামা) দেখতে পেয়ে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে বললেন, আপনি যদি এটি খরিদ করতেন! তখন তিনি বললেন : এটি কেবল সে ব্যক্তিই পরবে (পরকালে) যার কোন অংশ নেই। এরপর লাল রং-এর একটি সিয়ারা হুল্লা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট হাদিয়া রূপে আসলে তিনি সেটি আমার কাছে পাঠিয়ে দিলেন। তিনি [উমর (রা)] বলেন, আমি বললাম, আপনি এটি আমার কাছে পাঠালেন? অথচ এজাতীয় কাপড় সম্বন্ধে আপনার উক্তি আমার কর্ণগোচর হয়েছে। তিনি বললেন : আমি শুধু এজন্য এটি তোমার কাছে পাঠিয়েছি যাতে তুমি এটি দ্বারা (বিক্রি করে) উপকার লাভ করতে পারো।

٥٢٣٣- وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا رَوْحٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ حَفْصٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ عُمَرَ رَاٰى عَلٰى رَجُلٍ مِنْ اٰلِ عُطَارِدٍ بِمِثْلِ حَدِيْثِ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ غَيْرَ اَنَّهُ قَالَ اِنَّمَا بَعَثْتُ بِهَا اِلَيْكَ لِتَنْتَفِعَ بِهَا وَلَمْ اَبْعَثْ بِهَا اِلَيْكَ لِتَلْبَسَهَا-

৫২৩৩. ইব্ন নুমায়র (র)...... ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, উমর (রা) উতারিদ পরিবারের জনৈক ব্যক্তির গায়ে দেখতে পেলেন। এরপর বর্ণনাকারী ইয়াহ্ইয়া ইব্ন সাঈদ (র)-এর হাদীসের অনুরূপ রিওয়ায়াত করেন। তবে তিনি উল্লেখ করেছেন, আমি এটি তোমার কাছে পাঠিয়েছি যাতে তুমি এরদ্বারা উপকৃত হতে পার। পরিধান করার জন্য এটি তোমার কাছে পাঠাই নি।

٥٢٣٤- حَدَّثَنِيْ ابْنُ مُثَنّٰى قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ قَالَ سَمِعْتُ اَبِيْ يُحَدِّثُ قَالَ حَدَّثَنِيْ يَحْيَى بْنُ اَبِيْ اِسْحٰقَ قَالَ قَالَ لِيْ سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ فِي الْاِسْتَبْرَقِ قَالَ قُلْتُ مَا غَلُظَ مِنَ الدِّيْبَاجِ وَخَشُنَ مِنْهُ فَقَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللّٰهِ ابْنَ عُمَرَ يَقُوْلُ رَاٰى عُمَرُ عَلٰى رَجُلٍ حُلَّةً مِنْ اِسْتَبْرَقٍ فَاَتٰى بِهَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَذَكَرَ نَحْوَ حَدِيْثِهِمْ غَيْرَ اَنَّهُ قَالَ فَقَالَ اِنَّمَا بَعَثْتُ بِهَا اِلَيْكَ لِتُصِيْبَ بِهَا مَالاً-

৫২৩৪. মুহাম্মদ ইব্ন মুসান্না (র)...... ইয়াহ্ইয়া ইব্ন আবূ ইসহাক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সালিম ইব্ন আব্দুল্লাহ্ (র) আমাকে বলেন 'ইস্তাব্রাক' কি? তিনি বলেন, আমি বললাম, মোটা ও খস্খসে রেশমী কাপড়। তিনি বললেন, আমি আব্দুল্লাহ ইব্ন উমর (রা)-কে বলতে শুনেছি, উমর (রা) এক ব্যক্তির গায়ে ইস্তাব্রাকের তৈরি হুল্লা দেখে সেটি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট নিয়ে আসলেন।...... এরপর বর্ণনাকারী ইয়াহ্ইয়া (র) উল্লেখিত রাবিগণের অনুরূপ রিওয়ায়াত করেন। তবে তিনি বলেছেন, এরপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : আমি এটি তোমার কাছে কেবল এজন্য পাঠিয়েছি যে, তুমি এর দ্বারা কিছু মাল অর্জন করতে পারবে।

٥٢٣٥- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ اَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ مَوْلٰى اَسْمَاءَ بِنْتِ اَبِيْ بَكْرٍ وَكَانَ خَالَ وَلَدِ عَطَاءٍ قَالَ اَرْسَلَتْنِيْ اَسْمَاءُ اِلٰى عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ

فَقَالَتْ بَلَغَنِىْ اَنَّكَ تُحَرِّمُ اَشْيَاءَ ثَلاَثَةً الْعَلَمَ فِى الثَّوْبِ وَمِيْثَرَةَ الْاُرْجُوَانِ وَصَوْمَ رَجَبَ كُلِّهِ فَقَالَ لِىْ عَبْدُ اللّٰهِ اَمَّا مَا ذَكَرْتَ مِنْ رَجَبَ فَكَيْفَ بِمَنْ يَصُوْمُ الْاَبَدَ وَاَمَّا مَا ذَكَرْتَ مِنَ الْعَلَمِ فِى الثَّوْبِ فَانِّى سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَقُوْلُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اِنَّمَا يَلْبَسُ الْحَرِيْرَ مَنْ لاَ خَلاَقَ لَهُ فَخِفْتُ اَنْ يَكُوْنَ الْعَلَمُ مِنْهُ وَاَمَّا مِيْثَرَةُ الْاُرْجُوَانِ فَهٰذِهِ مِيْثَرَةُ عَبْدِ اللّٰهِ فَاِذَا هِىَ اُرْجُوَانٌ فَرَجَعْتُ اِلَى اَسْمَاءَ فَخَبَّرْتُهَا فَقَالَتْ هٰذِهِ جُبَّةُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَاَخْرَجَتْ اِلَىَّ جُبَّةً طَيَالِسَةً كِسْرَوَانِيَّةً لَهَا لِبْنَةُ دِيْبَاجٍ وَفَرْجَيْهَا مَكْفُوْفَيْنِ بِالدِّيْبَاجِ فَقَالَتْ هٰذِهِ كَانَتْ عِنْدَ عَائِشَةَ حَتّٰى قُبِضَتْ فَلَمَّا قُبِضَتْ قَبَضْتُهَا وَكَانَ النَّبِىُّ ﷺ يَلْبَسُهَا فَنَحْنُ نَغْسِلُهَا لِلْمَرْضٰى لِيُسْتَشْفٰى بِهَا-

৫২৩৫. ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া (র)....... আসমা বিন্‌ত আবূ বকর (রা)-এর আযাদকৃত গোলাম আবদুল্লাহ (র), তিনি আতা (র)-এর সন্তানদের মামা হতেন— থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আসমা (রা) আমাকে আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা)-এর নিকট এই বলে পাঠালেন যে, আমি জানতে পেরেছি তুমি নাকি তিনটি জিনিসকে হারাম মনে কর। কাপড়ে (রেশমের) নক্‌শা বা নকশী পাড়, গাঢ় লাল রং-এর মীছারা (এক জাতীয় রেশমজাত লাল বর্ণের গদীর আচ্ছাদন) ও রজবের পুরো মাস সাওম পালন করা। তখন আবদুল্লাহ্ (রা) আমাকে বললেন, আপনি যে রজব মাসের সাওম হারামের কথা বললেন এটা সে ব্যক্তির পক্ষে কিভাবে সম্ভব যিনি সদাসর্বদা সাওম পালন করেন? আর আপনি যে কাপড়ে (রেশমের) পাড় বা নক্‌শার কথা বললেন, এ সম্বন্ধে আমি উমর ইব্‌ন খাত্তাব (রা)-কে বলতে শুনেছি যে, আমি নবী ﷺ-কে বলতে শুনেছি, রেশমী কাপড় কেবল সে লোকই পরবে (পরকালে) যার কোন হিস্‌সা নেই। তাই আমার আশংকা হল নক্‌শাও এর অন্তর্ভুক্ত হতে পারে। আর গাঢ় লাল রং-এর মীছারা (পর্দার আচ্ছাদন) তা এই তো আবদুল্লাহরই মীছারা। দেখলাম, আসলেই সেটি গাঢ় লাল রং-এর (সূতি বা পশমী কাপড়)। এরপর আমি আস্‌মা (রা)-এর কাছে ফিরে গেলাম এবং তাঁকে (আমার) এ বিষয়ে খবর দিলাম। তখন তিনি বললেন, এটি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর জুব্বা। এই বলে তিনি একটি তায়লামান কিসরাওয়ানী (পারস্য সম্রাট কিস্‌রার প্রতি সম্বন্ধযুক্ত) সবুজ রং-এর জুব্বা বের করলেন যার পকেটটি ছিল রেশমের তৈরি এবং এর দুই পাশের ফাঁড়া ছিল খাঁটি রেশমের টুকরা দ্বারা আবৃত। তিনি বললেন, এটি আয়েশার মৃত্যু পর্যন্ত তাঁর কাছেই ছিল। তাঁর মৃত্যুর পর আমি এটি নিয়েছি। নবী ﷺ এটি পরিধান করতেন। তাই আমরা রোগীদের শিফা হাসিলের জন্য এটি ধৌত করি এবং সে পানি তাদেরকে পান করিয়ে থাকি।

٥٢٣٦- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ خَلِيْفَةَ بْنِ كَعْبٍ اَبِىْ ذُبْيَانَ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ الزُّبَيْرِ يَخْطُبُ يَقُوْلُ اَلاَ لاَ تُلْبِسُوْا نِسَاءَكُمُ الْحَرِيْرَ فَانِّىْ سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَ تَلْبَسُوا الْحَرِيْرَ فَاِنَّهُ مَنْ لَبِسَهُ فِى الدُّنْيَا لَمْ يَلْبَسْهُ فِى الْاٰخِرَةِ-

৫২৩৬. আবূ বকর ইব্‌ন আবূ শায়বা (র)....... খালীফা ইব্‌ন কা'ব আবূ যুব্‌য়ান (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবদুল্লাহ ইব্‌ন যুবায়র (রা)-কে খুত্‌বায় একথা বলতে শুনেছি যে, সাবধান! তোমরা তোমাদের নারীদেরকে রেশমী কাপড় পরাবে না। কারণ আমি উমর ইব্‌ন খাত্তাব (রা)-কে বলতে শুনেছি যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : তোমরা রেশমী কাপড় পরো না। কেননা দুনিয়ায় যে ব্যক্তি তা পরবে, পরকালে সে তা পরতে পারবে না।

٥٢٣٧- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ يُوْنُس قَالَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَاصِمُ الْاَحْوَلُ عَنْ اَبِى عُثْمَانَ قَالَ كَتَبَ اِلَيْنَا عُمَرُ وَنَحْنُ بِاَذْرَبِيْجَانَ يَاعُتْبَةُ بْنَ فَرْقَدٍ اِنَّهُ لَيْسَ مِنْ كَدِّكَ وَلاَ مِنْ كَدِّ اَبِيْكَ وَلاَ مِنْ كَدِّ اُمِّكَ فَاَشْبِعِ الْمُسْلِمِيْنَ فِى رِحَالِهِمْ مِمَّا تَشْبَعُ مِنْهُ فِىْ رَحْلِكَ وَاِيَّاكُمْ وَالتَّنَعُّمَ وَزِيَّ اَهْلِ الشِّرْكِ وَلَبُوْسَ الْحَرِيْرَ فَاِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَهٰى عَنْ لَبُوْسِ الْحَرِيْرِ قَالَ اِلاَّ هٰكَذَا وَرَفَعَ لَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِصْبَعَيْهِ الْوُسْطٰى وَالسَّبَّابَةَ وَضَمَّهُمَا قَالَ زُهَيْرٌ قَالَ عَاصِمُ هٰذَا فِى الْكِتَابِ قَالَ وَرَفَعَ زُهَيْرٌ اِصْبَعَيْهِ-

৫২৩৭. আহমাদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন ইউনুস (র)...... আবূ উসমান (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা 'আজারবায়জান'-এ ছিলাম, এ সময় উমর (রা) আমাদের (দলপতির) নিকট পত্র লিখলেন, হে উতবা ইব্‌ন ফারকাদ! এ সম্পদ তোমারও কষ্টার্জিত নয়, তোমার পিতামাতারও কষ্টার্জিত নয়। সুতরাং এ থেকে তুমি যেভাবে নিজ গৃহে পেটপুরে আহার কর, তেমনিভাবে মুসলমানদের বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে তাদেরকেও তৃপ্তিসহ আহার করাও। আর সাবধান, বিলাসিতা, মুশরিকদের বেশভূষা এবং রেশমী কাপড় পরা থেকে বেঁচে থাকবে। কারণ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ রেশমী বস্ত্র পরিধান করতে নিষেধ করেছেন। তিনি বলেছেন, তবে এ পরিমাণ (জায়েয আছে)। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর শাহাদাত ও মধ্যমা অঙ্গুলীদ্বয় একত্রিত করে আমাদের সামনে তুলে ধরলেন। যুহায়র (রা) বলেন আসিম, (রা) বলেছেন, পত্রে তা আছে, আর যুহায়র (রা) তার দুই আঙ্গুল তুলে দেখালেন।

٥٢٣٨- وَحَدَّثَنِىْ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيْرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيْدِ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ كِلاَهُمَا عَنْ عَاصِمٍ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ فِى الْحَرِيْرِ بِمِثْلِهِ-

৫২৩৮. যুহায়র ইব্‌ন হারব ও ইব্‌ন নুমায়র (র)....... আসিম (র) থেকে উল্লিখিত সনদে নবী ﷺ থেকে রেশমী কাপড় সম্বন্ধে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন।

٥٢٣٩- وَحَدَّثَنَا ابْنُ اَبِى شَيْبَةَ وَاِسْحَاقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ الْحَنْظَلِىُّ كِلاَهُمَا عَنْ جَرِيْرٍ وَاللَّفْظُ لِاِسْحَاقَ قَالَ اَخْبَرَنَا جَرِيْرٌ عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِىِّ عَنْ اَبِى عُثْمَانَ قَالَ كُنَّا مَعَ عُتْبَةَ بْنِ فَرْقَدٍ فَجَاءَنَا كِتَابُ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لاَ يَلْبَسُ الْحَرِيْرَ اِلاَّ مَنْ لَيْسَ لَهُ مِنْهُ شَىْءٌ فِى الْاٰخِرَةِ

اِلاَّ هٰكَذَا وَقَالَ اَبُوْ عُثْمَانَ بِاِصْبَعَيْهِ اللَّتَيْنِ تَلِيَانِ الْاِبْهَامِ فَرَأَيْتُهُمَا اَزْرَارَ الطَّيَالِسَةِ حِيْنَ رَأَيْتُ الطَّيَالِسَةَ-

৫২৩৯. ইব্‌ন আবূ শায়বা (র) ও ইসহাক ইব্‌ন ইবরাহীম হানযালী (র)...... আবূ উসমান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা উতবা ইব্‌ন ফারকাদ (রা)-এর সাথে ছিলাম। এ সময় আমাদের কাছে উমর (রা)-এর পত্র এলো। পত্রে উল্লেখ ছিল যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : রেশমী কাপড় কেবল সে লোকই পরিধান করবে, পরকালে যার তা থেকে কোন অংশ নেই। তবে এ পরিমাণ জায়েয আছে। আবূ উসমান (র) তাঁর বৃদ্ধাঙ্গুল সংলগ্ন দু'টি আঙ্গুল দ্বারা ইশারা করলেন। আমি সে দু'টোকে তায়ালিসা জুব্বা-র বোতাম-এর (পট্টি) পরিমাণ বুঝলাম যখন আমি তায়ালিসা দেখলাম তখনও তাই মনে হল।

٥٢٤٠- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الاَعْلٰى قَالَ حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ عُثْمَانَ قَالَ كُنَّا مَعَ عُتْبَةَ بْنِ فَرْقَدٍ بِمِثْلِ حَدِيْثِ جَرِيْرٍ-

৫২৪০. মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুল আলা (র)...... আবূ উসমান (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা উতবা ইব্‌ন ফারকাদ (র)-এর সাথে ছিলাম।...... বর্ণনাকারী পরবর্তী অংশ জারীরের হাদীসের অনুরূপ রিওয়ায়াত করেন।

٥٢٤١- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُثَنّٰى وَاَبْنُ بَشَّارٍ وَاللَّفْظُ لاِبْنِ مُثَنّٰى قَالاَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا عُثْمَانَ النَّهْدِيَّ قَالَ جَاءَنَا كِتَابُ عُمَرَ وَنَحْنُ بِاَذْرَبِيْجَانَ مَعَ عُتْبَةَ بْنِ فَرْقَدٍ اَوْ بِالشَّامِ اَمَّا بَعْدُ فَاِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَهٰى عَنِ الْحَرِيْرِ اِلاَّ هٰكَذَا اِصْبَعَيْنِ قَالَ اَبُوْ عُثْمَانَ فَمَا عَتَّمْنَا اَنَّهُ يَعْنِى الْاَعْلاَمَ-

৫২৪১. মুহাম্মদ ইব্‌ন মুসান্না ও ইব্‌ন বাশ্‌শার (র)....... আবূ উসমান (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা উতবা ইব্‌ন ফারকাদ (র)-এর সাথে আজারবায়জান-এ অথবা সিরিয়ায় ছিলাম। সে সময় আমাদের কাছে উমর (রা)-এর নিকট থেকে এ মর্মে একটি পত্র এলো যে, 'আম্মা বা'দু' (অতঃপর) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ রেশমী কাপড় ব্যবহার নিষেধ করেছেন, তবে দু'আঙ্গুল পরিমাণ হলে জায়েয হবে। আবূ উসমান (র) বলেন, আমাদের বুঝতে বিলম্ব হল না যে, তিনি (এ দ্বারা) নক্‌শী (পাড়) ও কারুকার্যের প্রতি ইংগিত করেছেন।

٥٢٤٢- وَحَدَّثَنَا اَبُوْ غَسَّانَ الْمِسْمَعِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ مُثَنّٰى قَالاَ حَدَّثَنَا مُعَاذٌ وَهُوَ ابْنُ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ اَبِىْ عَنْ قَتَادَةَ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ مِثْلَهُ وَلَمْ يَذْكُرْ قَوْلَ اَبِىْ عُثْمَانَ-

৫২৪২. আবূ গাস্‌সান মিস্‌মাঈ ও মুহাম্মদ ইব্‌ন মুসান্না (র)...... কাতাদা (র) থেকে উল্লিখিত সনদে অনুরূপ বর্ণিত আছে। তবে তিনি আবূ উসমান (র)-এর উক্তিটি উল্লেখ করেন নাই।

٥٢٤٣- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيْرِيُّ وَاَبُوْ غَسَّانَ الْمِسْمَعِيُّ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَاِسْحَاقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ وَمُحَمَّدُ بْنُ مُثَنّٰى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَ اِسْحَاقُ اَخْبَرَنَا وَقَالَ الْاٰخَرُوْنَ حَدَّثَنَا مُعَاذُ

بْنُ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ اَبِىْ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عَامِرٍ الشَّعْبِيِّ عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ اَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ خَطَبَ بِالْجَابِيَةِ فَقَالَ نَهَى نَبِيُّ اللّٰهِ ﷺ عَنْ لُبْسِ الْحَرِيْرِ الاَّ مَوْضِعَ اِصْبَعَيْنِ اَوْثَلاَثٍ اَوْ اَرْبَعٍ-

৫২৪৩. উবায়দুল্লাহ ইব্‌ন উমর আল কাওয়ারীরী, আবূ গাস্‌সান আল মিস্‌মাঈ, যুহায়র ইব্‌ন হারব, ইসহাক ইব্‌ন ইবরাহীম, মুহাম্মদ ইব্‌ন মুসান্না ও ইব্‌ন বাশ্‌শার (র)...... সুওয়ায়দ ইব্‌ন গাফালা (র) থেকে বর্ণিত যে, (একদা) উমর ইব্‌ন খাত্তাব (রা) জাবিয়া নামক স্থানে খুতবা দানকালে বললেন, আল্লাহ্‌র নবী ﷺ রেশমী বস্ত্র পরিধান করতে নিষেধ করেছেন। তবে যদি দু'আঙ্গুল বা তিন আঙ্গুল বা চার আঙ্গুল পরিমাণ (পাড় বা আঁচল) হয় (তাহালে জায়েয হবে)।

٥٢٤٤- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ الرُّزِّيُّ قَالَ اَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ عَنْ سَعِيْدٍ عَنْ قَتَادَةَ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ مِثْلَهُ-

৫২৪৪. মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ রুয্‌যী (র)...... কাতাদা (র) থেকে উল্লিখিত সনদে অনুরূপ বর্ণনা করেন।

٥٢٤٥- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ نُمَيْرٍ وَاِسْحَاقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ الْحَنْظَلِيُّ وَيَحْيٰى بْنُ حَبِيْبٍ وَحَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ وَاللَّفْظُ لِاَبْنِ حَبِيْبٍ قَالَ اِسْحَاقُ اَخْبَرَنَا وَقَالَ الْاٰخَرُوْنَ حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ اَبُوْ الزُّبَيْرِ اَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ يَقُوْلُ لَبِسَ النَّبِيُّ ﷺ يَوْمًا قَبَاءً مِنْ دِيْبَاجٍ اُهْدِىَ لَهُ ثُمَّ اَوْشَكَ اَنْ يَنْزِعَهُ فَاَرْسَلَ بِهِ اِلَى عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فَقِيْلَ لَهُ قَدْ اَوْشَكَ مَا نَزَعْتَهُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ فَقَالَ نَهَانِىْ عَنْهُ جِبْرَئِيْلُ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلاَمِ فَجَاءَهُ عُمَرُ يَبْكِىْ فَقَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ كَرِهْتَ اَمْرًا وَاَعْطَيْتَنِيْهِ فَمَالِى قَالَ اِنِّىْ لَمْ اُعْطِكَهُ لِتَلْبَسَهُ اِنَّمَا اَعْطَيْتُكَ تَبِيْعُهُ فَبَاعَهُ بِاَلْفَى دِرْهَمٍ-

৫২৪৫. মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ ইব্‌ন নুমায়র, ইসহাক ইব্‌ন ইবরাহীম হানযালী, ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন হাবীব ও হাজ্জাজ ইব্‌ন শাইর (র)...... জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন নবী ﷺ খাঁটি রেশমের তৈরি একটি কাবা 'পরিধান করলেন, যা তাঁকে হাদিয়া (উপঢৌকন) দেয়া হয়েছিলো। এরপর তিনি সেটি তৎক্ষণাৎ খুলে ফেললেন। তারপর সেটি উমর ইব্‌ন খাত্তাবের নিকট পাঠিয়ে দিলেন। তাঁকে বলা হলো, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনি অবিলম্বে এটি খুলে ফেললেন ? তিনি বললেন জিব্‌রাঈল (আ) আমাকে এটি ব্যবহার করতে নিষেধ করেছেন। এরপর উমর (রা) ক্রন্দনরত অবস্থায় তাঁর কাছে এসে বললেন : হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আপনি যে বস্তু অপসন্দ করলেন তা আমাকে দিলেন, আমার উপায় কি ? তখন তিনি বললেন, আমি এটি তোমাকে পরতে দেইনি। আমি তো তোমাকে বিক্রি করার জন্য দিয়েছি। পরে উমর (রা) সেটি দু'হাজার দিরহামে বিক্রি করলেন।

٥٢٤٦- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ يَعْنِى ابْنَ مَهْدِىٍّ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ اَبِى عَوْنٍ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا صَالِحٍ يُحَدِّثُ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ اُهْدِيَتْ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ حُلَّةٌ سِيَرَاءُ فَبَعَثَ بِهَا اِلَىَّ فَلَبِسْتُهَا فَعَرَفْتُ الْغَضَبَ فِى وَجْهِهِ فَقَالَ اِنِّى لَمْ اَبْعَثْ بِهَا اِلَيْكَ لِتَلْبَسَهَا اِنَّمَا بَعَثْتُ بِهَا اِلَيْكَ لِتُشَقِّقَهَا خُمُرًا بَيْنَ النِّسَاءِ-

৫২৪৬. মুহাম্মদ ইব্‌ন মুসান্না (র)...... আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে একটি লাল সিয়ারা হুল্লা হাদিয়া দেয়া হল। এরপর তিনি সেটি আমার কাছে পাঠিয়ে দিলেন। আমি সেটি পরিধান করলে তাঁর চেহারায় ক্রোধ লক্ষ্য করলাম। তিনি বললেন : আমি এটি পরিধান করার জন্য তোমার কাছে পাঠাইনি। পাঠিয়েছি তো এজন্য যে, তুমি এটি ফেড়ে ওড়না হিসেবে তোমার মহিলাদের মধ্যে বণ্টন করে দিবে।

٥٢٤٧- وَحَدَّثَنَاهُ عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُعَاذٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِى ح قَالَ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ يَعْنِى ابْنَ جَعْفَرٍ قَالاَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ اَبِى عَوْنٍ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ فِى حَدِيْثِ مُعَاذٍ فَاَمَرَنِى فَاَطَرْتُهَا بَيْنَ نِسَائِى وَفِى حَدِيْثِ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ فَاَطَرْتُهَا بَيْنَ نِسَائِى وَلَمْ يَذْكُرْ فَاَمَرَنِى-

৫২৪৭. উবায়দুল্লাহ ইব্‌ন মুআয ও মুহাম্মদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (র)...... আবূ আওন (র) সূত্রে উল্লেখিত সনদে হাদীসটি বর্ণিত আছে। তবে মুআয (র)-এর হাদীসে আছে, 'পরে তাঁর আদেশে আমি সেটি কেটে আমার মহিলাদের মাঝে ভাগ করে দিলাম।' আর মুহাম্মদ ইব্‌ন জা'ফর (র)-এর হাদীসে আছে, 'পরে আমি আমার মহিলাদের মাঝে সেটি কেটে ভাগ করে দিলাম।' তিনি আমাকে আদেশ করেছেন কথাটি উল্লেখ করেন নি।

٥٢٤٨- وَحَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِى شَيْبَةَ وَاَبُوْ كُرَيْبٍ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَاللَّفْظُ لِزُهَيْرٍ قَالَ اَبُوْ كُرَيْبٍ اَخْبَرَنَا وَقَالَ الْاٰخَرَانِ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ مِسْعَرٍ عَنْ اَبِى عَوْنٍ الثَّقَفِىِّ عَنْ اَبِى صَالِحٍ الْحَنَفِىِّ عَنْ عَلِىٍّ اَنَّ اُكَيْدِرَ دُوْمَةَ اَهْدَى اِلَى النَّبِىِّ ﷺ ثَوْبَ حَرِيْرٍ فَاَعْطَاهُ عَلِيًّا فَقَالَ شَقِّقْهُ خُمُرًا بَيْنَ الْفَوَاطِمِ وَقَالَ اَبُوْ بَكْرٍ وَاَبُوْ كُرَيْبٍ بَيْنَ النِّسْوَةِ-

৫২৪৮. আবূ বকর ইব্‌ন আবূ শায়বা, আবূ কুরায়ব ও যুহায়র ইব্‌ন হারব (র)...... আলী (রা) থেকে বর্ণিত যে, দাওমা (দূমা) নিবাসী উকায়দির নবী ﷺ-কে একটি রেশমী কাপড় উপঢৌকন দিলে তিনি সেটি আলী (রা)-কে দিয়ে দিলেন এবং বললেন, তুমি এটি ফেড়ে ফাতিমাদের মধ্যে ভাগ করে দাও। আবূ বকর ও আবূ কুরায়ব (র) বলেছেন 'মহিলাদের মাঝে'।

٥٢٤٩- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِى شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَيْسَرَةَ عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ عَنْ عَلِىِّ بْنِ اَبِى طَالِبٍ قَالَ كَسَانِى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ حُلَّةَ سِيَرَاءَ فَخَرَجْتُ فِيْهَا فَرَأَيْتُ الْغَضَبَ فِى وَجْهِهِ قَالَ فَشَقَّقْتُهَا بَيْنَ نِسَائِى-

৫২৪৯. আবূ বকর ইব্‌ন আবূ শায়বা (র)...... আলী ইব্‌ন আবূ তালিব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাকে একটি 'সিয়ারা' হুল্লা দিলেন। আমি সেটি পরে বের হলে তাঁর চেহারায় ক্রোধ লক্ষ্য করলাম। তিনি বলেন, পরে আমি সেটি ফেড়ে আমার মহিলাদের মাঝে ভাগ করে দিলাম।

٥٢٥٠- وَحَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوْخَ وَاَبُوْ كَامِلٍ وَاللَّفْظُ لِاَبِى كَامِلٍ قَالاَ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْاَصَمِّ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ بَعَثَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اِلٰى عُمَرَ بِجُبَّةِ سُنْدُسٍ فَقَالَ عُمَرُ بَعَثْتَ بِهَا اِلَىَّ وَقَدْ قُلْتَ فِيْهَا مَا قُلْتَ قَالَ اِنِّى لَمْ اَبْعَثْ بِهَا اِلَيْكَ لِتَلْبَسَهَا وَاِنَّمَا بَعَثْتُ بِهَا اِلَيْكَ لِتَنْتَفِعَ بِثَمَنِهَا-

৫২৫০. শায়বান ইব্‌ন ফার্‌রূখ ও আবূ কামিল (র)...... আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ উমর (রা)-এর নিকট একটি রেশমী জুব্বা পাঠালে উমর (রা) বললেন, আপনি এটি আমার কাছে পাঠালেন, অথচ আপনি এটি সম্বন্ধে যা বলার তা বলেছেন? তিনি বললেন : আমি এটি এজন্য পাঠাইনি যে, তুমি তা পরিধান করবে। আমি তো এ জন্য পাঠিয়েছি যে, তুমি এর মূল্য দ্বারা উপকৃত হবে।

٥٢٥١- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِى شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالاَ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ وَهُوَ ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيْزِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ اَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ لَبِسَ الْحَرِيْرَ فِى الدُّنْيَا لَمْ يَلْبَسْهُ فِى الْاٰخِرَةِ-

৫২৫১. আবূ বকর ইব্‌ন আবূ শায়বা ও যুহায়র ইব্‌ন হার্‌ব (র)...... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি দুনিয়ায় রেশম (জাত কাপড়) পরবে, পরকালে সে তা পরতে পারবে না।

٥٢٥٢- وَحَدَّثَنِى اِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُوسٰى الرَّازِىُّ قَالَ اَخْبَرَنَا شُعَيْبُ بْنُ اِسْحَاقَ الدِّمَشْقِىُّ عَنِ الْاَوْزَاعِىِّ قَالَ حَدَّثَنِى شَدَّادُ اَبُوْ عَمَّارٍ قَالَ حَدَّثَنِى اَبُوْ اُمَامَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَنْ لَبِسَ الْحَرِيْرَ فِى الدُّنْيَا لَمْ يَلْبَسْهُ فِى الْاٰخِرَةِ-

৫২৫২. ইবরাহীম ইব্‌ন মূসা আর্‌-রাযী (র)...... আবূ উমামা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি দুনিয়ায় রেশমী কাপড় পরবে, পরকালে সে তা পরতে পারবে না।

٥٢٥٣- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ اَبِى حَبِيْبٍ عَنْ اَبِى الْخَيْرِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ اَنَّهُ قَالَ اُهْدِىَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَرُّوْجُ حَرِيْرٍ فَلَبِسَهُ ثُمَّ صَلّٰى فِيْهِ ثُمَّ انْصَرَفَ فَنَزَعَهُ نَزْعًا شَدِيْدًا كَالْكَارِهِ لَهُ ثُمَّ قَالَ لاَ يَنْبَغِى هٰذَا لِلْمُتَّقِيْنَ-

৫২৫৩. কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ (র)....... উকবা ইব্‌ন আমির (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে রেশমের তৈরি পেছন ফাড়া একটি কাবা উপঢৌকন দেয়া হলে তিনি তা পরিধান করলেন। তারপর তা

পরেই সালাত আদায় করলেন। যখন সালাত সমাধা করলেন, তখন সেটি খুব তড়িঘড়ি করে খুলে ফেললেন। যেন তিনি ওটা পসন্দ করছেন না। পরে তিনি বললেন, এটা পরিধান করা মুত্তাকীদের জন্য উচিত নয়।

٥٢٥٤- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ يَعْنِى اَبَا عَاصِمٍ قَالَ خَبَرَنَا عَبْدُ الْحَمِيْدِ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنِى يَزِيْدُ بْنُ اَبِى حَبِيْبٍ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ-

৫২৫৪. মুহাম্মদ ইব্ন মুসান্না (র)....ইয়াযীদ ইব্ন আবূ হাবীব (র) থেকে উল্লেখিত সনদে হাদীসটি বর্ণিত আছে।

٣- بَابُ اِبَاحَةُ لُبْسِ الْحَرِيْرِ لِلرَّجُلِ اِذَا كَانَ بِهَا حِكَّةٌ اَوْنَحْوُهَا-

৩. পরিচ্ছেদ ঃ চর্মরোগী পুরুষদের জন্য রেশমী কাপড় পরিধান করার অনুমতি

٥٢٥٥- وَحَدَّثَنَا اَبُوْ كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ اُسَامَةَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ اَبِى عَرُوْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ اَنَّ اَنَسَ بْنَ مَالِكٍ اَنْبَأَهُمْ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ رَخَّصَ لِعَبْدِ الرَّحْمٰنِ ابْنِ عَوْفٍ وَالزُّبَيْرُ بْنِ الْعَوَّامِ فِى قُمُصِ الْحَرِيْرِ فِى السَّفَرِ مِنْ حِكَّةٍ كَانَتْ بِهِمَا اَوْ وَجَعٍ كَانَ بِهِمَا-

৫২৫৫. আবূ কুরায়র মুহাম্মদ ইব্ন আ'লা (র)...... আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আব্দুর রাহমান ইব্ন আওফ ও যুবায়র ইব্ন আওয়াম (রা)-কে তাদের চর্মরোগ বা অন্য কোন রোগের দরুন সফরে রেশমী জামা পরিধানের অনুমতি দিয়েছেন।

٥٢٥٦- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِى شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ وَلَمْ يَذْكُرْ فِىْ السَّفَرِ-

৫২৫৬. আবূ বকর ইব্ন আবূ শায়বা (র)...... সাঈদ (র) থেকে উল্লেখিত সনদেও হাদীসটি বর্ণিত আছে। তবে তিনি [মুহাম্মদ ইব্ন বিশর (র)] 'সফরে' কথাটি উল্লেখ করেন নি।

٥٢٥٧- وَحَدَّثَنَاهُ اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِى شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَنَسٍ قَالَ رَخَّصَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَوْ رُخِّصَ لِلزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ وَعَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ فِى لُبْسِ الْحَرِيْرِ لِحِكَّةٍ كَانَتْ بِهِمَا-

৫২৫৭. আবূ বকর ইব্ন আবূ শায়বা (র)...... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যুবায়র ইব্ন আওয়াম ও আবদুর রহামান ইব্ন আওফ (রা)-কে তাদের চর্ম রোগের দরুন রেশমী কাপড় পরিধানের অনুমতি দিয়েছেন। অথবা তিনি বলেন, তাদের অনুমতি দেয়া হয়েছিল।

٥٢٥٨ وَحَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ مُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالاَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ مِثْلَهُ-

৫২৫৮. মুহাম্মদ ইব্‌ন মুসান্না ও ইব্‌ন বাশ্‌শার (র) মুহাম্মদ ইব্‌ন জা'ফর (র)-এর সূত্রে শু'বা (র) থেকে উল্লিখিত সনদে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন।

٥٢٥٩- وَحَدَّثَنِىْ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ قَالَ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ اَنَّ اَنَسًا اَخْبَرَهُ اَنَّ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ عَوْفٍ وَالزُّبَيْرَ بْنَ الْعَوَّامِ شَكَوْا اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ الْقَمْلَ فَرَخَّصَ لَهُمَا فِىْ قُمُصِ الْحَرِيْرِ فِىْ غَزَاةٍ لَهُمَا-

৫২৫৯. যুহায়র ইব্‌ন হার্‌ব (র)...... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, আবদুর রহমান ইব্‌ন আওফ ও যুবায়র ইব্‌ন আওয়াম (রা) নবী ﷺ-এর নিকট (শরীরে) উকুনের অভিযোগ করলে তিনি তাদেরকে এক যুদ্ধে রেশমী কামিস (জামা) পরিধানের অনুমতি দিয়েছেন।

٤- بَابُ النَّهْىِ عَنْ لُبْسِ الرَّجُلِ الثَّوْبَ الْمُعَصْفَرَ

৪. পরিচ্ছেদ ঃ পুরুষের জন্য আসফার ঘাস দ্বারা রঞ্জিত কাপড় পরিধান করা নিষিদ্ধ

٥٢٦٠- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُثَنّٰى قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ اَبِىْ عَنْ يَحْيٰى قَالَ حَدَّثَنِىْ مُحَمَّدُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ الْحَارِثِ اَنَّ ابْنَ مَعْدَانَ اَخْبَرَهُ اَنَّ جُبَيْرَ ابْنَ نُفَيْرٍ اَخْبَرَهُ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ اَخْبَرَهُ قَالَ رَاٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَلَىَّ ثَوْبَيْنِ مُعَصْفَرَيْنِ فَقَالَ اِنَّ هٰذِهِ مِنْ ثِيَابِ الْكُفَّارِ فَلَا تَلْبَسْهَا-

৫২৬০. মুহাম্মদ ইব্‌ন মুসান্না (র)...... আব্‌দুল্লাহ্ ইব্‌ন আমর ইব্‌নুল আস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমার পরিধানে 'উসফুর' দ্বারা রঞ্জিত (কুসুম ও হলুদ রংয়ের) দু'টি কাপড় দেখে বললেন, এগুলো কাফিরদের পোশাক। সুতরাং তুমি এগুলো পরিধান করবে না।

٥٢٦١- وَحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ قَالَ اَخْبَرَنَا هِشَامٌ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ عَلِىِّ بْنِ الْمُبَارَكِ كِلَاهُمَا عَنْ يَحْيَى بْنِ اَبِىْ كَثِيْرٍ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ وَقَالَا عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ-

৫২৬১. যুহায়র ইব্‌ন হার্‌ব ও আবূ বকর ইব্‌ন আবূ শায়বা (র)..... ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন আবূ কাসীর (র) থেকে উল্লেখিত সনদে হাদীসটি রিওয়ায়াত করেন। তবে তাঁরা দু'জন (মধ্যবর্তী রাবী হিশাম ও আলী ইবনুল মুবারাক) খালিদ ইব্‌ন মা'দান (র)-এর থেকে বলেছেন।

٥٢٦٢- وَحَدَّثَنَا دَاؤُدُ بْنُ رُشَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ اَيُّوْبَ الْمَوْصِلِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ نَافِعٍ عَنْ سُلَيْمَانَ الْاَحْوَلِ عَنْ طَاؤُسٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ رَاٰى النَّبِىُّ ﷺ عَلَىَّ ثَوْبَيْنِ مُعَصْفَرَيْنِ فَقَالَ أَاُمُّكَ اَمَرَتْكَ بِهٰذَا قُلْتُ اَغْسِلُهُمَا قَالَ بَلْ اَحْرِقْهُمَا-

৫২৬২. দাউদ ইব্‌ন রুশায়দ (র)...... আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ আমার গায়ে উসফুর দ্বারা রঞ্জিত দু'টি কাপড় দেখে বললেন, তোমার মা কি তোমাকে এর আদেশ দিয়েছে? আমি বললাম, আমি এ দু'টি ধুয়ে ফেলি? তিনি বললেন, বরং দু'টিকে পুড়িয়ে ফেল।

٥٢٦٣- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيٰى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ حُنَيْنٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَبِى طَالِبٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَهٰى عَنْ لُبْسِ الْقَسِّيِّ وَالْمُعَصْفَرِ وَعَنْ تَخَتُّمِ الذَّهَبِ وَعَنْ قِرَاءَةِ الْقُرْاٰنِ فِى الرُّكُوْعِ-

৫২৬৩. ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন ইয়াহ্ইয়া (র)....... আলী ইব্‌ন আবূ তালিব (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কাসসী (এক জাতীয় রেশমী কাপড়) ও মু'আস্‌ফার (উসফুর ঘাস দ্বারা রঞ্জিত কাপড়) পরিধান করতে, সোনার আংটি ব্যবহার করতে এবং রুকূতে কুরআন পড়তে নিষেধ করেছেন।

٥٢٦٤- وَحَدَّثَنِىْ حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيٰى قَالَ اَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ اِبْرَاهِيْمُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ حُنَيْنٍ اَنَّ اَبَاهُ حَدَّثَهُ اَنَّهُ سَمِعَ عَلِيَّ بْنَ اَبِى طَالِبٍ يَقُوْلُ نَهَانِيَ النَّبِيُّ ﷺ عَنِ الْقِرَاءَةِ وَاَنَا رَاكِعٌ وَعَنْ لُبْسِ الذَّهَبِ وَالْمُعَصْفَرِ-

৫২৬৪. হারমালা ইব্‌ন ইয়াহ্ইয়া (র)......আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ আমাকে রুকূ অবস্থায় কুরআন পড়তে, স্বর্ণ ও মু'আসফার (কুসুম ও হলুদ বর্ণে রঞ্জিত) কাপড় ব্যবহার করতে নিষেধ করেছেন।

٥٢٦٥- حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ اَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ حُنَيْنٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَبِى طَالِبٍ قَالَ نَهَانِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنِ التَّخَتُّمِ بِالذَّهَبِ وَعَنْ لِبَاسِ الْقَسِّيِّ وَعَنِ الْقِرَاءَةِ فِى الرُّكُوْعِ وَالسُّجُوْدِ وَعَنْ لِبَاسِ الْمُعَصْفَرِ-

৫২৬৫. আব্‌দ ইব্‌ন হুমায়দ (র)...... আলী ইব্‌ন আবূ তালিব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাকে স্বর্ণের আংটি ব্যবহার করতে, কাস্‌সী কাপড় পরিধান করতে, রুকূ ও সিজদায় কুরআন পড়তে এবং আসফার দ্বারা (হলুদ রংয়ে) রঞ্জিত পোশাক পড়তে নিষেধ করেছেন।

٥- بَابُ فَضْلُ لِبَاسِ الثِّيَابِ الْحِبْرَةِ-

৫. পরিচ্ছেদ : কাতান কাপড়ের পোশাকের ফযীলত

٥٢٦٦- حَدَّثَنَا هَدَّابُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ قَالَ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ قَالَ قُلْنَا لِاَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَىُّ اللِّبَاسِ كَانَ اَحَبَّ اِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَوْ اَعْجَبَ اِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ الْحِبْرَةُ-

৫২৬৬. হাদ্দাব ইব্‌ন খালিদ (র)....... কাতাদা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা আনাস ইব্‌ন মালিক (রা)-কে বললাম, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সব চেয়ে প্রিয় ও পসন্দনীয় পোশাক কি ছিল? তিনি বললেন : হিবারা (কাতান) কাপড়।[১]

---

১. রেশমী কাতান নয়। বরং সূতি রেখাযুক্ত (স্ট্রেপ) 'চেক' কাপড়।

٥٢٦٧- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنِيْ اَبِيْ قَتَادَةَ عَنْ اَنَسٍ قَالَ كَانَ اَحَبَّ الثِّيَابِ اِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ الْحِبَرَةُ-

৫২৬৭. মুহাম্মদ ইব্‌ন মুসান্না (র)...... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট সবচেয়ে প্রিয় কাপড় ছিল হিবারা (কাতান)।

٦- بَابُ التَّوَاضُعُ فِيْ اللِّبَاسِ وَالْاِقْتِصَارُ عَلَى الْغَلِيْظِ مِنْهُ وَالْيَسِيْرِ فِيْ اللِّبَاسِ وَالْفِرَاشِ وَغَيْرِهِمَا وَجَوْزُ لُبْسِ ثَوْبِ شَعَرٍ وَمَا فِيْهِ اَعْلَامٍ-

৬. পরিচ্ছেদ : সাদাসিধে পোশাক পরা। পোশাক, বিছানা ইত্যাদির ক্ষেত্রে মোটা ও সাধারণ কাপড়ের উপরই সীমিত থাকা এবং পশমী ও নক্‌শী করা কাপড় পরার বৈধতা প্রসঙ্গে

٥٢٦٨- حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوْخَ قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ ابْنُ الْمُغِيْرَةِ قَالَ حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ عَنْ اَبِيْ بُرْدَةَ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ فَاَخْرَجَتْ اِلَيْنَا اِزَارًا غَلِيْظًا مِمَّا يُصْنَعُ بِالْيَمَنِ وَكِسَاءً مِنَ الَّتِيْ يُسَمُّوْنَهَا الْمُلَبَّدَةَ قَالَ فَاَقْسَمَتْ بِاللّٰهِ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قُبِضَ فِيْ هٰذَيْنِ الثَّوْبَيْنِ-

৫২৬৮. শায়বান ইব্‌ন ফার্‌রূখ (র)...... আবূ বুরদা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আয়েশা (রা)-এর নিকট গেলে তিনি আমাদের সামনে ইয়ামানের তৈরি মোটা কাপড়ের একটি ইযার (লুঙ্গি) ও মুলাব্বাদা নামের একটি চাদর বের করলেন। তিনি বলেন, এরপর তিনি (আয়েশা) আল্লাহ্‌র কসম করে বলেন, এ দু'টি কাপড় পরিহিত অবস্থায় রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর ওফাত হয়।

٥٢٦٩- حَدَّثَنَا عَلِيُّ ابْنُ حُجْرٍ السَّعْدِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ وَيَعْقُوْبُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ جَمِيْعًا عَنِ ابْنِ عُلَيَّةَ قَالَ ابْنُ حُجْرٍ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ اَبِيْ بُرْدَةَ قَالَ اَخْرَجَتْ اِلَيْنَا عَائِشَةُ اِزَارًا وَكِسَاءً مُلَبَّدًا فَقَالَتْ فِيْ هٰذَا قُبِضَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَالَ ابْنُ حَاتِمٍ فِيْ حَدِيْثِهِ اِزَارًا غَلِيْظًا-

৫২৬৯. আলী ইব্‌ন হুজ্‌র সা'দী, মুহাম্মদ ইব্‌ন হাতিম ও ইয়াকূব ইব্‌ন ইবরাহীম (র)....... আবূ বুরদা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আয়েশা (রা) আমাদের সামনে একটি ইযার ও একটি তালিবিশিষ্ট (মুলাব্‌বাদা) চাদর বের করলেন এবং বললেন, এতেই রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর ওফাত হয়। ইব্‌ন হাতিম (র) তাঁর হাদীসে 'মোটা ইযার' বলেছেন।

٥٢٧٠- وَحَدَّثَنِيْ مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ اَخْبَرَنَا مَعْمَرُ عَنْ اَيُّوْبَ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ مِثْلَهُ وَقَالَ اِزَارًا غَلِيْظًا-

৫২৭০. মুহাম্মদ ইব্‌ন রাফি' (র)...... আইউব (র) থেকে উল্লেখিত সনদে অনুরূপ বর্ণিত আছে। তিনিও 'মোটা ইযার' (লুঙ্গি) বলেছেন।

ইযার' (লুঙ্গি) বলেছেন।

٥٢٧١- وَحَدَّثَنِي سُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّاءَ بْنِ أَبِي زَائِدَةَ عَنْ أَبِيهِ ح قَالَ وَحَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ عَنْ أَبِيهِ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّاءَ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ مُصْعَبِ بْنِ شَيْبَةَ عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ خَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ ذَاتَ غَدَاةٍ وَعَلَيْهِ مِرْطٌ مُرَحَّلٌ مِنْ شَعَرٍ أَسْوَدَ-

৫২৭১. সুরায়জ ইব্‌ন ইউনুস, ইবরাহীম ইব্‌ন মূসা ও আহমদ ইব্‌ন হাম্বল (র)...... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন নবী ﷺ (গৃহ থেকে) একটি চাদর গায়ে দিয়ে বের হয়েছিলেন যাতে কালো পশম দ্বারা উটের হাওদার চিত্র চিত্রিত ছিল।

٥٢٧٢ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ هِشَامِ ابْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ وِسَادَةُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ الَّتِي يَتَّكِئُ عَلَيْهَا مِنْ أَدَمٍ حَشْوُهُ لِيفٌ-

৫২৭২. আবূ বকর ইব্‌ন আবূ শায়বা (র)...... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যে বালিশের ওপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ হেলান দিতেন সেটি ছিল চামড়ার, এর ভেতরে ভরা ছিল খেজুর গাছের ছাল-বাকল।

٥٢٧٣- وَحَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِيُّ قَالَ أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ هِشَامِ ابْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ إِنَّمَا كَانَ فِرَاشُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ الَّذِي يَنَامُ عَلَيْهِ أَدَمًا حَشْوُهُ لِيفٌ-

৫২৭৩. আলী ইব্‌ন হুজ্‌র সা'দী (র)...... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যে বিছানায় ঘুমাতেন, সেটি চামড়ার ছিল। তার ভেতরে ভরা ছিল খেজুর গাছের ছাল-বাকল।

٧- بَابُ جَوَازُ اتِّخَاذُ الْاَنْمَاطِ-

৭. পরিচ্ছেদ ঃ বিছানার চাদর ব্যবহার কথা বৈধ

٥٢٧٤- وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ كِلَاهُمَا عَنْ هِشَامٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَقَالَا ضِجَاعُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي حَدِيثِ أَبِي مُعَاوِيَةَ يَنَامُ عَلَيْهِ-

৫২৭৪. আবূ বকর ইব্‌ন আবূ শায়বা ও ইসহাক ইব্‌ন ইবরাহীম (র) হিশাম (র) থেকে উল্লেখিত সনদে হাদীসটি রিওয়ায়াত করেন। তবে তাঁরা দু'জন ('ফিরাশ'-এর স্থলে) 'দিজা' বলেছেন। আর আবূ মুআবিয়া (র)-এর হাদীসে আছে 'যার উপর তিনি ঘুমাতেন।'

٥٢٧٥- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَعَمْرٌو النَّاقِدُ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَاللَّفْظُ لِعَمْرٍو قَالَ عَمْرٌو وَقُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا وَقَالَ إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ

৫২৭৫. কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ, আমর আন-নাকিদ ও ইসহাক ইব্‌ন ইবরাহীম (র)...... জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বিয়ে করলে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাকে বললেন : তুমি কি 'আনমাত' বিছানার কোমল চাদর সংগ্রহ করেছ? আমি বললাম, আমরা 'আনমাত' (সৌখিন বিছানার চাদর) কোথায় পাব? তিনি বললেন, অচিরেই তা (এর ব্যবস্থা) হবে।

٥٢٧٦- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ نُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ لَمَّا تَزَوَّجْتُ قَالَ لِي رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اتَّخَذْتَ اَنْمَاطًا قُلْتُ وَاَنّٰى لَنَا اَنْمَاطٌ قَالَ اَمَا اِنَّهَا سَتَكُوْنُ قَالَ جَابِرٌ وَعِنْدَ امْرَأَتِي نَمَطٌ فَاَنَا اَقُوْلُ نَحِّيْهِ عَنِّيْ وَتَقُوْلُ قَدْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّهَا سَتَكُوْنُ -

وَحَدَّثَنِيْهِ مُحَمَّدُ بْنُ مُثَنّٰى قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ وَزَادَ فَاَدَعُهَا-

৫২৭৬ মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন নুমায়র (র)...... জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি যখন বিয়ে করলাম, তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাকে বললেন : তুমি কি বিছানার কোমল চাদর সংগ্রহ করেছ? আমি বললাম, আমরা কোথায় পাব কোমল বিছানার চাদর? তিনি বললেন, শীঘ্রই এর ব্যবস্থা হবে। জাবির (রা) বলেন, (এখন) আমার স্ত্রীর কাছে একটি বিছানার চাদর আছে। আমি বলি, তুমি এটি (আমার সামনে থেকে) সরিয়ে ফেল। সে বল, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ না বলেছেন : শীঘ্রই এর ব্যবস্থা হবে?

মুহাম্মদ ইব্‌ন মুসান্না (র)...... সুফয়ান (র) থেকে উল্লেখিত সনদে হাদীসটি বর্ণিত আছে। তবে তিনি 'তখন আমি তাকে ছেড়ে দেই' (চাদর ব্যবহারে বাধা দেই না) কথাটি বর্ধিত করেছেন।

٨- بَابُ كَرَاهَةُ مَا زَادَ عَلَى الْحَاجَةِ مِنَ الْفِرَاشِ وَاللِّبَاسِ-

৮. পরিচ্ছেদ : প্রয়োজনের অতিরিক্ত বিছানা, পোশাক ইত্যাদি (সংরক্ষণ ও ব্যবহার করা) মাকরূহ

٥٢٧٧- حَدَّثَنِيْ اَبُوْ الطَّاهِرِ اَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو ابْنِ سَرْحٍ قَالَ اَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ حَدَّثَنِيْ اَبُوْهَانِئٍ اَنَّهُ سَمِعَ اَبَا عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْحُبُلِيَّ يَقُوْلُ عَنْ جَابِرِبْنِ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لَهُ فِرَاشٌ لِلرَّجُلِ وَفِرَاشٌ لِاِمْرَأَتِهِ وَالثَّالِثُ لِلضَّيْفِ وَالرَّابِعُ لِلشَّيْطَانِ-

৫২৭৭. আবূ তাহির আহমাদ ইব্‌ন আমর ইব্‌ন সারহ্ (র)...... জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁকে বলেছেন, একটি বিছানা পুরুষের, একটি বিছানা তার স্ত্রীর, তৃতীয়টি মেহমানের জন্য আর চতুর্থটি (যদি প্রয়োজনাতিরিক্ত হয়) শয়তানের জন্য।

٩- بَابُ تَحْرِيْمِ جَرِّ الثَّوْبِ خُيَلَاءَ وَبَيَانِ حَدِّمَا يَجُوْزُ اِرْخَاؤُهُ اِلَيْهِ وَمَا يُسْتَحَبُّ-

৯. পরিচ্ছেদ : অহংকারবশে (গোড়ালীর নীচে) কাপড় ঝুলিয়ে রাখা হারাম এবং কতটুকু ঝুলিয়ে রাখা বৈধ ও মুস্তাহাব তার আলোচনা

٥٢٧٨- حَدَّثَنِيْ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ وَعَبْدِ اللّٰهِ بْنِ دِيْنَارٍ وَزَيْدِ بْنِ

أَسْلَمَ كُلُّهُمْ يُخْبِرُهُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لاَ يَنْظُرُ اللّٰهُ تَعَالَى اِلَى مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خُيَلاَءَ-

৫২৭৮. ইয়াহইয়া ইব্ন ইয়াহইয়া (র)..... ইব্ন উমার (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলাল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি অহংকারবশে তার কাপড় (পায়ের গোড়ালীর নিচে) ঝুলিয়ে রাখে, আল্লাহ্ তার দিকে (রহমতের দৃষ্টিতে) তাকাবেন না।

٥٢٧٩- وَحَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِى شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ نُمَيْرٍ وَاَبُوْ أُسَامَةَ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِى ح قَالَ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُثَنَّى وَعُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ سَعِيْدٍ قَالاَ حَدَّثَنَا يَحْيَى وَهُوَ الْقَطَّانُ كُلُّهُمْ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا اَبُوْ الرَّبِيْعِ وَاَبُوْ كَامِلٍ قَالاَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ح قَالَ وَحَدَّثَنِى زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ كِلاَهُمَا عَنْ اَيُّوْبَ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ وَابْنُ رُمْحٍ عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا هَارُوْنُ الاَيْلِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ حَدَّثَنِى أُسَامَةُ كُلُّ هٰؤُلاَءِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ بِمِثْلِ حَدِيْثِ مَالِكٍ وَزَادُ فِيْهِ يَوْمَ الْقِيمَةِ-

৫২৭৯. আবূ বাক্র ইব্ন শায়বা, ইব্ন নুমায়র, মুহাম্মদ ইব্ন মুসান্না, উবায়দুল্লাহ্ ইব্ন সা'ঈদ, আবূ রাবী', আবূ কামিল, যুহায়র ইব্ন হারব, কুতায়বা, ইব্ন রুমহ্ ও হারূন আয়লী (র)....... ইব্ন উমর (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে মালিক (র)-এর হাদীসের অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন। তবে তাঁরা 'কিয়ামত দিবসে' কথাটি বর্ধিত করেছেন।

٥٢٨٠- وَحَدَّثَنِى اَبُوْ الطَّاهِرِ قَالَ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِى عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ اَبِيْهِ وَسَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ وَنَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِنَّ الَّذِىْ يَجُرُّ ثِيَابَهُ مِنَ الْخُيَلاَءِ لاَ يَنْظُرُ اللّٰهُ اِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيمَةِ-

৫২৮০. আবূ তাহির (র)......আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (র) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলাল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি অহংকারবশে তাঁর কাপড়গুলো (গোড়ালীর নিচে) ঝুলিয়ে দিয়ে (মাটিতে) হেঁচড়িয়ে চলে, কিয়ামত দিবসে আল্লাহ্ তার প্রতি (রহমতের নযরে) তাকাবেন না।

٥٢٨١- وَحَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِى شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنِ الشَّيْبَانِىِّ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا ابْنُ مُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ كِلاَهُمَا عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ وَجَبَلَةَ بْنِ سُحَيْمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ بِمِثْلِ حَدِيْثِهِمْ-

৫২৮১. আবূ বকর ইব্ন শায়বা, ইব্ন মুসান্না (র)......ইব্ন উমার (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে উপরোক্ত বর্ণনাকারীদের হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

٥٢٨٢- حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِىْ قَالَ حَدَّثَنَا حَنْظَلَةُ قَالَ سَمِعْتُ سَالِمًا عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ مِنَ الْخُيَلَاءِ لَمْ يَنْظُرِ اللّٰهُ اِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيمَةِ-

৫২৮২. ইব্ন নুমায়র (র)...... ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি অহংকারবশে তার কাপড় (গোড়ালীর নিচে ও মাটিতে) হেঁচড়িয়ে চলবে (ঝুলিয়ে রাখবে), কিয়ামত দিবসে আল্লাহ্ তার দিকে তাকাবেন না।

٥٢٨٣- حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا حَنْظَلَةُ بْنُ اَبِى سُفْيَانَ قَالَ سَمِعْتُ سَالِمًا قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُوْلُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مِثْلَهُ غَيْرَ اَنَّهُ قَالَ ثِيَابَهُ-

৫২৮৩. ইব্ন নুমায়র (র)....... ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে বলতে শুনেছি। বর্ণনাকারী উল্লেখিত হাদীসের অনুরূপ রিওয়ায়াত করেন। তবে তিনি (ثَوْبَهُ -এর পরিবর্তে) ثِيَابَهُ বলেছেন।

٥٢٨٤- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُثَنّٰى قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ مُسْلِمَ بْنَ يَنَاقَ يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّهُ رَأٰى رَجُلاً يَجُرُّ اِزَارَهُ فَقَالَ مِمَّنْ اَنْتَ فَانْتَسَبَ لَهُ فَاِذَا رَجُلٌ مِنْ بَنِى لَيْثٍ فَعَرَفَهُ ابْنُ عُمَرَ فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ بِاُذُنَىَّ هَاتَيْنِ يَقُوْلُ مَنْ جَرَّ اِزَارَهُ لاَ يُرِيْدُ بِذٰلِكَ اِلاَّ الْمَخِيْلَةَ فَاِنَّ اللّٰهَ لاَ يَنْظُرُ اِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيمَةِ-

৫২৮৪. মুহাম্মদ ইব্ন মুসান্না (র)..... ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি এক ব্যক্তিকে তার ইযার (লুঙ্গি, টাখ্নুর নিচে ঝুলিয়ে রাখতে) মাটিতে হেঁচড়ে চলতে দেখে বললেন, তুমি কোন্ বংশের লোক? সে তার বংশ পরিচয় দিল। দেখা গেল সে লায়ছ গোত্রের লোক। তিনি তাকে চিনতে পারলেন। তিনি বললেন, আমি আমার এ দু'টি কানে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি তার ইযার ঝুলিয়ে হেঁচড়ে চলবে আর তার উদ্দেশ্য থাকবে কেবল অহংকার প্রকাশ করা, আল্লাহ্ কিয়ামত দিবসে তার দিকে তাকাবেন না।

٥٢٨٥- وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِىْ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ يَعْنِىْ ابْنَ اَبِى سُلَيْمَانَ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُعَاذٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِىْ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ يُوْنُسَ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ خَلَفٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيٰى بْنُ اَبِىْ بُكَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ اِبْرَاهِيْمُ يَعْنِىْ ابْنَ نَافِعٍ كُلُّهُمْ عَنْ مُسْلِمِ ابْنِ يَنَّاقَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ بِمِثْلِهِ غَيْرَ اَنَّ فِىْ حَدِيْثِ اَبِىْ يُوْنُسَ عَنْ مُسْلِمٍ اَبِى الْحَسَنِ وَفِىْ رِوَايَتِهِمْ جَمِيْعًا مَنْ جَرَّ اِزَارَهُ وَلَمْ يَقُوْلُوْا ثَوْبَهُ-

৫২৮৫. ইব্ন নুমায়র, উবায়দুল্লাহ্ ইব্ন মুআয ও ইব্ন আবূ খাল্ফ (র)....... ইব্ন উমর (রা)-এর সূত্রে নবী ﷺ থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেন। তবে সবার বর্ণনায় আছে, যে ইযার (লুংগী) (টেনে হেঁচড়ে) চলবে ঝুলিয়ে দিবে এবং তারা (ثوبه কাপড় কথাটি উল্লেখ করেননি (ইযার-লুংগী) বলেছেন।

٥٢٨٦- وَحَدَّثَنِى مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ وَهَارُوْنُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ وَابْنُ اَبِى خَلَفٍ وَالْفَاظُهُمْ مُتَقَارِبَةٌ قَالُوْا حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ عَبَّادِ بْنِ جَعْفَرٍ يَقُوْلُ اَمَرْتُ مُسْلِمَ بْنَ يَسَارٍ مَوْلَى نَافِعِ بْنِ عَبْدِ الْحَارِثِ اَنْ يَسْأَلَ ابْنَ عُمَرَ قَالَ وَاَنَا جَالِسٌ بَيْنَهُمَا أَسَمِعْتَ مِنَ النَّبِىِّ ﷺ فِىْ الَّذِىْ يَجُرُّ اِزَارَهُ مِنَ الْخُيَلاَءِ شَيْئًا قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُوْلُ لاَ يَنْظُرُ اللّٰهُ اِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيمَةِ-

৫২৮৬. মুহাম্মদ ইব্ন হাতিম, হারূন ইব্ন আবদুল্লাহ্ ও ইব্ন আবূ খালাফ (র)..... মুহাম্মদ ইব্ন আব্বাদ ইব্ন জা'ফর (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ইব্ন উমর (রা)-এর নিকট একথা জিজ্ঞাসা করার জন্য জন্য নাফি' ইব্ন আবদুল হারিছ (র)-এর আযাদকৃত গোলাম মুসলিম ইব্ন ইয়াসারকে আদেশ দিলাম যে, আপনি কি নবী ﷺ থেকে সে ব্যক্তি সম্বন্ধে কিছু শুনেছেন যে ব্যক্তি অহংকারবশে তার ইযার ঝুলিয়ে টেনে হেঁচড়িয়ে চলে? এ সময় আমি তাদের দু'জনের মাঝে উপবিষ্ট ছিলাম। তিনি [ইব্ন উমর (রা)] বললেন, আমি তাঁকে (নবী ﷺ-কে) বলতে শুনেছি যে, কিয়ামত দিবসে আল্লাহ্ তার প্রতি তাকাবেন না।

٥٢٨٧- حَدَّثَنِى اَبُوْ الطَّاهِرِ قَالَ اَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِى عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ وَاقِدٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ مَرَرْتُ عَلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَفِى اِزَارِىِّ اسْتِرْخَاءٌ فَقَالَ يَا عَبْدَ اللّٰهِ ارْفَعْ اِزَارَكَ فَرَفَعْتُهُ ثُمَّ قَالَ زِدْ فَزِدْتُ فَمَا زِلْتُ اَتَحَرَّاهَا بَعْدُ فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ اِلَى اَيْنَ فَقَالَ اَنْصَافِ السَّاقَيْنِ-

৫২৮৭. আবূ তাহির (র)......ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর পাশ দিয়ে অতিক্রম করছিলাম। আমার ইযারটি একটু ঝুলে ছিল। তিনি বললেন, হে আবদুল্লাহ্! তোমার ইযারটি (লুঙ্গি বা পায়জামা) উপরে তোল। তখন আমি তা উপরে তুললে তিনি পুনরায় বললেন : আরো উপরে। আমি আরো উপরে তুললাম। তখন থেকে সর্বদা আমি এর প্রতি সতর্ক থাকি। উপস্থিত লোকদের একজন বললো, কত উপরে (তুলেছিলেন) ? তিনি বললেন 'নিস্ফ-সাক' (গোছার অর্ধেক পর্যন্ত।

٥٢٨٨- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُعَاذٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِىْ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَمَّدٍ وَهُوَ ابْنُ زِيَادٍ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا هُرَيْرَةَ وَرَاٰى رَجُلاً يَجُرُّ اِزَارَهُ فَجَعَلَ يَضْرِبُ الْاَرْضَ بِرِجْلِهِ وَهُوَ اَمِيْرٌ عَلَى الْبَحْرَيْنِ وَهُوَ يَقُوْلُ جَاءَ الْاَمِيْرُ جَاءَ الْاَمِيْرُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ اللّٰهَ لاَ يَنْظُرُ اِلَى مَنْ يَجُرُّ اِزَارَهُ بَطَرًا-

৫২৮৮. উবায়দুল্লাহ্ ইব্ন মুআয (র)...... মুহাম্মদ ইব্ন যিয়াদ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবূ হুরায়রা (রা)-কে বলতে শুনেছি- (তিনি তখন বাহরায়নের গভর্নর ছিলেন), (একদা) তিনি দেখলেন, এক ব্যক্তি তার ইযার ঝুলিয়ে চলছে আর তা পা দ্বারা যমীনে আঘাত করে করে বলছে, আমীর এসেছেন, গভর্নর এসেছেন.....রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : আল্লাহ্ সে লোকের দিকে তাকাবেন না, যে তার অহংকারবশে ইযার ঝুলিয়ে চলে।

٥٢٨٩- حَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ يَعْنِى ابْنَ جَعْفَرٍ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا ابْنُ مُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِى عَدِىٍّ كِلاَهُمَا عَنْ شُعْبَةَ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ وَفِى حَدِيْثِ ابْنِ جَعْفَرٍ كَانَ مَرْوَانُ يَسْتَخْلِفُ اَبَا هُرَيْرَةَ وَفِى حَدِيْثِ ابْنِ مُثَنَّى كَانَ اَبُوْ هُرَيْرَةَ يُسْتَخْلَفُ عَلَى الْمَدِيْنَةِ-

৫২৮৯. মুহাম্মদ ইব্ন বাশ্শার ও ইব্ন মুসান্না (র.)...... শু'বা (র) থেকে উল্লিখিত সনদে হাদীসটি রিওয়ায়াত করেন। তবে ইব্ন জা'ফর (র)-এর হাদীসে আছে মারওয়ান (মদীনার আমীর থাকাকালে) আবূ হুরায়রা (রা)-কে তাঁর স্থলাভিষিক্ত করতেন। আর ইব্ন মুসান্না (র)-এর হাদীসে আছে, "আবূ হুরায়রা (রা)-কে মদীনায় স্থলাভিষিক্ত করা হত।"

١٠- بَابُ تَحْرِيْمِ التَّبَخْتُرِ فِىْ الْمَشْىِ مَعَ إِعْجَابِهِ بِثِيَابِهِ-

১০. পরিচ্ছেদ : পোশাকের আত্মম্ভরিতায় মগ্ন হয়ে গর্বভরে হেঁটে চলা হারাম

٥٢٩٠- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ سَلاَّمٍ الْجُمَحِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا الرَّبِيْعُ يَعْنِى ابْنَ مُسْلِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ بَيْنَمَا رَجُلٌ يَمْشِى قَدْ اَعْجَبَتْهُ جُمَّتُهُ وَبُرْدَاهُ اِذْ خُسِفَ بِهِ الْاَرْضُ فَهُوَ يَتَجَلْجَلُ فِى الْاَرْضِ حَتّٰى تَقُوْمَ السَّاعَةُ-

৫২৯০. আবদুর রাহমান ইব্ন সাল্লাম জুমাহী (র)....... আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি হেঁটে চলছিল। তার বাব্‌রী ও তার দুই চাদর তাকে আত্মম্ভরী করে তুলছিল। এমন সময় তাকে মাটিতে ধসিয়ে দেয়া হল। সে কিয়ামত পর্যন্ত ভূ-গর্ভে তলিয়ে যেতে থাকবে।

٥٢٩١- وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُعَاذٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِىْ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ خ قَالَ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُثَنّٰى قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ عَدِىٍّ قَالُوْا جَمِيْعًا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ بِنَحْوِ هٰذَا-

৫২৯১. উবায়দুল্লাহ্ ইব্ন মুআয, মুহাম্মদ ইব্ন বাশ্শার ও মুহাম্মদ ইব্ন মুসান্না (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন।

٥٢٩٢- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْمُغِيْرَةُ يَعْنِى الْحِزَامِىَّ عَنْ اَبِىْ الزِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ بَيْنَمَا رَجُلٌ يَتَبَخْتَرُ يَمْشِىْ فِىْ بُرْدَيْهِ قَدْ اَعْجَبَتْهُ نَفْسُهُ فَخَسَفَ اللّٰهُ بِهِ الْاَرْضَ فَهُوَ يَتَجَلْجَلُ فِيْهَا اِلَى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ-

৫২৯২. কুতায়বা ইব্ন সাঈদ (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : এক ব্যক্তি তার দুই চাদর পরে গর্বভরে পায়চারী করছিল। নিজে নিজেই আত্মম্ভরী হচ্ছিল। এমন সময় হঠাৎ আল্লাহ্ তাকে মাটিতে ধসিয়ে দিলেন। কিয়ামত পর্যন্ত সে ভূ-গর্ভে তলিয়ে যেতে থাকবে।

٥٢٩٣- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ قَالَ هٰذَا مَا حَدَّثَنَا اَبُوْ هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَذَكَرَ اَحَادِيْثَ مِنْهَا وَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بَيْنَمَا رَجُلٌ يَتَبَخْتَرُ فِىْ بُرْدَيْنِ ثُمَّ ذَكَرَ بِمِثْلِهِ-

৫২৯৩. মুহাম্মদ ইব্ন রাফি' (র)......হাম্মাম মুনাব্বিহ্ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এ হাদীসগুলো আবূ হুরায়রা (রা) আমাদেরকে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন। এরপর তিনি কিছু হাদীস উল্লেখ করলেন। (সেগুলোর একটি হল), রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : এক ব্যক্তি তার দুই চাদর পরে গর্বভরে পথ চলছিল।..... এরপর হাম্মাম (র) উপরোক্ত হাদীসের অনুরূপ রিওয়ায়াত করেন।

٥٢٩٤- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ اَبِىْ رَافِعٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ للّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اِنَّ رَجُلاً مِمَّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ يَتَبَخْتَرُ فِىْ حُلَّةٍ ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَ حَدِيْثِهِمْ-

৫২৯৪. আবূ বকর ইব্ন আবূ শায়বা (র)....... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, তোমাদের পূর্ববর্তীদের কোন এক ব্যক্তি হুল্লা পরে গর্বভরে চলছিল......। এরপর বর্ণনাকারী আবূ রাফি' (র) তাঁদের হাদীসের অনুরূপ রিওয়ায়াত করেন।

١١- بَابُ تَحْرِيْمِ خَاتَمِ الذَّهَبِ عَلَى الرِّجَالِ وَنَسْخِ مَاكَانَ مِنْ اِبَاحَتِهِ فِىْ اَوَّلِ الْاِسْلَامِ-

১১. পরিচ্ছেদ : পুরুষদের জন্য স্বর্ণের আংটি হারাম করা এবং ইসলামের প্রথম দিকে এর বৈধতা হওয়া রহিত করা

٥٢٩٥- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُعَاذٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِىْ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ النَّضْرِ بْنِ اَنَسٍ عَنْ بَشِيْرِ بْنِ نَهِيْكٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ اَنَّهُ نَهَى عَنْ خَاتَمِ الذَّهَبِ-

৫২৯৫. উবায়দুল্লাহ্ ইব্ন মুআয (র)......আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত যে, তিনি স্বর্ণের আংটি ব্যবহার করতে নিষেধ করেছেন।

٥٢٩٦- وَحَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ مُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالاَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ وَفِىْ حَدِيْثِ ابْنِ مُثَنَّى قَالَ سَمِعْتُ النَّضْرَبْنَ اَنَسٍ -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَهْلِ التَّمِيْمِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ مَرْيَمَ قَالَ اَخْبَرَنِىْ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ اَخْبَرَنِىْ اِبْرَاهِيْمُ بْنُ عُقْبَةَ عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ رَأَى خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ فِىْ يَدِ رَجُلٍ فَنَزَعَهُ فَطَرَحَهُ وَقَالَ يَعْمِدُ اَحَدُكُمْ اِلَى جَمْرَةٍ مِنْ نَارٍ فَيَجْعَلُهَا فِىْ

يَدِهِ فَقِيْلَ لِلرَّجُلِ بَعْدَ مَا ذَهَبَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ خُذْ خَاتَمَكَ انْتَفِعْ بِهِ قَالَ لاَ وَاللّٰهِ لاَ اٰخُذُهُ اَبَدًا وَقَدْ طَرَحَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ -

৫২৯৬. মুহাম্মদ ইব্‌ন মুসান্না ও ইব্‌ন বাশ্‌শার, মুহাম্মদ ইব্‌ন জা'ফর (র)-এর সূত্রে শু'বা (র) থেকে উল্লিখিত সনদে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। তবে ইব্‌ন মুসান্না (র)-এর হাদীসে কাতাদা (র) বলেছেন, আমি নাযর ইব্‌ন আনাস (রা) একে বলতে শুনেছি।

মুহাম্মদ ইব্‌ন সাহ্‌ল তামীমী (র)...... আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এক ব্যক্তির হাতে একটি স্বর্ণের আংটি দেখতে পেয়ে সেটি খুলে ফেলে দিলেন এবং বললেন, তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ আগুনের টুকরা সংগ্রহ করে তা তার হাতে রাখে। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ প্রস্থান করলে লোকটিকে বলা হল, তোমার আংটিটি তুলে নাও, এরদ্বারা ফায়দা লাভ কর। সে বলল, না। আল্লাহ্‌র শপথ! আমি কখনো ওটা নেব না। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তো ওটা ফেলে দিয়েছেন।

٥٢٩٧- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيْمِيُّ وَمُحَمَّدُ ابْنُ رُمْحٍ قَالاَ اَخْبَرَنَا اللَّيْثُ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اصْطَنَعَ خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ فَكَانَ يَجْعَلُ فَصَّهُ فِيْ بَاطِنِ كَفِّهِ اِذَا لَبِسَهُ فَصَنَعَ النَّاسُ ثُمَّ اِنَّهُ جَلَسَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَنَزَعَهُ فَقَالَ اِنِّىْ كُنْتُ اَلْبَسُ هٰذَا الْخَاتَمَ وَاَجْعَلُ فَصَّهُ مِنْ دَاخِلٍ فَرَمِىْ بِهِ ثُمَّ قَالَ وَاللّٰهُ لاَ اَلْبَسُهُ اَبَدًا فَنَبَذَ النَّاسُ خَوَاتِيْمَهُمْ وَلَفْظُ الْحَدِيْثِ لِيَحْيَى-

৫২৯৭. ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন ইয়াহ্ইয়া তামীমী, মুহাম্মদ ইব্‌ন রুমহ্ ও কুতায়বা (র)...... আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ স্বর্ণের একটি আংটি তৈরি করলেন। তিনি যখন এটি পরতেন, এর মোহরটি রাখতেন হাতের তালুর দিকে। লোকেরাও এরূপ বানিয়ে নিল। এরপর একদিন তিনি মিম্বারে বসে সেটি খুলে ফেললেন এবং বললেন : আমি এ আংটিটি পরতাম আর এর মোহরটি ভেতরের দিকে রাখতাম। পরে তিনি সেটি ছুঁড়ে ফেলে দিলেন। এরপর বললেন, আল্লাহ্‌র কসম! আমি এটি আর কখনো পরব না। তখন লোকেরাও তাদের আংটিগুলো ছুঁড়ে ফেলে দিল।

٥٢٩٨- وَحَدَّثَنَاهُ اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ ح قَالَ وَحَدَّثَنِيْهِ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا ابْنُ مُثَنّٰى قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ عُثْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ خَالِدٍ كُلُّهُمْ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِهٰذَا الْحَدِيْثِ فِى خَاتَمِ الذَّهْبِ وَزَادَ فِىْ حَدِيْثِ عُقْبَةَ بْنِ خَالِدٍ وَجَعَلَهُ فِىْ يَدِهِ الْيُمْنٰى-

وَحَدَّثَنِيْهِ اَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا اَيُّوْبُ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اِسْحَاقَ الْمُسَيِّبِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا اَنَسٌ يَعْنِىْ ابْنَ عِيَاضٍ عَنْ مُوْسَى بْنِ عُقْبَةَ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ

بْنُ عَبَّادٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَاتِمٌ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا هَارُوْنُ الْاَيْلِىُّ قَالَ اَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ كِلَاهُمَا عَنْ اُسَامَةَ جَمَاعَتُهُمْ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ فِى خَاتَمِ الذَّهَبِ نَحْوَ حَدِيْثِ اللَّيْثِ-

৫২৯৮. আবূ বকর ইব্ন আবূ শায়বা, যুহায়র ইব্ন হার্ব, ইব্ন মুসান্না ও সাহ্ল ইব্ন উসমান (রা)..... ইব্ন উমর (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে স্বর্ণের আংটি প্রসঙ্গে এ হাদীসটি রিওয়ায়াত করেছেন। তবে বর্ণনাকারী উক্বা ইব্ন খালিদ (র)-এর হাদীসে এ কথাটি বর্ধিত করেছেন– "তিনি এটি তাঁর ডান হাতে পরতেন।"

আহমদ ইব্ন আব্দা, ইসহাক মুসায়্যাবী, মুহাম্মদ ইব্ন আব্বাদ ও হারূন আয়লী (র)...... ইব্ন উমর (রা) সূত্রে তিনি নবী ﷺ থেকে স্বর্ণের আংটি প্রসঙ্গে লায়স (র)-এর হাদীসের অনুরূপ রিওয়ায়েত করেছেন।

١٢- بَابُ لُبْسِ النَّبِىِّ ﷺ خَاتَمًا مِنْ وَرِقٍ نَقْشُهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَلُبْسِ الْخُلَفَاءِ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ -

১২. পরিচ্ছেদ : নবী ﷺ কর্তৃক مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ, খোদিত রূপার আংটি পরিধান এবং তাঁর পরবর্তীতে খলীফাগণ কর্তৃক তা পরিধান

٥٢٩٩- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ نُمَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِىْ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ اتَّخَذَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ خَاتَمًا مِنْ وَرِقٍ فَكَانَ فِى يَدِهِ ثُمَّ كَانَ فِىْ يَدِ اَبِىْ بَكْرٍ ثُمَّ كَانَ فِىْ يَدِ عُمَرَ ثُمَّ كَانَ فِىْ يَدِ عُثْمَانَ حَتّٰى وَقَعَ مِنْهُ فِىْ بِئْرِ اَرِيْسٍ نَقْشُهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَالَ ابْنُ نُمَيْرٍ حَتّٰى وَقَعَ فِىْ بِئْرٍ وَلَمْ يَقُلْ مِنْهُ-

৫২৯৯. ইয়াহ্ইয়া ইব্ন ইয়াহ্ইয়া ও ইব্ন নুমায়র (র)...... ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ রূপার একটি আংটি তৈরি করেছিলেন। এটি তাঁর হাতেই থাকত। এরপর আবূ বকর (রা)-এর হাতে, এরপর উমর (রা)-এর হাতে, এরপর উসমান (রা)-এর হাতে ছিল। তাঁর হাতে থেকেই সেটি আরীস নামক কূপে পড়ে গেল। তাতে খোদিত ছিল 'مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ' ইব্ন নুমায়র (র) বলেন, অবশেষে সেটি কূপে পড়ে গেল। 'তাঁর হাত থেকে পড়েছে' একথা তিনি বলেননি।

٥٣٠٠- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ وَعَمْرُو النَّاقِدُ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ وَابْنُ اَبِىْ عُمَرَ وَاللَّفْظُ لِاَبِىْ بَكْرٍ قَالُوْا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ اَيُّوْبَ بْنِ مُوْسٰى عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ اتَّخَذَ النَّبِىُّ ﷺ خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ ثُمَّ اَلْقَاهُ ثُمَّ اتَّخَذَ خَاتَمًا مِنْ وَرِقٍ وَنَقَشَ فِيْهِ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ وَقَالَ لَا يَنْقُشْ اَحَدٌ عَلٰى نَقْشِ خَاتَمِىْ هٰذَا وَكَانَ اِذَا لَبِسَهُ جَعَلَ فَصَّهُ مِمَّا يَلِىْ بَطْنَ كَفِّهِ وَهُوَ الَّذِىْ سَقَطَ مِنْ مُعَيْقِيْبٍ فِىْ بِئْرِ اَرِيْسٍ-

৫৩০০. আবূ বকর ইব্‌ন আবূ শায়বা, আমর আন-নাকিদ, মুহাম্মদ ইব্‌ন আব্বাদ ও ইব্‌ন আবূ উমর (র)...... ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ স্বর্ণের একটি আংটি তৈরি করে কিছুদিন পর তা ফেলে দিলেন। এরপর একটি রূপার আংটি তৈরি তাতে 'مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللّٰهِ' কথাটি খোদাই করলেন। তিনি বললেন, কেউ যেন আমার এ আংটির খোদাইর অনুরূপ খোদাই না করে। তিনি যখন এটি পরতেন, এর মোহরটি হাতের তালুমুখী (ভেতরের দিকে) করে রাখতেন। সেটাই মু'আয়কিব (রা)-এর কাছ থেকে আরীস (নামক) কূপে পড়ে গিয়েছিল।

٥٣٠١- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيٰى وَخَلَفُ بْنُ هِشَامٍ وَاَبُوْ الرَّبِيْعِ الْعَتَكِيُّ كُلُّهُمْ عَنْ حَمَّادٍ قَالَ يَحْيٰى اَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيْزِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اتَّخَذَ خَاتَمًا مِنْ فِضَّةٍ وَنَقَشَ فِيْهِ مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللّٰهِ وَقَالَ لِلنَّاسِ اِنِّيْ اتَّخَذْتُ خَاتَمًا مِنْ فِضَّةٍ وَنَقَشْتُ فِيْهِ مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللّٰهِ فَلاَ يَنْقُشْ اَحَدٌ عَلٰى نَقْشِهِ-

৫৩০১. ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন ইয়াহ্ইয়া, খালফ্ ইব্‌ন হিশাম ও আবূ রাবী আতাকী (র)......আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ রূপার একটি আংটি তৈরি করলেন এবং তাতে 'مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ' কথাটি খোদাই করলেন। তিনি লোকদের বললেন, আমি একটি রূপার আংটি তৈরি করেছি এবং তাতে 'مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ' কথাটি খোদাই করেছি। সুতরাং কেউ যেন অনুরূপ নকশা খোদাই না করে।

٥٣٠٢ وَحَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَاَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالُوْا حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ يَعْنُوْنَ ابْنَ عُلَيَّةَ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيْزِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ اَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِهٰذَا وَلَمْ يَذْكُرْ فِي الْحَدِيْثِ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ-

৫৩০২. আহমদ ইব্‌ন হাম্বল, আবূ বকর ইব্‌ন আবূ শায়বা ও যুহায়র ইব্‌ন হারব (র)....... আনাস (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে হাদীসটি বর্ণিত আছে। তবে বর্ণনাকারী হাদীসে 'مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللّٰهِ' কথাটি উল্লেখ করেননি।

١٣- بَابُ فِي اتِّخَاذِ النَّبِيِّ ﷺ خَاتَمًا لَمَّا اَرَادَ اَنْ يَكْتُبَ اِلَى الْعَجَمِ-

১৩. পরিচ্ছেদ : নবী ﷺ যখন অনারবদের নিকট পত্র লেখার ইচ্ছা করেন তখন আংটি তৈরি করেন

٥٣٠٣- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُثَنّٰى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَ ابْنُ مُثَنّٰى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ قَتَادَةَ يُحَدِّثُ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ لَمَّا اَرَادَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنْ يَّكْتُبَ اِلَى الرُّوْمِ قَالَ قَالُوْا اِنَّهُمْ لاَ يَقْرَؤُنَ كِتَابًا اِلاَّ مَخْتُوْمًا قَالَ فَاتَّخَذَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ خَاتَمًا مِنْ فِضَّةٍ كَاَنِّيْ اَنْظُرُ اِلٰى بَيَاضِهِ فِيْ يَدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ نَقْشُهُ مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللّٰهِ-

৫৩০৩. মুহাম্মদ ইব্‌ন মুসান্না ও ইব্‌ন বাশ্শার (রা)........ আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ রোমানদের (বাদশাহর) নিকট পত্র পাঠাতে চাইলেন তখন তাঁরা (সাহাবিগণ) বললেন, তারা তো মোহরাঙ্কিত পত্র ছাড়া অন্য কোন পত্র পাঠ করে না। তিনি (আনাস) বলেন, পরে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ

রূপার একটি আংটি বানালেন। আমি যেন এখনো রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর হাতে এর শুভ্রতা প্রত্যক্ষ করছি। এতে 'مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ' কথাটি খোদিত ছিল।

٥٣٠٤- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنَ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ اَبِىْ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَنَسٍ اَنَّ نَبِىَّ اللّٰهُ ﷺ كَانَ اَرَادَ اَنْ يَكْتُبَ اِلَى الْعَجَمِ فَقِيْلَ لَهُ اِنَّ الْعَجَمَ لاَ يَقْبَلُوْنَ اِلاَّ كِتَابًا عَلَيْهِ خَاتَمٌ فَاصْطَنَعَ خَاتَمًا مِنْ فِضَّةٍ قَالَ كَأَنِّىْ اَنْظُرُ اِلٰى بَيَاضِهِ فِىْ يَدِهِ-

৫৩০৪. মুহাম্মদ ইব্‌ন মুসান্না (র)........ আনাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, আল্লাহ্‌র নবী ﷺ যখন অনারব (সম্রাট)-দের নিকট পত্র দেয়ার ইচ্ছা করলেন। তাঁকে বলা হলো, অনারবরা তো কেবল মোহরাঙ্কিত পত্র গ্রহণ করে। তখন তিনি একটি রূপার আংটি বানিয়ে নিলেন। আনাস (রা) বলেন, আমি যেন এখনো তাঁর হাতে সেটির শুভ্রতা প্রত্যক্ষ করছি।

٥٣٠٥ حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِىِّ الْجَهْضَمِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا نُوْحُ بْنُ قَيْسٍ عَنْ اَخِيْهِ خَالِدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَنَسٍ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ اَرَادَ اَنْ يَكْتُبَ اِلٰى كِسْرٰى وَقَيْصَرَ وَالنَّجَاشِىِّ فَقِيْلَ اِنَّهُمْ لاَ يَقْبَلُوْنَ كِتَابًا اِلاَّ بِخَاتَمٍ فَصَاغَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ خَاتَمًا حَلْقَةً مِنْ فِضَّةٍ وَنَقَشَ فِيْهِ "مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ"-

৫৩০৫. নাসর ইব্‌ন আলী জাহ্‌যামী (র)...... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ (পারস্য সম্রাট) কিসরা, (রোম সম্রাট) কায়সার ও (আবিসিনিয়ার সম্রাট) নাজ্জাশীর নিকট পত্র লিখতে ইচ্ছা করলে তাঁকে বলা হলো, তারা তো সিলমোহর ছাড়া পত্র গ্রহণ করে না। এরপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ রূপার একটি আংটি তৈরি করলেন এবং এতে 'مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ' কথাটি খোদাই করলেন।

٥٣٠٦- حَدَّثَنِىْ اَبُوْ عِمْرَانَ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ زِيَادٍ قَالَ اَخْبَرَنَا اِبْرَاهِيْمُ يَعْنِىْ اِبْنَ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّهُ اَبْصَرَ فِىْ يَدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ خَاتَمًا مِنْ وَرِقٍ يَوْمًا وَاحِدًا قَالَ فَصَنَعَ النَّاسُ الْخَوَاتِمَ مِنْ وَرِقٍ فَلَبِسُوْهُ فَطَرَحَ النَّبِىُّ ﷺ خَاتَمَهُ فَطَرَحَ النَّاسُ خَوَاتِمَهُمْ-

৫৩০৬. আবূ ইমরান মুহাম্মদ ইব্‌ন জা'ফর ইব্‌ন যিয়াদ (র)...... আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর হাতে একদিন রূপার একটি আংটি দেখলেন। তিনি বলেন, লোকেরাও রূপার আংটি বানিয়ে পরতে লাগল। পরে নবী ﷺ তার আংটিটি ফেলে দিলে লোকেরাও তাদের আংটিগুলো ফেলে দিল।

٥٣٠٧- حَدَّثَنِىْ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ نُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا رَوْحٌ قَالَ اَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ زِيَادٌ اَنَّ ابْنَ شِهَابٍ اَخْبَرَهُ اَنَّ اَنَسَ بْنَ مَالِكٍ اَخْبَرَهُ اَنَّهُ رَاٰى فِىْ يَدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ خَاتَمًا مِنْ وَرِقٍ يَوْمًا وَاحِدًا ثُمَّ اِنَّ النَّاسَ اضْطَرَبُوْا الْخَوَاتِمِ مِنْ وَرِقٍ فَلَبِسُوْهَا فَطَرَحَ النَّبِىُّ ﷺ خَاتَمَهُ فَطَرَحَ النَّاسُ خَوَاتِمَهُمْ-

৫৩০৭. মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন নুমায়র (র)..... আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর হাতে একদিন চাঁদির (রূপার) একটি আংটি দেখলেন, এরপর লোকেরাও চাঁদির আংটি বানিয়ে পরতে লাগলো। পরে নবী ﷺ তাঁর আংটিটি ফেলে দিলে লোকেরাও তাদের আংটিগুলো ফেলে দিল।

٥٣٠٨ وَحَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ مُكْرَمٍ الْعَمِّيُّ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَاصِمٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ مِثْلَهُ-

৫৩০৮. উক্‌বা উব্‌ন মুকরাম আম্মী (র)...... ইব্‌ন জুরায়জ (র) থেকে উল্লিখিত সনদে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন।

١٥- بَابُ فِيْ خَاتَمَ الْوَرِقِ فَصُّه حَبْشِيُّ

১৫. পরিচ্ছেদ : রূপার তৈরি যার মোহর হাবশী (পাথর)

٥٣٠٩- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ اَيُّوْبَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ وَهْبٍ الْمِصْرِيُّ قَالَ اَخْبَرَنِيْ يُوْنُسُ بْنُ يَزِيْدَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ حَدَّثَنِيْ اَنَسُ بْنُ مَالِكٍ قَالَ كَانَ خَاتَمُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مِنْ وَرِقٍ وَكَانَ فَصُّهُ حَبْشِيًّا-

৫৩০৯. ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন আইউব (র)...... আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এর আংটিটি ছিল চাঁদির তৈরি, এর মোহরটি ছিল হাবশী।[১]

٥٣١٠- وَحَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ وَعَبَّادُ بْنُ مُوْسٰى قَالاَ حَدَّثَنَا طَلْحَةُ بْنُ يَحْيَى وَهُوَ الْاَنْصَارِيُّ ثُمَّ الزُّرَقِيُّ عَنْ يُوْنُسَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ لَبِسَ خَاتَمَ فِضَّةٍ فِيْ يَمِيْنِهِ فِيْهِ فَصٌّ حَبْشِيٌّ كَانَ يَجْعَلُ فَصَّهُ مِمَّا يَلِى كَفَّهُ-

৫৩১০. উসমান ইব্‌ন আবূ শায়বা ও আব্বাদ ইব্‌ন মূসা (র)...... আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর ডান হাতে রূপার একটি আংটি পরেছেন। এতে হাবশী মোহর ছিল। তিনি এর মোহরটি হাতের তালুমুখী করে রাখতেন।

٥٣١١ وَحَدَّثَنِيْ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنِيْ اِسْمَاعِيْلُ بْنُ اَبِيْ اُوَيْسٍ قَالَ حَدَّثَنِيْ سُلَيْمَانُ بْنُ بِلاَلٍ عَنْ يُوْنُسَ بْنِ يَزِيْدَ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ مِثْلَ حَدِيْثِ طَلْحَةَ بْنِ يَحْيَى-

৫৩১১ যুহায়র ইব্‌ন হার্‌ব (র)...... ইউনুস ইব্‌ন ইয়াযীদ (র) উল্লেখিত সনদে তালহা ইব্‌ন ইয়াহ্ইয়া (র)-এর হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

٥٣١٢- وَحَدَّثَنِيْ اَبُوْ بَكْرِ بْنُ خَلاَّدٍ الْبَاهِلِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ اَنَسٍ قَالَ كَانَ خَاتَمُ النَّبِيِّ ﷺ فِيْ هٰذِهِ وَاَشَارَ اِلَى الْخِنْصَرِ مِنْ يَدِهِ الْيُسْرٰى-

---

১ হাবশার (আকীক) পাথরের অথবা হাবশী (কাল) রংয়ের।

৫৩১২. আবূ বকর ইব্ন খাল্লাদ বাহিলী (র)...... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ-এর আংটি ছিল এ আঙ্গুলে। এবং তিনি এ কথা বলে বাম হাতের কনিষ্ঠ (খিনসার) আঙ্গুলের প্রতি ইশারা করেন।

٥٣١٣- حَدَّثَنِيْ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ نُمَيْرٍ وَاَبُوْ كُرَيْبٍ جَمِيْعًا عَنْ ابْنِ اِدْرِيْسَ وَاللَّفْظُ لاَبِيْ كُرَيْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ اِدْرِيسَ قَالَ سَمِعْتُ عَاصِمَ بْنَ كُلَيْبٍ عَنْ اَبِيْ بُرْدَةَ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ نَهَانِيْ يَعْنِي النَّبِيَّ ﷺ اَنْ اَجْعَلَ خَاتَمِيَ فِيْ هٰذِهِ اَوِ الَّتِيْ تَلِيْهَا لَمْ يَدْرِ عَاصِمٌ فِيْ اَيِّ الثِّنْتَيْنِ وَنَهَانِيْ عَنْ لُبْسِ الْقَسِّيِّ وَعَنْ جُلُوْسٍ عَلَى الْمَيَاثِرِ قَالَ فَاَمَّا الْقَسِّيُّ فَثِيَابٌ مُضَلَّعَةٌ يُؤْتَى بِهَا مِنْ مِصْرَ وَالشَّامِ فِيْهَا شِبْهُ كَذَا وَاَمَّا الْمَيَاثِرُ فَشَيْءٌ كَانَتْ تَجْعَلُهُ النِّسَاءُ لِبُعُوْلَتِهِنَّ عَلَى الرَّحْلِ كَالْقَطَائِفِ الْاُرْجُوَانِ-

৫৩১৩. মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন নুমায়র ও আবূ কুরায়ব (র)...... আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ আমাকে নিষেধ করেছেন, আমি যেন এ আঙ্গুলে বা এ আঙ্গুলে আমার আংটি না পরি। আসিম (র)-এর জানা নাই আঙ্গুল দু'টি কোন্ কোনটি। আর তিনি আমাকে কাস্সী কাপড় পরতে নিষেধ করেছেন এবং 'মায়াসির'-এর উপর বসতে নিষেধ করেছেন। কাস্সী হলো ডোরাদার কাপড়– যা মিসর ও সিরিয়া থেকে আমদানী করা হতো, তাতে এমন এমন চিত্রও থাকতো। আর মায়াসির হলো– সেই (নরম রেশমজাত) কাপড় যা মহিলারা তাদের স্বামীদের জন্য হাওদায় বিছিয়ে দেয়, বিছানার লাল (ছাপা) চাদরের মত।

٥٣١٤- وَحَدَّثَنَا ابْنُ اَبِيْ عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ عَنِ ابْنٍ لاَبِيْ مُوْسٰى قَالَ سَمِعْتُ عَلِيًّا فَذَكَرَا هٰذَا الْحَدِيْثَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِنَحْوِهِ-

৫৩১৪. ইব্ন আবূ উমর (র)...... আবূ মূসা (রা)-এর জনৈক পুত্র থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আলী (রা)-কে বলতে শুনেছি। এরপর বর্ণনাকারী নবী ﷺ থেকে অনুরূপভাবে এই হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

٥٣١٥ وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنّٰى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالاَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا بُرْدَةَ قَالَ سَمِعْتُ عَلِيَّ بْنَ اَبِيْ طَالِبٍ قَالَ نَهٰى اَوْ نَهَانِيْ يَعْنِي النَّبِيَّ ﷺ فَذَكَرَ نَحْوَهُ-

৫৩১৫. ইব্ন মুসান্না ও ইব্ন বাশ্শার (র)....... আলী ইব্ন আবূ তালিব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ নিষেধ করেছেন। এরপর বর্ণনাকারী অনুরূপ রিওয়ায়াত করেন।

٥٣١٦- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ اَخْبَرَنَا اَبُو الْاَحْوَصِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ عَنْ اَبِيْ بُرْدَةَ قَالَ قَالَ عَلِيٌّ نَهَانِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنْ اَتَخَتَّمَ فِيْ اِصْبَعِيْ هٰذِهِ اَوْ هٰذِهِ قَالَ فَاَوْمَى اِلَى الْوُسْطٰى وَالَّتِيْ تَلِيْهَا-

৫৩১৬. ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন ইয়াহ্ইয়া (র)..... আবূ বুরদা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাকে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ নিষেধ করেছেন, আমি যেন আমার এ আঙ্গুল কিংবা এ আঙ্গুলে আংটি ব্যবহার না করি। এই বলে তিনি তাঁর মধ্যমা ও তাঁর (ডান) পাশের (শাহাদাত-অর্জনী) আঙ্গুলের প্রতি ইঙ্গিত করলেন।

١٦- بَابُ اِسْتِحْبَابِ لُبْسِ النِّعَالِ وَمَا فِيْ مَعْنَاهَا-

১৬. পরিচ্ছেদ : জুতা বা অনুরূপ কিছু পরিধান করা মুস্তাহাব

٥٣١٧- حَدَّثَنِي سَلَمَةُ ابْنُ شَبِيْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ اَعْيَنَ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْقِلُ عَنْ اَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ فِيْ غَزْوَةٍ غَزَوْنَاهَا يَقُوْلُ اَسْتَكْثِرُوْا مِنَ النِّعَالِ فَاِنَّ الرَّجُلَ لاَ يَزَالُ رَاكِبًا مَا انْتَعَلَ-

৫৩১৭. সালামা ইব্‌ন শাবীব (র)...... জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ-কে এক যুদ্ধে বলতে শুনেছি, তোমরা বেশি বেশি (সময়) জুতা পরে থাকবে। কেননা মানুষ যতক্ষণ জুতা পরিহিত থাকে, ততক্ষণ সে সওয়ার থাকে।

١٧- بَابُ اِسْتِحْبَابِ لُبْسِ النِّعَالِ فِي الْيُمْنٰى اَوَّلاً وَالْخَلْعِ مِنَ الْيُسْرٰى اَوَّلاً وَكَرَاهَةُ الْمَشْيِ فِيْ نَعْلٍ وَاحِدَةٍ -

১৭. পরিচ্ছেদ : জুতা পরার সময় ডান পা আগে (পরা) আর খোলার সময় বাম পা আগে খোলা মুস্তাহাব এবং এক (পায়ে) জুতা পরে চলা (মাকরূহ)

٥٣١٨- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ سَلاَّمٍ الْجُمَحِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا الرَّبِيْعُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ مُحَمَّدٍ يَعْنِي ابْنَ زِيَادٍ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِذَا انْتَعَلَ اَحَدُكُمْ فَلْيَبْدَأْ بِالْيُمْنٰى وَاِذَا خَلَعَ فَلْيَبْدَأْ بِالشِّمَالِ وَلْيُنْعِلْهُمَا جَمِيْعًا اَوْ لِيَخْلَعْهُمَا جَمِيْعًا-

৫৩১৮. আবদুর রাহমান ইব্‌ন সাল্লাম জুমাহী (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : তোমাদের কেউ যখন জুতা পরিধান করবে, তখন প্রথমে ডান পায়ে পরিধান করবে। আর যখন খুলবে, তখন আগে বাম পায়ের জুতা খুলবে। আর হয় দু'পায়ে জুতা পরাবে, নতুবা দু'পায়ের জুতাই খুলে ফেলবে।

٥٣١٩- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيٰى قَالَ قَرَأْتُ عَلٰى مَالِكٍ عَنْ اَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لاَ يَمْشِي اَحَدُكُمْ فِيْ نَعْلٍ وَاحِدَةٍ لِيُنْعِلْهُمَا جَمِيْعًا اَوْ لِيَخْلَعْهُمَا جَمِيْعًا-

৫৩১৯. ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন ইয়াহ্ইয়া (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : তোমাদের কেউ এক পায়ে জুতা পরে যেন চলাফেরা না করে। হয়তো দু'পায়ে জুতা পরাবে, নতুবা দু'পায়ের জুতাই খুলে ফেলবে।

٥٣٢٠- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ وَاَبُوْ كُرَيْبٍ وَاللَّفْظُ لاَبِىْ كُرَيْبٍ قَالاَ حَدَّثَنَا ابْنُ اِدْرِيْسَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اَبِىْ رَزِيْنٍ قَالَ خَرَجَ اِلَيْنَا اَبُوْ هُرَيْرَةَ فَضَرَبَ بِيَدِهِ عَلٰى جَبْهَتِهِ فَقَالَ اَلاَ اِنَّكُمْ تَحَدَّثُوْنَ اَنِّىْ اَكْذِبُ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ لِتَهْتَدُوْا وَاَضِلَّ اَلاَ وَاِنِّىْ اَشْهَدُ لَسَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اِذَا انْقَطَعَ شِسْعُ اَحَدِكُمْ فَلاَ يَمْشِ فِى الْاُخْرٰى حَتّٰى يُصْلِحَهَا-

وَحَدَّثَنِيْهِ عَلِىُّ بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِىُّ قَالَ اَخْبَرَنَا عَلِىُّ بْنُ مُسْهِرٍ قَالَ اَخْبَرَنَا الْاَعْمَشُ عَنْ اَبِىْ رَزِيْنٍ وَاَبِىْ صَالِحٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ بِهٰذَا الْمَعْنٰى-

৫৩২০. আবূ বকর ইব্‌ন আবূ শায়বা ও আবূ কুরায়ব (র)..... আবূ রাযীন (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবূ হুরায়রা (রা) আমাদের কাছে এলেন এবং তার হাত কপালে মেরে বললেন, শোন তোমরা কি আলোচনা কর যে, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর ওপর মিথ্যারোপ করি? যাতে করে তোমরা হিদায়াত লাভ করতে পার আর আমি বিভ্রান্ত হই ? শোন, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, যখন তোমাদের কারো (একটি) জুতার ফিতা ছিঁড়ে যায়, তখন সে যেন সেটি ঠিক না করা পর্যন্ত অপর জুতাটি পায়ে দিয়ে না চলে।

আলী ইব্‌ন হুজর সা'দী (র)...... আবূ হুরায়রা (রা)-এর সূত্রে নবী ﷺ থেকে অনুরূপ বর্ণিত আছে।

١٨- بَابُ النَّهْىِ عَنِ اشْتِمَالِ الصَّمَّاءِ وَالْاِحْتِبَاءِ فِىْ ثَوْبٍ وَاحِدٍ كَاشِفًا بَعْضَ عَوْرَتِهِ وَحُكْمِ الْاِسْتِلْقَاءِ عَلٰى ظَهْرِهِ رَافِعًا اِحْدٰى رِجْلَيْهِ عَلَى الْاُخْرٰى-

১৮. পরিচ্ছেদ : 'ইশ্‌তিমালে সাম্মা' (সমস্ত দেহ একটি কাপড় দ্বারা এমনভাবে পেঁচিয়ে রাখা যাতে হাত বের করাও দুষ্কর হয়) ও ইহতিবা (গুপ্তাঙ্গের কিয়দংশ অনাবৃত হয়ে যেতে পারে এমনভাবে এক কাপড়ে গুটি মেরে বসার) নিষেধাজ্ঞা এবং এক পায়ের উপর অপর পা রেখে চিৎ হয়ে শোয়ার বিধান সম্বন্ধে

٥٣٢١- وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ اَنَسٍ فِيْمَا قُرِئَ عَلَيْهِ عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَهٰى اَنْ يَاْكُلَ الرَّجُلُ بِشِمَالِهِ اَوْ يَمْشِىْ فِىْ نَعْلٍ وَاحِدَةٍ وَاَنْ يَشْتَمِلَ الصَّمَّاءَ وَاَنْ يَحْتَبِىَ فِىْ ثَوْبٍ وَاحِدٍ كَاشِفًا عَنْ فَرْجِهِ-

৫৩২১. কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ (র)...... জাবির (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলাল্লাহ্ ﷺ কোন ব্যক্তির বাম হাতে আহার করা, এক পায়ে জুতা পরে চলাফেরা করা, এক কাপড়ে সমস্ত দেহ পেঁচিয়ে রাখা ও গুপ্তাঙ্গ খোলা রেখে এক কাপড়ে গুটি মেরে (দু'হাঁটু উঁচু করে হাঁটু জড়িয়ে পাছার উপরে) বসা থেকে নিষেধ করেছেন।

٥٣٢٢- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ يُوْنُسَ قَالَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيٰى قَالَ اَنَا اَبُوْ خَيْثَمَةَ عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَوْ

سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اِذَا انْقَطَعَ شِسْعُ اَحَدِكُمْ اَوْ مَنِ انْقَطَعَ شِسْعُ نَعْلِهِ فَلاَ يَمْشِى فِىْ نَعْلٍ وَاحِدَةٍ حَتّٰى يُصْلِحَ شِسْعَهُ وَلاَ يَمْشِى فِىْ خُفٍّ وَاحِدَةٍ وَلاَ يَاْكُلُ بِشِمَالِهِ وَلاَ يَحْتَبِى بِالثَّوْبِ الْوَاحِدِ وَلاَ يَلْتَحِفُ الصَّمَّاءَ-

৫৩২২. আহমাদ ইব্‌ন ইউনুস ও ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া (র)....... জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন কিংবা তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে বলতে শুনেছি যে, তোমাদের কারো যখন (একটি) জুতার ফিতা ছিঁড়ে যায়, তখন সে যেন এক জুতা পায়ে না চলে। যতক্ষণ সে তার ফিতাটি ঠিক না করে। আর কেউ যেন এক মোজা পায়ে দিয়ে না চলে, বাম হাতে আহার গ্রহণ না করে, এক কাপড়ে গুটি মেরে না বসে এবং এক কাপড়ে সমস্ত শরীর পেঁচিয়ে না রাখে।

٥٣٢٣- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا لَيْثٌ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا ابْنُ رُمْحٍ قَالَ اَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَهٰى عَنِ اشْتِمَالِ الصَّمَّاءِ وَالْاِحْتِبَاءِ فِىْ ثَوْبٍ وَاحِدٍ وَاَنْ يَرْفَعَ الرَّجُلُ اِحْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الْاُخْرٰى وَهُوَ مُسْتَلْقٍ عَلَى ظَهْرِهِ-

৫৩২৩. কুতায়বা ও রুমহ্ (র)..... জাবির (রা) থেকে বর্ণিত যে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এক কাপড়ে সমস্ত শরীর পেঁচিয়ে রাখা, এক কাপড়ে গুটি মেরে বসা এবং চিৎ হয়ে শোয়া অবস্থায় এক পায়ের উপর অপর পা তুলে রাখা নিষেধ করেছেন।

٥٣٢٤- حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ وَمُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ قَالَ اِسْحَاقُ اَخْبَرَنَا وَقَالَ ابْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ اَبُوْ الزُّبَيْرِ اَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَبْنَ عَبْدِ اللّٰهِ يُحَدِّثُ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ لاَ تَمْشِ فِىْ نَعْلٍ وَاحِدَةٍ وَلاَ تَحْتَبِ فِىْ اِزَارٍ وَاحِدٍ وَلاَ تَاْكُلْ بِشِمَالِكَ وَلاَ تَشْتَمِلِ الصَّمَّاءَ وَلاَ تَضَعْ اِحْدَى رِجْلَيْكَ عَلَى الْاُخْرٰى اِذَا اسْتَلْقَيْتَ-

৫৩২৪. ইসহাক ইব্‌ন ইবরাহীম ও মুহাম্মদ ইব্‌ন হাতিম (র)........ জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন : একটি জুতা পরে হাঁটবে না, এক ইযারে গুটি মেরে বসবে না, বাম হাতে খাবে না, এক কাপড়ে সমস্ত শরীর পেঁচিয়ে রাখবে না এবং চিৎ হয়ে শোয়া অবস্থায় এক পায়ের উপর অপর পা তুলে দিবে না।

٥٣٢٥- وَحَدَّثَنِىْ اِسْحٰقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ قَالَ حَدَّثَنِىْ عُبَيْدُ اللّٰهِ يَعْنِىْ ابْنَ اَبِى الْاَخْنَسِ عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ لاَ يَسْتَلْقِ اَحَدُكُمْ ثُمَّ يَضَعُ اِحْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الْاُخْرٰى-

৫৩২৫. ইসহাক ইব্ন মানসূর (র)..... জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন : কেউ যেন চিৎ হয়ে শুয়ে এক পায়ের উপর অপর পা তুলে না দেয়।

٥٣٢٦- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ عَنْ عَمِّهِ أَنَّهُ رَأَى رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ مُسْتَلْقِيًا فِيْ الْمَسْجِدِ وَاضِعًا اِحْدٰى رِجْلَيْهِ عَلَى الْأُخْرٰى-

৫৩২৬. ইয়াহ্ইয়া ইব্ন ইয়াহ্ইয়া (র)....... আব্বাদ ইব্ন তামীম (র) তার চাচা থেকে বর্ণিত যে, তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে মসজিদে চিৎ হয়ে শোয়া অবস্থায় এক পায়ের উপর অপর পা তুলে রাখতে দেখেছেন।

٥٣٢٧- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيٰى وَاَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ وَابْنُ نُمَيْرٍ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَاِسْحَاقُ بْنُ اِبْرَاهِيمَ كُلُّهُمْ عَنْ ابْنِ عُيَيْنَةَ ح قَالَ وَحَدَّثَنِىْ اَبُوْ الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ قَالاَ اَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ يُوْنُسُ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالاَ اَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ كُلُّهُمْ عَنِ الزُّهْرِىِّ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ مِثْلَهُ-

৫৩২৭. ইয়াহ্ইয়া ইব্ন ইয়াহ্ইয়া, আবূ বকর ইব্ন আবূ শায়বা, ইব্ন নুমায়র, যুহায়র ইব্ন হারব, ইসহাক ইব্ন ইবরাহীম, আবূ তাহির, হারমালা ও আব্দ ইব্ন হুমায়দ (র)...... যুহরী (র) থেকে উল্লেখিত সনদে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন।

١٩- بَابُ نَهْيِ الرَّجُلِ عَنِ التَّزَعْفُرِ

১৯. পরিচ্ছেদ : পুরুষের জন্য যাফরানী রংয়ের কাপড় ব্যবহার নিষেধ

٥٣٢٨- حَدَّثَنَا يَحْيٰى بْنُ يَحْيَى وَاَبُوْ الرَّبِيْعِ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ يَحْيَى اَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ وَقَالَ الْاٰخَرَانِ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيْزِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ نَهٰى عَنِ التَّزَعْفُرِ قَالَ قُتَيْبَةُ قَالَ حَمَّادُ يَعْنِىْ لِلرِّجَالِ-

৫৩২৮. ইয়াহ্ইয়া ইব্ন ইয়াহ্ইয়া, আবূ রাবী ও কুতায়বা ইব্ন সাঈদ (র)...... আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ যাফরানী রংয়ের কাপড় পরতে নিষেধ করেছেন। কুতায়বা (র) বলেন, হাম্মাদ (র) বলেছেন, অর্থাৎ পুরুষদেরকে।

٥٣٢٩- وَحَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ وَعَمْرٌو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَابْنُ نُمَيْرٍ وَاَبُوْ كُرَيْبٍ قَالُوْا حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ وَهُوَ ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيْزِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ اَنَسٍ قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنْ يَتَزَعْفَرَ الرَّجُلُ-

৫৩২৯. আবূ বকর ইব্ন আবূ শায়বা, আমর আন-নাকিদ, যুহায়র ইব্ন হারব, ইব্ন নুমায়র ও আবূ কুরায়ব (র)...... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ পুরুষদের যাফ্রানী রং-এর কাপড় ব্যবহার করতে নিষেধ করেছেন।

٢٠- بَابُ اسْتِحْبَابِ خِضَابِ الشَّيْبِ بِصُفْرَةٍ وَحُمْرَةٍ وَتَحْرِيْمِهِ بِالسَّوَادِ

২০. পরিচ্ছেদ : সাদা চুল-দাঁড়িতে হলুদ বা লাল রং-এর খিযাব লাগানো মুস্তাহাব এবং কালো রং নিষিদ্ধ

٥٣٣٠- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ اَخْبَرَنَا اَبُو خَيْثَمَةَ عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ اُتِى بِاَبِى قُحَافَةَ اَوْجَاءَ عَامَ الْفَتْحِ اَوْيَوْمَ الْفَتْحِ وَرَأْسُهُ وَلِحْيَتُهُ مِثْلُ الثَّغَامِ اَوِ الثَّغَامَةِ فَاَمَرَ اَوْفَاُمِرَ بِهِ اِلَى نِسَائِهِ قَالَ غَيِّرُوْا هٰذَا بِشَىْءٍ-

৫৩৩০. ইয়াহ্ইয়া ইব্ন ইয়াহ্ইয়া (র)...... জাবির (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, (মক্কা) বিজয়ের বছর কিংবা (বর্ণনা সন্দেহ, রাবী বলেছেন) (মক্কা) বিজয়ের দিন (আবূ বকর-এর পিতা) আবূ কুহাফা (রা)-কে উপস্থিত করা হল কিংবা (বর্ণনা সন্দেহ, রাবী বলেছেন-) তিনি (নিজেই) এলেন। তাঁর মাথা (-র চুল) ও দাঁড়ি 'সাগাম'[১] বা 'সাগামা-র ন্যায় (সাদা) ছিল। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে তার (বাড়ির) মহিলাদের কাছে নিয়ে যেতে আদেশ করলেন, কিংবা (বর্ণনা সন্দেহ, রাবী বলেছেন) তাঁকে নিয়ে যাওয়ার আদেশ দেয়া হল এবং তিনি ইরশাদ করলেন : এ (সাদা রং)-কে কোন কিছু দিয়ে পরিবর্তন করে দাও।

٥٣٣١- وَحَدَّثَنِىْ اَبُوا الطَّاهِرِ قَالَ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ وَهْبٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ اُتِىَ بِاَبِى قُحَافَةَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ وَرَأْسُهُ وَلِحْيَتُهُ كَالثَّغَامَةِ بَيَاضًا فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ غَيِّرُوا هٰذَا بِشَىْءٍ وَاجْتَنِبُوا السَّوَادَ-

৫৩৩১. আবূ তাহির (র) ...... জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মক্কা বিজয়ের দিন আবূ কুহাফা (রা)-কে নিয়ে আসা হল; তাঁর চুল-দাঁড়ি ছিল 'সাগামা'র ন্যায় সাদা। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, এটি কোন কিছু দিয়ে পরিবর্তন করে দাও; তবে কাল রং বর্জন করবে।

٥٣٣٢- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيٰى وَاَبُو بَكْرِ بْنُ اَبِى شَيْبَةَ وَعَمْرُو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَاللَّفْظُ لِيَحْيَى قَالَ يَحْيٰى اَخْبَرَنَا وَقَالَ الْاٰخَرُوْنَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ اَبِى سَلَمَةَ وَسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ اِنَّ الْيَهُودَ وَالنَّصَارٰى لَايَصْبَغُوْنَ فَخَالِفُوهُمْ-

৫৩৩২ ইয়াহ্ইয়া ইব্ন ইয়াহ্ইয়া, আবূ বকর ইব্ন আবূ শায়বা, আমর আন-নাকিদ ও যুহায়র ইব্ন হার্‌ব (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে নবী ﷺ বলেছেন : ইয়াহূদী ও নাসারারা 'খিযাব' ব্যবহার করে না। সুতরাং তোমরা তাদের বিপরীত করবে।

---

১. ثَغَامَةٌ-ثَغَام (সাগাম ও সাগামা) এক প্রকার সাদা ঘাস কিংবা গাছ ও ফুল, যেমন আমাদের দেশের কাশফুল।

٢١- بَابُ تَحْرِيْمِ تَصْوِيْرِ صُوْرَةِ الْحَيْوَانِ وَتَحْرِيْمِ اتِّخَاذِ مَا فِيْهِ صُوْرٌ غَيْرُ مُمْتَهَنَةٍ بِالْفُرُشِ وَنَحْوِهِ وَاَنَّ الْمَلاَئِكَةَ عَلَيْهِمُ السَّلاَمُ لاَيَدْخُلُوْنَ بَيْتًا فِيْهِ صُوْرَةٌ اَوْ كَلْبٌ.

২১. পরিচ্ছেদ : জীব-জন্তুর ছবি অংকন করা নিষিদ্ধ হওয়া এবং চাদর ইত্যাদিতে সুস্পষ্ট ও অবজ্ঞাপূর্ণ নয় এমন ছবি থাকলে তা ব্যবহার করা হারাম হওয়া এবং যে ঘরে কুকুর ও ছবি থাকে সে ঘরে ফেরেশতাগণ প্রবেশ করেন না

٥٣٣٣- حَدَّثَنِىْ سُوَيْدُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ اَبِىْ حَازِمٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِى سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّهَا قَالَتْ وَاعَدَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ جِبْرَئِيْلُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فِي سَاعَةٍ يَأْتِيْهِ فِيْهَا فَجَاءَتْ تِلْكَ السَّاعَةُ وَلَمْ يَأْتِهِ وَفِى يَدِهِ عَصًا فَاَلْقَاهَا مِنْ يَدِهِ وَقَالَ مَا يُخْلِفُ اللّٰهُ وَعْدَهُ وَلاَ رُسُلُهُ ثُمَّ الْتَفَتَ فَاِذَا جَرْوُ كَلْبٍ تَحْتَ سَرِيْرٍ فَقَالَ يَاعَائِشَةُ مَتَى دَخَلَ هٰذَا الْكَلْبُ هٰهُنَا فَقَالَتْ وَاللّٰهِ مَا دَرَيْتُ فَامَرَ بِهِ فَاُخْرِجَ فَجَاءَ جِبْرَئِيْلُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَاعَدْتَنِى فَجَلَسْتُ لَكَ فَلَمْ تَأْتِ فَقَالَ مَنَعَنِى الْكَلْبُ الَّذِىْ كَانَ فِى بَيْتِكَ اِنَّا لاَ نَدْخُلُ بَيْتًا فِيْهِ كَلْبٌ وَلاَ صُوْرَةٌ-

৫৩৩৩. সুওয়ায়দ ইব্‌ন সাঈদ (র)...... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, জিবরাঈল (আ) কোন নির্ধারিত সময়ে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে আগমনের ওয়াদা করলেন। সে সময়টি আগত হল, কিন্তু তিনি এলেন না। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর হাতে একটি লাঠি ছিল, তিনি তা তাঁর হাত থেকে ফেলে দিয়ে বললেন, আল্লাহ্ তো তাঁর ওয়াদা খিলাফ করেন না; তাঁর রাসূলগণও না। এরপর তিনি লক্ষ্য করে তাঁর খাটের নিচে একটি কুকুর ছানা দেখতে পেলেন। তখন তিনি বললেন : হে আয়েশা! কুকুর (ছানা) টি এখানে ঢুকে পড়ল কখন? আয়েশা (রা) বললেন, আল্লাহ্‌র কসম! আমি টের পাইনি। তখন তিনি আদেশ দিলে সেটিকে বের করে দেয়া হল। ইতিমধ্যে জিবরাঈল (আ) এলেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : আপনি আমাকে ওয়াদা দিয়েছিলেন, তাই আমি আপনার প্রতীক্ষায় বসেছিলাম। কিন্তু আপনি এলেন না। তিনি বললেন, আপনার ঘরে (অবস্থানরত) কুকুরটি আমার জন্য প্রতিবন্ধক হয়েছিল। কারণ যে ঘরে কোন ছবি কিংবা কুকুর থাকে, সে ঘরে আমরা (রহমতের ফেরেশতারা) প্রবেশ করি না।

٥٣٣٤- حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ الْحَنْظَلِىُّ قَالَ اَخْبَرَنَا الْمَخْزُوْمِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا وُهَيْبُ عَنْ اَبِى حَازِمٍ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ اَنَّ جِبْرَئِيْلَ عَلَيْهِ السَّلاَمِ وَعَدَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَنْ يَأْتِيَهُ فَذَكَرَ الْحَدِيْثَ وَلَمْ يُطَوِّلْهُ كَتَطْوِيْلِ ابْنِ اَبِى حَازِمٍ-

৫৩৩৪. ইসহাক ইব্‌ন ইবরাহীম হানযালী (র)...... আবূ হাযিম (র) থেকে উল্লেখিত সনদে বর্ণনা করেন যে, জিবরাঈল (আ) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কাছে আগমনের ওয়াদা করেছিলেন।...... তারপর তিনি হাদীসের শেষ পর্যন্ত বর্ণনা করেছেন। তবে তিনি রাবী ইব্‌ন আবূ হাযিম (র)-এর ন্যায় তাঁর বিবরণ দীর্ঘায়িত করেননি।

٥٣٣٥- حَدَّثَنِيْ حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيٰى قَالَ اَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِى يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنِ ابْنِ السَّبَّاقِ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عَبَّاسٍ قَالَ اَخْبَرَتْنِى مَيْمُوْنَةُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَصْبَحَ يَوْمًا وَاجِمًا فَقَالَتْ مَيْمُوْنَةُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ لَقَدِ اسْتَنْكَرْتُ هَيْئَتَكَ مُنْذُ الْيَوْمِ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ جِبْرَئِيْلَ كَانَ وَعَدَنِى اَنْ يَلْقَانِيْ اللَّيْلَةَ فَلَمْ يَلْقَنِى اَمَ وَاللّٰهِ مَا اَخْلَفَنِيْ قَالَ فَظَلَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَوْمَهُ ذٰلِكَ عَلٰى ذٰلِكَ ثُمَّ وَقَعَ فِى نَفْسِهِ جِرْوُ كَلْبٍ تَحْتَ فُسْطَاطٍ لَنَا فَاَمَرَ بِهِ فَأُخْرِجَ ثُمَّ اَخَذَ بِيَدِهِ مَاءً فَنَضَحَ مَكَانَهُ فَلَمَّا اَمْسٰى لَقِيَهُ جِبْرَئِيْلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَقَالَ لَهُ قَدْ كُنْتَ وَعَدْتَنِى اَنْ تَلْقَانِى الْبَارِحَةَ قَالَ اَجَلْ وَلٰكِنَّا لاَ نَدْخُلُ بَيْتًا فِيْهِ كَلْبٌ وَلاَ صُوْرَةٌ فَاَصْبَحَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَوْمَئِذٍ فَاَمَرَ بِقَتْلِ الْكِلاَبِ حَتّٰى اِنَّهُ يَأْمُرُ بِقَتْلِ كَلْبِ الْحَائِطِ الصَّغِيْرِ وَيَتْرُكُ كَلْبَ الْحَائِطِ الْكَبِيْرِ-

৫৩৩৫. হারমালা ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া (র)...... আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মায়মূনা (রা) আমাকে (হাদীস) অবহিত করেছেন, যে, একদিন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ভোরে বিষণ্ন অবস্থায় উঠলেন। তখন মায়মূনা (রা) বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আজ আপনার চেহারা মুবারক বিমর্ষ দেখছি! রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, জিবরাঈল (আ) আজ রাতে আমার সঙ্গে মুলাকাত করার ওয়াদা করেছিলেন, কিন্তু তিনি আমার সঙ্গে মুলাকাত করেননি। শোন, আল্লাহ্‌র কসম! তিনি (কখনো) আমার সঙ্গে ওয়াদা খিলাফ করেননি। পরে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর সে দিনটি এভাবেই কাটালেন। এরপর আমাদের পর্দা (ঘেরা খাট)-এর নিচে একটি কুকুর ছানার কথা তাঁর মনে পড়ল। তিনি হুকুম দিলে সেটিকে বের করে দেয়া হল। তারপর তিনি তাঁর হাতে কিছু পানি নিয়ে তা ঐ (কুকুর ছানার বসার) স্থানে ছিঁটিয়ে দিলেন। পরে সন্ধ্যা হলে জিবরাঈল (আ) তাঁর সঙ্গে মুলাকাত করলেন। তখন তিনি তাঁকে বললেন, আপনি তো গতরাতে আমার সাথে মুলাকাতের ওয়াদা করেছিলেন। তিনি বললেন, হ্যাঁ। তবে আমরা (ফেরেশতারা) এমন কোন ঘরে প্রবেশ করি না, যে ঘরে কোন কুকুর থাকে কিংবা কোন (প্রাণীর) ছবি থাকে। পরে নবী ﷺ সেদিন ভোরবেলায় কুকুর নিধনের আদেশ দিলেন, এমনকি তিনি ছোট বাগানের (পাহারাদার) কুকুরও মেরে ফেলার হুকুম দিয়েছিলেন এবং বড় বড় বাগানের কুকুরগুলোকে রেহাই দিয়েছিলেন।

٥٣٣٦ -حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيٰى وَ اَبُو بَكْرِ بْنُ اَبِى شَيْبَةَ وَعَمْرُو النَّاقِدُ وَاِسْحَاقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ يَحْيٰى وَاِسْحٰقُ اَخْبَرَنَا وقَالَ الْأُخَرَانِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ اَبِى طَلْحَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ لاَ تَدْخُلُ الْمَلاَئِكَةُ بَيْتًا فِيْهِ كَلْبٌ وَلاَ صُوْرَةٌ-

৫৩৩৬. ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া, আবূ বকর ইব্‌ন আবূ শায়বা, আম্‌র আন-নাকিদ ও ইসহাক ইব্‌ন ইবরাহীম (র)...... আবূ তালহা (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, ফেরেশতাগণ সে ঘরে প্রবেশ করেন না, যে ঘরে কোন কুকুর কিংবা কোন (প্রাণীর) ছবি থাকে।

٥٣٣٧- حَدَّثَنِى اَبُو الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالاَ اَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِى يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُقْبَةَ اَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُوْلُ سَمِعْتُ اَبَا طَلْحَةَ يَقُوْلُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ لاَ تَدْخُلُ الْمَلاَئِكَةُ بَيْتًا فِيْهِ كَلْبٌ وَلاَ صُوْرَةٌ-

৫৩৩৭ আবূ তাহির ও হারমালা ইব্ন ইয়াহ্ইয়া (র)...... আবূ তালহা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে বলতে শুনেছি যে, ফেরেশতাগণ এমন কোন ঘরে প্রবেশ করেন না, যে ঘরে কুকুর কিংবা (প্রাণীর) ছবি থাকে।

٥٣٣٨- وَحَدَّثَنَاهُ اِسْحَاقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ وَ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالاَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِىِّ بِهٰذَا الاِسْنَادِ مِثْلَ حَدِيْثِ يُوْنُسَ وَذِكْرِهِ الْاَخْبَارَ فِى الْاِسْنَادِ-

৫৩৩৮. ইসহাক ইব্ন ইবরাহীম ও আব্দ ইব্ন হুমায়দ (র)....... যুহ্রী (র) থেকে উল্লিখিত সনদে ইউনুস (র) বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন। অবশ্য সনদের মধ্যে মা'মার (র) عن-এর স্থলে اَخْبَرَ ব্যবহার করে 'মুসনাদ'রূপে বর্ণনা করেছেন।

٥٣٣٩- وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ بُكَيْرٍ عَنْ بُسْرٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ سَعِيْدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ اَبِى طَلْحَةَ صَاحِبِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَنَّهُ قَالَ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِنَّ الْمَلاَئِكَةَ لاَ تَدْخُلُ بَيْتًا فِيْهِ صُوْرَةٌ قَالَ بُسْرٌ ثُمَّ اشْتَكَى بَعْدُ فَعُدْنَاهُ فَاِذَا عَلَى بَابِهِ سِتْرٌ فِيْهِ صُوْرَةٌ قَالَ فَقُلْتُ لِعُبَيْدِ اللّٰهِ الْخَوْلاَنِىِّ رَبِيْبِ مَيْمُوْنَةَ زَوْجِ النَّبِىِّ ﷺ اَلَمْ يُخْبِرْنَا زَيْدٌ عَنِ الصُّوَرِ يَوْمَ الاَوَّلِ فَقَالَ عُبَيْدُ اللّٰهِ اَلَمْ تَسْمَعْهُ حِيْنَ قَالَ اِلاَّ رَقْمًا فِى ثَوْبٍ-

৫৩৩৯. কুতায়বা ইব্ন সাঈদ (র.)....... রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সাহাবী আবূ তাল্হা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : ফেরেশতাগণ সে ঘরে প্রবেশ করেন না, যে ঘরে কোন ছবি থাকে। রাবী বুস্র (র) বলেন, এরপর (রাবী) যায়দ (রা) অসুস্থ হয়ে পড়লে আমরা তাঁকে দেখতে গেলাম। দেখলাম তাঁর দরজায় একটি পর্দা রয়েছে, যাতে ছবি রয়েছে। আমি তখন নবী ﷺ-এর সহধর্মিণী মায়মূনা (রা)-এর পালিত সন্তান উবায়দুল্লাহ্ খাওলানী (র)-কে বললাম আগের (এক) দিন ছবির ব্যাপারে কি যায়দ (রা) আমাদের কাছে হাদীস রিওয়ায়াত করেননি? উবায়দুল্লাহ্ বললেন, তুমি কি তাঁর এ উক্তি শোননি : কিন্তু কোন কাপড়ে অঙ্কিত ছবি।[১]

٥٣٤٠- حَدَّثَنِى اَبُو الطَّاهِرِ قَالَ اَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِى عَمْرُوبْنُ الْحَارِثِ اَنَّ بُكَيْرَبْنَ الاَشَجِّ حَدَّثَهُ اَنَّ بُسْرَبْنَ سَعِيْدٍ حَدَّثَهُ اَنَّ زَيْدَ بْنَ خَالِدٍ الْجُهَنِىَّ حَدَّثَهُ وَمَعَ بُسْرٍ عُبَيْدُ اللّٰهِ الْخَوْلاَنِىُّ اَنَّ اَبَا طَلْحَةَ حَدَّثَهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لاَ تَدْخُلُ الْمَلاَئِكَةُ بَيْتًا فِيْهِ صُوْرَةٌ قَالَ بُسْرٌ فَمَرِضَ زَيْدُ بْنُ خَالِدٍ فَعُدْنَاهُ فَاِذَا نَحْنُ فِى بَيْتِهِ بِسِتْرٍ فِيْهِ تَصَاوِيْرُ فَقُلْتُ لِعُبَيْدِ اللّٰهِ

১. অধিকাংশ আলিমের মতে এখানে প্রাণহীন বস্তু বা দৃশ্যাদির ছবি উদ্দেশ্য করা হয়েছে।

الْخَولاَنِيِّ اَلَمْ يُحَدِّثْنَا فِى التَّصَاوِيْرِ قَالَ اِنَّهُ قَالَ اِلاَّ رَقْمًا فِى ثَوْبٍ أَلَمْ تَسْمَعْهُ قُلْتُ لاَ قَالَ بَلَى قَدْ ذَكَرَ ذٰلِكَ–

৫৩৪০. আবূ তাহির (র)...... আবূ তাল্হা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, ফেরেশতাগণ সে ঘরে প্রবেশ করেন না যে ঘরে কোন ছবি থাকে। রাবী বুস্র (র) বলেন, যায়দ ইব্ন খালিদ (র) অসুস্থ হলে আমরা তাঁকে দেখতে গেলাম। তখন আমরা তাঁর ঘরের একটি পর্দা দেখতে পেলাম যাতে অনেক ছবি রয়েছে। আমি উবায়দুল্লাহ্ খাওলানী (র)-কে বললাম, তিনি কি ছবি সম্পর্কে আমাদের কাছে হাদীস বর্ণনা করেননি? তিনি বললেন, তিনি বলেছিলেন, কিন্তু কাপড়ে অঙ্কিত (অপ্রাণীর) ছবি। তুমি কি তা শুনতে পাওনি? আমি বললাম, না। তিনি বললেন, নিশ্চয়ই তিনি বলেছিলেন।

٥٣٤١– حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ اَخْبَرَنَا جَرِيْرٌ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ اَبِى صَالِحٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ يَسَارٍ اَبِى الْحُبَابِ مَوْلَى بَنِى النَّجَّارِ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِىِّ عَنْ اَبِى طَلْحَةَ الاَنْصَارِىِّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ لاَ تَدْخُلُ الْمَلاَئِكَةُ بَيْتًا فِيْهِ كَلْبٌ وَلاَ تَمَاثِيْلُ قَالَ فَاَتَيْتُ عَائِشَةَ فَقُلْتُ اِنَّ هٰذَا يُخْبِرُنِى اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ لاَ تَدْخُلُ الْمَلاَئِكَةُ بَيْتًا فِيْهِ كَلْبٌ وَلاَ تَمَاثِيْلُ فَهَلْ سَمِعْتِ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ ذَكَرَ ذٰلِكَ فَقَالَتْ لاَ وَلٰكِنْ سَاُحَدِّثُكُمْ مَا رَأَيْتُهُ فَعَلَ رَأَيْتُهُ خَرَجَ فِى غَزَاتِهِ فَاَخَذْتُ نَمَطًا فَسَتَرْتُهُ عَلَى الْبَابِ فَلَمَّا قَدِمَ فَرَأَى النَّمَطَ عَرَفْتُ الْكَرَاهِيَةَ فِى وَجْهِهِ فَجَذَبَهُ حَتَّى هَتَكَهُ اَوْ قَطَعَهُ وَقَالَ اِنَّ اللّٰهَ لَمْ يَأْمُرْنَا اَنْ نَكْسُوَ الْحِجَارَةَ وَالطِّيْنَ قَالَتْ فَقَطَعْنَا مِنْهُ وِسَادَتَيْنِ وَحَشَوْتُهُمَا لِيْفًا فَلَمْ يَعِبْ ذٰلِكَ عَلَىَّ–

৫৩৪১. ইসহাক ইব্ন ইবরাহীম (র)....... হযরত আবূ তালহা আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে বলতে শুনেছি যে, ফেরেশতাগণ সে ঘরে প্রবেশ করেন না, যে ঘরে কোন কুকুর কিংবা কোন মূর্তি থাকে। রাবী [যায়দ ইব্ন খালিদ (র)] বলেন, পরে আমি আয়েশা (রা)-এর কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, ইনি (আবূ তালহা) আমাকে অবহিত করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, ফেরেশতাগণ সে ঘরে প্রবেশ করেন না, যে ঘরে কোন কুকুর কিংবা মূর্তি থাকে। আপনি কি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে এ বিষয়ে আলোচনা করতে শুনেছেন? তিনি বললেন, না। তবে আমি তাঁকে যা করতে দেখেছি, তার বর্ণনা তোমাদের দিচ্ছি। আমি তাঁকে দেখেছি, তিনি তাঁর (কোন) যুদ্ধে বেরিয়ে গেলেন। তখন আমি একটি মসৃণ সৌখিন চাদর সংগ্রহ করলাম এবং তা দিয়ে দরজার পর্দা বানালাম। তিনি ফিরে এসে যখন চাদরটি দেখতে পেলেন, তখন তাঁর চেহারায় আমি অসন্তুষ্টির আলামত প্রত্যক্ষ করলাম। তিনি তা টেনে নামিয়ে ফেললেন; এমনকি তা ছিঁড়ে ফেললেন অথবা টুক্রা টুক্রা করে ফেললেন। আর বললেন, মহান আল্লাহ্ পাথর কিংবা মাটিকে পোশাক পরানোর হুকুম আমাদের দেননি। আয়েশা (রা) বলেন, আমরা চাদরটি কেটে দু'টি বালিশ বানালাম এবং সে দু'টির ভিতরে খেজুর গাছের আঁশ ভরে দিলাম। তাতে তিনি আমাকে দোষারোপ করলেন না।

٥٣٤٢- حَدَّثَنِى زُهَيْرُبْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ دَاودَ عَنْ عَزْرَةَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ لَنَا سِتْرٌ فِيْهِ تِمْثَالُ طَائِرٍ وَكَانَ الدَّاخِلُ اِذَا دَخَلَ اسْتَقْبَلَهُ فَقَالَ لِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ حَوِّلِىْ هٰذَا فَاِنِّى كُلَّمَا دَخَلْتُ فَرَأَيْتُهُ ذَكَرْتُ الدُّنْيَا قَالَتْ وَكَانَتْ لَنَا قَطِيْفَةٌ كُنَّا نَقُوْلُ عَلَمُهَا حَرِيْرٌ فَكُنَّا نَلْبَسُهَا -

حَدَّثَنِى مُحَمَّدُ بْنُ مُثَنّٰى قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِى عَدِىٍّ وَعَبْدُ الْاَعْلٰى بِهٰذَا الْاِسْنَادِ قَالَ ابْنُ مُثَنّٰى وَزَادَ فِيْهِ يُرِيْدُ عَبْدَ الاَعْلٰى فَلَمْ يَأْمُرْنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِقَطْعِهِ -

৫৩৪২. যুহায়র ইব্‌ন হার্‌ব (র)...... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাদের একটি পর্দা ছিল। তাতে পাখির ছবি ছিল। আর (গৃহে) প্রবেশকারীর প্রবেশকালে তা তার সামনে পড়ত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাকে বললেন, এটি সরিয়ে ফেল। কেননা যতবার আমি প্রবেশ করেছি এবং তা দেখেছি, ততবার আমি দুনিয়া স্মরণ করেছি। আয়েশা (রা) বলেন, আর আমাদের একটি পশমী চাদর ছিল। আমরা লক্ষ্য করতাম যে, এটির নক্‌শা (পাড়) রেশমের। আমরা সেটি পরিধান করতাম।

মুহাম্মদ ইব্‌ন মুসান্না (র) ইব্‌ন আবূ আদী ও আবদুল আ'লা (র) থেকে উক্ত সনদে বর্ণনা করেছেন। তবে ইব্‌ন মুসান্না (র) বলেছেন, এ সনদে তিনি অর্থাৎ আবদুল আ'লা অধিক বলেছেন, "রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদের তা কেটে ফেলতে আদেশ করেননি।"

٥٣٤٣- حَدَّثَنَا اَبُو بَكْرِ بْنُ اَبِى شَيْبَةَ وَاَبُو كُرَيْبٍ قَالاَ حَدَّثَنَا اَبُو اُسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَدِمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مِنْ سَفَرٍ وَقَدْ سَتَّرْتُ عَلٰى بَابِى دُرْنُوكًا فِيْهِ الْخَيْلُ ذَوَاتُ الاَجْنِحَةِ فَاَمَرَنِى فَنَزَعْتُهُ -

৫৩৪৩. আবূ বকর ইব্‌ন আবূ শায়বা ও আবূ কুরায়ব (র)...... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কোন সফর থেকে প্রত্যাগমন করলেন। আমি দরজায় একটি আঁচলযুক্ত (লেস ও কালারযুক্ত) মসৃণ পর্দা লাগিয়ে দিলাম, যাতে ডানাবিশিষ্ট (ময়ূরপংখী) ঘোড়া (-এর ছবি) ছিল। তিনি আমাকে হুকুম করলেন। তখন আমি তা টেনে খুলে ফেললাম।

٥٣٤٤- وَحَدَّثَنَاهُ اَبُوبَكْرِ بْنُ اَبِى شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ ح قَالَ وَحَدَّثَنَاهُ اَبُو كُرَيْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ وَلَيْسَ فِى حَدِيْثِ عَبْدَةَ قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ -

৫৩৪৪. আবূ বকর ইব্‌ন আবূ শায়বা ও আবূ কুরায়ব (র)...... ওয়াকী' (র) থেকে উক্ত সনদে রিওয়ায়াত করেছেন। তবে আবদা (র)-এর হাদীসে 'সফর থেকে প্রত্যাগমন করলেন'- কথাটি নেই।

٥٣٤٥- حَدَّثَنَا مَنْصُوْرُ بْنُ اَبِىْ مُزَاحِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ دَخَلَ عَلَىَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَاَنَا مُتَسَتِّرَةٌ بِقِرَامٍ فِيْهِ صُوْرَةٌ فَتَلَوَّنَ وَجْهُهُ

ثُمَّ تَنَاوَلَ السِّتْرَ فَهَتَكَهُ ثُمَّ قَالَ اِنَّ مِنْ اَشَدِّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ الَّذِيْنَ يُشَبِّهُوْنَ بِخَلْقِ اللّٰهِ -

৫৩৪৫. মানসূর ইব্‌ন আবূ মুযাহিম (র)...... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমার কাছে (হুজরায়) এলেন। আমি তখন একটি মিহি কাপড়ের পর্দা লাগিয়ে রেখেছিলাম, যাতে ছবি ছিল। এতে তাঁর চেহারা বিবর্ণ হয়ে গেল। তারপর তিনি পর্দাটি হাতে নিয়ে তা ছিঁড়ে ফেললেন, পরে বললেন : কিয়ামতের দিন কঠিনতম আযাব ভোগকারী লোকদের মাঝে ওরাও থাকবে, যারা আল্লাহ্‌র সৃষ্টির সাথে সাদৃশ্য সাধনে প্রবৃত্ত হয়।

٥٣٤٦- وَحَدَّثَنِيْ حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيٰى قَالَ اَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِيْ يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ اَنَّ عَائِشَةَ حَدَّثَتْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ دَخَلَ عَلَيْهَا بِمِثْلِ حَدِيْثِ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ سَعْدٍ غَيْرَ اَنَّهُ قَالَ ثُمَّ اَهْوٰى اِلَى الْقِرَامِ فَهَتَكَهُ بِيَدِهِ -

৫৩৪৬. হারমালা ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া (র)...... আয়েশা (র) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর (আয়েশার) গৃহে প্রবেশ করলেন।...... পরবর্তী অংশ ইবরাহীম ইব্‌ন সা'দ (র)-এর হাদীসের অনুরূপ। তবে ইউনুস (র) বলেছেন, এরপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ পর্দার দিকে হাত বাড়ালেন এবং নিজ হাতে তা ছিঁড়ে ফেললেন।

٥٣٤٧- حَدَّثَنَاهُ يَحْيَى بْنُ يَحْيٰى وَاَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ جَمِيْعًا عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالاَ اَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ وَفِيْ حَدِيْثِهِمَا اِنَّ اَشَدَّ النَّاسِ عَذَابًا لَمْ يَذْكُرَا مِنْ -

৫৩৪৭. ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া, আবূ বকর ইব্‌ন আবূ শায়বা ও যুহায়র ইব্‌ন হার্‌ব, ইসহাক ইব্‌ন ইবরাহীম ও আব্‌দ ইব্‌ন হুমায়দ (র)...... যুহরী (র) থেকে উল্লেখিত সনদে রিওয়ায়াত করছেন। তবে ইব্‌ন উয়ায়না (র) এবং মা'মার (র)-এর হাদীসে রয়েছে اِنَّ اَشَدَّ النَّاسِ عَذَابًا (মানুষের মধ্যে সর্বাধিক কঠিন আযাব ভোগ করেন) তারা (مِنْ (اَشَدِّ النَّاسِ বলেননি।

٥٣٤٨- وَحَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ جَمِيْعًا عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ وَاللَّفْظُ لِزُهَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّهُ سَمِعَ عَائِشَةَ تَقُوْلُ دَخَلَ عَلَيَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَقَدْ سَتَرْتُ سَهْوَةً لِيْ بِقِرَامٍ فِيْهِ تَمَاثِيْلُ فَلَمَّا رَاٰهُ هَتَكَهُ وَتَلَوَّنَ وَجْهُهُ وَقَالَ يَا عَائِشَةُ اَشَدُّ النَّاسِ عَذَابًا عِنْدَ اللّٰهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الَّذِيْنَ يُضَاهُوْنَ بِخَلْقِ اللّٰهِ تَعَالٰى قَالَتْ عَائِشَةُ فَقَطَعْنَاهُ فَجَعَلْنَا مِنْهُ وِسَادَةً اَوْ وِسَادَتَيْنِ -

৫৩৪৮. আবূ বকর ইব্‌ন আবূ শায়বা ও যুহায়র ইব্‌ন হার্‌ব (র)...... আয়েশা (রা) বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমার কাছে এলেন, তখন আমি আমার একটি তাক (ফোঁকড়) পর্দা দিয়ে আবৃত করে রেখেছিলাম, যাতে ছবি ছিল। তিনি তা দেখতে পেয়ে ছিঁড়ে ফেললেন। আর তাঁর চেহারা বিবর্ণ হয়ে গেল। তিনি বললেন : হে আয়েশা! কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তা'আলার কাছে ঐ সকল লোক কঠিন আযাব ভোগ করবে, যারা

আল্লাহ্‌র সৃষ্টির সাদৃশ্য প্রদর্শনে লিপ্ত হয়। আয়েশা (রা) বলেন, আমরা তখন সেটি কেটে ফেললাম এবং তা দিয়ে একটা বা দু'টো বালিশ বানালাম।

٥٣٤٩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ سَمِعْتُ الْقَاسِمَ يُحَدِّثُ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّهُ كَانَ لَهَا ثَوْبٌ فِيْهِ تَصَاوِيْرُ مَمْدُوْدٌ اِلٰى سَهْوَةٍ فَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّى اِلَيْهِ فَقَالَ اَخِّرِيْهِ عَنِّىْ قَالَتْ فَاَخَّرْتُهُ فَجَعَلْتُهُ وِسَائِدَ -

৫৩৪৯. মুহাম্মদ ইব্‌ন মুসান্না (র)...... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, তাঁর একখণ্ড কাপড় ছিল, যাতে বিভিন্ন ছবি ছিল এবং তা একটা তাকের উপরে টানানো ছিল। নবী ﷺ সে দিকে সালাত আদায় করতেন। (একদিন) তখন তিনি বললেন, এটি আমার সম্মুখ থেকে সরিয়ে নাও। আয়েশা (রা) বলেন, তখন আমি সেটি সরিয়ে ফেললাম এবং (পরে) সেটি দিয়ে কয়েকটি বালিশ বানিয়ে নিলাম।

٥٣٥٠- وَحَدَّثَنَاهُ اِسْحَاقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ وَعُقْبَةُ بْنُ مُكْرَمٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ عَامِرٍ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ اَخْبَرَنَا اَبُوْ عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ جَمِيْعًا عَنْ شُعْبَةَ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ -

৫৩৫০. ইসহাক ইব্‌ন ইবরাহীম ও উকবা ইব্‌ন মুক্‌রাম (র)..... সাঈদ ইব্‌ন আমির (র) থেকে; অন্য সূত্রে ইসহাক ইব্‌ন ইবরাহীম (র) আবূ 'আমির আবাদী (র) থেকে, উভয়ে শু'বা (র) থেকে উক্ত সনদে উক্ত হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন।

٥٣٥١- حَدَّثَنَا اَبُو بَكْرِ بْنُ اَبِى شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ دَخَلَ النَّبِىُّ ﷺ عَلَىَّ وَقَدْ سَتَرْتُ نَمَطًا فِيْهِ تَصَاوِيْرُ فَنَحَّاهُ فَاتَّخَذْتُ مِنْهُ وِسَادَتَيْنِ -

৫৩৫১. আবূ বকর ইব্‌ন শায়বা (র)...... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্‌ ﷺ আমার ঘরে প্রবেশ করলেন। আমি তখন একটা মিহি চাদর দিয়ে পর্দা বানিয়েছিলাম, যাতে বহু কিছুর ছবি ছিল। তিনি সেটি সরিয়ে ফেললেন। তখন আমি তা দিয়ে দু'টি বালিশ বানালাম।

٥٣٥٢- حَدَّثَنَا هَارُوْنُ بْنُ مَعْرُوْفٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُوْ بْنُ الْحَارِثِ اَنَّ بُكَيْرًا حَدَّثَهُ اَنَّ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ الْقَاسِمِ حَدَّثَهُ اَنَّ اَبَاهُ حَدَّثَهُ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِىِّ ﷺ اَنَّهَا نَصَبَتْ سِتْرًا فِيْهِ تَصَاوِيْرُ فَدَخَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَنَزَعَهُ قَالَتْ فَقَطَعْتُهُ وِسَادَتَيْنِ فَقَالَ رَجُلٌ فِى الْمَجْلِسِ حِيْنَئِذٍ يُقَالُ لَهُ رَبِيْعَةُ بْنُ عَطَاءٍ مَوْلَى بَنِىْ زُهْرَةَ أَفَمَا سَمِعْتَ اَبَا مُحَمَّدٍ يَذْكُرُ اَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ فَكَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَرْتَفِقُ عَلَيْهِمَا قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ لاَ قَالَ لٰكِنِّى قَدْ سَمِعْتُهُ يُرِيْدُ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ -

৫৩৫২. হারূন ইব্‌ন মারূফ (র)...... নবী ﷺ-এর স্ত্রী আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি একটি পর্দা ঝুলালেন, যাতে অনেক ছবি ছিল। রাসূলুল্লাহ্‌ ﷺ প্রবেশ করে সেটি টেনে ফেলে দিলেন। তিনি [আয়েশা (রা)]

বলেন, আমি সেটি কেটে দু'টি বালিশ বানালাম। তখন মজলিসে উপস্থিত বনূ যুহরার মাওলা (আযাদকৃত এ গোলাম), রাবী'আ ইব্‌ন 'আতা নামে অভিহিত এক ব্যক্তি বললেন, আপনি কি আবূ মুহাম্মদকে একথা উল্লেখ করতে শোনেননি যে, আয়েশা (রা) বলেছেন যে, পরে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সে (বালিশ) দু'টিতে হেলান দিতেন। ইব্‌ন কাসিম (র) বললেন, না, কিন্তু আমি তার কাছে অর্থাৎ মুহাম্মদ (র)-এর কাছেই একথা শুনেছি।

٥٣٥٣- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّهَا اشْتَرَتْ نُمْرُقَةً فِيهَا تَصَاوِيْرُ فَلَمَّا رَاٰهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَامَ عَلَى الْبَابِ فَلَمْ يَدْخُلْ فَعَرَفْتُ اَوْ فَعُرِفَتْ فِي وَجْهِهِ الْكَرَاهِيَةُ فَقَالَتْ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اَتُوْبُ اِلَى اللّٰهِ وَاِلَى رَسُوْلِهِ فَمَاذَا اَذْنَبْتُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا بَالُ هٰذِهِ النُّمْرُقَةِ فَقَالَتِ اشْتَرَيْتُهَا لَكَ تَقْعُدُ عَلَيْهَا وَتَوَسَّدُهَا فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ اَصْحَابَ هٰذِهِ الصُّوَرِ يُعَذَّبُوْنَ وَيُقَالُ لَهُمْ اَحْيُوْا مَا خَلَقْتُمْ ثُمَّ قَالَ اِنَّ الْبَيْتَ الَّذِي فِيهِ الصُّوَرُ لَاتَدْخُلُهُ الْمَلَائِكَةُ -

৫৩৫৩. ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন ইয়াহ্ইয়া (র)...... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি একটি গদি কিনলেন, যাতে অনেক ছবি ছিল। তা দেখে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ দরজায় দাঁড়িয়ে রইলেন (হুজরায়) প্রবেশ করলেন না। আমি তাঁর চেহারায় অসন্তোষ লক্ষ্য করলাম- কিংবা রাবী বলেছেন, তাঁর চেহারায় অসন্তুষ্টির চিহ্ন পরিলক্ষিত হল। তিনি বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের কাছে তাওবা করছি। তবে আমি কী পাপ করেছি? রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, এ গদির ব্যাপার কি? তিনি বললেন, আপনার জন্য আমি এটি খরিদ করেছি, আপনি তাতে বসবেন এবং তাতে হেলান দিবেন। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : এ সব ছবি অংকনকারীদের আযাব দেয়া হবে এবং তাদের বলা হবে, তোমরা যা বানিয়েছ, তা জীবিত কর। এরপর বললেন, যে ঘরে ছবি থাকে সেখানে ফেরেশতা প্রবেশ করেন না।

٥٣٥٤- وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ وَابْنُ رُمْحٍ عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ اَخْبَرَنَا الثَّقَفِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا اَيُّوْبُ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِي عَنْ جَدِّيْ عَنْ اَيُّوبَ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا هَارُوْنُ بْنُ سَعِيْدٍ الْاَيْلِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِي اُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ ح قَالَ وَحَدَّثَنِي اَبُو بَكْرِ بْنُ اِسْحَاقَ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُو سَلَمَةَ الْخُزَاعِيُّ قَالَ اَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ اَخِي الْمَاجِشُوْنِ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ كُلُّهُمْ عَنْ نَافِعٍ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ بِهٰذَا الْحَدِيْثِ وَبَعْضُهُمْ اَتَمُّ حَدِيْثًا لَهُ مِنْ بَعْضٍ وَزَادَ فِي حَدِيْثِ ابْنِ اَخِي الْمَاجِشُوْنِ قَالَتْ فَاَخَذْتُهُ فَجَعَلْتُهُ مِرْفَقَتَيْنِ فَكَانَ يَرْتَفِقُ بِهِمَا فِي الْبَيْتِ -

৫৩৫৪. কুতায়বা, ইব্‌ন রুমহ্, ইসহাক ইব্‌ন ইবরাহীম, আবদুল ওয়ারিস ইব্‌ন আবদুস সামাদ, হারূন ইব্‌ন সাঈদ আয়লী ও আবূ বকর ইব্‌ন ইসহাক (র)...... আয়েশা (রা) থেকে এ হাদীস বর্ণনা করেন। তবে এঁদের কারো হাদীস অন্যের হাদীসের তুলনায় পূর্ণাঙ্গ। আবদুল আযীয (র) তাঁর হাদীসে অধিক রিওয়ায়াত করেন যে,

আয়েশা (রা) বলেছেন, সেটি দিয়ে আমি তাঁকে দু'টি হেলান তাকিয়া বানিয়ে দিলাম। তিনি ঘরে সে দু'টিতে হেলান দিতেন।

٥٣٥٥- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِى شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ مُسْهِرٍ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا ابْنُ مُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى وَهُوَ الْقَطَّانُ جَمِيْعًا عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ وَاللَّفْظُ لَهُ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِى قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ عَنْ نَافِعٍ اَنَّ ابْنَ عُمَرَ اَخْبَرَهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ الَّذِيْنَ يَصْنَعُوْنَ الصُّوَرَ يُعَذَّبُوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُقَالُ لَهُمْ اَحْيُوا مَا خَلَقْتُمْ -

৫৩৫৫. আবূ বকর ইব্‌ন আবূ শায়বা, ইব্‌ন মুসান্না ও ইব্‌ন নুমায়র (র)...... ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : যারা ছবি তৈরি করে, কিয়ামতের দিন তাদের আযাব দেয়া হবে। তাদের বলা হবে, তোমরা যা বানিয়েছ তাকে জীবিত কর।

٥٣٥٦- حَدَّثَنَا اَبُو الرَّبِيْعِ وَاَبُوا كَامِلٍ قَالاَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ح قَالَ وَحَدَّثَنِى زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ اَخْبَرَنَا اِسْمَاعِيْلُ يَعْنِى ابْنَ عُلَيَّةَ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا الثَّقَفِىُّ كُلُّهُمْ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ بِمِثْلِ حَدِيْثِ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ .

৫৩৫৬. আবূ রবী', আবূ কামিল, যুহায়র ইব্‌ন হারব ও ইব্‌ন আবূ উমর (র)......ইব্‌ন উমর (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে, উবায়দুল্লাহ্ সূত্রে ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

٥٣٥٧- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنِ الْاَعْمَشِ ح قَالَ وَحَدَّثَنِىْ اَبُو سَعِيْدٍ الْاَشَجُّ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ قَالَ حَدَّثَنَا الْاَعْمَشُ عَنْ اَبِى الضُّحٰى عَنْ مَسْرُوْقٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ اَشَدَّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْمُصَوِّرُوْنَ وَلَمْ يَذْكُرِ الْاَشَجُّ اِنَّ -

৫৩৫৭. উসমান ইব্‌ন আবূ শায়বা ও আবূ সাঈদ আশাজ্জ (র)...... আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : নিশ্চয়ই কিয়ামতের দিন মানুষের মধ্যে কঠিনতর আযাব ভোগকারী হবে ছবি অংকনকারীরা। তবে আশাজ্জ (র) اِنَّ (নিশ্চয়ই) শব্দটি উল্লেখ করেননি।

٥٣٥٨- وَحَدَّثَنَاهُ يَحْيَى بْنُ يَحْيىٰ وَاَبُو بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ وَاَبُو كُرَيْبٍ كُلُّهُمْ عَنْ اَبِى مُعَاوِيَةَ ح قَالَ وَحَدَّثَنَاهُ ابْنُ اَبِىْ عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ كِلاَهُمَا عَنِ الْاَعْمَشِ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ وَ فِى رِوَايَةِ يَحْيىٰ وَاَبِى كُرَيْبٍ عَنْ اَبِىْ مُعَاوِيَةَ اِنَّ مِنْ اَشَدِّ اَهْلِ النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَذَابًا الْمُصَوِّرُوْنَ وَحَدِيْثُ سُفْيَانَ كَحَدِيْثِ وَكِيْعٍ -

৫৩৫৮. ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন ইয়াহ্ইয়া, আবূ বকর ইব্‌ন আবূ শায়বা, আবূ কুরায়ব ও ইব্‌ন আবূ উমর (র)...... আমাশ (র) থেকে উক্ত সনদে হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন। তবে আবূ মুআবিয়া (র) সূত্রে ইয়াহ্ইয়া ও আবূ কুরায়ব (র)

বর্ণিত রিওয়ায়াতে রয়েছে, নিশ্চয়ই কিয়ামতের দিন জাহান্নামবাসী কঠিনতর আযাব ভোগকারীদের মধ্যে থাকবে ছবি তৈরিকারীরা। আর সুফয়ান (র)-এর হাদীস রাবী ওয়াকী' (র) বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ।

٥٣٥٩- وَحَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ قَالَ حَدَّثَنَا مَنْصُوْرُ عَنْ مُسْلِمِ ابْنِ صُبَيْحٍ قَالَ كُنْتُ مَعَ مَسْرُوْقٍ فِي بَيْتٍ فِيْهِ تَمَاثِيْلُ مَرْيَمَ فَقَالَ مَسْرُوْقُ هٰذَا تَمَاثِيْلُ كِسْرٰى فَقُلْتُ لاَ هٰذَا تَمَاثِيْلُ مَرْيَمَ فَقَالَ مَسْرُوْقٌ اَمَا اِنِّيْ سَمِعْتُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ مَسْعُوْدٍ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَشَدُّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْمُصَوِّرُوْنَ-

(قَالَ مُسْلِمٍ) قَرَأْتُ عَلٰى نَصْرِ بْنِ عَلِيِّ الْجَهْضَمِيِّ عَنْ عَبْدِ الْاَعْلٰى بْنِ عَبْدِ الاَعْلٰى قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ اِسْحَاقَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ اَبِى الْحَسَنِ قَالَ جَاءَ رَجُلُ اِلٰى ابْنِ عَبَّاسٍ فَقَالَ اِنِّيْ رَجُلٌ اُصَوِّرُ هٰذِهِ الصُّوَرَ فَاَفْتِنِيْ فِيْهَا فَقَالَ لَهُ اُدْنُ مِنِّيْ فَدَنَا مِنْهُ ثُمَّ قَالَ اُدْنُ مِنِّيْ فَدَنَا حَتّٰى وَضَعَ يَدَهُ عَلٰى رَأْسِهِ وَقَالَ اُنَبِّئُكَ بِمَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ كُلُّ مُصَوِّرٍ فِى النَّارِ يُجْعَلُ لَهُ بِكُلِّ صُوْرَةٍ صَوَّرَهَا نَفْسًا فَتُعَذِّبُهُ فِى جَهَنَّمَ وَقَالَ اِنْ كُنْتَ لاَبُدَّ فَاعِلاً فَاصْنَعِ الشَّجَرَ وَمَا لاَنَفْسَ لَهُ فَاَقَرَّبِهِ نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ-

৫৩৫৯. নাসর ইব্ন আলী আল-জাহ্যামী (র)...... মুসলিম ইব্ন সুবায়হ্ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি মাসরূক (র)-এর সাথে একটি ঘরে ছিলাম। সেখানে মারয়াম (আ)-এর প্রতিকৃত ছিল। মাসরূক (র) বললেন, এটি (পারস্য সম্রাট) কিসরা'র প্রতিকৃতি। আমি বললাম, না, এটি মারয়াম (আ)-এর প্রতিকৃতি। তখন মাসরূক (র) বললেন, শুন! আমি আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসঊদ (রা)-কে বলতে শুনেছি যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : কিয়ামতের দিন কঠিনতর আযাব ভোগকারী হবে ছবি অঙ্কনকারীরা।

[ইমাম মুসলিম (র) বলেন]-আমি নাসর ইব্ন আলী আল-জাহযামী (র)-কে (এ হাদীসের পাঠ) পড়ে শুনিয়েছি। সাঈদ ইব্ন আবুল হাসান (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি ইব্ন আব্বাস (রা)-এর কাছে এসে বলল, আমি এসব ছবি এঁকে থাকি; তাই এ বিষয় আপনি আমাকে 'ফাত্ওয়া' দিন। তিনি বললেন, তুমি আমার নিকটে এস। সে তাঁর কাছে এলে তিনি বললেন, আরো কাছে এস। সে আরো কাছে এলে তিনি তার মাথায় হাত রেখে বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে যা শুনেছি, তা তোমাকে বলে দিচ্ছি। আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে বলতে শুনেছি : প্রত্যেক ছবি অঙ্কনকারী জাহান্নামী হবে। তার অংকিত প্রতিটি ছবিতে প্রাণ দেয়া হবে, তখন সেগুলো জাহান্নামে তাকে আযাব দিতে থাকবে। তিনি আরও বললেন, তোমাকে একান্তই যদি (তা) করতে হয়, তা হলে গাছ (পালা) এবং যার প্রাণ নেই, সে সবের (ছবি) তৈরি কর। [ইমাম মুসলিম (র) এ হাদীস পড়ে শোনালে] নাসর ইব্ন আলী (র) তার স্বীকৃতি দিলেন।

٥٣٦٠- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِى شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ اَبِى عَرُوْبَةَ عَنِ النَّضْرِ بْنِ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ فَجَعَلَ يُفْتِيْ وَلاَ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ

ﷺ حَتّٰى سَأَلَهُ رَجُلٌ فَقَالَ اِنِّىْ رَجُلٌ اُصَوِّرُ هٰذِهِ الصُّوَرَ فَقَالَ لَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ اُدْنُهْ فَدَنَا الرَّجُلُ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مَنْ صَوَّرَ صُوْرَةً فِى الدُّنْيَا كُلِّفَ اَنْ يَنْفُخَ فِيْهَا الرُّوْحَ يَوْمَ الْقِيمَةِ وَلَيْسَ بِنَافِخٍ –

৫৩৬০. আবূ বকর ইব্‌ন আবূ শায়বা (র)...... নাযর ইব্‌ন আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ইব্‌ন আব্বাস (রা)-এর কাছে উপবিষ্ট ছিলাম। তিনি (বিভিন্ন বিষয়) ফাত্ওয়া দিতে লাগলেন, কিন্তু (কোন ফাত্ওয়ায়) একথা বলেননি যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন। অবশেষে এক ব্যক্তি তাঁকে জিজ্ঞাসা করল। সে বলল, আমি এসব (প্রাণীর) ছবি অঙ্কন করে থাকি। তখন ইব্‌ন আব্বাস (রা) তাকে বলেছেন, কাছে এসো। লোকটি কাছে এল। তখন ইব্‌ন আব্বাস (রা) বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে বলতে শুনেছি যে, পৃথিবীতে যে ব্যক্তি (প্রাণীর) ছবি আঁকে, কিয়ামতের দিন তাতে আত্মা ফুঁকে দিতে তাকে বাধ্য করা হবে। অথচ সে (তা) ফুঁকে দিতে পারবে না।

٥٣٦١– حَدَّثَنَا اَبُوْ غَسَّانَ الْمِسْمَعِىُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ مُثَنَّى قَالاَ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِى عَنْ قَتَادَةَ عَنِ النَّضْرِ بْنِ اَنَسٍ اَنَّ رَجُلاً اَتٰى ابْنَ عَبَّاسٍ فَذَكَرَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ بِمِثْلِهِ–

৫৩৬১ আবূ গাস্সান মিসমাঈ ও মুহাম্মদ ইব্‌ন মুসান্না (র)....... নাযর ইব্‌ন আনাস (র) থেকে বর্ণিত যে, এক ব্যক্তি ইব্‌ন আব্বাস (রা)-এর কাছে এল।.......তারপর তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন।

٥٣٦٢– حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ نُمَيْرٍ وَاَبُوْ كُرَيْبٍ وَاَلْفَاظُهُمْ مُتَقَارِبَةٌ قَالُوْا حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ عَنْ عُمَارَةَ عَنْ اَبِى زُرْعَةَ قَالَ دَخَلْتُ مَعَ اَبِىْ هُرَيْرَةَ فِىْ دَارِ مَرْوَانَ فَرَاٰى فِيْهَا تَصَاوِيْرَ فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ قَالَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ وَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنْ ذَهَبَ يَخْلُقُ خَلْقًا كَخَلْقِى فَلْيَخْلُقُوا ذَرَّةً اَوْلِيَخْلُقُوْا حَبَّةً اَوْ لِيَخْلُقُوا شَعِيْرَةً–

وَحَدَّثَنِيْهِ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ عُمَارَةَ عَنْ اَبِىْ زُرْعَةَ قَالَ دَخَلْتُ اَنَا وَاَبُو هُرَيْرَةَ دَارًا تُبْنٰى بِالْمَدِيْنَةِ لِسَعِيْدٍ اَوْ لِمَرْوَانَ قَالَ فَرَاٰى مُصَوِّرًا يُصَوِّرُ فِى الدَّارِ فَقَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِمِثْلِهِ وَلَمْ يَذْكُرْ اَوْ لِيَخْلُقُوا شَعِيْرَةً –

৫৩৬২. আবূ বকর ইব্‌ন আবূ শায়বা, মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন নুমায়র ও আবূ কুরায়ব (র.)...... আবূ যুর'আ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবূ হুরায়রা (রা)-এর সাথে মারওয়ানের ঘরে প্রবেশ করলাম। তিনি সেখানে অনেক ছবি দেখে বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে বলতে শুনেছি যে, মহান আল্লাহ্ বলেছেন : "সে ব্যক্তির চাইতে বড় জালিম আর কে আছে, যে আমার সৃষ্টিতুল্য মাখলূক সৃষ্টি করতে চায়; তাহলে তারা একটি (অনুভূতিশীল) বিন্দু সৃষ্টি করুক! অথবা তারা (খাদ্যপ্রাণ ও স্বাদযুক্ত) একটি শস্যদানা সৃষ্টি করে দেখাক! অথবা তারা একটি (মাত্র) যব (-এর দানা) সৃষ্টি করুক!

যুহায়র ইব্ন হার্ব (র)...... আবূ যুর'আ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি এবং আবূ হুরায়রা (রা) সাঈদ কিংবা মারওয়ানের জন্য মদীনায় নির্মীয়মান একটি বাড়িতে প্রবেশ করলাম। রাবী বলেন, তখন তিনি [আবূ হুরায়রা (র)] দেখতে পেলেন যে, একজন চিত্রশিল্পী ঘরের দেয়ালগুলোতে (বিভিন্ন) চিত্র আঁকছে। তিনি তখন বললেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ। তবে তিনি "তারা একটি (মাত্র) যবদা সৃষ্টি করুক।" অংশটি উল্লেখ করেননি।

٥٣٦٣- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلاَلٍ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَ تَدْخُلُ الْمَلاَئِكَةُ بَيْتًا فِيْهِ تَمَاثِيْلُ اَوْتَصَاوِيْرُ --

৫৩৬৩. আবূ বকর ইব্ন আবূ শায়বা (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, ফেরেশতাগণ সে ঘরে প্রবেশ করেন না, যে ঘরে মূর্তি প্রতিকৃতি অথবা ছবি থাকে।

٢٢- بَابُ كَرَاهَةِ الْكَلْبِ وَالْجَرَسِ فِى السَّفَرِ -

২২. পরিচ্ছেদ : সফরে কুকুর ও ঘণ্টা রাখা মাকরূহ্

٥٣٦٤- حَدَّثَنَا اَبُوْ كَامِلٍ فُضَيْلُ بْنُ حُسَيْنٍ الْجَحْدَرِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا بِشْرٌ يَعْنِى ابْنَ مُفَضَّلٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُهَيْلٌ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لاَ تَصْحَبُ الْمَلاَئِكَةُ رُفْقَةً فِيْهَا كَلْبٌ وَلاَ جَرَسٌ -

৫৩৬৪. আবূ কামিল ফুযায়ল ইব্ন হুসায়ন জাহ্দারী (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : (রহমতের) ফেরেশতাগণ সে সফরকারী কাফেলার সাথে অবস্থান করেন না, যাতে কোন কুকুর বা ঘণ্টা থাকে।

٥٣٦٥- وَحَدَّثَنِى زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ يَعْنِى الدَّرَاوَرْدِىَّ كِلاَهُمَا عَنْ سُهَيْلٍ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ -

৫৩৬৫. যুহায়র ইব্ন হার্ব ও কুতায়বা (র)........ সুহায়ল (র) থেকে উল্লেখিত সনদে হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন।

٥٣٦٦- وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ اَيُّوْبَ وَقُتَيْبَةُ وَابْنُ حُجْرٍ قَالُوْا حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ يَعْنُوْنَ ابْنَ جَعْفَرٍ عَنِ الْعَلاَءِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ الْجَرَسُ مَزَامِيْرُ الشَّيْطَانِ -

৫৩৬৬. ইয়াহ্ইয়া ইব্ন আইউব, কুতায়বা ও ইব্ন হুজ্র (র)....... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, 'ঘণ্টা শয়তানের বাঁশি।'

٢٣- بَابُ كَرَاهَةُ قِلاَدَةِ الْوَتْرِ فِى رَقَبَةِ الْبَعِيْرِ -

২৩ পরিচ্ছেদ : উটের গলায় ধনুকের ছিলা বা চামড়ার তারের মালা ঝুলানো মাকরূহ্

٥٣٦٧- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيٰى قَالَ قَرَأْتُ عَلٰى مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِى بَكْرٍ عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيْمٍ اَنَّ اَبَا بَشِيْرٍ الاَنْصَارِىَّ اَخْبَرَهُ اَنَّهُ كَانَ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِى بَعْضِ اَسْفَارِهِ قَالَ فَاَرْسَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ رَسُوْلاً قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنِ اَبِى بَكْرٍ حَسِبْتُ اَنَّهُ قَالَ وَالنَّاسُ فِى مَبِيْتِهِمْ لاَ تُبْقَيَنَّ فِى رَقَبَةِ بَعِيْرٍ قِلاَدَةٌ مِنْ وَتَرٍ اَوْ قِلاَدَةٌ اِلاَّ قُطِعَتْ قَالَ مَالِكٌ اُرَى ذٰلِكَ مِنَ الْعَيْنِ-

৫৩৬৭. ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন ইয়াহ্‌য়া (র)...... আব্বাদ ইব্‌ন তামীম (র) থেকে বর্ণিত যে, আবূ বাশীর আনসারী (রা) তাকে বলেছেন যে, তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর এক সফরে তাঁর সঙ্গে ছিলেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ একজন ঘোষক পাঠালেন; আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আবূ বকর (র) বলেন, আমার মনে হয়, তিনি (আব্বাদ) বলেছেন, তখন কাফেলার লোকেরা তাদের রাত যাপনের শয্যায় (শুয়ে পড়ে) ছিল, 'অবশ্যই কোন উটের গলায়' চামড়ার দড়ির (ধনুকের ছিলার) মালা কিংবা কোন 'মালা' অবশিষ্ট থাকবে না; থাকলে তা কেটে ফেলতে হবে। মালিক (র) বলেন, আমার বিশ্বাস, তা বদ নযর থেকে রক্ষার উদ্দেশ্যে (লাগানো) হতো।

٢٤- بَابُ النَّهْىِ عَنْ ضَرْبِ الْحَيَوَانِ فِىْ وَجْهِهِ وَ وَسْمِهِ فِيْهِ-

২৪. পরিচ্ছেদ : পশুর মুখে প্রহার করা এবং দাগ লাগানো নিষিদ্ধ

٥٣٦٨ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ اَبِىْ الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ نَهَى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنِ الضَّرْبِ فِى الْوَجْهِ وَعَنِ الْوَسْمِ فِى الْوَجْهِ-

৫৩৬৮. আবূ বকর ইব্‌ন আবূ শায়বা (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ (প্রাণীর) মুখে প্রহার করা এবং মুখে দাগ লাগানো নিষেধ করেছেন।

٥٣٦٩- حَدَّثَنَا هَارُوْنُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ كِلاَهُمَا عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ اَبُوْ الزُّبَيْرِ اَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ يَقُوْلُ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِمِثْلِهِ-

৫৩৬৯. হারূন ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ এবং (ভিন্ন সনদে) আব্‌দ ইব্‌ন হুমায়দ (র)...... জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ নিষেধ করেছেন...... পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন।

٥٣٧٠- وَحَدَّثَنِى سَلَمَةُ بْنُ شَبِيْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ اَعْيَنَ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْقِلٌ عَنْ اَبِىْ الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ مَرَّ عَلَيْهِ حِمَارٌ قَدْ وُسِمَ فِى وَجْهِهِ فَقَالَ لَعَنَ اللّٰهُ الَّذِىْ وَسَمَهُ-

৫৩৭০. সালামা ইব্‌ন শাবীব (র)...... জাবির (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সম্মুখ দিয়ে একটি গাধা চলে গেল, যার মুখে দাগ লাগানো হয়েছিল। তিনি বললেন, যে লোক এটিকে দাগ লাগিয়েছে, আল্লাহ্ তাকে লা'নত করুন।

٥٣٧١- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ عِيْسٰى قَالَ اَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ اَبِىْ حَبِيْبٍ اَنَّ نَاعِمًا اَبَا عَبْدِ اللّٰهِ مَوْلٰى اُمِّ سَلَمَةَ حَدَّثَهُ اَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُوْلُ وَرَأٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ حِمَارًا مَوْسُوْمَ الْوَجْهِ فَاَنْكَرَ ذٰلِكَ قَالَ فَوَ اللّٰهِ لاَ اَسِمُهُ اِلاَّ فِىْ اَقْصٰى شَىْءٍ مِنَ الْوَجْهِ فَاَمَرَ بِحِمَارٍ لَهُ فَكُوِىَ فِىْ جَاعِرَتَيْهِ فَهُوَ اَوَّلُ مَنْ كَوَى الْجَاعِرَتَيْنِ-

৫৩৭১. আহমাদ ইব্‌ন ঈসা (র)...... ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মুখে দাগ লাগানো একটি গাধা দেখে তাতে অসন্তোষ প্রকাশ করেছিলেন। তিনি (ইব্‌ন আব্বাস) বলেন, আল্লাহ্‌র কসম! আমি তার মুখ থেকে সর্বাধিক দূরবর্তী অংশেই দাগ লাগাব। তারপর তিনি তাঁর একটি গাধা সম্পর্কে হুকুম করলে তার দুই নিতম্ব প্রান্তে দাগ লাগান হল। ফলে তিনিই হলেন নিতম্ব প্রান্তে দাগ দেয়ার প্রথম ব্যক্তি (ও প্রবর্তক)।[1]

٢٥- بَابُ جَوَازِ وَسْمِ الْحَيَوَانِ غَيْرِ الْاٰدَمِىِّ فِىْ غَيْرِ الْوَجْهِ وَنَدْبِهِ فِىْ نَعَمِ الزَّكَاةِ وَالْجِزْيَةِ-

২৫. পরিচ্ছেদ : মানুষ ব্যতীত অন্য প্রাণীর চেহারা ব্যতীত অন্যত্র দাগ লাগানো জায়েয। যাকাত ও জিয্‌য়ার পশুকে দাগ লাগানো উত্তম

٥٣٧٢- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُثَنّٰى قَالَ حَدَّثَنِىْ مُحَمَّدُ بْنُ اَبِىْ عَدِىٍّ عَنِ ابْنِ عَوْنٍ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ اَنَسٍ قَالَ لَمَّا وَلَدَتْ اُمُّ سُلَيْمٍ قَالَتْ لِىْ يَا اَنَسُ اُنْظُرْ هٰذَا الْغُلاَمَ فَلاَ يُصِيْبَنَّ شَيْئًا حَتّٰى تَغْدُوَ بِهِ اِلَى النَّبِىِّ ﷺ يُحَنِّكُهُ قَالَ فَغَدَوْتُ فَاِذَا هُوَ فِى الْحَائِطِ وَعَلَيْهِ خَمِيْصَةٌ جَوْنِيَّةٌ وَهُوَ يَسِمُ الظَّهْرَ الَّذِىْ قَدِمَ عَلَيْهِ فِى الْفَتْحِ-

৫৩৭২. মুহাম্মদ ইব্‌ন মুসান্না (র)...... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, (আমার মা) উম্মু সুলায়ম (রা) সন্তান প্রসবের পর আমাকে বললেন, হে আনাস, এ শিশুটির দিকে নযর রেখ, যেন সকালে তুমি তাকে নবী ﷺ-এর কাছে নিয়ে যাওয়ার আগে কিছু না খায়। তিনি তাকে 'তাহনীক করে [খেজুর চিবিয়ে (তার মুখে দিয়ে) তাকে বরকত] দিবেন। রাবী [আনাস (রা)] বলেন, আমি সকালে গিয়ে দেখলাম, তিনি (রাসূলুল্লাহ ﷺ) একটি বাগানে রয়েছেন এবং তাঁর গায়ে একটি 'জাওনী' কাল পশমী চাদর রয়েছে, আর তিনি যুদ্ধ জয় থেকে প্রাপ্ত (গনীমতের) উটগুলোকে দাগ লাগাচ্ছেন।

٥٣٧٣- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ هِشَامِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ سَمِعْتُ اَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يُحَدِّثُ اَنَّ اُمَّهُ حِيْنَ وَلَدَتِ انْطَلَقُوْا بِالصَّبِىِّ اِلَى النَّبِىِّ ﷺ يُحَنِّكُهُ قَالَ فَاِذَا النَّبِىُّ ﷺ فِىْ مِرْبَدٍ يَسِمُ غَنَمًا قَالَ شُعْبَةُ وَاَكْثَرُ عِلْمِىْ اَنَّهُ قَالَ فِىْ آذَانِهَا-

৫৩৭৩. মুহাম্মদ ইব্‌ন মুসান্না (র)...... হিশাম ইব্‌ন যায়দ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আনাস (রা)-কে বর্ণনা করতে শুনেছি যে, তাঁর মা যখন সন্তান প্রসব করলেন, তখন তাঁরা নবজাতককে নিয়ে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর

---

১. নিতম্ব প্রান্তে সর্বপ্রথম দাগ লাগিয়েছিলেন আব্বাস (রা)। তবে সম্ভবত পদ্ধতির ব্যাপক প্রচলন ঘটেছিল ইব্‌ন আব্বাস (রা)-এর আমলের মাধ্যমে। এ জন্য তাঁকে প্রথম ব্যক্তি বলা হয়েছে।

খিদমতে গেলেন, যাতে তিনি তার মুখে লালা দিয়ে বরকত দেন। রাবী [আনাস (রা)] বলেন, গিয়ে দেখলাম, নবী ﷺ একটি খোঁয়াড়ে ছাগলের গায়ে দাগ লাগাচ্ছেন (সনদের অন্য রাবী) শু'বা (র) বলেন, আমার দৃঢ় প্রত্যয় এই যে, তিনি (হিশাম) বলেছেন, 'সেগুলোর কানে' দাগ লাগাচ্ছিলেন।

٥٣٧٤- وَحَدَّثَنِيْ زُهَيْرُ ابْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنِيْ هِشَامُ بْنُ زَيْدٍ قَالَ سَمِعْتُ اَنَسًا يَقُوْلُ دَخَلْنَا عَلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مِرْبَدًا وَهُوَ يَسِمُ غَنَمًا قَالَ اَحْسِبُهُ قَالَ فِى اٰذَانِهَا-

وَحَدَّثَنِيْهِ يَحْيَى بْنُ حَبِيْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ وَيَحْيٰى وَعَبْدُ الرَّحْمٰنِ كُلُّهُمْ عَنْ شُعْبَةَ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ مِثْلَهُ-

৫৩৭৪. যুহায়র ইব্ন হারব (র)...... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, আমরা একটি (ছাগলের) খোঁয়াড়ে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট গেলাম। তখন তিনি ছাগলের গায়ে দাগ লাগাচ্ছিলেন। রাবী (শু'বা) বলেন, আমার ধারণা, তিনি (হিশাম) বলেছেন, 'সেগুলোর কানে'- (দাগ লাগাচ্ছিলেন)।

ইয়াহ্ইয়া ইব্ন হাবীব ও মুহাম্মদ ইব্ন বাশ্শার (র)...... শু'বা (র) সূত্রে উল্লিখিত সনদে অনুরূপ হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন।

٥٣٧٥- حَدَّثَنَا هَارُوْنُ بْنُ مَعْرُوْفٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنِ الْاَوْزَاعِيِّ عَنْ اِسْحَاقَ ابْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِى طَلْحَةَ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ رَأَيْتُ فِىْ يَدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ الْمِيْسَمَ وَهُوَ يَسِمُ اِبِلَ الصَّدَقَةِ-

৫৩৭৫. হারূন ইব্ন মা'রূফ (র)......আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর হাতে 'দাগযন্ত্র' দেখতে পেলাম, তিনি তখন সাদকার উটে দাগ লাগাচ্ছিলেন।

٢٦- بَابُ كَرَاهَةِ الْقَزَعِ

২৬. পরিচ্ছেদ : কাযা' অর্থাৎ মাথার চুল কিছু (টিকি) মুড়িয়ে কিছু রেখে দেয়া মাকরূহ

٥٣٧٦- حَدَّثَنِيْ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدثَنا يَحْيَى يَعْنِيْ ابْنَ سَعِيْدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ قَالَ اَخْبَرَنِيْ عُمَرُ بْنُ نَافِعٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَهَى عَنِ الْقَزَعِ قَالَ قُلْتُ لِنَافِعٍ وَمَا الْقَزَعُ قَالَ يُحْلَقُ بَعْضُ رَأْسِ الصَّبِيِّ وَيُتْرَكُ بَعْضٌ-

৫৩৭৬. যুহায়র ইব্ন হারব (র)...... ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ 'কাযা' নিষেধ করেছেন। রাবী (উমর ইব্ন নাফি') বলেন, আমি নাফি' (র)-কে জিজ্ঞাসা করলাম, কাযা' কি? তিনি বললেন, শিশুর মাথার (চুল) কতকাংশ মুড়ানো এবং কতকাংশ রেখে দেয়া।

٥٣٧٧- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنِ اَبِىْ شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ اُسَامَةَ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِىْ قَالاَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ وَجَعَلَ التَّفْسِيْرَ فِى حَدِيْثِ اَبِىْ اُسَامَةَ مِنْ قَوْلِ عُبَيْدِ اللّٰهِ -

৫৩৭৭. আবূ বকর ইব্‌ন আবূ শায়বা ও ইব্‌ন নুমায়র (র)...... উবায়দুল্লাহ্ (র) থেকে উক্ত সনদে হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন। তবে উসামা (র) বর্ণিত হাদীসে তিনি কাযা শব্দের ব্যাখ্যাটিকে উবায়দুল্লাহ্ (র)-এর উক্তি বলে উল্লেখ করেছেন।

٥٣٧٨- وَحَدَّثَنِىْ مُحَمَّدُ بْنُ مُثَنّٰى قَالَ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُثْمَانَ الْغَطَفَانِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ نَافِعٍ ح قَالَ وَحَدَّثَنِىْ اُمَيَّةُ بْنُ بِسْطَامٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ يَعْنِىْ ابْنَ زَرِيْعٍ قَالَ حَدَّثَنَا رَوْحُ عَنْ عُمَرَ بْنِ نَافِعٍ بِاسْنَادِ عُبَيْدِ اللّٰهِ مِثْلَهُ وَاَلْحَقَا التَّفْسِيْرَ فِى الْحَدِيْثِ-

৫৩৭৮. মুহাম্মদ ইব্‌ন মুসান্না ও উমাইয়া ইব্‌ন বিস্‌তাম (র)...... উবায়দুল্লাহ্ (র) থেকে উক্ত সনদে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন। এঁরা দু'জন ব্যাখ্যাটিকে (মূল) হাদীসের অন্তর্ভুক্ত করেছেন।

٥٣٧٩- حَدَّثَنِىْ مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ وَحَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ اَيُّوْبَ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا اَبُوْ جَعْفَرٍ الدَّارِمِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ النُّعْمَانِ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ السَّرَّاجِ كُلُّهُمْ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ بِذٰلِكَ-

৫৩৭৯. মুহাম্মদ ইব্‌ন রাফি', হাজ্জাজ ইব্‌ন শাইর, আব্‌দ ইব্‌ন হুমায়দ ও আবূ জা'ফর দারিমী (র)...... ইব্‌ন উমর (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে উক্ত হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন।

٢٧- بَابُ النَّهِى عَنِ الْجُلُوْسُ فِى الطُّرُقَاتِ وَاِعْطَاءِ الطَّرِيْقِ حَقَّهُ

২৭. পরিচ্ছেদ : চলাচলের পথে বৈঠক করা নিষিদ্ধ হওয়া ও রাস্তার হক আদায় করা

٥٣٨٠- حَدَّثَنِىْ سُوَيْدُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ حَفْصُ ابْنُ مَيْسَرَةَ عَنْ زَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ الْخُدْرِىِّ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ اِيَّاكُمْ وَالْجُلُوْسُ فِى الطُّرُقَاتِ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَا لَنَا بُدٌّ مِنْ مَجَالِسِنَا نَتَحَدَّثُ فِيْهَا قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَاِذَا اَبَيْتُمْ الاَّ الْمَجْلِسَ فَاَعْطُوْا الطَّرِيْقَ حَقَّهُ قَالُوْا وَمَا حَقُّهُ قَالَ غَضُّ الْبَصَرِ وَكَفُّ الْاَذٰى وَرَدُّ السَّلاَمِ وَالاَمْرُ بِالْمَعْرُوْفِ وَالنَّهْىُ عَنِ الْمُنْكَرِ-

৫৩৮০. সুওয়ায়দ ইব্‌ন সাঈদ (র)...... আবূ সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : রাস্তার উপরে বসে থাকা তোমরা পরিহার করবে। তাঁরা বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! (রাস্তার উপরে) আমাদের বৈঠক না করে উপায় নেই, সেখানে আমরা (প্রয়োজনীয়) কথাবার্তা বলে থাকি। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : একান্তই যদি তোমাদের তা করতে হয়, তবে রাস্তাকে তার প্রাপ্য হক দিবে। তাঁরা বললেন : এর হক

কি? তিনি বললেন, দৃষ্টি অবনত রাখা, কষ্টদায়ক বস্তু সরিয়ে ফেলা, সালামের জবাব দেওয়া এবং ন্যায় কাজের আদেশ দেয়া ও অন্যায় কাজ থেকে নিষেধ করা।

٥٣٨١- حَدَّثَنَاهُ يَحْيَى بْنُ يَحْيٰى قَالَ اَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَدَنِىُّ ح قَالَ وَحَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ فُدَيْكٍ قَالَ اَخْبَرَنَا هِشَامٌ يَعْنِىْ ابْنَ سَعْدٍ كِلاَهُمَا عَنْ زَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ مِثْلَهُ-

৫৩৮১. ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া ও মুহাম্মদ ইব্‌ন রাফি' (র)...... যায়দ ইব্‌ন আসলাম (র) থেকে উল্লেখিত সনদে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

٢٨- بَابُ تَحْرِيْمِ فِعْلِ الْوَاصِلَةِ وَالْمُسْتَوْصِلَةِ وَالْوَاشِمَةِ وَالْمُسْتَوْشِمَةِ وَالنَّامِصَةِ وَالْمُتَنَمِّصَةِ وَالْمُتَفَلِّجَاتِ وَالْمُغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللّٰهِ تَعَالٰى-

২৮. পরিচ্ছেদ : পরচুলা সংযোজনকারিণী ও সংযোজন প্রার্থিণী, মানবদেহে চিত্র অঙ্কনকারিণী ও অঙ্কন-প্রার্থিণী, ভুরুর পশম উৎপাটনকারিণী ও উৎপাটনপ্রার্থিণী, দাঁতের মাঝে দর্শনীয় ফাঁক সুষমা তৈরিকারিণী এবং আল্লাহ্‌র সৃজনে বিকৃতি সাধনকারিণীদের ক্রিয়াকলাপ হারাম

٥٣٨٢- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيٰى قَالَ اَخْبَرَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ عَنْ اَسْمَاءَ بِنْتِ اَبِىْ بَكْرٍ قَالَتْ جَائَتِ امْرَأَةٌ اِلَى النَّبِىِّ ﷺ فَقَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ لِىْ ابْنَةً عُرَيِّسًا اَصَابَتْهَا حَصْبَةٌ فَتَمَرَّقَ شَعْرُهَا أَفَاصِلُهُ فَقَالَ لَعَنَ اللّٰهُ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ-

৫৩৮২. ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া (র)...... আসমা বিন্‌ত আবূ বকর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক মহিলা নবী ﷺ-এর কাছে এসে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমার এক নববিবাহিতা মেয়ে 'হামরোগে আক্রান্ত হয়েছে। তাতে তার চুল পড়ে গিয়েছে। আমি কি তাকে পরচুলা লাগিয়ে দিব? তিনি বললেন, আল্লাহ তা'আলা পরচুলা সংযোজনকারিণী ও সংযোজনপ্রার্থিণী নারীদের লা'নত করেছেন।

٥٣٨٣- وَحَدَّثَنَاهُ اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ ح قَالَ وَحَدَّثَنَاهُ ابْنُ نُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِىْ وَعَبْدَةُ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا اَبُوْ كُرَيْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا عَمْرُو النَّاقِدُ قَالَ اَخْبَرَنَا اَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ قَالَ اَخْبَرَنَا شُعْبَةُ كُلُّهُمْ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ نَحْوَ حَدِيْثِ اَبِىْ مُعَاوِيَةَ غَيْرَ اَنَّ وَكِيْعًا وَشُعْبَةَ فِى حَدِيْثِهِمَا فَتَمَرَّطَ شَعْرُهَا-

৫৩৮৩. আবূ বকর আবূ শায়বা, ইব্‌ন নুমায়র, আবূ কুরায়ব ও আমর আন-নাকিদ (র)...... হিশাম ইব্‌ন উরওয়া (র) থেকে উল্লিখিত সনদে আবূ মুআবিয়া (র) বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন। তবে রাবী ওয়াকী' ও শুবা (র) বর্ণিত হাদীসে (تَمَرَّقَ شَعْرُهَا স্থানে) تَمَرَّطْ شَعْرُهَا রয়েছে (উভয় বাক্যের অর্থ চুল পড়ে গিয়েছে)।

٥٣٨٤- وَحَدَّثَنِيْ اَحْمَدُ بْنُ سَعِيْدٍ الدَّارِمِيُّ قَالَ اَخْبَرَنَا حَبَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ قَالَ حَدَّثَنَا مَنْصُوْرٌ عَنْ اُمِّهِ عَنْ اَسْمَاءَ بِنْتِ اَبِىْ بَكْرٍ اَنَّ امْرَأَةً اَتَتِ النَّبِىَّ ﷺ فَقَالَتْ اِنِّى زَوَّجْتُ ابْنَتِى فَتَمَرَّقَ شَعْرُ رَأْسِهَا وَزَوْجُهَا يَسْتَحْسِنُهَا أَفَاصِلُ شَعْرَهَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ فَنَهَاهَا-

৫৩৮৪. আহমাদ ইব্‌ন সাঈদ দারিমী (র)...... আসমা বিন্‌ত আবূ বকর (রা) থেকে বর্ণিত যে, এক মহিলা নবী ﷺ-এর খিদমতে এসে বললেন, "আমি আমার মেয়েকে বিয়ে দিয়েছি, এখন (রোগাক্রান্ত হয়ে) তার মাথার চুল পড়ে গিয়েছে, আর তার স্বামী তাকে (অবিলম্বে কাছে পাওয়া) পসন্দ করে। আমি কি তাকে পরচুলা সংযোজন করে দিব, ইয়া রাসূলাল্লাহ্?" তখন তিনি তাকে নিষেধ করলেন।

٥٣٨٥- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُثَنًّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالاَ حَدَّثَنَا اَبُوْ دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِي شَيْبَةَ وَاللَّفْظُ لَهُ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ اَبِى بُكَيْرٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ قَالَ سَمِعْتُ الْحَسَنَ بْنَ مُسْلِمٍ يُحَدِّثُ عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ جَارِيَةً مِنَ الْاَنْصَارِ تَزَوَّجَتْ وَاَنَّهَا مَرِضَتْ فَتَمَرَّطَ شَعْرُهَا فَارَادُوا اَنْ يَصِلُوْا فَسَأَلُوْا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَنْ ذٰلِكَ فَلَعَنَ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ-

৫৩৮৫. মুহাম্মদ ইব্‌ন মুসান্না, ইব্‌ন বাশ্‌শার ও আবূ বকর ইব্‌ন আবূ শায়বা (র)....... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, এক আনসারী তরুণীর বিয়ে হল, আর সে রোগাক্রান্ত হলে তার চুল পড়ে গেল। তখন তার পরিবারের লোকেরা তাকে পরচুলা লাগিয়ে দেয়ার ইচ্ছা করল। তাই তারা ঐ বিষয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে জিজ্ঞাসা করল। তিনি তখন (নকল) চুল সংযোজনকারিণী ও সংযোজনপ্রার্থী নারীর প্রতি আল্লাহর লা'নত (হওয়ার ঘোষণা) করলেন।

٥٣٨٦- حَدَّثَنِيْ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ نَافِعٍ قَالَ اَخْبَرَنِى الْحَسَنُ بْنُ مُسْلِمِ بْنِ يَنَّاقَ عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ امْرَأَةً مِنَ الْاَنْصَارِ زَوَّجَتِ ابْنَةً لَهَا فَاشْتَكَتْ فَتَسَاقَطَ شَعْرُهَا فَاَتَتِ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَتْ اِنَّ زَوْجَهَا يُرِيْدُهَا أَفَاصِلُ شَعَرَهَا فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لُعِنَ الْوَاصِلاَتُ-

وَحَدَّثَنِيْهِ مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِىٍّ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ نَافِعٍ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ وَقَالَ لُعِنَ الْمُوْصِلاَتُ-

৫৩৮৬. যুহায়র ইব্‌ন হার্‌ব (র)...... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, এক আনসারী মহিলা তার একটি মেয়েকে বিয়ে দিলেন মেয়েটি অসুস্থ হয়ে পড়ল এবং তাতে তার চুল পড়ে গেল। মহিলা নবী ﷺ-এর কাছে এসে বললেন, তার স্বামী তাকে এখন নিতে চায়। আমি তার চুলের সাথে পরচুলা লাগিয়ে দিব কি ? তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : নকল চুল সংযোজনকারিণীদের অভিসম্পাত করা হয়েছে।

মুহাম্মদ ইব্‌ন হাতিম (র)...... ইবরাহীম ইব্‌ন নাফি' (র) থেকে উল্লিখিত সনদে হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন যে, (নকল) চুল সংযোজনকারিণীদের প্রতি অভিসম্পাত। তবে তাঁর রিওয়ায়াতে (اَلْوَاصِلاَتُ স্থলে) اَلْمُوْصِلاَتُ রয়েছে।

٥٣٨٧- حَدَّثَنِى مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ نُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِىْ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ مُثَنّٰى وَاللَّفْظُ لِزُهَيْرٍ قَالاَ حَدَّثَنَا يَحْيٰى وَهُوَ الْقَطَّانُ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ قَالَ اَخْبَرَنِىْ نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ لَعَنَ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ وَالْوَاشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ-

وَحَدَّثَنِيْهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ بَزِيْعٍ قَالَ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ قَالَ حَدَّثَنَا صَخْرُ بْنُ جُوَيْرِيَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ بِمِثْلِهِ-

৫৩৮৭ মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন নুমায়র, যুহায়র ইব্‌ন হারব ও মুহাম্মদ ইব্‌ন মুসান্না (র)...... ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ পরচুলা সংযোজনকারিণী ও সংযোজনপ্রার্থিণী এবং মানবদেহে চিত্র (উল্কী) অঙ্কনকারিণী ও অঙ্কনপ্রার্থিণীদের লা'নত করেছেন।

মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন বাযী' (র)...... আবদুল্লাহ্ (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে অনুরূপ হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন।

٥٣٨٨- حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ وَعُثْمَانُ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ وَاللَّفْظُ لاِسْحَاقَ قَالَ اَخْبَرَنَا جَرِيْرٌ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ لَعَنَ اللّٰهُ الْوَاشِمَاتِ وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ وَالنَّامِصَاتِ وَالْمُتَنَمِّصَاتِ وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ الْمُغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللّٰهِ قَالَ فَبَلَغَ ذٰلِكَ امْرَأَةً مِنْ بَنِىْ اَسَدٍ يُقَالُ لَهَا اُمُّ يَعْقُوْبَ وَكَانَتْ تَقْرَأُ الْقُرْاٰنَ فَاَتَتْهُ فَقَالَتْ مَا حَدِيْثٌ بَلَغَنِىْ عَنْكَ اَنَّكَ لَعَنْتَ الْوَاشِمَاتِ وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ وَالْمُتَنَمِّصَاتِ وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ الْمُغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللّٰهِ فَقَالَ عَبْدُ اللّٰهِ وَمَالِىَ لاَ اَلْعَنُ مَنْ لَعَنَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَهُوَ فِى كِتَابِ اللّٰهِ عَزَّوَجَلَّ فَقَالَتِ الْمَرْأَةُ لَقَدْ قَرَأْتُ مَا بَيْنَ لَوْحَىِ الْمُصْحَفِ فَمَا وَجَدْتُهُ فَقَالَ لَئِنْ كُنْتِ قَرَأْتِيْهِ لَقَدْ وَجَدْتِيْهِ قَالَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ "وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ وَمَا نَهٰكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْا" فَقَالَتِ الْمَرْأَةُ فَاِنِّىْ اَرٰى شَيْئًا مِنْ هٰذَا عَلٰى امْرَأَتِكَ الاٰنَ قَالَ اذْهَبِىْ فَانْظُرِىْ قَالَ فَدَخَلَتْ عَلٰى امْرَأَةِ عَبْدِ اللّٰهِ فَلَمْ تَرَ شَيْئًا فَجَاءَتْ اِلَيْهِ فَقَالَتْ مَا رَأَيْتُ شَيْئًا فَقَالَ اَمَالَوْ كَانَ ذٰلِكَ لَمْ نُجَامِعْهَا-

৫৩৮৮. ইসহাক ইব্‌ন ইবরাহীম ও উসমান ইব্‌ন আবূ শায়বা (র)...... আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মানবদেহে চিত্র উল্কী অঙ্কনকারিণী ও অঙ্কনপ্রার্থিণী নারী, (বড় দেখাবার জন্য) কপাল ভুরুর চুল উৎপাটনকারিণী ও উৎপাটনকামী নারী এবং (সৌন্দর্য সুষমা বৃদ্ধির মানসে) দাঁতের মাঝে (সুষম) ফাঁক সৃষ্টিকারিণী, যারা আল্লাহ্‌র সৃষ্টিতে বিকৃতি সাধনকারিণী, এদের আল্লাহ্ তা'আলা লা'নত করেন। রাবী বলেন, আসাদ গোত্রের উম্মু ইয়া'কূব নাম্নী এক মহিলার কাছে [আবদুল্লাহ্ (রা)-এর] এ হাদীসের বর্ণনা পৌঁছল। তিনি কুরআন পাঠে অভ্যস্তা ছিলেন।

তিনি তাঁর কাছে কাছে এসে বললেন, সে হাদীসখানি কিরূপ, যা আপনার পক্ষ থেকে আমার কাছে পৌঁছেছে যে, আপনি মানবদেহে চিত্র অঙ্কনকারিণী ও অঙ্কনকামী নারী ও কপাল ভুরুর লোম উৎপাটনকারিণী ও উৎপাটনকামী নারী এবং (সৌন্দর্য বৃদ্ধির প্রয়াসে) দাঁতের মাঝে ফাঁক তৈরিকারিণীদের, যারা আল্লাহ্‌র সৃষ্টিতে বিকৃতি সাধনকারিণী, এদের লা'নত করেছেন? আবদুল্লাহ্ (রা) বললেন, আমার কি যুক্তি থাকতে পারে যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যাদের অভিসম্পাত দিয়েছেন, আমি সে লোকদের অভিসম্পাত দিব না? অথচ তা আল্লাহ্‌র কিতাবে রয়েছে। মহিলা বললেন, পবিত্র গ্রন্থের (আল-কুরআন-এর) দুই বাঁধাই কাগজের মধ্যবর্তী (আগাগোড়া) সবটুকু আমি পড়েছি, কিন্তু তা তো কোথাও পাইনি? তিনি বললেন, তুমি যদি (গভীর অভিনিবেশসহকারে) পড়তে, তাহলে অবশ্যই তা পেতে। মহান আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন, وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ وَمَا نَهٰكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْا — আর রাসূল তোমাদের কাছে যা উপস্থাপন করেন তা ধরে রাখ, আর তিনি যা থেকে তোমাদের নিষেধ করেন তা থেকে বিরত থাক। মহিলা বললেন, আমি (প্রায় নিশ্চিত যে) এর কোন কিছু এখন গিয়ে আপনার স্ত্রীর মাঝে দেখতে পাব। তিনি বললেন, যাও, তা দেখ গিয়ে। রাবী বলেন, মহিলা আবদুল্লাহ্ (রা)-এর স্ত্রীর কাছে গেলেন, কিন্তু (সে সবের) কিছুই দেখতে পেলেন না। তখন তিনি ফিরে এসে বললেন, কিছুই দেখতে পেলাম না। তিনি বললেন, শোন! তেমন কিছু থাকলে আমরা তার সাথে একত্রে বসবাস করতাম না।

٥٣٨٩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالاَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ وَهُوَ ابْنُ مَهْدِىٍّ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُبْنِ رَافِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ اٰدَمَ قَالَ حَدَّثَنَا مُفَضَّلٌ وَهُوَ ابْنُ مُهَلْهِلٍ كِلاَهُمَا عَنْ مَنْصُوْرٍ فِى هٰذَا الْاِسْنَادِ بِمَعْنٰى حَدِيْثِ جَرِيْرٍ غَيْرَ اَنَّ فِىْ حَدِيْثِ سُفْيَانَ الْوَاشِمَاتِ وَالْمُتَوَشِّمَاتِ وَفِى حَدِيْثِ مُفَضَّلٍ الْوَاشِمَاتِ وَالْمَوْشُوْمَاتِ-

৫৩৮৯. মুহাম্মদ ইব্‌ন মুসান্না, ইব্‌ন বাশ্‌শার ও মুহাম্মদ ইব্‌ন রাফি' (র)...... মানসূর (র) থেকে উল্লিখিত সনদে জারীর (র) বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন। তবে রাবী সুফয়ান (র) বর্ণিত হাদীসে الْمُتَوَشِّمَاتِ রয়েছে। আর রাবী মুফায্‌যাল (র) বর্ণিত হাদীসে রয়েছে وَالْمَوْشُوْمَاتِ।

٥٣٩٠- وَحَدَّثَنَاهُ اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِى شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ مُثَنّٰى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالُوْا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَنْصُوْرٍ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ الْحَدِيْثَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ مُجَرَّدًا عَنْ سَائِرِ الْقِصَّةِ مِنْ ذِكْرِ اُمِّ يَعْقُوْبَ-

৫৩৯০. আবূ বকর ইব্‌ন আবূ শায়বা, মুহাম্মদ মুসান্না ও ইব্‌ন বাশ্‌শার (র)...... মানসূর (র) সূত্রে উল্লিখিত সনদে নবী ﷺ থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। তবে তা উম্মু ইয়া'কূব প্রসঙ্গের সব বর্ণনা থেকে মুক্ত।

٥٣٩١- وَحَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوْخَ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ يَعْنِى ابْنَ حَازِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْاَعْمَشُ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ بِنَحْوِ حَدِيْثِهِمْ-

৫৩৯১. শায়বান ইব্‌ন ফাররূখ (র)......আবদুল্লাহ্ (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে (পূর্বোক্ত) ওঁদের হাদীসের অনুরূপ হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন।

٥٣٩٢- وَحَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحُلْوَانِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالاَ وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ اَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ اَخْبَرَنِيْ اَبُوْ الزُّبَيْرِ اَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ يَقُوْلُ زَجَرَ النَّبِيُّ ﷺ اَنْ تَصِلَ الْمَرْأَةُ بِرَأْسِهَا شَيْئًا-

৫৩৯২. হাসান ইব্‌ন আলী হুল্‌ওয়ানী ও মুহাম্মদ ইব্‌ন রাফি‘ (র)...... জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। নারী তার মাথায় কোন কিছু সংযোজন করবেন, নবী ﷺ ব্যাপারে ধমক দিয়েছেন (ও তা নিষেধ করেছেন)।

٥٣٩٣- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيٰى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ اَنَّهُ سَمِعَ مُعَاوِيَةَ بْنَ اَبِىْ سُفْيَانَ عَامَ حَجٍّ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ وَتَنَاوَلَ قُصَّةً مِنْ شَعْرٍ كَانَتْ فِىْ يَدِ حَرَسِيٍّ يَقُوْلُ يَا اَهْلَ الْمَدِيْنَةِ اَيْنَ عُلَمَاؤُكُمْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَنْهٰى عَنْ مِثْلِ هٰذِهِ وَيَقُوْلُ اِنَّمَا هَلَكَتْ بَنُوْ اِسْرَائِيْلَ حِيْنَ اتَّخَذَ هٰذِهِ نِسَاؤُهُمْ-

৫৩৯৩. ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া (র)...... হুমায়দ ইব্‌ন আবদুর রাহমান ইব্‌ন আওফ (রা) মুআবিয়া ইব্‌ন আবূ সুফয়ান (রা)-কে বলতে শুনেছেন যে, যখন তিনি মিম্বারে দাঁড়িয়ে (ভাষণ দেয়ার সময়) একটি (নকল) চুলের খোপা হাতে নিয়ে, যা একজন দেহরক্ষীর হাতে ছিল, বলেছিলেন, হে মদীনাবাসী! তোমাদের আলিম সমাজ কোথায় ? আমি শুনেছি, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এরূপ জিনিস নিষেধ করেছেন এবং তিনি বলেছেন : বনী ইসরাঈল তখনই হালাক হয়েছে, যখন তাদের স্ত্রীলোকেরা এসব গ্রহণ করেছে।

٥٣٩٤- حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ح قَالَ وَحَدَّثَنِىْ حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالَ اَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ يُوْنُسُ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ اَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ كُلُّهُمْ عَنِ الزُّهْرِىِّ بِمِثْلِ حَدِيْثِ مَالِكٍ غَيْرَ اَنَّ فِىْ حَدِيْثِ مَعْمَرٍ اِنَّمَا عُذِّبَ بَنُوْ اِسْرَائِيْلَ-

৫৩৯৪. ইব্‌ন আবূ উমর, হারমালা ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া ও আব্‌দ ইব্‌ন হুমায়দ (র)...... যুহ্‌রী (র) থেকে মালিক (র) বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন। তবে মা‘মার (র) বর্ণিত হাদীসে রয়েছে, "বনূ ইসরাঈলকে আযাব দেয়া হয়েছে।"

٥٣٩٥- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةَ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا ابْنُ مُثَنّٰى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالاَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ قَدِمَ مُعَاوِيَةُ الْمَدِيْنَةَ فَخَطَبَنَا وَاَخْرَجَ كُبَّةً مِنْ شَعْرٍ فَقَالَ مَا كُنْتُ اَرٰى اَنَّ اَحَدًا يَفْعَلُهُ اِلاَّ الْيَهُوْدَ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ بَلَغَهُ فَسَمَّاهُ الزُّوْرَ-

৫৩৯৫. আবূ বকর ইব্‌ন আবূ শায়বা, ইব্‌ন মুসান্না ও ইব্‌ন বাশ্‌শার (র)...... সাঈদ ইব্‌ন মুসাইয়াব (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মুআবিয়া (রা) মদীনায় এলেন। তিনি আমাদের সামনে ভাষণ দিলেন এবং তখন (নকল)

চুলের একটি খোঁপা বের করে বললেন, আমি মনে করতাম না যে, ইয়াহূদী ছাড়া অন্য কেউ এ কাজ করে। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে এ বিষয়টি পৌছঁলে তিনি একে 'মিথ্যা' নামে অভিহিত করেছেন।

٥٣٩٦- حَدَّثَنِىْ اَبُوْ غَسَّانَ الْمِسْمَعِىُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ مُثَنَّى قَالاَ اَخْبَرَنَا مُعَاذُ وَهُوَ ابْنُ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ اَبِى عَنْ قَتَادَةَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ اَنَّ مُعَاوِيَةَ قَالَ ذَاتَ يَوْمٍ اِنَّكُمْ قَدْ اَحْدَثْتُمْ زِىَّ سَوْءٍ وَاِنَّ نَبِىَّ اللّٰهِ ﷺ نَهَى عَنِ الزُّوْرِ قَالَ وَجَاءَ رَجُلٌ بِعَصًى عَلَى رَأْسِهَا خِرْقَةٌ قَالَ مُعَاوِيَةُ اَلاَ وَهٰذَا الزُّوْرُ قَالَ قَتَادَةُ يَعْنِىْ مَا تُكَثِّرُ بِهِ النِّسَاءُ اَشْعَارَهُنَّ مِنَ الْخِرَقِ-

৫৩৯৬. আবূ গাস্‌সান মিসমাঈ ও মুহাম্মদ ইব্‌ন মুসান্না (র)...... সাঈদ ইব্‌ন মুসাইয়াব (র) থেকে বর্ণিত যে, মু'আবিয়া (রা) (একদিন) বললেন, তোমরা একটি নিকৃষ্ট রীতি উদ্ভাবন করেছ। অথচ নবী ﷺ মেকী (ও·অলীক) বিষয়ে নিষেধ করেছেন। রাবী বলেন, তখন এক ব্যক্তি একটি লাঠি নিয়ে এল। যার মাথায় একটি (নকল চুলের) খোঁপা ছিল। মুআবিয়া (রা) বললেন, দেখ! এটাই মেকী (ও অলীক)। রাবী কাতাদা (র) বলেন, অর্থাৎ যেসব গোছা দিয়ে মেয়েরা তাদের চুলের পরিমাণ বাড়িয়ে দেখায়।

٢٩- بَابُ النِّسَاءِ الْكَاسِيَاتِ الْعَارِيَاتِ الْمَائِلاَتِ الْمُمِيْلاَتِ-

২৯. পরিচ্ছেদ : বস্ত্র পরিহিতা হয়েও বিবস্ত্রা এবং আসক্তা আকর্ষণকারিণী নারী

٥٣٩٧- حَدَّثَنِىْ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ اَبِىْ صَالِحٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ صِنْفَانِ مِنْ اَهْلِ النَّارِ لَمْ اَرَهُمَا قَوْمٌ مَعَهُمْ سِيَاطٌ كَاَذْنَابِ الْبَقَرِ يَضْرِبُوْنَ بِهَا النَّاسَ وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مُمِيْلاَتٌ مَائِلاَتٌ رُؤُسُهُنَّ كَاَسْنِمَةِ الْبُخْتِ الْمَائِلَةِ لاَ يَدْخُلْنَ الْجَنَّةَ وَلاَ يَجِدْنَ رِيْحَهَا وَاِنَّ رِيْحَهَا لَتُوْجَدُ مِنْ مَسِيْرَةِ كَذَا وَكَذَا-

৫৩৯৭. যুহায়র ইব্‌ন হার্‌ব (র) ...... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : জাহান্নামবাসী দু' ধরনের লোক এমন আছে যাদের আমি (এখনও) দেখতে পাইনি। একদল লোক, যাদের সাথে গরুর লেজের ন্যায় চাবুক থাকবে, তা দিয়ে তারা লোকজনকে পিটাবে। আর এক দল স্ত্রীলোক, যারা বস্ত্র পরিহিতা হয়েও বিবস্ত্রা, (সুখ সম্পদ ভোগকারিণী হয়েও অকৃতজ্ঞা) যারা অন্যদের আকর্ষণকারিণী ও আকৃষ্টা, তাদের মাথার (চুলের) অবস্থা উটের হেলে পড়া কুঁজের ন্যায়। ওরা জান্নাতে প্রবেশ করবে না, এমনকি তার খুশবুও পাবে না। অথচ এত এত দূর থেকে তার খুশবু পাওয়া যায়।

٣٠- بَابُ النَّهْيِ عَنِ التَّزْوِيْرِ فِىْ اللِّبَاسِ وَغَيْرِهِ وَالتَّشَبُّعِ بِمَالَمْ يُعْطَ-

৩০. পরিচ্ছেদ : পোশাক-পরিচ্ছদে মেকী সজ্জা ও অপ্রাপ্ত বিষয় নিয়ে আত্মতৃপ্তির ভনিতা নিষিদ্ধ

٥٣٩٨- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ نُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ وَعَبْدَةُ عَنْ هِشَامٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اَقُوْلُ اِنَّ زَوْجِىْ اَعْطَانِىْ مَا لَمْ يُعْطِنِىْ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الْمُتَشَبِّعُ بِمَا لَمْ يُعْطَ كَلاَبِسِ ثَوْبَىْ زُوْرٍ-

৫৩৯৮. মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন নুমায়র (র)...... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, একটি স্ত্রীলোক (এসে) বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমার স্বামী আমাকে যা দেয়নি, সে সম্পর্কে যদি আমি বলি যে, সে আমাকে (এই এই জিনিস) দিয়েছে (এরূপ করা কেমন) ? রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : যা দেয়া হয়নি তা নিয়ে আত্মতৃপ্তি প্রকাশকারী (ভনিতাকারী) দু'খানি মেকী বস্ত্র পরিধানকারীর তূল্য।

٥٣٩٩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ نُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ فَاطِمَةَ عَنْ اَسْمَاءَ جَاءَتِ امْرَأَةٌ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَتْ اِنَّ لِيْ ضَرَّةً فَهَلْ عَلَيَّ جُنَاحٌ اَنْ اَتَشَبَّعَ مِنْ مَالِ زَوْجِيْ بِمَالَمْ يُعْطِنِيْ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الْمُتَشَبِّعُ بِمَا لَمْ يُعْطَ كَلاَبِسِ ثَوْبَيْ زُوْرٍ-

৫৩৯৯: মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন নুমায়র (র)....... আসমা (রা) থেকে বর্ণিত যে, এক স্ত্রীলোক নবী ﷺ-এর কাছে এসে বলল, আমার একজন সতীন আছে। আমার স্বামী যে মালপত্র আমাকে দেননি, তার নাম নিয়ে আত্মতৃপ্তি প্রকাশ করলে আমার কোন গুনাহ্ হবে কি? রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : যা দেওয়া হয়নি, তাতে আত্মতৃপ্তি প্রকাশকারী দু'খানি মিথ্যা কাপড় পরিধানকারীর ন্যায়।

٥٤٠٠- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ اُسَامَةَ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ اَخْبَرَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ كِلاَهُمَا عَنْ هِشَامٍ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ-

৫৪০০. আবূ বকর ইব্‌ন আবূ শায়বা ও ইসহাক ইব্‌ন ইবরাহীম (র)...... হিশাম (র) সূত্রে উল্লিখিত সনদে (এ হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন)।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

كِتَابُ الْاَدَبِ

অধ্যায় : আদব-কায়দা ও শিষ্টাচার

١- بَابُ النَّهِى عَنِ التَّكَنِّىْ بِأَبِىْ الْقَاسِمِ وَبَيَانِ مَا يُسْتَحَبُّ مِنَ الْاَسْمَاءِ

১. পরিচ্ছেদ : 'আবুল কাসিম' উপনাম গ্রহণ নিষিদ্ধ এবং পসন্দনীয় নামের বিবরণ

٥٤٠١- حَدَّثَنِى اَبُوْ كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ وَابْنُ اَبِى عُمَرَ قَالَ اَبُوْ كُرَيْبٍ اَخْبَرَنَا وَقَالَ ابْنُ اَبِى عُمَرَ حَدَّثَنَا وَاللَّفْظُ لَهُ قَالاَ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ يَعْنِيَانِ الْفَزَارِىَّ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ اَنَسٍ قَالَ نَادَى رَجُلٌ رَجُلاً بِالْبَقِيْعِ يَا اَبَا الْقَاسِمِ فَالْتَفَتَ اِلَيْهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اِنِّى لَمْ اَعْنِكَ اِنَّمَا دَعَوْتُ فُلاَنًا فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ تَسَمَّوْا بِاِسْمِى وَلاَ تَكْنُوْا بِكُنْيَتِىْ-

৫৪০১. আবূ কুরায়ব মুহাম্মদ ইব্‌ন আলা ও ইব্‌ন আবূ উমর (র)...... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, বাকী' নামক স্থানে এক ব্যক্তি আর এক ব্যক্তিকে ডাক দিল, হে আবুল কাসিম! তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তার দিকে তাকালেন। সে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি আপনাকে উদ্দেশ্য করিনি; আমি তো অমুককে ডেকেছি। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : তোমরা আমার নামে নাম রাখ; তবে আমার 'কুনিয়াত' অনুসারে তোমরা কুনিয়াত (উপনাম) ব্যবহার কর না।[১]

٥٤٠٢- حَدَّثَنِىْ اِبْرَاهِيْمُ بْنُ زِيَادٍ الْمُلَقَّبُ بِسَبَلاَنَ قَالَ اَخْبَرَنَا عَبَّادُ بْنُ عَبَّادٍ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَوَ اَخِيْهِ عَبْدِ اللّٰهِ سَمِعَهُ مِنْهُمَا سَنَةَ اَرْبَعٍ وَاَرْبَعِيْنَ وَمِائَةٍ يُحَدِّثَانِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ اَحَبَّ اَسْمَائِكُمْ اِلَى اللّٰهِ عَبْدُ اللّٰهِ وَعَبْدُ الرَّحْمٰنِ-

৫৪০২. ইবরাহীম ইব্‌ন যিয়াদ (যার উপাধি সাবালান) (র)...... ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : তোমাদের নামগুলোর মাঝে আল্লাহ্ তা'আলার নিকট সর্বাধিক প্রিয় নাম আবদুল্লাহ্ ও আবদুর রাহমান।

---

১. কুনিয়াত ঃ 'অমুকের বাপ' বা 'অমুকের পুত্র' বলে উপনাম (ডাক নাম) নির্ধারণ করা।

٥٤٠٣- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِى شَيْبَةَ وَاِسْحَاقُ ابْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ عُثْمَانُ حَدَّثَنَا وَقَالَ اِسْحَاقُ اَخْبَرَنَا جَرِيْرٌ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ اَبِى الْجَعْدِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدَ اللّٰهِ قَالَ وُلِدَ لِرَجُلٍ مِنَّا غُلاَمٌ فَسَمَّاهُ مُحَمَّدًا فَقَالَ لَهُ قَوْمُهُ لاَ نَدَعُكَ تُسَمِّىْ بِاسْمِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَانْطَلَقَ بِابْنِهِ حَامِلَهُ عَلَى ظَهْرِهِ فَاَتَى بِهِ النَّبِىُّ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وُلِدَلِىْ غُلاَمٌ فَسَمَّيْتُهُ مَحَمَّدًا فَقَالَ لِيْ قَوْمِىْ لاَ نَدَعُكَ تُسَمِّىْ بِاسْمِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ تَسَمُّوْا بِاِسْمِىْ وَلاَ تَكْتَنُوْا بِكُنْيَتِىْ فَاَنَّمَا اَنَا قَاسِمُ اَقْسِمَ بَيْنَكُمْ-

৫৪০৩. উসমান ইব্‌ন আবূ শায়বা ও ইসহাক ইব্‌ন ইব্‌রাহীম (র)...... জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাদের মধ্যে এক ব্যক্তির একটি পুত্র জন্ম নিল। সে তার নাম রাখল 'মুহাম্মদ'। তখন তার গোত্রের লোকেরা তাকে বলল, আমরা তোমাকে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নামে নাম রাখার অবকাশ দিব না। সে তখন তার ছেলেটিকে পিঠে বয়ে নিয়ে চলল এবং রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে এসে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমার একটি ছেলের জন্ম হলে আমি তার নাম রাখলাম 'মুহাম্মদ'। তাতে আমার গোত্রের লোকেরা আমাকে বলছে, আমরা তোমাকে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নামে নাম রাখার অবকাশ দিব না। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : তোমরা আমার নামে নাম রাখ, তবে আমার কুনিয়াত অনুসারে কুনিয়াত গ্রহণ করবে। না। কেননা আমি হলাম قاسم বণ্টনকারী; (আল্লাহ্ প্রদত্ত সম্পদ) তোমাদের মধ্যে বণ্টন করে থাকি। (সুতরাং তোমরা ابو القاسم কুনিয়াত গ্রহণ করবে না।)

٥٤٠٤- حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِىِّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْثَرُ عَنْ حُصَيْنٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ اَبِى الْجَعْدِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ وُلِدَ لِرَجُلٍ مِنَّا غُلاَمٌ فَسَمَّاهُ مُحَمَّدًا فَقُلْنَا لاَ نَكْنِيْكَ بِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ حَتَّى تَسْتَأْمِرَهُ قَالَ فَاَتَاهُ فَقَالَ اِنَّهُ وُلِدَ لِيْ غُلاَمٌ فَسَمَّيْتُهُ بِرَسُوْلِ اللّٰهِ وَاِنَّ قَوْمِىْ اَبَوْا اَنْ يَكْنُوْنِىْ بِهِ حَتَّى تَسْتَأْذِنَ النَّبِىِّ ﷺ فَقَالَ تَسَمَّوْا بِاسْمِىْ وَلاَ تَكَنَّوْا بِكُنْيَتِىْ فَاِنَّمَا بُعِثْتُ قَاسِمًا اَقْسِمُ بَيْنَكُمْ-

৫৪০৪. হান্নাদ ইব্‌ন সারী (র)...... জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বললেন, আমাদের মধ্যে এক ব্যক্তির একটি পুত্র জন্ম নিল। সে তার নাম রাখল 'মুহাম্মদ'। আমরা বললাম, তোমাকে আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর (নামের) দ্বারা তোমার কুনিয়াত রাখব না, যতক্ষণ না তুমি তাঁর অনুমতি নাও। রাবী বলেন, তখন সে তাঁর কাছে গিয়ে বলল যে, আমার একটি ছেলে জন্ম নিয়েছে। আমি রাসূলুল্লাহ্‌র নামে তার নাম (মুহাম্মদ) রেখেছি। ওদিকে আমার গোত্রের লোকেরা সেই নাম দিয়ে আমার কুনিয়াত বলতে অস্বীকৃতি জানাল। (তারা বলল), যতক্ষণ না তুমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর অনুমতি গ্রহণ কর। তখন তিনি বললেন : তোমরা আমার নামে নাম রাখ, তবে আমার কুনিয়াত গ্রহণ করো না। কেননা আমি তো 'কাসিম' (বণ্টনকারী) রূপে প্রেরিত হয়েছি; তোমারদের মাঝে বণ্টন করার দায়িত্ব পালন করি।

٥٤٠٥- وَحَدَّثَنَا رِفَاعَةُ بْنُ الْهَيْثَمِ الْوَاسِطِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ يَعْنِى الطَّحَّانَ عَنْ حُصَيْنٍ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ وَلَمْ يَذْكُرْ فَاِنَّمَا بُعِثْتُ قَاسِمًا اَقْسِمُ بَيْنَكُمْ-

৫৪০৫. রিফা'আ ইব্‌ন হায়ছাম ওয়াসিতী (র)...... হুসায়ন (র) থেকে উল্লেখিত সনদে-হাদীস বর্ণনা করেছেন। তবে তিনি "আমি তো বণ্টনকারীরূপে প্রেরিত হয়েছি; তোমাদের মাঝে বণ্টনের দায়িত্ব পালন করি"- অংশটুকু উল্লেখ করেননি।

٥٤٠٦- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِى شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنِ الْاَعْمَشِ ح قَالَ وَحَدَّثَنِىْ اَبُوْ سَعِيْدٍ الْاَشَجُّ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ قَالَ حَدَّثَنَا الْاَعْمَشُ عَنْ سَالِمِ بْنِ اَبِي الْجَعْدِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ تَسَمَّوْا بِاسْمِى وَلاَ تَكَنَّوْا بِكُنْيَتِى فَاِنِّىْ اَنَا اَبُو الْقَاسِمِ اَقْسِمُ بَيْنَكُمْ وَفِى رِوَايَةِ اَبِى بَكْرٍ وَلاَ تَكْتَنُوْا-

৫৪০৬. আবূ বকর ইব্‌ন আবূ শায়বা ও আবূ সাঈদ আশাজ্জ (র)...... জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : তোমরা আমার নামে নাম রাখ, আর আমার কুনিয়াত অনুসারে কুনিয়াত রেখ না। কেননা আমিই হলাম 'আবুল কাসিম'। তোমাদের মাঝে বণ্টন করে থাকি। রাবী আবূ বকর (র) বর্ণিত রিওয়ায়াতে' لاَتَكَنَّوْا স্থলে لاَتَكْتَنُوْ রয়েছে।[১]

٥٤٠٧- وَحَدَّثَنَا اَبُوْ كُرَيْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ وَقَالَ اِنَّمَا جُعِلْتُ قَاسِمًا اَقْسِمُ بَيْنَكُمْ-

৫৪০৭. আবূ কুরায়ব (র)...... আ'মাশ (র) থেকে উল্লেখিত সনদে রিওয়ায়াত করেছেন। তবে সে হাদীসে রয়েছে, তিনি বলেছেন : আমাকে 'কাসিম' (বণ্টনকারী) বানানো হয়েছে; তোমাদের মাঝে আমি বন্টন করে থাকি।

٥٤٠٨- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ لْمُثَنّٰى وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالاَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ قَتَادَةَ عَنْ سَالِمٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّ رَجُلاً مِنَ الْاَنْصَارِ وُلِدَ لَهُ غُلاَمٌ فَاَرَادَ اَنْ يُسَمِّيْهُ مُحَمَّدًا فَاَتَى النَّبِىَّ ﷺ فَسَأَلَهُ فَقَالَ اَحْسَنَتِ الْاَنْصَارُ تَسَمَّوْا بِاسْمِى وَلاَ تَكْتَنُوْا بِكُنْيَتِىْ-

৫৪০৮ মুহাম্মদ ইব্‌ন মুসান্না ও মুহাম্মদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (র)...... জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত যে, জনৈক আনসারী ব্যক্তির একটি ছেলে জন্ম নিলে সে তার নাম 'মুহাম্মদ' রাখার ইচ্ছা করল। তখন সে নবী ﷺ-এর কাছে এসে জিজ্ঞাসা করল। তিনি বললেন : আনসারীরা উত্তম কাজ করেছে। তোমরা আমার নামে নাম রাখ, আমার কুনিয়াত গ্রহণ কর না।

٥٤٠٩- وَحَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِى شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ مُثَنّٰى كِلاَهُمَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ مَنْصُوْرٍ ح قَالَ وَحَدَّثَنِىْ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ جَبَلَةَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ يَعْنِىْ اِبْنَ جَعْفَرٍ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا اِبْنُ مُثَنّٰى قَالَ حَدَّثَنَا اِبْنُ اَبِى عَدِىٍّ كِلاَهُمَا عَنْ شُعْبَةَ عَنْ حُصَيْنٍ ح قَالَ وَحَدَّثَنِىْ بِشْرُ

১. শব্দদ্বয় সমার্থক, যার অর্থ উপনাম গ্রহণ কর না।

بْنُ خَالِدٍ قَالَ اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ يَعْنِى ابْنَ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سُلَيْمَانَ كُلُّهُمْ عَنْ سَالِمِ ابْنِ اَبِىْ الْجَعْدِ عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ الْحَنْظَلِىُّ وَاِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالاَ اَخْبَرَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ وَمَنْصُوْرٍ وَسُلَيْمَانَ وَحُصَيْنِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالُوْا سَمِعْنَا سَالِمَ بْنَ اَبِىْ الْجَعْدِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ بِنَحْوِ حَدِيْثِ مَنْ ذَكَرْنَا حَدِيْثَهُمْ مِنْ قَبْلُ وَفِىْ حَدِيْثِ النَّضْرِ عَنْ شُعْبَةَ قَالَ وَزَادَ فِيْهِ حُصَيْنٌ وَسُلَيْمَانُ قَالَ حُصَيْنٌ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّمَا بُعِثْتُ قَاسِمًا اَقْسِمُ بَيْنَكُمْ وَقَالَ سُلَيْمَانُ فَاِنَّمَا اَنَا قَاسِمٌ اَقْسِمُ بَيْنَكُمْ-

৫৪০৯. আবূ বকর ইব্ন আবূ শায়বা, মুহাম্মদ ইব্ন মুসান্না, মুহাম্মদ ইব্ন আমর ইব্ন জাবালা, ইব্ন মুসান্না, বিশ্র ইব্ন খালিদ (ভিন্ন সনদে) ইসহাক ইব্ন ইবরাহীম হানযালী ও ইসহাক ইব্ন মানসূর (র)...... জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ্ (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে ইতিপূর্বে আমরা যাঁদের হাদীস উল্লেখ করেছি, তাঁদের হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তবে শু'বা (র) সূত্রে বর্ণিত হাদীসে নায্‌র (র) বলেছেন যে, এতে হুসায়ন ও সুলায়মান (র) কিছু অধিক বলেছেন। হুসায়ন (র) বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন, 'আমি তো বণ্টনকারীরূপে প্রেরিত হয়েছি; 'আমি তোমাদের মাঝে বণ্টন করে থাকি।' আর সুলায়মান (র) বলেছেন, আমিই তো হলাম বণ্টনকারী, তোমাদের মাঝে বণ্টন করে থাকি।'

٥٤١٠- حَدَّثَنَا عَمْرٌو النَّاقِدُ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ نُمَيْرٍ جَمِيْعًا عَنْ سُفْيَانَ قَالَ عَمْرٌو حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُنْكَدِرِ اَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ يَقُوْلُ وُلِدَ لِرَجُلٍ مِنَّا غُلاَمٌ فَسَمَّاهُ الْقَاسِمَ فَقُلْنَا لاَ نَكْنِيْكَ اَبَا الْقَاسِمِ وَلاَ نُنْعِمُكَ عَيْنًا فَاَتَى النَّبِىَّ ﷺ فَذَكَرَ ذٰلِكَ لَهُ فَقَالَ اَسْمِ ابْنَكَ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ-

৫৪১০. আমর আন-নাকিদ ও মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন নুমায়র (র)....... জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাদের মধ্যে এক ব্যক্তির ছেলে জন্ম নিলে সে তার নাম রাখল কাসিম। আমরা বললাম, আমরা তোমাকে 'আবুল কাসিম' (কাসিমের বাবা) কুনিয়াতে ডাকব না এবং (তা দিয়ে) তোমার চোখ শীতল করব না। (চোখ জুড়াবার ব্যবস্থা করব না) সে তখন নবী ﷺ-এর খিদমতে এসে ঐ বিষয়টি বলল। তিনি বললেন, তোমার ছেলের নাম রাখ 'আবদুর রাহমান।'

٥٤١١- وَحَدَّثَنِىْ اُمَيَّةُ بْنُ بِسْطَامٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ يَعْنِى ابْنَ زُرَيْعٍ ح قَالَ وَحَدَّثَنِىْ عَلِىُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ يَعْنِى ابْنَ عُلَيَّةَ كِلاَهُمَا عَنْ رَوْحِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرٍ بِمِثْلِ حَدِيْثِ ابْنِ عُيَيْنَةَ غَيْرَ اَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ وَلاَ نُنْعِمُكَ عَيْنًا -

৫৪১১. উমাইয়া ইব্ন বিস্তাম, আলী ইব্ন হুজ্র (র)...... জাবির (রা) থেকে ইব্ন উয়ায়না (র) বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন। তবে তিনি 'তোমার চোখ শীতল করব না' কথাটি উল্লেখ করেননি।

٥٤١٢- وَحَدَّثَنَا اَبُوبَكْرِ بْنُ اَبِى شَيْبَةَ وَعَمْرٌو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَابْنُ نُمَيْرٍ قَالُوا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ اَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِيْنَ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ قَالَ اَبُو الْقَاسِمِ ﷺ تَسَمَّوْا بِاِسْمِى وَلاَ تَكْتَنُوْا بِكُنْيَتِى قَالَ عَمْرٌو عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ وَلَمْ يَقُلْ سَمِعْتُ -

৫৪১২. আবূ বকর ইব্‌ন আবূ শায়বা, আমর আন-নাকিদ, যুহায়র ইব্‌ন হার্‌ব ও ইব্‌ন নুমায়র (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবুল কাসিম নবী ﷺ কি বলতে শুনেছি : তোমরা আমার নামে নাম রাখ, তবে আমার কুনিয়াত অনুসারে কুনিয়াত রেখ না। আমর (র) তাঁর রিওয়ায়াতে বলেছেন,...... 'আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত' তিনি 'আমি বলতে শুনেছি' কথাটি বলেননি।

٥٤١٣- حَدَّثَنَا اَبُو بَكْرِ بْنُ اَبِى شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ نُمَيْرٍ وَاَبُو سَعِيْدٍ الْاَشَجُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ مُثَنَّى الْعَنَزِىُّ وَاللَّفْظُ لاِبْنِ نُمَيْرٍ قَالُوا حَدَّثَنَا بْنُ اِدْرِيْسَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلٍ عَنِ الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ لَمَّا قَدِمْتُ نَجْرَانَ سَأَلُوْنِى فَقَالُوا اِنَّكُمْ تَقْرَأُوْنَ يَا اُخْتَ هَارُوْنَ وَمُوْسٰى قَبْلَ عِيْسٰى بِكَذَا وَكَذَا فَلَمَّا قَدِمْتُ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ سَأَلْتُهُ عَنْ ذٰلِكَ فَقَالَ اِنَّهُمْ كَانُوا يُسَمُّوْنَ بِاَنْبِيَائِهِمْ وَالصَّالِحِيْنَ قَبْلَهُمْ-

৫৪১৩. আবূ বকর ইব্‌ন আবূ শায়বা, মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন নুমায়র, আবূ সাঈদ আশাজ্জ ও মুহাম্মদ ইব্‌ন মুসান্না আনাযী (র)...... মুগীরা ইব্‌ন শু'বা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি যখন নাজরান গেলাম, তখন সেখানকার লোকেরা আমাকে জিজ্ঞাসা করল, আপনারা (আল-কুরআনে) يَا اُخْتَ هَارُوْنَ পড়ে থাকেন; (হে হারূনের বোন) [অর্থাৎ ঈসা (আ)-এর মা মারয়ামকে হারূনের বোন বলা হইয়েছে] অথচ হযরত মূসা (আ) ছিলেন হযরত ঈসা (আ)-এর এত দিন আগে? [সুতরাং মূসা (আ)-এর ভাই নবী হারূন (আ) ঈসা (আ)-এর অনেক আগের যুগের। মারয়াম তার বোন হবেন কিভাবে ?] পরে যখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে আমি ফিরে এলাম, তখন তাঁকে এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন, তারা (ইয়াহূদী- খ্রিস্টানরা) তাদের পূর্ববর্তী নবী ও সালিহ্ (পুন্যবান)-গণের নামে (সন্তানের) নাম রাখত। এবং সে ধরিয়ে মারয়াম (আ)-এর ভাইয়ের নাম হারূন দিল)।

٢- بَابُ كَرَاهَةِ التَّسْمِيَةِ بِالْاَسْمَاءِ الْقَبِيْحَةِ وَبِنَافِعٍ وَنَحْوِه

২. পরিচ্ছেদ : মন্দ নাম এবং নাফি' ইত্যাদি (শব্দ দ্বারা) নাম রাখা মাকরূহ

٥٤١٤- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيٰى وَاَبُو بَكْرِ بْنُ اَبِى شَيْبَةَ قَالَ اَبُو بَكْرٍ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنِ الرُّكَيْنِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ سَمُرَةَ وَقَالَ يَحْيٰى اَخْبَرَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ الرُّكَيْنَ يُحَدِّثُ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ قَالَ نَهَانَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنْ نُسَمِّىَ رَقِيْقَنَا بِاَرْبَعَةِ اَسْمَاءٍ اَفْلَحَ وَرَبَاحٍ وَيَسَارٍ وَنَافِعٍ -

৫৪১৪. ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন ইয়াহ্ইয়া ও আবূ বকর ইব্‌ন আবূ শায়বা (র)..... সামূরা ইব্‌ন জুনদুব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ চারটি নাম দ্বারা আমাদের গোলামদের নামকরণ করতে নিষেধ করেছেন : আফ্‌লাহ্, রাবাহ্, ইয়াসার ও নাফি'।

٥٤١٥- وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنِ الرُّكَيْنِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَتُسَمِّ غُلاَمَكَ رَبَاحًا وَلاَ يَسَارًا وَلاَ اَفْلَحَ وَلاَ نَافِعًا -

৫৪১৫. কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ (র)...... সামুরা ইব্‌ন জুনদুব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : তোমরা গোলামের নাম রাবাহ্, ইয়াসার, আফ্‌লাহ্ ও নাফি‘ রেখ না।

٥٤١٦- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ يُوْنُسَ قَالَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ قَالَ حَدَّثَنَا مَنْصُوْرٌ عَنْ هِلاَلِ بْنِ يَسَافٍ عَنْ رَبِيْعِ بْنِ عُمَيْلَةَ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَحَبُّ الْكَلاَمِ اِلَى اللّٰهِ اَرْبَعٌ سُبْحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ لاَ يَضُرُّكَ بِاَيِّهِنَّ بَدَأْتَ وَلاَ تُسَمِّيَنَّ غُلاَمَكَ يَسَارًا وَلاَ رَبَاحًا وَلاَ نَجِيْحًا وَلاَ اَفْلَحَ فَاِنَّكَ تَقُوْلُ اَثَمَّ هُوَ فَلاَ يَكُوْنُ فَيَقُوْلُ لاَ اِنَّمَا هُنَّ اَرْبَعٌ فَلاَ تَزِيْدُنَّ عَلَيَّ -

৫৪১৬. আহ্মাদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন ইউনুস (র)..... সামুরা ইব্‌ন জুনদুব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : আল্লাহ্‌র কাছে অধিকতর প্রিয় কালাম চারটি। : سُبْحَانَ اللّٰهِ (আল্লাহ্ নিষ্কলুষ পবিত্র) وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ (যাবতীয় হাম্‌দ আল্লাহ্‌র) وَلاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ (এক) আল্লাহ্ ব্যতীত আর ইলাহ্ নেই এবং) اَللّٰهُ اَكْبَرُ (আল্লাহ্ সর্বশ্রেষ্ঠ।) এগুলোর যে কোনটি দিয়ে তুমি শুরু কর, তাতে তোমার কোন ক্ষতি নেই। আর কখনো তোমার গোলামের নাম ইয়াসার, রাবাহ্, নাজীহ্ ও আফ্‌লাহ্ রাখবে না। কারণ, তুমি হয়ত ডাকবে– ‘ওখানে সে আছে কি?’ আর সে (তখন) সেখানে নাও থাকতে পারে। তখন কেউ বলবে, ‘না’ (এখানে নেই।) (এ উত্তরে কু-ধারণা সৃষ্টি হতে পারে)। (রাবী বলেন), নবী ﷺ শুধু এ চারটি নাম বলেছেন। সুতরাং কেউ যেন আমার মাধ্যমে এর চাইতে বর্ধিত না করে।

٥٤١٧- حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ اَخْبَرَنَا جَرِيْرٌ ح قَالَ وَحَدَّثَنِي اُمَيَّةُ بْنُ بِسْطَامٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعٍ قَالَ حَدَّثَنَا رَوْحٌ وَهُوَ ابْنُ الْقَاسِمِ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالاَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ كُلُّهُمْ عَنْ مَنْصُوْرٍ بِاِسْنَادِ زُهَيْرٍ فَاَمَّا حَدِيْثُ جَرِيْرٍ وَرَوْحٍ فَكَمِثْلِ حَدِيْثِ زُهَيْرٍ بِقِصَّتِهِ وَاَمَّا حَدِيْثُ شُعْبَةَ فَلَيْسَ فِيْهِ اِلاَّ ذِكْرُ تَسْمِيَةِ الْغُلاَمِ وَلَمْ يَذْكُرِ الْكَلاَمَ الاَرْبَعَ -

৫৪১৭. ইসহাক ইব্‌ন ইবরাহীম, উমাইয়া ইব্‌ন বিস্‌তাম, মুহাম্মদ ইব্‌ন মুসান্না ও ইব্‌ন বাশ্‌শার (র)...... মানসূর (র) থেকে যুহায়র (র)-এর সনদে হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন। তবে জারীর (র) ও রাওহ্ (র) বর্ণিত হাদীস যুহায়র (র) বর্ণিত পূর্ণ ঘটনার বিবরণ সম্বলিত হাদীসের অনুরূপ। কিন্তু শু‘বা (র)-এর হাদীসে শুধু গোলামের নামকরণের কথা উল্লেখ রয়েছে। তিনি তার (প্রিয়) কালাম-বিষয়টি উল্লেখ করেননি।

٥٤١٨- حَدَّثَنِيْ مُحَمَّدُ بْنُ اَحْمَدَ بْنِ اَبِي خَلَفٍ قَالَ حَدَّثَنَا رَوْحٌ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ اَخْبَرَنِيْ اَبُو الزُّبَيْرِ اَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ يَقُوْلُ اَرَادَ النَّبِيُّ ﷺ اَنْ يَنْهٰى عَنْ اَنْ يُسَمّٰى

بِيَعْلَى وَبِبَرَكَةَ وَبِاَفْلَحَ وَبِيَسَارٍ وَبِنَافِعٍ وَبِنَحْوِ ذٰلِكَ ثُمَّ رَأَيْتُهُ سَكَتَ بَعْدُ عَنْهَا فَلَمْ يَقُلْ شَيْئًا ثُمَّ قُبِضَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَلَمْ يَنْهَ عَنْ ذٰلِكَ ثُمَّ اَرَادَ عُمَرُ اَنْ يَنْهَى عَنْ ذٰلِكَ ثُمَّ تَرَكَهُ –

৫৪১৮. মুহাম্মদ ইব্ন আহমাদ ইব্ন আবূ খালাফ (র)....... জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইয়া'লা, বারাকাহ্, আফ্লাহ্, ইয়াসার ও নাফি' এবং এ ধরনের নাম রাখতে নিষেধ করার ইচ্ছা করেছিলেন। তারপর তাঁকে আমি দেখলাম যে, এ বিষয়ে তিনি নীরব রইলেন, কিছু বললেন না। এমতাবস্থায় রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর ওফাত হল এবং তিনি তা (কঠোরভাবে) নিষেধ করেননি। পরে উমর (রা) তা নিষেধ করার ইচ্ছা করলেন, পরে তিনিও তা থেকে বিরত রইলেন।

٣- بَابُ إِسْتِحْبَابِ تَغْيِيرِ الْإِسْمِ الْقَبِيْحِ اِلَى حُسْنٍ وَتَغْيِيرِ إِسْمِ بَرَّةَ اِلَى زَيْنَبَ وَجُوَيْرِيَا وَنَحْوِهِمَا

৩. পরিচ্ছেদ : উত্তম নাম দ্বারা মন্দ নাম পরিবর্তন করা এবং 'বাররাহ্' নামটি যায়নাব, জুয়ায়রিয়া ও অনুরূপ নামে পরিবর্তিত করা মুসতাহাব

٥٤١٩- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ مُثَنّٰى وَعُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ سَعِيْدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالُوا حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ قَالَ اَخْبَرَنِي نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ غَيَّرَ اِسْمَ عَاصِيَةَ وَقَالَ اَنْتِ جَمِيْلَةُ قَالَ اَحْمَدُ مَكَانَ اَخْبَرَنِيْ عَنْ–

৫৪১৯. আহমাদ ইব্ন হাম্বল, যুহায়র ইব্ন হারব, মুহাম্মদ ইব্ন মুসান্না, উবায়দুল্লাহ ইব্ন সাঈদ ও মুহাম্মদ ইব্ন বাশ্শার (র)..... ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ عَاصِيَةُ (অবাধ্য)-এর নাম পরিবর্তন করে দিলেন এবং বললেন তুমি ' جَمِيْلَةُ ' (সুন্দরী)। রাবী আহমদ (র) সনদের اَخْبَرَنِيْ -এর স্থলে ' عَنْ ' দ্বারা বর্ণনা করেছেন।

٥٤٢٠- حَدَّثَنَا اَبُو بَكْرِ بْنُ اَبِى شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُوْسَى قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ ابْنَةً لِعُمَرَ كَانَتْ يُقَالُ لَهَا عَاصِيَةُ فَسَمَّاهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ جَمِيْلَةَ –

৫৪২০. আবূ বকর ইব্ন আবূ শায়বা (র)...... ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, উমর (রা)-এর এক কন্যাকে ' عَاصِيَةُ ' নামে ডাকা হত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তার নামকরণ করলেন, 'জামীলা'।

٥٤٢١- حَدَّثَنَا عَمْرٌو النَّاقِدُ وَابْنُ اَبِى عُمَرَ وَاللَّفْظُ لِعَمْرٍو قَالاَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ مَوْلَى اٰلِ طَلْحَةَ عَنْ كُرَيْبٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَتْ جُوَيْرِيَةُ اِسْمُهَا بَرَّةُ فَحَوَّلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِسْمَهَا جُوَيْرِيَةَ وَكَانَ يَكْرَهُ اَنْ يُقَالَ خَرَجَ مِنْ عِنْدِ بَرَّةَ–

وَفِى حَدِيْثِ ابْنِ اَبِى عُمَرَ عَنْ كُرَيْبٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ –

৫৪২১. আমর আন-নাকিদ ও ইব্‌ন আবূ উমর (র)...... ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, (উম্মুল মু'মিনীন) জুয়ায়রিয়া (রা)-এর (আসল) নাম ছিল 'বার্‌রাহ' (পুণ্যবতী), রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর নাম পরিবর্তন করে রাখলেন জুয়ায়রিয়াহ (স্নেহময়ী কিশোরী)। কারণ বার্‌রাহ (পুণ্যবতী)-এর কাছে থেকে বের হয়ে এসেছেন– এমন বাক্য তিনি অপসন্দ করতেন।

ইব্‌ন আবূ উমর (রা)-এর হাদীসে...... কুরায়ব (র) সূত্রে 'عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ' -এর স্থলে سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ বর্ণিত হয়েছে।

٥٤٢٢– حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ مُثَنَّى وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالُوا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَطَاءِ بْنِ اَبِىْ مَيْمُوْنَةَ سَمِعْتُ اَبَا رَافِعٍ يُحَدِّثُ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُعَاذٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِىْ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَطَاءِ بْنِ اَبِى مَيْمُوْنَةَ عَنْ اَبِى رَافِعٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ زَيْنَبَ كَانَ اسْمُهَا بَرَّةَ فَقِيْلَ تُزَكِّىْ نَفْسَهَا فَسَمَّاهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ زَيْنَبَ وَلَفْظُ الْحَدِيْثِ لِهٰؤُلَاءِ دُوْنَ ابْنِ بَشَّارٍ وَقَالَ ابْنُ اَبِى شَيْبَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ شُعْبَةَ –

৫৪২২. আবূ বকর ইব্‌ন আবূ শায়বা, মুহাম্মদ ইব্‌ন মুসান্না, মুহাম্মদ ইব্‌ন বাশ্‌শার ও উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন মুআয (র)..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, যায়নাব (রা)-এর (আসল) নাম ছিল 'বার্‌রাহ'। তাই বলা হল, তিনি নিজ পবিত্রতার দাবি করেন। সুতরাং রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর নাম রাখলেন 'যয়নাব'।

٥٤٢٣– حَدَّثَنِىْ اِسْحَاقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ اَخْبَرَنَا عِيْسَىْ بْنُ يُوْنُسَ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا اَبُو كُرَيْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُو اُسَامَةَ قَالاَ حَدَّثَنَا الوَلِيْدُ بْنُ كَثِيْرٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ مَحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ زَيْنَبُ بِنْتُ اُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ كَانَ اِسْمِى بَرَّةَ فَسَمَّانِى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ زَيْنَبَ قَالَتْ وَدَخَلَتْ عَلَيْهِ زَيْنَبُ بِنْتُ جَحْشٍ وَاسْمُهَا بَرَّةُ فَسَمَّاهَا زَيْنَبَ –

৫৪২৩. ইসহাক ইব্‌ন ইবরাহীম ও আবূ কুরায়ব (র)...... যায়নাব বিন্‌ত উম্মু সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার নাম ছিল 'বাররাহ'। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমার নাম রাখলেন 'যয়নাব'। তিনি বলেন, যয়নাব বিন্‌ত জাহাশ (রা) তাঁর (নবী-এর) কাছে এলেন। তার (-ও) নাম ছিল 'বার্‌রাহ', তার নামও তিনি 'যয়নাব' রাখলেন।

٥٤٢٤– حَدَّثَنَا عَمْرٌو النَّاقِدُ قَالَ حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ اَبِى حَبِيْبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو ابْنِ عَطَاءٍ قَالَ سَمَّيْتُ ابْنَتِىْ بَرَّةَ فَقَالَتْ لِىْ زَيْنَبُ بِنْتُ اَبِى سَلَمَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَهٰى عَنْ هٰذَا الْاِسْمِ وَسُمِّيْتُ بَرَّةَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَاتُزَكُّوا اَنْفُسَكُمُ اللّٰهُ اَعْلَمُ بِاَهْلِ الْبِرِّ مِنْكُمْ فَقَالُوْا بِمَ نُسَمِّيْهَا قَالَ سَمُّوهَا زَيْنَبَ –

৫৪২৪. আমর আন-নাকিদ (র)..... মুহাম্মদ ইব্ন আমর ইব্ন আতা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার মেয়ের নাম রাখলাম 'বার্‌রাহ'। তখন যয়নাব বিন্‌ত আবূ সালামাহ্ (রা) আমাকে বললেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এ নামটি নিষেধ করেছেন। আমার নাম রাখা হয়েছিল 'বার্‌রাহ' (পুণ্যবতী)। তাতে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : তোমরা (আপনাকে ভাল বলে) নিজে নিজকে পবিত্র দাবি কর না। আল্লাহ্ তা'আলাই তোমাদের মাঝের পুণ্যবানদের অধিকতর জানেন। তারা বলল, আমরা তার কি নাম রাখব? তিনি বললেন, তার নাম রাখ 'যায়নাব'।

٤ بَابُ تَحْرِيْمِ التَّسَمِّى بِمَلِكِ الأَمْلاَكِ أَوْ بِمَلِكِ الْمُلُوْكِ –

৪. পরিচ্ছেদ : মালিকুল আমলাক কিংবা মালিকুল মুলুক 'মহারাজ' রাজাধিরাজ 'শাহানশাহ' শাহ্ আলম নাম রাখা হারাম

٥٤٢٥– حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ عَمْرٍو الْاَشْعَثِيُّ وَاَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَاَبُو بَكْرِ بْنُ اَبِى شَيْبَةَ وَاللَّفْظُ لاَحْمَدَ قَالَ الْاَشْعَثِيُّ اَخْبَرَنَا وَقَالَ الْاُخْرَانِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ اَبِى الزِّنَادِ عَنِ الاَعْرَجِ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ اِنَّ اَخْنَعَ اِسْمٍ عِنْدَ اللّٰهِ رَجُلٌ يُسَمَّى مَلِكَ الْاَمْلاَكِ زَادَ ابْنُ اَبِى شَيْبَةَ فِى رِوَايَتِهِ لاَ مَالِكَ اِلاَّ اللّٰهُ–

قَالَ الْاَشْعَثِيُّ قَالَ سُفْيَانُ مِثْلُ شَاهَانْ شَاهْ وَقَالَ اَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ سَاَلْتُ اَبَا عَمْرٍو عَنْ اَخْنَعَ فَقَالَ اَوْضَعَ –

৫৪২৫. সাঈদ ইব্ন আম্‌র আশআসী, আহ্‌মদ ইব্ন হাম্বল ও আবূ বকর ইব্ন আবূ শায়বা (র)..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : আল্লাহ্ পাকের কাছে সবচেয়ে ঘৃণিত নাম ঐ ব্যক্তির, যার নাম 'মালিকুল আমলাক'– (মহারাজ রাজাধিরাজ) রাখা হয়। ইব্ন আবূ শায়বা (র) তাঁর রিওয়ায়াতে অধিক বর্ণনা করেছেন, "আল্লাহ ব্যতীত আর কেউ 'মালিক' ও অধিপতি নেই।"

আশআসী (র) বলেন, রাবী সুফয়ান (র) বলেছেন, (এ শব্দ ফারসী ভাষায়) 'শাহানশাহ'-এর অনুরূপ। আর আহমদ ইব্ন হাম্বল (র) বলেন, আমি আবূ আমর (র)-কে اَخْنَعُ-এর অর্থ জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন, اَوضَعُ নিকৃষ্ট।

٥٤٢٦– حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ قَالَ هٰذَا مَا حَدَّثَنَا اَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَذَكَرَ اَحَادِيْثَ مِنْهَا وَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَغْيَظُ رَجُلٍ عَلَى اللّٰهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَاَخْبَثُهُ وَاَغْيَظُهُ عَلَيْهِ رَجُلٌ كَانَ يُسَمَّى مَالِكَ الْاَمْلاَكِ لاَمَلِكَ اِلاَّ اللّٰهُ –

৫৪২৬. মুহাম্মাদ ইব্ন রাফি' (র)...... হাম্মাম ইব্ন মুনাব্বিহ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এ গুলো সে সব হাদীস যা আবূ হুরায়রা (রা) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে আমাদের কাছে রিওয়ায়াত করেছেন। এরপর তিনি কয়েকটি হাদীস উল্লেখ করলেন। সেগুলোর মধ্যে একটি হল : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তা'আলার অধিক গোস্বার কারণ এবং অধিক নিকৃষ্ট, অধিক ক্রোধানলের সম্মুখীন হবে সেই ব্যক্তি, যার নাম রাখা হয়েছে 'মালিকুল আমলাক' (রাজাধিরাজ-সম্রাট)। আল্লাহ্ ব্যতীত আর কেউ 'মালিক' (সম্রাট) নেই।

٥- بَابُ اسْتِحْبَابِ تَحْنِيكِ الْمَوْلُودِ عِنْدَ وِلاَدَتِهِ وَحَمْلِهِ اِلَى صَالِحٍ يُحَنِّكُهُ وَجَوَازِ تَسْمِيَتِهِ يَوْمَ وِلاَدَتِهِ وَاَسْتِحْبَابِ التَّسْمِيَةِ بِعَبْدِ اللّٰهِ وَ اِبْرَاهِيمَ وَسَائِرِ اِسْمَاءِ الْاَنْبِيَاءِ عَلَيْهِمُ السَّلاَمُ -

৫. পরিচ্ছেদ : সন্তান জন্ম নিলে নবজাতককে 'তাহনীক' করা খুরমা ইত্যাদি (চিবিয়ে তার মুখে 'বরকত' দেয়া) এবং (এ উদ্দেশ্যে) তাকে কোন সালিহ্ (পুণ্যবান) ব্যক্তির কাছে নিয়ে যাওয়া মুস্তাহাব। জন্মের দিন নাম রাখা জায়েয। আবদুল্লাহ্ এবং ইবরাহীম ও অন্যান্য নবীগণের নামে নাম রাখা মুস্তাহাব

٥٤٢٧- حَدَّثَنَا عَبْدُ الاَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ ذَهَبْتُ بِعَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِى طَلْحَةَ الاَنْصَارِيِّ اِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ حِيْنَ وُلِدَ وَرَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِى عَبَاءَةٍ يَهْنَأُ بَعِيرًا لَهُ فَقَالَ هَلْ مَعَكَ تَمْرٌ فَقُلْتُ نَعَمْ فَنَاوَلْتُهُ تَمَرَاتٍ فَاَلْقَاهُنَّ فِى فِيهِ فَلاَكَهُنَّ ثُمَّ فَغَرَفَاهُ الصَّبِىِّ فَمَجَّهُ فِى فِيهِ فَجَعَلَ الصَّبِىُّ يَتَلَمَّظُهُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ حُبُّ الاَنْصَارِ التَّمْرَ وَسَمَّاهُ عَبْدَ اللّٰهِ -

৫৪২৭. আবদুল আ'লা ইব্ন হাম্মাদ (র)...... আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবদুল্লাহ্ ইব্ন আবূ তালহা আনসারী-এর জন্ম হলে আমি তাকে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর খিদমতে নিয়ে গেলাম। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ একটি 'আবা' গায়ে তাঁর উটের শরীরে মালিশ করছিলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, তোমার সঙ্গে কি খেজুর (খুরমা) আছে? আমি বললাম, হ্যাঁ। এরপর আমি তাঁর হাতে কয়েকটি খুরমা দিলাম। তিনি সেগুলো তাঁর মুখে দিয়ে চিবালেন। পরে শিশুটির মুখ ফাঁক করে তার মুখে দিয়ে দিলেন। শিশুটি তা চুষতে লাগল। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : 'আনসারীদের খেজুর' প্রীতি আর তিনি তার নাম রাখলেন, আবদুল্লাহ্।

٥٤٢٨- حَدَّثَنَا اَبُو بَكْرِ بْنُ اَبِى شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ قَالَ اَخْبَرَنَا ابْنُ عَوْنٍ عَنِ ابْنِ سِيْرِيْنَ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ ابْنٌ لاَبِى طَلْحَةَ يَشْتَكِى فَخَرَجَ اَبُو طَلْحَةَ فَقُبِضَ الصَّبِىُّ فَلَمَّا رَجَعَ اَبُوْ طَلْحَةَ قَالَ مَا فَعَلَ ابْنِى قَالَتْ اُمُّ سُلَيْمٍ هُوَ اَسْكَنُ مِمَّا كَانَ فَقَرَّبَتْ اِلَيْهِ الْعَشَاءَ فَتَعَشَّى ثُمَّ اَصَابَ مِنْهَا فَلَمَّا فَرَغَ قَالَتْ وَارُوْا الصَّبِىَّ فَلَمَّا اَصْبَحَ اَبُوْ طَلْحَةَ اَتَى رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَاَخْبَرَهُ فَقَالَ اَعْرَسْتُمُ اللَّيْلَةَ قَالَ نَعَمْ قَالَ اللّٰهُمَّ بَارِكْ لَهُمَا فَوَلَدَتْ غُلاَمًا فَقَالَ لِى اَبُو طَلْحَةَ احْمِلْهُ حَتّٰى تَأْتِىَ بِهِ النَّبِىَّ ﷺ وَبَعَثَتْ مَعَهُ بِتَمَرَاتٍ فَاَخَذَهُ النَّبِىُّ ﷺ فَقَالَ أَمَعَهُ شَيْئٌ قَالُوا نَعَمْ تَمَرَاتٌ فَاَخَذَهَا النَّبِىُّ ﷺ فَمَضَغَهَا ثُمَّ اَخَذَهَا مِنْ فِيهِ فَجَعَلَهَا فِى فِى الصَّبِىِّ ثُمَّ حَنَّكَهُ وَسَمَّاهُ عَبْدَ اللّٰهِ -

৫৪২৮. আবূ বাক্র ইব্ন আবূ শায়বা (র)....... আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবূ তালহা (রা)-এর এক ছেলে রোগে ভুগছিল। আবূ তালহা (রা) (তাঁর কাজে) বেরিয়ে যাওয়ার পর শিশুটি মারা যায়। যখন আবূ তালহা (রা) ফিরে এলেন, তিনি (স্ত্রীকে) জিজ্ঞাসা করলেন, আমার ছেলের অবস্থা কী? (স্ত্রী) উম্মু সুলায়ম (রা)

বললেন, সে আগের চাইতে শান্ত আছে। এরপর তিনি তাঁকে রাতের খাবার দিলেন, তিনি তা খেলেন, তারপর তার সঙ্গে মিলিত হলেন। এরপর তিনি অবসর হলে উম্মু সুলায়ম (রা) বললেন, শিশুটিকে দাফনের ব্যবস্থা করুন। সকাল হলে আবূ তালহা (রা) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর খিদমতে এসে তাঁকে (সব) ঘটনা বললেন। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, তোমরা কি আজ রাতে মিলিত হয়েছ ? তিনি বললেন, হ্যাঁ। তিনি (দু'আ করে) বললেন, ইয়া আল্লাহ্। তাদের উভয়ের জন্য বরকত দিন। এরপর সে (স্ত্রী) একটি ছেলে জন্মদান করে। তখন আবূ তালহা (রা) আমাকে বললেন, তাকে (কোলে) তুলে নবী ﷺ-এর খিদমতে নিয়ে যাও। [উম্মু সুলায়ম (রা)] তার সাথে কয়েকটি খেজুরও দিলেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাকে (শিশুটিকে) হাতে নিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, তার সাথে কিছু আছে কি? তারা বললেন, হ্যাঁ, কয়েকটি খেজুর। তখন নবী ﷺ সেগুলো নিয়ে চিবালেন। এরপর তা তাঁর মুখ থেকে নিয়ে শিশুটির মুখে দিলেন। তারপর তার জন্য বরকতের দু'আ করলেন এবং তার নাম রাখলেন আবদুল্লাহ্।

٥٤٢٩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ مَسْعَدَةَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَنَسٍ بِهٰذِهِ الْقِصَّةِ نَحْوَ حَدِيْثِ يَزِيْدَ -

৫৪২৯. মুহাম্মদ ইব্ন বাশ্শার (র)...... আনাস (রা) থেকে এ কিস্সা সহকারে রাবী ইয়াযীদ (র)-এর হাদীসের অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন।

٥٤٣٠- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَبْدُ اللّٰهِ بْنُ بَرَّادٍ الأَشْعَرِيُّ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالُوْا حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ بُرَيْدٍ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوْسٰى قَالَ وُلِدَ لِيْ غُلَامٌ فَأَتَيْتُ بِهِ النَّبِيَّ ﷺ فَسَمَّاهُ إِبْرَاهِيْمَ وَحَنَّكَهُ بِتَمْرَةٍ -

৫৪৩০. আবূ বকর ইব্ন আবূ শায়বা, আবদুল্লাহ ইব্ন বার্রাদ আশআরী ও আবূ কুরায়ব (র)...... আবূ মূসা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার একটি ছেলের জন্ম হলে আমি তাকে নিয়ে নবী ﷺ-এর খিদমতে হাযির হলাম। তিনি তার নাম রাখলেন ইবরাহীম এবং একটি খেজুর চিবিয়ে তিনি তাকে 'তাহনীক' করলেন বরকত দিলেন।

٥٤٣١- حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ مُوْسٰى أَبُو صَالِحٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعَيْبٌ يَعْنِي ابْنَ إِسْحٰقَ قَالَ أَخْبَرَنِي هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ قَالَ حَدَّثَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ وَفَاطِمَةُ بِنْتُ الْمُنْذِرِ بْنِ الزُّبَيْرِ أَنَّهُمَا قَالَا خَرَجَتْ أَسْمَاءُ بِنْتُ أَبِي بَكْرٍ حِيْنَ هَاجَرَتْ وَهِيَ حُبْلٰى بِعَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الزُّبَيْرِ فَقَدِمَتْ قُبَاءً فَنُفِسَتْ بِعَبْدِ اللّٰهِ بِقُبَاءٍ ثُمَّ خَرَجَتْ حِيْنَ نُفِسَتْ إِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ لِيُحَنِّكَهُ فَأَخَذَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مِنْهَا فَوَضَعَهُ فِيْ حَجْرِهِ ثُمَّ دَعَا بِتَمْرَةٍ قَالَ قَالَتْ عَائِشَةُ فَمَكَثْنَا سَاعَةً نَلْتَمِسُهَا قَبْلَ أَنْ نَجِدَهَا فَمَضَغَهَا ثُمَّ بَصَقَهَا فِيْ فِيْهِ فَإِنَّ أَوَّلَ شَيْءٍ دَخَلَ بَطْنَهُ لَرِيْقُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ ثُمَّ قَالَتْ أَسْمَاءُ ثُمَّ مَسَحَهُ وَصَلّٰى عَلَيْهِ وَسَمَّاهُ عَبْدَ اللّٰهِ ثُمَّ جَاءَ وَهُوَ ابْنُ سَبْعِ سِنِيْنَ أَوْ ثَمَانٍ لِيُبَايِعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ وَأَمَرَهُ بِذٰلِكَ الزُّبَيْرُ فَتَبَسَّمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ حِيْنَ رَآهُ مُقْبِلًا إِلَيْهِ ثُمَّ بَايَعَهُ -

৫৪৩১. হাকাম ইব্‌ন মূসা আবূ সালিহ্ (র)...... উরওয়া ইব্‌ন যুবায়র ও ফাতিমা বিন্‌ত মুনযির ইব্‌ন যুবায়র (র) থেকে বর্ণিত। তাঁরা বলেন, আসমা বিন্‌ত আবূ বকর (রা) যখন হিজরত করলেন, তখন তিনি আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন যুবায়র (রা)-কে গর্ভে ধারণ করছিলেন। কুবায় পৌঁছলে তিনি আবদুল্লাহ্‌কে প্রসব করলেন। প্রসবের পর তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর খিদমতে গেলেন, যেন তিনি তাকে (নবজাতককে) তাহনীক করেন (খেজুর চিবিয়ে বরকত দেন)। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ শিশুটিকে তার কাছ থেকে নিয়ে নিজের কোলে রাখলেন। তারপর একটি খেজুর আনতে বললেন। রাবী বলেন, আয়েশা (রা) বলেন, তা খুঁজে পাওয়ার পূর্বে আমাদের কিছু সময় বিলম্ব হল। এরপর তিনি তা চিবিয়ে নিজ মুখ থেকে তার মুখে দিয়ে দিলেন। সুতরাং তার পেটে প্রথম যা ঢুকল, তা ছিল রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর লালা। আসমা (রা) আরও বলেছেন, তারপর তিনি তাকে হাত বুলিয়ে দিলেন এবং তার জন্য দু'আ করলেন, আর তার নাম রাখলেন আবদুল্লাহ্। অতঃপর সাত কিংবা আট বছর বয়সে সে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর খিদমতে বায়আত হওয়ার জন্য এল। (পিতা) যুবায়র (রা) তাকে তা করার উপদেশ দিয়েছিলেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাকে তাঁর দিকে এগিয়ে আসতে দেখে মৃদু হাসলেন। এরপর তাকে বায়'আত করে নিলেন।

٥٤٣٢- حَدَّثَنَا اَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُو اُسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَسْمَاءَ اَنَّهَا حَمَلَتْ بِعَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الزُّبَيْرِ بِمَكَّةَ قَالَتْ فَخَرَجْتُ وَاَنَا مُتِمٌّ فَاَتَيْتُ الْمَدِيْنَةَ فَنَزَلْتُ بِقُبَاءٍ فَوَلَدْتُهُ بِقُبَاءٍ ثُمَّ اَتَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَوَضَعَهُ فِى حَجْرِهِ ثُمَّ دَعَا بِتَمْرَةٍ فَمَضَغَهَا ثُمَّ تَفَلَ فِى فِيْهِ فَكَانَ اَوَّلَ شَيْءٍ دَخَلَ جَوْفَهُ رِيْقُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ ثُمَّ حَنَّكَهُ بِتَمْرَةٍ ثُمَّ دَعَالَهُ وَبَرَّكَ عَلَيْهِ وَكَانَ اَوَّلَ مَوْلُوْدٍ وُلِدَ فِى الْاِسْلَامِ -

৫৪৩২. আবূ কুরায়ব মুহাম্মদ ইব্‌ন 'আলা (র)...... আসমা (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি মক্কায় (থাকাকালে) আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন যুবায়র (রা)-কে গর্ভে ধারণ করেন। তিনি বলেন, আমি (মক্কা থেকে হিজরাতের উদ্দেশ্যে) বের হলাম। তখন আমার গর্ভকাল পূর্ণ হয়ে আসছে। আমি মদীনায় এসে কুবায় অবতরণ করলাম এবং কুবায় তাকে জন্ম দিলাম। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর খিদমতে গেলাম। তিনি তাকে (নবজাতককে) তাঁর কোলে রাখলেন, তারপর একটি খেজুর আনিয়ে তা চিবালেন, তারপর (তাঁর মুখ থেকে) লালাসহ তার (শিশুটির) মুখে দিলেন। সুতরাং রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর লালাই ছিল প্রথম জিনিস, যা তার পেটে প্রবেশ করল। এরপর খেজুর চিবিয়ে তার মুখে দেওয়ার পর তার জন্য দু'আ করলেন এবং তাকে বরকত (-এর দু'আ) দিলেন। এ শিশুই ছিল (মদীনায়) হিজরতের পর ইসলামের (মুহাজিরদের) প্রথম নবজাতক।

٥٤٣٣- حَدَّثَنَا اَبُو بَكْرِ بْنُ اَبِى شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ عَنْ عَلِىِّ بْنِ مُسْهِرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَسْمَاءَ بِنْتِ اَبِى بَكْرٍ الصِّدِّيْقِ اَنَّهَا هَاجَرَتْ اِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَهِىَ حُبْلَى بِعَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الزُّبَيْرِ فَذَكَرَ نَحْوَ حَدِيْثِ اَبِىْ اُسَامَةَ -

৫৪৩৩. আবূ বকর ইব্‌ন আবূ শায়বা (র)...... আসমা বিন্‌ত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি আবদুল্লাহ ইব্‌ন যুবায়র (রা)-কে গর্ভে ধারণকৃত অবস্থায় হিজরত করে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর খিদমতে পৌঁছলেন। তারপর তিনি উসামা (রা)-এর হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেন।

٥٤٣٤- حَدَّثَنَا اَبُو بَكْرِ بْنُ اَبِى شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ نُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يُؤْتَى بِالصِّبْيَانِ فَيُبَرِّكُ عَلَيْهِمْ وَيُحَنِّكُهُمْ -

৫৪৩৪. আবূ বকর ইব্‌ন আবূ শায়বা (র)...... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর খিদমতে (নবজাতক) শিশুদের নিয়ে আসা হতো। তিনি তাদের জন্য বরকতের দু'আ করতেন এবং তাহনীক করে (খেজুর চিবিয়ে তাদের মুখে) দিতেন।

٥٤٣٥- حَدَّثَنَا اَبُو بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُو خَالِدٍ اِلاَّ حْمَرُ عَنْ هِشَامٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ جِئْنَا بِعَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الزُّبَيْرِ اِلَى النَّبِىِّ ﷺ يُحَنِّكُهُ فَطَلَبْنَا تَمْرَةً فَعَزَّ عَلَيْنَا طَلَبُهَا -

৫৪৩৫. আবূ বকর ইব্‌ন আবূ শায়বা (র)...... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর খিদমতে আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন যুবায়রকে তাহনীক করে দেয়ার জন্য (তার মুখে খেজুর চিবিয়ে দেওয়ার জন্য) নিয়ে এলাম। অতঃপর আমরা একটি খেজুর তালাশ করলাম এবং তা খুঁজে পাওয়া আমাদের জন্য কঠিন হয়ে দেখা দিল।

٥٤٣٦- حَدَّثَنِىْ مُحَمَّدُ بْنُ سَهْلٍ التَّمِيْمِىُّ وَاَبُو بَكْرِ بْنُ اِسْحَاقَ قَالاَ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ مَرْيَمَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ وَهُوَ ابْنُ مُطَرِّفٍ اَبُو غَسَّانَ قَالَ حَدَّثَنِىْ اَبُوْ حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ اُتِىَ بِالْمُنْذِرِ بْنِ اَبِىْ اُسَيْدٍ اِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ حِيْنَ وُلِدَ فَوَضَعَهُ النَّبِىُّ ﷺ عَلَى فَخِذِهِ وَاَبُو اُسَيْدٍ جَالِسٌ فَلَهِىَ النَّبِىُّ ﷺ بِشَيْءٍ بَيْنَ يَدَيْهِ فَاَمَرَ اَبُو اُسَيْدٍ بِابْنِهِ فَاحْتُمِلَ مِنْ عَلَى فَخِذِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَاَقْلَبُوْهُ فَاسْتَفَاقَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ اَيْنَ الصَّبِىُّ فَقَالَ اَبُو اُسَيْدٍ اَقْلَبْنَاهُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَا اسْمُهُ قَالَ فُلاَنٌ قَالَ لاَ وَلٰكِنِ اسْمُهُ الْمُنْذِرُ فَسَمَّاهُ يَوْمَئِذٍ الْمُنْذِرَ -

৫৪৩৬. মুহাম্মদ ইব্‌ন সাহ্‌ল তামীমী ও আবূ বকর ইব্‌ন ইসহাক (র)...... সাহ্‌ল ইব্‌ন সা'দ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মুনযির ইব্‌ন আবূ উসায়দ (রা)-কে তাঁর জন্মের পরে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে নিয়ে আসা হল। নবী ﷺ তাকে তাঁর রানের উপরে রাখলেন। আবূ উসায়দ (রা) (পাশে) বসা ছিলেন। নবী ﷺ তাঁর সামনের কোন কিছুতে মনোনিবেশ করলেন। আবূ উসায়দ (রা) তার ছেলের বিষয়ে (কাউকে) নির্দেশ করলেন। তাকে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর রানের উপর থেকে তুলে নেয়া হল। তারা তাকে তুলে নেয়ার পর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সচেতন হলেন এবং বললেন, শিশুটি কোথায়? আবূ উসায়দ (রা) বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমরা তাকে সরিয়ে নিয়েছি। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, তার নাম কি ? তারা বলল, অমুক ইয়া রাসূলাল্লাহ্! তিনি বললেন : না, বরং তার নাম মুন্‌যির। এভাবে সেদিন তিনি তার নাম 'মুন্‌যির' রাখলেন।

٦- بَابُ جَوَازِ تَكْنِيَةِ مَنْ لَمْ يُوْلَدْ لَهُ وَكُنْيَةِ الصَّغِيْرِ-

৬. পরিচ্ছেদ : যার সন্তান হয়নি তার কুনিয়াত (ডাক নাম) রাখা এবং ছোটদের ডাক নাম রাখা বৈধ

٥٤٣٧- حَدَّثَنَا اَبُو الرَّبِيْعِ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْعَتَكِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُو

التَّيَّاحِ حَدَّثَنَا اَنَسُ بْنُ مَالِكٍ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوْخَ وَاللَّفْظُ لَهُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ اَبِى التَّيَّاحِ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَحْسَنَ النَّاسِ خُلُقًا وَكَانَ لِى اَخٌ يُقَالُ لَهُ اَبُو عُمَيْرٍ قَالَ اَحْسِبُهُ قَالَ كَانَ فَطِيْمًا قَالَ فَكَانَ اِذَا جَاءَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَرَاهُ قَالَ اَبَا عُمَيْرٍ مَا فَعَلَ النُّغَيْرُ قَالَ فَكَانَ يَلْعَبُ بِهِ –

৫৪৩৭. আবূ রাবী' সুলায়মান ইব্‌ন দাঊদ আতাকী ও শায়বান ইব্‌ন ফাররূখ (র)...... আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ছিলেন মানুষের মধ্যে চরিত্রগুণে সর্বোত্তম। আমার একটি ভাই ছিল, যাকে আবূ উমায়র বলে ডাকা হতো। রাবী বলেন, আমি ধারণা করি তিনি বলেছিলেন যে, সে দুধ ছাড়ানো (বয়সের) ছিল। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখনই (আমাদের বাড়িতে) আসতেন, তখন তাকে দেখে বলতেন, হে আবূ উমায়র! কি করেছ (তোমার) 'নুগায়র' (চড়ুইছানা)? তিনি এভাবে তার সাথে খেলা করতেন।

٧– بَابُ جَوَازِ قَوْلِهِ لِغَيْرِ ابْنِهِ يَا بُنَىَّ وَاسْتِحْبَا بِهِ الْمُلَاطَفَةَ –

৭. অনুচ্ছেদ : নিজের ছেলে ব্যতীত অন্যকে 'হে বৎস! বলা জায়েয এবং আদর প্রকাশের উদ্দেশ্যে তা করা মুস্তাহাব

٥٤٣٨– حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ الْغُبَرِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُو عَوَانَةَ عَنْ اَبِى عُثْمَانَ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ لِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَا بُنَىَّ –

৫৪৩৮. মুহাম্মদ ইব্‌ন উবায়দ গুবারী (র)...... আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাকে বললেন, হে বৎস!

٥٤٣٩– وَحَدَّثَنَا اَبُو بَكْرِ بْنُ اَبِى شَيْبَةَ وَابْنُ اَبِى عُمَرَ وَللَّفْظُ لِابْنِ اَبِى عُمَرَ قَالاَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ عَنْ اِسْمَاعِيْلَ بْنِ اَبِى خَالِدٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ اَبِى حَازِمٍ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ مَا سَأَلَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَحَدٌ عَنِ الدَّجَّالِ اَكْثَرَ مِمَّا سَأَلْتُهُ عَنْهُ فَقَالَ لِىْ اَىْ بُنَىَّ وَمَا يُنْصِبُكَ مِنْهُ اِنَّهُ لَنْ يَضُرَّكَ قَالَ قُلْتُ اِنَّهُمْ يَزْعُمُوْنَ اَنَّ مَعَهُ اَنْهَارَ الْمَاءِ وَجِبَالَ الْخُبْزِ قَالَ هُوَ اَهْوَنُ عَلَى اللّٰهِ مِنْ ذٰلِكَ –

৫৪৩৯. আবূ বকর ইব্‌ন আবূ শায়বা ও ইব্‌ন আবূ উমর (র)...... মুগীরা ইব্‌ন শু'বা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে 'দাজ্জাল' সম্পর্কে আমার চেয়ে অধিক কেউ জিজ্ঞাসা করেননি। তিনি আমাকে বললেন, হে স্নেহের পুত্র! তার কোন্ ব্যাপার তোমাকে মুশকিলে ফেলছে? সে কিছুতেই তোমার ক্ষতি করতে পারবে না। তিনি (মুগীরা) বলেন, আমি বললাম, তারা তো বলে থাকে যে, তার সাথে পানির নহরসমূহ এবং রুটির পাহাড়সমূহ থাকবে। তিনি বললেন : সে (দাজ্জাল) আল্লাহ্‌র কাছে তার চেয়ে তুচ্ছ।

٥٤٤٠– حَدَّثَنَا اَبُو بَكْرِ بْنُ اَبِى شَيْبَةَ وَابْنُ نُمَيْرٍ قَالاَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ ح قَالَ وَحَدَّثَنِى سُرَيْجُ بْنُ يُوْنُسَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ اَخْبَرَنَا جَرِيْرٌ ح قَالَ وَحَدَّثَنِى

مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُو اُسَامَةَ كُلُّهُمْ عَنْ اِسْمَاعِيلَ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ وَلَيْسَ فِى حَدِيْثِ اَحَدٍ مِنْهُمْ قَوْلُ النَّبِىِّ ﷺ لِلْمُغِيْرَةِ اَىْ بُنَىَّ اِلاَّ فِى حَدِيْثِ يَزِيْدَ وَحْدَهُ -

৫৪৪০. আবূ বকর ইব্ন আবূ শায়বা, ইব্ন নুমায়র, সুরায়জ ইব্ন ইউনুস, ইসহাক ইব্ন ইবরাহীম ও মুহাম্মদ ইব্ন রাফি' (র)...... ইসমাঈল (র) থেকে উক্ত সনদে হাদীস বর্ণনা করেছেন। তবে তাঁদের মধ্যে ইয়াযীদ (র) বর্ণিত হাদীস ব্যতীত কারো হাদীসে মুগীরা (রা)-এর প্রতি নবী ﷺ-এর উক্তি 'হে স্নেহের পুত্র' নেই।

٨ بَابُ الْاِسْتِيْذَانِ -

৮. পরিচ্ছেদ : অনুমতি গ্রহণ প্রসঙ্গে

٥٤٤١- وَحَدَّثَنِىْ عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بُكَيْرٍ النَّاقِدُ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ابْنُ عُيَيْنَةَ قَالَ حَدَّثَنَا وَاللّٰهِ يَزِيْدُ بْنُ خُصَيْفَةَ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيْدٍ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا سَعِيْدٍ الْخُدْرِىَّ يَقُوْلُ كُنْتُ جَالِسًا بِالْمَدِيْنَةِ فِى مَجْلِسِ الْاَنْصَارِ فَاَتَانَا اَبُو مُوْسٰى فَزِعًا اَوْ مَذْعُورًا قُلْنَا مَا شَأْنُكَ قَالَ اِنَّ عُمَرَ اَرْسَلَ اِلَىَّ اَنْ اٰتِيَهُ فَاَتَيْتُ بَابَهُ فَسَلَّمْتُ ثَلاَثًا فَلَمْ يَرُدَّ عَلَىَّ فَرَجَعْتُ فَقَالَ مَا مَنَعَكَ أَنْ تَأْتِيَنَا فَقُلْتُ اِنِّى اَتَيْتُكَ فَسَلَّمْتُ عَلَى بَابِكَ ثَلاَثًا فَلَمْ تَرُدُّوا عَلَىَّ فَرَجَعْتُ وَقَدْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا اسْتَأْذَنَ اَحَدُكُمْ ثَلاَثًا فَلَمْ يُؤْذَنْ لَهُ فَلْيَرْجِعْ فَقَالَ عُمَرُ اَقِمْ عَلَيْهِ الْبَيِّنَةَ وَاِلاَّ اَوْجَعْتُكَ فَقَالَ اُبَىُّ بْنُ كَعْبٍ لاَ يَقُوْمُ مَعَهُ اِلاَّ اَصْغَرُ الْقَوْمِ قَالَ اَبُوْ سَعِيْدٍ قُلْتُ اَنَا اَصْغَرُ الْقَوْمِ قَالَ فَاذْهَبْ بِهِ -

৫৪৪১. আম্র ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন বুকায়র আন-নাকিদ (র)...... বুস্র ইব্ন সাঈদ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবূ সাঈদ খুদরী (রা)-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন, আমি মদীনার আনসারীদের একটি মজলিসে বসা ছিলাম। তখন আবূ মূসা (রা) অস্থির হয়ে, কিংবা (রাবী বলেছেন) সন্ত্রস্ত হয়ে আমাদের কাছে এলেন। আমরা বললাম, আপনার কি হয়েছে? তিনি বললেন, উমর (রা) আমি তাঁর কাছে যাওয়ার জন্য আমার কাছে লোক পাঠালেন। আমি তাঁর দরজায় তিনবার সালাম করলাম। তিনি আমাকে জবাব দিলেন না। তাই আমি ফিরে এলাম। পরে আমাকে (ডেকে নিয়ে) তিনি বললেন, আমার কাছে আসার ব্যাপারে কোন্ বিষয় তোমাকে বাধা দিল? আমি বললাম, আমি আপনার কাছে এসেছিলাম এবং আপনার দরজায় (দাঁড়িয়ে) তিনবার সালাম করেছিলাম। কিন্তু তারা (বাড়ির কেউ) আমাকে সালামের জবাব দিলেন না। তাই আমি ফিরে গেলাম। আর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : তোমাদের কেউ যদি তিনবার অনুমতি চায়, আর তাকে অনুমতি দেয়া না হয়, তাহলে সে যেন ফিরে আসে। তখন উমর (রা) বললেন : এ বিষয়ে প্রমাণ দাও। অন্যথায় তোমাকে (আঘাত করে) ব্যথিত করব। তখন উবাই ইব্ন কা'ব (রা) বললেন, তার সঙ্গে কাওমের সব চাইতে কম বয়সের ছেলেই যাবে। আবূ সাঈদ (রা) বলেন, আমি বললাম, আমিই কাওমের কনিষ্ঠ। তিনি বললেন, তবে একে নিয়ে যাও।

٥٤٤٢- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ وَابْنُ اَبِى عُمَرَ قَالاَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ خُصَيْفَةَ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ وَزَادَ ابْنُ اَبِى عُمَرَ فِى حَدِيْثِهِ قَالَ اَبُو سَعِيْدٍ فَقُمْتُ مَعَهُ فَذَهَبْتُ اِلَى عُمَرَ فَشَهِدْتُ -

৫৪৪২. কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ ও ইব্‌ন আবূ উমর (র)...... ইয়াযীদ ইবন খুসায়ফা (র) থেকে উল্লিখিত সনদে হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন। তবে ইব্‌ন আবূ উমর (র) তাঁর বর্ণিত হাদীসে অধিক বলেছেন যে, আবূ সাঈদ (রা) বলেন, তখন আমি তাঁর সাথে উঠে দাঁড়ালাম এবং উমর (রা)-এর কাছে গিয়ে সাক্ষ্য দিলাম।

٥٤٤٣- حَدَّثَنِىْ اَبُو الطَّاهِرِ قَالَ اَخْبَرَنِىْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ وَهْبٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الْاَشَجِّ اَنَّ بُسْرَ بْنَ سَعِيْدٍ حَدَّثَهُ اَنَّهُ سَمِعَ اَبَا سَعِيْدٍ الْخُدْرِىَّ يَقُوْلُ كُنَّا فِى مَجْلِسٍ عِنْدَ اُبَىِّ بْنِ كَعْبٍ فَاَتَى اَبُوْ مُوْسَى الْاَشْعَرِىُّ مُغْضَبًا حَتَّى وَقَفَ فَقَالَ اَنْشُدُكُمُ اللّٰهَ هَلْ سَمِعَ اَحَدٌ مِنْكُمْ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ الْاِسْتِيْذَانُ ثَلَاثٌ فَاِنْ اُذِنَ لَكَ وَاِلَّا فَارْجِعْ قَالَ اُبَىٌّ وَمَا ذَاكَ قَالَ اسْتَاْذَنْتُ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ اَمْسِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَلَمْ يُؤْذَنْ لِىْ فَرَجَعْتُ ثُمَّ جِئْتُهُ الْيَوْمَ فَدَخَلْتُ عَلَيْهِ فَاَخْبَرْتُهُ اَنِّىْ جِئْتُ اَمْسِ فَسَلَّمْتُ ثَلَاثًا ثُمَّ انْصَرَفْتُ قَالَ قَدْ سَمِعْنَاكَ وَنَحْنُ حِيْنَئِذٍ عَلَى شُغْلٍ فَلَوْمَا اسْتَاْذَنْتَ حَتَّى يُؤْذَنَ لَكَ قَالَ اسْتَاْذَنْتُ كَمَا سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ فَوَ اللّٰهِ لَاُوْجِعَنَّ ظَهْرَكَ وَبَطْنَكَ اَوْلَتَاْتِيَنَّ بِمَنْ يَشْهَدُ لَكَ عَلَى هٰذَا فَقَالَ اُبَىُّ بْنُ كَعْبٍ فَوَ اللّٰهِ لَا يَقُوْمُ مَعَكَ اِلَّا اَحْدَثُنَا سِنًّا قُمْ يَا اَبَا سَعِيْدٍ فَقُمْتُ حَتَّى اَتَيْتُ عُمَرَ فَقُلْتُ قَدْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ هٰذَا -

৫৪৪৩. আবূ তাহির (র)...... আবূ সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা উবাই ইব্‌ন কা'ব (রা)-এর কাছে একটি মজলিসে ছিলাম। তখন আবূ মূসা আশআরী (রা) রাগান্বিত অবস্থায় এসে দাঁড়িয়ে বললেন, আমি তোমাদের আল্লাহ্‌র কসম দিয়ে বলছি, তোমাদের মধ্যে কেউ কি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে বলতে শুনেছ যে, 'অনুমতি গ্রহণ' তিনবার, তাতে যদি তোমাকে অনুমতি দেওয়া হয়, ভাল, অন্যথায় তুমি ফিরে আস। উবাই (রা) বললেন, তা কী হয়েছে? তিনি বললেন, গতকাল (খলীফা) উমর ইব্‌ন খাত্তাব (রা)-এর কাছে আমি তিনবার অনুমতি চাইলাম। আমাকে অনুমতি দেওয়া হল না, তাই আমি ফিরে এলাম। পরে আজ তাঁর কাছে গেলাম এবং তাঁর কাছে প্রবেশ করে তাঁকে অবহিত করলাম যে, আমি গতকাল এসেছিলাম এবং তিনবার সালাম করে (জবাব না পেয়ে) ফিরে গিয়েছিলাম। তিনি বললেন, আমরা তোমার আওয়াজ শুনতে পেয়েছিলাম, তবে তখন আমরা ব্যস্ত ছিলাম। কিন্তু তোমাকে অনুমতি দেওয়া পর্যন্ত তুমি অনুমতি চাইতে থাকলে না কেন? তিনি বললেন, আমি তো তেমন অনুমতি চেয়েছি, যেমন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে বলতে শুনেছি। উমর (র) বললেন, আল্লাহ্‌র কসম! তোমার পিঠে ও পেটে আঘাত করে ব্যথা লাগিয়ে দিব কিংবা তুমি এমন লোক উপস্থিত করবে, যে এ বিষয়ে তোমার পক্ষে সাক্ষ্য দেবে। তখন উবাই ইব্‌ন কা'ব (রা) বললেন, আল্লাহ্‌র কসম! আমাদের সবচে' তরুণ বয়সের ব্যক্তিই তোমার সাথে যাবে। হে আবূ সাঈদ! উঠ, তখন আমি দাঁড়ালাম এবং উমর (রা)-এর কাছে এসে বললাম, আমি অবশ্যই রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে একথা বলতে শুনেছি।

٥٤٤٤- حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِىٍّ الْجَهْضَمِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا بِشْرٌ يَعْنِىْ ابْنَ مُفَضَّلٍ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ يَزِيْدَ عَنْ اَبِىْ نَضْرَةَ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ اَنَّ اَبَا مُوْسَى اَتَى بَابَ عُمَرَ فَاسْتَاْذَنَ فَقَالَ عُمَرُ وَاحِدَةٌ ثُمَّ

اسْتَأْذَنَ الثَّانِيَةَ فَقَالَ عُمَرُ ثِنْتَانِ ثُمَّ اسْتَأْذَنَ الثَّالِثَةَ فَقَالَ عُمَرُ ثَلاَثٌ ثُمَّ انْصَرَفَ فَاتْبَعَهُ فَرَدَّهُ فَقَالَ اِنْ كَانَ هٰذَا شَيْئًا حَفِظْتَهُ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَهَاوَاِلاَّ فَلاَجْعَلَنَّكَ عِظَةً قَالَ اَبُو سَعِيْدٍ فَاَتَانَا فَقَالَ أَلَمْ تَعْلَمُوا اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ الاِسْتِيْذَانُ ثَلاَثٌ قَالَ فَجَعَلُوا يَضْحَكُوْنَ قَالَ فَقُلْتُ اَتَاكُمْ اَخُوكُمْ الْمُسْلِمُ قَدْاُفْزِعَ وَتَضْحَكُوْنَ اُنْطَلِقْ فَاَنَا شَرِيْكُكَ فِى هٰذِهِ الْعُقُوبَةِ فَاَتَاهُ فَقَالَ هٰذَا اَبُوْ سَعِيْدٍ -

৫৪৪৪. নাস্‌র ইব্‌ন আলী আল-জাহ্‌যামী (র)...... আবূ সাঈদ (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, আবূ মূসা (রা) উমর (রা)-এর দরজায় এসে অনুমিত চাইলেন। উমর (রা) (আওয়ায শুনে মনে মনে) বললেন, একবার হল। তারপর দ্বিতীয়বার অনুমতি চাইলেন। উমর (রা) বললেন, দু'বার হল। তারপর তৃতীয়বার অনুমতি চাইলেন। উমর (রা) বললেন, তিনবার হল। তারপর তিনি ফিরে গেলেন। পরে [উমার (রা)] তাঁর পিছনে লোক পাঠিয়ে তাকে ফিরিয়ে আনলেন এবং বললেন, এটি যদি এমন বিষয় হয় যা তুমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে স্মরণ রেখেছ, তাহলে তা (প্রমাণসহ) পেশ কর। অন্যথায় তোমাকে আমি দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিব। আবূ সাঈদ (রা) বলেন, তখন তিনি আমাদের কাছে এসে বললেন, তোমরা জান না যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : অনুমতি গ্রহণ তিনবার।' রাবী (আর সাঈদ) বলেন, লোকেরা তখন (এ কথা শুনে) হাসাহাসি করতে লাগল। রাবী বলেন, আমি বললাম, তোমাদের কাছে তোমাদের একজন মুসলমান ভাই এসেছেন, যাকে সন্ত্রস্ত করা হয়েছে, আর তোমরা হাসছ? (আমি তাঁকে বললাম) চলুন! এ শাস্তিতে আমি আপনার শরীক রয়েছি। তখন তিনি (আমাকে সঙ্গে নিয়ে) তাঁর কাছে গিয়ে বললেন, এই যে! আবূ সাঈদ...... (আমার সাক্ষী)।

٥٤٤٥- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُثَنًّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالاَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ اَبِى مَسْلَمَةَ عَنْ اَبِى نَضْرَةَ عَنْ اَبِى سَعِيْدٍ ح قَالَ وَحَدَّثَنِىْ اَحْمَدُ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ خِرَاشٍ قَالَ حَدَّثَنَا شَبَابَةُ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْجُرَيْرِىِ وَسَعِيْدِ بْنِ يَزِيْدَ كِلاَهُمَا عَنْ اَبِى نَضْرَةَ قَالاَ سَمِعْنَاهُ يُحَدِّثُ عَنْ اَبِى سَعِيْدٍ الْخُدْرِىِّ بِمَعْنَى حَدِيْثِ بِشْرِ بْنِ مُفَضَّلٍ عَنْ اَبِى مَسْلَمَةَ -

৫৪৪৫. মুহাম্মদ ইব্‌ন মুসান্না, ইব্‌ন বাশ্‌শার ও আহ্‌মাদ ইব্‌ন হাসান ইব্‌ন খারাশ (র)...... আবূ সাঈদ খুদরী (রা) থেকে...... আবূ মাসলামা (র) থেকে গৃহীত বিশ্‌র ইব্‌ন মুফায্‌যাল (র) বর্ণিত হাদীসের সমার্থক হাদীস রিওয়ায়াত করেন।

٥٤٤٦- وَحَدَّثَنِىْ مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ الْقَطَّانُ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَطَاءُ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ اَنَّ اَبَا مُوْسَى اسْتَأْذَنَ عَلَى عُمَرَ ثَلاَثًا فَكَاَنَّهُ وَجَدَهُ مَشْغُوْلاً فَرَجَعَ فَقَالَ عُمَرُ أَلَمْ نَسْمَعْ صَوْتَ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ قَيْسٍ اِئْذَنُوا لَهُ فَدُعِىَ لَهُ فَقَالَ مَا حَمَلَكَ عَلَى مَاصَنَعْتَ قَالَ اِنَّا كُنَّا نُؤْمَرُ بِهٰذَا قَالَ لَتُقِيْمَنَّ عَلَى هٰذَا بَيِّنَةً اَوْ لاَفْعَلَنَّ فَخَرَجَ فَانْطَلَقَ اِلَى مَجْلِسٍ مِنَ الاَنْصَارِ فَقَالُوا لاَيَشْهَدُ لَكَ عَلَى هٰذَا اِلاَّ اَصْغَرُنَا فَقَامَ اَبُو سَعِيْدٍ فَقَالَ كُنَّا نُؤْمَرُ بِهٰذَا فَقَالَ عُمَرُ خَفِىَ عَلَىَّ هٰذَا مِنْ اَمْرِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَلْهَانِىْ عَنْهُ الصَّفَقُ بِالاَسْوَاقِ -

৫৪৪৬. মুহাম্মদ ইব্ন হাতিম (র)...... উবায়দ ইব্ন উমায়র (র) থেকে বর্ণিত। (খলীফা) উমর (রা)-এর কাছে আবূ মূসা (রা) তিনবার অনুমতি চাইলেন। তখন (জবাব না পেয়ে) তিনি যেন তাঁকে ব্যস্ততায় নিমগ্ন মনে করে ফিরে গেলেন। তখন উমর (রা) বললেন, আমরা কি আবদুল্লাহ্ ইব্ন কায়স (আবূ মূসা)-এর আওয়ায শুনিনি ? তাকে অনুমতি দাও! তখন তাকে উমরের কাছে ডাকা হল। তখন তিনি তাঁকে বললেন, এরূপ করতে তোমাকে কিসে উদ্বুদ্ধ করেছে? তিনি বললেন, আমাদের এরূপ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তিনি বললেন, অবশ্যই তুমি এ বিষয়ে প্রমাণ পেশ করবে, অন্যথায় আমি অবশ্যই এমন করব (শাস্তি দিব)। তিনি বেরিয়ে গিয়ে আনসারীদের এক মজলিসে পৌঁছেলেন। তাঁরা বললেন, আমাদের মাঝের সবচে' কম বয়সের ব্যক্তিই এ বিষয়ে তোমার পক্ষে সাক্ষ্য দেবে। তখন আবূ সাঈদ (রা) উঠলেন এবং বললেন, আমাদের এরূপই নির্দেশ দেয়া হয়। তখন উমর (রা) বললেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর এ বিষয়টি আমার কাছে গুপ্ত (অজ্ঞাত) রয়েছে। (কারণ) বাজারের ব্যবসায় আমাকে এ বিষয় থেকে গাফিল রেখেছে।

٥٤٤٧- حَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُو عَاصِمٍ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ قَالَ حَدَّثَنَا النَّضْرُ يَعْنِى ابْنَ شُمَيْلٍ قَالاَ جَمِيْعًا حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ نَحْوَهُ وَلَمْ يَذْكُرْ فِى حَدِيْثِ النَّضْرِ اَلْهَانِى عَنْهُ الصَّفْقُ بِالْاَسْوَاقِ -

৫৪৪৭. মুহাম্মদ ইব্ন বাশ্শার ও হুসায়ন ইব্ন হুরায়স (র)...... ইব্ন জুরায়জ (র) থেকে উক্ত সনদে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন। তবে রাবী নাযর (র) তাঁর বর্ণিত হাদীসে 'বাজারের বেচাকেনা আমাকে এ বিষয় থেকে গাফিল রেখেছে'- বাক্যটি উল্লেখ করেননি।

٥٤٤٨- حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ اَبُو عَمَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوْسٰى قَالَ اَخْبَرَنَا طَلْحَةُ بْنُ يَحْيَى عَنْ اَبِى بُرْدَةَ عَنْ اَبِى مُوْسَى الْاَشْعَرِىِّ قَالَ جَاءَ اَبُو مُوْسٰى اِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَقَالَ السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ هٰذَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ قَيْسٍ فَلَمْ يَأْذَنْ لَهُ فَقَالَ اَلسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ هٰذَا اَبُو مُوْسٰى السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ هٰذَا الْاَشْعَرِىُّ ثُمَّ انْصَرَفَ فَقَالَ رُدُّوا عَلَىَّ رُدُّوا عَلَىَّ فَجَاءَ فَقَالَ يَا اَبَا مُوْسٰى مَارَدَّكَ كُنَّا فِى شُغْلٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ الْاِسْتِيْذَانُ ثَلاَثٌ فَاِنْ اُذِنَ لَكَ وَاِلاَّ فَارْجِعْ قَالَ لَتَأْتِيَنِّى عَلَى هٰذَا بِبَيِّنَةٍ وَاِلاَّ فَعَلْتُ وَفَعَلْتُ فَذَهَبَ اَبُو مُوْسٰى قَالَ عُمَرُ اِنْ وَجَدَ بَيِّنَةً تَجِدُوْهُ عِنْدَ الْمِنْبَرِ عَشِيَّةً وَ اِنْ لَمْ يَجِدْ بَيِّنَةً فَلَمْ تَجِدُوْهُ فَلَمَّا اَنْ جَاءَ بِالْعَشِيِّ وَجَدُوْهُ قَالَ يَا اَبَا مُوْسٰى مَا تَقُوْلُ أَقَدْ وَجَدْتَ قَالَ نَعَمْ أُبَىَّ بْنَ كَعْبٍ قَالَ عَدْلٌ قَالَ يَا اَبَا الطُّفَيْلِ مَا يَقُوْلُ هٰذَا قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ ذٰلِكَ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ فَلاَ تَكُوْنَنَّ عَذَابًا عَلَى اَصْحَابِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ سُبْحَانَ اللّٰهِ اِنَّمَا سَمِعْتُ شَيْئًا فَاَحْبَبْتُ اَنْ اَتَثَبَّتَ -

৫৪৪৮. হুসায়ন ইব্ন হুরায়স আবূ আম্মার (র)...... আবূ বুরদা (রা) সূত্রে আবূ মূসা আশআরী (রা) থেকে বর্ণিত। আবূ বুরদা (র) বলেন, আবূ মূসা (রা) উমর ইব্ন খাত্তাব (রা)-এর কাছে (বাড়ির দরজায়) এসে বললেন,

আস্‌সালামু আলাইকুম- এ (আমি) আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন কায়স। কিন্তু তিনি তাঁকে অনুমতি দিলেন না। তখন (আবার) বললেন, আস্‌সালামু আলাইকুম-এই যে, আবূ মূসা। আস্‌সালামু আলাইকুম-এই যে আশআরী। এরপর (জবাব না পেয়ে) তিনি ফিরে গেলেন। তখন উমর (রা) বললেন, (তাকে) আমার কাছে ফিরিয়ে আন, আমার কাছে ফিরিয়ে আন। ফিরে এলে তিনি বললেন, কিসে তোমাকে ফিরিয়ে দিল, হে আবূ মূসা? আমরা কোন কাজে ব্যস্ত ছিলাম। তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে আমি বলতে শুনেছি 'অনুমতি চাওয়া তিনবার।' এতে তোমাকে অনুমতি দেওয়া হলে (ভাল) অন্যথায় ফিরে যাও। উমার (রা) বললেন, এ বিষয়ে অবশ্যই তুমি আমার কাছে প্রমাণ নিয়ে আসবে। অন্যথায় আমি এমন করব তেমন করব, (শাস্তি দিব)। তখন আবূ মূসা (রা) চলে গেলেন। উমর (রা) বললেন, প্রমাণ সংগ্রহ করতে পারলে, বিকালে তাকে তোমরা মিম্বারের কাছে দেখতে পাবে, আর যদি প্রমাণ না পায়, তা হলে তোমরা তাকে দেখতে পাবে না। বিকালে তিনি এলে তাঁরা তাঁকে (মিম্বারের কাছে) দেখতে পেল। উমর (রা) বললেন, হে আবূ মূসা! কি বলছ ? প্রমাণ পেয়েছ ? তিনি বললেন, হ্যাঁ উবাই ইব্‌ন কা'ব! তিনি বললেন, ইনি বিশ্বস্ত! (তখন উবাই ইব্‌ন কা'ব (রা)-কে লক্ষ্য করে বললেন :) হে আবূ তুফায়ল![1] ইনি কী বলেন ? তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে এরূপ বলতে আমি শুনেছি। হে ইব্‌ন খাত্তাব! আপনি কখনো রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সাহাবিগণের জন্য আযাব স্বরূপ হয়ে পড়বেন না। তিনি বললেন, সুব্‌হানাল্লাহ্! (আমি তা কখনো চাই না)। আমি তো একটি বিষয় শোনার পর সে সম্পর্কে সুনিশ্চিত হওয়া পসন্দ করেছি।

٥٤٤٩- وَحَدَّثَنَاهُ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ اَبَانٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ هَاشِمٍ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ يَحْيَى بِهٰذَا الْاِسْنَادِ غَيْرَ اَنَّهُ قَالَ فَقَالَ يَا اَبَا الْمُنْذِرِ اَأَنْتَ سَمِعْتَ هٰذَا مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ نَعَمْ فَلَا تَكُنْ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ عَذَابًا عَلَى اَصْحَابِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَلَمْ يَذْكُرْ مِنْ قَوْلِ عُمَرَ سُبْحَانَ اللّٰهِ وَمَا بَعْدَهُ -

৫৪৪৯. আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন আবান (র)...... তাল্‌হা ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া (র) থেকে এ সনদে রিওয়ায়াত করেছেন। তবে তিনি বলেছেন, উমর (রা) (উবাইকে লক্ষ্য করে) বললেন, হে আবুল মুন্‌যির[2] আপনি কি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে একথা শুনেছেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ। তবে, হে ইব্‌ন খাত্তাব! আপনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সাহাবীদের জন্য আযাব স্বরূপ হবেন না। কিন্তু এ রাবী উমর (রা)-এর সুবহানাল্লাহ্ ও পরবর্তী উক্তি উল্লেখ করেননি।

٩- بَابُ كَرَاهَةِ قَوْلِ الْمُسْتَأْذِنِ اَنَا اِذَا قِيلَ مَنْ هٰذَا

৯. পরিচ্ছেদ : অনুমতিপ্রার্থীকে 'এ কে' জিজ্ঞাসা করা হলে 'আমি' বলে জবাব দেওয়া মাকরূহ

٥٤٥٠- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ نُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ اِدْرِيْسَ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ اَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَدَعَوْتُ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَنْ هٰذَا قُلْتُ اَنَا قَالَ فَخَرَجَ وَهُوَ يَقُوْلُ اَنَا اَنَا-

---

১. আবূ তুফায়ল উবাই ইব্‌ন কা'ব (রা)-এর একটি কুনিয়াত।

২. আবুল মুন্‌যির উবাই ইব্‌ন কা'ব (রা)-এর আর একটি 'কুনিয়াত'।

৫৪৫০. মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন নুমায়র (র)...... জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ-এর কাছে এসে তাঁকে ডাকলাম। নবী ﷺ জিজ্ঞাসা করলেন, 'এ কে'? আমি বললাম, 'আমি'। রাবী [জাবির (রা)] বলেন, তখন তিনি বের হয়ে এলেন এবং বলছিলেন, 'আমি'! 'আমি'!!

٥٤٥١- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ وَاللَّفْظُ لأَبِى بَكْرٍ قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا وَقَالَ أَبُوْ بَكْرٍ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ اسْتَأْذَنْتُ عَلَى النَّبِىِّ ﷺ فَقَالَ مَنْ هٰذَا فَقُلْتُ أَنَا فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ أَنَا أَنَا-

৫৪৫১. ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন ইয়াহ্ইয়া ও আবূ বকর ইব্‌ন আবূ শায়বা (র)...... জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ-এর কাছে অনুমতি চাইলাম। তিনি বললেন, 'এ কে' ? আমি বললাম, 'আমি'। তখন নবী ﷺ বললেন, আমি! আমি!!

٥٤٥٢- وَحَدَّثَنَاهُ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ أَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ وَأَبُوْ عَامِرٍ الْعَقَدِىُّ ح قَالَ وَحَدَّثَنِىْ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى قَالَ حَدَّثَنِىْ وَهْبُ ابْنُ جَرِيْرٍ ح قَالَ وَحَدَّثَنِىْ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ بِشْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا بَهْزٌ كُلُّهُمْ عَنْ شُعْبَةَ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ وَفِىْ حَدِيْثِهِمْ كَأَنَّهُ كَرِهَ ذٰلِكَ-

৫৪৫২. ইসহাক ইব্‌ন ইবরাহীম, মুহাম্মদ ইব্‌ন মুসান্না ও আবদুর রাহমান ইব্‌ন বিশ্‌র (র) সকলেই শু'বা (র) সূত্রে উক্ত সনদে হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন। তবে তাঁদের বর্ণিত হাদীসে রয়েছে, তিনি যেন তা ('আমি' 'আমি' বলা) অপসন্দ করলেন।

١٠- بَابُ تَحْرِيْمِ النَّظَرِ فِى بَيْتِ غَيْرِهِ-

১০. পরিচ্ছেদ : অন্যের ঘরের ভিতরে উঁকি দেওয়া হারাম

٥٤٥٣- وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَمُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ قَالاَ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ وَاللَّفْظُ لِيَحْيَى ح قَالَ وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ السَّاعِدِىَّ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَجُلاً اطَّلَعَ فِىْ جُحْرٍ فِى بَابِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَمَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مِدْرًى يَحُكُّ بِهِ رَأْسَهُ فَلَمَّا رَآهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لَوْ أَعْلَمُ أَنَّكَ تَنْظُرُنِىْ لَطَعَنْتُ بِهِ فِىْ عَيْنِكَ وَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِنَّمَا جُعِلَ الْإِذْنُ مِنْ أَجْلِ الْبَصَرِ-

৫৪৫৩. ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন ইয়াহ্ইয়া, মুহাম্মদ ইব্‌ন রুম্হ্ ও কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ (র)...... সাহ্ল ইব্‌ন সা'দ আস-সাঈদী (রা) থেকে বর্ণিত যে, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর দরজার একটি ছিদ্র দিয়ে তাকাল। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে একটি চিরুনি ছিল, যা দিয়ে তিনি তাঁর মাথা চুলকাচ্ছিলেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাকে বললেন : আমি যদি জানতাম যে, তুমি আমাকে দেখ্ছ, (উঁকি দিচ্ছ) তা হলে অবশ্যই তা দিয়ে তোমার চোখে আঘাত করতাম। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আরও বললেন : চোখের কারণেই (দৃষ্টির) তো অনুমতির (বিধান) করা হয়েছে।

٥٤٥٤- وَحَدَّثَنِيْ حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيٰى قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِيْ يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ اَنَّ سَهْلَ ابْنَ سَعْدٍ الْاَنْصَارِيَّ اَخْبَرَهُ اَنَّ رَجُلاً اَطَّلَعَ مِنْ جُحْرٍ فِيْ بَابِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَمَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مِدْرًى يُرَجِّلُ بِهِ رَأْسَهُ فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَوْ اَعْلَمُ اَنَّكَ تَنْظُرُ طَعَنْتُ بِهِ فِيْ عَيْنِكَ اِنَّمَا جَعَلَ اللّٰهُ الْاِذْنَ مِنْ اَجْلِ الْبَصَرِ-

৫৪৫৪. হারমালা ইব্ন ইয়াহ্ইয়া (র)...... ইব্ন শিহাব (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, সাহ্ল ইব্ন সা'দ আনসারী (রা) তাঁকে বলেছেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর দরজার একটি ছিদ্র দিয়ে তাকাল। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর হাতে একটি চিরুনি ছিল, যা দিয়ে তিনি তাঁর মাথা আঁচড়চ্ছিলেন। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাকে বললেন, আমি যদি জানতাম যে, তুমি দেখছ, তাহলে এটা দিয়ে তোমার চোখে আঘাত করতাম। চোখের কারণেই আল্লাহ্ অনুমতি নেয়ার বিধান করেছেন।

٥٤٥٥- وَحَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ وَعَمْرٌو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَابْنُ اَبِيْ عُمَرَ قَالُوْا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا اَبُوْ كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ كِلاَهُمَا عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَ حَدِيْثِ اللَّيْثِ وَيُوْنُسَ-

৫৪৫৫. আবূ বকর ইব্ন আবূ শায়বা, আমর আন-নাকিদ, যুহায়র ইব্ন হার্ব, ইব্ন আবূ উমর ও আবূ কামিল জাহ্দারী (র)...... সাহ্ল ইব্ন সা'দ (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে লায়স (র) ও ইউনুস (র) বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন।

٥٤٥٦- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيٰى وَاَبُوْ كَامِلٍ فُضَيْلُ بْنُ حُسَيْنٍ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ وَاللَّفْظُ لِيَحْيٰى وَاَبِيْ كَامِلٍ قَالَ يَحْيٰى قَالَ اَخْبَرَنَا وَقَالَ الْاٰخَرَانِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِيْ بَكْرٍ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّ رَجُلاً اطَّلَعَ مِنْ بَعْضِ حُجَرِ النَّبِيِّ ﷺ فَقَامَ اِلَيْهِ بِمِشْقَصٍ اَوْ مَشَاقِصَ فَكَاَنِّيْ اَنْظُرُ اِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ يَخْتِلُهُ لِيَطْعَنَهُ-

৫৪৫৬. ইয়াহ্ইয়া ইব্ন ইয়াহ্ইয়া, আবূ কামিল ফুযায়ল ইব্ন হুসায়ন ও কুতায়বা ইব্ন সাঈদ (র)...... আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত যে, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কোন হুজরার অভ্যন্তরে তাকাল। তিনি তখন তাকে লক্ষ্য করে একটি তীরের ফলক কিংবা রাবীর সন্দেহ কয়েকটি ফলক নিয়ে দাঁড়ালেন। আমি যেন (এখনও ঐ দৃশ্য) দেখছি যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাকে আঘাত করার উদ্দেশ্যে তার অসতর্কতার অবকাশ খুঁজছেন।

٥٤٥٧- حَدَّثَنِيْ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنِ اطَّلَعَ فِيْ بَيْتِ قَوْمٍ بِغَيْرِ اِذْنِهِمْ فَقَدْ حَلَّ لَهُمْ اَنْ يَفْقَؤُوْا عَيْنَهُ-

৫৪৫৭. যুহায়র ইব্ন হার্ব (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন : যে, ব্যক্তি কোন কাওমের ঘরে তাদের অনুমতি ব্যতিরেকে উঁকি-ঝুঁকি মারে, তা হলে তার চোখ ফুঁড়ে দেওয়া তাদের জন্য বৈধ হয়।

٥٤٥٨- حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِى عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ اَبِى الزِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لَوْ اَنَّ رَجُلاً اطَّلَعَ عَلَيْكَ بِغَيْرِ اِذْنٍ فَخَذَفْتَهُ بِحَصَاةٍ فَفَقَأْتَ عَيْنَهُ مَا كَانَ عَلَيْكَ مِنْ جُنَاحٍ-

৫৪৫৮. ইব্ন আবূ উমর (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : কোন ব্যক্তি যদি বিনা অনুমতিতে তোমার প্রতি ঘরে উঁকি ঝুঁকি মারে, আর তুমি তাকে কংকর মেরে তার চোখ ফুঁড়ে দাও, তাহলে তোমার কোন দোষ নেই।

١١- بَابُ نَظَرِ الْفُجَاءَةِ

১১. পরিচ্ছেদ : হঠাৎ দৃষ্টি পড়া

٥٤٥٩- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعٍ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنِ اَبِى شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ عُلَيَّةَ كِلاَهُمَا عَنْ يُوْنُسَ ح قَالَ وَحَدَّثَنِى زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ اَخْبَرَنَا يُوْنُسُ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ اَبِى زُرْعَةَ عَنْ جَرِيْرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ سَأَلْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَنْ نَظَرَةِ الْفُجَاءَةِ فَاَمَرَنِى اَنْ اَصْرِفَ بَصَرِىْ-

৫৪৫৯. কুতায়বা ইব্ন সাঈদ, আবূ বকর ইব্ন আবূ শায়বা ও যুহায়র ইব্ন হার্ব (র)...... জারীর ইব্ন আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ-এর কাছে হঠাৎ দৃষ্টিপড়া সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি আমাকে নির্দেশ দিলেন, আমি যেন আমার চোখ ফিরিয়ে নিই।

٥٤٦٠- وَحَدَّثَنَا اِسْحَاقُ ابْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ اَخْبَرَنَا عَبْدُ الْاَعْلٰى وَقَالَ اِسْحَاقُ اَخْبَرَنَا وَكِيْعٌ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ كِلاَهُمَا عَنْ يُوْنُسَ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ مِثْلَهُ-

৫৪৬০. ইসহাক ইব্ন ইবরাহীম (র)...... ইউনুস (র) থেকে উল্লেখিত সনদে অনুরূপ হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

كِتَابُ السَّلَامِ

অধ্যায় : সালাম

١- بَابُ يُسَلِّمُ الرَّاكِبُ عَلَى الْمَاشِيْ وَالْقَلِيْلُ عَلَى الْكَثِيْرِ

১. পরিচ্ছেদ : আরোহী পথচারীকে এবং অল্পসংখ্যক অধিক সংখ্যককে সালাম করবে

٥٤٦١- حَدَّثَنِيْ عُقْبَةُ بْنُ مُكْرَمٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَاصِمٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ ح قَالَ وَحَدَّثَنِيْ مُحَمَّدُ بْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ حَدَّثَنَا رَوْحٌ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ اَخْبَرَنِيْ زِيَادٌ اَنَّ ثَابِتًا مَوْلَى عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ زَيْدٍ اَخْبَرَهُ اَنَّهُ سَمِعَ اَبَا هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُسَلِّمُ الرَّاكِبُ عَلَى الْمَاشِيْ وَالْمَاشِيْ عَلَى الْقَاعِدِ وَالْقَلِيْلُ عَلَى الْكَثِيْرِ-

৫৪৬১. উকবা ইব্‌ন মুকরাম ও মুহাম্মদ ইব্‌ন মারযূক (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : আরোহী ব্যক্তি পথচারীকে, পথচারী ব্যক্তি বসে থাকা ব্যক্তিকে এবং অল্প সংখ্যক লোক অধিক সংখ্যককে সালাম করবে।

٢- بَابٌ مِنْ حَقِّ الْجُلُوْسِ عَلَى الطَّرِيْقِ رَدُّ السَّلَامِ-

২. পরিচ্ছেদ : সালামের জবাব দেয়া রাস্তায় বসার অন্যতম হক

٥٤٦٢- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ قَالَ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ حَكِيْمٍ عَنْ اِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِيْ طَلْحَةَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ قَالَ اَبُوْ طَلْحَةَ كُنَّا قُعُوْدًا بِالْاَفْنِيَةِ نَتَحَدَّثُ فَجَاءَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَقَامَ عَلَيْنَا فَقَالَ مَا لَكُمْ وَلِمَجَالِسِ الصُّعُدَاتِ اجْتَنِبُوْا مَجَالِسَ الصُّعُدَاتِ فَقُلْنَا اِنَّمَا قَعَدْنَا لِغَيْرِ مَا بَأْسٍ قَعَدْنَا نَتَذَاكَرُ وَنَتَحَدَّثُ فَقَالَ اِمَّا لَا فَاَدُّوْا حَقَّهَا غَضُّ الْبَصَرِ وَرَدُّ السَّلَامِ وَحُسْنُ الْكَلَامِ-

৫৪৬২. আবূ বকর ইব্‌ন আবূ শায়বা (র)...... ইস্‌হাক ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আবূ তালহার পিতা [আবদুল্লাহ্ (রা)] থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, (আমার পিতা) আবূ তালহা (রা) বলেছেন, আমরা (বাড়ির সামনের খোলা) আংগিনায়

বসে কথাবার্তা বলছিলাম। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এলেন এবং আমাদের সামনে দাঁড়িয়ে বললেন, রাস্তা-ঘাটে বৈঠক-মজলিস করা তোমাদের অভ্যাস কেন? রাস্তাঘাটে মজলিস-বৈঠক করা তোমরা বর্জন করবে। আমরা বললাম, আমরা তো বসেছি কোনও অসুবিধা করার (মন্দ) উদ্দেশ্য নিয়ে নয়। আমরা বসে আলাপ-আলোচনা ও কথাবার্তা বলছি। তিনি বললেন, যদি তা না করে না পার, (করতেই হয়) তা হলে রাস্তার হক আদায় করবে। আর তা হলো দৃষ্টি অবনত রাখা, সালামের জবাব দেওয়া এবং উত্তম কথা বলা।

٥٤٦٣- حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ مَيْسَرَةَ عَنْ زَيْدِ ابْنِ اَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ الْخُدْرِىُّ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ اِيَّاكُمْ وَالْجُلُوْسَ بِالطُّرُقَاتِ قَالُوْا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ مَالَنَا بُدٌّ مِنْ مَجَالِسِنَا نَتَحَدَّثُ فِيْهَا قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا اَبَيْتُمْ اِلاَّ الْمَجْلِسَ فَاَعْطُوْا الطَّرِيْقَ حَقَّهُ قَالُوْا وَمَا حَقُّهُ قَالَ غَضُّ الْبَصَرِ وَكَفُّ الْاَذٰى وَرَدُّ السَّلَامِ وَالْاَمْرُ بِالْمَعْرُوْفِ وَالنَّهْىُ عَنِ الْمُنْكَرِ-

৫৪৬৩. সুওয়ায়দ ইব্‌ন সাঈদ (র) ... ... আবূ সাঈদ খুদরী (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, তোমরা রাস্তায় বসা থেকে বিরত থাকবে। তারা বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! রাস্তায় বসা ছাড়া আমাদের উপায় নেই। সেখানে আমরা কথাবার্তা বলি। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : একান্তই যদি তোমাদের বসতে হয়, তাহলে তোমরা রাস্তার হক আদায় করবে। তারা বললেন, রাস্তার হক কি? তিনি বললেন, দৃষ্টি অবনত রাখা, (কাউকে) কষ্ট দেওয়া থেকে বিরত থাকা, সালামের জবাব দেয়া এবং সৎকাজের আদেশ করা ও মন্দকাজে নিষেধ করা।

٥٤٦٤- وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيٰى قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَدَنِىُّ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ فُدَيْكٍ عَنْ هِشَامٍ يَعْنِىْ ابْنَ سَعْدٍ كِلاَهُمَا عَنْ زَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ-

৫৪৬৪. ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন ইয়াহ্ইয়া ও মুহাম্মদ ইব্‌ন রাফি' (র)...... যায়দ ইব্‌ন আসলাম (র) থেকে উক্ত সনদে হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন।

٣- بَابٌ مِنْ حَقِّ الْمُسْلِمِ لِلْمُسْلِمِ رَدُّ السَّلَامِ

৩. পরিচ্ছেদ : মুসলমানের প্রতি মুসলমানের অন্যতম হক সালামের জবাব দেয়া

٥٤٦٥- حَدَّثَنِىْ حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيٰى قَالَ اَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ ابْنِ الْمُسَيَّبِ اَنَّ اَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ خَمْسٌ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ اَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ خَمْسٌ تَجِبُ لِلْمُسْلِمِ عَلٰى اَخِيْهِ رَدُّ السَّلَامِ وَتَشْمِيْتُ

الْعَاطِسِ وَاِجَابَةُ الدَّعْوَةِ وَعِيَادَةُ الْمَرِيْضِ وَاتِّبَاعُ الْجَنَائِزِ قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ كَانَ مَعْمَرٌ يُرْسِلُ هٰذَا الْحَدِيْثَ عَنِ الزُّهْرِيِّ فَاَسْنَدَهُ مَرَّةً عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ-

৫৪৬৫. হারমালা ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : এক মুসলমানের প্রতি অপর মুসলমানের হক পাঁচটি। অন্য সূত্রে আব্‌দ ইব্‌ন হুমায়দ (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, পাঁচটি বিষয় মুসলমানের জন্য তার ভাইয়ের ব্যাপারে ওয়াজিব : ১. সালামের জবাব দেওয়া, ২. হাঁচিদাতাকে (তার اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ বলার জবাবে يَرْحَمُكَ اللّٰهُ বলে) রহমতের দু'আ করা, ৩. দাওয়াত কবূল করা, ৪. অসুস্থকে দেখতে যাওয়া এবং ৫. জানাযার সাথে গমন করা। (রাবী) আবদুর রায্‌যাক (র) বলেন, মা'মার (র) এ হাদীস যুহরী (র) থেকে মুরসাল হিসেবে বর্ণনা করতেন, একবার তিনি ইব্‌ন মুসায়্যাব (র) সূত্রে আবূ হুরায়রা (রা) থেকে পূর্ণ সনদে বর্ণনা করেছেন।

٥٤٦٦- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ اَيُّوْبَ وَقُتَيْبَةُ وَابْنُ حُجْرٍ قَالُوْا حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ سِتٌّ قِيْلَ مَا هُنَّ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ اِذَا لَقِيْتَهُ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ وَاِذَا دَعَاكَ فَاَجِبْهُ وَاِذَا اسْتَنْصَحَكَ فَانْصَحْ لَهُ وَاِذَا عَطَسَ فَحَمِدَ اللّٰهَ فَشَمِّتْهُ وَاِذَا مَرِضَ فَعُدْهُ وَاِذَا مَاتَ فَاتَّبِعْهُ-

৫৪৬৬. ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন আইউব, কুতায়বা ও ইব্‌ন হুজ্‌র (র) ...... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : মুসলমানের প্রতি মুসলমানের হক ছয়টি। জিজ্ঞাসা করা হল, সেগুলো কী, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! তিনি বললেন (সেগুলো হল) : ১. তার সঙ্গে তোমার সাক্ষাৎ হলে তাকে সালাম করবে, ২. তোমাকে দাওয়াত করলে তা তুমি গ্রহণ করবে, ৩. সে তোমার কাছে সৎ পরামর্শ চাইলে, তুমি তাকে সৎ পরামর্শ দিবে, ৪. সে হাঁচি দিয়ে اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ বললে, তার জন্য তুমি (يَرْحَمُكَ اللّٰهُ বলে) রহমতের দু'আ করবে, ৫. সে অসুস্থ হলে তার সেবা-শুশ্রূষা করবে এবং ৬. সে মারা গেলে তার (জানাযার) সঙ্গে যাবে।

٤- بَابُ النَّهْىِ عَنِ ابْتِدَاءِ اَهْلِ الْكِتَابِ بِالسَّلَامِ وَكَيْفَ يَرُدُّ عَلَيْهِمْ-

৪. পরিচ্ছেদ : আহলুল কিতাব (ইয়াহূদী-নাসারা)-কে আগে সালাম করার নিষেধাজ্ঞা এবং তাদের সালামের জবাব দেয়ার পদ্ধতি

٥٤٦٧- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيٰى قَالَ اَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ بَكْرٍ قَالَ سَمِعْتُ اَنَسًا يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ح قَالَ وَحَدَّثَنِىْ اِسْمَاعِيْلُ بْنُ سَالِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ اَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ اَبِىْ بَكْرٍ عَنْ جَدِّهِ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِذَا سَلَّمَ عَلَيْكُمْ اَهْلُ الْكِتَابِ فَقُوْلُوْا وَعَلَيْكُمْ-

৫৪৬৭. ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া ও ইসমাঈল ইব্‌ন সালিম (র)...... আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : আহলে কিতাবের কেউ তোমাদের সালাম করলে তোমরা (শুধু এতটুকু) বলবে, 'ওয়া আলাইকুম' (তোমাদের প্রতিও)।

٥٤٦٨- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُعَاذٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِىْ ح قَالَ وَحَدَّثَنِىْ يَحْيَى بْنُ حَبِيْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ يَعْنِى ابْنَ الْحَارِثِ قَالاَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى وَابْنُ بَشَّارٍ وَاللَّفْظُ لَهُمَا قَالاَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ قَتَادَةَ يُحَدِّثُ عَنْ اَنَسٍ اَنَّ اَصْحَابَ النَّبِىِّ ﷺ قَالُوْا لِلنَّبِىِّ ﷺ اِنَّ اَهْلَ الْكِتَابِ يُسَلِّمُوْنَ عَلَيْنَا فَكَيْفَ نَرُدُّ عَلَيْهِمْ قَالَ قُوْلُوْا وَعَلَيْكُمْ-

৫৪৬৮. উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন মুআয, ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন হাবীব, মুহাম্মদ ইব্‌ন মুসান্না ও ইব্‌ন বাশ্‌শার (র)...... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ-এর সাহাবিগণ নবী ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করলেন, আহলে কিতাবরা আমাদের সালাম করে থাকে, আমরা কিভাবে তাদের জবাব দিব? তিনি বললেন, তোমরা বলবে, 'ওয়া আলাইকুম।'

٥٤٦٩- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيٰى وَيَحْيَى بْنُ اَيُّوْبَ وَقُتَيْبَةُ وَابْنُ حُجْرٍ وَاللَّفْظُ لِيَحْيَى بْنِ يَحْيٰى قَالَ يَحْيٰى بْنُ يَحْيٰى اَخْبَرَنَا وَقَالَ الْاٰخَرُوْنَ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ دِيْنَارٍ اَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ الْيَهُوْدَ اِذَا سَلَّمُوْا عَلَيْكُمْ يَقُوْلُ اَحَدُهُمُ السَّامُ عَلَيْكُمْ فَقُلْ وَعَلَيْكَ-

৫৪৬৯. ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন ইয়াহ্ইয়া , ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন আইউব, কুতায়বা ও ইব্‌ন হুজ্‌র (র)...... ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : ইয়াহূদীরা যখন তোমাদের সালাম করে, তখন কেউ বলে 'আস্‌সামু আলাইকুম (তোমাদের মরণ হোক)। তখন তুমি বলবে, 'ওয়া আলাইকা' (তোমারও হোক)।

٥٤٧٠- وَحَدَّثَنِىْ زُهَيْرُ ابْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ دِيْنَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ بِمِثْلِهِ اَنَّهُ قَالَ فَقُوْلُوْا وَعَلَيْكُمْ-

৫৪৭০. যুহায়র ইব্‌ন হারব (র)...... ইব্‌ন উমর (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে অনুরূপ হাদীস রিওয়ায়াত করেন। তবে তিনি বলেছেন, তখন 'তোমরা বলবে, 'ওয়া আলাইকুম'।

٥٤٧١- وَحَدَّثَنِىْ عَمْرٌو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَاللَّفْظُ لِزُهَيْرٍ قَالاَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتِ اسْتَأْذَنَ رَهْطٌ مِنَ الْيَهُوْدِ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالُوْا السَّامُ عَلَيْكُمْ فَقَالَتْ عَائِشَةُ بَلْ عَلَيْكُمُ السَّامُ وَاللَّعْنَةُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ يَا عَائِشَةُ اِنَّ اللّٰهَ عَزَّوَجَلَّ يُحِبُّ الرِّفْقَ فِىْ الْاَمْرِ كُلِّهِ قَالَتْ أَلَمْ تَسْمَعْ مَا قَالُوْا قَالَ قَدْ قُلْتُ وَعَلَيْكُمْ-

৫৪৭১. আমর আন-নাকিদ ও যুহায়র ইব্‌ন হারব (র)...... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন একদল ইয়াহূদী রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে (সাক্ষাতের) অনুমতি চাইল। তারা তখন বলল, اَلسَّامُ عَلَيْكُمْ (তোমাদের মরণ হোক)! তখন আয়েশা (রা) বললেন, بَلْ عَلَيْكُمُ السَّامُ وَاللَّعْنَةُ (বরং তোমাদের উপরে মরণ ও অভিশাপ

বর্ষিত হোক)! তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, হে আয়েশা! আল্লাহ্ তা'আলা সব বিষয়ে উদারতা পসন্দ করেন। আয়েশা (রা) বললেন, আপনি কি তাদের উক্তি শোনেন নি? তিনি বললেন, আমিও তো বলে দিয়েছি 'ওয়া আলাইকুম' (তোমাদের উপরেও)।

٥٤٧٢- حَدَّثَنَاهُ حَسَنُ بْنُ عَلِىٍّ الْحُلْوَانِىُّ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ جَمِيْعًا عَنْ يَعْقُوْبَ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ سَعْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِىْ عَنْ صَالِحٍ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ اَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ اَخْبَرَنَا مَعْمَرُ كِلاَهُمَا عَنِ الزُّهْرِىِّ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ وَفِىْ حَدِيْثِهِمَا جَمِيْعًا قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ قَدْ قُلْتُ عَلَيْكُمْ وَلَمْ يَذْكُرُوْا الْوَاوَ-

৫৪৭২. হাসান ইব্ন আলী হুলওয়ানী ও আব্দ ইব্ন হুমায়দ, অন্য সনদে 'আব্দ ইবন হুমায়দ' (এ সমরূপে) (র)...... যুহরী (র) থেকে উল্লেখিত সনদে হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন। তবে এ দু'জনের বর্ণিত হাদীসে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : আমি তো বলেছি 'আলাইকুম' (তোমাদের উপরে) তারা 'وَ' অব্যয়টির উল্লেখ করেননি।

٥٤٧٣- وَحَدَّثَنَا اَبُوْ كُرَيْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْرُوْقٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ اَتَى النَّبِىَّ ﷺ اُنَاسٌ مِنَ الْيَهُوْدِ فَقَالُوْا السَّامُ عَلَيْكَ يَا اَبَا الْقَاسِمِ قَالَ وَعَلَيْكُمْ قَالَتْ عَائِشَةُ قُلْتُ بَلْ عَلَيْكُمُ السَّامُ وَالذَّامُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَا عَائِشَةُ لاَ تَكُوْنِىْ فَاحِشَةً فَقَالَتْ مَا سَمِعْتَ مَا قَالُوْا فَقَالَ اَوَ لَيْسَ قَدْ رَدَدْتُ عَلَيْهِمُ الَّذِىْ قَالُوْا قُلْتُ وَعَلَيْكُمْ-

৫৪৭৩. আবূ কুরায়ব (র)...... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে কয়েকজন ইয়াহূদী এল। তারা বলল- السَّامُ عَلَيْكَ يَا اَبَا الْقَاسِمِ (হে আবূ কাসিম! তোমার মরণ হোক)। তিনি বললেন, وَعَلَيْكُمْ (তোমাদের উপরেও)। আয়েশা (রা) বলেন, আমি বললাম- بَلْ عَلَيْكُمُ السَّامُ وَالذَّامُ (বরং তোমাদের মরণ ও দুর্নাম হোক।) তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, হে আয়েশা! তুমি কঠোর বাক্য প্রয়োগকারিণী হয়ো না। তিনি বললেন, তারা কি বলেছে, তা কি আপনি শোনেন নি? তিনি বললেন, তারা যা বলেছিল, তা-ই কি আমি তাদের ফিরিয়ে দেইনি? আমি বলেছি- 'ওয়া আলাইকুম' (তোমাদের উপরেও)।

٥٤٧٤- وَحَدَّثَنَاهُ اِسْحَاقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ اَخْبَرَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْاَعْمَشُ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ غَيْرَ اَنَّهُ قَالَ فَفَطِنَتْ بِهِمْ عَائِشَةُ فَسَبَّتْهُمْ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَهْ يَاعَائِشَةُ فَاِنَّ اللّٰهَ لاَ يُحِبُّ الْفُحْشَ وَالتَّفَحُّشَ وَزَادَ فَاَنْزَلَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ "وَاِذَا جَاؤُكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللّٰهُ" اِلٰى اٰخِرِ الْاٰيَةِ-

৫৪৭৪. ইসহাক ইব্ন ইবরাহীম (র)...... আ'মাশ (র) উক্ত সনদে হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন। তবে তিনি বলেছেন, আয়েশা (রা) তাদের (দুরভিসন্ধি) ধরে ফেললেন এবং তাদের গালি দিলেন। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ

বললেন, থামো, হে আয়েশা! কেননা আল্লাহ্ তা'আলা অশ্লীলতা ও অশ্লীলতার মহড়া পসন্দ করেন না। তিনি বর্ধিত রিওয়ায়াত করেছেন, তখন মহামহিমান্বিত আল্লাহ্ নাযিল করলেন : আর যখন তারা (ইয়াহূদীরা) আপনার কাছে আসে, তখন তারা আপনাকে এমন (বাক্য দ্বারা) অভিবাদন করে, যেমন (বাক্য দিয়ে) আল্লাহ্ আপনাকে অভিবাদন করেননি..... আয়াতের শেষ পর্যন্ত।

٥٤٧٥- حَدَّثَنِي هَارُوْنُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ وَحَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ قَالاَ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ اَخْبَرَنِي اَبُوْ الزُّبَيْرِ اَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ يَقُوْلُ سَلَّمَ نَاسٌ مِنْ يَهُوْدَ عَلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالُوْا السَّامُ عَلَيْكَ يَا اَبَا الْقَاسِمِ فَقَالَ وَعَلَيْكُمْ فَقَالَتْ عَائِشَةُ وَغَضِبَتْ اَلَمْ تَسْمَعْ مَا قَالُوْا قَالَ بَلٰى قَدْ سَمِعْتُ فَرَدَدْتُ عَلَيْهِمْ وَاِنَّا نُجَابُ عَلَيْهِمْ وَلاَ يُجَابُوْنَ عَلَيْنَا-

৫৪৭৫. হারূন ইব্ন আবদুল্লাহ্ ও হাজ্জাজ ইব্ন শা'ইর (র)...... জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত যে, ইয়াহূদীদের কয়েকজন লোক রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে সালাম করল। তারা বলল 'আস্‌সামু 'আলাইকা ইয়া আবাল কাসিম!' তিনি বললেন, 'ওয়া আলাইকুম!' তখন আয়েশা (রা) বললেন, তখন তিনি রেগে গিয়েছিলেন- তারা কি বলল, আপনি কি শোনেন না? তিনি বললেন হ্যাঁ, শুনেছি এবং তাদের উপর তা ফিরিয়ে দিয়েছি, আর তাদের বিরুদ্ধে আমাদের (দু'আ) কবূল হয়। অথচ আমাদের বিরুদ্ধে তাদের (দু'আ) কবূল হয় না।

٥٤٧٦- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ يَعْنِي الدَّرَاوَرْدِيَّ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لاَ تَبْدَؤُا الْيَهُوْدَ وَلاَ النَّصَارٰى بِالسَّلاَمِ فَاِذَا لَقِيْتُمْ اَحَدَهُمْ فِي طَرِيْقٍ فَاضْطَرُّوْهُ اِلٰى اَضْيَقِهِ-

৫৪৭৬. কুতায়বা ইব্ন সাঈদ (র)....... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : ইয়াহূদী ও নাসারাদের আগে সালাম দিও না। আর তাদের কাউকে পথে দেখলে তাকে তার সংকীর্ণ অংশে (চলতে) বাধ্য কর।

٥٤٧٧- وَحَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ ابْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ وَاَبُوْ كُرَيْبٍ قَالاَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ سُفْيَانَ ح قَالَ وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ كُلُّهُمْ عَنْ سُهَيْلٍ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ وَفِيْ حَدِيْثِ وَكِيْعٍ اِذَا لَقِيْتُمُ الْيَهُوْدَ وَفِيْ حَدِيْثِ ابْنِ جَعْفَرٍ عَنْ شُعْبَةَ قَالَ فِيْ اَهْلِ الْكِتَابِ وَفِيْ حَدِيْثِ جَرِيْرٍ اِذَا لَقِيْتُمُوْهُمْ وَلَمْ يُسَمِّ اَحَدًا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ-

৫৪৭৭. মুহাম্মদ ইব্ন মুসান্না, আবূ বকর ইব্ন আবূ শায়বা, আবূ কুরায়ব ও যুহায়র ইব্ন হারব (র)...... ওয়াকী' (র) বর্ণিত হাদীসে রয়েছে-'যখন তোমরা ইয়াহূদীদের দেখতে পাবে.....'। আর শু'বা (র) থেকে গৃহীত ইব্ন জা'ফর (র) বর্ণিত হাদীসে রয়েছে- 'তিনি আহলে কিতাব সম্পর্কে বলেছেন'।...... এবং জারীর (র) বর্ণিত হাদীসে রয়েছে -'যখন তোমরা তাদের দেখতে পাবে'...... তিনি মুশরিকদের কারো নাম নির্দেশ করেননি।

٥- بَابُ اسْتِحْبَابِ السَّلَامِ عَلَى الصِّبْيَانِ

৫. পরিচ্ছেদ : শিশুদের সালাম করা মুস্তাহাব

٥٤٧٨- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ اَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ عَنْ سَيَّارٍ عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ عَنْ اَنَسٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ مَرَّ عَلَى غِلْمَانٍ لَهُمْ فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ -

وَحَدَّثَنِيْهِ اِسْمَاعِيْلُ بْنُ سَالِمٍ قَالَ اَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ قَالَ اَخْبَرَنَا سَيَّارٌ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ-

৫৪৭৮. ইয়াহ্ইয়া ইব্ন ইয়াহ্ইয়া (র)...... আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ কিশোরদের কাছ দিয়ে (পথ) অতিক্রম করলেন, তখন তিনি তাদের সালাম করলেন।

ইসমাঈল ইব্ন সালিম (র)...... সাইয়ার (র) সূত্রে উল্লিখিত সনদে হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন।

٥٤٧٩- وَحَدَّثَنِيْ عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيْدِ قَالاَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَيَّارٍ قَالَ كُنْتُ اَمْشِيْ مَعَ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ فَمَرَّ بِصِبْيَانٍ فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ وَحَدَّثَ ثَابِتٌ اَنَّهُ كَانَ يَمْشِيْ مَعَ اَنَسٍ فَمَرَّ بِصِبْيَانٍ فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ وَحَدَّثَ اَنَسٌ اَنَّهُ كَانَ يَمْشِيْ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَمَرَّ بِصِبْيَانٍ فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ-

৫৪৭৯. আমর ইব্ন আলী ও মুহাম্মদ ইব্ন ওয়ালীদ (র)...... সাইয়্যার (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি সাবিত বুনানী (র)-এর সঙ্গে হেঁটে পথ চলছিলাম। তিনি একদল বালকের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় তাদের সালাম করলেন এবং (তখন) সাবিত (র) হাদীস রিওয়ায়াত করলেন যে, তিনি আনাস (রা)-এর সঙ্গে হেঁটে পথ চলছিলেন। তিনি (আনাস) একদল বালকের পাশ দিয়ে গেলেন এবং তাদের সালাম করলেন এবং আনাস (রা) হাদীস বর্ণনা করেন যে, তিনি (একবার) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সঙ্গে হেঁটে পথ চলছিলেন, তিনি (নবী ﷺ) বালকদের কাছ দিয়ে চললেন এবং তাদের সালাম করলেন।

٦- بَا جَوَازِ جَعْلِ الْاِذْنِ رَفْعَ حِجَابٍ اَوْ نَحْوَهُ مِنَ الْعَلَامَاتِ-

৬. পরিচ্ছেদ : পর্দা তুলে দেওয়া কিংবা এরূপ অন্য কোন আলামতকে 'অনুমতি' সাব্যস্ত করা জায়েয

٥٤٨٠- حَدَّثَنَا اَبُوْ كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ كِلَاهُمَا عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ وَاللَّفْظُ لِقُتَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عُبَيْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ سُوَيْدٍ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ يَزِيْدَ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ مَسْعُوْدٍ يَقُوْلُ قَالَ لِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذْنُكَ عَلَيَّ اَنْ يُرْفَعَ الْحِجَابُ وَاَنْ تَسْمَعَ سِوَادِيْ حَتَّى اَنْهَاكَ-

৫৪৮০. আবূ কামিল জাহ্দারী ও কুতায়বা ইব্ন সাঈদ (র)...... ইব্ন মাসঊদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন. রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাকে বললেন, আমার কাছে তোমার জন্য প্রবেশের অনুমতি হল পর্দা তুলে রাখা এবং (হুজরায়) আমার আলাপচারিতা শুনতে পাওয়া। যতক্ষণ না আমি তোমাকে নিষেধ করি।

٥٤٨١- وَحَدَّثَنَاهُ اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِى شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ نُمَيْرٍ وَاِسْحَاقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ اِسْحَاقُ اَخْبَرَنَا وَقَالَ الْاٰخَرَانِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ اِدْرِيْسَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللّٰهِ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ مِثْلَهُ-

৫৪৮১. আবূ বকর ইব্‌ন আবূ শায়বা, মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন নুমায়র ও ইসহাক ইব্‌ন ইবরাহীম (র)...... হাসান ইব্‌ন উবায়দুল্লাহ্ (র) থেকে উল্লেখিত সনদে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন।

٧- بَابُ اِبَاحَةِ الْخُرُوْجُ لِلنِّسَاءِ لِقَضَاءِ حَاجَةِ الاِنْسَانِ-

৭. পরিচ্ছেদ : মানুষের প্রাকৃতিক প্রয়োজন পূরণের জন্য স্ত্রীলোকের বাইরে যাওয়ার বৈধতা

٥٤٨٢- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ ابْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ وَاَبُوْ كُرَيْبٍ قَالاَ حَدَّثَنَا اَبُوْ اُسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ خَرَجَتْ سَوْدَةُ بَعْدَ مَا ضُرِبَ عَلَيْهَا الْحِجَابُ لِتَقْضِىَ حَاجَتَهَا وَكَانَتِ امْرَأَةً جَسِيْمَةً تَفْرَعُ النِّسَاءَ جِسْمًا لاَ تُخْفٰى عَلٰى مَنْ يَعْرِفُهَا فَرَاٰهَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَقَالَ يَاسَوْدَةُ وَاللّٰهِ مَا تَخْفَيْنَ عَلَيْنَا فَانْظُرِىْ كَيْفَ تَخْرُجِيْنَ قَالَتْ فَانْكَفَأَتْ رَاجِعَةً وَرَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِىْ بَيْتِىْ وَاِنَّهُ لَيَتَعَشّٰى وَفِىْ يَدِهِ عَرْقٌ فَدَخَلَتْ فَقَالَتْ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اِنِّىْ خَرَجْتُ فَقَالَ لِىْ عُمَرُ كَذَا وَكَذَا قَالَتْ فَاَوْحَى اللّٰهُ اِلَيْهِ ثُمَّ رُفِعَ عَنْهُ وَاِنَّ الْعَرْقَ فِىْ يَدِهِ مَا وَضَعَهُ فَقَالَ اِنَّهُ قَدْ اُذِنَ لَكُنَّ اَنْ تَخْرُجْنَ لِحَاجَتِكُنَّ وَفِىْ رِوَايَةِ اَبِىْ بَكْرٍ يَفْرَعُ النِّسَاءَ جِسْمُهَا زَادَ اَبُوْ بَكْرٍ فِىْ حَدِيْثِهِ فَقَالَ هِشَامٌ يَعْنِى الْبَرَازَ-

৫৪৮২. আবূ বকর ইব্‌ন আবূ শায়বা ও আবূ কুরায়ব (র)...... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, (আমাদের উপরে) পর্দার বিধান আরোপের পর সাওদা (রা) তার প্রাকৃতিক প্রয়োজনে বের হলেন তিনি ছিলেন স্থূলদেহী, দেহাকৃতিতে উচ্চতায় তিনি নারীদের উর্ধ্বে থাকতেন; যারা তাঁকে চিনে, তাদের কাছে নিজেকে লুকাতে পারতেন না। তখন উমর ইবনুল খাত্তাব (রা) তাকে দেখতে পেয়ে বললেন, হে সাওদা! আল্লাহ্‌র কসম! তুমি আমাদের কাছে লুকাতে পারবে না। ভেবে দেখ, কেমন করে তুমি বের হচ্ছে? আয়েশা (রা) বলেন, একথা শুনে তিনি উল্টা ফিরে এলেন। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমার ঘরে ছিলেন এবং রাতের খাবার গ্রহণ করছিলেন। তাঁর হাতে তখন অল্প গোশতযুক্ত একখানা হাড় ছিল। সাওদা (রা) ঢুকে পড়ে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি বের হয়েছিলাম, উমর আমাকে এই এই কথা বলেছে। আয়েশা (রা) বলেন, তখন আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর প্রতি ওয়াহী নাযিল করেন। তারপর তাঁর উপর থেকে (ওহীর) অবস্থার অবসান হয়। আর তখনও হাড়টি তাঁর হাতে ছিল, তা তিনি রেখে দেননি। তখন তিনি বললেন : তোমাদের প্রয়োজনে বের হওয়ার অনুমতি দেওয়া হয়েছে (এ বর্ণনা আবূ কুরায়ব-এর)। আর আবূ বকর (র) বর্ণিত রিওয়ায়াতে রয়েছে, "তাঁর দেহ মহিলাদের উর্ধ্বে থাকত।" আবূ বকর (র) তাঁর বর্ণিত হাদীসে অধিক রিওয়ায়াত করেছেন যে, রাবী হিশাম (র) বলেছেন (اَلْحَاجَةِ 'প্রয়োজন') অর্থাৎ পায়খানার হাজত।

٥٤٨٣- وَحَدَّثَنَاهُ اَبُوْ كُرَيْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ وَقَالَ وَكَانَتِ امْرَأَةً يَفْرَعُ النَّاسَ جِسْمُهَا قَالَ وَاِنَّهُ لَيَتَعَشّٰى-

وَحَدَّثَنِيْهِ سُوَيْدُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ هِشَامٍ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ-

৫৪৮৩. আবূ কুরায়ব (র)...... হিশাম (র) থেকে উল্লেখিত সনদে হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন, তিনি বলেছেন, 'তিনি ছিলেন এমন এক মহিলা, যার দেহ লোকদের উর্ধ্বে থাকত। তিনি (আরও) বলেছেন, আর তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ রাতের আহার গ্রহণ করছিলেন।

সুওয়ায়দ ইব্‌ন সাঈদ (র)...... হিশাম (র) থেকে উল্লেখিত সনদে এ হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন।

٥٤٨٤- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ قَالَ حَدَّثَنِىْ اَبِىْ عَنْ جَدِّىْ قَالَ حَدَّثَنِىْ عُقَيْلُ ابْنُ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ اَزْوَاجَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ كُنَّ يَخْرُجْنَ بِلَيْلٍ اِذَا تَبَرَّزْنَ اِلَى الْمَنَاصِعِ وَهُوَ صَعِيْدٌ اَفْيَحُ وَكَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَقُوْلُ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَحْجُبْ نِسَاءَكَ فَلَمْ يَكُنْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَفْعَلُ فَخَرَجَتْ سَوْدَةُ بِنْتُ زَمْعَةَ زَوْجُ النَّبِىِّ ﷺ لَيْلَةً مِنَ اللَّيَالِىْ عِشَاءً وَكَانَتِ امْرَأَةً طَوِيْلَةً فَنَادَاهَا عُمَرُ اَلاَ قَدْ عَرَفْنَاكِ يَا سَوْدَةُ حِرْصًا عَلَى اَنْ يَنْزِلَ الْحِجَابُ قَالَتْ عَائِشَةُ فَاَنْزَلَ اللّٰهُ الْحِجَابَ-

৫৪৮৪. আবদুল মালিক ইব্‌ন শুআয়ব ইব্‌ন লায়ছ (র)...... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর স্ত্রীগণ প্রকৃতির ডাকে সাড়া দেওয়ার সময় রাতের বেলা 'মানাসি'-এর দিকে বেরিয়ে যেতেন। المناصع (মানাসি) হল প্রশস্ত ময়দান। ওদিকে উমর ইব্‌ন খাত্তাব (রা) রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতেন, আপনার স্ত্রীগণের প্রতি পর্দা বিধান করুন। কিন্তু রাসূলুল্লাহ ﷺ তা করেননি। কোন এক রাতে ইশার সময় নবী ﷺ-এর স্ত্রী সাওদা বিন্‌ত যাম'আ (রা) বের হলেন। তিনি ছিলেন দীর্ঘাঙ্গী মহিলা। উমর (রা) তাঁকে ডাক দিয়ে বললেন, হে সাওদা! আমরা তোমাকে চিনে ফেলেছি। পর্দার বিধান নাযিল হওয়ার প্রতি প্রবল আকাঙ্ক্ষায় (তিনি এরূপ করলেন)। আয়েশা (রা) বলেন, তখন আল্লাহ্ তা'আলা পর্দা-বিধি নাযিল করলেন।

٥٤٨٥- حَدَّثَنَا عَمْرُو النَّاقِدُ قَالَ حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ سَعْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِىْ عَنْ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ نَحْوَهُ-

৫৪৮৫. আমর আন-নাকিদ (র)...... ইব্‌ন শিহাব (র) থেকে উল্লেখিত সনদে হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন।

٨- بَابُ تَحْرِيْمِ الْخَلْوَةِ بِالْاَجْنَبِيَّةِ وَالدُّخُوْلِ عَلَيْهَا

৮. পরিচ্ছেদ : নির্জনে অনাত্মীয়া[১] স্ত্রীলোকের কাছে অবস্থান করা এবং তার কাছে প্রবেশ করা হারাম

٥٤٨٦- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيٰى وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ يَحْيَى اَخْبَرَنَا وَقَالَ ابْنُ حُجْرٍ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا بْنُ الصَّبَّاحِ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالاَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ

১. যে নারীর সাথে কোন পুরুষের বিবাহ বন্ধন স্থায়ীভাবে অবৈধ নয়, ইসলামী পরিভাষায় সে নারীকে ঐ পুরুষের জন্য আজনাবিয়াহ তথা অনাত্মীয়া বলা হয়।

اَخْبَرَنَا اَبُوْ الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلاَ لاَ يَبِيْتَنَّ رَجُلٌ عِنْدَ امْرَاَةٍ ثَيِّبٍ اِلاَّ اَنْ يَكُوْنَ نَاكِحًا اَوْ ذَا مَحْرَمٍ-

৫৪৮৬. ইয়াহ্ইয়া ইব্ন ইয়াহ্ইয়া, আলী ইব্ন হুজ্র, ইব্ন সাব্বাহ্ ও যুহায়র ইব্ন হার্ব (র)...... জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : সাবধান! কোন পুরুষ কোন প্রাপ্ত বয়স্কা নারীর কাছে কিছুতেই রাত যাপন করবে না; তবে যদি সে তার স্বামী হয় অথবা মাহ্রাম হয়।

٥٤٨٧- وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا لَيْثٌ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ قَالَ اَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ اَبِىْ حَبِيْبٍ عَنْ اَبِى الْخَيْرِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِيَّاكُمْ وَالدُّخُوْلَ عَلَى النِّسَاءِ فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْاَنْصَارِ يَا رَسُوْلَ اِللّٰهِ أفَرَاَيْتَ الحَموَ قَالَ الْحَمْوُ الْمَوْتُ-

৫৪৮৭. কুতায়বা ইব্ন সাঈদ ও মুহাম্মদ ইব্ন রুম্হ্ (র)...... উকবা ইব্ন আমির (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : সাবধান! স্ত্রীলোকদের (আজনাবিয়াহ্) কাছে তোমরা প্রবেশ করবে না। তখন আনসারীদের এক ব্যক্তি বলল, দেবর সম্বন্ধে আপনার কি অভিমত? তিনি বললেন, দেবর তো মৃত্যু তুল্য।

٥٤٨٨- حَدَّثَنِىْ اَبُوْ الطَّاهِرِ قَالَ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ وَهْبٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ وَاللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ وَحَيْوَةَ بْنِ شُرَيْحٍ وَغَيْرِهِمْ اَنَّ يَزِيْدَ بْنَ اَبِىْ حَبِيْبٍ حَدَّثَهُمْ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ مِثْلَهُ-

৫৪৮৮. আবূ তাহির (র)...... ইয়াযীদ ইব্ন আবূ হাবীব (র) থেকে উল্লেখিত সনদে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

٥٤٨٩- وَحَدَّثَنِىْ اَبُو الطَّاهِرَ قَالَ اَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ وَسَمِعْتُ اللَّيْثَ بْنَ سَعْدٍ يَقُوْلُ الْحَمْوُ اَخُوَ الزَّوْجِ وَمَا اَشْبَهَهُ مِنْ اَقَارِبِ الزَّوْجِ ابْنُ الْعَمِّ وَنَحْوُهُ-

৫৪৮৯. আবূ তাহির (র)...... ইব্ন ওয়াহ্ব (র) বলেন, লায়ছ ইব্ন সাদ (র)-কে আমি বলতে শুনেছি যে, الحمو। শব্দের অর্থ স্বামীর ভাই (দেবর-ভাশুর) এবং স্বামীর আত্মীয়দের মাঝে তার (স্বামীর ভাইয়ের) সমপর্যায়ের চাচাত ভাই প্রভৃতি।

٥٤٩٠- وَحَدَّثَنَا هَارُوْنُ بْنُ مَعْرُوْفٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ وَهْبٍ اَخْبَرَنِىْ عَمْرٌو ح قَالَ وَحَدَّثَنِىْ اَبُو الطَّاهِرِ قَالَ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ وَهْبٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ اَنَّ بَكْرَ بْنَ سَوَادَةَ حَدَّثَنِىْ اَنَّ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ جُبَيْرٍ حَدَّثَهُ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عَمْرِو ابْنِ الْعَاصِ حَدَّثَهُ اَنَّ نَفَرًا مِنْ بَنِىْ هَاشِمٍ دَخَلُوْا عَلَى اَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ فَدَخَلَ اَبُوْ بَكْرٍ الصِّدِّيْقُ وَهِىَ تَحْتَهُ يَوْمَئِذٍ فَرَاٰهُمْ فَكَرِهَ ذٰلِكَ فَذَكَرَ ذٰلِكَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَقَالَ لَمْ اَرَ اِلاَّ خَيْرًا فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ اللّٰهَ قَدْ بَرَّاَهَا مِنْ

رِسْلِكُمَا اِنَّهَا صَفِيَّةُ بِنْتُ حُيَىٍّ فَقَالاَ سُبْحَانَ اللّٰهِ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ اِنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِى مِنَ الْاِنْسَانِ مَجْرَى الدَّمِ وَاِنِّى خَشِيْتُ اَنْ يَقْذِفَ فِى قُلُوْبِكُمَا شَرًّا اَوْ قَالَ شَيْئًا *

৫৪৯২. ইসহাক ইব্‌ন ইবরাহীম ও আব্‌দ ইব্‌ন হুমায়দ (রা) (শব্দ বর্ণনায় তারা উভয়ে কাছাকাছি)...... সাফিয়্যা বিন্‌ত হুয়াই (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ই'তিকাফরত অবস্থায় ছিলেন। আমি রাতের বেলা তাঁর সঙ্গে সাক্ষাত করতে এলাম। (কিছু সময়) তাঁর সঙ্গে কথা বললাম, তারপর ফিরে যাওয়ার জন্য উঠে দাঁড়ালাম। তিনিও আমাকে এগিয়ে দেওয়ার জন্য আমার সাথে উঠে দাঁড়ালেন। (রাবী বলেন,) তখন তাঁর [সাফিয়্যা (রা)-এর] বাসস্থান ছিল উসামা ইব্‌ন যায়দ (রা)-এর বাড়িতে। তখন (সেখানে দিয়ে) আনসারী দুই ব্যক্তি যাচ্ছিল। তারা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে (এক মহিলার সাথে) দেখতে পেয়ে দ্রুত যেতে লাগল। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন: তোমরা ধীরে ধীরে চল। এ কিন্তু সাফিয়্যা বিন্‌ত হুয়াই (আমার স্ত্রী)। তারা দু'জন বলল, সুব্‌হানাল্লাহ্! ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (আমরা তো কিছু মনে করিনি)! তিনি বললেন : শয়তান মানুষের শিরায় শিরায় চলাচল করে। আর আমি শংকিত হলাম যে, সে তোমাদের উভয়ের অন্তরে কোন কুধারণা কিংবা (বর্ণনা সন্দেহ) এ জাতীয় কোন কিছু সৃষ্টি করতে পারে।

٥٤٩٣- وَحَدَّثَنِيْهِ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الدَّارِمِىُّ قَالَ اَخْبَرَنَا اَبُو الْيَمَانِ قَالَ اَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِىِّ قَالَ اَخْبَرَنَا عَلِىُّ بْنُ حُسَيْنٍ اَنَّ صَفِيَّةَ زَوْجَ النَّبِىِّ ﷺ اَخْبَرَتْهُ اَنَّهَا جَاءَتْ اِلَى النَّبِىِّ ﷺ تَزُوْرُهُ فِى اِعْتِكَافِهِ فِى الْمَسْجِدِ فِى الْعَشْرِ الْاَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ فَتَحَدَّثَتْ عِنْدَهُ سَاعَةً ثُمَّ قَامَتْ تَنْقَلِبُ وَقَامَ النَّبِىُّ ﷺ يَقْلِبُهَا ثُمَّ ذَكَرَ بِمَعْنَى حَدِيْثِ مَعْمَرٍ غَيْرَ اَنَّهُ قَالَ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ اِنَّ الشَّيْطَانَ يَبْلُغُ مِنَ الْاِنْسَانِ مَبْلَغَ الدَّمِ وَلَمْ يَقُلْ يَجْرِى-

৫৪৯৩. আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আবদুর রহমান আদ্-দারিমী (র)...... আলী ইব্‌ন হুসায়ন (র) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সহধর্মিণী সাফিয়্যা (রা) তার কাছে বর্ণনা করেছেন যে, রমযানের শেষ দশকে মসজিদে (নববীতে) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর ই'তিকাফকালে তিনি তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গেলেন। তিনি তাঁর সঙ্গে কিছু সময় কথাবার্তা বললেন, এরপর ফিরে যাওয়ার জন্য উঠে দাঁড়ালেন। নবী ﷺ-ও তাঁকে এগিয়ে দিতে উঠে দাঁড়ালেন.......। এরপর (পূর্ববর্তী হাদীসের রাবী) মা'মার (র) বর্ণিত হাদীসের মর্মানুযায়ী হাদীস উল্লেখ করেছেন। তবে তিনি বলেছেন, নবী ﷺ বললেন : শয়তান মানুষের রক্ত প্রবাহের শিরায় শিরায় পৌঁছে যায়। ('চলে') 'প্রবাহিত হয়' বলেননি (বরং তিনি এ রিওয়ায়াত يَبْلُغُ مَبْلَغَ الدَّمِ বলেছেন, তিনি يَجْرِى বলেননি।

١٠- بَابُ مَنْ اَتَى مَجْلِسًا فَوَجَدَ فُرْجَةً فَجَلَسَ فِيْهَا وَاِلاَّ وَرَاءَهُمْ-

১০. পরিচ্ছেদ : কোন মজলিসে হাযির হয়ে ফাঁকা জায়গা পেলে সেখানে বসে পড়া; অন্যথায় সবার পিছনে বসা

٥٤٩٣/١- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ اَنَسٍ فِيْمَا قُرِئَ عَلَيْهِ عَنْ اِسْحٰقَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِى طَلْحَةَ اَنَّ اَبَامُرَّةَ مَوْلَى عَقِيْلِ بْنِ اَبِى طَالِبٍ اَخْبَرَهُ عَنْ اَبِى وَاقِدٍ اللَّيْثِىِّ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ

بَيْنَمَا هُوَ جَالِسٌ فِى الْمَسْجِدِ وَالنَّاسُ مَعَهُ اِذْ اَقْبَلَ نَفَرٌ ثَلَاثَةٌ فَاَقْبَلَ اِثْنَانِ اِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَذَهَبَ وَاحِدٌ قَالَ فَوَقَفَا عَلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَاَمَّا اَحَدُهُمَا فَرَاَى فُرْجَةً فِى الْحَلْقَةِ فَجَلَسَ فِيْهَا وَاَمَّا الْاٰخَرُ فَجَلَسَ خَلْفَهُمْ وَاَمَّا الثَّالِثُ فَاَدْبَرَ ذَاهِبًا فَلَمَّا فَرَغَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اَلَا اُخْبِرُكُمْ عَنِ النَّفَرِ الثَّلَاثَةِ اَمَّا اَحَدُهُمْ فَاَوٰى اِلَى اللّٰهِ فَاٰوَاهُ اللّٰهُ وَاَمَّا الْاٰخَرُ فَاسْتَحْيَا فَاسْتَحْيَا اللّٰهُ مِنْهُ وَاَمَّا الْاٰخَرُ فَاَعْرَضَ فَاَعْرَضَ اللّٰهُ عَنْهُ –

৫৪৯৩/১. কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ (র)...... আবূ ওয়াকিদ লায়ছী (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মসজিদে আমাদের মধ্যে বসা ছিলেন এবং তাঁর সঙ্গে লোক সাহাবিগণের এক জামাআত ছিল। এ সময় তিনজন লোক আসতে লাগলো। এদের দু'জন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর দিকে এগিয়ে এল, আর একজন চলে গেল। রাবী বলেন, তারা দু'জন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সামনে থেমে গেল। তারপর তাদের একজন সমাবেশের মাঝে একটু ফাঁকা জায়গা দেখতে পেয়ে সেখানে বসে গেল। দ্বিতীয়জন তাদের (মজলিসের) পিছনে বসল আর তৃতীয় ব্যক্তি পেছনে ফিরে যেতে লাগল। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ (মজলিস থেকে) ফারেগ হলে বললেন, শোন! তিনজনের ক্ষুদে দলটি সম্পর্কে কি আমি তোমাদের খবর দিব না? তাদের একজন তো আল্লাহ্‌র নিকটে আশ্রয় নিল, আল্লাহ্ তা'আলাও তাকে আশ্রয় দিলেন। আর একজন লজ্জা-সংকোচ করল, আল্লাহ্ তার লজ্জা-(এর মর্যাদা) রক্ষা করলেন। আর তৃতীয়জন এড়িয়ে গেল, আল্লাহ্ তা'আলাও তাকে এড়িয়ে গেলেন।

٥٤٩٤– حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ الْمُنْذِرِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ قَالَ حَدَّثَنَا حَرْبٌ وَهُوَ ابْنُ شَدَّادٍ ح قَالَ وَحَدَّثَنِى اِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ اَخْبَرَنَا حَبَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا اَبَانُ قَالَا جَمِيْعًا حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ اَبِى كَثِيْرٍ اَنَّ اِسْحَاقَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِى طَلْحَةَ حَدَّثَهُ فِى هٰذَا الْاِسْنَادِ بِمِثْلِهِ فِى الْمَعْنَى –

৫৪৯৪. আহমাদ ইব্‌ন মুনযির ও ইসহাক ইব্‌ন মানসূর (র)...... ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন আবূ কাসীর (র) থেকে বর্ণিত যে, ইসহাক ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আবূ তাল্‌হা (র) এ সনদে তার কাছে অনুরূপ অর্থের হাদীস বর্ণনা করেছেন।

١١– بَابُ تَحْرِيْمِ اِقَامَةِ الْاِنْسَانِ مِنْ مَوْضِعِهِ الْمُبَاحِ الَّذِىْ سَبَقَ إِلَيْهِ –

১১. পরিচ্ছেদ ঃ আগে এসে বসা কারো বৈধ অবস্থান থেকে কোন মানুষকে উঠিয়ে দেওয়া হারাম

٥٤٩٥– وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا لَيْثٌ ح قَالَ وَحَدَّثَنِى مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحِ بْنِ الْمُهَاجِرِ قَالَ اَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ لَا يُقِيْمَنَّ اَحَدُكُمُ الرَّجُلَ مِنْ مَجْلِسِهِ ثُمَّ يَجْلِسُ فِيْهِ –

৫৪৯৫. কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ, মুহাম্মদ ইব্‌ন রুম্‌হ্ ইব্‌ন মুহাজির (র)...... ইব্‌ন উমর (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন : তোমাদের কেউ কখনো কোন মানুষকে তার বসার স্থান থেকে উঠিয়ে দিয়ে সেখানে বসবে না।

٥٤٩٦- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ نُمَيْرٍ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي ح قَالَ وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى وَهُوَ الْقَطَّانُ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ يَعْنِي الثَّقَفِيَّ كُلُّهُمْ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَاللَّفْظُ لَهُ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ وَأَبُو أُسَامَةَ وَابْنُ نُمَيْرٍ قَالُوْا حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَا يُقِيمُ الرَّجُلُ الرَّجُلَ مِنْ مَقْعَدِهِ ثُمَّ يَجْلِسُ فِيهِ وَلَكِنْ تَفَسَّحُوا وَتَوَسَّعُوا -

৫৪৯৬. ইয়াহ্ইয়া ইব্ন ইয়াহ্ইয়া, ইব্ন নুমায়র, যুহায়র ইব্ন হারব, ইব্ন মুসান্না ও আবূ বকর ইব্ন আবূ শায়বা (র)...... ইব্ন উমর (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন : কোন মানুষ কোন মানুষকে তার বসার স্থান থেকে উঠিয়ে দিয়ে সেখানে বসবে না। বরং তোমরা (বলবে) প্রশস্ত করে দাও, জায়গা সীমা করে দাও।

٥٤٩٧- وَحَدَّثَنَا أَبُوا الرَّبِيعِ وَأَبُو كَامِلٍ قَالَا حَدَّثَنَا حَمَّادٌ قَالَ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ ح قَالَ وَحَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ قَالَ حَدَّثَنَا رَوْحٌ ح قَالَ وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ كِلَاهُمَا عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ح قَالَ وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ قَالَ أَخْبَرَنَا الضَّحَّاكُ يَعْنِي ابْنَ عُثْمَانَ كُلُّهُمْ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِ حَدِيثِ اللَّيْثِ وَلَمْ يَذْكُرُوا فِي الْحَدِيثِ وَلَكِنْ تَفَسَّحُوا وَتَوَسَّعُوْا وَزَادَ فِي حَدِيثِ ابْنَ جُرَيْجٍ قُلْتُ فِيْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ قَالَ فِيْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَغَيْرِهَا -

৫৪৯৭. আবূ রাবী', আবূ কামিল, ইয়াহ্ইয়া ইব্ন হাবীব ও মুহাম্মদ ইব্ন রাফি' (র)...... ইব্ন উমর (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে (পূর্বোক্ত হাদীসের রাবী) লায়ছ (র) বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তবে এঁদের বর্ণিত হাদীসে এরা 'বরং তোমরা প্রশস্ত করে দাও, জায়গা সীমা করে দাও,' (কথাটি) উল্লেখ করেননি। আর (তৃতীয় সনদের) রাবী ইব্ন জুরায়জ বর্ণনা করেছেন যে, আমি নাফিকে' জিজ্ঞাসা করলাম-(এ বিধান) কি জুমুআর দিনের জন্য? তিনি বললেন, জুমুআ ও অন্যান্য (সব) দিনের জন্য।

٥٤٩٨- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَايُقِيمَنَّ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ ثُمَّ يَجْلِسُ فِي مَجْلِسِهِ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا قَامَ لَهُ رَجُلٌ عَنْ مَجْلِسِهِ لَمْ يَجْلِسْ فِيهِ -

৫৪৯৮. আবূ বকর ইব্ন আবূ শায়বা (র)...... ইব্ন উমর (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন : তোমাদের কেউ তার ভাইকে তার বসার স্থান থেকে উঠিয়ে দিয়ে সেখানে বসবে না। আর ইব্ন উমর (রা)-এর অভ্যাস ছিল যে, কোন ব্যক্তি তাঁর জন্য নিজের বসার জায়গা থেকে উঠে গেলে তিনি সেখানে বসতেন না।

٥٤٩٩- وَحَدَّثَنَاهُ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ اَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ مِثْلَهُ-

৫৪৯৯ আব্দ ইব্ন হুমায়দ (র)...... মা'মার (র) থেকে উক্ত সনদে অনুরূপ হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

٥٥٠٠- وَحَدَّثَنِى سَلَمَةُ بْنُ شَبِيْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ اَعْيَنَ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْقِلٌ وَهُوَ اَبْنُ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ لَا يُقِيْمَنَّ اَحَدُكُمْ اَخَاهُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ثُمَّ لْيُخَالِفْ اِلَى مَقْعَدِهِ فَيَقْعُدَ فِيْهِ وَلٰكِنْ يَقُوْلُ افْسَحُوْا -

৫৫০০. সালামা ইব্ন শাবীব (র)...... জাবির (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেছেন : তোমাদের কেউ জুমুআর দিনে (মসজিদের কাতার থেকে) তার ভাইকে উঠিয়ে দিয়ে তার বসার স্থানে বসবে না বরং সে বলবে, 'জায়গা করে দিন।'

١٢- بَابٌ اِذَا قَامَ مِنْ مَجْلِسِهِ ثُمَّ عَادَ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ -

১২. পরিচ্ছেদ : কেউ আসন ছেড়ে উঠে গিয়ে পুনরায় ফিরে আসলে সে তাতে অগ্রাধিকারী হবে

٥٥٠١- وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ اَخْبَرَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ وَقَالَ قُتَيْبَةُ اَيْضًا حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ يَعْنِى ابْنَ مُحَمَّدٍ كِلَاهُمَا عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِذَا قَامَ اَحَدُكُمْ وَفِى حَدِيْثِ اَبِىْ عَوَانَةَ مَنْ قَامَ مِنْ مَجْلِسِهِ ثُمَّ رَجَعَ اِلَيْهِ فَهُوَ اَحَقُّ بِهِ-

৫৫০১. কুতায়বা ইব্ন সাঈদ (র)...... আবূ হুরায়রা (রা)-এর সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন : 'তোমাদের কেউ' যখন (তার আসন থেকে) (সাময়িকভাবে) উঠে যায়....... [এ বর্ণনা কুতায়বা (র)-এর উর্ধ্বতন রাবী] আবদুল আযীয (র)-এর এবং (অপর উর্ধ্বতন রাবী) আবূ আওয়ানা (র) বর্ণিত হাদীসে রয়েছে, যে ব্যক্তি তার আসন ছেড়ে উঠে যায়, তারপর সেখানে ফিরে আসে, তা হলে সে সেই স্থানের অধিক হক্দার।

١٣- بَابُ مَنْعِ الْمُخَنَّثِ مِنَ الدُّخُوْلِ عَلَى النِّسَاءِ الْأَجَانِبِ-

১৩. পরিচ্ছেদ : 'অনাত্মীয়' নারীদের কাছে হিজড়াকে প্রবেশে বাধাদান

٥٥٠٢- حَدَّثَنَا اَبُوبَكْرِ بْنُ اَبِى شَيْبَةَ وَاَبُو كُرَيْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ اَخْبَرَنَا جَرِيْرٌ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا اَبُو كُرَيْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُو مُعَاوِيَةَ كُلُّهُمْ عَنْ هِشَامٍ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا اَبُو كُرَيْبٍ اَيْضًا وَاللَّفْظُ هٰذَا قَالَ حَدَّثَنَا اَبْنُ نُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ اُمِّ سَلَمَةَ عَنْ اُمِّ سَلَمَةَ اَنَّ مُخَنَّثًا كَانَ عِنْدَهَا وَرَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِى الْبَيْتِ فَقَالَ لِاَخِى اُمِّ سَلَمَةَ يَا عَبْدَ اللّٰهِ بْنِ اَبِى اُمَيَّةَ اِنْ فَتَحَ اللّٰهُ عَلَيْكُمُ الطَّائِفَ غَدًا فَاِنِّى اَدُلُّكَ عَلٰى بِنْتِ غَيْلَانَ فَاِنَّهَا تُقْبِلُ بِاَرْبَعٍ وَتُدْبِرُ بِثَمَانٍ قَالَ فَسَمِعَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ لَا يَدْخُلُ هٰؤُلَاءِ عَلَيْكُمْ-

৫৫০২ আবূ বকর ইব্‌ন আবূ শায়বা, আবূ কুরায়ব, ইসহাক ইব্‌ন ইবরাহীম ও অপর সনদে আবূ কুরায়ব (র)...... উম্মু সালামা (রা) থেকে বর্ণিত যে, এক হিজড়া তার কাছে (বসা) ছিল। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ঘরে ছিলেন। সে উম্মু সালামা (রা)-র ভাইকে বলতে লাগল, হে আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আবূ উমাইয়া! আল্লাহ্ তা'আলা যদি আগামী দিনে আপনাদেরেকে 'তাইফ'-এর উপর বিজয় দান করেন, তাহলে আপনাকে আমি 'গায়লান-কুমারীকে' দেখাবো, সে 'চার'টি নিয়ে সামনে আসে আর 'আট'টি নিয়ে পিছনে ফিরে।[১] রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাকে এ ধরনের কথা বলতে শুনে বললেন, এরা যেন তোমাদের কাছে (আর) প্রবেশ না করে।

٥٥٠٣- وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ اَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ يَدْخُلُ عَلٰى اَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ مُخَنَّثٌ فَكَانُوا يَعُدُّونَهُ مِنْ غَيْرِ اُوْلِى الْاِرْبَةِ قَالَ فَدَخَلَ النَّبِيُّ ﷺ يَوْمًا وَهُوَ عِنْدَ بَعْضِ نِسَائِهِ وَهُوَ يَنْعَتُ اِمْرَأَةً قَالَ اِذَا اَقْبَلَتْ اَقْبَلَتْ بِاَرْبَعٍ وَاِذَا اَدْبَرَتْ اَدْبَرَتْ بِثَمَانٍ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ اَلَا اَرٰى هٰذَا يَعْرِفُ مَاهٰهُنَا لَا يَدْخُلَنَّ عَلَيْكُنَّ قَالَتْ فَحَجَبُوهُ -

৫৫০৩. আব্‌দ ইব্‌ন হুমায়দ (র)...... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক হিজড়া নবী ﷺ-এর স্ত্রীগণের কাছে প্রবেশ করত। লোকেরা তাকে যৌন কামনা রহিত (অনভিজ্ঞ)-দের অন্তর্ভুক্ত মনে করত। রাবী বলেন, নবী ﷺ একটি ঘরে প্রবেশ করলেন, তখন সে (হিজড়া) তাঁর কোন স্ত্রীর কাছে ছিল আর সে এক নারীর (দেহ সৌষ্ঠবের) বিবরণ দিয়ে বলছিল, 'যখন সামনে এগিয়ে আসে তখন চার (ভাঁজ) নিয়ে এগিয়ে আসে এবং যখন ফিরে, তখন আটটি নিয়ে ফিরে যায়। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : এ তো দেখছি এখানকার (নারী রহস্যের) বিষয়াদি বুঝে শুনে। সে যেন তোমাদের কাছে কখনো প্রবেশ না করে। তিনি [আয়েশা (রা)] বলেন, এরপর তাঁরা তার থেকে পর্দা করতেন।

١٤- بَابُ جَوَازِ اِرْدَافِ الْمَرْأَةِ الْأَجْنَبِيَّةِ اِذَا اَعْيَتْ فِى الطَّرِيْقِ -

১৪. পরিচ্ছেদ : 'আজ্‌নবী' নারী পথ-শ্রান্ত হলে তাকে আরোহণে সঙ্গী করার বৈধতা

٥٥٠٤- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ اَبُوْ كُرَيْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُو اُسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ اَبِىْ عَنْ اَسْمَاءَ بِنْتِ اَبِىْ بَكْرٍ قَالَتْ تَزَوَّجَنِى الزُّبَيْرُ وَمَا لَهُ فِى الْاَرْضِ مِنْ مَالٍ وَلَا مَمْلُوْكٍ وَلَاشَىْءٍ غَيْرَ فَرَسِهِ قَالَتْ فَكُنْتُ اَعْلِفُ فَرَسَهُ وَاَكْفِيْهِ مَؤُنَتَهُ وَاَسُوْسُهُ وَاَدُقُّ النَّوَى لِنَاضِحِهِ وَاَعْلِفُهُ وَاَسْتَقِى الْمَاءَ وَاَخْرِزُ غَرْبَهُ وَاَعْجِنُ وَلَمْ اَكُنْ اُحْسِنُ اَخْبِزُ وَكَانَ يَخْبِزُ لِىْ جَارَاتٌ مِنَ الْاَنْصَارِ وَكُنَّ نِسْوَةَ صِدْقٍ قَالَتْ وَكُنْتُ اَنْقُلُ النَّوَى مِنْ اَرْضِ الزُّبَيْرِ الَّتِىْ اَقْطَعَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَلٰى رَأْسِىْ وَهِىَ عَلٰى ثُلُثَىْ فَرْسَخٍ قَالَتْ فَجِئْتُ يَوْمًا وَالنَّوَى عَلٰى رَأْسِىْ فَلَقِيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ وَمَعَهُ نَفَرٌ مِنْ اَصْحَابِهِ فَدَعَانِىْ ثُمَّ قَالَ اِخْ اِخْ لِيَحْمِلَنِىْ خَلْفَهُ قَالَتْ فَاسْتَحْيَيْتُ وَعَرَفْتُ غَيْرَتَكَ فَقَالَ وَاللّٰهِ

১. অর্থাৎ চলার সময় তার দেহে সামনে থেকে চারটি ভাঁজ আর পেছন থেকে আটটি ভাঁজ পরিলক্ষিত হয়।

لَحَمْلُكِ النَّوَى عَلَى رَأْسِكِ أَشَدُّ مِنْ رُكُوبِكِ مَعَهُ قَالَتْ حَتَّى أَرْسَلَ إِلَيَّ أَبُو بَكْرٍ بَعْدَ ذَلِكَ بِخَادِمٍ فَكَفَتْنِي سِيَاسَةَ الْفَرَسِ فَكَأَنَّمَا أَعْتَقَتْنِي –

৫৫০৪ মুহাম্মদ ইবনুল আলা আবূ কুরায়ব (র)...... আসমা বিন্ত আবূ বকর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যুবায়র (রা) আমাকে বিয়ে করলেন তখন তার ঘোড়াটি ছাড়া কোন সম্পদ, কোন গোলাম এবং অন্য কিছু পৃথিবীতে তার ছিল না। তিনি বলেন, আমি তার ঘোড়াটাকে ঘাস দিতাম, তার সাংসারিক কাজকর্মও আঞ্জাম দিতাম। আমি তার পরিচর্যা করতাম, তার পানিবাহী উটের জন্য খেজুর বীচি কুটতাম, তাকে ঘাস দিতাম, পানি নিয়ে আসতাম, তার ডোল ইত্যাদি মেরামত করতাম এবং (রুটির) আটা মাখতাম। কিন্তু আমি ভাল রুটি বানাতে পারতাম না। তাই আমার কয়েকজন আনসারী পড়শিনী আমাকে রুটি বানিয়ে দিত। তারা ছিল নিঃস্বার্থ নারী। আমি যুবায়র-এর জমি থেকে, যা রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে জায়গীররূপে দিয়েছেলেন, খেজুর বীচি (কুড়িয়ে) আমার মাথায় করে বয়ে আনতাম। সে (জমি) ছিল এক ক্রোশের দুই-তৃতীয়াংশ (প্রায় পৌনে দু'মাইল) দূরে। তিনি বলেন, আমি একদিন আসছিলাম আর বীচি (-র বোঝা) আমার মাথায় ছিল। (পথে) রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাক্ষাত পেলাম, তখন তাঁর সঙ্গে তাঁর সাহাবিগণের একটি ছোট জামাআত ছিল। তিনি আমাকে ডাকলেন এবং (তাঁর বাহন উটটিকে বসাবার জন্য) ইখ ইখ্ (শব্দ) করলেন যাতে আমাকে তাঁর পেছনে তুলে নিতে পারেন। তিনি [আসমা (রা)] বলেন, আমি লজ্জাবোধ করলাম আর আমি ছিলাম তোমার [যুবায়র (রা)]-এর আত্মমর্যাদাবোধ সম্পর্কে অবগত। তিনি [যুবায়র (রা)] বললেন, আল্লাহ্র কসম! তোমার মাথায় করে বীচি বয়ে আনাটা (আমার কাছে) তাঁর সঙ্গে তোমার আরোহণের চাইতে অধিক কঠিন (ও কষ্টকর)। তিনি বলেন, এরপরে (পিতা) আবূ বকর (রা) আমার কাছে একটি খাদিমা পাঠিয়ে দিলেন। ঘোড়াটি দেখাশুনার কাজে সে আমার পক্ষে যথেষ্ট হয়ে গেল। সে যেন আমাকে (এ দাসত্ব থেকে) আযাদ করেছিল।

٥٥٠٥– وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ الْغُبَرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ أَنَّ أَسْمَاءَ قَالَتْ كُنْتُ أَخْدُمُ الزُّبَيْرَ خِدْمَةَ الْبَيْتِ وَكَانَ لَهُ فَرَسٌ وَكُنْتُ أَسُوْسُهُ فَلَمْ يَكُنْ مِنَ الْخِدْمَةِ شَيْءٌ أَشَدَّ عَلَيَّ مِنْ سِيَاسَةِ الْفَرَسِ كُنْتُ أَحْتَشُّ لَهُ وَأَقُوْمُ عَلَيْهِ وَأَسُوْسُهُ قَالَ ثُمَّ إِنَّهَا أَصَابَتْ خَادِمًا جَاءَ النَّبِيَّ ﷺ سَبْيٌ فَأَعْطَاهَا خَادِمًا قَالَتْ كَفَتْنِي سِيَاسَةُ الْفَرَسِ فَأَلْقَتْ عَنِّي مُؤْنَتَهُ فَجَاءَنِي رَجُلٌ فَقَالَ يَا أُمَّ عَبْدِ اللّٰهِ إِنِّي رَجُلٌ فَقِيْرٌ أَرَدْتُ أَنْ أَبِيْعَ فِي ظِلِّ دَارِكِ قَالَتْ إِنِّي إِنْ رَخَّصْتُ لَكَ أَبَى ذَلِكَ الزُّبَيْرُ فَتَعَالَ فَاطْلُبْ إِلَيَّ وَالزُّبَيْرُ شَاهِدٌ فَجَاءَ فَقَالَ يَا أُمَّ عَبْدِ اللّٰهِ إِنِّي رَجُلٌ فَقِيْرٌ أَرَدْتُ أَنْ أَبِيْعَ فِي ظِلِّ دَارِكِ فَقَالَتْ مَالَكَ بِالْمَدِيْنَةِ إِلاَّ دَارِيْ فَقَالَ لَهَا الزُّبَيْرُ مَالَكِ أَنْ تَمْنَعِيْ رَجُلاً فَقِيْرًا يَبِيعُ فَكَانَ يَبِيْعُ إِلَى أَنْ كَسَبَ فَبِعْتُهُ الْجَارِيَةَ فَدَخَلَ عَلَيَّ الزُّبَيْرُ وَثَمَنُهَا فِي حَجْرِي فَقَالَ هَبِيْهَا لِي قَالَتْ إِنِّي قَدْ تَصَدَّقْتُ بِهَا –

৫৫০৫. মুহাম্মদ ইব্ন উবায়দ আল্-গুবারী (র)...... ইব্ন আবূ মুলায়কা (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, আসমা' (রা) বলেছেন, আমি সাংসারিক কাজে যুবায়র (রা)-এর সহায়তা করতাম। তার একটি ঘোড়া ছিল। আমি (-ই)

তার পরিচর্যা করতাম। ঘোড়াটির পরিচর্যা করার চাইতে অন্য কোন কাজ আমার কাছে অধিক কঠিন ছিল না। আমি তার জন্য ঘাস সংগ্রহ করতাম, তার দেখাশুনা ও সেবা-পরিচর্যা করতে থাকতাম। রাবী বলেন, এরপর তিনি একটি খাদিমা পেলেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে কিছু যুদ্ধবন্দী এলে তিনি তাকে একটি খাদিমা দিলেন। তিনি [আসমা (রা)] বলেন, সে (খাদিমা) ঘোড়ার পরিচর্যায় আমার পক্ষে যথেষ্ট হল এবং আমি দায়িত্বমুক্ত হলাম। সে সময় এক ব্যক্তি আমার কাছে এসে বলল, হে আবদুল্লাহ্‌র মা! আমি একজন অভাবগ্রস্ত লোক, আপনার বাড়ির ছায়ায় বসে বেচাকেনা করার ইচ্ছা করেছি। তিনি বললেন, আমি তোমাকে অনুমতি দিয়ে ফেললে যুবায়র (রা) (হয়ত) তা প্রত্যাখ্যান করবেন। তাই এক কাজ কর, যুবায়র (রা) উপস্থিত থাকা অবস্থায় তুমি এসে আমার কাছে আবেদন করবে। যথাসময় এসে সে বলল, হে আবদুল্লাহ্‌র মা! আমি একজন অভাবগ্রস্ত লোক, আপনার বাড়ির ছায়ায় বসে বেচাকেনা করার ইরাদা করেছি। তিনি বললেন, আমার বাড়ি ছাড়া তোমার জন্য মদীনায় আর কোন জায়গা নেই (কি)? তখন যুবায়র (রা) তাকে বললেন, একটা অভাবী লোককে বেচাকেনা করতে দিতে তুমি বাধ সাধছ কেন? এরপর সে (সেখানে) বেচাকেনা করে (বেশকিছু) উপার্জন করল। আমি খাদিমাটি তার কাছে বেচে দিলাম। এ সময় যুবায়র (রা) আমার কাছে প্রবেশ করল, তখনও তার (বিক্রয়লব্ধ) মূল্য আমার কোলের উপর ছিল। সে বলল, ওগুলো আমাকে হেবা করে দাও। তিনি বলেন, (আমি বললাম), আমি ওগুলো সাদকা করে দিয়েছি।

١٥- بَابُ تَحْرِيْمِ مُنَاجَاةِ الْاِثْنَيْنِ دُوْنَ الثَّالِثِ بِغَيْرِ رِضَاهُ-

১৫. পরিচ্ছেদ : তৃতীয় ব্যক্তির সম্মতি ব্যতিরেকে তাকে বাদ দিয়ে দু'জনের চুপি চুপি কথা বলা হারাম

٥٥٠٦- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنَ يَحْيٰى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنَ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِذَا كَانَ ثَلَاثَةٌ فَلَا يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُوْنَ وَاحِدٍ -

৫৫০৬. ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া (র)...... ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : যখন তিনজন থাকবে, তখন একজনকে বাদ দিয়ে দু'জনে কানে কানে কথা বলবে না।

٥٥٠٧- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِى شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ وَاَبْنُ نُمَيْرٍ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِىْ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُبْنُ الْمُثَنّٰى وَعُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَا حَدَّثَنَا يَحْيٰى وَهُوَابْنُ سَعِيْدٍ كُلُّهُمْ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ وَابْنُ رُمْحٍ عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا اَبُوْ الرَّبِيْعِ وَاَبُوْ كَامِلٍ قَالَا حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ اَيُّوْبَ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنّٰى قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ اَيُّوبَ بْنَ مُوْسٰى كُلُّ هٰؤُلَاءِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ بِمَعْنٰى حَدِيْثِ مَالِكٍ -

৫৫০৭. আবূ বকর ইব্‌ন আবূ শায়বা, ইব্‌ন নুমায়র, মুহাম্মদ ইব্‌ন মুসান্না, উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন সাঈদ, কুতায়বা, ইব্‌ন রুম্‌হ্, আবূ রবী, আবূ কামিল, ইব্‌ন মুসান্না (র)...... ইব্‌ন উমর (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে মালিক (র) বর্ণিত হাদীসের মর্মানুযায়ী বর্ণিত হয়েছে।

٥٥٠٨- وَحَدَّثَنَا اَبُو بَكْرِ بْنُ اَبِى شَيْبَةَ وَهَنَّادُ بْنُ السَّرِىِّ قَالاَ حَدَّثَنَا اَبُو الْاَحْوَصِ عَنْ مَنْصُورٍ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَعُثْمَانُ بْنُ اَبِى شَيْبَةَ وَاِسْحَاقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ وَاللَّفْظُ لِزُهَيْرٍ قَالَ اِسْحٰقُ اَخْبَرَنَا وَقَالَ الْاٰخَرَانِ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ اَبِىْ وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا كُنْتُمْ ثَلاَثَةً فَلاَ يَتَنَاجَىْ اثْنَانِ دُوْنَ الْاٰخَرِ حَتّٰى تَخْتَلِطُوْا بِهِ النَّاسَ مِنْ اَجْلِ اَنْ يُحْزِنَهُ-

৫৫০৮. আবূ বকর ইব্‌ন আবূ শায়বা, হান্নাদ ইব্‌ন সারী, যুহায়র ইব্‌ন হারব, উসমান ইব্‌ন আবূ শায়বা ও ইসহাক ইব্‌ন ইবরাহীম (র)...... আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : যখন তোমরা তিনজন হবে, তখন দু'জন আর একজনকে বাদ দিয়ে চুপিচুপি কথা বলবে না, যতক্ষণ না অন্য লোকদের সাথে মিশে যাও। এ কারণে যে, তাহলে তাকে দুশ্চিন্তায় ফেলে দিবে।

٥٥٠٩- وَحَدَّثَنَا يَحْيٰى بْنُ يَحْيٰى وَاَبُو بَكْرِ بْنُ اَبِى شَيْبَةَ وَابْنُ نُمَيْرٍ وَاَبُو كُرَيْبٍ وَاللَّفْظُ لِيَحْيٰى قَالَ يَحْيٰى اَخْبَرَنَا وَقَالَ الْاٰخَرُوْنَ حَدَّثَنَا اَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ شَقِيْقٍ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا كُنْتُمْ ثَلاَثَةً فَلاَ يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُوْنَ صَاحِبِهِمَا فَاِنَّ ذٰلِكَ يُحْزِنُهُ -

৫৫০৯. ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন ইয়াহ্ইয়া, আবূ বাক্‌র ইব্‌ন আবূ শায়বা, ইব্‌ন নুমায়র ও আবূ কুরায়ব (র)...... আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : যখন তোমরা তিনজন হবে, তখন দু'জন তাদের সাথীকে বাদ দিয়ে কানাঘুষা করবে না, (কারণ) তা তাকে দুশ্চিন্তায় ফেলবে।

٥٥١٠- وَحَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ اَخْبَرَنَا عِيْسٰى بْنُ يُوْنُسَ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ كِلاَهُمَا عَنِ الْاَعْمَشِ بِهٰذَ الْاِسْنَادِ -

৫৫১০. ইসহাক ইব্‌ন ইবরাহীম ও ইব্‌ন আবূ উমর (র)....... আল্ আ'মাশ (র) সূত্রে উল্লেখিত সনদে হাদীস বর্ণনা করেছেন।

١٦- بَابُ الطِّبِّ وَالْمَرَضِ وَالرُّقٰى

১৬. পরিচ্ছেদ : চিকিৎসা, ব্যধি ও ঝাড়-ফুঁক

٥٥١١- حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِى عُمَرَ الْمَكِّىُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ الدَّرَاوَرْدِىُّ عَنْ يَزِيْدَ وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ اُسَامَةَ بْنِ الْهَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِىِّ ﷺ اَنَّهَا قَالَتْ كَانَ اِذَا اشْتَكٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ رَقَاهُ جِبْرَئِيْلُ عَلَيْهِ السَّلاَمِ قَالَ بِاسْمِ اللّٰهِ يُبْرِيْكَ وَمِنْ كُلِّ دَاءٍ يَشْفِيْكَ وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ وَشَرِّ كُلِّ ذِى عَيْنٍ -

৫৫১১. ইব্ন আবূ উমর মাক্কী (র)........ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর স্ত্রী আয়েশা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ অসুস্থ হয়ে পড়লে জিব্রাঈল (আ) এ দু'আ পড়ে তাঁকে ফুঁকে দিলেন : بِاسْمِ اللّٰهِ يُبْرِيْكَ وَمِنْ كُلِّ دَاءٍ يَشْفِيْكَ وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ وَشَرِّ كُلِّ ذِىْ عَيْنٍ – (অর্থাৎ) আল্লাহ্র নামে, তিনি আপনাকে (রোগ) মুক্ত (সুস্থ) করুন এবং সব রোগ হতে আপনাকে নিরাময় করুন, আর হিংসুকের অনিষ্ট হতে-যখন সে হিংসা করে, আর সব বদ নজরওয়ালার অনিষ্ট হতে।

٥٥١٢– حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ هِلَالٍ الصَّوَّافُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ صُهَيْبٍ عَنْ اَبِىْ نَضْرَةَ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ اَنَّ جِبْرَئِيْلَ عَلَيْهِ السَّلَامَ اَتَى النَّبِىَّ ﷺ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ اشْتَكَيْتَ فَقَالَ نَعَمْ قَالَ بِاسْمَ اللّٰهِ اَرْقِيْكَ مِنْ كُلِّ شَىْءٍ يُؤْذِيْكَ مِنْ شَرِّ كُلِّ نَفْسٍ اَوْ عَيْنٍ حَاسِدٍ اللّٰهُ يَشْفِيْكَ بِاسْمِ اللّٰهِ اَرْقِيْكَ –

৫৫১২. বিশ্র ইব্ন হিলাল সাওওয়াফ (র)...... আবূ সাঈদ (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, জিবরীল (আ) নবী ﷺ-এর কাছে এসে বললেন, ইয়া মুহাম্মদ! আপনি কি অসুস্থতাবোধ করছেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ। তিনি (জিব্রীল) বললেন : بِاسْمَ اللّٰهِ اَرْقِيْكَ مِنْ كُلِّ شَىْءٍ يُؤْذِيْكَ مِنْ شَرِّ كُلِّ نَفْسٍ اَوْ عَيْنٍ حَاسِدِ اللّٰهُ يَشْفِيْكَ بِاسْمِ اللّٰهِ اَرْقِيْكَ – —আল্লাহ্র নামে আপনাকে ঝাড়-ফুঁক করছি- সে সব জিনিস থেকে, যা আপনাকে কষ্ট দেয়, সব প্রাণের অনিষ্ট কিংবা হিংসুকের বদ নজর থেকে, আল্লাহ্ আপনাকে শিফা দিন; আল্লাহ্র নামে আপনাকে ঝাড়-ফুঁক করছি।

٥٥١٣– حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ اَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ قَالَ هٰذَا مَا حَدَّثَنَا اَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَذَكَرَ اَحَادِيْثَ مِنْهَا وَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الْعَيْنُ حَقٌّ –

৫৫১৩. মুহাম্মদ ইব্ন রাফি' (রা)....... হাম্মাম ইব্ন মুনাব্বিহ্ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এ হল সে সব (হাদীস), যা আবূ হুরায়রা (রা) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে আমাদের কাছে রিওয়ায়াত করেছেন। একথা বলে তিনি কয়েকখানি হাদীস উল্লেখ করেন। সে সবের একটি হল' রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আরও বলেছেন : 'বদ নজর (এর প্রতিক্রিয়া) বাস্তব।'

٥٥١٤– وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الدَّارِمِىُّ وَحَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ وَاَحْمَدُ بْنُ خِرَاشٍ قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ اَخْبَرَنَا وَقَالَ الْاٰخَرَانِ حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ الْعَيْنُ حَقٌّ وَلَوْ كَانَ شَىْءٌ سَابَقَ الْقَدَرَ سَبَقَتْهُ الْعَيْنُ وَاِذَا اسْتُغْسِلْتُمْ فَاغْسِلُوا –

৫৫১৪. আবদুল্লাহ্ ইব্ন আবদুর রাহমান দারমী, হাজ্জাজ ইব্ন শা'ইর ও আহ্মদ ইব্ন খিরাশ (র)....... ইব্ন আব্বাস (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : 'বদ নজর (এর প্রতিক্রিয়া) বাস্তব। 'তাকদীরকে

অতিক্রমকারী কোন কিছু যদি থাকত, তাহলে 'বদ নজর' অবশ্যই তাকে অতিক্রম করতে পারত। আর তোমাদের (বদ নজরওয়ালা ব্যক্তিদের)-কে অংগ-প্রত্যংগ ধোয়া পানি দিতে বলা হলে তোমরা ধুয়ে পানি দিবে।[১]

١٧- بَابُ السِّحْرُ

১৭. পরিচ্ছেদ : যাদু-টোনা

٥٥١٥- حَدَّثَنَا اَبُو كُرَيْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ عَنْ هِشَامٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ سَحَرَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَهُوْدِيٌّ مِنْ يَهُودِ بَنِي زُرَيْقٍ يُقَالُ لَهُ لَبِيْدُ بْنُ الاَعْصَمِ قَالَتْ حَتّٰى كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُخَيَّلُ اِلَيْهِ اَنَّهُ يَفْعَلُ الشَّئَ وَمَا يَفْعَلُهُ حَتّٰى اِذَا كَانَ ذَاتَ يَوْمٍ اَوْذَاتَ لَيْلَةٍ دَعَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ثُمَّ دَعَا ثُمَّ دَعَا ثُمَّ قَالَ يَا عَائِشَةُ اَشَعَرْتِ اَنَّ اللّٰهَ اَفْتَانِيْ فِيْمَا اسْتَفْتَيْتُهُ فِيْهِ جَاءَنِي رَجُلاَنِ فَقَعَدَ اَحَدُهُمَا عِنْدَ رَأْسِيْ وَالْاٰخَرُ عِنْدَ رِجْلَيَّ فَقَالَ الَّذِيْ عِنْدَ رَأْسِيْ لِلَّذِي عِنْدَ رِجْلَيَّ اَوِ الَّذِي عِنْدَ رِجْلَيَّ لِلَّذِيْ عِنْدَ رَأْسِيْ مَاوَجَعُ الرَّجُلِ قَالَ مَطْبُوْبٌ قَالَ مَنْ طَبَّهُ قَالَ لَبِيْدُ بْنُ الْاَعْصَمِ قَالَ فِيْ اَيِّ شَئٍ قَالَ فِيْ مُشْطٍ وَمُشَاطَةٍ قَالَ وَجُبِّ طَلْعَةِ ذَكَرٍ قَالَ فَاَيْنَ هُوَ قَالَ فِي بِئْرِ ذِي اَرْوَانَ قَالَتْ فَاَتَاهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِيْ اُنَاسٍ مِنْ اَصْحَابِهِ ثُمَّ قَالَ يَاعَائِشَةُ وَاللّٰهِ لَكَاَنَّ مَاءَهَا نُقَاعَةُ الْحِنَّاءِ وَلَكَاَنَّ نَخْلَهَا رُؤُسُ الشَّيَاطِيْنِ قَالَتْ فَقُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اَفَلاَ اَحْرَقْتَهُ قَالَ لاَ اَمَّا اَنَا فَقَدْ عَافَانِيَ اللّٰهُ وَكَرِهْتُ اَنْ اُثِيْرَ عَلَى النَّاسِ شَرًّا فَاَمَرْتُ بِهَا فَدُفِنَتْ -

৫৫১৫. আবূ কুরায়ব (র)...... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, লাবীদ ইব্‌ন আ'সাম নামে বনূ যুরায়ক গোত্রের এক ইয়াহূদী রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে যাদু করল। তিনি বলেন, এ যাদুর ক্রিয়ায় এমনও হতো যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর খেয়াল হতো যে কোন (পার্থিব) বিষয় তিনি করছেন, অথচ (বাস্তবে) তিনি তা করছেন না। অবশেষে একদিনে অথবা এক রাতে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ দু'আ করলেন; পুনরায় দু'আ করলেন এবং পুনরায় দু'আ করলেন। এরপর বললেন : হে আয়েশা, তুমি কি বুঝতে পেরেছো যে, আল্লাহ্ আমাকে সে বিষয়ে সমাধান দিয়েছেন, যে বিষয়ে আমি তাঁর কাছে সমাধান চেয়েছিলাম? (তা এভাবে যে,) দু'ব্যক্তি (দু'জন ফেরেশতা) আমার কাছে এল। তাদের একজন আমার মাথার কাছে এবং অন্য জন আমার দু'পায়ের কাছে বসল। তারপর আমার মাথার কাছের ব্যক্তি আমার পায়ের কাছের ব্যক্তিকে কিংবা আমার পায়ের কাছের লোকটি আমার মাথার কাছের লোকটিকে বলল, লোকটির রোগ কি? অপরজন বলল, 'যাদুগ্রস্ত'। (প্রথমজন) বলল, কে তাকে যাদু করেছে? (দ্বিতীয়জন) বলল, লাবীদ ইব্‌ন আ'সাম। (প্রথমজন) বলল, কোন্ জিনিসে? (দ্বিতীয়জন) বলল (ভাঙ্গা) চিরুণি, (আঁচড়ানো-কালে চিরুণির সাথে) উঠা চুল, (আরও) বলল, নর খেজুরের ফুলের আবরণীতে। (প্রথমজন) বলল, তা কোথায়? (দ্বিতীয়জন) বলল- 'যী-আরওয়ান' কূপে। তিনি [আয়েশা (রা)] বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর সাহাবিগণের কয়েকজনকে সাথে নিয়ে সেখানে গেলেন। এরপর (ফিরে এসে) বললেন, হে আয়েশা, আল্লাহ্‌র কসম! তার (কূপের) পানি যেন 'মেহেদী ভিজানো' পানি। আর সেখানকার খেজুর গাছগুলো যেন শয়তানের মাথা। তিনি

---

১. বদ নযর-এর চিকিৎসারূপে বিশেষ পদ্ধতিতে বদ নযরওয়ালা ব্যক্তির বিভিন্ন অঙ্গ ধোয়া পানি দিয়ে রোগীকে বিশেষ কায়দায় গোসল করানো হয়। এটা পরীক্ষিত ও সুন্নাহ্ স্বীকৃত চিকিৎসা পদ্ধতি। এ হাদীসে সে গোসলের কথাই বলা হয়েছে।

বলেন, তখন আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! তা হলে আপনি তা (জনসমক্ষে) পুড়িয়ে ফেললেন না কেন? তিনি বললেন, না, (আমি তা সমীচীন মনে করিনি)। কারণ, আমাকে তো আল্লাহ্ আরোগ্য করেছেন, আর মানুষকে কোন অকল্যাণে উত্তেজিত করা আমি অপসন্দ করেছি। আমি সে বিষয়ে হুকুম দিলে তা দাফন করে দেয়া হয়েছে।

٥٥١٦- حَدَّثَنَا اَبُوْ كُرَيْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ اُسَامَةَ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ سُحِرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَسَاقَ اَبُو كُرَيْبٍ الْحَدِيْثَ بِقِصَّتِهِ نَحْوَ حَدِيْثِ ابْنِ نُمَيْرٍ وَقَالَ فِيْهِ فَذَهَبَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِلَى الْبِئْرِ فَنَظَرَ اِلَيْهَا وَعَلَيْهَا نَخْلٌ وَقَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ فَاَخْرِجْهُ وَلَمْ يَقُلْ أَفَلاَ اَحْرَقْتَهُ وَلَمْ يَذْكُرْ فَامَرْتُ بِهَا فَدُفِنَتْ -

৫৫১৬. আবূ কুরায়ব (র)...... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে যাদু করা হল... আবূ কুরায়ব (র) এ হাদীসটি পূর্ণ বিবরণসহ (পূর্বোক্ত) ইব্‌ন নুমায়র (র) বর্ণিত হাদীসের মর্মানুযায়ী রিওয়ায়াত করেছেন। তাতে তিনি এও বলেছেন, পরে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কূয়ার কাছে গেলেন এবং সেটির (চার) দিকে নযর করলেন। সেখানে কূপের পাড়ে খেজুর গাছ ছিল। তিনি [আয়েশা (রা)] আরও বলেন, আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! তা হলে আপনি তা (জনসমক্ষে) বের করে ফেলেন। তিনি [আবূ কুরায়ব (র)] 'তা হলে আপনি তা পুড়ে ফেললেন না কেন? অংশটি রিওয়ায়াত করেননি এবং আমি হুকুম দিলে তা দাফন করে দেয়া হল', (কথাটিও) উল্লেখ করেন নি।

١٨- بَابُ السَّمِّ

১৮. অনুচ্ছেদ : বিষ

٥٥١٧- حَدَّثَنَا يَحْيَى ابْنُ حَبِيْبٍ الْحَارِثِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ هِشَامِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ اَنَسٍ اَنَّ اِمْرَأَةً يَهُوْدِيَّةً اَتَتْ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ بِشَاةٍ مَسْمُوْمَةٍ فَاَكَلَ مِنْهَا فَجِيْئَ بِهَا اِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَسَأَلَهَا عَنْ ذٰلِكَ فَقَالَتْ اَرَدْتُ لاَقْتُلَكَ قَالَ مَا كَانَ اللّٰهُ لِيُسَلِّطَكِ عَلٰى ذَاكِ قَالَ اَوْ قَالَ....عَلَيَّ قَالَ قَالُوا اَلاَ نَقْتُلُهَا قَالَ لاَ قَالَ فَمَا زِلْتُ اَعْرِفُهَا فِى لَهَوَاتِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ .

৫৫১৭. ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন হাবীব হারিছী (র)...... আনাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, এক ইয়াহূদীনী রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে বিষ মেশানো বক্রীর গোশত পরিবেশন করল। তিনি তা থেকে (কিছু) খেলেন (বা খেতে উদ্যত হলেন) পরে তাকে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে নিয়ে আসা হল। তিনি তাকে এ বিষয় জিজ্ঞাসা করলে সে বলল, আমি আপনাকে মেরে ফেলার ইচ্ছা করেছিলাম। তিনি বললেন : আল্লাহ্ এ ব্যাপারে তোমাকে কিংবা তিনি বললেন : আমার উপরে ক্ষমতা দিবেন এমন নয়। তারা (সাহাবিগণ) বললেন, আমরা কি তাকে 'কতল' করে ফেলব? তিনি বললেন, না। রাবী বলেন, এরপর থেকে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর আলজিভ ও তালুতে তা (তার বিষ ক্রিয়া) আমি প্রত্যক্ষ করতাম।

٥٥١٨- وَحَدَّثَنَا هَارُوْنُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ هِشَامَ بْنَ زَيْدٍ قَالَ سَمِعْتُ اَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يُحَدِّثُ اَنَّ يَهُوْدِيَّةً جَعَلَتْ سَمًّا فِىْ لَحْمٍ ثُمَّ اَتَتْ بِهِ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ بِنَحْوِ حَدِيْثِ خَالِدٍ -

৫৫১৮. হারূন ইব্‌ন আবদুল্লাহ্‌ (র)...... হিশাম ইব্‌ন যায়দ (র) বলেন, আমি আনাস ইব্‌ন মালিক (রা)-কে হাদীস বর্ণনা করতে শুনেছি যে, এক ইয়াহূদীনী গোশতে বিষ মিশিয়ে তা রাসূলুল্লাহ্‌ ﷺ-এর কাছে নিয়ে এল... (পূর্বোক্ত রিওয়ায়াতের) রাবী খালিদ (র) বর্ণিত হাদীসের মর্মানুযায়ী হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন।

١٩- بَابُ إِسْتِحْبَابِ رُقْيَةِ الْمَرِيْضِ

১৯. পরিচ্ছেদ : রোগীকে ঝাড়-ফুঁক করা মুস্তাহাব

٥٥١٩- حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَإِسْحَاقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ اِسْحَاقُ اَخْبَرَنَا وَقَالَ زُهَيْرٌ وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اَبِى الضُّحَى عَنْ مَسْرُوْقٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا اشْتَكَى مِنَّا اِنْسَانٌ مَسَحَهُ بِيَمِيْنِهِ ثُمَّ قَالَ اَذْهِبِ الْبَاسَ رَبَّ النَّاسِ وَاشْفِ اَنْتَ الشَّافِى لاَ شِفَاءَ اِلاَّ شِفَاءُكَ شِفَاءً لاَ يُغَادِرُ سَقَمًا فَلَمَّامَرِضَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَثَقُلَ اَخَذْتُ بِيَدِهِ لاَصْنَعَ بِهِ نَحْوَ مَا كَانَ يَصْنَعُ فَانْتَزَعَ يَدَهُ مِنْ يَدِى ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ اغْفِرْلِى وَاجْعَلْنِى مَعَ الرَّفِيْقِ الْاَعْلَى قَالَتْ فَذَهَبْتُ اَنْظُرُ فَاِذَا هُوَ قَدْ قَضَى -

৫৫১৯. যুহায়র ইব্‌ন হার্‌ব ও ইসহাক ইব্‌ন ইবরাহীম (র)...... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাদের কোন লোক অসুস্থ হলে পড়লে রাসূলুল্লাহ্‌ ﷺ তাঁর ডান হাত মুবারক দিয়ে তাকে মুছে দিতেন, এরপর বলতেন : اَذْهِبِ الْبَأْسَ رَبَّ النَّاسِ وَاشْفِ اَنْتَ الشَّافِى لاَ شِفَاءَ اِلاَّ شِفَاءُكَ شِفَاءً لاَ يُغَادِرُ سَقَمًا অর্থাৎ সঙ্কট দূর করে দিন, হে মানুষের প্রতিপালক! আর শিফা ও নিরাময় করুন, আপনিই নিরাময়কারী। আপনার শিফা ও নিরাময় ব্যতীত আর কোন (বাস্তব নির্ভরযোগ্য) শিফা নেই। এমন নিরাময় করুন যার পর কোন রোগ-ব্যাধি অবশিষ্ট না থাকে। পরে যখন রাসূলুল্লাহ্‌ ﷺ অসুস্থ হলেন এবং রোগভারে অবসন্ন হলেন, তখন আমি তাঁর হাত তুলে ধরলাম যাতে তিনি যেমন করতেন, আমিও তেমন করে (মুছে) দিতে পারি। কিন্তু তিনি আমার হাত থেকে তাঁর হাত টেনে (ছাড়িয়ে) নিলেন এবং পরে বললেন : ইয়া আল্লাহ্‌! আমাকে ক্ষমা করুন এবং আমাকে মহান বন্ধুর সঙ্গে মিলিত হওয়ার ব্যবস্থা করুন! তিনি (আয়েশা রা) বলেন, আমি লক্ষ্য করে দেখতে পেলাম যে, তাঁর ওফাত হয়ে গেছে।

٥٥٢٠- وَحَدَّثَنَاهُ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ اَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا اَبُو بَكْرِ بْنُ اَبِى شَيْبَةَ وَاَبُو كُرَيْبٍ قَالاَ حَدَّثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ ح قَالَ وَحَدَّثَنِى بِشْرُبْنُ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ عَدِىٍّ كِلاَهُمَا عَنْ شُعْبَةَ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا اَبُو بَكْرِ بْنُ اَبِى شَيْبَةَ وَاَبُو بَكْرِ بْنُ خَلاَّدٍ قَالاَ حَدَّثَنَا يَحْيٰى وَهُوَ الْقَطَّانُ عَنْ سُفْيَانَ كُلُّ هٰؤُلاَءِ عَنِ الْاَعْمَشِ بِاِسْنَادِ جَرِيْرٍ فِى حَدِيْثِ هُشَيْمٍ وَشُعْبَةَ مَسَحَهُ بِيَدِهِ قَالَ وَفِى حَدِيْثِ الثَّوْرِى مَسَحَهُ بِيَمِيْنِهِ وَقَالَ فِى عَقِبِ حَدِيْثِ يَحْيٰى عَنْ سُفْيَانَ عَنِ الْاَعْمَشِ قَالَ فَحَدَّثْتُ بِهِ مَنْصُوْرًا فَحَدَّثَنِى عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ مَسْرُوْقٍ عَنْ عَائِشَةَ بِنَحْوِهِ -

৫৫২০. ইয়াহ্ইয়া ইব্ন ইয়াহ্ইয়া, আবূ বাক্র ইব্ন আবূ শায়বা, আবূ কুরায়ব, বিশ্র ইব্ন খালিদ, ইব্ন বাশ্শার, অন্য সনদে আবূ বকর ইব্ন আবূ শায়বা ও আবূ বকর ইব্ন খাল্লাদ (র)...... আ'মাশ (র) থেকে জারীর (র)-এর সনদে বর্ণিত। তবে হুশায়ম ও শু'বা (র) বর্ণিত হাদীসে রয়েছে, তিনি তাঁর হাত দিয়ে তাকে (রোগীকে) মুছে দিতেন। আর (সুফিয়ান) সাওরী (র) বর্ণিত হাদীসে রয়েছে, তিনি তাঁর 'ডান' হাত দিয়ে তাকে মুছে দিতেন। আর সুফিয়ান (র)-এর মাধ্যমে আ'মাশ (র) গৃহীত ইয়াহ্ইয়া (র) বর্ণিত হাদীসের শেষে রাবী বলেছেন, পরে আমি এ হাদীস মানসূর (র)-কে শুনালে তিনি ইবরাহীম (র)..... মাসরূক (র)..... আয়েশা (রা) থেকে অনুরূপ হাদীস আমাকে শুনালেন।

٥٥٢١- وَحَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوْخَ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ مَسْرُوْقٍ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ اِذَا عَادَ مَرِيْضًا يَقُوْلُ اَذْهِبِ الْبَاسَ رَبَّ النَّاسِ اِشْفِهِ اَنْتَ الشَّافِى لاَ شِفَاءَ اِلاَّ شِفَاءُكَ شِفَاءً لاَيُغَادِرُ سَقَمًا -

৫৫২১. শায়বান ইব্ন ফাররূখ (র)...... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কোন রোগীকে দেখতে গেলে বলতেনঃ اَذْهِبِ الْبَأْسَ رَبَّ النَّاسِ اِشْفِهِ اَنْتَ الشَّافِى لاَ شِفَاءَ اِلاَّ شِفَاءُكَ شِفَاءً لاَيُغَادِرُ سَقَمًا অর্থাৎ সঙ্কট দূর করে দিন হে মানুষের প্রতিপালক! তাঁর শিফাদান করুন, আপনিই শিফাদানকারী। আপনার শিফা ব্যতীত কোন শিফা নেই- এমন শিফা, যা কোন রোগ-ব্যাধি অবশিষ্ট রাখবে না।

٥٥٢٢- وَحَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِبْنُ اَبِى شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالاَ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ اَبِى الضُّحٰى عَنْ مَسْرُوْقٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا اَتَى اِلَى الْمَرِيْضِ يَدْعُوْ لَهُ قَالَ اَذْهِبِ الْبَاسَ رَبَّ النَّاسِ وَاشْفِ اَنْتَ الشَّافِىْ لاَ شِفَاءَ اِلاَّ شِفَاءُكَ شِفَاءً لاَ يُغَادِرُ سَقَمًا -

وَفِى رِوَايَةِ اَبِى بَكْرٍ فَدَعَا لَهُ وَقَالَ وَاَنْتَ الشَّافِىْ -

৫৫২২ আবূ বকর ইব্ন আবূ শায়বা ও যুহায়র ইব্ন হারব (র)...... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কোন রোগীর কাছে গেলে তার জন্য দু'আ করতেন। তিনি বলতেন : اَذْهِبِ الْبَاسَ رَبَّ النَّاسِ وَاشْفِ اَنْتَ الشَّافِىْ لاَ شِفَاءَ اِلاَّ شِفَاءُكَ شِفَاءً لاَ يُغَادِرُ سَقَمًا —বিপদ সঙ্কট দূর করে দিন হে মানুষের প্রতিপালক! আর নিরাময় করুন। আপনিই নিরাময়কারী, আপনার শিফা ব্যতীত কোন শিফা নেই; এমন নিরাময় করুন, যা কোন রোগ-ব্যাধি অবশিষ্ট রাখে না।

তবে আবূ বকর (র) বর্ণিত রিওয়ায়াত রয়েছে, তার জন্য দু'আ করতেন এবং বলতেন, তাঁর বর্ণনায় আছে وَاَنْتَ الشَّافِىْ (এবং........ আপনিই নিরাময়কারী)।

٥٥٢٣- حَدَّثَنِىْ الْقَاسِمُ بْنُ زَكَرِيَّاءَ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُوْسٰى عَنْ اِسْرَائِيْلَ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ وَمُسْلِمِ بْنِ صُبَيْحٍ عَنْ مَسْرُوْقٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِمِثْلِ حَدِيْثِ اَبِى عَوَانَةَ وَجَرِيْرٍ -

৫৫২৩. কাসিম ইব্‌ন যাকারিয়া (র)...... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ...... (উপরোল্লেখিত) আবূ আওয়ানা এবং জারীর ((র)-এর হাদীসের অনুরূপ।

٥٥٢٤- وَحَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِى شَيْبَةَ وَاَبُو كُرَيْبٍ وَاللَّفْظُ لاَبِى كُرَيْبٍ قَالاَ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَرْقِى بِهٰذِهِ الرُّقْيَةِ اَذْهِبِ الْبَاسَ رَبَّ النَّاسِ بِيَدِكَ الشِّفَاءُ لاَ كَاشِفَ لَهُ اِلاَّ اَنْتَ -

৫৫২৪. আবূ বকর ইব্‌ন আবূ শায়বা ও আবূ কুরায়ব (র)...... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এ দু'আ দিয়ে ঝাড়-ফুঁক করতেন- اَذْهِبِ الْبَاسَ رَبَّ النَّاسِ بِيَدِكَ الشِّفَاءُ لاَ كَاشِفَ لَهُ অর্থাৎ মানুষের প্রতিপালক, বিপদ-সঙ্কট দূর করে দিন; আপনার হাতেই রয়েছে উপশম। আপনি ব্যতীত আর কেউ-ই (সংকট) উন্মুক্তকারী নেই।

٥٥٢٥- وَحَدَّثَنَا اَبُوْ كُرَيْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُو اُسَامَةَ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ اَخْبَرَنَا عِيْسَى بْنُ يُونُسَ كِلاَهُمَا عَنْ هِشَامٍ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ مِثْلَهُ -

৫৫২৫. আবূ কুরায়ব ও ইসহাক ইব্‌ন ইবরাহীম (র)...... হিশাম (র) সূত্রে উল্লিখিত সনদে অনুরূপ হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন।

٢٠- بَابُ رُقْيَةِ الْمَرِيْضِ بِالْمُعَوِّذَاتِ وَالنَّفْثِ

২০. পরিচ্ছেদ : মু'আব্‌বিযাত সূরা পড়ে ঝাড়-ফুঁক করা এবং দম করা

٥٥٢٦- وَحَدَّثَنِى سُرَيْجُ بْنُ يُوْنُسَ وَيَحْيَى بْنُ اَيُّوْبَ قَالاَ حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ عَبَّادٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا مَرِضَ اَحَدٌ مِنْ اَهْلِهِ نَفَثَ عَلَيْهِ بِالْمُعَوِّذَاتِ فَلَمَّا مَرِضَ مَرَضَهُ الَّذِى مَاتَ فِيْهِ جَعَلْتُ اَنْفُثُ عَلَيْهِ وَاَمْسَحُهُ بِيَدِ نَفْسِهِ لاَنَّهَا كَانَتْ اَعْظَمَ بَرَكَةً مِنْ يَدِى وَفِى رِوَايَةِ يَحْيَى بْنِ اَيُّوبَ بِمُعَوِّذَاتٍ -

৫৫২৬. সুরায়জ ইব্‌ন ইউনুস ও ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন আইউব (র)...... আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর পরিবারবর্গের কেউ অসুস্থ হয়ে পড়লে তিনি 'মু'আব্‌বিযাত' (সূরাগুলো[১]) পড়ে তাকে ফুঁক দিতেন। পরে তিনি যখন মৃত্যুরোগে আক্রান্ত হলেন, তখন আমি তাকে ফুঁক দিতে লাগলাম এবং তাঁর-ই হাত দিয়ে তাঁর শরীর মুছে দিতে লাগলাম। কারণ আমার হাতের চেয়ে তাঁর হাত ছিল অধিক বরকতপূর্ণ। আর ইয়াইয়া ইব্‌ন আইউবের বর্ণনায় بِمُعَوِّذَاتٍ আছে।

٥٥٢٧- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيٰى قَالَ قَرَأْتُ عَلٰى مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ اِذَا اشْتَكٰى يَقْرَأُ عَلٰى نَفْسِهِ بِالْمُعَوِّذَاتِ وَيَنْفُثُ فَلَمَّا اشْتَدَّ وَجَعُهُ كُنْتُ اَقْرَأُ عَلَيْهِ وَاَمْسَحُ عَنْهُ بِيَدِهِ رَجَاءَ بَرَكَتِهَا -

১. সূরা ফালাক ও সূরা নাসকে 'মুআব্বিযাত' বলা হয়।

৫৫২৭. ইয়াহ্ইয়া ইব্ন ইয়াহ্ইয়া (র)...... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ অসুস্থ হয়ে পড়লে তিনি 'মু'আব্বিযাত' পাঠ করে নিজ শরীরে দম করতেন। তাঁর ব্যাধি কঠিন হয়ে দাঁড়ালে আমি তা পাঠ করে তাঁর পক্ষে তাঁর হাত দিয়ে তাঁর শরীর মুছে দিতাম, ঐ হাতের বরকতের আশায়।

٥٥٢٨- وَحَدَّثَنِيْ اَبُوالطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ قَالاَ اَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِيْ يُوْنُسُ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ اَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ح قَالَ وَحَدَّثَنِيْ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ نُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا رَوْحٌ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ مُكْرَمٍ وَاَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ النَّوْفَلِيُّ قَالاَ حَدَّثَنَا اَبُو عَاصِمٍ كِلاَهُمَا عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ اَخْبَرَنِيْ زِيَادٌ كُلُّهُمْ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ بِاِسْنَادِ مَالِكٍ نَحْوَ حَدِيْثِهِ وَلَيْسَ فِيْ حَدِيْثِ اَحَدٍ مِنْهُمْ رَجَاءَ بَرَكَتِهَا اِلاَّ فِيْ حَدِيْثِ مَالِكٍ وَفِيْ حَدِيْثِ يُوْنُسَ وَزِيَادٍ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ اِذَا اشْتَكَى نَفَثَ عَلَى نَفْسِهِ بِالْمُعَوِّذَاتِ وَمَسَحَ عَنْهُ بِيَدِهِ-

৫৫২৮. আবূ তাহির, হারমালা, আব্দ ইব্ন হুমায়দ, মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন নুমায়র, উক্বা ইব্ন মুকরাম ও আহমদ ইব্ন উসমান নাওফালী (র)...... ইব্ন শিহাব (র) থেকে মালিকের সনদে অনুরূপ হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন। তবে মালিকের হাদীস ব্যতীত তাদের কারো হাদীসে 'তাঁর হাতের বরকতের আশায়' কথাটি নেই। ইউনুস (র) ও যিয়াদ (র) বর্ণিত হাদীসে রয়েছে, নবী ﷺ অসুস্থ হয়ে পড়লে নিজেকে 'মু'আব্বিযাত' দিয়ে দম করতেন এবং এবং নিজের হাতে নিজের শরীর মুছতেন।

٢١- بَابُ اِسْتِحْبَابِ الرُّقْيَةِ مِنَ الْعَيْنِ وَالنَّمْلَةِ وَالْحُمَةِ وَالنَّظْرَةِ

২১. পরিচ্ছেদ : নযর লাগা, পার্শ্ব ঘা, বিষ ফোঁড়া বিষাক্ত প্রাণীর বিষক্রিয়া ও আসীব নযর থেকে (রক্ষা পাওয়ার জন্য) ঝাড়-ফুঁক করা মুস্তাহাব

٥٥٢٩- وَحَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْاَسْوَدِ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنِ الرُّقْيَةِ فَقَالَتْ رَخَّصَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَهْلِ بَيْتٍ مِنَ الْاَنْصَارِ فِي الرُّقْيَةِ مِنْ كُلِّ ذِيْ حُمَةٍ-

৫৫২৯. আবূ বকর আবূ শায়বা (র)...... আস্ওয়াদ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আয়েশা (রা)-কে ঝাড়-ফুঁক সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আনসারীদের একটি পরিবারকে যে কোন বিষধর প্রাণীর বিষ থেকে (মুক্তির জন্য) ঝাড়-ফুঁক করা অনুমতি দিয়েছেন।

٥٥٣٠- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيٰى قَالَ اَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ عَنْ مُغِيْرَةَ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنِ الْاَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ رَخَّصَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَهْلِ بَيْتٍ مِنَ الْاَنْصَارِ فِي الرُّقْيَةِ مِنَ الْحُمَةِ-

৫৫৩০. ইয়াহ্ইয়া ইব্ন ইয়াহ্ইয়া (র)......আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আনসারী-দের একটি পরিবারের লোকদের বিষাক্ত প্রাণীর বিষক্রিয়া থেকে (আরোগ্যলাভের জন্য) ঝাড়-ফুঁকের অনুমতি দিয়েছেন।

٥٥٣١- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَابْنُ اَبِىْ عُمَرَ وَاللَّفْظُ لاِبْنِ اَبِىْ عُمَرَ قَالُوْا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ اِذَا اشْتَكَى الْاِنْسَانُ الشَّىْءَ مِنْهُ اَوْ كَانَتْ بِهِ قَرْحَةٌ اَوْ جُرْحٌ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ بِاِصْبَعِهِ هٰكَذَا وَوَضَعَ سُفْيَانُ سَبَّابَتَهُ بِالْاَرْضِ ثُمَّ رَفَعَهَا بِاسْمِ اللّٰهِ تُرْبَةُ اَرْضِنَا بِرِيْقَةِ بَعْضِنَا لِيُشْفٰى بِهِ سَقِيْمُنَا بِاِذْنِ رَبِّنَا قَالَ ابْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ يُشْفٰى وَقَالَ زُهَيْرٌ لِيُشْفٰى سَقِيْمُنَا-

৫৫৩১. আবূ বকর ইব্ন আবূ শায়বা, যুহায়র ইব্ন হারব ও ইব্ন আবূ উমর (র)...... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিয়ম ছিল যে, মানুষ তার (দেহের) কোন অংশে অসুস্থতা বোধ করলে কিংবা তাতে কোন ফোঁড়া বা জখম (হয়ে) থাকলে রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর আঙ্গুল দিয়ে এভাবে করতেন (একথা বলে এভাবে করার' রূপ বুঝাবার জন্য) রাবী সুফয়ান (র) তার শাহাদাত আঙ্গুলটি মাটিতে রাখতেন এরপর তা তুলে নিতেন এবং তখন এ দু'আ পড়তেন : بِاسْمِ اللّٰهِ تُرْبَةُ اَرْضِنَا بِرِيقَةِ بَعْضِنَا لِيُشْفٰى بِهِ سُقِيْمُنَا بِاِذْنِ رَبِّنَا অর্থাৎ আল্লাহ্র নামে- আমাদের যমীনের ধূলামাটি আমাদের কারো লালার সাথে (মিলিয়ে) আমাদের প্রতিপালকের হুকুমে তা দিয়ে আমাদের রোগীর আরোগ্য প্রাপ্তির উদ্দেশ্যে (মালিশ করছি)। তবে ইব্ন আবূ শায়বা (র) (তাঁর রিওয়ায়াতে) বলেছেন, يُشْفٰى আরোগ্য প্রদান করা হয়। আর যুহায়র (র) বলেছেন, لِيُشْفٰى سُقِيْمُنَا আমাদের রোগীর আরোগ্য প্রাপ্তির উদ্দেশ্যে।

٥٥٣٢- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ وَاَبُوْ كُرَيْبٍ وَاِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ اِسْحَاقُ اَخْبَرَنَا وَقَالَ اَبُوْ بَكْرٍ وَاَبُوْ كُرَيْبٍ وَاللَّفْظُ لَهُمَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ عَنْ مِسْعَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْبَدُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ ابْنِ شَدَّادٍ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَأمُرُهَا اَنْ تَسْتَرْقِىَ مِنَ الْعَيْنِ-

৫৫৩২. আবূ বকর ইব্ন আবূ শায়বা, আবূ কুরায়ব ও ইসহাক ইব্ন ইবরাহীম (র)....... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁকে নযর লাগা থেকে (রক্ষা পাওয়ার জন্য) ঝাড়-ফুঁক করার হুকুম করতেন।

٥٥٣٣- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ نُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِىْ قَالَ حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ مِثْلَهُ-

৫৫৩৩. মুহাম্মাদ ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন নুমায়র (র)...... মিস্'আর (র) থেকে উল্লেখিত সনদে অনুরূপ হাসীদ রিওয়ায়াত করেছেনে।

٥٥٣٤- وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِىْ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَعْبَدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ شَدَّادٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَاْمُرُنِىْ اَنْ اَسْتَرْقِىَ مِنَ الْعَيْنِ-

৫৫৩৪. ইব্ন নুমায়র (র)...... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাকে বদ্ নযর থেকে (রক্ষার জন্য) ঝাড়-ফুঁক করার হুকুম করতেন।

٥٥٣٥- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيٰى قَالَ اَخْبَرَنَا اَبُوْ خَيْثَمَةَ عَنْ عَاصِمٍ الْاَحْوَلِ عَنْ يُوْسُفَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ فِىْ الرُّقَى قَالَ رُخِّصَ فِىْ الْحُمَةِ وَالنَّمْلَةِ وَالْعَيْنِ-

৫৫৩৫. ইয়াহ্ইয়া ইব্ন ইয়াহ্ইয়া (র)...... আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে ঝাড়-ফুঁক বিষয়ে বর্ণিত। তিনি বলেন, বিষাক্ত প্রাণীর বিষক্রিয়া, বিষফোঁড়া ও নযর লাগা থেকে (রক্ষার জন্য) ঝাড়-ফুঁক করার অনুমতি দেওয়া হয়েছে।

٥٥٣٦- وَحَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ اٰدَمَ عَنْ سُفْيَانَ ح قَالَ وَحَدَّثَنِىْ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَ حَدَّثَنَا حَسَنٌ وَهُوَ ابْنُ صَالِحٍ كِلاَهُمَا عَنْ عَاصِمٍ عَنْ يُوْسُفَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ اَنَسٍ قَالَ رَخَّصَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِى الرُّقْيَةِ مِنَ الْعَيْنِ وَالْحُمَةِ وَالنَّمْلَةِ وَفِىْ حَدِيْثِ سُفْيَانَ يُوْسُفَ ابْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْحَارِثِ-

৫৫৩৬. আবূ বকর ইব্ন আবূ শায়বা ও যুহায়র ইব্ন হারব (র)...... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ নযর লাগা, বিষাক্ত প্রাণীর বিষক্রিয়া ও বিষাক্ত পার্শ্বঘা বিষ ফোঁড়া থেকে (রক্ষা পাওয়ার জন্য) ঝাড়-ফুঁকের অনুমতি দিয়েছেন।

٥٥٣٧- حَدَّثَنِىْ اَبُوْ الرَّبِيْعِ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوِدَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيْدِ الزُّبَيْدِىِّ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ اُمِّ سَلَمَةَ عَنْ اُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِىِّ ﷺ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لِجَارِيَةٍ فِىْ بَيْتِ اُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِىِّ ﷺ رَاٰى بِوَجْهِهَا سَفْعَةً فَقَالَ بِهَا نَظْرَةٌ فَاسْتَرْقُوْا لَهَا يَعْنِىْ بِوَجْهِهَا صُفْرَةٌ-

৫৫৩৭. আবূ রবী' সুলায়মান ইব্ন দাঊদ (র)...... নবী ﷺ-এর স্ত্রী উম্মু সালামা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর স্ত্রী উম্মু সালামা (রা)-এর ঘরে একটি বালিকার চেহারায় (কাল বা হলুদ) দাগ দেখে বললেন, তার আসীব (নযর) লেগেছে, তার জন্য ঝাড়-ফুঁক কর। অর্থাৎ তার চেহারায় হলুদ বর্ণ ছিল।

٥٥٣٨- حَدَّثَنِىْ عُقْبَةُ بْنُ مُكْرَمٍ الْعَمِّىُّ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَاصِمٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ وَاَخْبَرَنِىْ اَبُوْ الزُّبَيْرِ اَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ ابْنَ عَبْدِ اللّٰهِ يَقُوْلُ رَخَّصَ النَّبِىُّ ﷺ لاٰلِ حَزْمٍ فِىْ رُقْيَةِ الْحَيَّةِ وَقَالَ لِاَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ مَالِىْ اَرٰى اَجْسَامَ بَنِىْ اَخِىْ ضَارِعَةً تُصِيْبُهُمُ الْحَاجَةُ قَالَتْ لاَ وَلٰكِنِ الْعَيْنُ تُسْرِعُ اِلَيْهِمْ قَالَ ارْقِيْهِمْ قَالَتْ فَعَرَضْتُ عَلَيْهِ فَقَالَ ارْقِيْهِمْ-

৫৫৩৮. উকবা ইব্ন মুকরাম 'আম্মী (র)...... জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ হাযম পরিবারকে সাপের ঝাড়-ফুঁক করার অনুমতি দেন এবং আসমা বিন্ত উমায়স (রা)-কে বললেন, আমার কি হল যে, আমার ভাই জা'ফর (রা)-এর সন্তানদের কৃশকায় দেখতে পাচ্ছি? তারা কি অভাবগ্রস্ত হয়েছে? তিনি (আসমা) বললেন, না, তবে তাদের উপর দ্রুত নযর লাগে। তিনি বললেন, তুমি তাদের ঝেড়ে দাও। তিনি বললেন, তখন আমি তাঁর কাছে (দু'আটি) শুনালাম। তিনি বললেন, (ঠিক আছে) তুমি তাদের (এ দিয়ে) ঝেড়ে দাও।

٥٥٣٩- وَحَدَّثَنِى مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ اَخْبَرَنِى اَبُوْ الزُّبَيْرِ اَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَبْنَ عَبْدِ اللّٰهِ يَقُوْلُ اَرْخَصَ النَّبِىُّ ﷺ فِىْ رُقْيَةِ الْحَيَّةِ لِبَنِى عَمْرٍو قَالَ اَبُوْ الزُّبَيْرِ وَسَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ يَقُوْلُ لَدَغَتْ رَجُلاً مِنَّا عَقْرَبٌ وَنَحْنُ جُلُوْسٌ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ رَجُلٌ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اَرْقِى قَالَ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ اَنْ يَنْفَعَ اَخَاهُ فَلْيَفْعَلْ-

৫৫৩৯. মুহাম্মদ ইব্‌ন হাতিম (র)...... জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বনূ আমরকে সাপের (দংশনের) ঝাড়-ফুঁকের অনুমতি দেন। আবূ যুবায়র (র) আরও বলেছেন, আমি জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (রা)-কে আরও বলতে শুনেছি যে, একটি বিচ্ছু আমাদের এক ব্যক্তিকে দংশন করল। আমরা তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সঙ্গে বসা ছিলাম। তখন এক ব্যক্তি বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি (তাকে) ঝেড়ে দিই? তিনি বললেন, তোমাদের যে কোন ব্যক্তি যদি তার ভাইয়ের (কোনও) উপকার করতে পারে, সে যেন (তা) করে।

٥٥٤٠- وَحَدَّثَنِى سَعِيْدُ بْنُ يَحْيَى الاُمَوِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِىْ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ مِثْلَهُ غَيْرَ اَنَّهُ قَالَ فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ اَرْقِيْهِ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَلَمْ يَقُلْ اَرْقِىْ-

৫৫৪০. সা'দ ইব্‌ন ইয়াহ্ইয়া উমাবী (র)...... ইব্‌ন জুরায়জ (র) (থেকে) উল্লেখিত সনদে অনুরূপ হাদীস রিওয়ায়াত করেন। তবে তিনি বলেছেন, তখন লোকদের মধ্য থেকে এক ব্যক্তি বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি তাকে ঝাড়-ফুঁক করি? তিনি (শুধু) 'ঝাড়-ফুঁক করি' বলেন নি (বরং 'তাকে' শব্দটিও বলেছেন)।

٥٥٤١- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ وَاَبُوْ سَعِيْدٍ الْاَشَجُّ قَالاَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اَبِىْ سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ كَانَ لِىْ خَالٌ يَرْقِىْ مِنَ الْعَقْرَبِ فَنَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنِ الرُّقٰى قَالَ فَاَتَاهُ فَقَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّكَ نَهَيْتَ عَنِ الرُّقٰى وَاَنَا اَرْقِىْ مِنَ الْعَقْرَبِ فَقَالَ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ اَنْ يَنْفَعَ اَخَاهُ فَلْيَفْعَلْ-

৫৫৪১. আবূ বকর ইব্‌ন আবূ শায়বা ও আবূ সাঈদ আশাজ্জ (র)...... জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার একজন মামা ছিলেন, যিনি বিচ্ছুর কামড়ে মন্ত্র করতেন। এ সময় (একদিন) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সব মন্ত্র নিষিদ্ধ ঘোষণা করে দিলেন। তখন তিনি (আমার মামা) তাঁর দরবারে এসে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনি মন্ত্র নিষেধ করে দিয়েছেন- আমি তো বিচ্ছুর (কামড়ে) মন্ত্র করে থাকি? তিনি বললেন, তোমাদের যে কোন লোক তার ভাইয়ের কোন উপকার করতে সক্ষম হলে সে যেন (তা) করে।

٥٥٤٢- وَحَدَّثَنَاهُ عُثْمَانُ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنِ الْاَعْمَشِ بِهٰذَ الْاِسْنَادِ مِثْلَهُ-

৫৫৪২. উসমান ইব্‌ন আবূ শায়বা (র)...... আ'মাশ (র) থেকে উল্লেখিত সনদে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেন।

٥٥٤٣- وَحَدَّثَنَا اَبُوْ كُرَيْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ قَالَ حَدَّثَنَا الْاَعْمَشُ عَنْ اَبِىْ سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنِ الرُّقٰى فَجَاءَ اٰلُ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالُوْا

يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّهُ كَانَتْ عِنْدَنَا رُقْيَةٌ نَرْقِىْ بِهَا مِنَ الْعَقْرَبِ وَاِنَّكَ نَهَيْتَ عَنِ الرُّقٰى قَالَ فَعَرَضُوْهَا عَلَيْهِ فَقَالَ مَا اَرٰى بَأْسًا مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ اَنْ يَنْفَعَ اَخَاهُ فَلْيَنْفَعْهُ–

৫৫৪৩. আবূ কুরায়ব (র)...... জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ (এক সময়) মন্ত্র নিষেধ করে দিলেন। তখন আমর ইব্ন হাযম গোষ্ঠীর লোকেরা এসে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমাদের কাছে একটি মন্ত্র ছিল, যা দিয়ে আমরা বিচ্ছুর কামড়ে মন্ত্র করতাম। আর আপনি তো মন্ত্র নিষেধ করে দিয়েছেন। রাবী [জাবির (রা)] বলেন, তারা তা তাঁর কাছে পেশ করল (শুনাল)। তখন তিনি বললেন, কোন অসুবিধা দেখতে পাচ্ছি না। তোমাদের যে কেউ তার ভাইয়ের কোনও উপকার করতে সমর্থ হলে সে যেন তার উপকার করে।

٢٢– بَابُ لاَبَأْسَ بِالرُّقٰى مَالَمْ يَكُنْ فِيْهِ شِرْكٌ–

২২. পরিচ্ছেদ : শির্ক (জাতীয় কিছু) না থাকলে মন্ত্রে কোন আপত্তি নেই

٥٥٤٤– حَدَّثَنِىْ اَبُوْا الطَّاهِرِ قَالَ اَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ الْاَشْجَعِىِّ قَالَ كُنَّا نَرْقِىْ فِى الْجَاهِلِيَّةِ فَقُلْنَا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ كَيْفَ تَرٰى فِىْ ذٰلِكَ فَقَالَ اَعْرِضُوْا عَلَىَّ رُقَاكُمْ لاَ بَأْسَ بِالرُّقٰى مَالَمْ يَكُنْ فِيْهِ شِرْكٌ–

৫৫৪৪. আবূ তাহির (র)...... আওফ ইব্ন মালিক আশজাঈ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা জাহিলী যুগে (বিভিন্ন) মন্ত্র (দিয়ে ঝাড়-ফুঁক) করতাম। তাই আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! সে বিষয়ে আপনার কি অভিমত? তিনি বললেন, তোমাদের মন্ত্রগুলো আমার কাছে পেশ করতে (শোনাতে) থাকবে, মন্ত্রে কোন আপত্তি নেই- যদি না তাতে কোন শির্ক (জাতীয় কথা) থাকে।

٢٣– بَابُ جَوَازِ اَخْذِ الْاُجْرَةِ عَلَى الرُّقْيَةِ بِالْقُرْاٰنِ وَالْاَذْكَارِ–

২৩. পরিচ্ছেদ : কুরআন শরীফ এবং অন্যান্য দু'আ-যিকির দিয়ে ঝাড়-ফুঁক করে বিনিময় গ্রহণ জায়েয

٥٥٤٥– حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيٰى قَالَ اَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ عَنْ اَبِىْ بِشْرٍ عَنْ اَبِى الْمُتَوَكِّلِ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِىِّ اَنَّ نَاسًا مِنْ اَصْحَابِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ كَانُوْا فِىْ سَفَرٍ فَمَرُّوْا بِحَىٍّ مِنْ اَحْيَاءِ الْعَرَبِ فَاسْتَضَافُوْهُمْ فَلَمْ يُضِيفُوْهُمْ فَقَالُوْا لَهُمْ هَلْ فِيْكُمْ رَاقٍ فَاِنَّ سَيِّدَ الْحَىِّ لَدِيْغٌ اَوْ مُصَابٌ فَقَالَ رَجُلٌ مِنْهُمْ نَعَمْ فَاَتَاهُ فَرَقَاهُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَبَرَاءَ الرَّجُلُ فَاُعْطِىَ قَطِيْعًا مِنْ غَنَمٍ فَاَبٰى اَنْ يَقْبَلَهَا وَقَالَ حَتّٰى اَذْكُرَ ذٰلِكَ لِلنَّبِىِّ ﷺ فَاَتَى النَّبِىَّ ﷺ فَذَكَرَ ذٰلِكَ لَهُ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَاللّٰهِ مَا رَقَيْتُ اِلاَّ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَتَبَسَّمَ وَقَالَ وَمَا اَدْرَاكَ اَنَّهَا رُقْيَةٌ ثُمَّ قَالَ خُذُوْا مِنْهُمْ وَاضْرِبُوْا لِىْ بِسَهْمٍ مَعَكُمْ–

৫৫৪৫. ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন ইয়াহ্ইয়া (র)....... আবূ সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কতিপয় সাহাবী কোন এক সফরে ছিলেন, তাঁরা কোন একটি আরব গোত্রের বসতির কাছ দিয়ে পথ অতিক্রমকালে তাদের কাছে আতিথেয়তা দাবি করলেন। তারা তাদের মেহমানদারী করল না। পরে তারা তাদের বলল, তোমাদের দলে কি কোন মন্ত্রবিদ আছে? কারণ গোত্রের সর্দার সাপে দংশিত হয়েছে কিংবা (বর্ণনা সন্দেহ, তারা বলল) বিপদাক্রান্ত হয়েছে। তখন এক ব্যক্তি বলল, হ্যাঁ। পরে সে তার কাছে গিয়ে সূরা ফাতিহা দিয়ে ঝাড়-ফুঁক করল। ফলে লোকটি ভাল হয়ে গেল এবং তাকে (ঝাড়-ফুঁককারীকে) ছাগলের একটি ছোট পাল দেওয়া হল। সে তা গ্রহণ করতে অস্বীকার করল আর সে বলল, যতক্ষণ তা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে উল্লেখ না করি (ততক্ষণ গ্রহণ করতে পারি না)। পরে সে নবী ﷺ-এর কাছে এসে বিষয়টি তাঁর কাছে বর্ণনা করল, সে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আল্লাহ্‌র কসম! আমি ফাতিহাতুল কিতাব ব্যতীত অন্য কিছু দিয়ে ঝাড়-ফুঁক করিনি। তখন তিনি মৃদু হাসলেন এবং বললেন, তুমি কি করে জানলে যে, তা মন্ত্র (দিয়ে ঝাড়-ফুঁক করা যায়)? এরপর বললেন, তাদের কাছ থেকে তা নিয়ে নাও এবং তোমাদের সাথে আমার জন্যও একটি অংশ রাখবে।

٥٥٤٦- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ وَاَبُوْ بَكْرِ بْنُ نَافِعٍ كِلاَهُمَا عَنْ غُنْدَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ اَبِىْ بِشْرٍ بِهٰذَا الاِسْنَادِ وَقَالَ فِى الْحَدِيْثِ فَجَعَلَ يَقْرَأُ اُمَّ الْقُرْاٰنِ وَيَجْمَعُ بُزَاقَهُ وَيَتْفُلُ فَبَرَأَ الرَّجُلُ-

৫৫৪৬. মুহাম্মদ ইব্‌ন বাশ্‌শার ও আবূ বকর ইব্‌ন নাফি' (র)...... আবূ বিশর (র) থেকে উল্লেখিত সনদে বর্ণিত। তিনি বলেন, যে (ওঝা) উম্মুল কুরআন- সূরা ফাতিহা পড়তে লাগল এবং তার থু থু জমা করে থু দিতে লাগল। ফলে লোকটি ভাল হয়ে গেল।

٥٥٤٧- وَحَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنِ اَبِىْ شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ قَالَ اَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيْرِيْنَ عَنْ اَخِيْهِ مَعْبَدِ بْنِ سِيْرِيْنَ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ الْخُدْرِىِّ قَالَ نَزَلْنَا مَنْزِلاً فَاَتَتْنَا امْرَأَةٌ فَقَالَتْ اِنَّ سَيِّدَ الْحَىِّ سَلِيْمُ لُدِغَ فَهَلْ فِيْكُمْ مِنْ رَاقٍ فَقَامَ مَعَهَا رَجُلٌ مِنَّا مَا كُنَّا نَظُنُّهُ يُحْسِنُ رُقْيَةً فَرَقَاهُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَبَرَأَ فَاَعْطَوْهُ غَنَمًا وَسَقَوْنَا لَبَنًا فَقُلْنَا اَكُنْتَ تَحْسِنُ رُقْيَةً فَقَالَ مَا رَقَيْتُهُ اِلاَّ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ قَالَ فَقُلْتُ لاَ تُحَرِّكُوْهَا حَتّٰى نَأْتِىَ النَّبِىَّ ﷺ فَاَتَيْنَا النَّبِىَّ ﷺ فَذَكَرْنَا ذٰلِكَ لَهُ فَقَالَ مَا كَانَ يُدْرِيْهِ اَنَّهَا رُقْيَةٌ اِقْسِمُوْا وَاضْرِبُوْا لِىْ بِسَهْمٍ مَعَكُمْ-

৫৫৪৭, আবূ বকর ইব্‌ন আবূ শায়বা (র)...... আবূ সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা একটি মনযিলে অবতরণ করলাম। তখন আমাদের কাছে একটি স্ত্রীলোক এসে বলল, মহল্লার সর্দার সর্প-দংশিত হয়েছে, তোমাদের মাঝে কি কোন ঝাড়-ফুঁককারী (ওঝা) আছে? তখন আমাদের এক ব্যক্তি উঠে তার সঙ্গে গেল, সে উত্তম ঝাড়-ফুঁক করতে পারে বলে আমাদের ধারণা ছিল না। সে সূরা ফাতিহা দিয়ে তাকে ঝাড়-ফুঁক করল। তাতে সে সুস্থ হয়ে গেল। তখন তারা তাকে একপাল ছাগল দিল এবং আমাদের দুধপান করাল। আমরা বললাম, তুমি কি উত্তম ঝাড়-ফুঁক করতে? সে বলল, আমি তো সূরা ফাতিহা ছাড়া আর কিছু দিয়ে তাকে ঝাড়-ফুঁক করিনি। রাবী বলেন, তখন আমি বললাম, আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে না যাওয়া পর্যন্ত ঐ (ছাগল)-গুলোকে স্থানান্তরিত

কর না। পরে আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে এসে তাঁর কাছে তা আলোচনা করলাম। তিনি বললেন, সে কি করে বুঝল যে, এ সূরাটি মন্ত্র (যা দিয়ে ঝাড়-ফুঁক করা যায়)? তোমরা ছাগলগুলো ভাগ করে নাও এবং আমার জন্যও তোমাদের সঙ্গে একটি ভাগ রেখ।

٥٥٤٨- حَدَّثَنِيْ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى قَالَ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ نَحْوَهُ غَيْرَ اَنَّهُ قَالَ فَقَامَ مَعَهَا رَجُلٌ مِنَّا مَاكُنَّا نَأْبِنُهُ بِرُقْيَةٍ-

৫৫৪৮. মুহাম্মদ ইব্‌ন মুসান্না (র)...... হিশাম (র) এ সনদে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন। তবে তিনি বলেছেন, তখন তার সাথে আমাদের এক ব্যক্তি উঠে দাঁড়াল; আমরা যাকে ঝাড়-ফুঁক বিষয়ে তেমন কিছু (পারদর্শী) ধারণা করতাম না।

٢٤- بَابُ إِسْتِحْبَابِ وَضْعِ يَدِهِ عَلَى مَوْضِعِ الْاَلَمِ مَعَ الدُّعَاءِ-

২৪. পরিচ্ছেদ : দু'আর (ঝাড়-ফুঁকের) সময় আক্রান্ত স্থানে হাত রাখা মুস্তাহাব

٥٥٤٩- حَدَّثَنِيْ اَبُوْ الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيٰى قَالاَ اَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِيْ يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ اَخْبَرَنِيْ نَافِعُ بْنُ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ اَبِيْ الْعَاصِ الثَّقَفِيِّ اَنَّهُ شَكٰى اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَجَعًا يَجِدُهُ فِيْ جَسَدِهِ مُنْذُ اَسْلَمَ فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ضَعْ يَدَكَ عَلَى الَّذِيْ تَأَلَّمَ مِنْ جَسَدِكَ وَقُلْ بِاسْمِ اللّٰهِ ثَلاَثًا وَقُلْ سَبْعَ مَرَّاتٍ اَعُوْذُ بِاللّٰهِ وَقُدْرَتِهِ مِنْ شَرِّ مَا اَجِدُ وَاُحَاذِرُ-

৫৫৪৯. আবূ তাহির ও হারমালা ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া (র)...... উসমান ইব্‌ন আবুল আস-সাকাফী (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে একটি ব্যথার কথা বললেন, যা তিনি মুসলমান হওয়ার সময় থেকে তার শরীরে অনুভব করছেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাকে বললেন, তোমার শরীরের যে অংশ বেদনাক্রান্ত হয়, তার উপরে তোমার হাত রেখে তিনবার বিস্‌মিল্লাহ্ বলবে এবং সাতবার বলবে اَعُوْذُ بِاللّٰهِ وَقُدْرَتِهِ مِنْ شَرِّ مَا اَجِدُ وَاُحَاذِرُ অর্থাৎ আল্লাহ্ এবং তাঁর কুদরতের শরণাপন্ন হচ্ছি-যা আমি অনুভব করি এবং যা আশঙ্কা করি, তার অকল্যাণ থেকে।

٢٥- بَابُ التَّعَوُّذِ مِنْ شَيْطَانِ الْوَسْوَسَةِ فِي الصَّلاَةِ

২৫. পরিচ্ছেদ : সালাতে ওয়াস্‌ওয়াসায় প্রদানকারী শয়তান থেকে আশ্রয় প্রার্থনা

٥٥٥٠- وَحَدَّثَنِيْ يَحْيَى بْنُ خَلَفٍ الْبَاهِلِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الاَعْلٰى عَنْ سَعِيْدِ الْجُرَيْرِيِّ عَنْ اَبِى الْعَلاَءِ اَنَّ عُثْمَانَ بْنَ اَبِى الْعَاصِ اَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ الشَّيْطَانَ قَدْ حَالَ بَيْنِيْ وَبَيْنَ صَلاَتِيْ وَقِرَاءَتِيْ يَلْبِسُهَا عَلَيَّ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ذَاكَ شَيْطَانٌ يُقَالُ لَهُ خَنْزَبٌ فَاِذَا اَحْسَسْتَهُ فَتَعَوَّذْ بِاللّٰهِ مِنْهُ وَاتْفُلْ عَلٰى يَسَارِكَ ثَلاَثًا قَالَ فَفَعَلْتُ ذٰلِكَ فَاَذْهَبَهُ اللّٰهُ عَنِّيْ-

৫৫৫০. ইয়াহ্ইয়া ইব্ন খালাফ্ আল-বাহিলী (র)...... আবুল 'আলা (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, উসমান ইব্ন আবুল আস (রা) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে এসে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! শয়তান আমার এবং আমার সালাত ও কিরআতের মাঝে প্রতিবন্ধক হয়ে তা আমার জন্য এলোমেলো করে দেয়। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : ওটা এক (প্রকারের) শয়তান যার নাম 'খিনযিব্'। যখন তুমি তার উপস্থিতি অনুভব করবে তখন (আউযুবিল্লাহ্ পড়ে) তার কবল থেকে আল্লাহ্র নামে আশ্রয় নিয়ে তিনবার তোমার বামদিকে থু-থু নিক্ষেপ করবে। তিনি বলেন, পরে আমি তা করলে আল্লাহ্ আমা থেকে তা দূর করে দিলেন।

٥٥٥١- وَحَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا سَالِمُ بْنُ نُوْحٍ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِى شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ أُسَامَةَ كِلاَهُمَا عَنِ الْجُرَيْرِىِّ عَنْ اَبِى الْعَلاَءِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ اَبِى الْعَاصِ اَنَّهُ اَتَى النَّبِىَّ ﷺ فَذَكَرَ بِمِثْلِهِ وَلَمْ يَذْكُرُ فِىْ حَدِيْثِ سَالِمِ بْنِ نُوْحٍ ثَلاَثًا-

৫৫৫১. মুহাম্মাদ ইব্ন মুসান্না ও আবূ বকর ইব্ন আবূ শায়বা (র)...... উসমান ইব্ন আবুল আস (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে এলেন। এরপর অনুরূপ (হাদীস) উল্লেখ করেছেন, তবে সালিম ইব্ন নূহ্ 'তিনবার'-এর কথা উল্লেখ করেননি।

٥٥٥٢- وَحَدَّثَنِى مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ اَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ سَعِيْدٍ الْجُرَيْرِىِّ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الشِّخِّيْرِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ اَبِى الْعَاصِ الثَّقَفِىِّ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ثُمَّ ذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيْثِهِمْ-

৫৫৫২. মুহাম্মদ ইব্ন রাফি' (র)...... উসমান ইব্ন আবুল 'আস্ সাকাফী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্!...... তারপর তাঁদের বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ হাদীস উল্লেখ করেছেন।

٣٦- بَابُ لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ وَاسْتِحْبَابُ التَّدَاوِىْ-

২৬. পরিচ্ছেদ : প্রতিটি রোগের ওষুধ রয়েছে এবং চিকিৎসা করা মুস্তাহাব

٥٥٥٣- حَدَّثَنَا هَارُوْنُ بْنُ مَعْرُوْفٍ وَاَبُوْ الطَّاهِرِ وَاَحْمَدُ بْنُ عِيْسَى قَالُوْا حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِى عَمْرٌو وَهُوَ ابْنُ الْحَارِثِ عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَنَّهُ قَالَ لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ فَاِذَا أُصِيْبَ دَوَاءَ الدَّاءِ بَرَأَ بِاِذْنِ اللّٰهِ عَزَّوَجَلَّ-

৫৫৫৩. হারূন ইব্ন মা'রূফ, আবূ তাহির ও আহমদ ইব্ন ঈসা (র)...... জাবির (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন : প্রতিটি রোগের ওষুধ রয়েছে। সুতরাং রোগে যথাযথ ওষুধ প্রয়োগ করা হলে মহান ও মহিয়ান আল্লাহ্র হুকুমে রোগ নিরাময় হয়।

٥٥٥٤- حَدَّثَنَا هَارُوْنُ بْنُ مَعْرُفٍ وَاَبُوْ الطَّاهِرِ قَالاَحَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِى عَمْرٌو اَنَّ بُكَيْرًا حَدَّثَهُ اَنَّ عَاصِمَ بْنَ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ حَدَّثَهُ اَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ عَادَ الْمُقَنَّعَ ثُمَّ قَالَ لاَ اَبْرَحُ حَتَّى تَحْتَجِمَ فَاِنِّى سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اِنَّ فِيْهِ شِفَاءً-

৫৫৫৪. হারূন ইব্ন মা'রূফ ও আবূ তাহির (র)...... আসিম ইব্ন উমর ইব্ন কাতাদা (র) বর্ণনা করেন যে, জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ্ (রা) আল-মুকান্না' (র)-কে রোগ শয্যায় দেখতে গেলেন। একটু পরে তিনি বললেন, তুমি শিংগা না লাগানো পর্যন্ত আমি উঠব না। কেননা, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে বলতে শুনেছি যে, তাতে নিরাময় রয়েছে।

٥٥٥٥- حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنَ عَلِىٍّ الْجَهْضَمِيُّ قَالَ حَدَّثَنِى اَبِىْ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ قَالَ جَاءَنَا جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ فِىْ اَهْلِنَا وَرَجُلٌ يَشْتَكِىْ خُرَاجًا بِهِ اَوْ جِرَاحًا فَقَالَ مَا تَشْتَكِىْ قَالَ خُرَاجٌ بِىْ قَدْ شَقَّ عَلَىَّ فَقَالَ يَا غُلَامُ ائْتِنِىْ بِحَجَّامٍ فَقَالَ لَهُ مَا تَصْنَعُ بِالْحَجَّامِ يَا اَبَا عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ اُرِيْدُ اَنْ اُعَلِّقَ فِيْهِ مِحْجَمًا قَالَ وَاللّٰهِ اِنَّ الذُّبَابَ لَيُصِيْبُنِىْ اَوْ يُصِيْبُنِى الثَّوْبُ فَيُؤْذِيْنِىْ وَيَشُقُّ عَلَىَّ فَلَمَّا رَأَى تَبَرُّمَهُ مِنْ ذٰلِكَ قَالَ اِنِّىْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اِنْ كَانَ فِىْ شَىْءٍ مِنْ اَدْوِيَتِكُمْ خَيْرٌ فَفِىْ شُرْطَةِ مِحْجَمٍ اَوْ شَرْبَةٍ مِنْ عَسَلٍ اَوْ لَذْعَةٍ بِنَارٍ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَمَا اُحِبُّ اَنْ اَكْتَوِىَ قَالَ فَجَاءَ بِحَجَّامٍ فَشَرَطَهُ فَذَهَبَ عَنْهُ مَا يَجِدُ-

৫৫৫৫. নাস্র ইব্ন আলী জাহযামী (র)...... আসিম ইব্ন উমর ইব্ন কাতাদা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ্ (রা) আমাদের কাছে আমাদের পরিবারে এলেন, তখন এক ব্যক্তি ফোঁড়া-পাঁচড়ায় কিংবা (বর্ণনা সন্দেহ) তিনি বললেন, যখমে অসুস্থ হয়েছিল। তিনি বললেন, তুমি কি অসুস্থতাবোধ করছ? সে বলল- আমার খোস-পাঁচড়া আমার জন্য কঠিন রূপ ধারণ করেছে। তিনি তখন (খাদিমকে) বললেন, হে কিশোর! আমার কাছে একজন শিংগা প্রয়োগকারী (বৈদ্য) ডেকে আন। তখন সে (রোগী) তাঁকে বলল, শিংগা প্রয়োগকারী (বৈদ্য) দিয়ে আপনি কি করবেন, হে আবূ আবদুল্লাহ্? তিনি বললেন, আমি তাতে একটা শিংগার নল লাগাতে চাই। সে বলল, আল্লাহ্র কসম! মাছি আমার গায়ে বসলে অথবা কাপড়ের ঘষা আমার গায়ে লাগলে তা-ই আমাকে কষ্ট দেয় এবং আমার জন্য অসহ্য হয়ে পড়ে (তা হলে শিংগার ব্যথা কী করে সইব)? পরে তিনি যখন ঐ বিষয়ে তার অসহিষ্ণুতা দেখলেন তখন বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে বলতে শুনেছি যে, তোমাদের ওষুধপত্রের কোন কিছুতে যদি কল্যাণ থেকে থাকে, তা হলে তা শিংগার নল কিংবা মধুর শরবত পান কিংবা আগুনের সেঁকে রয়েছে। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ (আরও) বলেছেন, (একান্ত প্রয়োজন দেখা না দিলে) আমি পোড়ানো বা লোহার দাগ লাগিয়ে চিকিৎসা করা পসন্দ করি না। রাবী বলেন, সে একজন শিংগাবিদ (বৈদ্য) নিয়ে এল, সে তার শিংগা লাগাল। ফলে তার বেদনানুভূতি দূর হয়ে গেল।

٥٥٥٦- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ ابْنَ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا لَيْثٌ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ قَالَ اَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ اَنَّ اُمَّ سَلَمَةَ اسْتَأْذَنَتْ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فِى الْحِجَامَةِ فَاَمَرَ النَّبِىُّ ﷺ اَبَا طَيْبَةَ اَنْ يَحْجُمَهَا قَالَ حَسِبْتُ اَنَّهُ قَالَ كَانَ اَخَاهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ اَوْ غُلَامًا لَمْ يَحْتَلِمْ-

৫৫৫৬. কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ ও মুহাম্মদ ইব্‌ন রুম্‌হ্ (র)...... জাবির (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, উম্মু সালমা (রা) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে শিংগা লাগাবার ব্যাপারে অনুমতি চাইলেন। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাকে শিংগা লাগিয়ে দেওয়ার জন্য আবূ তায়বা (রা)-কে হুকুম করলেন। রাবী বলেন, আমার ধারণা যে, তিনি (ঊর্ধ্বতন রাবী) বলেছেন যে, তিনি (আবূ তায়বা) ছিলেন তাঁর দুধভাই কিংবা অপ্রাপ্ত বয়স্ক কিশোর।

٥٥٥٧- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ وَأَبُوْ كُرَيْبٍ قَالَ يَحْيَى وَاللَّفْظُ لَهُ أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْآخَرَانِ حَدَّثَنَا أَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِيْ سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ بَعَثَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِلَى أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ طَبِيْبًا فَقَطَعَ مِنْهُ عِرْقًا ثُمَّ كَوَاهُ عَلَيْهِ-

৫৫৫৭. ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া, আবূ বকর ইব্‌ন আবূ শায়বা ও আবূ কুরায়ব (র)...... জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ উবাই ইব্‌ন কা'ব (রা)-এর কাছে একজন চিকিৎসক পাঠালেন। সে তার একটি ধমনী কেটে দিল, পরে লোহা পুড়িয়ে (রক্ত বন্ধ হওয়ার জন্য) তাতে দাগ দিয়ে দিল।

٥٥٥٨- وَحَدَّثَنَاهُ عُثْمَانُ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ ح قَالَ وَحَدَّثَنِيْ إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ قَالَ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ كِلَاهُمَا عَنِ الْأَعْمَشِ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ وَلَمْ يَذْكُرَا فَقَطَعَ مِنْهُ عِرْقًا

৫৫৫৮. উসমান ইব্‌ন আবূ শায়বা ও ইসহাক ইব্‌ন মানসূর (র)...... আ'মাশ (র) থেকে উল্লিখিত সনদে হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন। তবে তিনি 'সে তাঁর একটি ধমনী কেটে দিল' কথাটি উল্লেখ করেন নি।

٥٥٥٩- وَحَدَّثَنِيْ بِشْرُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ يَعْنِيْ ابْنَ جَعْفَرٍ عَنْ شُعْبَةَ قَالَ سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا سُفْيَانَ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ رُمِيَ أُبَيٌّ يَوْمَ الْأَحْزَابِ عَلَى أَكْحَلِهِ فَكَوَاهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ -

৫৫৫৯. বিশ্‌র ইব্‌ন খালিদ (র)...... আবূ সুফিয়ান (র) বলেন, আমি জাবির (রা)-কে বলতে শুনেছি যে, খন্দক যুদ্ধে উবাই (রা)-এর হাত (অথবা পা)-এর প্রধান ধমনীতে তীর বিদ্ধ হলো, তাই রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাকে লোহা পুড়িয়ে দাগ দিলেন।

٥٥٦٠- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ ابْنُ يُوْنُسَ قَالَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيٰى قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُوْ خَيْثَمَةَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ رُمِيَ سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ فِيْ أَكْحَلِهِ قَالَ فَحَسَمَهُ النَّبِيُّ ﷺ بِيَدِهِ بِمِشْقَصٍ ثُمَّ وَرِمَتْ فَحَسَمَهُ الثَّانِيَةَ-

৫৫৬০. আহ্‌মদ ইব্‌ন ইউনুস ও ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া (র)........ জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সা'দ ইব্‌ন মুআয (রা)-এর হাতের প্রধান রগে তীর বিদ্ধ হলো। রাবী বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর নিজ হাতে একটি তীর ফলক দিয়ে তার রগ কেটে (রক্ত বন্ধের জন্য) দাগ দিয়ে দিলেন। পরে তা ফুলে উঠলে দ্বিতীয়বার দাগ দিয়ে দিলেন।

٥٥٦١- حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ صَخْرٍ الدَّارِمِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا حَبَّانُ بْنُ هِلاَلٍ قَالَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ احْتَجَمَ وَأَعْطَى الْحَجَّامَ أَجْرَهُ وَاسْتَعَطَ-

৫৫৬১. আহমদ ইব্‌ন সাঈদ ইব্‌ন সাখর দারিমী (র)...... ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ (একবার) শিংগা নিলেন এবং শিংগা প্রয়োগকারীকে তার পারিশ্রমিক দিলেন। আর (একবার) তিনি নাকে ওষুধের ফোঁটা নিলেন।

٥٥٦٢- وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَ أَبُو بَكْرٍ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ وَقَالَ أَبُو كُرَيْبٍ وَاللَّفْظُ لَهُ أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ عَنْ مِسْعَرٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ عَامِرٍ الأَنْصَارِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ احْتَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَكَانَ لاَ يَظْلِمُ أَحَدًا أَجْرَهُ-

৫৫৬২. আবূ বকর ইব্‌ন আবূ শায়বা ও আবূ কুরায়ব (র)...... আম্‌র ইব্‌ন আমির আনসারী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আনাস ইব্‌ন মালিক (রা)-কে বলতে শুনেছি যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ শিংগা নিয়েছিলেন আর তিনি (যথারীতি মজুরিও দিয়েছিলেন- কারণ, তিনি) পারিশ্রমিকের ব্যাপারে কারো প্রতি জুলুম করতেন না।

٥٥٦٣- حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَمُحَمَّدُ الْمُثَنَّى قَالاَ حَدَّثَنَا يَحْيَى وَهُوَ ابْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَنِي نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ الْحُمَّى مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ فَأَبْرِدُوهَا بِالْمَاءِ-

৫৫৬৩. যুহায়র ইব্‌ন হারব ও মুহাম্মদ ইব্‌ন মুসান্না (র)...... ইব্‌ন উমর (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন : জ্বর হল জাহান্নামের তাপ, অতএব পানি দিয়ে তাকে ঠাণ্ডা কর।

٥٥٦٤- حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي وَمُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ قَالاَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِنَّ شِدَّةَ الْحُمَّى مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ فَابْرُدُوهَا بِالْمَاءِ-

৫৫৬৪. ইব্‌ন নুমায়র ও আবূ বকর ইব্‌ন আবূ শায়বা (র)...... ইব্‌ন উমর (র) সূত্রে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, জ্বরের প্রচণ্ডতা জাহান্নামের তাপ থেকে। তাই পানি দিয়ে তোমরা তাকে ঠাণ্ডা করবে।

٥٥٦٥- وَحَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الأَيْلِيُّ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ قَالَ أَخْبَرَنَا الضَّحَّاكُ يَعْنِي ابْنَ عُثْمَانَ كِلاَهُمَا عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ الْحُمَّى مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ فَاطْفِؤُهَا بِالْمَاءِ-

৫৫৬৫. হারূন ইব্‌ন সাঈদ আয়লী ও মুহাম্মদ ইব্‌ন রাফি' (র)...... ইব্‌ন উমর (রা) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : জ্বর জাহান্নামের তাপসঞ্জাত; তাই তাকে পানি দিয়ে নিভিয়ে দাও।

٥٥٦٦- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْحَكَمِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ح قَالَ وَحَدَّثَنِى هَارُوْنُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ وَاللَّفْظُ لَهُ قَالَ حَدَّثَنَا رَوْحٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عُمَرَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ الْحُمّٰى مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ فَاَطْفِئُوْهَا بِالْمَاءِ-

৫৫৬৬. আহমদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ ইব্‌ন হাকাম ও হারূন ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (র)...... ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : জ্বর জাহান্নামের তাপসঞ্জাত; তাই তাকে পানি দিয়ে স্তিমিত করে দাও।

٥٥٦٧- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِى شَيْبَةَ وَاَبُوْ كُرَيْبٍ قَالاَ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ عَنْ هِشَامٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ الْحُمّٰى مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ فَابْرُدُوْهَا بِالْمَاءِ-

৫৫৬৭. আবূ বকর ইব্‌ন আবূ শায়বা ও আবূ কুরায়ব (র)...... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : জ্বর জাহান্নামের তাপসঞ্জাত; তাই তাকে পানি দিয়ে ঠাণ্ডা কর।

٥٥٦٨- وَحَدَّثَنَاهُ اِسْحَاقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ اَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ وَعَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ جَمِيْعًا عَنْ هِشَامٍ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ مِثْلَهُ-

৫৫৬৮. ইসহাক ইব্‌ন ইবরাহীম (র) ...... হিশাম (র) থেকে উল্লেখিত সনদে অনুরূপ বর্ণনা করেন।

٥٥٦٩- وَحَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِى شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ فَاطِمَةَ عَنْ اَسْمَاءَ اَنَّهَا كَانَتْ تُؤْتٰى بِالْمَرْاَةِ الْمَوْعُوْكَةِ فَتَدْعُوْا بِالْمَاءِ فَتَصُبُّهُ فِىْ جَيْبِهَا وَتَقُوْلُ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ ابْرُدُوْهَا بِالْمَاءِ وَقَالَ اِنَّهَا مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ-

৫৫৬৯. আবূ বকর ইব্‌ন আবূ শায়বা (র)...... হিশাম (র) থেকে বর্ণিত যে, তার কাছে জ্বরগ্রস্ত কোন স্ত্রীলোককে নিয়ে আসা হলে তিনি পানি আনতে বলতেন। পরে তা তার বক্ষদেশে ঢেলে দিতেন এবং বলতেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তাকে পানি দিয়ে ঠাণ্ডা কর। তিনি আরও বলেছেন; তা জাহান্নামের তাপসঞ্জাত।

٥٥٧٠- وَحَدَّثَنَاهُ اَبُوْ كُرَيْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ وَاَبُوْ اُسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ وَفِىْ حَدِيْثِ ابْنِ نُمَيْرٍ صَبَّتِ الْمَاءَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ جَيْبِهَا وَلَمْ يَذْكُرْ فِىْ حَدِيْثِ اَبِىْ اُسَامَةَ اَنَّهَا مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ.

قَالَ اَبُوْ اَحْمَدَ قَالَ اِبْرَاهِيْمُ بْنُ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ بِشْرٍ حَدَّثَنَا اَبُوْ اُسَامَةَ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ-

৫৫৭০. আবূ কুরায়ব (র)...... হিশাম (র) থেকে উল্লেখিত সনদে হাদীস বর্ণনা করেন। তবে [আবূ কুরায়ব (র)-এর ঊর্ধ্বতন রাবী] ইব্‌ন নুমায়র (র) বর্ণিত হাদীসে রয়েছে, "তার (রোগিণী) ও তার কামিসের গিরেবানের মাঝে পানি ঢেলে দিতেন" আর (অপর ঊর্ধ্বতন রাবী) উসামা (রা)-এর হাদীসে 'তা জাহান্নামের তাপসঞ্জাত' কথাটি তিনি উল্লেখ করেন নি।

আবূ আহমাদ বলেন, ইবরাহীম ইব্‌ন সুফয়ান বলেন, আমাদের কাছে হাসান ইবন বিশর হাদীস বর্ণনা করেছেন, (তিনি বলেন) আমাদের এই সূত্রে আবূ উসামা হাদীস বর্ণনা করেছেন।

٥٥٧١- حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ الْاَحْوَصِ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ مَسْرُوْقٍ عَنْ عَبَايَةَ بْنِ رِفَاعَةَ عَنْ جَدِّهِ رَافِعِ بْنِ خَدِيْجٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اِنَّ الْحُمّٰى مِنْ فَوْرِ جَهَنَّمَ فَابْرُدُوْهَا بِالْمَاءِ-

৫৫৭১. হান্নাদ ইব্‌ন সারী (র)...... 'আবায়া ইব্‌ন রিফা'আ (র) সূত্রে তাঁর দাদা রাফি' ইব্‌ন খাদীজ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে আমি বলতে শুনেছি যে, জ্বর জাহান্নামের প্রচণ্ড তাপের অংশ, তাই তোমরা তাকে পানি দিয়ে ঠাণ্ডা কর।

٥٥٧٢- وَحَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنِ اَبِىْ شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى وَمُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ وَاَبُوْ بَكْرِ بْنُ نَافِعٍ قَالُوْا حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنِ مَهْدِىِّ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَبَايَةَ بْنِ رِفَاعَةَ قَالَ حَدَّثَنِىْ رَافِعُ بْنُ خَدِيْجٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ الْحُمّٰى مِنْ فَوْرِ جَهَنَّمَ فَابْرُدُوْهَا عَنْكُمْ بِالْمَاءِ وَلَمْ يَذْكُرْ اَبُوْ بَكْرٍ عَنْكُمْ وَقَالَ قَالَ اَخْبَرَنِىْ رَافِعُ بْنُ خَدِيْجٍ-

৫৫৭২. আবূ বকর ইব্‌ন আবূ শায়বা, মুহাম্মদ ইব্‌ন মুসান্না, মুহাম্মদ ইব্‌ন হাতিম (র) ও আবূ বকর ইব্‌ন নাফি' (র)...... রাফি' ইব্‌ন খাদীজ (রা) বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে বলতে শুনেছি যে, জ্বর জাহান্নামের তাপ থেকে (উদ্ভূত)। তাই তোমাদের উপর থেকে তাকে পানি দিয়ে ঠাণ্ডা কর। তবে রাবী আবূ বকর (র) 'তোমাদের উপর থেকে' উল্লেখ করেননি।

٢٧- بَابُ كَرَاهَةِ التَّدَاوِىْ بِاللُّدُوْدِ-

২৭. পরিচ্ছেদ : মুখে (জোর করে) ঔষধ ঢেলে দেয়া অপসন্দনীয়তা

٥٥٧٣- وَحَدَّثَنِىْ مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنِىْ مُوْسٰى بْنُ اَبِىْ عَائِشَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ لَدَدْنَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فِىْ مَرَضِهِ فَاَشَارَ اَنْ لَا تَلُدُّوْنِىْ فَقُلْنَا كَرَاهِيَةَ الْمَرِيْضِ لِلدَّوَاءِ فَلَمَّا اَفَاقَ قَالَ لَا يَبْقٰى مِنْكُمْ اَحَدٌ اِلَّا لُدَّ غَيْرُ الْعَبَّاسِ فَاِنَّهُ لَمْ يَشْهَدْكُمْ-

৫৫৭৩. মুহাম্মদ ইব্‌ন হাতিম (র)...... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর অসুস্থতাকালে তাঁর মুখে ওষুধ ঢেলে দিলাম; তিনি তখন ইশারা করলেন যে, আমার মুখে ওষুধ ঢেলো না। আমরা বললাম, এটা ওষুধের প্রতি রোগীর বিতৃষ্ণার প্রকাশ। পরে যখন তিনি চেতনা ফিরে পেলেন, তখন বললেন, তোমাদের প্রত্যেকের মুখে ওষুধ ঢেলে দেয়া হবে- তবে আব্বাস ব্যতীত; কারণ তিনি তোমাদের শরীক ছিলেন না।

٥٥٧٤- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيٰى التَّمِيْمِىُّ وَاَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ وَعَمْرٌو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَابْنُ اَبِىْ عُمَرَ وَاللَّفْظُ لِزُهَيْرٍ قَالَ يَحْيٰى اَخْبَرَنَا وَقَالَ الْاٰخَرُوْنَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ ابْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ اُمِّ قَيْسٍ بِنْتِ مِحْصَنٍ اُخْتِ عُكَّاشَةَ بْنِ مِحْصَنٍ قَالَتْ

دَخَلْتُ بِابْنٍ لِّيْ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ لَمْ يَأْكُلِ الطَّعَامَ فَبَالَ عَلَيْهِ فَدَعَا بِمَاءٍ فَرَشَّهُ قَالَتْ وَدَخَلْتُ عَلَيْهِ بِابْنٍ لِّيْ قَدْ اَعْلَقْتُ عَلَيْهِ مِنَ الْعُذْرَةِ فَقَالَ عَلَامَ تَدْغَرْنَ اَوْلَادَ كُنَّ بِهٰذَا الْعِلَاقِ عَلَيْكُنَّ بِهٰذَا الْعُوْدِ الْهِنْدِيِّ فَاِنَّ فِيْهِ سَبْعَةَ اَشْفِيَةٍ مِنْهَا ذَاتُ الْجَنْبِ يُسْعَطُ مِنَ الْعُذْرَةِ وَيُلَدُّ مِنْ ذَاتِ الْجَنْبِ-

৫৫৭৪. ইয়াহ্ইয়া ইব্ন ইয়াহ্ইয়া তামিমী, আবূ বকর ইব্ন আবূ শায়বা, আম্‌র আন-নাকিদ, যুহায়র ইব্ন হারব ও ইব্ন আবূ উমর (র)...... উক্কাশা ইব্ন মিহসান-এর বোন উম্মু কায়স বিন্ত মিহ্সান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আমার এক ছেলেকে নিয়ে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে গেলাম, যে তখনও (সাধারণ) খাবার গ্রহণের বয়সে পৌঁছেনি বাচ্চাটি তাঁর গায়ে পেশাব করে দিল। তিনি পানি আনালেন এবং তা ঢেলে দিলেন। তিনি বলেন, আর একবার আমি আমার (এক) ছেলেকে নিয়ে তাঁর কাছে প্রবেশ করলাম- যার গলদেশে ব্যথার কারণে আমি তার (নাসারন্ধ্রে পাকানো ন্যাকড়া দিয়ে) প্রদাহ নিরাময়ের ব্যবস্থা করেছিলাম। তিনি বললেন, ন্যাকড়ার এ প্রক্রিয়ায় তোমাদের সন্তানদের গলদেশের ব্যথার চিকিৎসা কর কেন? তোমরা (বরং) ভারতীয় চন্দন (আগর কাঠ) ব্যবহার করবে। কেননা তাতে সাতটি (রোগের) উপশম রয়েছে। তার মধ্যে একটি ذَاتُ الْجَنْبِ (নিউমোনিয়া ও শ্বাস কষ্ট) গলা ব্যথায় (টনসিল) নাকে ভারতীয় চন্দনের (আগরের) প্রলেপ দেওয়া হবে, আর ذَاتُ الْجَنْبِ (রাগে চোয়ালের এক পাশ দিয়ে মুখে ঢেলে দিবে।

٥٥٧٥- وَحَدَّثَنِيْ حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيٰى قَالَ اَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِيْ يُوْنُسُ بْنُ يَزِيْدَ اَنَّ ابْنَ شِهَابٍ اَخْبَرَهُ قَالَ اَخْبَرَنِيْ عُبَيْدُ اللّٰهِ ابْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُوْدٍ اَنَّ اُمَّ قَيْسٍ بِنْتَ مِحْصَنٍ وَكَانَتْ مِنَ الْمُهَاجِرَاتِ الْاَوَّلِ اللَّاتِيْ بَايَعْنَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ وَهِيَ اُخْتُ عُكَّاشَةَ بْنِ مِحْصَنٍ اَحَدِ بَنِيْ اَسَدِ بْنِ خُزَيْمَةَ قَالَ اَخْبَرَتْنِيْ اَنَّهَا اَتَتْ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ بِابْنٍ لَهَا لَمْ يَبْلُغْ اَنْ يَأْكُلَ الطَّعَامَ وَقَدْ اَعْلَقَتْ عَلَيْهِ مِنَ الْعُذْرَةِ قَالَ يُوْنُسُ اَعْلَقَتْ غَمَزَتْ فَهِيَ تَخَافُ اَنْ تَكُوْنَ بِهِ عُذْرَةٌ قَالَتْ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَلَامَهْ تَدْغَرْنَ اَوْلَادَكُنَّ بِهٰذَا الْاِعْلَاقِ عَلَيْكُمْ بِهٰذَا الْعُوْدِ الْهِنْدِيِّ يَعْنِيْ بِهِ الْكُسْتَ فَاِنَّ فِيْهِ سَبْعَةَ اَشْفِيَةٍ مِنْهَا ذَاتُ الْجَنْبِ قَالَ عُبَيْدُ اللّٰهِ وَاَخْبَرَتْنِيْ اَنَّ ابْنَهَا ذَاكَ بَالَ فِيْ حَجْرِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَدَعَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِمَاءٍ فَنَضَحَهُ عَلٰى بَوْلِهِ وَلَمْ يَغْسِلْهُ غَسْلًا-

৫৫৭৫. হারমালা ইব্ন ইয়াহ্ইয়া (র)...... উবায়দুল্লাহ্ ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন উতবা ইব্ন মাসঊদ (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, উম্মু কায়স বিন্ত মিহ্সান (রা) তিনি ছিলেন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর হাতে বায়আত গ্রহণকারিণী প্রাথমিক পর্যায়ের মুহাজির নারীগণের অন্যতমা। আর তিনি হলেন বনূ আসাদ ইব্ন খুযায়মা-র অন্যতম সদস্য উক্কাশা ইব্ন মিহ্সান (রা)-এর বোন। রাবী বলেন, তিনি (উম্মু কায়স) আমাকে অবহিত করেছেন যে, তিনি তার একটি ছেলেকে নিয়ে, যে তখনও (সাধারণ) খাবার খাওয়ার বয়সে পৌঁছেনি- রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে এলেন, আর তখন তিনি পাকানো ন্যাকড়া নাসারন্ধ্রে ঢুকিয়ে ঐ ছেলেটির গলা ব্যথা নিরাময়ের ব্যবস্থা করে রেখেছিলেন। রাবী ইউনুস (র) বলেন اَعْلَقَتْ অর্থ غَمَزَتْ অর্থাৎ গলদেশে ব্যথা বা রক্ত জমার আশঙ্কায় নাসিকারন্ধ্রে ন্যাকড়া ঢুকিয়ে নিরাময়ের ব্যবস্থা করেছিলেন। তিনি বলেন, তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : তোমরা পাকানো ন্যাকড়া ঢুকিয়ে তোমাদের সন্তানদের নিরাময়ের ব্যবস্থা কর কেন ? তোমরা (বরং) এ ভারতীয় চন্দন (আগর) ব্যবহার করবে, কারণ তাতে অবশ্যই সাতটি (রোগের) ওষুধ রয়েছে। তার মধ্যে ذَاتُ الْجَنْبِ একটি। রাবী উবায়দুল্লাহ্

বলেন, তিনি আমাকে আরও অবহিত করেছেন যে, তার ঐ ছেলেটি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কোলে পেশাব করে দিল। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কিছু পানি নিয়ে আসতে বললেন এবং তা তার পেশাবের উপরে ঢেলে দিলেন, তবে একেবারে পূর্ণাঙ্গরূপে তা ধুলেন না।

٢٨- بَابُ التَّدَاوِىْ بِالْحَبَّةِ السَّوْدَاءِ-

২৮. পরিচ্ছেদ : কালজিরা দ্বারা চিকিৎসা

٥٥٧٦- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحِ بْنِ الْمُهَاجِرِ قَالَ اَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ اَخْبَرَنِى اَبُوْ سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ وَسَعِيْدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ اَنَّ اَبَا هُرَيْرَةَ اَخْبَرَهُمَا اَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اِنَّ فِى الْحَبَّةِ السَّوْدَاءِ شِفَاءً مِنْ كُلِّ دَاءٍ اِلاَّ السَّامَ وَالسَّامُ الْمَوْتُ وَالْحَبَّةُ السَّوْدَاءُ الشُّوْنِيْزُ-

وَحَدَّثَنِيْهِ اَبُوْ الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ قَالاَ اَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ ح قَالَ وَحَدَّثَنَاهُ اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ وَعَمْرُوْ النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَابْنُ اَبِىْ عُمَرَ قَالُوْا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ اَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الدَّارِمِىُّ قَالَ اَخْبَرَنَا اَبُوْ الْيَمَانِ قَالَ اَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ كُلُّهُمْ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ بِمِثْلِ حَدِيْثِ عُقَيْلٍ وَفِىْ حَدِيْثِ سُفْيَانَ وَيُوْنُسَ الْحَبَّةُ السَّوْدَاءُ وَلَمْ يَقُلِ الشُّوْنِيْزُ-

৫৫৭৬. মুহাম্মদ ইব্‌ন রুম্‌হ্ ইব্‌ন মুহাজির (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) বর্ণনা করেন যে, তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে বলতে শুনেছেন, কালজিরায় প্রতিটি রোগের উপশম রয়েছে- তবে 'আস্-সাম' (اَلسَّام) থেকে নয় আর 'আস্-সাম' হল মৃত্যু। আর 'হাব্বাতুস সাওদা' হল (স্থানীয় ভাষায়) 'শুনীয' (অর্থাৎ কালজিরা)।

আবূ তাহির, হারমালা ইব্‌ন ইয়াহ্ইয়া, আবূ বাক্‌র ইব্‌ন আবূ শায়বা, আমর আন-নাকিদ, যুহায়র ইব্‌ন হারব ইব্‌ন আবূ উমর, আব্‌দ ইব্‌ন হুমায়দ ও আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আবদুর রহমান আদ্-দারিমী (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে (পূর্বোল্লিখিত) উকায়ল (র)-এর হাদীসের অনুরূপ হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন। তবে (দ্বিতীয় সনদে) সুফয়ান (র) ও (প্রথম সনদে) ইউনুস (র)-এর হাদীসে 'اَلْحَبَّةُ السَّوْدَاءُ' রয়েছে। (তার ব্যাখ্যায়) তিনি 'শুনীয' বলেননি।

٥٥٧٧- وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ اَيُّوْبَ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ وَابْنُ حُجْرٍ قَالُوْا حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ عَنِ الْعَلاَءِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَا مِنْ دَاءٍ اِلاَّ فِى الْحَبَّةِ السَّوْدَاءِ مِنْهُ شِفَاءٌ اِلاَّ السَّامَ-

৫৫৭৭. ইয়াহ্ইয়া ইব্ন আইউব, কুতায়বা ইব্ন সাঈদ ও ইব্ন হুজর (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : মৃত্যু ব্যতীত এমন কোনও রোগ নেই কালজিরায় যার শিফা নেই।

٢٩- بَابُ التَّلْبِينَةُ مُجِمَّةٌ لِفُؤَادِ الْمَرِيْضِ-

২৯. পরিচ্ছেদ : তালবীনা (সাগু-বার্লি, তরল হালুয়া) প্রসঙ্গে

٥٥٧٨- حَدَّثَنِى عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ ابْنِ سَعْدٍ قَالَ حَدَّثَنِى اَبِى عَنْ جَدِّى قَالَ حَدَّثَنِى عُقَيْلُ ابْنِ شَهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ اَنَّهَا كَانَتْ اِذَا مَاتَ الْمَيِّتُ مِنْ اَهْلِهَا فَاجْتَمَعَ لِذَلِكَ النِّسَاءُ ثُمَّ تَفَرَّقْنَ اِلاَّ اَهْلَهَا وَخَاصَّتَهَا اَمَرَتْ بِبُرْمَةٍ مِنْ تَلْبِيْنَةٍ فَطُبِخَتْ ثُمَّ صُنِعَ ثَرِيْدٌ فَصُبَّتِ التَّلْبِيْنَةُ عَلَيْهَا ثُمَّ قَالَتْ كُلْنَ مِنْهَا فَاِنِّي سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ التَّلْبِيْنَةُ مُجِمَّةٌ لِفُؤَادِ الْمَرِيْضِ تَذْهَبُ بِبَعْضِ الْحُزْنِ

৫৫৭৮. আবদুল মালিক ইব্ন শুআয়ব ইব্ন লাইস ইব্ন সা'দ (র)...... উরওয়া (র) সূত্রে নবী ﷺ-এর স্ত্রী আয়েশা (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তাঁর নিয়ম ছিল, যখন তার পরিবারের কোন লোক মারা যেত এবং সে উপলক্ষে মহিলাগণ সমবেত হতো, পরে পরিবারের লোক ও বিশিষ্টরা (আত্মীয়) ব্যতীত অন্যরা চলে যেত, তখন তিনি এক ডেকচি তালবীনা[১] রান্না করার নির্দেশ দিতেন। তা রান্না করা হতো; তারপর 'সারীদ' তৈরি করে তালবীনা তার ওপর ঢেলে দেওয়া হতো। এরপর তিনি বলতেন, এটা থেকে আহার কর। কেননা আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, 'তালবীনা' রোগীর অন্তর প্রশান্ত করে এবং দুঃখ কিছুটা প্রশমিত করে।

٣٠- بَابُ التَّدَاوِىْ بِسَقْيِ الْعَسَلِ

৩০. পরিচ্ছেদ : মধুপান করানো দ্বারা চিকিৎসা প্রসঙ্গে

٥٥٧٩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ وَاللَّفْظُ لاِبْنِ الْمُثَنَّى قَالاَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَبِى الْمُتَوَكِّلِ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِىِّ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ اِنَّ اَخِىْ اسْتَطْلَقَ بَطْنُهُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اسْقِهِ عَسَلاً فَسَقَاهُ ثُمَّ جَاءَهُ فَقَالَ اِنِّى سَقَيْتُهُ فَلَمْ يَزِدْهُ اِلاَّ اسْتِطْلاَقًا فَقَالَ لَهُ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ جَاءَ الرَّابِعَةَ فَقَالَ اسْقِهِ عَسَلاً فَقَالَ لَقَدْ سَقَيْتُهُ فَلَمْ يَزِدْهُ اِلاَّ اسْتِطْلاَقًا فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ صَدَقَ اللّٰهُ وَكَذَبَ بَطْنُ اَخِيْكَ فَسَقَاهُ فَبَرَأَ-

وَحَدَّثَنِيْهِ عَمْرُو بْنُ زُرَارَةَ قَالَ اَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ يَعْنِى ابْنَ عَطَاءٍ عَنْ سَعِيْدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَبِى الْمُتَوَكِّلِ النَّاجِىِّ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ الْخُدْرِىِّ اَنَّ رَجُلاً اَتَى النَّبِىَّ ﷺ فَقَالَ اِنَّ اَخِىْ عَرِبَ بَطْنُهُ فَقَالَ لَهُ اسْقِهِ عَسَلاً بِمَعْنَى حَدِيْثِ شُعْبَةَ-

---

১. তালবীনা : আটা বা আটার ভূষি দিয়ে তৈরি এক প্রকার তরল খাবার মধু মিশ্রিত যেমন চাউলের গুঁড়া দিয়ে তৈরি তরল হালুয়া বা সাগু-বার্লি ইত্যাদি।

৫৫৭৯. মুহাম্মদ ইব্‌ন মুসান্না ও মুহাম্মদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (র)...... আবূ সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে এসে বলল, আমার ভাইয়ের দাস্ত হচ্ছে। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : তাকে মধুপান করাও। সে তাকে মধুপান করাল পরে এসে বলল, আমি তাকে মধুপান করিয়েছি কিন্তু তার দাস্ত আরও বেড়ে গেছে। তিনি এভাবে তাকে তিনবার বললেন। তারপর লোকটি চতুর্থবার এসে বললে, নবীজী ﷺ বললেন : তাকে মধুপান করাও। লোকটি বলল, মধুপান করিয়েছি কিন্তু দাস্ত বেড়ে যাচ্ছে। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : আল্লাহ্ই সত্য বলেছেন, তোমার ভাইয়ের পেট মিথ্যা বলছেন। তারপর আবার তাকে পান করালে সে ভাল হয়ে গেল।

আমর ইব্‌ন যুরারা (র)......আবূ সাঈদ খুদরী (রা) হতে বর্ণিত, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট আসলেন এবং বললেন, আমার ভাইয়ের পেট খারাপ হয়েছে। অতঃপর তিনি তাকে বললেন, ওকে মধুপান করাও। এটি শুবার হাদীসের অর্থযুক্ত বর্ণনায় বর্ণিত।

٣١- بَابُ الطَّاعُوْنِ وَالطِّيَرَةِ وَالْكَهَانَةِ وَنَحْوِهَا-

৩১. পরিচ্ছেদ : প্লেগ, কুলক্ষণ ও জ্যোতিষীর গণনা ইত্যাদি

٥٥٨٠- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ وَاَبِى النَّضْرِ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ اَبِى وَقَّاصٍ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّهُ سَمِعَهُ يَسْأَلُ اُسَامَةَ ابْنَ زَيْدٍ مَا ذَا سَمِعْتَ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِى الطَّاعُوْنِ فَقَالَ اُسَامَةُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الطَّاعُوْنُ رِجْزٌ اُرْسِلَ عَلٰى بَنِى اِسْرَائِيْلَ اَوْ عَلٰى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ فَاِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ بِاَرْضٍ فَلَا تَقْدَمُوْا عَلَيْهِ وَاِذَا وَقَعَ بِاَرْضٍ وَاَنْتُمْ بِهَا فَلَا تَخْرُجُوْا فِرَارًا مِنْهُ وَقَالَ اَبُوْ النَّضْرِ لَا يُخْرِجُكُمْ اِلَّا فِرَارٌ مِنْهُ-

৫৫৮০. ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন ইয়াহ্ইয়া (র)...... আমির (র) থেকে বর্ণিত। তিনি তাঁর পিতা সা'দ ইব্‌ন আবূ ওয়াক্কাস (রা)-কে উসামা ইব্‌ন যায়দ (রা)-কে এ মর্মে জিজ্ঞাসা করতে শুনেছেন যে, আপনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে প্লেগ সম্পর্কে কি শুনেছেন? তখন উসামা (রা) বললেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : প্লেগ একটি শাস্তি যা বনী ইস্‌রাঈল কিংবা (বর্ণনা সন্দেহ) তোমাদের পূর্বে যারা ছিল তাদের উপরে পাঠানো হয়েছিল। সুতরাং তোমরা কোন এলাকায় প্লেগের কথা শুনলে সেখানে যেও না। আর কোন এলাকায় প্লেগ দেখা দিলে এবং তোমরা সেখানে অবস্থানরত থাকলে সেখান থেকে পলায়ন করার জন্য বের হবে না। রাবী আবূ নাযর (র) বলেছেন, শুধু পলায়নের উদ্দেশ্যে সে স্থান ত্যাগ করা, এমন কর না।

٥٥٨١- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ ابْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَا اَخْبَرَنَا الْمُغِيْرَةُ وَنَسَبَهُ ابْنُ قَعْنَبٍ فَقَالَ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْقُرَشِىُّ عَنْ اَبِى النَّضْرِ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ اَبِى وَقَّاصٍ عَنْ اُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الطَّاعُوْنُ اٰيَةُ الرِّجْزِ ابْتَلَى اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ بِهِ نَاسًا مِنْ عِبَادِهِ فَاِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ فَلَا تَدْخُلُوْا عَلَيْهِ وَاِذَا وَقَعَ بِاَرْضٍ وَاَنْتُمْ بِهَا فَلَا تَفِرُّوْا مِنْهُ هٰذَا حَدِيْثُ الْقَعْنَبِىِّ وَقُتَيْبَةَ نَحْوَهُ-

৫৫৮১. আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসলামা ইব্ন কা'নাব ও কুতায়বা ইব্ন সাঈদ (র)...... উসামা ইব্ন যায়দ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : প্লেগ আযাবের আলামত। মহীয়ান গরীয়ান আল্লাহ্ পাক তা দিয়ে তাঁর বান্দাদের কিছু লোককে বিপদগ্রস্ত করেন। সুতরাং কোন এলাকায় এর প্রাদুর্ভাবের সংবাদ পেলে তোমরা সেখানে যেও না। আর তোমরা কোন এলাকায় অবস্থানকালে সেখানে প্লেগ দেখা দিলে সেখান থেকে পলায়ন করবে না। এ বর্ণনা কা'নাব-এর। আর কুতায়বা (র)-এর বর্ণনাও অনুরূপ।

٥٥٨٢- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ نُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِيْ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ اُسَامَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ هٰذَا الطَّاعُوْنَ رِجْزٌ سُلِّطَ عَلٰى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ اَوْ عَلٰى بَنِيْ اِسْرَائِيْلَ فَاِذَا كَانَ بِاَرْضٍ فَلاَ تَخْرُجُوْا مِنْهَا فِرَارًا مِنْهُ وَاِذَا كَانَ بِاَرْضٍ فَلاَ تَدْخُلُوْهَا-

৫৫৮২. মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন নুমায়র (র)...... উসামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : এ প্লেগ একটি আযাব, যা তোমাদের পূর্ববর্তীদের উপরে কিংবা বনী ইসরাঈলের উপরে চাপিয়ে দেওয়া হয়েছিল। অতএব কোন এলাকায় তা দেখা দিলে তা থেকে পলায়নের উদ্দেশ্যে সে এলাকা ত্যাগ করো না। আর কোন এলাকায় প্লেগ দেখা দিলে সেখানে প্রবেশ করো না।

٥٥٨٣- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ قَالَ اَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ اَخْبَرَنِيْ عَمْرُو بْنُ دِيْنَارٍ اَنَّ عَامِرَ بْنَ سَعْدٍ اَخْبَرَهُ اَنَّ رَجُلاً سَأَلَ سَعْدَ بْنَ اَبِيْ وَقَّاصٍ عَنِ الطَّاعُوْنِ فَقَالَ اُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ اَنَا اُخْبِرُكَ عَنْهُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ هُوَ عَذَابٌ اَوْ رِجْزٌ اَرْسَلَهُ اللّٰهُ عَلٰى طَائِفَةٍ مِنْ بَنِيْ اِسْرَائِيْلَ اَوْ نَاسٍ كَانُوْا قَبْلَكُمْ فَاِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ بِاَرْضٍ فَلاَ تَدْخُلُوْهَا عَلَيْهِ وَاِذَا دَخَلَهَا عَلَيْكُمْ فَلاَ تَخْرُجُوْا مِنْهَا فِرَارًا-

৫৫৮৩. মুহাম্মদ ইব্ন হাতিম (র)......আমির ইব্ন সা'দ (র) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি সা'দ ইব্ন আবূ ওয়াক্কাস (রা)-কে প্লেগ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে উসামা ইব্ন যায়দ (রা) বললেন, আমি সে বিষয়ে তোমাকে অবহিত করছি। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : তা একটি আযাব কিংবা একটি শাস্তি যা আল্লাহ্ পাক বনী ইসরাঈলের একটি উপদল কিংবা তোমাদের পূর্ববর্তী কোন একদল লোকের উপরে পাঠিয়েছিলেন। সুতরাং কোন এলাকায় তার কথা শুনলে সেখানে তার উপরে (প্লেগকে পরোয়া না করে) তোমরা প্রবেশ করো না; আর কোন এলাকায় তোমাদের উপরে তা এসে পড়লে সেখান থেকে পলায়নের উদ্দেশ্যে বের হয়ো না।

٥٥٨٤- وَحَدَّثَنَاهُ اَبُوْ الرَّبِيْعِ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالاَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ وَهُوَ ابْنُ زَيْدٍ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ابْنُ عُيَيْنَةَ كِلاَهُمَا عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ بِاِسْنَادِ ابْنِ جُرَيْجٍ نَحْوَ حَدِيْثِهِ-

৫৫৮৪. আবূ রবী' সুলায়মান ইব্ন দাউদ, কুতায়বা ইব্ন সাঈদ ও আবূ বকর ইব্ন আবূ শায়বা (রা)..... আমর ইব্ন দীনার (র) থেকে ইব্ন জুরায়জ (র)-এর সনদে তাঁর বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন।

٥٥٨٥- حَدَّثَنِيْ اَبُوْ الطَّاهِرِ اَحْمَدُ بْنُ عَمْرٍ وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيٰى قَالاَ حَدَّثَنَا اَبْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِيْ يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ اَخْبَرَنِيْ عَامِرُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ اُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَنَّهُ قَالَ اِنَّ هٰذَا الْوَجَعَ اَوِ السَّقَمَ رِجْزٌ عُذِّبَ بِهِ بَعْضُ الْاُمَمِ قَبْلَكُمْ ثُمَّ بَقِىَ بَعْدُ بِالْاَرْضِ فَيَذْهَبُ الْمَرَّةَ وَيَأْتِىْ الْاُخْرٰى فَمَنْ سَمِعَ بِهِ بِاَرْضٍ فَلاَ يَقْدِمَنَّ عَلَيْهِ وَمَنْ وَقَعَ بِاَرْضٍ وَهُوَ بِهَا فَلاَ يُخْرِجَنَّهُ الْفِرَارُ مِنْهُ-

৫৫৮৫. আবূ তাহির আহমদ ইব্‌ন আমর ও হারামালা ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া (র)...... উসামা ইব্‌ন যায়দ (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন : এ ব্যাধি বা পীড়া একটি শাস্তি যা দিয়ে তোমাদের পূর্বেকার কোন উম্মাতকে আযাব দেয়া হয়েছে। পরে তা পৃথিবীতে (বিদ্যমান) রয়ে গেছে। তাই এক সময় তা চলে যায়, আর এক সময় তা এসে পড়ে। সুতরাং যে ব্যক্তি কোন এলাকায় তার কথা শুনতে পায় সে যেন সেখানে না যায়, আর যে ব্যক্তি কোথাও থাকা অবস্থায় সেখানে তা এসে পড়ে, পলায়নের ইচ্ছা যেন তাকে সেখান থেকে বের না করে।

٥٥٨٦- وَحَدَّثَنَاهُ اَبُوْ كَامِلٍ الْجَحْدَرِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ يَعْنِىْ اَبْنَ زِيَادٍ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِىُّ بِاِسْنَادِ يُوْنُسَ نَحْوَ حَدِيْثِهِ-

৫৫৮৬. আবূ কামিল জাহ্‌দারী (র)...... যুহরী (র) থেকে ইউনুস (র)-এর সনদে তাঁর বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন।

٥٥٨٧- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ عَدِىٍّ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ حَبِيْبٍ قَالَ كُنَّا بِالْمَدِيْنَةِ فَبَلَغَنِىْ اَنَّ الطَّاعُوْنَ قَدْ وَقَعَ بِالْكُوْفَةِ فَقَالَ لِىْ عَطَاءُ بْنُ يَسَارٍ وَغَيْرُهُ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِذَا كُنْتَ بِاَرْضٍ فَوَقَعَ بِهَا فَلاَ تَخْرُجْ مِنْهَا وَاِذَا بَلَغَكَ اَنَّهُ بِاَرْضٍ فَلاَ تَدْخُلْهَا قَالَ قُلْتُ عَنْ مَنْ قَالُوْا عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ يُحَدِّثُ بِهِ قَالَ فَاَتَيْتُهُ فَقَالُوْا غَائِبٌ قَالَ فَلَقِيْتُ اَخَاهُ اِبْرَاهِيْمَ ابْنَ سَعْدٍ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ شَهِدْتُ اُسَامَةَ يُحَدِّثُ سَعْدًا فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اِنَّ هٰذَا الْوَجَعَ رِجْزٌ اَوْ عَذَابٌ اَوْ بَقِيَّةُ عَذَابٍ عُذِّبَ بِهِ اُنَاسٌ مِنْ قَبْلِكُمْ فَاِذَا كَانَ بِاَرْضٍ وَاَنْتُمْ بِهَا فَلاَ تَخْرُجُوْا مِنْهَا وَاِذَا بَلَغَكُمْ اَنَّهُ بِاَرْضٍ فَلاَ تَدْخُلُوْهَا قَالَ حَبِيْبٌ فَقُلْتُ لِاِبْرَاهِيْمَ اَنْتَ سَمِعْتَ اُسَامَةَ يُحَدِّثُ سَعْدًا وَهُوَ لاَ يُنْكِرُ قَالَ نَعَمْ-

৫৫৮৭. মুহাম্মদ ইব্‌ন মুসান্না (র)...... হাবীব (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা মদীনায় অবস্থান করছিলাম। তখন আমার কাছে খবর পৌঁছল যে, কূফায় প্লেগ দেখা দিয়েছে। তখন আতা ইব্‌ন ইয়াসার (রা) প্রমুখ আমাকে বললেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : তুমি যখন কোন এলাকায় থাকবে, সেখানে তা (প্লেগ) দেখা দিলে সেখান থেকে বের হয়ো না। আর যদি তোমার কাছে সংবাদ পৌঁছে যে, তা কোন এলাকায় রয়েছে, তা হলে সেখানে যেও

না। রাবী বলেন, আমি বললাম, এ রিওয়ায়াত কার তরফ থেকে? তাঁরা বললেন, আমির ইব্‌ন সা'দ (র) থেকে তিনি তা বর্ণনা করে থাকেন। রাবী বলেন, তখন আমি তাঁর কাছে গেলাম। তারা বলল, তিনি বাড়িতে নেই। তখন আমি তাঁর ভাই ইবরাহীম ইব্‌ন সা'দ (র)-এর সাথে দেখা করে তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন, উসামা (রা) যখন সা'দকে হাদীস শোনাচ্ছিলেন, তখন আমি হাযির ছিলাম। তিনি বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, এ ব্যাধি একটি শাস্তি কিংবা একটি আযাব কিংবা আযাবের অবশিষ্টাংশ— যা দিয়ে তোমাদের পূর্বেকার কতক লোককে শাস্তি দেয়া হয়েছিল। সুতরাং কোন এলাকায় তোমাদের অবস্থানকালে যদি তা দেখা দেয়, তখন সেখান থেকে তোমরা বের হয়ো না। আর যদি তোমাদের কাছে সংবাদ পৌঁছে যে, তা কোন এলাকায় রয়েছে, তাহলে সেখানে যেও না। হাবীব (র) বলেন, তখন আমি ইবরাহীম (র)-কে বললাম, আপনি কি শুনেছেন যখন উসামা (রা) সা'দ (রা)-এর কাছে হাদীস বর্ণনা করছিলেন, আর তিনি তাতে প্রতিবাদ করেননি? তিনি বললেন, হ্যাঁ।

٥٥٨٨- وَحَدَّثَنَاهُ عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُعَاذٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِىْ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ غَيْرَ اَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ قِصَّةَ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ فِىْ اَوَّلِ الْحَدِيْثِ-

৫৫৮৮. উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন মুআয (র)...... শু'বা (র) এ সনদে হাদীস বর্ণনা করেছেন। তবে তিনি হাদীসের প্রারম্ভে আতা ইব্‌ন ইয়াসার (র) সম্পর্কিত বিবরণ বিবৃত করেন নি।

٥٥٨٩- وَحَدَّثَنَاهُ اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ حَبِيْبٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ سَعْدٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ مَالِكٍ وَخُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ وَاُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ قَالُوْا قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِمَعْنَى حَدِيْثِ شُعْبَةَ-

৫৫৮৯. আবূ বকর ইব্‌ন আবূ শায়বা (র)...... সাদ ইব্‌ন মালিক (রা), খুযায়মা ইব্‌ন সাবিত (রা) ও উসামা ইব্‌ন যায়দ (রা) থেকে বর্ণিত। তাঁরা বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন :...... এরপর শু'বা (র)-এর হাদীসের মর্মানুযায়ী হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন।

٥٥٩٠- وَحَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ وَاِسْحَاقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ كِلَاهُمَا عَنْ جَرِيْرٍ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ حَبِيْبٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ ابْنِ سَعْدِ بْنِ اَبِىْ وَقَّاصٍ قَالَ كَانَ اُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ وَسَعْدٌ جَالِسَيْنِ يَتَحَدَّثَانِ فَقَالَا قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِنَحْوِ حَدِيْثِهِمْ

وَحَدَّثَنِيْهِ وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ قَالَ اَخْبَرَنَا خَالِدٌ يَعْنِىْ الطَّحَّانَ عَنِ الشَّيْبَانِىِّ عَنْ حَبِيْبِ بْنِ اَبِىْ ثَابِتٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ سَعْدِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ بِنَحْوِ حَدِيْثِهِمْ-

৫৫৯০. উসমান ইব্‌ন আবূ শায়বা ও ইসহাক ইব্‌ন ইবরাহীম (র)...... ইব্‌রাহীম ইব্‌ন সা'দ ইব্‌ন আবূ ওয়াক্কাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উসামা ইব্‌ন যায়দ (রা) ও সা'দ (রা) বসে বসে কথা বলছিলেন। তাঁরা দু'জন বললেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : (পূর্বোল্লেখিত) রাবীদের হাদীসের ন্যায়।

ওয়াহ্‌ব ইব্‌ন বাকিয়্যা (র)...... ইবরাহীম ইব্‌ন সা'দ ইব্‌ন মালিক (র), তাঁর পিতা (সা'দ) সূত্রে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে পূর্বোল্লেখিত রাবীদের হাদীসের অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন।

٥٥٩١- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ زَيْدِ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ نَوْفَلٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ خَرَجَ اِلَى الشَّامِ حَتّٰى اِذَا كَانَ بِسَرْغَ لَقِيَهُ اَهْلُ الْاَجْنَادِ اَبُوْ عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ وَاَصْحَابُهُ فَاَخْبَرُوْهُ اَنَّ الْوَبَاءَ قَدْ وَقَعَ بِالشَّامِ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَقَالَ عُمَرُ اُدْعُ لِىْ الْمُهَاجِرِيْنَ الاَوَّلِيْنَ فَدَعَوْتُهُمْ فَاسْتَشَارَهُمْ وَاَخْبَرَهُمْ اَنَّ الْوَبَاءَ قَدْ وَقَعَ بِالشَّامِ فَاخْتَلَفُوْا فَقَالَ بَعْضُهُمْ قَدْ خَرَجْتَ لِاَمْرٍ وَلَا نَرَى اَنْ تَرْجِعَ عَنْهُ وَقَالَ بَعْضُهُمْ مَعَكَ بَقِيَّةُ النَّاسِ وَاَصْحَابُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَلَا نَرَى اَنْ تُقْدِمَهُمْ عَلَى هٰذَا الْوَبَاءِ قَالَ ارْتَفِعُوْا عَنِّىْ ثُمَّ قَالَ اُدْعُ لِىَ الْاَنْصَارَ فَدَعَوْتُهُمْ لَهُ فَاسْتَشَارَهُمْ فَسَلَكُوْا سَبِيْلَ الْمُهَاجِرِيْنَ وَاخْتَلَفُوْا كَاخْتِلَافِهِمْ فَقَالَ ارْتَفِعُوْا عَنِّىْ ثُمَّ قَالَ اُدْعُ لِىْ مَنْ كَانَ هٰهُنَا مِنْ مَشْيَخَةِ قُرَيْشٍ مِنْ مُهَاجِرَةِ الْفَتْحِ فَدَعَوْتُهُمْ فَلَمْ يَخْتَلِفُ عَلَيْهِ رَجُلَانِ فَقَالُوْا نَرَى اَنْ تَرْجِعَ بِالنَّاسِ وَلَا تُقْدِمَهُمْ عَلَى هٰذَا الْوَبَاءِ فَنَادَى عُمَرُ فِى النَّاسِ اِنِّىْ مُصَبِّحٌ عَلَى ظَهْرٍ فَاَصْبِحُوْا عَلَيْهِ فَقَالَ اَبُوْ عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ أَفِرَارًا مِنْ قَدَرِ اللّٰهِ فَقَالَ عُمَرُ لَوْ غَيْرُكَ قَالَهَا يَا اَبَا عُبَيْدَةَ وَكَانَ عُمَرُ يَكْرَهُ خِلَافَهُ نَعَمْ نَفِرُّ مِنْ قَدَرِ اللّٰهِ اِلَى قَدَرِ اللّٰهِ أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَتْ لَكَ اِبِلٌ فَهَبَطَتْ وَادِيًا لَهُ عُدْوَتَانِ اِحْدَاهُمَا خَصْبَةٌ وَالْاُخْرٰى جَدْبَةٌ أَلَيْسَ اِنْ رَعَيْتَ الْخَصْبَةَ رَعَيْتَهَا بِقَدَرِ اللّٰهِ وَاِنْ رَعَيْتَ الْجَدْبَةَ رَعَيْتَهَا بِقَدَرِ اللّٰهِ قَالَ فَجَاءَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ عَوْفٍ وَكَانَ مُتَغَيِّبًا فِىْ بَعْضِ حَاجَتِهِ فَقَالَ اِنَّ عِنْدِىْ مِنْ هٰذَا عِلْمًا سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ بِاَرْضٍ فَلَا تَقْدَمُوْا عَلَيْهِ وَاِذَا وَقَعَ بِاَرْضٍ وَاَنْتُمْ بِهَا فَلَا تَخْرُجُوْا فِرَارًا مِنْهُ قَالَ فَحَمِدَ اللّٰهَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ثُمَّ انْصَرَفَ-

৫৫৯১. ইয়াহ্ইয়া ইব্ন ইয়াহ্ইয়া তামীমী (র)...... আবদুল্লাহ্ ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, উমর (রা) শাম-এর দিকে রওনা হলেন। 'সারগ' পর্যন্ত পৌঁছলে 'আজনাদ' অধিবাসীদের (প্রতিনিধি ও অধিনায়ক) আবূ উবায়দা ইব্ন জাররাহ্ (রা) ও তাঁর সহকর্মিগণ তাঁর সঙ্গে সাক্ষাত করলেন। তখন তাঁরা অবহিত করলেন শামে মহামারী শুরু হয়ে গিয়েছে। ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, তখন উমর (রা) বললেন, প্রথম যুগের মুহাজিরদের আমার কাছে ডেকে আন। আমি তাদের ডেকে আনলে তিনি তাঁদের পরামর্শ চাইলেন এবং তাঁদের খবর দিলেন যে, শামে মহামারী শুরু হয়ে গিয়েছে। তাঁরা দ্বিধাবিভক্ত হয়ে পড়লেন। তাঁদের কেউ কেউ বললেন, আপনি একটা বিশেষ কাজের উদ্দেশ্যে বের হয়েছেন, তাই আমরা আপনার ফিরে যাওয়া যুক্তিযুক্ত মনে করি না। আর কেউ কেউ বললেন, আপনার সাথে রয়েছে (শীর্ষ স্থানীয়) প্রবীণ ব্যক্তি এবং রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর (বিশিষ্ট) সাহাবিগণ। তাই আমরা তাঁদেরকে এ মহামারীর মুখে এগিয়ে দেওয়া যুক্তিযুক্ত মনে করি না। তিনি বললেন, আপনারা উঠুন। এরপর বললেন, আনসারীদের আমার কাছে ডেকে আন। আমি তাঁদেরকে তাঁর কাছে ডেকে আনলে তিনি তাঁদের কাছেও পরামর্শ চাইলেন। তাঁরা মুহাজিরদের পথ অনুসরণ করলেন এবং মুহাজিরগণের ন্যায় তাঁদের মধ্যেও মতপার্থক্য

হল। তিনি বললেন, আপনারা উঠুন! এরপর তিনি বললেন, (মক্কা) বিজয়ের আগে হিজরতকারী কুরায়শের মুরব্বীদের যারা এখানে রয়েছেন, তাঁদের আমার কাছে ডেকে আন। আমি তাঁদের ডেকে আনলাম। তাঁদের দু'জনও কিন্তু দ্বিমত পোষণ করলেন না। তাঁরা (সকলেই) বললেন, আমরা যুক্তিযুক্ত মনে করি যে, আপনি লোকদের নিয়ে ফিরে যান এবং তাঁদেরকে এ মহামারীর মুখে এগিয়ে দিবেন না। তখন উমর (রা) লোকদের মাঝে ঘোষণা দিলেন, আমি ফজর পর্যন্ত সওয়ারীর উপর থাকবো, তোমরাও (ফজর পর্যন্ত সওয়ারীর উপর) অবস্থান কর। তখন আবূ উবায়দা ইব্ন জাররাহ্ (রা) উমর (র)-কে বললেন, আল্লাহ্র তাকদীর থেকে পলায়ন করে? তখন উমর (রা) বললেন, হে আবূ উবায়দা! তুমি ভিন্ন অন্য কেউ এ কথা বললে...... (রাবী বলেন) উমর (রা) তাঁর বিরুদ্ধাচরণ অপসন্দ করতেন (তিনি বললেন) হ্যাঁ, আমরা আল্লাহ্র তাকদীর থেকে আল্লাহ্রই তাক্দীরের দিকে পলায়ন করছি। তোমার যদি একপাল উট থাকে আর তুমি একটি উপত্যকায় অবতীর্ণ হওয়ার পর দেখ যে, দু'টি প্রান্তর রয়েছে, যার একটি সবুজ শ্যামল অপরটি তৃণশূন্য ; সে ক্ষেত্রে তুমি যদি সবুজ শ্যামল প্রান্তরে (উট) চরাও, তাহলে আল্লাহ্র তাকদীরেই সেখানে চরাবে, আর যদি তৃণশূন্য প্রান্তরে চরাও, তাহলেও আল্লাহ্র তাকদীরেই সেখানে চরাবে। রাবী বলেন, এ সময় আবদুর রাহমান ইব্ন আওফ (রা) এলেন, তিনি (এতক্ষণ) তাঁর কোন প্রয়োজনে অনুপস্থিত ছিলেন। তিনি বলেন, এ বিষয়ে আমার কাছে (হাদীসের) ইলম রয়েছে। আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, যখন তোমরা কোন এলাকায় এর সংবাদ শুনতে পাও, তখন তার উপরে (দুঃসাহস দেখিয়ে) এগিয়ে যেয়ো না। আর যখন কোন দেশে তোমাদের সেখানে থাকা অবস্থায় দেখা দেয়, তখন তা থেকে পলায়ন করে বেরিয়ে পড়ো না। রাবী বলেন, তখন উমর (রা) আল্লাহ্র হাম্দ করলেন। তারপর চলে গেলেন।

٥٥٩٢- وَحَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ وَمُحَمَّدُ ابْنُ رَافِعٍ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ ابْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا وَقَالَ الاخَرَانِ اَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ نَحْوَ حَدِيْثِ مَالِكٍ وَزَادَ فِى حَدِيْثِ مَعْمَرٍ قَالَ وَقَالَ لَهُ اَيْضًا أَرَأَيْتَ اَنَّهُ لَوْ رَعَى الْجَدْبَةَ وَتَرَكَ الْخَصْبَةَ أَكُنْتَ مُعَجِّزَهُ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَسِرْ اِذًا قَالَ فَسَارَ حَتّٰى اَتَى الْمَدِيْنَةَ فَقَالَ هٰذَا الْمَحِلُّ اَوْ قَالَ هٰذَا الْمَنْزِلُ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ تَعَالٰى- وَحَدَّثَنِيْهِ اَبُوْا الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيٰى قَالاَ اَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ غَيْرَ اَنَّهُ قَالَ اِنَّ عَبْدُ اللّٰهِ بْنَ الْحَارِثِ حَدَّثَهُ وَلَمْ يَقُلْ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ -

৫৫৯২. ইসহাক ইব্ন ইবরাহীম, মুহাম্মদ ইব্ন রাফি ও আব্দ ইব্ন হুমায়দ (র)...... মা'মার (র) উক্ত সনদে মালিক (র) বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন। মা'মার (র)-এর হাদীসে অধিক বলেছেন : রাবী বলেন [উমর রা)] আবূ উবায়দাকে আরো বললেন, বল তো, সে যদি তৃণশূন্য প্রান্তরে চরায় আর সবুজ শ্যামল প্রান্তর বর্জন করে, তা হলে তুমি কি তাকে অক্ষম সাব্যস্ত করবে? তিনি বললেন, হ্যাঁ। তিনি বললেন, তা হলে এবার চল। রাবী বলেন, পরে সফর করে মদীনায় উপনীত হয়ে তিনি বললেন, এটি অবস্থানস্থল কিংবা তিনি বললেন, এটিই অবতরণ স্থান ইনশাআল্লাহ্।

আবূ তাহির ও হারমালা ইব্ন ইয়াহ্ইয়া (র)..... ইব্ন শিহাব (র) হতে উল্লেখিত সূত্রে হাদীস বর্ণনা করেছেন। তবে তিনি বলেছেন আবদুল্লাহ্ ইব্ন হারিস তাকে হাদীস' বর্ণনা করেছেন এবং তিনি عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ عَبْدِ اللّٰهِ বলেন নি।

٥٥٩٣- وَحَدَّثَنَاهُ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيْعَةَ اَنَّ عُمَرَ خَرَجَ اِلَى الشَّامِ فَلَمَّا جَاءَ سَرْغَ بَلَغَهُ اَنَّ الْوَبَاءَ قَدْ وَقَعَ بِالشَّامِ فَاَخْبَرَهُ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ عَوْفٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ بِاَرْضٍ فَلاَ تَقْدَمُوْا عَلَيْهِ وَاِذَا وَقَعَ بِاَرْضٍ وَاَنْتُمْ بِهَا فَلاَ تَخْرُجُوْا فِرَارًا مِنْهُ فَرَجَعَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ مِنْ سَرْغَ وَعَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّ عُمَرَ اِنَّمَا انْصَرَفَ بِالنَّاسِ عَنْ حَدِيْثِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ-

৫৫৯৩. ইয়াহ্ইয়া ইব্ন ইয়াহ্ইয়া (র)....... আবদুল্লাহ্ ইব্ন আমির ইব্ন রাবী'আ (র) থেকে বর্ণিত যে, উমর (রা) শামের সফরে বের হলেন, 'সারাগ' পর্যন্ত গেলে তাঁর কাছে (সংবাদ) পৌঁছল যে, শামে মহামারী দেখা দিয়েছে। তখন আবদুর রাহমান ইব্ন আওফ (রা) তাঁকে (হাদীস) অবহিত করলেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেনঃ তোমরা যখন কোন এলাকায় মহামারী (-র সংবাদ) শুনবে, তখন এর উপরে (দুঃসাহস দেখিয়ে) এগিয়ে যাবে না। আর যখন কোন এলাকায় তা দেখা দিবে, যখন তোমরা সেখানে রয়েছ, তখন তা থেকে পালিয়ে বের হয়ে যাবে না। এর পরে উমর ইবনুল খাত্তাব (রা) সারাগ থেকে ফিরে গেলেন। সালিম ইব্ন আবদুল্লাহ্ (ইব্ন উমর) (রা) থেকে ইব্ন শিহাব (র)-এর রিওয়ায়াতে রয়েছে যে, আবদুর রাহমান ইব্ন আওফ (রা)-এর হাদীসের কারণেই উমর (রা) লোকদের নিয়ে ফিরে গিয়েছিলেন।

٣٢- بَابُ لاَ عَدْوَى وَلاَ طِيَرَةَ وَلاَ هَامَةَ وَلاَ صَفَرَ وَلاَ نَوْءَ وَلاَ غُوْلَ وَلاَ يُوْرِدُ مُمْرِضٌ عَلَى مُصِحٍّ-

৩২. অনুচ্ছেদ : সংক্রমণ, কুলক্ষণ, পাখির (পেঁচার) কুলক্ষণ, ক্ষুধায় পেট কামড়ানো পোকা, নক্ষত্র প্রভাবে বর্ষণ ও পথ বিভ্রমের ভূত-প্রেতের অস্তিত্ব নেই এবং অসুস্থ উটের মালিক তার উট সুস্থ উটের নিকট আনবে না

٥٥٩٤- حَدَّثَنِيْ اَبُوْ الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيٰى وَاللَّفْظُ لاَبِيْ الطَّاهِرِ قَالاَ اَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِيْ يُوْنُسُ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ فَحَدَّثَنِيْ اَبُوْ سَلَمَةَ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ حِيْنَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَ عَدْوَى وَلاَ صَفَرَ وَلاَ هَامَةَ فَقَالَ اَعْرَابِيٌّ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَمَا بَالُ الْاِبِلِ تَكُوْنُ فِي الرَّمْلِ كَاَنَّهَا الظِّبَاءُ فَيَجِيْءُ الْبَعِيْرُ الْاَجْرَبُ فَيَدْخُلُ فِيْهَا فَيُجْرِبُهَا كُلَّهَا قَالَ فَمَنْ اَعْدَى الْاَوَّلَ-

৫৫৯৪. আবূ তাহির ও হারমালা ইব্ন ইয়াহ্ইয়া (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। (এ হাদীস সে সময়ের) যখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : সংক্রামক ব্যাধি, (ক্ষুধায় পেট কামড়ানো) কীট (বা সফর মাসের অগ্রপশ্চাৎকরণ) ও পাখির (পেঁচার) কুলক্ষণ বলে কিছু নেই। তখন এক বেদুঈন আরব বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! তা হলে সে উট পালের অবস্থা কি, যা কোন বালুকাময় ভূমিতে থাকে, সেগুলো যেন (সুশ্রী) সবল। তারপর সেখানে পাঁচড়া আক্রান্ত (কোন) উট এসে তাদের মাঝে ঢুকে পড়ে তাদের সবগুলোকে পাঁচড়ায় আক্রান্ত করে দেয়? তিনি বললেন, তা হলে প্রথম (উট)-টিকে কে সংক্রমিত করেছিল?

٥٥٩٥- وحَدَّثَنِى مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ وحَسَنٌ الْحُلْوَانِىُّ قَالاَ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ وَهُوَ ابْنُ اِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِى عَنْ صَالِحٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ ح قَالَ اَخْبَرَنِى اَبُوْ سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ وَغَيْرُهُ اَنَّ اَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لاَ عَدْوَىْ وَلاَ طِيَرَةَ وَلاَصَفَرْ وَلاَ هَامَةَ فَقَالَ اَعْرَابِىٌّ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ بِمِثْلِ حَدِيْثِ يُوْنُسَ-

৫৫৯৫. মুহাম্মদ ইব্‌ন হাতিম ও হাসান হুল্‌ওয়ানী ও আবূ সালামা ইব্‌ন আবদুর রাহমান (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : সংক্রামক ব্যাধি, কুলক্ষণ, (ক্ষুধায় পেট কামড়ানো) কীট ও পাখির (পেঁচার) কুলক্ষণ (মৃতের পেঁচার রূপ ধারণের কুসংস্কার)-এর অস্তিত্ব নেই। তখন এক বেদুঈন আরব বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্!...পূর্বোক্ত ইউনুস (র) বর্ণিত উক্ত হাদীসের অনুরূপ।

٥٥٩٦- وحَدَّثَنِى عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الدَّارِمِىُّ قَالَ اَخْبَرَنَا اَبُوْ الْيَمَانِ عَنْ شُعَيْبٍ عَنِ الزُّهْرِىِّ قَالَ اَخْبَرَنِى سِنَانُ بْنُ اَبِىْ سِنَانٍ الدُّوَلِىُّ اَنَّ اَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ لاَ عَدْوَى فَقَامَ اَعْرَابِىٌّ فَذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيْثِ يُوْنُسَ وَصَالِحٍ وَعَنْ شُعَيْبٍ عَنِ الزُّهْرِىِّ قَالَ حَدَّثَنِى السَّائِبُ بْنُ يَزِيْدَ بْنِ اُخْتِ نَمِرٍ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ لاَ عَدْوَى وَلاَ صَفَرَ وَلاَ هَامَةَ-

৫৫৯৬. আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আবদুর রাহমান দারিমী, সিনান ইব্‌ন আবূ সিনান দু'আলী (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন নবী ﷺ বলেছেন : সংক্রমণ বলতে কিছু নেই।.....। তখন এক বেদুঈন আরব দাঁড়াল,.... এর পরের অংশ ইউনুস ও সালিহ্ (র)-এর হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। (পূর্বোক্ত সনদে) যুহ্‌রী (র) বলেন, সাইব ইব্‌ন ইয়াযীদ, নামির (র)-এর ভাগ্নে বলেছেন, নবী ﷺ বলেছেন : সংক্রামক ব্যাধি, ক্ষুধায় পেট কামড়ানো কীট এবং পাখির কুলক্ষণ-এর অস্তিত্ব নেই।

٥٥٩٧- وحَدَّثَنِى اَبُوْ الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ وَتَقَارَبَا فِى اللَّفْظِ قَالاَ اَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِى يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ اَنَّ اَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ حَدَّثَهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لاَ عَدْوَى وَيُحَدِّثُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لاَ يُوْرِدُ مُمْرِضٌ عَلَى مُصِحٍّ قَالَ اَبُوْ سَلَمَةَ كَانَ اَبُوْ هُرَيْرَةَ يُحَدِّثُهُمَا كِلْتَيْهِمَا عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ ثُمَّ صَمَتَ اَبُوْ هُرَيْرَةَ بَعْدَ ذٰلِكَ عَنْ قَوْلِهِ لاَ عَدْوَى وَاَقَامَ عَلٰى اَنْ لاَ يُوْرِدُ مُمْرِضٌ عَلٰى مُصِحٍّ قَالَ فَقَالَ الْحَارِثُ بْنُ اَبِىْ ذُبَابٍ وَهُوَ ابْنُ عَمِّ اَبِى هُرَيْرَةَ قَدْ كُنْتُ اَسْمَعُكَ يَا اَبَا هُرَيْرَةَ تُحَدِّثُنَا مَعَ هٰذَا الْحَدِيْثِ حَدِيْثًا اٰخَرَ قَدْسَكَتَّ عَنْهُ كُنْتَ تَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَ عَدْوٰى فَاَبٰى اَبُوْ هُرَيْرَةَ اَنْ يَعْرِفَ ذٰلِكَ وَقَالَ لاَ يُوْرِدُ مُمْرِضٌ عَلٰى مُصِحٍّ فَمَارَاهُ الْحَارِثُ فِى ذٰلِكَ حَتّٰى غَضِبَ اَبُوْ هُرَيْرَةَ فَرَطَنَ بِالْحَبَشِيَّةِ فَقَالَ لِلْحَارِثِ أَتَدْرِى مَاذَا قُلْتُ قَالَ لاَ قَالَ اَبُوْ هُرَيْرَةَ اِنِّى قُلْتُ اَبَيْتُ قَالَ اَبُوْ سَلَمَةَ وَلَعَمْرِى لَقَدْ كَانَ اَبُوْ هُرَيْرَةَ يُحَدِّثُنَا اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لاَ عَدْوَى فَلاَ اَدْرِى أَنَسِىَ اَبُوْ هُرَيْرَةَ اَوْ نَسَخَ اَحَدُ الْقَوْلَيْنِ الْاٰخَرَ-

৫৫৯৭. আবূ তাহির ও হারমালা (র)...... আবূ সালামা ইব্ন আবদুর রাহমান ইব্ন আওফ (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : সংক্রমণ (-এর অস্তিত্ব) নেই। তিনি আরও হাদীস বর্ণনা করতেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : অসুস্থ উটপালের মালিক (অসুস্থ উটগুলোকে) সুস্থ উটপালের মালিকের (উটের) কাছে আনবে না। আবূ সালামা (র) বলেন, আবূ হুরায়রা (রা) এ দু'টি হাদীসই রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে বর্ণনা করতেন। পরে আবূ হুরায়রা (রা) তাঁর (প্রথম হাদীসের) 'সংক্রমণ...... নেই' বলা থেকে নীরব থাকেন এবং অসুস্থ উটপালের মালিক সুস্থ উটপালের মালিকের কাছে আনবে না-এর বর্ণনায় দৃঢ় থাকেন। রাবী বলেন, (একদিন) হারিস ইব্ন আবূ যুবাব (র), তিনি আবূ হুরায়রা (রা)-এর চাচাত ভাই, বললেন, হে আবূ হুরায়রা! আমি তে শুনতে পেতাম যে, আপনি এ হাদীসের সাথে আরও একটি হাদীস আমাদের কাছে রিওয়ায়াত করতেন, যা বর্ণনায় আপনি এখন নীরব থাকছেন। আপনি বলতেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : 'সংক্রমণ..... নেই'। তখন আবূ হুরায়রা (রা) তা মেনে নিতে অস্বীকার করলেন এবং বললেন, 'অসুস্থ পালের মালিক সুস্থপালের মালিকের কাছে নিয়ে যাবে না। তখন হারিস (র) এ ব্যাপারে তাঁর সাথে বিতর্কে লিপ্ত হলেন। ফলে আবূ হুরায়রা (রা) রাগান্বিত হয়ে হাবশী ভাষায় কিছু বললেন। তিনি হারিস (র)-কে বললেন, তুমি কি বুঝতে পেরেছো, আমি কি বলেছি? তিনি বললেন, না। আবূ হুরায়রা (রা) বললেন, আমি বলেছি, আমি অস্বীকার করছি। আবূ সালামা (র) বলেন, আমার জীবনের শপথ। আবূ হুরায়রা (রা) অবশ্যই আমাদের কাছে হাদীস বর্ণনা করতেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন 'সংক্রমণ..... নেই'। এখন আমি জানি না যে, আবূ হুরায়রা (রা) ভুলে গেলেন, নাকি একটি অপরটিকে রহিত (মানসূখ) করে দিয়েছে।

٥٥٩٨- حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ وَحَسَنُ الْحُلْوَانِيُّ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ عَبْدٌ حَدَّثَنِي وَقَالَ الْآخَرَانِ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ يَعْنُونَ ابْنَ اِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ قَالَ حَدَّثَنِي اَبِي عَنْ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ اَخْبَرَنِي اَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اَنَّهُ سَمِعَ اَبَا هُرَيْرَةَ يُحَدِّثُ اَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لاَ عَدْوَى وَيُحَدِّثُ مَعَ ذٰلِكَ لاَيُورِدُ الْمُعْرِضُ عَلَى الْمُصِحِّ بِمِثْلِ حَدِيثِ يُونُسَ-

৫৫৯৮. মুহাম্মদ ইব্ন হাতিম ও আব্দ ইব্ন হুমায়দ (র).....আবূ সালাম (র) থেকে বর্ণিত যে, আবূ হুরায়রা (রা) হাদীস বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : সংক্রমণ (-এর বাস্তবতা) নেই। ঐ সাথে রিওয়ায়াত করতেন অসুস্থ উট পালের মালিক (তার অসুস্থ উট) অন্য সুস্থ উটপালের মালিকের (উটের) কাছে নিয়ে আসবে না। বাকী অংশ রাবী ইউনুস (র)-এর হাদীসের অনুরূপ।

٥٥٩٩- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الدَّارِمِيُّ قَالَ اَخْبَرَنَا اَبُو الْيَمَانِ قَالَ اَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهٰذَ الْاِسْنَادِ نَحْوَهُ-

৫৫৯৯. আবদুল্লাহ্ ইব্ন আবদুর রাহমান দারিমী (র)....... যুহ্রী (র) থেকে উল্লেখিত সনদে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

٥٦٠٠- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ اَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ وَابْنُ حُجْرٍ قَالُوا حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيلُ يَعْنُونَ ابْنَ جَعْفَرٍ عَنِ الْعَلاَءِ عَنْ اَبِيهِ عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لاَ عَدْوَى وَلاَ هَامَةَ لاَنَوْءَ وَلاَ صَفَرَ-

৫৬০০. ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন আইউব, কুতায়বা ও ইব্‌ন হুজ্‌র (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : সংক্রামক ব্যাধি, কুলক্ষণে পেঁচা, নক্ষত্র (প্রভাবে বর্ষণ) ও (ক্ষুধা পেট কামড়ানো) কীট-এর অস্তিত্ব নেই।

٥٦٠١- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ ابْنُ يُوْنُسَ قَالَ حَدَّثَنَا زُهَيْرُ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيى قَالَ اَخْبَرَنَا اَبُوْ خَيْثَمَةَ عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَ عَدْوٰى وَلاَ طِيَرَةَ وَلاَ غُوْلَ-

৫৬০১. আহমাদ ইব্‌ন ইউনুস ও ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন ইয়াহ্ইয়া (র)...... জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : সংক্রামক ব্যাধি কুলক্ষণ ও (মাঠে-প্রান্তরে পথ ভুলানো বিভিন্ন রূপধারী) ভূত-প্রেত (বাওলা ভূত) (-এর বাস্তবতা) নেই।

٥٦٠٢- وَحَدَّثَنِى عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ هَاشِمِ بْنِ حَيَّانَ قَالَ حَدَّثَنَا بَهْزٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ وَهُوَ التُّسْتَرِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَ عَدْوٰى وَلاَ غُوْلَ وَلاَ صَفَرَ-

৫৬০২. আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন হাশিম ইব্‌ন হাইয়্যান (র)...... জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : সংক্রামক ব্যাধি, পথ ভুলানো ভূত ও ক্ষুধার কীট (এর বাস্তবতা) নেই।

٥٦٠٣- وَحَدَّثَنِى مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ اَخْبَرَنِى اَبُو الزُّبَيْرِ اَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ يَقُوْلُ سَمِعْتُ النَّبِىَّ ﷺ يَقُوْلُ لاَ عَدْوٰى وَلاَ صَفَرَ وَلاَ غُوْلَ وَسَمِعْتُ اَبَا الزُّبَيْرِ يَذْكُرُ اَنَّ جَابِرًا فَسَّرَ لَهُمْ قَوْلَهُ وَلاَ صَفَرَ فَقَالَ اَبُوْ الزُّبَيْرِ الصَّفَرُ الْبَطْنُ وَقِيْلَ لِجَابِرٍ كَيْفَ قَالَ كَانَ يُقَالُ دَوَابُّ الْبَطْنِ قَالَ وَلَمْ يُفَسِّرِ الْغُوْلَ قَالَ اَبُوْ الزُّبَيْرِ هٰذِهِ الْغُوْلُ الَّتِىْ تَغَوَّلُ-

৫৬০৩. মুহাম্মদ ইব্‌ন হাতিম (র)...... হযরত জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ-কে বলতে শুনেছি যে, সংক্রামক ব্যাধি, ক্ষুধা (পেট কামড়ানো) কীট ও পথ ভুলানো ভূত (-এর বাস্তবতা) নেই। (রাবী বলেন) আমি আবূ যুবায়র (র)-কে তাঁর ছাত্রদের কাছে নবী ﷺ-এর বাণী وَلاَ صَفَرَ -এর ব্যাখ্যা দিতে শুনেছি। আবূ যুবায়র (র) বলেছেন, اَلصَّفَرَ হল 'اَلْبَطَنُ। পেটের কীট। জাবির (রা)-কে জিজ্ঞাসা ক রা হল, কি রকম? তিনি বললেন, বলা হয় (ক্ষুধায় কামড়ানো) পেটের কীটসমূহ'। রাবী বলেন, তিনি' اَلْغُوْلَ। -এর ব্যাখ্যা দেন নি। আবূ যুবায়র (র) বলেছেন তা সে সব ভূত-প্রেত যারা নানা রূপ ধরে মানুষকে পথ ভুলায় (বলে কথা প্রচলিত রয়েছে)।

٣٣- بَابُ الطِّيَرَةِ وَالْفَالِ وَمَا يَكُوْنُ فِيْهِ مِنَ الشُّؤْمِ-

৩৩. পরিচ্ছেদ : কুলক্ষণ, সুলক্ষণ, ফাল ও সম্ভাব্য অপয়া বিষয়বস্তুর বিবরণ

٥٦٠٤- وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ عُبَيْدِ

اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ عُتْبَةَ اَنَّ اَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ لاَ طِيَرَةَ وَخَيْرُهَا الْفَأْلُ قِيْلَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ وَمَا الْفَأْلُ قَالَ الْكَلِمَةُ الصَّالِحَةُ يَسْمَعُهَا اَحَدُكُمْ-

৫৬০৪. আব্দ ইব্ন হুমায়দ (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, নবী ﷺ-কে আমি বলতে শুনেছি কোন কু-লক্ষণ নেই। তবে তার মধ্যে উত্তম হল ফাল- শুভলক্ষণ। বলা হল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! 'ফাল' কি? তিনি বললেন, (যেমন) উত্তম (অর্থের) কোন শব্দ (বা বাক্য) যা তোমাদের কেউ শুনতে পায়।

٥٦٠٥- وَحَدَّثَنِيْ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ قَالَ حَدَّثَنِيْ اَبِيْ عَنْ جَدِّيْ قَالَ حَدَّثَنِيْ عُقَيْلُ بْنُ خَالِدٍ ح قَالَ وَحَدَّثَنِيْهِ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحمٰنِ الدَّارِمِيُّ قَالَ اَخْبَرَنَا اَبُوْ الْيَمَانِ وَشُعَيْبٌ كِلاَهُمَا عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهٰذَا الاِسْنَادِ مِثْلَهُ وَفِيْ حَدِيْثِ عُقَيْلٍ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَلَمْ يَقُلْ سَمِعْتُ وَفِيْ حَدِيْثِ شُعَيْبٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ كَمَا قَالَ مَعْمَرٌ-

৫৬০৫. আবদুল মালিক ইব্ন শুআয়ব ইব্ন লায়স ও আবদুল্লাহ্ ইব্ন আবদুর রাহমান দারিমী (র)....... যুহরী (র) থেকে উল্লিখিত সনদে অনুরূপ হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন। তবে রাবী উকায়ল (র)-এর হাদীসে রয়েছে, 'রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে বর্ণিত, তার বর্ণনায় 'আমি শুনেছি' বলেন নি। আর রাবী শুআয়ব (র) তাঁর বর্ণিত হাদীসে বলেছেন, 'নবী ﷺ-কে আমি বলতে শুনেছি', যেরূপ মা'মার (র) বলেছেন।

٥٦٠٦- حَدَّثَنَا هَدَّابُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا هَمَّامُ بْنُ يَحْيٰى قَالَ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ اَنَسٍ اَنَّ نَبِيَّ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لاَ عَدْوٰى وَلاَ طِيَرَةَ وَيُعْجِبُنِيْ الْفَأْلُ الْكَلِمَةُ الْحَسَنَةُ الْكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ-

৫৬০৬. হাদ্দাব ইব্ন খালিদ (র)...... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন : সংক্রমণ ও কুলক্ষণ নেই, তবে ফাল ও শুভ লক্ষণ আমাকে আনন্দিত করে (অর্থাৎ সুন্দর শব্দ ও উত্তম কথা)।

٥٦٠٧- وَحَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالاَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ قَتَادَةَ يُحَدِّثُ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لاَ عَدْوٰى وَلاَ طِيَرَةَ وَيُعْجِبُنِيْ الْفَأْلُ قَالَ قِيْلَ وَمَا الْفَأْلُ قَالَ الْكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ-

৫৬০৭. মুহাম্মদ ইব্ন মুসান্না ও ইব্ন বাশ্শার (র)...... আনাস ইব্ন মালিক (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সংক্রমণ ও কুলক্ষণে (-এর বৈধতা) নেই। তবে ফাল ও সুলক্ষণ আমাকে আনন্দ দেয়। রাবী বলেন, তখন বলা হল, ফাল কী? তিনি বললেন, উত্তম কথা (দ্বারা সুলক্ষণ গ্রহণ করবে)।

٥٦٠٨- وَحَدَّثَنِيْ حَجَّاجُ ابْنُ الشَّاعِرِ قَالَ حَدَّثَنِيْ مُعَلَّى بْنُ اَسَدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ مُخْتَارٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيٰى بْنُ عَتِيْقٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِيْرِيْنَ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَ عَدْوٰى وَلاَ طِيَرَةَ وَاُحِبُّ الْفَأْلَ الصَّالِحَ-

৫৬০৮. হাজ্জাজ ইব্ন শা'ইব (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সংক্রমণ ও অশুভ লক্ষণ নেই। আর আমি ভাল ফাল পসন্দ করি।

٥٦٠٩- حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ قَالَ اَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيْرِيْنَ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَ عَدْوٰى وَلاَ هَامَةَ وَلاَ طِيَرَةَ وَاُحِبُّ الْفَأْلَ الصَّالِحَ-

৫৬০৯. যুহায়র ইব্ন হারব (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সংক্রমণ, (মৃতের পেঁচা হওয়া) ও কুলক্ষণ (বিশ্বাসের বৈধতা) নেই; আর আমি ভাল 'ফাল' পসন্দ করি।

٥٦١٠- وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ اَنَسٍ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيٰى قَالَ قَرَأْتُ عَلٰى مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ حَمْزَةَ وَسَالِمٍ ابْنَى عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ الشُّؤْمُ فِى الدَّارِ وَالْمَرْأَةِ وَالْفَرَسِ-

৫৬১০. আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসলামা ইব্ন কা'নাব ও ইয়াহ্ইয়া ইব্ন ইয়াহ্ইয়া (র)...... আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : শুভাশুভ (যদি থেকে থাকে, তবে) রয়েছে ঘর, নারী ও ঘোড়ায়।

٥٦١١- وَحَدَّثَنِيْ اَبُوْ الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ قَالاَ اَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِيْ يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ حَمْزَةَ وَسَالِمٍ ابْنَيْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لاَ عَدْوٰى وَلاَ طِيَرَةَ وَاِنَّمَا الشُّؤْمُ فِى ثَلاَثَةٍ الْمَرْأَةِ وَالْفَرَسِ وَالدَّارِ-

৫৬১১. আবূ তাহির ও হারমালা ইব্ন ইয়াহ্ইয়া (র)....... আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : সংক্রমণ ও অশুভ নেই; তবে (যদি থাকে) (শুভাশুভ) রয়েছে তিনটি বিষয়ে, স্ত্রী, ঘোড়া ও গৃহে।

٥٦١٢- وَحَدَّثَنَا ابْنُ اَبِيْ عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ وَحَمْزَةَ ابْنَيْ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ اَبِيْهِمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا عَمْرٌو النَّاقِدُ قَالَ حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ سَعْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِيْ عَنْ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمٍ وَحَمْزَةَ ابْنَيْ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ح قَالَ وَحَدَّثَنِيْ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبِ ابْنِ اللَّيْثِ قَالَ حَدَّثَنِيْ اَبِيْ عَنْ جَدِّىْ قَالَ حَدَّثَنِيْ عُقَيْلُ بْنُ خَالِدٍ ح قَالَ وَحَدَّثَنَاهُ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ اَخْبَرَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اِسْحَاقَ ح قَالَ وَحَدَّثَنِيْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الدَّارِمِيُّ قَالَ اَخْبَرَنَا اَبُوْ الْيَمَانِ قَالَ اَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ كُلُّهُمْ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِى الشُّؤْمِ بِمِثْلِ حَدِيْثِ مَالِكٍ لاَ يَذْكُرُ اَحَدٌ مِنْهُمْ فِى حَدِيْثِ ابْنِ عُمَرَ الْعَدْوٰى وَالطِّيَرَةَ غَيْرُ يُوْنُسَ بْنِ يَزِيْدَ-

৫৬১২. ইব্‌ন আবূ উমর (রা)........ আবদুল্লাহ্ (রা)-এর দুই পুত্র সালিম ও হামযা (র) তাঁদের পিতা সূত্রে নবী ﷺ থেকে, অপর সনদে ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন ইয়াহ্ইয়া, আমর আন-নাকিদ ও যুহায়র ইব্‌ন হারব (র)...... সালিম (র) তাঁর পিতা সূত্রে নবী ﷺ থেকে, অপর সনদে আমর আন-নাকিদ (র)...... আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে অপর সনদে আবদুল মালিক ইব্‌ন শুআয়ব ইব্‌ন লায়স (র) ইয়াহ্ইয়া ইবন ইয়াহ্ইয়া (র) আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আবদুর রাহমান দারিমী (র)......সালিম (র) তাঁর পিতা সূত্র নবী ﷺ থেকে শুভাশুভ বিষয়ে রাবী মালিক (র) বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন। রাবী ইউনুস ইব্‌ন ইয়াযীদ ব্যতিরেকে এঁদের কেউ ইব্‌ন উমার (রা) বর্ণিত হাদীসে 'সংক্রমণ ও অশুভ' উল্লেখ করেন নি।

٥٦١٣- وَحَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْحَكَمِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عُمَرَبْنِ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ اَنَّهُ سَمِعَ اَبَاهُ يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ اَنَّهُ قَالَ إِنْ يَكُ مِنَ الشُّؤْمِ شَيْءٌ حَقٌّ فَفِي الْفَرَسِ وَالْمَرْأَةِ وَالدَّارِ-

৫৬১৩. আহ্মদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন হাকাম (র)...... ইব্‌ন উমর (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেছেন : কোন কিছুতে অশুভ কিছু যদি থাকে, তবে তা হবে ঘোড়া, বাড়ি ও নারীতে।

٥٦١٤- وَحَدَّثَنِيْ هَارُوْنُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ مِثْلَهُ وَلَمْ يَقُلْ حَقٌّ-

৫৬১৪. হারূন ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (র)....... শু'বা (র) উল্লিখিত সনদে অনুরূপ হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন। তবে তিনি حَقٌّ শব্দটি বলেন নি।

٥٦١٥- وَحَدَّثَنِيْ اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اِسْحَاقَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِيْ مَرْيَمَ قَالَ اَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ قَالَ حَدَّثَنِيْ عُتْبَةُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِنْ كَانَ الشُّؤْمُ فِيْ شَيْءٍ فَفِي الْفَرَسِ وَالْمَسْكَنِ وَالْمَرْأَةِ-

৫৬১৫. আবূ বকর ইব্‌ন ইস্হাক (র)...... হামযা ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা) তাঁর পিতা থেকে রিওয়ায়াত করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : শুভাশুভ যদি কোন কিছুতে থেকে থাকে, তা হলে রয়েছে ঘোড়া, বাসস্থান ও নারী মধ্যে।

٥٦١٦- وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ اَبِيْ حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنْ كَانَ فَفِي الْمَرْأَةِ وَالْفَرَسِ وَالْمَسْكَنِ يَعْنِيْ الشُّؤْمَ

৫৬১৬. আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসলামা ইব্‌ন কা'নাব (র)...... সাহ্ল ইব্‌ন সা'দ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : যদি থাকে তা হলে নারী, ঘোড়া ও বাসস্থানে অর্থাৎ শুভাশুভ।

٥٦١٧- حَدَّثَنَاهُ اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ اَبِيْ حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِهِ-

৫৬১৭. আবূ বকর ইব্‌ন আবূ শায়বা (র)...... সাহ্ল ইব্‌ন সা'দ (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

٥٦١٨- وَحَدَّثَنَاهُ اِسْحَاقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ الْحَنْظَلِىُّ قَالَ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْحَارِثِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ اَبُوْ الزُّبَيْرِ اَنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا يُخْبِرُ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِنْ كَانَ فِىْ شَىْءٍ فَفِى الرَّبْعِ وَالْخَادِمِ وَالْفَرَسِ-

৫৬১৮. ইসহাক ইব্‌ন ইবরাহীম হান্‌যালী (র)...... আবূ যুবায়র (র) জাবির (রা) থেকে শুনেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : যদি কোন কিছুতে (শুভাশুভ) থেকে থাকে, তা হলে আবাস (বাড়িঘর), খাদিম (খাদিমা) ও ঘোড়ায়।

٣٤- بَابُ تَحْرِيْمِ الْكَهَانَةِ وَاِتْيَانِ الْكُهَّانِ-

৩৪. অনুচ্ছেদ : জ্যোতিষী কর্ম ও জ্যোতিষীর কাছে গমনাগমন হারাম

٥٦١٩- حَدَّثَنِىْ اَبُوْ الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيٰى قَالاَ اَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ الْحَكَمِ السُّلَمِىِّ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اُمُوْرًا كُنَّا نَصْنَعُهَا فِى الْجَاهِلِيَّةِ كُنَّا نَأْتِى الْكُهَّانَ قَالَ فَلاَ تَأْتُو الْكُهَّانَ قَالَ قُلْتُ كُنَّا نَتَطَيَّرُ قَالَ ذَاكَ شَىْءٌ يَجِدُهُ اَحَدُكُمْ فِىْ نَفْسِهِ فَلاَ يَصُدَّنَّكُمْ-

৫৬১৯. আবূ তাহির ও হারমালা ইব্‌ন ইয়াহ্ইয়া (র)...... মুআবিয়া ইব্‌ন হাকাম সুলামী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! কতক ব্যাপার আমরা জাহিলী যুগে করতাম, আমরা জ্যোতিষদের কাছে যেতাম। তিনি বললেন, আর জ্যোতিষের কাছে যেয়ো না। আমি বললাম, আমরা (বিভিন্ন উপায়ে) শুভাশুভ (কুলক্ষণ) গ্রহণ করতাম। তিনি বললেন, তা এমন একটি ব্যাপার, যা তোমাদের কেউ কেউ তার অন্তরে অনুভব করে, তা যেন তোমাদের (কাজকর্ম থেকে) বিরত না রাখে।

٥٦٢٠- وَحَدَّثَنِىْ مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا حُجَيْنٌ يَعْنِىْ ابْنَ الْمُثَنّٰى قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالاَ اَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا شَبَابَةُ ابْنُ سَوَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ ذِئْبٍ ح قَالَ وَحَدَّثَنِىْ مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ اَخْبَرَنَا اِسْحَاقُ بْنُ عِيْسٰى قَالَ اَخْبَرَنَا مَالِكٌ كُلُّهُمْ عَنِ الزُّهْرِىِّ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ مِثْلَ مَعْنٰى حَدِيْثِ يُوْنُسَ غَيْرَ اَنَّ مَالِكًا فِىْ حَدِيْثِهِ ذِكْرَ الطِّيَرَةَ وَلَيْسَ فِيْهِ ذِكْرُ الْكُهَّانِ-

৫৬২০. মুহাম্মদ ইব্‌ন রাফি', ইসহাক ইব্‌ন ইব্‌রাহীম, আব্‌দ ইব্‌ন হুমায়দ ও আবূ বকর ইব্‌ন আবূ শায়বা (র)...... যুহরী (র) থেকে উক্ত সনদে ইউনুস (র) বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন। তবে রাবী মালিক (র) তাঁর বর্ণিত হাদীসে 'অশুভ' (বিষয়টি) উল্লেখ করেছেন। তাতে 'জ্যোতিষী'র কথা উল্লেখ নেই।

٥٦٢١ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ وَاَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ قَالاَ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ وَهُوَ ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ الْحَجَّاجِ الصَّوَّافِ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا اِسْحَاقُ ابْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ اَخْبَرَنَا عِيْسَى بْنُ يُوْنُسَ قَالَ ٥٦٢١- حَدَّثَنَا الاَوْزَعِىُّ كِلاَهُمَا عَنْ يَحْيَى بْنِ اَبِىْ كَثِيْرٍ عَنْ هِلاَلِ بْنِ اَبِىْ مَيْمُوْنَةَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ الْحَكَمِ السُّلَمِيِّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمَعْنَى حَدِيْثِ الزُّهْرِىِّ عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ وَزَادَ فِى حَدِيْثِ يَحْيَى بْنِ اَبِىْ كَثِيْرٍ قَالَ قُلْتُ وَمِنَّا رِجَالٌ يَخُطُّوْنَ قَالَ كَانَ نَبِىٌّ مِنَ الْاَنْبِيَاءِ يَخُطُّ فَمَنْ وَافَقَ خَطُّهُ فَذَاكَ-

৫৬২১. মুহাম্মদ ইব্ন সাব্বাহ্, আবূ বকর ইব্ন আবূ শায়বা ও ইসহাক ইব্ন ইবরাহীম (র)...... মুআবিয়া ইব্ন হাকাম সুলামী (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে, মুআবিয়া (রা) থেকে আবূ সালামা (র) সূত্রে যুহরী (র)-এর অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন। তবে ইয়াহ্ইয়া ইব্ন কাসীর (র) অধিক বলেছেন, আমি (মু'আবিয়া) বললাম, আমাদের মাঝে কতক লোক আছে, যারা রেখা অঙ্কন (দ্বারা ভাগ্য নির্ণয়) করে থাকে। তিনি বললেন, নবীগণের মাঝে একজন নবী রেখা অঙ্কন (দ্বারা ভাগ্য নির্ণয়) করতেন। অতএব যার রেখা (তাঁর রেখার) অনুরূপ হবে, তা সেরূপই (সত্যই)।

٥٦٢٢- حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ اَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ يَحْيَى بْنِ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ الْكُهَّانَ كَانُوا يُحَدِّثُوْنَنَا بِالشَّئِ فَنَجِدُهُ حَقًّا قَالَ تِلْكَ الْكَلِمَةُ الْحَقُّ يَخْطَفُهَا الجِنِّىُّ فَيَقْذِفُهَا فِى اُذُنِ وَلِيِّهِ وَيَزِيْدُ فِيْهَا مِائَةَ كَذْبَةٍ -

৫৬২২. আব্দ ইব্ন হুমায়দ (র)...... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! জ্যোতিষ কোন বিষয়ে আমাদের (কোন) কথা বলত, পরে তা আমরা বাস্তবরূপে প্রত্যক্ষ করতাম। তিনি বললেন, সেটি একটি বাস্তব সত্য কথা, যা কোন জিন্ন ছিন্‌তাই করে এনে তা তার দোসর ঠাকুরের কানে ঢুকিয়ে দিত, আর সে তার সাথে একশটি অবাস্তব মিথ্যা বাড়িয়ে দিত।

٥٦٢٣- حَدَّثَنِىْ سَلَمَةُ بْنُ شَبِيْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ اَعْيَنَ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْقِلٌ وَهُو ابْنُ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنِ الزُّهْرِى قَالَ اَخْبَرَنِى يَحْيَى بْنُ عُروَةَ اَنَّهُ سَمِعَ عُرْوَةَ يَقُوْلُ قَالَتْ عَائِشَةُ سَأَلَ اُنَاسٌ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَنِ الْكُهَّانِ فَقَالَ لَهُمْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَيْسُوا بِشَئٍ قَالُوا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ فَاِنَّهُمْ يُحَدِّثُوْنَ اَحْيَانًا الشَّئَ يَكُوْنُ حَقًّا قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ تِلْكَ الْكَلِمَةُ مِنَ الْحَقِّ (الْجِنِّ) يَخْطَفُهَا الْجِنِّى فَيَقُرُّهَا فِى اُذُنِ وَلِيِّهِ قَرَّ الدَّجَاجَةِ فَيَخْلِطُوْنَ فِيْهَا اَكْثَرَ مِنْ مَائِةِ كَذْبَةٍ -

৫৬২৩. সালামা ইব্‌ন শাবীব (র)...... উরওয়া (র) বলতেন, আয়েশা (রা) বলেছেন, একদল লোক রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কাছে জ্যোতিষদের বিষয় জিজ্ঞাসা করল। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁদের বললেন, ওরা (বাস্তব) কিছুর উপরে (প্রতিষ্ঠিত) নয়। তারা বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! তারা অনেক সময় কোন বিষয় (আগাম) কথা বলে, যা বাস্তব হয়ে যায়। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : ঐ (একটি) কথা (জিন্ন থেকে প্রাপ্ত) বাস্তব সত্যের অন্তর্ভুক্ত, যা জিন্ন চুরি করে আনে এবং মুরগীর মত কুট্ কুট্ করে তা তার দোসরের কানে ঢেলে দেয়। পরে তারা তার সাথে একশ'টিরও অধিক মিথ্যা মিশিয়ে নেয়।

٥٦٢٤– وَحَدَّثَنِيْهِ اَبُو الطَّاهِرِ قَالَ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِى مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ نَحْوَ رِوَايَةِ مَعْقِلٍ عَنِ الزُّهْرِىِّ –

৫৬২৪. আবূ তাহির (র)...... ইব্‌ন শিহাব (র) থেকে উল্লেখিত সনদে যুহ্‌রী (র) থেকে মা'কিল (র)-এর অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন।

٥٦٢٥– حَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ عَلِىٍّ الْحُلْوَانِىُّ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ حَسَنٌ حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ وَقَالَ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ حَدَّثَنِى يَعْقُوْبُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ سَعْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِى عَنْ صَالِحٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ حَدَّثَنِى عَلِىُّ بْنُ حُسَيْنٍ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عَبَّاسٍ قَالَ اَخْبَرَنِى رَجُلٌ مِنْ اَصْحَابِ النَّبِىِّ ﷺ مِنَ الْاَنْصَارِ اَنَّهُمْ بَيْنَمَا هُمْ جُلُوْسٌ لَيْلَةً مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ رُمِىَ بِنَجْمٍ فَاسْتَنَارَ فَقَالَ لَهُمْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَاذَا كُنْتُمْ تَقُوْلُوْنَ فِى الْجَاهِلِيَّةِ اِذَا رُمِىَ بِمِثْلِ هٰذَا قَالُوْا اللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ اَعْلَمُ كُنَّا نَقُوْلُ وُلِدَ اللَّيْلَةَ رَجُلٌ عَظِيْمٌ وَمَاتَ رَجُلٌ عَظِيْمٌ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَاِنَّهَا لاَ يُرْمَى بِهَا لِمَوْتِ اَحَدٍ وَلاَ لِحَيَاتِهِ وَلٰكِنْ رَبُّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالٰى اسْمُهُ اِذَا قَضٰى اَمْرًا سَبَّحَ حَمَلَةُ الْعَرْشِ ثُمَّ سَبَّحَ اَهْلُ السَّمَاءِ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ حَتّٰى يَبْلُغَ التَّسْبِيْحُ اَهْلَ هٰذِهِ السَّمَاءِ الدُّنْيَا ثُمَّ قَالَ الَّذِيْنَ يَلُوْنَ حَمَلَةَ الْعَرْشِ لِحَمَلَةِ الْعَرْشِ مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ فَيُخْبِرُوْنَهُمْ مَاذَا قَالَ قَالَ فَيَسْتَخْبِرُ بَعْضُ اَهْلِ السَّمَاوَاتِ بَعْضًا حَتّٰى يَبْلُغَ الْخَبَرُ هٰذِهِ السَّمَاءَ الدُّنْيَا فَتَخْطَفُ الْجِنُّ السَّمْعَ فَيَقْذِفُوْنَ اِلٰى اَوْلِيَائِهِمْ وَيُرْمَوْنَ بِهِ فَمَا جَاؤُا بِهِ عَلٰى وَجْهِهِ فَهُوَ حَقٌّ وَلٰكِنَّهُمْ يَقْرِفُوْنَ فِيْهِ وَيَزِيْدُوْنَ –

৫৬২৫. হাসান ইব্‌ন আলী হুলওয়ানী (র) ও আব্‌দ ইব্‌ন হুমায়দ (র)...... আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন, নবী ﷺ-এর সাহাবিগণের মাঝে আনসারদের এক ব্যক্তি আমাকে (হাদীস) অবহিত করেছেন যে, তাঁরা এক রাতে নবী ﷺ-এর সঙ্গে উপবিষ্ট ছিলেন। এমন সময় একটি তারকা নিক্ষিপ্ত হল, এবং তা জ্বলে উঠ্‌ল। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাদের বললেন, এ ধরনের (তারকা) নিক্ষিপ্ত হলে জাহিলী যুগে তোমরা কি বলতে? তারা বলল, আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূলই সমধিক অবগত। আমরা বলতাম, আজ রাতে কোন মহান ব্যক্তির জন্ম হল (এবং কোন মহান ব্যক্তি মারা গেলেন)। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : তবে জেনে রাখ যে, তা কারো মৃত্যু কিংবা কারো

জন্মের কারণে নিক্ষিপ্ত হয় না; বরকতময় ও মহান নামের অধিকারী আমাদের রব যখন কোন বিষয়ের ফায়সালা দেন, তখন আর্‌শ বহনকারী ফেরেশতারা তাসবীহ্ পাঠ করে। তারপর তাসবীহ্ পাঠ করে সে আসমানের ফেরেশতারা, যারা তাদের নিকটবর্তী; অবশেষে তাসবীহ্ পাঠ এ নিকটবর্তী (দুনিয়ার) আসমানের বাসিন্দাদের পর্যন্ত পৌঁছে। তারপর আরশ বহনকারী (ফেরেশতা)-দের নিকটবর্তী যারা তারা আরশ বহনকারীদের বলে, তোমাদের প্রতিপালক কি ইরশাদ করলেন? তখন তিনি তাদের যা বলেছেন, তারা তা তাদের অবহিত করে। (রাবী বলেন) তিনি বললেন : পরে আসমানসমূহের বাসিন্দারা একে অপরকে খবর আদান প্রদান করে। অবশেষে এই নিকটবর্তী আসমানে খবর পৌঁছে। তখন জিন্নেরা অতর্কিতে (গোপন সংবাদটি) শুনে নেয় এবং তাদের দোসর জ্যোতিষীদের কাছে পৌঁছিয়ে দেয়, আর তার সঙ্গে বাড়িয়ে দেয়। ফলে যা তারা যথাযথভাবে নিয়ে আসতে পারে, তাই ঠিক হয়; কিন্তু তারা তাতে সংমিশ্রিত ও সংযোজিত করে (যা সঠিক হয় না)।

٥٦٢٦- وَحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُو عَمْرٍو الْاَوْزَاعِيُّ ح قَالَ وَحَدَّثَنِيْ اَبُو الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ قَالاَ اَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ اَخْبَرَنِيْ يُوْنُسُ ح قَالَ وَحَدَّثَنِيْ سَلَمَةَ بْنُ شَبِيْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ اَعْيَنَ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْقِلٌ يَعْنِى ابْنَ عُبَيْدِ اللّٰهِ كُلُّهُمْ عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ غَيْرَ اَنَّ يُوْنُسَ قَالَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ اَخْبَرَنِى رِجَالٌ مِنْ اَصْحَابِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مِنَ الْاَنْصَارِ وَفِى حَدِيْثِ الْاَوْزَاعِيِّ وَلٰكِنْ يَقْرِفُوْنَ فِيْهِ وَيَزِيْدُوْنَ وَفِى حَدِيْثِ يُوْنُسَ وَلٰكِنَّهُمْ يَرْقُوْنَ فِيْهِ وَيَزِيْدُوْنَ وَزَادَ فِى حَدِيْثِ يُوْنُسَ وَقَالَ اللّٰهُ حَتّٰى اِذَا فُزِّعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا الْحَقَّ وَفِى حَدِيْثِ مَعْقِلٍ كَمَا قَالَ الاَوْزَاعِيُّ وَلٰكِنَّهُمْ يَقْرِفُوْنَ فِيْهِ وَيَزِيْدُوْنَ -

৫৬২৬. যুহায়র ইব্‌ন হার্‌ব, আবূ তাহির, হারমালা ও সালামা ইব্‌ন শাবীব (র)...... যুহ্‌রী (র) থেকে উক্ত সনদে রিওয়ায়াত করেছেন। তবে ইউনুস (র) অবহিত করেছেন, আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর আনসার সাহাবিগণের কয়েক ব্যক্তি আমাকে বলেছেন। আর আওযাঈ (র) বর্ণিত হাদীসে রয়েছে, তবে তাতে তারা সংমিশ্রিত ও সংযোজিত করে দেয়। আর ইউনুস (র)-এর হাদীসে রয়েছে, এতে তারা বৃদ্ধি ও অতিরঞ্জিত করে। ইউনুস (র) বর্ণিত হাদীসে অধিক বলেছেন, আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন : অবশেষে যখন তাদের অন্তর থেকে সন্ত্রস্ততা বিদূরীত করে দেয়া হয়, তখন তারা বলে, তোমাদের প্রতিপালক কি বললেন? তারা বলে, যথার্থই বলেছেন। আর মা'কিল (র) বর্ণিত হাদীসে আওযাঈ (র) যেমন বলেছেন, 'কিন্তু তারা তাতে সংমিশ্রিত করে ও সংযোজিত করে' রয়েছে।

٥٦٢٧- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى الْعَنَزِيُّ حَدَّثَنَا يَحْيَى ابْنَ سَعِيْدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ صَفِيَّةَ عَنْ بَعْضِ اَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ اَتَى عَرَّافًا فَسَاَلَهُ عَنْ شَيْءٍ لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلاَةٌ اَرْبَعِيْنَ لَيْلَةً -

৫৬২৭. মুহাম্মদ ইব্‌ন মুসান্না আনাযী (র)...... নবী ﷺ-এর কোন স্ত্রী সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : যে ব্যক্তি আর্‌রাফ[1] (গণকের) কাছে গেল এবং তাকে কোন বিষয়ে জিজ্ঞাসা করল, চল্লিশ রাত তার কোন সালাত কবূল করা হয় না।

٣٥- بَابُ اِجْتِنَابِ الْمَجْذُوْمِ وَنَحْوِهِ

৩০০. অনুচ্ছেদ ঃ কুষ্ঠ প্রভৃতি রোগাক্রান্ত ব্যক্তি থেকে দূরে থাকা

٥٦٢٨- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ اَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا اَبُو بَكْرِ بْنُ اَبِى شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا شَرِيْكُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ وَهُشَيْمُ بْنُ بَشِيْرٍ عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيْدِ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ كَانَ فِى وَفْدِ ثَقِيْفٍ رَجُلٌ مَجْذُوْمٌ فَاَرْسَلَ اِلَيْهِ النَّبِىُّ ﷺ اِنَّا قَدْبَايَعْنَاكَ فَارْجِعْ -

৫৬২৮. ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া ও আবূ বাক্‌র ইব্‌ন আবূ শায়বা (র)...... আম্‌র ইব্‌ন শারীদ (রা) সূত্রে তার পিতা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সাকীফ গোত্রীয় প্রতিনিধি দলের মাঝে একজন কুষ্ঠ রোগী ছিলেন। নবী ﷺ তার কাছে (সংবাদ) পাঠালেন যে, আমি তোমাকে বায়'আত করে নিয়েছি; তুমি ফিরে যাও।[2]

---

১. হারানো জিনিসের সংবাদদাতা।

২. হাদীসে কুষ্ঠরোগীর সাথে একত্রে পানাহার ও উঠা বসার বিবরণ পাওয়া যায়। অতএব সুন্নাহ্ মতে, তাদের ঘৃণা ও একঘরে না করে সম্ভাব্য ও সাধারণ সতর্কতা অবলম্বন করা বিধেয়।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

كِتَابُ قَتْلِ الحَيَّاتِ وَ غَيْرِهَا

অধ্যায় : সাপ ইত্যাদি নিধন

٥٦٢٩- حَدَّثَنَا اَبُو بَكْرِ بْنُ اَبِى شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنِ سُلَيْمَانَ وَابْنُ نُمَيْرٍ عَنْ هِشَامٍ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا اَبُوْ كُرَيْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامُ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ اَمَرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِقَتْلِ ذِى الطُّفْيَتَيْنِ فَانَّهُ يَلْتَمِسُ الْبَصَرَ وَيُصِيْبُ الْحَبَلَ -

৫৬২৯. আবূ বকর ইব্‌ন আবূ শায়বা ও আবূ কুরায়ব (র)...... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ পিঠে দু'টি সাদা রেখা বিশিষ্ট (বিষধর) সাপ মেরে ফেলার নির্দেশ দিয়েছেন। কারণ তা দৃষ্টিশক্তি ছিনিয়ে নেয় এবং গর্ভস্থিত সন্তানের উপর বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে।

٥٦٣٠- وَحَدَّثَنَاهُ اِسْحَاقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ اَخْبَرَنَا اَبُو مُعَاوِيَةَ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ وَقَالَ الْاَبْتَرُ وَ ذُو الطُّفْيَتَيْنِ -

৫৬৩০. ইস্‌হাক ইবরাহীম (র)....... হিশাম (র) উল্লেখিত সনদে হাদীস বর্ণনা করেন এবং তিনি বলেছেন, 'লেজ খসে যাওয়া ও পিঠে দুটি সাদা রেখাবিশিষ্ট (সাপ)।'

٥٦٣١- حَدَّثَنِىْ عَمْرُوبَنُ مُحَمَّدٍ النَّاقِدُ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِىُّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ اقْتُلُوا الْحَيَّاتِ وَذَا الطُّفْيَتَيْنِ وَالْاَبْتَرَ فَانَّهُمَا يَسْتَسْقِطَانِ الْحَبَلَ وَيَلْتَمِسَانِ الْبَصَرَ قَالَ فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَقْتُلُ كُلَّ حَيَّةٍ وَجَدَهَا فَاَبْصَرَهُ اَبُوْ لُبَابَةَ بْنُ عَبْدِ الْمُنْذِرِ اَوْ زَيْدُ بْنُ الْخَطَّابِ وَهُوَ يُطَارِدُ حَيَّةً فَقَالَ اِنَّهُ قَدْ نَهٰى عَنْ ذَوَاتِ الْبُيُوتِ-

৫৬৩১. আমর ইব্‌ন মুহাম্মদ আন-নাকিদ (র)...... সালিম (র) তাঁর পিতা সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সব সাপ, বিশেষত পিঠে দুটি সাদা রেখাবিশিষ্ট ও লেজ কাটা সাপ মেরে ফেল। কেননা এ দুটি গর্ভপাত ঘটায় এবং দৃষ্টিশক্তি ছিনিয়ে নেয়। রাবী বলেন, তাই ইব্‌ন উমর (র) যে কোন সাপ পেলে তাকে মেরে ফেলতেন।

(একদিন) আবূ লুবাবা ইব্ন আবদুল মুন্যির (র) অথবা যায়দ ইব্ন খাত্তাব (র) তাকে দেখলেন যে, তিনি একটি সাপ ধাওয়া করছেন। তখন তিনি [আবূ লুবাবা বা যায়দ (র)] বললেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বাড়ি-ঘরে অবস্থানকারী (সাপ) মারতে নিষেধ করেছেন।

٥٦٣٢ وَحَدَّثَنَا حَاجِبُ بْنُ الْوَلِيْدِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ عَنِ الزُّبَيْدِيِّ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ اَخْبَرَنِيْ سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَأْمُرُ بِقَتْلِ الْكِلاَبِ يَقُوْلُ اقْتُلُوا الْحَيَّاتِ وَالْكِلاَبَ وَاقْتُلُوْا ذَا الطُّفْيَتَيْنِ وَالاَبْتَرَ فَانَّهُمَا يَلْتَمِسَانِ الْبَصَرَ وَيَسْتَسْقِطَانِ الْحَبَالٰى قَالَ الزُّهْرِيُّ وَنُرٰى ذٰلِكَ مِنْ سَمَّيْهِمَا وَاللّٰهُ اَعْلَمُ قَالَ سَالِمٌ قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ فَلَبِثْتُ لاَ اَتْرُكُ حَيَّةً اَرَاهَا اِلاَّ قَتَلْتُهَا فَبَيْنَا اَنَا اُطَارِدُ حَيَّةً يَوْمًا مِنْ ذَوَاتِ الْبُيُوْتِ مَرَّ بِىْ زَيْدُ ابْنُ الْخَطَّابِ اَوْ اَبُوْ لُبَابَةَ وَاَنَا اُطَارِدُهَا فَقَالَ مَهْلاً يَاعَبْدَ اللّٰهِ فَقُلْتُ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَمَرَ بِقَتْلِهِنَّ قَالَ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَدْنَهٰى عَنْ ذَوَاتِ الْبُيُوْتِ-

وَحَدَّثَنِيْهِ حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيٰى قَالَ اَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِيْ يُوْنُسُ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ اَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا حَسَنُ الْحُلْوَانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِىْ عَنْ صَالِحٍ كُلُّهُمْ عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ غَيْرَ اَنَّ صَالِحًا قَالَ حَتّٰى رَاٰنِىْ اَبُوْ لُبَابَةَ بْنُ عَبْدِ الْمُنْذِرِ وَزَيْدُ بْنُ الْخَطَّابِ فَقَالاَ اِنَّهُ قَدْ نَهٰى عَنْ ذَوَاتِ الْبُيُوْتِ وَفِىْ حَدِيْثِ يُوْنُسَ اقْتُلُوا الْحَيَّاتِ وَلَمْ يَقُلْ ذَاالطُّفْيَتَيْنِ وَالْاَبْتَرَ -

৫৬৩২. হাজিব ইব্ন ওয়ালীদ (র)...... ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে আমি কুকুর নিধনের হুকুম জারী করতে শুনেছি— তিনি বলতেন, সাপগুলো আর কুকুরগুলো মেরে ফেল। আর (বিশেষত) পিঠে দু'সাদা রেখাবিশিষ্ট ও লেজবিহীন সাপ মেরে ফেল। কেননা এ দুটি মানুষের দৃষ্টিশক্তি ছিনিয়ে নেয় এবং গর্ভবতীদের গর্ভপাত ঘটায়। (সনদের মধ্যবর্তী) রাবী যুহরী (র) বলেন, আমাদের ধারণায় তা এদের বিষের কারণে; তবে আল্লাহ্ তা'আলাই সমধিক অবগত। রাবী সালিম (র) বলেন, আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা) বলেছেন, এরপরে আমার অবস্থা দাঁড়াল এই যে, কোন সাপ দেখতে পেলে তাকে আমি না মেরে ছেড়ে দিতাম না। একদিনের ঘটনা, আমি বাড়ি-ঘরে অবস্থানকারী ধরনের একটি সাপ তাড়া করছিলাম। সে সময় যায়দ ইব্ন খাত্তাব (রা) বা আবূ লুবাবা (রা) আমার কাছ দিয়ে যাচ্ছিলেন, আর আমি তাকে তাড়া করে যাচ্ছিলাম। তিনি বললেন, থামো! হে আবদুল্লাহ! তখন আমি বললাম, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তো এদের মেরে ফেলার হুকুম দিয়েছেন। তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ঘর-দুয়ারে বসবাসকারী (সাপ) নিধন করতে নিষেধও করেছেন।

হারমালা ইব্ন ইয়াহ্ইয়া, আব্দ ইব্ন হুমায়দ ও হাসান হুলওয়ানী (র)..... যুহ্রী (র) থেকে উল্লেখিত সনদে হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন। তবে (শেষ সনদের) রাবী সালিহ্ (র) বলেছেন, 'অবশেষে আবূ লুবাবা ইব্ন আবদুল মুন্যির (রা) এবং যায়দ ইব্ন খাত্তাব (রা) আমাকে দেখলেন....... এবং তাঁরা দু'জন বললেন যে, তিনি

ঘর- দুয়ারে বসবাসকারী সাপ নিধন করতে নিষেধ করেছেন। আর (প্রথম সনদের) রাবী ইউনুস (র) বর্ণিত হাদীসে রয়েছে-'সব সাপ মেরে ফেল'। তিনি (বিশেষ করে) 'পিঠে দু'সাদারেখা বিশিষ্ট ও লেজবিহীন সাপ' কথাটি বলেন নি।

٥٦٣٣- وَحَدَّثَنِى مُحَمَّدُ ابْنُ رُمْحٍ قَالَ اَخْبَرَنَا اللَّيْثُ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَاللَّفْظُ لَهُ قَالَ حَدَّثَنَا لَيْثُ عَنْ نَافِعٍ اَنَّ اَبَالُبَابَةَ كَلَّمَ ابْنَ عُمَرَ لِيَفْتَحَ لَهُ بَابًا فِى دَارِهِ يَسْتَقْرِبُ بِهِ اِلَى الْمَسْجِدِ فَوَجَدَ الْغِلْمَةُ جِلْدَ جَانٍّ فَقَالَ عَبْدُ اللّٰهِ الْتَمِسُوهُ فَاقْتُلُوهُ فَقَالَ اَبُو لُبَابَةَ لاَ تَقْتُلُوْهُ فَاِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَهٰى عَنْ قَتْلِ الْجِنَّانِ الَّتِىْ فِى الْبُيُوْتِ -

৫৬৩৩. মুহাম্মদ ইব্‌ন রুম্‌হ ও কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ (র)...... নাফি' (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, আবূ লুবাবা (রা) ইব্‌ন উমর (রা)-এর সাথে তাঁর বাড়িতে তাঁর জন্য একটি দরজা খুলে নেয়ার ব্যাপারে কথা বলছিলেন, যা দিয়ে তিনি মসজিদের দিকে যাতায়াতের পথ নিকটবর্তী করতে পারবেন। তখন কিশোররা (দেয়াল খুঁড়তে গিয়ে) একটি সাপের খোলস পেল। তখন আবদুল্লাহ্ (রা) বললেন, ওটিকে খুঁজে বের করে মেরে ফেল। তখন আবূ লুবাবা (রা) বললেন, তোমরা সেটিকে মেরে ফেল না। কেননা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বাড়ি-ঘরে বসবাসকারী সাপগুলোকে মেরে ফেলতে নিষেধ করেছেন।

٥٦٣٤- وَحَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوْخَ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيْرُ بْنُ حَازِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا نَافِعٌ قَالَ كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَقْتُلُ اَلْحَيَّاتِ كُلَّهُنَّ حَتّٰى حَدَّثَنَا اَبُو لُبَابَةَ بْنُ عَبْدِ الْمُنْذِرِ الْبَدْرِىُّ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَهٰى عَنْ قَتْلِ جِنَّانِ الْبُيُوْتِ فَاَمْسَكَ -

৫৬৩৪. শায়বান ইব্‌ন ফার্‌রূখ (র)...... নাফি' (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইব্‌ন উমর (রা) সব ধরনের সাপ মেরে ফেলতেন। অবশেষে আবূ লুবাবা ইব্‌ন 'আবদুল মুন্‌যির আল-বাদ্‌রী (রা) আমাদের হাদীস শুনালেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বাড়ি-ঘরের সাপগুলোকে মেরে ফেলতে নিষেধ করেছেন। পরে তিনি [ইব্‌ন উমর (রা)] বিরত রইলেন।

٥٦٣٥- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيٰى وَهُوَ الْقَطَّانُ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ قَالَ اَخْبَرَنِىْ نَافِعٌ اَنَّهُ سَمِعَ اَبَالُبَابَةَ يُخْبِرُ ابْنَ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَهٰى عَنْ قَتْلِ الْجِنَّانِ-

৫৬৩৫. মহাম্মদ ইব্‌ন মুসান্না (রা)...... নাফি' (র) (হাদীসের) খবর দিয়েছেন যে, তিনি আবূ লুবাবা (রা)-কে ইব্‌ন উমর (রা)-এর কাছে (হাদীসের) খবর দিতে শুনেছেন এ মর্মে যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ঘরের (ছোটখাট) সাপ মেরে ফেলতে নিষেধ করেছেন।

٥٦٣٦- وَحَدَّثَنَاهُ اِسْحَاقُ بْنُ مُوْسٰى الْاَنْصَارِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا اَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ اَبِى لُبَابَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ ح قَالَ وَحَدَّثَنِىْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدٍ

بْنِ اَسْمَاءَ الضُّبَعِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّ اَبَا لُبَابَةَ اَخْبَرَهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَهَى عَنْ قَتْلِ الْجِنَانِ الَّتِىْ فِى الْبُيُوْتِ -

৫৬৩৬. ইস্‌হাক ইব্‌ন মূসা আনসারী (র)...... আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমার (রা) আবূ লুবাবা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে, (অন্য সনদে) আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন আসমা যুবাঈ (র) আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে এ মর্মে বর্ণিত যে, আবূ লুবাবা (রা) তাঁকে (হাদীসের) খবর দিয়েছেন- রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বাড়ি-ঘরে বসবাসকারী সাপগুলো মেরে ফেলতে নিষেধ করেছেন।

٥٦٣٧- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ يَعْنِى الثَّقَفِىَّ قَالَ سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيْدٍ يَقُوْلُ اَخْبَرَنِىْ نَافِعٌ اَنَّ اَبَا لُبَابَةَ بْنَ عَبْدِ الْمُنْذِرِ الْاَنْصَارِىَّ وَكَانَ مَسْكَنُهُ بِقُبَاءٍ فَانْتَقَلَ اِلَى الْمَدِيْنَةِ فَبَيْنَمَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ جَالِسًا مَعَهُ يَفْتَحُ خَوْخَةً لَهُ اِذَاهُمْ بِحَيَّةٍ مِنْ عَوَامِرِ الْبُيُوْتِ فَارَادُوْا قَتْلَهَا فَقَالَ اَبُو لُبَابَةَ اِنَّهُ قَدْ نُهِىَ عَنْهُنَّ يُرِيْدُ عَوَامِرَ الْبُيُوْتِ وَاَمَرَ بِقَتْلِ الْاَبْتَرِ وَذِى الطُّفْيَتَيْنِ وَقِيْلَ هُمَا اللَّذَانِ يَلْتَمِعَانِ الْبَصَرَ وَيَطْرَحَانِ اَوْلَادَ النِّسَاءِ -

৫৬৩৭. মুহাম্মদ ইব্‌ন মুসান্না (র)...... নাফি‘ (র) খবর দিয়েছেন, যে, আবূ লুবাবা ইব্‌ন আবদুল মুনযির আনসারী (রা) তাঁর বাসস্থান ছিল কুবায়। তিনি মদীনায় (মসজিদে নববীর কাছে) স্থানান্তরিত হলেন। একদিন এমন অবস্থায় যে, আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা) তাঁর [আবূ লুবাবা (রা)-এর] সাথে বসা ছিলেন এবং তাঁর জন্য একটি ছোট দরজা খুলছিলেন। তখন হঠাৎ তাঁরা বাড়ি-ঘরে বসবাসকারী প্রকৃতির একটি সাপ দেখতে পেলেন। তারা সেটিকে মেরে ফেলতে উদ্যত হলে আবূ লুবাবা (রা) বললেন, ওগুলো নিধন করতে নিষেধ করা হয়েছে। তিনি (ওগুলো বলে) বাড়ি-ঘরে বসবাসকারী সাপ বুঝাতে চেয়েছেন। আর লেজ খসা ও পিঠে দুটি সাদা রেখাবিশিষ্ট সাপ মেরে ফেলার হুকুম দিয়েছেন। বলা হয়েছে যে, সে দুটি হল এমন, যারা দৃষ্টিশক্তি ঝলসিয়ে দেয় এবং মহিলাদের গর্ভপাত ঘটায়।

٥٦٣٨- وَحَدَّثَنِى اِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَهْضَمٍ قَالَ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيلُ وَهُوَ عِنْدَنَا ابْنُ جَعْفَرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ نَافِعٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ كَانَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ يَوْمًا عِنْدَ هَدْمٍ لَهُ فَرَاٰى وَبِيْضَ جَانٍّ فَقَالَ اتَّبِعُوْا هٰذَا الْجَانَّ فَاقْتُلُوْهُ قَالَ اَبُو لُبَابَةَ الْاَنْصَارِىُّ اِنِّىْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَهٰى عَنْ قَتْلِ الْجِنَّانِ الَّتِىْ تَكُوْنُ فِى الْبُيُوْتِ اِلَّا الْاَبْتَرَ وَذَا الطُّفْيَتَيْنِ فَاِنَّهُمَا اللَّذَانِ يَخْطِفَانِ الْبَصَرَ وَيَتَتَبَّعَانِ مَافِىْ بُطُوْنِ النِّسَاءِ -

৫৬৩৮. ইস্‌হাক ইব্‌ন মানসূর (র)...... নাফি‘ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা) একদিন তাঁর একটি ভেঙ্গে ফেলা দেয়ালের কাছে একটি সাপের খোলস্ দেখতে পেয়ে বললেন, একে খুঁজে বের করে মেরে ফেল। আবূ লুবাবা আনসারী (রা) বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে সে সব সাপ মেরে

ফেলতে নিষেধ করেছে শুনেছি, যেগুলো বাড়ি-ঘরে থাকে; তবে লেজকাটা ও পিঠে দু'টি সাদা রেখা বিশিষ্ট সাপ (মেরে ফেলতে বলেছেন)। কেননা এ দু'টি এমন, যারা দৃষ্টি ঝলসিয়ে দেয় এবং মহিলাদের গর্ভপাত ঘটায়।

٥٦٣٩– وَحَدَّثَنَا هَارُوْنُ بْنُ سَعِيْدٍ الاَيْلِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ حَدَّثَنِيْ اُسَامَةُ اَنَّ نَافِعًا حَدَّثَهُ اَنَّ اَبَا لُبَابَةَ مَرَّ بِابْنِ عُمَرَ وَهُوَ عِنْدَ الاُطُمِ الَّذِيْ عِنْدَ دَارِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ يَرْصُدُ حَيَّةً بِنَحْوِ حَدِيْثِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ –

৫৬৩৯. হারূন ইব্‌ন সাঈদ আয়লী (র)...... নাফি (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আবূ লুবাবা (রা) ইব্‌ন উমর (রা)-এর পাশ দিয়ে গেলেন। তখন তিনি উমর ইব্‌ন খাত্তাব (রা)-এর বাড়ির কাছে অবস্থিত (ভগ্ন) প্রাসাদের নিকটে ছিলেন। তখন তিনি একটি সাপ মেরে ফেলার জন্য ওঁৎ পেতে ছিলেন।..... অবশিষ্ট অংশ লায়স ইব্‌ন সা'দ (রা) বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ।

٥٦٤٠– حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيٰى وَاَبُو بَكْرِ بْنُ اَبِى شَيْبَةَ وَاَبُو كُرَيْبٍ وَاِسْحَاقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ وَاللَّفْظُ لِيَحْيَى قَالَ يَحْيَى وَاِسْحَاقُ اَخْبَرَنَا وَقَالَ الْاٰخَرَانِ حَدَّثَنَا اَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الاَعْمَشِ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنِ الْاَسْوَدِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِى غَارٍ وَقَدْ اُنْزِلَتْ عَلَيْهِ وَالْمُرْسَلَاتِ عُرْفًا فَنَحْنُ نَاْخُذُهَا مِنْ فِيْهِ رَطْبَةً اِذْ خَرَجَتْ عَلَيْنَا حَيَّةٌ فَقَالَ اقْتُلُوهَا فَابْتَدَرْنَاهَا لِنَقْتُلَهَا فَسَبَقَتْنَا فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَقَاهَا اللّٰهُ شَرَّكُمْ كَمَا وَقَاكُمْ شَرَّهَا–

৫৬৪০. ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন ইয়াহ্ইয়া, আবূ বকর ইব্‌ন আবূ শায়বা, আবূ কুরায়ব ও ইস্‌হাক ইব্‌ন ইবরাহীম (র)...... 'আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা নবী ﷺ-এর সাথে একটি (পাহাড়ী) গুহায় ছিলাম। তখন মাত্র' وَالْمُرْسَلَاتِ عُرْفًا ((সুরা আল-মুরসালাত) তাঁর উপরে নাযিল হয়েছিল, আর আমরা তাঁর মুখ থেকে তা তরতাজা শুনছিলাম। হঠাৎ একটি সাপ আমাদের সামনে বেরিয়ে এল। তিনি বললেন, তোমরা ওটিকে মেরে ফেল। আমরা সেটিকে মেরে ফেলার জন্য দৌড় প্রতিযোগিতা শুরু করলাম। কিন্তু সে আমাদের হারিয়ে দিয়ে ছুটে গেল। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : আল্লাহ্ তা'আলা তাকে তোমাদের অনিষ্ট থেকে রক্ষা করেছেন, যেমন তোমাদের রক্ষা করেছেন তার অনিষ্ট থেকে।

٥٦٤١– وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ وَعُثْمَانُ بْنُ اَبِى شَيْبَةَ قَالاَ حَدَّثَنَا جَرِيْرُ عَنِ الْاَعْمَشِ فِى هٰذَا الْاِسْنَادِ بِمِثْلِهِ –

৫৬৪১. কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ ও উসমান ইব্‌ন আবূ শায়বা (র)...... আ'মাশ (র) থেকে উল্লেখিত সনদে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন।

٥٦٤٢– وَحَدَّثَنَا اَبُو كُرَيْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَفْصٌ يَعْنِى ابْنَ غِيَاثٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْاَعْمَشُ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنِ الْاَسْوَدِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَمَرَ مُحْرِمًا بِقَتْلِ حَيَّةٍ بِمِنًى –

৫৬৪২. আবূ কুরায়ব (র)...... 'আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এক 'মুহ্‌রিম' ব্যক্তিকে মিনা-'য় একটি সাপ মেরে ফেলতে হুকুম করেছিলেন।

٥٦٤٣- وَحَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِىْ قَالَ حَدَّثَنَا الاَعْمَشُ قَالَ حَدَّثَنِىْ اِبْرَاهِيْمُ عَنِ الاَسْوَدِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ بَيْنَمَا نَحْنُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِى غَارٍ بِمِثْلِ حَدِيْثِ جَرِيْرٍ وَاَبِىْ مُعَاوِيَةَ -

৫৬৪৩. উমর ইব্‌ন হাফ্‌স্ ইব্‌ন গিয়াস (র)...... আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সাথে একটি (পাহাড়ী) গুহায় ছিলাম।...... পরবর্তী অংশ জারীর (র) ও আবূ মুআবিয়া (র) বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ।

٥٦٤٤- وَحَدَّثَنِىْ اَبُو الطَّاهِرِ اَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ سَرْحٍ قَالَ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ مَالِكُ بْنُ اَنَسٍ عَنْ صَيْفِىٍّ وَهُوَ عِنْدَنَا مَوْلَى ابْنِ اَفْلَحَ قَالَ اَخْبَرَنِىْ اَبُو السَّائِبِ مَوْلَى هِشَامِ بْنِ زُهْرَةَ اَنَّهُ دَخَلَ عَلٰى اَبِىْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِىِ فِى بَيْتِهِ قَالَ فَوَجَدْتُهُ يُصَلِّى فَجَلَسْتُ اَنْتَظِرُهُ حَتّٰى يَقْضِىَ صَلاَتَهُ فَسَمِعْتُ تَحْرِيْكًا فِى عَرَاجِيْنَ فِى نَاحِيَةِ الْبَيْتِ فَالْتَفَتُّ فَاِذَا حَيَّةٌ فَوَثَبْتُ لاَقْتُلَهَا فَاَشَارَ اِلَىَّ اَنِ اجْلِسْ فَجَلَسْتُ فَلَمَّا انْصَرَفَ اَشَارَ اِلَى بَيْتٍ فِى الدَّارِ فَقَالَ أَتَرَى هٰذَا الْبَيْتَ فَقُلْتُ نَعَمْ فَقَالَ كَانَ فِيْهِ فَتًى مِنَّا حَدِيْثُ عَهْدٍ بِعُرْسٍ قَالَ فَخَرَجْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اِلَى الْخَنْدَقِ فَكَانَ ذٰلِكَ الْفَتَى يَسْتَأْذِنُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ بِاَنْصَافِ النَّهَارِ فَيَرْجِعُ اِلَى اَهْلِهِ فَاسْتَأْذَنَهُ يَوْمًا فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ خُذْ عَلَيْكَ سِلاَحَكَ فَاِنِّى اَخْشَى عَلَيْكَ قُرَيْظَةَ فَاَخَذَ الرَّجُلُ سِلاَحَهُ ثُمَّ رَجَعَ فَاِذَا امْرَأَتُهُ بَيْنَ الْبَابَيْنِ قَائِمَةً فَاَهْوٰى اِلَيْهَا الرُّمْحَ لِيَطْعُنَهَا بِهِ وَاَصَابَتْهُ غَيْرَةٌ فَقَالَتْ لَهُ اُكْفُفْ عَلَيْكَ رُمْحَكَ وَأَدْخُلِ الْبَيْتَ حَتّٰى تَنْظُرَ مَاالَّذِىْ اَخْرَجَنِىْ فَدَخَلَ فَاِذَا بِحَيَّةٍ عَظِيْمَةٍ مُنْطَوِيَةٍ عَلٰى الْفِرَاشِ فَاَهْوٰى اِلَيْهَا بِالرُّمْحِ فَانْتَظَمَهَا بِهِ ثُمَّ خَرَجَ فَرَكَزَهُ فِى الدَّارِ فَاضْطَرَبَتْ عَلَيْهِ فَمَا يُدْرٰى اَيُّهُمَا كَانَ اَسْرَعَ مَوْتًا الْحَيَّةُ اَمِ الْفَتَى قَالَ فَجِئْنَا اِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَذَكَرْنَا ذٰلِكَ لَهُ وَقُلْنَا لَهُ ادْعُ اللّٰهَ يُحْيِيْهِ لَنَا فَقَالَ اَسْتَغْفِرُوا لِصَاحِبِكُمْ ثُمَّ قَالَ اِنَّ بِالْمَدِيْنَةِ جِنًّا قَدْ اَسْلَمُوْا فَاِذَا رَأَيْتُمْ مِنْهُمْ شَيْئًا فَآذِنُوهُ ثَلاَثَةَ اَيَّامٍ فَاِنْ بَدَالَكُمْ بَعْدَ ذٰلِكَ فَاقْتُلُوْهُ فَاِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ -

৫৬৪৪. আবূ তাহির আহমাদ ইব্‌ন আমর ইব্‌ন সারহ্ (র)...... হিশাম ইব্‌ন যুহ্‌রা (র) এর আযাদকৃত গোলাম আবূ সাইব (র) থেকে বর্ণিত যে, তিনি (একদিন) আবূ সাঈদ খুদরী (রা)-এর কাছে তাঁর ঘরে প্রবেশ করলেন।

তিনি বলেন, আমি তখন তাঁকে সালাতরত অবস্থায় পেলাম এবং তাঁর সালাত সমাপ্ত করা পর্যন্ত তাঁর অপেক্ষায় বসে রইলাম। তখন ঘরের কোণে রাখা খেজুর ডালের স্তূপের মাঝে কোন কিছুর নড়াচড়ার আওয়ায শুনতে পেলাম। লক্ষ্য করে দেখতে পেলাম যে, একটি সাপ। আমি সেটিকে মেরে ফেলার জন্য লাফ দিতে উদ্যত হলাম। তখন তিনি (সালাতে থেকেই) ইশারা করলেন যে, বসে থাক। সালাত শেষে বাড়ির একটি ঘরের দিকে ইংগিত করে বললেন, তুমি কি এ ঘরটি দেখতে পাচ্ছ? আমি বললাম, হ্যাঁ। তিনি বললেন, সেখানে নতুন বিয়ে করা আমাদের এক তরুণ থাকত। রাবী বলেন, এরপর আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সাথে খন্দক যুদ্ধে বেরিয়ে গেলাম। ঐ তরুণ দুপুরের দিকে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে অনুমতি চেয়ে নিত এবং তার পরিবারের কাছে ফিরে যেত। একদিন সে (যথারীতি) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর অনুমতি চাইলে তিনি তাকে বললেন, তোমার হাতিয়ার তোমার সাথে নিয়ে যাও। কেননা আমি তোমার ব্যাপারে বনূ কুরায়যা (ইয়াহূদীদের আক্রমণ)-এর আশংকা করছি। লোকটি তার হাতিয়ার নিয়ে (বাড়িতে) ফিরে গেল। সেখানে সে তার (নব পরিণীতা) স্ত্রীকে দু'দরজার মাঝে দাঁড়ান অবস্থায় দেখতে পেল এবং (তার প্রতি সন্দিহান হয়ে) বল্লম দিয়ে তাকে যখম করে দেয়ার উদ্দেশ্যে তা তার দিকে তাক করে ধরল। মর্যাদাবোধ তাকে পেয়ে বসেছিল। তখন সে (স্ত্রী) বলল, তোমার বল্লমটি নিজের কাছে থামিয়ে রাখ এবং ঘরে প্রবেশ কর। যাতে তুমি তা দেখতে পাও, কি আমাকে বের করে দিয়েছে। সে ঘরে ঢুকেই দেখতে পেল যে, এক বিরাটকায় সাপ বিছানার উপরে কুণ্ডলী পাকিয়ে রয়েছে। সে এর দিকে বল্লম তাক করে তার দ্বারা এটিকে গেঁথে ফেলল। তারপর বের হয়ে তা (বল্লমটি) বাড়ির মধ্যে গেঁড়ে রাখল। তখন সেটি নড়ে চড়ে তার দিকে ধাবিত হল এবং (মুহূর্তের মধ্যে) সাপ কিংবা তরুণ এ দু'জনের কে অধিক দ্রুত মৃত্যুবরণকারী ছিল, তা টের পাওয়া গেল না। রাবী [আবূ সাঈদ (রা)] বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট গিয়ে ব্যাপারটি বর্ণনা করলাম এবং তাঁকে বললাম, আপনি আল্লাহ্র দরবারে দু'আ করুন, তিনি যেন আমাদের খাতিরে তাকে জীবিত করে দেন। তখন তিনি বললেন ঃ তোমরা তোমাদের সাথীর জন্য ইস্তিগ্ফার কর। এরপর বললেন, মদীনায় কতক জিন্ন রয়েছে, যারা ইস্লাম কবূল করেছে। তাই (সাপ ইত্যাদিরূপে) তাদের কোন কিছু তোমরা দেখতে পেলে তাকে তিন দিন সতর্ক সংকেত দিবে; এরপরেও তোমাদের সামনে (তা) প্রকাশ পেলে তাকে মেরে ফেলবে। কেননা সে একটি (অবাধ্য) শয়তান, (অর্থাৎ সে মুসলমান নয়)।

٥٦٤٥- وَحَدَّثَنِيْ مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيْرِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِىْ قَالَ سَمِعْتُ اَسْمَاءَ بْنَ عُبَيْدٍ يُحَدِّثُ عَنْ رَجُلٍ يُقَالُ لَهُ السَّائِبُ وَهُوَ عِنْدَنَا اَبُو السَّائِبِ قَالَ دَخَلْنَا عَلَى اَبِىْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِ فَبَيْنَمَا نَحْنُ جُلُوْسٌ اِذْ سَمِعْنَا تَحْتَ سَرِيْرِهِ حَرَكَةً فَنَظَرْنَا فَاِذَا حَيَّةٌ وَسَاقَ الْحَدِيْثَ بِقِصَّتِهِ نَحْوَ حَدِيْثِ مَالِكٍ عَنْ صَيْفِيٍ وَقَالَ فِيْهِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ لِهٰذِهِ الْبُيُوْتِ عَوَامِرَ فَاِذَا رَأَيْتُمْ شَيْئًا مِنْهَا فَحَرِّجُوْا عَلَيْهَا ثَلاَثًا فَاِنْ ذَهَبَ وَاِلاَّ فَاقْتُلُوْهُ فَاِنَّهُ كَافِرٌ وَقَالَ لَهُمُ اذْهَبُوْا فَادْفِنُوْا صَاحِبَكُمْ -

৫৬৪৫. মুহাম্মদ ইব্ন রাফি (র)...... (আবূ) সাইব (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা আবূ সাঈদ খুদরী (রা)-এর কাছে গেলাম। আমরা বসা ছিলাম, এমতাবস্থায় হঠাৎ তাঁর খাটের নীচে একটা নড়াচড়ার আওয়ায শুনতে পেলাম। লক্ষ্য করে দেখি যে, সেটা একটা সাপ..... ঘটনাসহ হাদীসখানি (পূর্বোল্লেখিত সনদের) সায়ফী (র)

থেকে মালিক (র) বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ বিবৃত করেছেন। তবে এতে তিনি বলেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : এ সব বাড়ি-ঘরে (মানব ব্যতীত) কতক বসবাসকারী রয়েছে। অতএব সে ধরনের কোন কিছু তোমরা দেখতে পেলে তাদের প্রতি তিনবার সতর্ক সংকেত উচ্চারণ করবে। এতে যদি (তারা) চলে যায় (তো উত্তম), অন্যথায় তাকে তোমরা মেরে ফেলবে। কেননা সে কাফির (অবাধ্য)। আর তিনি তাদের (মৃত ব্যক্তির অভিভাবকদের) বললেন, তোমরা চলে যাও এবং তোমাদের লোককে দাফন কর।

٥٦٤٦- وَحَدَّثَنِىْ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ عَنِ ابْنِ عَجْلاَنَ قَالَ حَدَّثَنِىْ صَيْفِىٌّ عَنْ اَبِى السَّائِبِ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِىِّ قَالَ سَمِعْتُهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ بِالْمَدِيْنَةِ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ قَدْ اَسْلَمُوا فَمَنْ رَاَى شَيْئًا مِنْ هٰذِهِ الْعَوَامِرِ فَلْيُؤْذِنْهُ ثَلاَثًا فَاِنْ بَدَالَهُ بَعْدُ فَلْيَقْتُلْهُ فَاِنَّهُ شَيْطَانٌ -

৫৬৪৬. যুহায়র ইব্ন হার্ব (র)........ আবূ সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : মদীনায় জিন্নদের একটি দল রয়েছে, যারা ইসলাম কবূল করেছে। তাই যে ব্যক্তি বাড়ি-ঘরে বসবাসকারী এ সব (সাপ ইত্যাদির রূপধারী)-দের কোন কিছু দেখতে পায়, সে যেন তাকে তিনবার সতর্ক সংকেত দেয়; এরপরও যদি তার সামনে তা প্রকাশ পায়, তবে সে যেন তাকে মেরে ফেলে, কেননা সে একটা (অবাধ্য) শয়তান।

١- بَابُ اِسْتِحْبَابِ قَتْلِ الْوَزْغِ

১. পরিচ্ছেদ ঃ কাকলাস (ও টিকটিকি) মেরে ফেলা মুস্তাহাব

٥٦٤٧- حَدَّثَنَا اَبُو بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ وَعَمْرٌو النَّاقِدُ وَاِسْحَاقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ وَابْنُ اَبِىْ عُمَرَ قَالَ اِسْحَاقُ اَخْبَرَنَا وَقَالَ الاٰخَرُوْنَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيْدِ بْنِ جُبَيْرِبْنِ شَيْبَةَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ اُمِّ شَرِيْكٍ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ اَمَرَ هَا بِقَتْلِ الاَوْزَاغِ وَفِى حَدِيْثِ ابْنِ اَبِى شَيْبَةَ اَمَرَ -

৫৬৪৭. আবূ বকর ইব্ন আবূ শায়বা, আমর আন-নাকিদ, ইসহাক ইব্ন ইবরাহীম ও ইব্ন আবূ উমর (র)...... উম্মু শারীক (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ তাঁকে কাকলাস মেরে ফেলতে হুকুম করেছেন। তবে ইব্ন আবূ শায়বা (র) বর্ণিত হাদীসে (শুধু) 'আদেশ করেছেন' রয়েছে (অর্থাৎ 'তাতে' শব্দটি নেই)।

٥٦٤٨- وَحَدَّثَنِىْ اَبُو الطَّاهِرِ قَالَ اَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ ابْنُ جُرَيْجٍ ح قَالَ وَحَدَّثَنِىْ مُحَمَّدُ بْنُ اَحْمَدَ بْنِ اَبِىْ خَلَفٍ قَالَ حَدَّثَنَا رَوْحٌ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ قَالَ اَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ اَخْبَرَنِى عَبْدُ الْحَمِيْدِ بْنُ جُبَيْرِ بْنِ شَيْبَةَ اَنَّ بْنَ الْمُسَيَّبِ اَخْبَرَهُ اَنَّ اُمَّ شَرِيْكٍ اَخْبَرَتْهُ اَنَّهَا اسْتَأْمَرَتِ النَّبِىَّ ﷺ فِى قَتْلِ الْوَزْغَانِ

فَامَرَ بِقَتْلِهَا وَاُمُّ شَرِيْكٍ اِحْدَى نِسَاءِ بَنِى عَامِرِ بْنِ لُؤَىٍّ اتَّفَقَ لَفْظُ حَدِيْثَ ابْنِ اَبِى خَلَفٍ وَعَبْدِ بْنِ حُمَيْدٍ وَحَدِيْثُ ابْنِ وَهْبٍ قَرِيْبٌ مِنْهُ –

৫৬৪৮. আবূ তাহির, মুহাম্মদ ইব্‌ন আহমাদ ইব্‌ন আবূ খালাফ ও আব্‌দ ইব্‌ন হুমায়দ (র)....... উম্মু শারীক (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি নবী ﷺ-এর নিকট কাকলাস মেরে ফেলার ব্যাপারে অভিমত চাইলেন। তখন তিনি তাকে তা মেরে ফেলার হুকুম দিলেন। উম্মু শারীক (রা) হলেন আমির ইব্‌ন লুআই গোত্রের একজন মহিলা। এ হাদীসের বর্ণনায় ইব্‌ন আবূ খালাফ ও আব্‌দ ইব্‌ন হুমায়দ (র)-এর শব্দ ভাষ্য অভিন্ন। আর ইব্‌ন ওয়াহ্‌ব (র) (প্রথম সনদে)-এর বর্ণিত হাদীস (-এর শব্দ) এর কাছাকাছি।

٥٦٤٩- حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالاَ اَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ عَامِرِبْنِ سَعْدٍ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ اَمَرَ بِقَتْلِ الْوَزَغِ وَسَمَّاهُ فُوَيْسِقًا –

৫৬৪৯. ইসহাক ইব্‌ন ইবরাহীম ও আব্‌দ ইব্‌ন হুমায়দ (র)...... আমির ইব্‌ন সাঈদ (র)-এর পিতা [সাঈদ (রা)] থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ কাকলাস মেরে ফেলার হুকুম করেছেন এবং তাকে 'ছোট্ট ফাসিক' ('ক্ষুদে দুষ্কৃতকারী') নাম দিয়েছেন।

٥٦٥٠- وَحَدَّثَنِىْ اَبُو الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ قَالاَ اَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ يُوْنُسُ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لِلْوَزَغِ الْفُوَيْسِقُ زَادَ حَرْمَلَةُ قَالَتْ وَلَمْ اَسْمَعْهُ اَمَرَ بِقَتْلِهِ –

৫৬৫০. আবূ তাহির ও হারমালা (র)...... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ গিরগিটিট 'ছোট্ট ফাসিক' (ক্ষুদে দুষ্ট) বলেছেন। হারামালা (র) আরো অধিক বর্ণনা করেন যে, তিনি আয়েশা (রা) বলেছেন যে, (তবে) আমি তাঁকে তা মেরে ফেলার হুকুম দিতে শুনিনি।

٥٦٥١- وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيٰى قَالَ اَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ قَتَلَ وَزَغَةً فِىْ اَوَّلِ ضَرْبَةٍ فَلَهُ كَذَا وَكَذَا حَسَنَةً وَمَنْ قَتَلَهَا فِى الضَّرْبَةِ الثَّانِيَةِ فَلَهُ كَذَاوَكَذَا حَسَنَةً لِدُوْنَ الْاُوْلٰى وَاِنْ قَتَلَهَا فِى الضَّرْبَةِ الثَّالِثَةِ فَلَهُ كَذَا وَكَذَا حَسَنَةً لِدُوْنِ الثَّانِيَةِ –

৫৬৫১. ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : প্রথম আঘাতে যে ব্যক্তি কাকলাস (গিরগিটি ও টিকটিকি) মেরে ফেলবে, তার জন্য রয়েছে এত এত পরিমাণ সাওয়াব। আর যে ব্যক্তি দ্বিতীয় আঘাতে তাকে মেরে ফেলবে, তার জন্য এত এত পরিমাণ সাওয়াব, প্রথমবারের চাইতে কম। আর যদি তৃতীয় আঘাতে মেরে ফেলে, তা হলে তার জন্য এত এত পরিমাণ সাওয়াব, তবে দ্বিতীয়বারের চাইতে কম।

٥٦٥٢- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُو عَوَانَةَ ح قَالَ وَحَدَّثَنِى زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيْرُ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُبْنُ الصَّبَّاحِ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ يَعْنِى ابْنَ زَكَرِيَّاءَ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا اَبُو كُرَيْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ سُفْيَانَ كُلُّهُمْ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمَعْنَى حَدِيْثِ خَالِدٍ عَنْ سُهَيْلٍ اِلاَّ جَرِيْرًا وَحْدَهُ فَاِنَّ فِى حَدِيْثِهِ مَنْ قَتَلَ وَزَغًا فِى اَوَّلِ ضَرْبَةٍ كُتِبَتْ لَهُ مِائَةُ حَسَنَةٍ وَفِى الثَّانِيَةِ دُوْنَ ذٰلِكَ وَفِى الثَّالِثَةِ دُوْنَ ذٰلِكَ -

৫৬৫২. কুতায়রা ইব্‌ন সাঈদ, যুহায়র ইব্‌ন হার্‌ব, মুহাম্মদ ইব্‌ন সাব্বাহ্‌ ও আবূ কুরায়ব (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে সুহায়ল (র) থেকে গৃহীত খালিদ (র) বর্ণিত হাদীসের অর্থসম্পন্ন হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন। তবে একমাত্র (বিকল্প সনদ-এর) রাবী জারীর (র) (-এর রিওয়ায়াতে ব্যক্তিক্রম রয়েছে), তাঁর বর্ণিত হাদীসে রয়েছে, যে ব্যক্তি প্রথম আঘাতে কাকলাস (গিরগিটি) মেরে ফেলবে, তার জন্য একশ' সাওয়াব লেখা হয়, আর দ্বিতীয় আঘাতে এর চাইতে কম আর তৃতীয় আঘাতে তার চেয়ে কম (সাওয়াব লিখা হয়)।

٥٦٥٣- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ قَالَ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ يَعْنِى ابْنَ زَكَرِيَّاءَ عَنْ سُهَيْلٍ قَالَ حَدَّثَتْنِى اُخْتِى عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ اَنَّهُ قَالَ فِى اَوَّلِ ضَرْبَةٍ سَبْعِيْنَ حَسَنَةً-

৫৬৫৩. মুহাম্মদ ইব্‌ন সাব্বাহ্‌ (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, প্রথম আঘাতে (মেরে ফেললে) সত্তরটি সাওয়াব।

٢- بَابُ النَّهْيِ عَنْ قَتْلِ النَّمْلِ

২. পরিচ্ছেদ : পিঁপড়া মেরে ফেলা নিষিদ্ধ

٥٦٥٤- حَدَّثَنِى اَبُو الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيٰى قَالاَ اَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِى يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَاَبِى سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَنَّ نَمْلَةً قَرَصَتْ نَبِيًا مِنَ الاَنْبِيَاءِ فَاَمَرَ بِقَرْيَةِ النَّمْلِ فَاُحْرِقَتْ فَاَوْحَى اللّٰهُ اِلَيْهِ أَفِى اَنْ قَرَصَتْكَ نَمْلَةٌ اَهْلَكْتَ اُمَّةً مِنَ الاُمَمِ تُسَبِّحُ -

৫৬৫৪. আবূ তাহির ও হারামালা ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া (র)....... আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত যে, একটি পিঁপড়া নবীকূলের কোন নবীকে কামড়ে দিলে তিনি পিঁপড়ার বাসা সম্পর্কে হুকুম দিলেন, ফলে তা জ্বালিয়ে দেয়া হল। তখন আল্লাহ্‌ তা'আলা তাঁর কাছে এ মর্মে ওহী পাঠালেন যে, একটি (মাত্র) পিঁপড়া তোমাকে কামড়ে দিল, তাতে কিনা তুমি উম্মাত ও সৃষ্টিকুলের এমন একটি সৃষ্টি দলকে জ্বালিয়ে দিলে যারা তাসবীহ্‌ পাঠ করছিল?

٥٦٥٥- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْمُغِيْرَةُ يَعْنِى ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْحِزَامِيَّ عَنْ اَبِى الزِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ نَزَلَ نَبِىٌّ مِنَ الاَنْبِيَاءِ تَحْتَ شَجَرَةٍ

فَلَدَغَتْهُ نَمْلَةٌ فَأَمَرَ بِجِهَازِهِ فَأُخْرِجَ مِنْ تَحْتِهَا ثُمَّ أَمَرَبِهَا فَأُحْرِقَتْ فَأَوْحَى اللّٰهُ اِلَيْهِ فَهَلاَّ نَمْلَةً وَاحِدَةً -

৫৬৫৫. কুতায়রা ইব্‌ন সাঈদ (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন : নবীকূলের কোন একজন নবী একটি গাছের নিচে অবস্থান নিলেন, তখন একটি পিপিলিকা তাঁকে কামড়ে দিল। তখন তিনি তার সামনে পরা (সরিয়ে ফেলা)-র ব্যাপারে হুকুম দিলে, তা (তার গোদের) নিচ থেকে বের করা হল। অতঃপর তাদের (পিঁপড়া) সম্পর্কে হুকুম দিলে তাদের জ্বালিয়ে দেয়া হল। তখন আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর কাছে ওহী পাঠালেন, 'তা হলে একটিমাত্র (অপরাধী) পিঁপড়াকে নয় কেন'?

٥٦٥٦- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ قَالَ هٰذَا مَا حَدَّثَنَا بِهٖ اَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَذَكَرَ اَحَادِيْثَ مِنْهَا وَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ نَزَلَ نَبِىٌّ مِنَ الاَنْبِيَاءِ عَلَيْهِ السَّلاَمِ تَحْتَ شَجَرَةٍ فَلَدَغَتْهُ نَمْلَةٌ فَأَمَرَ بِجِهَازِهِ فَأُخْرِجَ مِنْ تَحْتِهَا وَأَمَرَ بِهَا فَأُحْرِقَتْ بِالنَّارِ قَالَ فَأَوْحَى اللّٰهُ اِلَيْهِ فَهَلاَّ نَمْلَةً وَاحِدَةً-

৫৬৫৬. মুহাম্মদ ইব্‌ন রাফি' (র)...... হাম্মাম ইব্‌ন মুনাব্বিহ্ (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এ হল সে সব হাদীস যা আবূ হুরায়রা (রা) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে আমাদের কাছে রিওয়ায়াত করেছেন। এই বলে তিনি কয়েকখানি হাদীস উল্লেখ করলেন, সে সবের একখানি হল, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : নবীকূলের একজন নবী একটি গাছের নিচে অবতরণ করলেন, তখন একটি পিঁপড়া তাঁকে কামড়ে দিল, তখন তিনি তার আবসবাবপত্র (বের করা)-র ব্যাপারে হুকুম দিলে তা তার (গাছের) নিচ থেকে বের করা হল এবং তিনি সে সম্পর্কে হুকুম দিলে তা আগুনে জ্বালিয়ে দেয়া হল। তিনি বলেন, তখন আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর কাছে ওহী পাঠালেন, তাহলে একটিমাত্র পিঁপড়া নয় কেন?

٣- بَابُ تَحْرِيْمِ قَتْلِ الْهِرَّةِ

৩. পরিচ্ছেদ : বিড়াল মেরে ফেলা হারাম

٥٦٥٧- حَدَّثَنِىْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ اَسْمَاءَ الضُّبَعِىُّ حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ بْنُ اَسْمَاءَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ عُذِّبَتِ امْرَأَةٌ فِىْ هِرَّةٍ سَجَنَتْهَا حَتَّى مَاتَتْ فَدَخَلَتْ فِيْهَا النَّارَ لاَ هِىَ اَطْعَمَتْهَا وَسَقَتْهَا اِذْ حَبَسَتْهَا وَلاَ هِىَ تَرَكَتْهَا تَأْكُلُ مِنْ خَشَاشِ الاَرْضِ -

৫৬৫৭. আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন আসমা যুবাঈ (র)...... আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ এক স্ত্রীলোককে একটি বিড়ালের কারণে আযাব দেয়া হয় যে বিড়ালটিকে সে 'বন্দী' করে (বেঁধে) রেখেছিল, অবশেষে সেটি মারা গেল। এ কারণে সে জাহান্নামে গেল। যে স্ত্রীলোকটি বিড়ালটিকে আটকে রেখেছে, নিজেও তাকে পানাহার করায়নি আর সেটিকে সে ছেড়েও দেয়নি, যাতে সে যমীনের পোকা-মাকড় খেতে ও বাঁচতে পারে।

٥٦٥٨- وَحَدَّثَنِيْ نَصْرُبْنُ عَلِيِ الْجَهْضَمِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الاَعْلى عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَعَنْ سَعِيْدٍ الْمَقْبُرِىْ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ بِمِثْلِ مَعْنَاهُ -

৫৬৫৮. নাস্‌র ইব্‌ন আলী জাহ্‌যামী (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে উপরোল্লেখিত হাদীসের অর্থের অনুরূপ হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন।

٥٦٥٩- وَحَدَّثَنَا هَارُوْنُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ وَعَبْدُ اللّٰهِ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ مَعْنِ بْنِ عِيْسٰى عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ بِذٰلِكَ-

৫৬৫৯. হারূন ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ও আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন জা'ফার (র)...... উমর (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে এরূপ রিওয়ায়াত করেছেন।

٥٦٦٠- وَحَدَّثَنَا اَبُوْ كُرَيْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ عَنْ هِشَامٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ عُذِّبَتِ امْرَأَةٌ فِى هِرَّةٍ لَمْ تُطْعِمْهَا وَلَمْ تَسْقِهَا وَلَمْ تَتْرُكْهَا تَأكُلُ مِنْ خَشَاشِ الْاَرْضِ-

৫৬৬০. আবূ কুরায়ব (র).......আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : একটি স্ত্রীলোককে একটি বিড়ালের কারণে আযাব দেওয়া হয়। সে নিজেও বিড়ালটিকে পানাহার করায় নি এবং তাকে ছেড়েও দেয়নি যাতে সে (নিজে) যমীনের পোকা-মাকড় খেতে পারে।

٥٦٦١- وَحَدَّثَنَا اَبُوْ كُرَيْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُبْنُ الْمُثَنّٰى قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ وَفِى حَدِيْثِهِمَا رَبَطَتْهَا وَفِىْ حَدِيْثِ اَبِىْ مُعَاوِيَةَ حَشَرَاتِ الْاَرْضِ-

৫৬৬১. আবূ কুরায়ব ও মুহাম্মদ ইব্‌ন মুসান্না (র)........ হিশাম (র) উল্লেখিত সনদে হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন। তাঁদের দু'জনের বর্ণিত হাদীসে রয়েছে-‘ সে তাকে বেঁধে রাখল’। (এছাড়া প্রথম সনদের) রাবী আবূ মুআবিয়া (র)-এর বর্ণিত হাদীসে রয়েছে- যমীনের কীট-পতঙ্গ (অর্থাৎ خَشَاشِ শব্দের স্থলে حَشَرَاتِ শব্দ রয়েছে)।

٥٦٦٢- وَحَدَّثَنِىْ مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ وَعَبْدُ ابْنُ حُمَيْدٍ قَالَ عَبْدٌ اَخْبَرَنَا وَقَالَ ابْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ رَّزَّاقِ قَالَ اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ قَالَ قَالَ الزُّهْرِىُّ وَحَدَّثَنِىْ حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ بِمَعْنٰى حَدِيْثِ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ-

৫৬৬২ মুহাম্মদ ইব্‌ন রাফি' ও আব্‌দ ইব্‌ন হুমায়দ (র)....... আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে (উপরোল্লেখিত সনদের) রাবী হিশাম ইব্‌ন উরওয়া (র) বর্ণিত হাদীসের মর্মযুক্ত রিওয়ায়াত করেছেন।

٥٦٦٣- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ نَحْوَ حَدِيْثِهِمْ-

৫৬৬৩. মুহাম্মদ ইব্‌ন রাফি' (র)...... হাম্মাম ইব্‌ন মুনাব্বিহ্ সূত্রে, তিনি আবূ হুরায়রা (রা.) সূত্রে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে পূর্ব বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন।

٤- بَابُ فَضْلِ سَاقِىْ الْبَهَائِمِ الْمُحْتَرَمَةِ وَاِطْعَامِهَا

৪. পরিচ্ছেদ : 'অবোধ (অহেতুক হত্যা নিষিদ্ধ) পশুপাখিকে পানিপান করানো ও খাবার দেওয়ার ফযীলত

٥٦٦٤- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ اَنَسٍ فِيْمَا قُرِئَ عَلَيْهِ عَنْ سُمَىٍّ مَوْلَى اَبِىْ بَكْرٍ عَنْ اَبِىْ صَالِحٍ السَّمَّانِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ بَيْنَمَا رَجُلٌ يَمْشِىْ بِطَرِيْقٍ اشْتَدَّ عَلَيْهِ الْعَطَشُ فَوَجَدَ بِئْرًا فَنَزَلَ فِيْهَا فَشَرِبَ ثُمَّ خَرَجَ فَاِذَا كَلْبٌ يَلْهَثُ يَأْكُلُ الثَّرٰى مِنَ الْعَطَشِ فَقَالَ الرَّجُلُ لَقَدْ بَلَغَ هٰذَا الْكَلْبَ مِنَ الْعَطَشِ مِثْلُ الَّذِىْ كَانَ بَلَغَ مِنِّىْ فَنَزَلَ الْبِئْرَ فَمَلأَ خُفَّهُ مَاءً ثُمَّ اَمْسَكَهُ بِفِيْهِ حَتّٰى رَقِىَ فَسَقَى الْكَلْبَ فَشَكَرَ اللّٰهُ لَهُ فَغَفَرَ لَهُ قَالُوْا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ وَاِنَّ لَنَا فِىْ هٰذِهِ الْبَهَائِمِ لاَجْرًا فَقَالَ فِىْ كُلِّ كَبِدٍ رَطْبَةٍ اَجْرٌ-

৫৬৬৪. কুতায়রা ইব্‌ন সাঈদ (র)........ আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : এক ব্যক্তি কোন পথ ধরে চলছিল, এ অবস্থায় তার খুব পিপাসা পেল। সে একটি কূপ দেখতে পেয়ে তাতে নেমে পড়ল এবং পানিপান করল। এরপর সে বেরিয়ে এল। তখন সে দেখতে পেল যে, একটি কুকুর (পিপাসায়) জিহ্বা বের করে হাঁপাচ্ছে আর মাটি চাটছে। লোকটি (মনে মনে) বলল, কুকুরটির আমার মত তীব্র পিপাসা পেয়েছে। তখন সে কূপে নামল এবং তার (চামড়ার) মোজায় পানি ভরল। পরে সে তা তার মুখ আটকে ধরে উপরে উঠল এবং কুকুরটিকে পান করাল। মহান আল্লাহ্ তার (এ আমলের) প্রতি সদয় হলেন এবং তাকে মাফ করে দিলেন। তারা (সাহাবিগণ) জিজ্ঞাসা করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! তা হলে কি আমাদের জন্য এসব প্রাণীর ব্যাপারে (সদাচরণে)-ও সাওয়াব রয়েছে? তিনি বললেন, প্রতিটি 'তাজা কলিজায়' (প্রাণধারীতে) সাওয়াব রয়েছে।

٥٦٦٥- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ خَالِدٍ الْاَحْمَرُ عَنْ هِشَامٍ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ اَنَّ امْرَأَةً بَغِيًا رَأَتْ كَلْبًا فِىْ يَوْمٍ حَارٍّ يُطِيْفُ بِبِئْرٍ قَدْ اَدْلَعَ لِسَانَهُ مِنَ الْعَطَشِ فَنَزَعَتْ لَهُ بِمُوْقِهَا فَغُفِرَ لَهَا-

৫৬৬৫. আবূ বকর ইব্‌ন আবূ শায়বা (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত যে, এক যৌনকর্মী কোন এক গরমের দিনে একটি কুকুরকে একটি কূপের পাশে চক্কর দিতে দেখতে পেল, সেটি পিপাসায় তার জিহ্বা

বের করে হাঁপাচ্ছিল। তখন সে তার (চামড়ার) মোজা দিয়ে তার জন্য পানি তুলে আনল এবং পান করাল। ফলে তাকে মাফ করে দেয়া হল।

٥٦٦٦- وَحَدَّثَنِىْ اَبُوْ الطَّاهِرِ قَالَ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ جَرِيْرُ بْنُ حَازِمٍ عَنْ اَيُّوْبَ السَّخْتِيَانِىِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيْرِيْنَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بَيْنَمَا كَلْبُ يُطِيْفُ بِرَكِيَّةٍ قَدْ كَادَ يَقْتُلُهُ الْعَطَشُ اِذْ رَأَتْهُ بَغِىٌّ مِنْ بَغَايَا بَنِىْ اِسْرَائِيْلَ فَنَزَعَتْ مُوْقَهَا فَاسْتَقَتْ لَهُ بِهِ فَسَقَتْهُ اِيَّاهُ فَغُفِرَ لَهَا بِهِ-

৫৬৬৬. আবূ তাহির (র)........ আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : একটি কুকুর একটি (পানি ভর্তি) কূপের পাশে চক্কর দিচ্ছিল। পিপাসায় তার প্রায় জীবন নাশের উপক্রম হয়েছিল। তখন বনী ইসরাঈলের যৌনকর্মীদের এক যৌনকর্মী তাকে দেখতে পেল এবং (দয়ার্দ্র হয়ে) সে তার (চামড়ার) মোজা খুলে ফেলল এবং তার জন্য পানি তুলে এনে তাকে পান করিয়ে দিল। এর ফলে তাকে মাফ করে দেয়া হল।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

كِتَابُ الْأَلْفَاظِ مِنَ الْأَدَبِ وَغَيْرِهَا

অধ্যায় : শব্দচয়ন ও শব্দ প্রয়োগে শিষ্টাচার

١- بَابُ النَّهْىِ عَنْ سَبِّ الدَّهْرِ

১. পরিচ্ছেদ : সময় ও কালকে গালি দেওয়া নিষিদ্ধ

٥٦٦٧- وَحَدَّثَنِى اَبُو الطَّاهِرِ حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ سَرْحٍ وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالَ اَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ اَبُوْ سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَ قَالَ اَبُوْ هُرَيْرَةَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ قَالَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ يَسُبُّ ابْنُ ادَمَ الدَّهْرَ وَاَنَا الدَّهْرَ بِيَدِىَ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ-

৫৬৬৭. আবূ তাহির (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে আমি বলতে শুনেছি, মহীয়ান-গরীয়ান আল্লাহ্ বলেন, আদম সন্তান সময় ও কালকে গাল-মন্দ করে, অথচ আমিই সময়, আমার (কুদ্‌রতী) হাতেই রাত ও দিন (-এর বিবর্তন সাধিত হয়)।

٥٦٦٨- وَحَدَّثَنَاهُ اِسْحَاقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ وَابْنُ اَبِىْ عُمَرَ وَاللَّفْظُ لِابْنِ اَبِىْ عُمَرَ قَالَ اِسْحَاقُ اَخْبَرَنَا وَقَالَ ابْنُ اَبِىْ عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِىُّ عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ قَالَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ يُؤْذِيْنِىْ ابْنُ ادَمَ يَسُبُّ الدَّهْرَ وَاَنَا الدَّهْرَ اُقَلِّبُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ-

৫৬৬৮. ইসহাক ইব্‌ন ইবরাহীম ও ইব্‌ন আবূ উমর (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : মহীয়ান-গরীয়ান আল্লাহ্ বলেন, আদম সন্তান আমাকে কষ্ট দেয়, সে সময়কে গালি দেয়, অথচ আমিই সময়, রাত ও দিন আমিই বিবর্তিত করে থাকি।

٥٦٦٩- حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ اَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ ابْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اللّٰهُ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى يُؤْذِيْنِىْ ابْنُ اٰدَمَ

يَقُوْلُ يَا خَيْبَةَ الدَّهْرِ فَلاَ يَقُوْلَنَّ اَحَدُكُمْ يَا خَيْبَةَ الدَّهْرِ فَاِنِّىْ اَنَا الدَّهْرُ اُقَلِّبُ لَيْلَهُ وَنَهَارَهُ فَاِذَا شِئْتُ قَبَضْتُهُمَا-

৫৬৬৯. আব্দ ইব্ন হুমায়দ (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : মহীয়ান-গরীয়ান আল্লাহ্ বলেন, আদম সন্তান আমাকে কষ্ট দেয়, সে বলে, 'হায় সময়ের ফের-দুর্ভাগ্য! (আমার সময় মন্দ)! তোমাদের কেউ যেন 'হায় সময়ের ফের' না বলে। কেননা আমিই তো সময়; আর রাত ও দিন আমিই পরিবর্তিত করে থাকি; যখন আমি ইচ্ছা করি, তখন তাদের দু'টিকে সংকুচিত করে দেই।

٥٦٧٠- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْمُغِيْرَةُ عَنْ اَبِى الزِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لاَ يَقُوْلَنَّ اَحَدُكُمْ يَا خَيْبَةَ الدَّهْرِ فَاِنَّ اللّٰهَ هُوَ الدَّهْرُ-

৫৬৭০. কুতায়বা ইব্ন সাঈদ (র)....... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : তোমাদের কেউ যেন 'হায়! সময়ের ভোগ'- না বলে। কেননা আল্লাহ্, তিনিই সময় (নিয়ন্ত্রক)।

٥٦٧١- وَحَدَّثَنِىْ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ هِشَامٍ عَنْ اِبْنِ سِيْرِيْنَ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ لاَ تَسُبُّوْا الدَّهْرَ فَاِنَّ اللّٰهَ هُوَ الدَّهْرُ-

৫৬৭১. যুহায়র ইব্ন হার্ব (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, তোমরা সময়কে গালমন্দ করো না। কেননা আল্লাহ্, তিনিই সময়।

٢- بَابُ كَرَاهَةِ تَسْمِيَةِ الْعِنَبِ كَرْمًا

২. পরিচ্ছেদ : اَلْعِنَبُ (আংগুর)-কে اَلْكَرْمُ নামকরণ মাকরূহ

٥٦٧٢- وَحَدَّثَنِىْ حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ اَيُّوْبَ عَنِ ابْنِ سِيْرِيْنَ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَ يَسُبُّ اَحَدُكُمُ الدَّهْرَ فَاِنَّ اللّٰهَ هُوَ الدَّهْرُ وَلاَ يَقُوْلَنَّ اَحَدُكُمْ لِلْعِنَبِ الْكَرْمَ فَاِنَّ الْكَرْمَ الرَّجُلُ الْمُسْلِمُ-

৫৬৭২. হাজ্জাজ ইব্ন শাইর (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : তোমাদের কেউ সময়কে গালি দিবে না। কেননা আল্লাহ্, তিনিই সময়। আর তোমাদের কেউ আংগুরকে (اَلْعِنَبُ-এর পরিবর্তে) اَلْكَرْمُ (মর্যাদাবান) বলবে না। কেননা اَلْكَرْمُ (বদান্যতা ও মর্যাদাশীল) হল মুসলমান ব্যক্তি।[১]

٥٦٧٣- حَدَّثَنَا عَمْرُو النَّاقِدُ وَابْنُ اَبِىْ عُمَرَ قَالاَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ سَعِيْدٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ لاَ تَقُوْلُوْا كَرْمٌ اَلْكَرْمُ قَلْبُ الْمُؤْمِنِ-

১. اَلْكَرْمُ শব্দের অর্থ হল, আভিজাত্য, বদান্যতা ও মর্যাদা। সুতরাং শব্দের অর্থ বিচারে একজন মুসলমানই এ নামে অভিহিত হওয়ার যোগ্য। কেননা আল্লাহ্ পাকের কাছে একজন মুসলমানই এ মর্যাদার অধিকারী। একটি নাম, বিশেষত যা সে যুগে মদের উৎস ও উপকরণ ছিল, তা এ মর্যাদা পেতে পারে না।

৫৬৭৩. আমর আন-নাকিদ ও ইব্‌ন আবূ উমর (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, তোমরা (আংগুরকে) 'আল-কার্‌ম' বল না কেননা 'কার্‌ম' হল মু'মিনের কাল্‌ব।

٥٦٧٤- حَدَّثَنِى زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ هِشَامٍ عَنْ اِبْنِ سِيْرِيْنَ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ لاَ تُسَمُّوْا الْعِنَبَ الْكَرْمَ فَاِنَّ الْكَرْمَ الرَّجُلُ الْمُسْلِمُ-

৫৬৭৪. যুহায়র ইব্‌ন হার্‌ব (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আঙ্গুরকে 'اَلْكَرْمَ' আল-কারম, নাম দিও না। কেননা 'আল-কার্‌ম' হল মুসলিম ব্যক্তি।

٥٦٧٥- حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ حَفْصٍ قَالَ حَدَّثَنَا وَرْقَاءُ عَنْ اَبِى الزِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَ يَقُوْلَنَّ اَحَدُكُمْ الْكَرْمُ فَاِنَّمَا الْكَرْمُ قَلْبُ الْمُؤْمِنِ-

৫৬৭৫. যুহায়র ইব্‌ন হার্‌ব (র)...... আবূ হুরায়রা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : তোমাদের কেউ (আংগুরকে) কখনো 'আল-কার্‌ম' বলবে না। কেননা 'আল-কার্‌ম' হল মু'মিনের কাল্‌ব।

٥٦٧٦- وَحَدَّثَنَا ابْنُ رَافِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ قَالَ هٰذَا مَا حَدَّثَنَا اَبُوْ هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَذَكَرَ اَحَادِيْثَ مِنْهَا وَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَ يَقُوْلَنَّ اَحَدُكُمْ لِلْعِنَبِ الْكَرْمَ اِنَّمَا الْكَرْمُ الرَّجُلُ الْمُسْلِمُ-

৫৬৭৬. ইব্‌ন রাফি' (র)...... হাম্মাম ইব্‌ন মুনাব্বিহ্ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এ হল সে সব হাদীস যা আবূ হুরায়রা (রা) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে আমাদের কাছে রিওয়ায়াত করেছেন। এ কথা বলে তিনি কয়েকটি হাদীস উল্লেখ করে। সে সবের একটি হল রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : তোমাদের কেউ আংগুরকে (العنب। না বলে) কখনো 'الكرم' (আল-কারম) বলবে না। 'আল-কারম' তো মুসলিম ব্যক্তি।

٥٦٧٧- حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ خَشْرَمٍ قَالَ اَخْبَرَنَا عِيْسٰى يَعْنِىْ ابْنَ يُوْنُسَ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ لاَ تَقُوْلُوْا الْكَرَمُ وَلٰكِنْ قُوْلُوْا الْحَبَلَةُ يَعْنِىْ الْعِنَبَ-

وَحَدَّثَنِيْهِ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سِمَاكٍ قَالَ سَمِعْتُ عَلْقَمَةَ ابْنِ وَائِلَ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ لاَ تَقُوْلُوْا الْكَرَمُ وَلٰكِنْ قُوْلُوْا الْعِنَبُ وَالْحَبَلَةُ-

৫৬৭৭. আলী ইব্‌ন খাশরাম (র)...... আল্‌কামা ইব্‌ন ওয়াইল (র), পিতা সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, তোমরা (আংগুরকে) আল-কারম, বল না, বরং 'الحبلة' (আল-হাবালাহ্) বল। অপর সনদে যুহায়র (র)...... সিমাক (র) থেকে তিনি বলেন যে, আলকামা ইব্‌ন ওয়াইল (র)-কে তাঁর পিতা সূত্রে নবী ﷺ থেকে

বর্ণনা করতে শুনেছি। তিনি বলেছেন তোমরা (আংগুরকে) 'আল-কারম' বল না। তবে বল আল-হাবালাহ (الحبلة)[১] ও আল-ইনাব (العنب)।

٣- بَابُ حُكْمِ إِطْلَاقِ لَفْظَةِ الْعَبْدِ وَالْأَمَةِ وَالْمَوْلَى وَالسَّيِّدِ

৩. পরিচ্ছেদ : 'আব্‌দ', 'আমাত' (দাস-দাসী) এবং 'মাওলা', 'সায়্যিদ' (মনিব ও নেতা) শব্দসমূহ ব্যবহারের বিধান

٥٦٧٨- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ وَابْنُ حُجْرٍ قَالُوْا حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لَا يَقُوْلَنَّ أَحَدُكُمْ عَبْدِي وَأَمَتِي كُلُّكُمْ عَبِيْدُ اللّٰهِ وَكُلُّ نِسَائِكُمْ اِمَاءُ اللّٰهِ وَلٰكِنْ لِيَقُلْ غُلَامِي وَفَتَايَ وَفَتَاتِي وَجَارِيَتِي-

৫৬৭৮. ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন আইউব, কুতায়বা ও ইব্‌ন হুজ্‌র (র)....... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : তোমাদের কেউ عَبْدِي (আমার বান্দা, দাস) اَمَتِي (আমার বাঁদী, দাসী) বলবে না। কেননা তোমাদের প্রত্যেক পুরুষই আল্লাহ্‌র বান্দা (দাস) এবং তোমাদের প্রত্যেক মহিলাই আল্লাহ্‌র বাঁদী (দাসী)। বরং বলবে, غُلَامِي - جَارِيَتِي - فَتَايَ - فَتَاتِي (অর্থাৎ আমার বালক-কিশোর, আমার বালিকা-কিশোরী, আমার সেবক, আমার সেবিকা)।

٥٦٧٩- وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَا يَقُوْلَنَّ أَحَدُكُمْ عَبْدِي فَكُلُّكُمْ عَبِيْدُ اللّٰهِ وَلٰكِنْ لِيَقُلْ فَتَايَ وَلَا يَقُلِ الْعَبْدُ رَبِّي وَلٰكِنْ لِيَقُلْ سَيِّدِي-

৫৬৭৯. যুহায়র ইব্‌ন হার্‌ব (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : তোমাদের কেউ অবশ্যই 'আমার দাস' বলবে না। কেননা তোমাদের প্রত্যেকেই আল্লাহ্‌র দাস ও বান্দা। তবে সে বলবে 'আমার সেবক'। আর আব্‌দ তার মনিবকে আমার 'রব্ব' বলবে না, বরং বলবে আমার সায়্যিদ (মনিব ও নেতা)।

٥٦٨٠- وَحَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُوْ كُرَيْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُوْ مُعَاوِيَةَ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا أَبُوْ سَعِيْدٍ الْاَشَجُّ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ كِلَاهُمَا عَنِ الْاَعْمَشِ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ وَفِي حَدِيْثِهِمَا وَلَا يَقُلِ الْعَبْدُ لِسَيِّدِهِ مَوْلَايَ وَزَادَ فِي حَدِيْثِ أَبِي مُعَاوِيَةَ فَاِنَّ مَوْلَاكُمُ اللّٰهُ-

৫৬৮০. আবূ বকর ইব্‌ন আবূ শায়বা, আবূ কুরায়ব ও আবূ সাঈদ আশাজ্জ (র)..... আ'মাশ (র) থেকে উল্লিখিত সনদে হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন। তবে তাঁদের দু'জনের রিওয়ায়াতে রয়েছে গোলাম তার সায়্যিদ ও মনিবকে 'আমার মাওলা' বলবে না এবং (প্রথম সনদের) রাবী আবূ মুআবিয়া (র)-এর বর্ণিত হাদীসে আরো অধিক বিষয় উল্লেখ করেছেন যে, 'কেননা তোমাদের 'মাওলা' হলেন আল্লাহ্।

১. الحبلة (আল-হাবালাহ্) আংগুরের একটি প্রচলিত নাম। যার অর্থ-আংগুর গাছ বা তার শাখা-প্রশাখা।

٥٦٨١- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ قَالَ هٰذَا مَا حَدَّثَنَا اَبُوْ هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَذَكَرَ اَحَادِيْثَ مِنْهَا وَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَ يَقُلْ اَحَدُكُمْ اسْقِ رَبَّكَ اَطْعِمْ رَبَّكَ وَضِّئْ رَبَّكَ وَقَالَ لاَ يَقُلْ اَحَدُكُمْ رَبِّى وَلْيَقُلْ سَيِّدِىْ مَوْلاَىَ وَلاَ يَقُلْ اَحَدُكُمْ عَبْدِىْ اَمَتِىْ وَلْيَقُلْ فَتَاىَ فَتَاتِىْ غُلاَمِىْ-

৫৬৮১. মুহাম্মদ ইব্‌ন রাফি' (র)...... হাম্মাম ইব্‌ন মুনাব্বিহ্ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এ হল সে সব হাদীস, যা আবূ হুরায়রা (রা) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে আমাদের কাছে রিওয়ায়াত করেছেন। (একথা বলে) তিনি কয়েকখানি হাদীস উল্লেখ করেছেন। সে সবের একখানি হল রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আরও বলেছেন : তোমাদের কেউ (মনিব সম্বন্ধে এভাবে) বলবে না যে, তোমার 'রব্ব'কে পান করাও, তোমার 'রব্ব'কে খাবার দাও, তোমার রব্বকে উযূ করাও। তিনি আরও বলেন, তোমাদের কেউ (নিজেও) বলবে না, আমার 'রব্ব' বরং বলবে আমার 'সায়্যিদ'– সরদার বা নেতা, আমার মাওলা-মনিব। আর তোমাদের কেউ বলবে না, আমার বান্দা আমার বাঁদী, বরং বলবে, কিশোর, কিশোরী, বালক, বালিকা (আমার সেবক, আমার সেবিকা)।

٤- بَابُ كَرَاهَةِ قَوْلِ الْاِنْسَانِ خَبُثَتْ نَفْسِىْ

৪. পরিচ্ছেদ ঃ কোন মানুষের নিজের (দুরবস্থা প্রকাশে) خَبُثَتْ نَفْسِىْ আমার মন খবীছ (পিশাচ অধম হয়ে গিয়েছে) বলা মাকরূহ

٥٦٨٢- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا اَبُوْ كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ اُسَامَةَ كِلاَهُمَا عَنْ هِشَامٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَ يَقُوْلَنَّ اَحَدُكُمْ خَبُثَتْ نَفْسِىْ وَلٰكِنْ لِيَقُلْ لَقِسَتْ نَفْسِىْ هٰذَا حَدِيْثُ اَبِىْ كُرَيْبٍ وَقَالَ اَبُوْ بَكْرٍ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ وَلَمْ يَذْكُرْ لٰكِنْ-

৫৬৮২ আবূ বকর ইব্‌ন আবূ শায়বা, আবূ কুরায়ব মুহাম্মদ ইব্‌ন আলা (র)...... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : কেউ নিজেকে (দুরবস্থা প্রকাশে) বলবে না, আমার মন 'খবীছ' (পিশাচ-ইতর-নিকৃষ্ট) হয়ে গিয়েছে, বরং বলবে (لَقِسَتْ) আমার মন 'সংকুচিত' ও বিমর্ষ হয়ে গিয়েছে। এ ভাষ্য আবূ কুরায়ব (র) বর্ণিত হাদীসের। আর আবূ বকর (র) নবী ﷺ থেকে যা বর্ণনা করেছেন তাতে ' لكن ' শব্দটির উল্লেখ নেই।

٥٦٨٣- وَحَدَّثَنَاهُ اَبُوْ كُرَيْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ بِهٰذَ الْاِسْنَادِ-

৫৬৮৩. আবূ কুরায়ব (র)...... আবূ মুআবিয়া (র) থেকে উল্লেখিত সনদে ঐ হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন।

٥٦٨٤- وَحَدَّثَنِىْ اَبُوْالطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ قَالاَ اَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ اَبِىْ اُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ ابْنِ حُنَيْفٍ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لاَ يَقُلْ اَحَدُكُمْ خَبُثَتْ نَفْسِىْ وَلْيَقُلْ لَقِسَتْ نَفْسِىْ-

৫৬৮৪. আবূ তাহির ও হারমালা (র)......আবূ উমামা ইব্‌ন সাহ্‌ল ইব্‌ন হুনায়ফ (র) তাঁর পিতা [সাহ্‌ল (রা)] সূত্রে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : তোমাদের কেউ 'আমার আত্মা খবীস হয়ে গিয়েছে বলবে না, 'আমার মন সংকুচিত ও বিমর্ষ হয়ে গিয়েছে' বলবে।

٥- بَابُ إِسْتِعْمَالِ الْمِسْكِ وَاَنَّهُ أَطْيَبُ الطِّيْبِ وَكَرَاهَةِ رَدِّ الرَّيْحَانِ وَالطِّيْبِ-

৫. পরিচ্ছেদ : মেশ্‌ক (কস্তুরি) ব্যবহার এবং তা শ্রেষ্ঠ সুগন্ধি হওয়ার এবং ফুল ও সুগন্ধি প্রত্যাখ্যান মাকরূহ হওয়ার বিবরণ

٥٦٨٥- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ أُسَامَةَ عَنْ شُعْبَةَ قَالَ حَدَّثَنِىْ خُلَيْدُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ اَبِىْ نَضْرَةَ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِىِّ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ كَانَتِ امْرَأَةٌ مِنْ بَنِىْ اِسْرَائِيْلَ قَصِيْرَةٌ تَمْشِىْ مَعَ امْرَأَتَيْنِ طَوِيْلَتَيْنِ فَاتَّخَذَتْ رِجْلَيْنِ مِنْ خَشَبٍ وَخَاتِمًا مِنْ ذَهَبٍ مُغْلَقٌ مُطْبَقٌ ثُمَّ حَشَتْهُ مِسْكًا وَهُوَ اَطْيَبُ الطِّيْبِ فَمَرَّتْ بَيْنَ الْمَرْأَتَيْنِ فَلَمْ يَعْرِفُوْهَا فَقَالَتْ بِيَدِهَا هٰكَذَا وَنَفَضَ شُعْبَةُ يَدَهُ-

৫৬৮৫. আবূ বকর ইব্‌ন আবূ শায়বা (র)........ আবূ সাঈদ খুদরী (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, বনী ইসরাঈলের বেঁটে আকৃতির একটি স্ত্রীলোক দু'জন দীর্ঘাঙ্গী স্ত্রীলোকের সাথে হেঁটে চলছিল। সে (উঁচু হওয়ার জন্য) এবং লোকদের চোখে ধরা না পড়ার উদ্দেশ্যে কাঠের দু'টি পা বানিয়ে নিল এবং সোনা দিয়ে মুখ বন্ধ করা একটি বড়-সড় আংটি বানিয়ে পরে তার ভিতরে মেশ্‌ক ভরে দিল। আর তা (মেশক) হল সুগন্ধিকুলের সেরা সুগন্ধি। পরে সে ঐ দুই স্ত্রীলোকের মাঝে থেকে চলতে লাগলো এবং লোকেরা তাকে চিনতে পারল না। তখন সে তার হাত দিয়ে এভাবে ঝাড়া দিল। (এ কথা বলে) রাবী শু'বা (র) তাঁর হাত ঝাড়া দিলেন (এবং স্ত্রীলোকটির হাত ঝাড়ার ভঙ্গী নকল করলেন)।

٥٦٨٦- حَدَّثَنِىْ عَمْرٌو النَّاقِدُ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ خُلَيْدِ بْنِ جَعْفَرٍ وَالْمُسْتَمِرِّ قَالاَ سَمِعْنَا اَبَا نَضْرَةَ يُحَدِّثُ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ الْخُدْرِىِّ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ ذَكَرَ امْرَأَةً مِنْ بَنِىْ اِسْرَائِيْلَ حَشَتْ خَاتَمَهَا مِسْكًا وَالْمِسْكُ اَطْيَبُ الطِّيْبِ.

৫৬৮৬. আমর আন-নাকিদ (র)....... আবূ সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বনী ইসরাঈলের এক মহিলার কথা উল্লেখ করলেন, যে তার আংটিটি মেশ্‌ক দিয়ে ভরে রেখেছিল।...... (এ প্রসঙ্গে তিনি বললেন), আর মেশ্‌ক হল সুগন্ধিকুলের সেরা সুগন্ধি।

٥٦٨٧- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ كِلاَهُمَا عَنِ الْمُقْبَرِىِّ قَالَ اَبُوْ بَكْرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ الْمُقْرِئُ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ اَبِىْ اَيُّوْبَ قَالَ حَدَّثَنِىْ عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ اَبِىْ جَعْفَرٍ عَنْ عَبْدِ

الرَّحْمٰنِ الاَعْرَجِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ عُرِضَ عَلَيْهِ رَيْحَانٌ فَلاَ يَرُدُّهُ فَانَّهُ خَفِيْفُ الْمَحْمِلِ طَيِّبُ الرِّيْحِ.

৫৬৮৭. আবূ বকর ইব্‌ন শায়বা ও যুহায়র ইব্‌ন হার্‌ব (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : কারো কাছে কোন ফুল পেশ করা হলে সে যেন তা প্রত্যাখ্যান না করে। কেননা তা বোঝায় হালকা এবং ঘ্রাণে উত্তম।

٥٦٨٨- حَدَّثَنِىْ هَارُوْنُ بْنُ سَعِيْدِ الاَيْلِىُّ وَاَبُوْ الطَّاهِرِ وَاَحْمَدُ بْنُ عِيْسَى قَالَ اَحْمَدُ حَدَّثَنَا وَقَالَ اْلاَخَرَانِ اَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ مَخْرَمَةُ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ نَافِعٍ قَالَ كَانَ ابْنُ عُمَرَ اِذَا اسْتَجْمَرَ اسْتَجْمَرَ بِاْلاَلُوَّةِ غَيْرَ مُطَرَّاةٍ وَبِكَافُوْرٍ يَطْرَحُهُ مَعَ الاَوَّلُوَّةَ ثُمَّ قَالَ هٰكَذَا كَانَ يَسْتَجْمِرُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ -

৫৬৮৮. হারূন ইব্‌ন সাঈদ আয়লী, আবূ তাহির ও আহ্‌মদ ইব্‌ন ঈসা (র)..... নাফি' (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইব্‌ন উমর (রা) অভ্যস্ত ছিলেন যে, যখন তিনি সুগন্ধি জ্বালাতেন, তখন (খাঁটি) উদ 'আগর', তার সাথে অন্য কোন সুগন্ধি না মিশিয়ে জ্বালাতেন, আবার (কখনো) আগরের সাথে কর্পূর ঢেলে দিতেন। এরপর বলতেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এ ভাবে সুগন্ধি জ্বালিয়ে ব্যবহার করতেন।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

كِتَابُ الشِّعْرِ

অধ্যায় : কবিতা

٥٦٨٩- حَدَّثَنَا عَمْرٌو النَّاقِدُ وَابْنُ اَبِى عُمَرَ كِلاَهُمَا عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ قَالَ ابْنُ اَبِى عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنَ عُيَيْنَةَ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ مَيْسَرَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيْدِ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ رَدِفْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَوْمًا فَقَالَ هَلْ مَعَكَ مِنْ شِعْرِ اُمَيَّةَ بْنِ اَبِىْ الصَّلْتِ شَيْئًا قُلْتُ نَعَمْ قَالَ هِيْهِ فَاَنْشَدْتُهُ بَيْتًا فَقَالَ هِيْهِ ثُمَّ اَنْشَدْتُهُ بَيْتًا فَقَالَ هِيْهِ حَتّٰى اَنْشَدْتُهُ مِائَةَ بَيْتٍ

وَحَدَّثَنِيْهِ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَاَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ جَمِيْعًا عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ ابْنِ مَيْسَرَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيْدِ اَوْ يَعْقُوْبَ بْنَ عَاصِمٍ عَنِ الشَّرِيْدِ قَالَ اَرْدَفَنِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ خَلْفَهُ فَذَكَرَ بِمِثْلِهِ-

৫৬৮৯. আমর আন-নাকিদ ও ইব্‌ন আবূ উমর (র)...... আম্‌র ইব্‌ন শারীদ (র) সূত্রে তাঁর পিতা [শারীদ (রা)] থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন (একদিন) আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর (বাহনে) আরোহী হলাম। তিনি বললেন, তোমার স্মৃতিতে (কবি) উমাইয়া ইব্‌ন আবুস-সাল্‌ত-এর কবিতার কোন কিছু আছে কি? আমি বললাম, হ্যাঁ। তিনি বললেন, চালাও (শুনাও)। আমি তখন তাঁকে একটি পংক্তি আবৃত্তি করে শোনালাম। তিনি বললেন, চালাও। তখন আমি তাঁকে আর একটি শ্লোক আবৃত্তি করে শোনালাম। তিনি বললেন, চালাও। শেষ পর্যন্ত আমি তাঁকে একশটি পংক্তি আবৃত্তি করে শোনালাম।

যুহায়র ইব্‌ন হার্‌ব ও আহমাদ ইব্‌ন আবদা (র)....... শারীদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাকে তাঁর (বাহনে) পিছনে সহ-আরোহী বানালেন।....... এরপর পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

٥٦٩٠- وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيٰى قَالَ اَخْبَرَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ح قَالَ وَحَدَّثَنِى زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ كِلاَهُمَا عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الطَّائِفِيِّ عَنْ

عَمْرِو بْنِ الشَّرِيْدِ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ اسْتَنْشَدَنِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِمِثْلِ حَدِيْثِ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ مَيْسَرَةَ وَزَادَ قَالَ اِنْ كَادَ لِيُسْلِمُ وَفِىْ حَدِيْثِ ابْنِ مَهْدِىٍّ قَالَ فَلَقَدْ كَادَ يُسْلِمُ فِىْ شِعْرِهِ-

৫৬৯০. ইয়াহ্ইয়া ইব্ন ইয়াহ্ইয়া ও যুহায়র ইব্ন হারব (র)...... আমর ইব্ন শারীদ তাঁর পিতা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাকে কবিতা আবৃত্তি করে শোনাতে বললেন, এরপর (উপরোল্লেখিত) রাবী ইবরাহীম ইব্ন মায়সারা (র) বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন। আর এছাড়াও তিনি অধিক বলেছেন, তিনি (নবী) বললেন : 'সে তো মুসলমান হয়ে গিয়েছিল প্রায়।' আর (অন্য সনদের) রাবী ইব্ন মাহ্দী (র) বর্ণিত হাদীসে রয়েছে, তিনি বললেন, সে তো তার কবিতায় মুসলমান হওয়ার কাছাকাছি পৌঁছে গিয়েছিল।

٥٦٩١- حَدَّثَنِىْ اَبُوْ جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ وَعَلِىُّ بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِىُّ جَمِيْعًا عَنْ شَرِيْكٍ قَالَ ابْنُ حُجْرٍ اَخْبَرَنَا شَرِيْكٌ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ اَشْعَرُ كَلِمَةٍ تَكَلَّمَتْ بِهَا الْعَرَبُ كَلِمَةُ لَبِيْدٍ اَلاَ كُلِّ شَىْءٍ مَا خَلاَ اللّٰهُ بَاطِلٌ-

৫৬৯১. আবূ জা'ফর মুহাম্মদ ইব্ন সাব্বাহ্ ও আলী ইব্ন হুজর সা'দী (র)....... আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী ﷺ বর্ণিত। তিনি বলেন, আরবদের কবিতামালার মাঝে অধিক অর্থপূর্ণ কাব্য কথা হচ্ছে লাবীদ (রা)-এর। যেমন اَلاَ كُلِّ شَىْءٍ مَا خَلاَ اللّٰهُ بَاطِلٌ জেনে রেখ, আল্লাহ্ ব্যতিরেকে যা কিছু রয়েছে সব বাতিল (আমার)।

٥٦٩٢- وَحَدَّثَنِىْ مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمِ بْنِ مَيْمُوْنٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِىٍّ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ سَلَمَةَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَصْدَقُ كَلِمَةٍ قَالَهَا شَاعِرٌ كَلِمَةُ لَبِيْدٍ اَلاَ كُلِّ شَىْءٍ مَا خَلاَ اللّٰهُ بَاطِلٌ وَكَادَ ابْنُ اَبِى الصَّلْتِ اَنْ يُسْلِمَ-

৫৬৯২. মুহাম্মদ ইব্ন হাতিম ইব্ন মায়মূন (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : কবিকুলের কাব্যের মধ্যে সর্বাধিক সত্য কথা লাবীদের কথা اَلاَ كُلِّ شَىْءٍ مَا خَلاَ اللّٰهُ بَاطِلٌ মনে রাখা 'আল্লাহ্ ছাড়া যা কিছু আছে সব বাতিল।' আর উমাইয়া ইব্ন আবুস-সাল্ত তো প্রায় মুসলমান হয়ে গিয়েছিল।

٥٦٩٣- وَحَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ زَائِدَةَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِنَّ اَصْدَقَ بَيْتٍ قَالَهُ الشَّاعِرُ اَلاَ كُلُّ شَيْءٍ مَا خَلاَ اللّٰهُ بَاطِلٌ وَكَادَ ابْنُ اَبِى الصَّلْتِ اَنْ يُسْلِمَ-

৫৬৯৩. ইব্ন আবূ উমর (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : সর্বাধিক সত্য শ্লোক যা কোন কবি বলেছেন (তা হল :) ' اَلاَ كُلُّ شَىْءٍ مَا خَلاَ اللّٰهُ بَاطِلٌ ' আল্লাহ্ ছাড়া যা কিছু আছে, সব ব্যর্থ-বাতিল।' আর ইব্ন আবুস-সাল্ত তো মুসলমান হয়ে গিয়েছিল প্রায়।

٥٦٩٤- حَدَّثَنَا الْمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ اَبِى سَلَمَةَ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ اَصْدَقُ بَيْتٍ قَالَتْهُ الشُّعَرَاءُ اَلاَ كُلُّ شَىْءٍ مَا خَلاَ اللّٰهُ بَاطِلٌ-

৫৬৯৪. মুহাম্মদ ইব্‌ন মুসান্না (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, কবিগণ যা বলেছে, তার মাঝে সর্বাধিক সত্য পংক্তি হল ঃ ' اَلاَ كُلُّ شَىْءٍ مَا خَلاَ اللّٰهُ بَاطِلُ ' জেনে রেখ, আল্লাহ্ ব্যতীত আর যা কিছু আছে সব বাতিল ও নশ্বর।

٥٦٩٥- وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيٰى قَالَ اَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّاءَ عَنْ اِسْرَائِيْلَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ اَبِى سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اِنَّ اَصْدَقَ كَلِمَةٍ قَالَهَا شَاعِرٌ كَلِمَةُ لَبِيْدٍ اَلاَ كُلُّ شَىْءٍ مَا خَلاَ اللّٰهُ بَاطِلٌ مَازَادَ عَلٰى ذٰلِكَ-

৫৬৯৫. ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন ইয়াহ্ইয়া (র)....... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে বলতে শুনেছি কোন কবি যা বলেছেন তার মধ্যে সর্বাধিক সত্য কথা হল লাবীদ-এর কথা : ' اَلاَ كُلُّ شَىْءٍ مَا خَلاَ اللّٰهُ بَاطِلٌ ' জেনে রেখ! আল্লাহ্ ছাড়া যা কিছু আছে, তা বাতিল। এ রাবী এর অধিক বলেননি।

٥٦٩٦- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِى شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا حَفْصٌ وَاَبُوْ مُعَاوِيَةَ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا اَبُوْ كُرَيْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ كِلاَهُمَا عَنِ الاَعْمَشِ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا اَبُوْ سَعِيْدٍ الْاَشَجُّ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ قَالَ حَدَّثَنَا الاَعْمَشُ عَنْ اَبِى صَالِحٍ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَنْ يَمْتَلِئَ جَوْفُ الرَّجُلِ قَيْحًا يَرِيْهِ خَيْرٌ مِنْ اَنْ يَمْتَلِئَ شِعْرًا قَالَ اَبُوْ بَكْرٍ اِلاَّ اَنَّ حَفْصًا لَمْ يَقُلْ يَرِيهِ

৫৬৯৬. আবূ বাক্‌র আবূ শায়বা, আবূ কুরায়ব ও আবূ সাঈদ আশাজ্জ (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : কোন ব্যক্তির উদর এভাবে পুঁজে ভর্তি হয়ে যাওয়া যা তার পেট পঁচিয়ে নষ্ট করে দেয়, তা কবিতায় ভর্তি হওয়ার চাইতে উত্তম। রাবী আবূ বকর (র) বলেন, তবে আমার উস্তাদ হাফ্‌স (র)-এর রিওয়ায়াতে ' يَرِيْهِ ' 'পঁচিয়ে নষ্ট করে দেয়' কথাটি বলেননি।

٥٦٩٧- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالاَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ يُوْنُسَ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ سَعْدٍ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ لاَنْ يَمْتَلِئَ جَوْفُ اَحَدِكُمْ قَيْحًا يَرِيْهِ خَيْرَ مِنْ اَنْ يَمْتَلِئَ شِعْرًا-

৫৬৯৭. মুহাম্মদ ইব্‌ন মুসান্না ও মুহাম্মদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (র)...... সা'দ (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, কোন ব্যক্তির পেট এমনরূপে পুঁজে ভর্তি হয়ে যাওয়া যা তার পেটকে পচিয়ে নষ্ট করে দেয়, তা কবিতায় ভর্তি হওয়ার চাইতে উত্তম।

٥٦٩٨- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ الثَّقَفِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنِ ابْنِ الْهَادِ عَنْ يُحَنَّسَ مَوْلَى مُصْعَبِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ اَبِى سَعِيْدٍ الْخُدْرِىِّ قَالَ بَيْنَا نَحْنُ نَسِيْرُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ بِالْعَرْجِ اِذْ عَرَضَ شَاعِرٌ يُنْشِدُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ خُذُوا الشَّيْطَانَ اَوْ اَمْسِكُو الشَّيْطَانَ لاَنْ يَمْتَلِئَ جَوْفُ رَجُلٍ قَيْحًا خَيْرٌ لَهُ مِنْ اَنْ يَمْتَلِئَ شِعْرًا -

৫৬৯৮. কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ সাকাফী (র)...... আবূ সাঈদ খুদ্‌রী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সাথে 'আরজ' এলাকায় সফর করছিলাম। তখন এক কবি কবিতা আবৃত্তি করতে করতে আসতে লাগল। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : শয়তানটাকে ধরে ফেল কিংবা (বর্ণনা সন্দেহ, তিনি বললেন) শয়তানটাকে রুখে দাও। কোন লোকের পেট পুঁজে ভর্তি হয়ে যাওয়া কবিতায় ভর্তি হওয়া থেকে উত্তম।

١- بَابُ تَحْرِيْمُ اللَّعْبِ بِالنَّرْدَشِيْرِ

১. পরিচ্ছেদ : পাশা খেলা হারাম হওয়া প্রসংগে

٥٦٩٩- حَدَّثَنِى زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِىٍّ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ مَنْ لَعِبَ بِالنَّرْدَشِيْرِ فَكَاَنَّمَا صَبَغَ يَدَهُ فِى لَحْمِ خِنْزِيْرٍ وَدَمِهِ -

৫৬৯৯. যুহায়র ইব্‌ন হারব (র)...... বুরায়দা (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি নরদশীর (পাশা) খেলা খেল্‌ল, সে যেন তার হাত শূকরের মাংস ও রক্তে রঞ্জিত করল।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

كِتَابُ الرُّؤْيَا

অধ্যায় : স্বপ্ন

٥٧٠٠- وَحَدَّثَنَا عَمْرٌو النَّاقِدُ وَاِسْحَاقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ وَابْنُ اَبِى عُمَرَ جَمِيْعًا عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ وَاللَّفْظُ لِاِبْنِ اَبِى عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ قَالَ كُنْتُ اَرَى الرُّؤْيَا اُعْرَى مِنْهَا غَيْرَاَنِى لاَاُزَمَّلُ حَتّٰى لَقِيْتُ اَبَا قَتَادَةَ فَذَكَرْتُ ذٰلِكَ لَهُ فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ الرُّؤْيَا مِنَ اللّٰهِ وَالْحُلْمُ مِنَ الشَّيْطَانِ فَاِذَا حَلَمَ اَحَدُكُمْ حُلْمًا يَكْرَهُهُ فَلْيَنْفُثْ عَنْ يَسَارِهِ ثَلاَثًا وَلْيَتَعَوَّذْ بِاللّٰهِ مِنْ شَرِّهَا فَاِنَّهَا لَنْ تَضُرَّهُ -

৫৭০০. আমর আন-নাকিদ, ইসহাক ইব্ন ইবরাহীম ও ইব্ন আবূ উমর (র)...... আবূ সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি এমন স্বপ্ন দেখতাম যাতে ভয় পেয়ে জ্বরাক্রান্ত হয়ে পড়তাম, তবে আমাকে কম্বল মুড়ি দিতে হতো না। অবশেষে আমি আবূ কাতাদা (রা)-এর সাথে সাক্ষাত করলাম এবং ঐ বিষয়টি তাঁর কাছে উল্লেখ করলাম। তিনি বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে বলতে শুনেছি الرؤيا (সু-স্বপ্ন) আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে আর الحلم (দুঃস্বপ্ন) শয়তানের পক্ষ থেকে। সুতরাং তোমাদের কেউ যখন এমন স্বপ্ন দেখে যা সে অপসন্দ করে, তখন সে যেন তার বামদিকে তিনবার থু-থু ফেলে এবং এর অনিষ্ট হতে আল্লাহ্‌র আশ্রয় প্রার্থনা করে (অর্থাৎ আউযুবিল্লাহ্ পড়ে), তা হলে তা তার ক্ষতি করবে না।

٥٧٠١- وَحَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ مَوْلَى اٰلِ طَلْحَةَ وَعَبْدِ رَبِّهِ وَيَحْيَى ابْنَىْ سَعِيْدٍ وَمُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَلْقَمَةَ عَنْ اَبِى سَلَمَةَ عَنْ اَبِى قَتَادَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ مِثْلَهُ وَلَمْ يَذْكُرْ فِى حَدِيْثِهِمْ قَوْلَ اَبِىْ سَلَمَةَ كُنْتُ اَرَى الرُّؤْيَا اُعْرَى مِنْهَا غَيْرَ اَنِّى لاَاُزَمَّلُ -

৫৭০১. ইব্ন আবূ উমর (র)......আবূ কাতাদা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে অনুরূপ হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন। তবে এঁরা এঁদের বর্ণিত হাদীসে (পূর্বোক্ত হাদীসের) রাবী আবূ সালামা (র)-এর উক্তি 'আমি স্বপ্ন দেখে ভয় পেয়ে জ্বরাক্রান্ত হয়ে পড়তাম তবে আমাকে কম্বল মুড়ি দিতে হতো না' উক্তি উল্লেখ করেন নি।

٥٧٠٢- وَحَدَّثَنِى حَرْمَلَةُ بْنِ يَحْيٰى قَالَ اَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِى يُوْنُسُ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالاَ اَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ كِلاَهُمَا عَنِ الزُّهْرِىِّ بِهٰذَا الاِسْنَادِ وَلَيْسَ فِى حَدِيْثِهِمَا اُعْرٰى مِنْهَا وَزَادَ فِى حَدِيْثِ يُوْنُسَ فَلْيَبْصُقْ عَلٰى يَسَارِهِ حِيْنَ يَهُبُّ مِنْ نَوْمِهِ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ -

৫৭০২. হারামালা ইব্ন ইয়াহ্ইয়া, ইসহাক ইব্ন ইবরাহীম ও আব্দ ইব্ন হুমায়দ (র)...... যুহরী (র) থেকে উল্লেখিত সনদে হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন। তবে তাঁদের দু'জনের বর্ণিত হাদীসে 'ভয় পেয়ে জ্বরাক্রান্ত হয়ে পড়তাম' কথাটি নেই। আর (প্রথম সনদে) রাবী ইউনুস (র) অধিক বলেছেন, যখন সে ঘুম থেকে জেগে উঠবে, তখন সে যেন তিনবার তার বামদিকে থু-থু ফেলে।

٥٧٠٣- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ ابْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ يَعْنِى ابْنَ بِلاَلٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ يَقُوْلُ سَمِعْتُ اَبَا قَتَادَةَ يَقُوْلُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ الرُّؤْيَا مِنَ اللّٰهِ وَالْحُلْمُ مِنَ الشَّيْطَانِ فَاِذَا رَاٰى اَحَدُكُمْ شَيْئًا يَكْرَهُهُ فَلْيَنْفُثْ عَنْ يَسَارِهِ ثَلاَثَ مِرَارٍ وَلْيَتَعَوَّذْ بِاللّٰهِ مِنْ شَرِّهَا فَاِنَّهَا لَنْ تَضُرَّهُ فَقَالَ اِنْ كُنْتُ لاَرَى الرُّؤْيَا اَثْقَلَ عَلَىَّ مِنْ جَبَلٍ فَمَا هُوَ اِلاَّ اَنْ سَمِعْتُ بِهٰذَا الْحَدِيْثِ فَمَا اُبَالِيْهَا-

৫৭০৩. আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসলামা ইব্ন কা'নাব (র)..... (আবূ সালামা ইব্ন আবদুর রহমান (র) স্বপ্ন আবূ কাতাদা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে বলতে শুনেছি যে, الرُّؤْيَا (সু স্বপ্ন) আল্লাহ্র পক্ষ থেকে আর اَلْحُلْمُ (দুঃস্বপ্ন) ও বাজে স্বপ্ন শয়তানের পক্ষ থেকে। সুতরাং তোমাদের কেউ যখন এমন কোন বিষয় স্বপ্নে দেখে যা সে অপসন্দ করে, তখন সে যেন তার বামদিকে তিনবার থু-থু নিক্ষেপ করে এবং (আউযুবিল্লাহ্ বা সূরা আল-ফালাক ও সূরা আন্-নাস পড়ে) তার অনিষ্ট থেকে আল্লাহ্র আশ্রয় প্রার্থনা করে। কেননা (এভাবে করলে) তা তার কোন ক্ষতি করতে পারবে না। রাবী (আবূ সালামা র) বলেন, আমি এমন স্বপ্নও দেখতাম যা আমার জন্য পাহাড়ের চাইতেও কঠিন (ও ভয়াবহ), কিন্তু এখন অবস্থা এই যে, এ হাদীস যখন আমি শুনে ফেলেছি, এখন আর সে সবের পরোয়া করি না।

٥٧٠٤- وَحَدَّثَنَاهُ قُتَيْبَةُ وَمُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ يَعْنِى الثَّقَفِىَّ ح وَقَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِبْنُ اَبِى شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ نُمَيْرٍ كُلُّهُمْ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ وَفِى حَدِيْثِ الثَّقَفِىِّ قَالَ اَبُو سَلَمَةَ فَاِنْ كُنْتُ لاَرَى الرُّؤْيَا وَلَيْسَ فِى حَدِيْثِ اللَّيْثِ وَابْنِ نُمَيْرٍ قَوْلُ اَبِى سَلَمَةَ اِلٰى اٰخِرِ الْحَدِيْثِ وَزَادَ ابْنُ رُمْحٍ فِى رِوَايَةِ هٰذَا الْحَدِيْثِ وَلْيَتَحَوَّلْ عَنْ جَنْبِهِ الَّذِى كَانَ عَلَيْهِ-

৫৭০৪. কুতায়বা, মুহাম্মদ ইব্ন রুমহ্, মুহাম্মদ ইব্ন মুসান্না ও আবূ বকর ইব্ন আবূ শায়বা (র)...... ইয়াহ্ইয়া ইব্ন সাঈদ (র) থেকে উল্লেখিত সনদে হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন। তবে রাবী আস-ছাকাফী (র) বর্ণিত হাদীসে রয়েছে রাবী আবূ সালামা (র) বলেছেন, আমি এমন স্বপ্নও দেখতাম যা......। আর রাবী আল-লায়স ও ইব্ন

নুমায়র (র) বর্ণিত হাদীসে আবূ সালামা (রা)-এর উক্তি হতে হাদীসের শেষ পর্যন্ত অংশ নেই এবং রাবী ইব্ন রুম্হ্ এ হাদীসের রিওয়ায়াতে অধিক বলেছেন যে, আর সে (স্বপ্নদ্রষ্টা) ব্যক্তি যে পাশে ঘুমুচ্ছিল, সে পাশ পরিবর্তন করে অন্যপাশে শোবে।

٥٧٠٥- وَحَدَّثَنِى اَبُو الطَّاهِرِ قَالَ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِى عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ اَبِى سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ اَبِىْ قَتَادَةَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَنَّهُ قَالَ الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ مِنَ اللّٰهِ وَالرُّؤْيَا السَّوْءُ مِنَ الشَّيْطَانِ فَمَنْ رَأَى رُؤْيَا فَكَرِهَ مِنْهَا شَيْئًا فَلْيَنْفُثْ عَنْ يَسَارِهِ وَلْيَتَعَوَّذْ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ لاَ تَضُرُّهُ وَلاَ يُخْبِرْبِهَا اَحَدًا فَاِنْ رَأَى رُؤْيَا حَسَنَةً فَلْيُبْشِرْ وَلاَ يُخْبِرْ اِلاَّ مَنْ يُحِبُّ -

৫৭০৫. আবূ তাহির (র)...... আবূ কাতাদা (র) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেছেন, ভাল স্বপ্ন আল্লাহ্র পক্ষ থেকে, আর মন্দ স্বপ্ন শয়তানের পক্ষ থেকে। সুতরাং যে ব্যক্তি কোন স্বপ্ন দেখল আর এতে কোন কিছু অপসন্দ হল, তখন সে যেন তার বামদিকে থু-থু ফেলে এবং শয়তান (-এর কারসাজি) থেকে আল্লাহ্র আশ্রয় প্রার্থনা করে, (তাহলে) তা তার কোন ক্ষতি করবে না। আর কারো কাছে ঐ স্বপ্নের কথা ব্যক্ত করবে না। আর যদি কোন ভাল স্বপ্ন দেখে, তা হলে (সুসংবাদ প্রাপ্তিতে) খুশি হবে। আর যাকে সে ভালবাসে, এমন লোক ছাড়া কারো কাছে ব্যক্ত করবে না।

٥٧٠٦- حَدَّثَنَا اَبُوْبَكْرِ بْنُ خَلاَّدٍ الْبَاهِلِىُّ وَاَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْحَكَمِ قَالاَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ اَبِى سَلَمَةَ قَالَ اِنْ كُنْتُ لاَرَى الرُّؤْيَا تُمْرِضُنِىْ فَلَقِيْتُ اَبَا قَتَادَةَ فَقَالَ وَاَنَا كُنْتُ لاَرَى الرُّؤْيَا فَتُمْرِضُنِى حَتّٰى سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ مِنَ اللّٰهِ فَاِذَا رَأَى اَحَدُكُمْ مَا يُحِبُّ فَلاَ يُحَدِّثْ بِهَا اِلاَّ مَنْ يُحِبُّ وَاِذَا رَأَى مَا يَكْرَهُ فَلْيَتْفُلْ عَنْ يَسَارِهِ ثَلاَثًا وَلْيَتَعَوَّذْ بِاللّٰهِ مِنْ شَرِّ الشَّيْطَانِ وَشَرِّهَا وَلاَيُحَدِّثْ بِهَا اَحَدًا فَاِنَّهَا لَنْ تَضُرَّهُ -

৫৭০৬. আবূ বকর ইব্ন খাল্লাদ বাহিলী ও আহ্মদ ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন হাকাম (র)...... আবূ সালামা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন আমি এমন স্বপ্ন দেখতাম, যা আমাকে অসুস্থ করে দিত। তিনি বলেন, পরে আমি আবূ কাতাদা (রা)-এর সাথে সাক্ষাত করলাম (এবং আমার অসুবিধার বিষয়টি তাঁকে বললাম)। তখন তিনি বললেন, আমিও এমন স্বপ্ন দেখতাম, যা আমাকে অসুস্থ করে দিত। অবশেষে আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে বলতে শুনলাম, ভাল স্বপ্ন আল্লাহ্র পক্ষ থেকে। সুতরাং তোমাদের কেউ যখন এমন (স্বপ্ন) দেখে যা সে পসন্দ করে, তা হলে তা তার ভালবাসার ব্যক্তি ছাড়া অন্য কারো কাছে ব্যক্ত করবে না। আর যখন এমন (স্বপ্ন) দেখে যা সে অপসন্দ করে, তা হলে সে যেন তার বামদিকে তিন (বার) থু-থু ফেলবে এবং সে শয়তানের অনিষ্ট ও স্বপ্নের অকল্যাণ থেকে আল্লাহ্র কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করে এবং কাউকে তা না বলে। কেননা (এভাবে করলে) সে স্বপ্ন অবশ্যই তার কোন ক্ষতি করবে না।

٥٧٠٧- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا لَيْثٌ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا ابْنُ رُمْحٍ قَالَ اَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَنَّهُ قَالَ اِذَا رَاَى اَحَدُكُمُ الرُّؤْيَا يَكْرَهُهَا فَلْيَبْصُقْ عَنْ يَسَارِهِ ثَلاَثًا وَلْيَسْتَعِذْ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ ثَلاَثًا وَلْيَتَحَوَّلْ عَنْ جَنْبِهِ الَّذِىْ كَانَ عَلَيْهِ -

৫৭০৭. কুতায়বা ইব্ন সাঈদ ও ইব্ন রুম্হ্ (র)...... জাবির (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : তোমাদের কেউ যখন এমন স্বপ্ন দেখল যা সে অপসন্দ করে, তখন সে যেন তার বামদিকে তিনবার থু-থু ফেলে এবং শয়তান (-এর চক্রান্ত) থেকে আল্লাহ্র কাছে তিনবার আশ্রয় প্রার্থনা করে এবং যে কাতে নিদ্রিত ছিল, তা থেকে যেন পার্শ্ব পরিবর্তন করে (ঘুমায়)।

٥٧٠٨- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اَبِى عُمَرَ الْمَكِّىُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُالْوَهَّابِ الثَّقَفِىُّ عَنْ اَيُّوْبَ السَّخْتِيَانِىِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيْرِيْنَ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ اِذَا اقْتَرَبَ الزَّمَانُ لَمْ تَكَدْ رُؤْيَا الْمُسْلِمِ تَكْذِبُ وَاَصْدَقُكُمْ رُؤْيَا اَصْدَقُكُمْ حَدِيْثًا وَرُؤْيَا الْمُسْلِمِ جُزْءٌ مِنْ خَمْسٍ وَاَرْبَعِيْنَ جُزْءًا مِنَ النُّبُوَّةِ وَالرُّؤْيَا ثَلاَثٌ فَالرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ بُشْرَى مِنَ اللّٰهِ وَرُؤْيَا تَحْزِيْنٌ مِنَ الشَّيْطَانِ وَرُؤْيَا مِمَّا يُحَدِّثُ الْمَرْءُ نَفْسَهُ فَاِنْ رَاَى اَحَدُكُمْ مَايَكْرَهُ فَلْيَقُمْ فَلْيُصَلِّ وَلاَ يُحَدِّثْ بِهَا النَّاسَ قَالَ وَاُحِبُّ الْقَيْدَ وَاَكْرَهُ الْغُلَّ وَالْقَيْدُ ثَبَاتٌ فِى الدِّيْنِ فَلاَ اَدْرِى هُوَ فِى الْحَدِيْثِ اَمْ قَالَهُ ابْنُ سِيْرِيْنَ -

৫৭০৮. মুহাম্মদ ইব্ন আবূ উমর মাক্কী (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন যামানা (ও সময় কিয়ামতের) নিকটবর্তী হয়ে যাবে, তখন প্রায়শ (খাঁটি) মুসলমানের স্বপ্ন মিথ্যা ও অঠিক হবে না। তোমাদের (মাঝের) সর্বাধিক সত্যভাষী ব্যক্তি সর্বাধিক সত্য (ও বাস্তব) স্বপ্নদ্রষ্টা হবে। আর মুসলমানের স্বপ্ন নুবুওয়াতের পঁয়তাল্লিশ ভাগের এক ভাগ। আর স্বপ্ন তিন (প্রকার), ভাল স্বপ্ন আল্লাহ্র পক্ষ থেকে সুসংবাদ (বাহক)। আর (এক প্রকার) স্বপ্ন শয়তানের পক্ষ থেকে দুর্ভাবনা সৃষ্টির। আর (এক প্রকার) স্বপ্ন যা মানুষ তার মনের সাথে কথা বলে (এবং চিন্তা-ভাবনা ও কল্পনা করে), তা থেকে (উদ্ভূত)। অতএব তোমাদের কেউ যদি এমন কিছু স্বপ্ন দেখে যা সে অপসন্দ করে, তা হলে সে যেন (ঘুম থেকে) উঠে দাঁড়ায় এবং সালাত আদায় করে আর মানুষের কাছে সে (স্বপ্নের) কথা প্রকাশ না করে। তিনি (আরও) বলেছেন যে, আমি (স্বপ্নে) হাতকড়া (পায়ের বেড়ি দেখা) পসন্দ করি এবং গলায় বেড়ি (দেখা) অপসন্দ করি। কেননা পায়ের বেড়ি দীন-ধর্মে অবিচলতা (-র পরিচায়ক)। রাবী বলেন, তবে আমি জানি না যে, তা (রিওয়ায়াতের এ শেষ অংশটি) মূল হাদীসের অংশ [নবী (স)-এর বাণী] কিংবা তা [আবূ হুরায়রা (রা) থেকে রিওয়ায়াতকারী তাবিঈ] রাবী ইব্ন সীরীন (র) বলেছেন।

٥٧٠٩- وَحَدَّثَنِيْهِ مُحَمَّدُبْنُ رَافِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ اَيُّوْبَ بِهٰذَ الْاِسْنَادِ وَقَالَ فِى الْحَدِيْثِ قَالَ اَبُو هُرَيْرَةَ فَيُعْجِبُنِى الْقَيْدُ وَاَكْرَهُ الْغُلَّ وَالْقَيْدُ ثَبَاتٌ فِى الدِّيْنِ وَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ رُؤْيَا الْمُؤْمِنُ جُزْءٌ مِنْ سِتَّةٍ وَاَرْبَعِيْنَ جُزْءًا مِنَ النُّبُوَّةِ -

৫৭০৯. মুহাম্মদ ইব্ন রাফি' (র)...... আইউব (র) থেকে উল্লেখিত সনদে হাদীস বর্ননা করেছেন। আর তিনি (তাঁর বর্ণিত) হাদীসে বলেছেন, আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, পায়ের কড়া (দেখা) আমাকে আনন্দিত করে এবং গলায়

বেড়ি (দেখা) আমি অপসন্দ করি। আর (কেননা) পায়ের বেড়ি হল দীন-ধর্মে অবিচলতার পরিচায়ক। আর নবী ﷺ বলেছেন, (খাঁটি) ঈমানদারের স্বপ্ন নুবুওয়াতের ছেচল্লিশ অংশের একটি অংশ।

٥٧١٠- حَدَّثَنِيْ اَبُو الرَّبِيْعِ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَعْنِي ابْنَ زَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَيُّوْبُ وَهِشَامٌ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ اِذَ اقْتَرَبَ الزَّمَانُ وَسَاقَ الْحَدِيْثَ وَلَمْ يَذْكُرْ فِيْهِ النَّبِيَّ ﷺ -

৫৭১০. আবূ রবী (র)..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন যামানা বা সময় (কিয়ামতের) নিকটবর্তী হয়ে যাবে...... রাবী (এভাবেই) হাদীসখানি বর্ণনা করেছেন এবং তিনি তাতে নবী ﷺ-এর নাম উল্লেখ করেননি।

٥٧١١- وَحَدَّثَنَاهُ اِسْحَاقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ اَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنِيْ اَبِي عَنْ قَتَادَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيْرِيْنَ عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَاَدْرَجَ فِي الْحَدِيْثِ قَوْلَهُ وَاَكْرَهُ الْغُلَّ اِلَى تَمَامِ الْكَلاَمِ وَلَمْ يَذْكُرِ الرُّؤْيَا جُزْءٌ مِنْ سِتَّةٍ وَاَرْبَعِيْنَ جُزْءًا مِنَ النُّبُوَّةِ -

৫৭১১. ইসহাক ইব্‌ন ইবরাহীম (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি তাঁর বর্ণনায় 'আর আমি গলায় বেড়ি দেখা অপসন্দ করি' থেকে শেষ বক্তব্য পর্যন্ত অংশ অনুপ্রবিষ্ট (ইদরাজ) করেছেন। আর 'স্বপ্ন নুবুওয়াতের ছেচল্লিশ অংশের একটি অংশ' কথাটি তিনি উল্লেখ করেন নি।

٥٧١٢- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالاَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ وَاَبُو دَاوُدَ ح قَالَ وَحَدَّثَنِيْ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ كُلُّهُمْ عَنْ شُعْبَةَ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُعَاذٍ وَاللَّفْظُ لَهُ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِيْ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ رُؤْيَا الْمُؤْمِنِ جُزْءٌ مِنْ سِتَّةٍ وَاَرْبَعِيْنَ جُزْءًا مِنَ النُّبُوَّةِ -

৫৭১২. মুহাম্মদ ইব্‌ন মুসান্না, ইব্‌ন বাশ্‌শার, যুহায়র ইব্‌ন হার্‌ব ও উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন মুআয (র)...... উবাদা ইব্‌ন সামিত (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : মু'মিনের স্বপ্ন নুবুওয়াতের ছেচল্লিশ অংশের একটি অংশ।

٥٧١٣- وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُعَاذٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِيْ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَ ذٰلِكَ -

৫৭১৩. উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন মুআয (র)...... আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে অনুরূপ হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন।

٥٧١٤- حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ اَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ رُؤْيَا الْمُؤْمِنِ جُزْءٌ مِنْ سِتَّةٍ وَاَرْبَعِيْنَ جُزْءًا مِنَ النُّبُوَّةِ -

৫৭১৪. আব্দ ইব্ন হুমায়দ (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, 'নিশ্চয় মু'মিনের স্বপ্ন নুবুওয়াতের ছেচল্লিশ অংশের একটি অংশ।

٥٧١٥- وَحَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ الْخَلِيْلِ قَالَ اَخْبَرَنَا عَلِىُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنِ الْاَعْمَشِ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِىْ قَالَ حَدَّثَنَا الْاَعْمَشُ عَنْ اَبِىْ صَالِحٍ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ رُؤْيَا الْمُسْلِمِ يَرَاهَا اَوْتُرَى لَهُ وَفِى حَدِيْثِ ابْنِ مُسْهِرٍ الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ جُزْءٌ مِنْ سِتَّةٍ وَاَرْبَعِيْنَ جُزْءًا مِنَ النُّبُوَّةِ -

৫৭১৫. ইসমাঈল ইব্ন খলিল ও ইব্ন নুমায়র (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : মুসলমানের স্বপ্ন যা সে দেখে কিংবা (বলেছেন) যা তাকে দেখানো হয়। রাবী ইব্ন মুসহির বর্ণিত হাদীসে ('মুসলমানের স্বপ্ন' স্থলে) রয়েছে, 'ভাল স্বপ্ন' নুবুওয়াতের ছেচল্লিশ অংশের একটি অংশ।

٥٧١٦- وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيٰى قَالَ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يَحْيَى بْنِ اَبِىْ كَثِيْرٍ قَالَ سَمِعْتُ اَبِىْ يَقُوْلُ حَدَّثَنَا اَبُو سَلَمَةَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ رُؤْيَا الرَّجُلِ الصَّالِحِ جُزْءٌ مِنْ سِتَّةٍ وَاَرْبَعِيْنَ جُزْأً مِنَ النُّبُوَّةِ -

৫৭১৬. ইয়াহ্ইয়া ইব্ন ইয়াহ্ইয়া (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন নেক্কার ব্যক্তির স্বপ্ন নুবুওয়াতের ছেচল্লিশ অংশের একটি অংশ।

٥٧١٧- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى قَالَ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِىٌّ يَعْنِى ابْنَ الْمُبَارَكِ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ الْمُنْذِرِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ قَالَ حَدَّثَنَا حَرْبُ يَعْنِى ابْنَ شَدَّادٍ كِلَاهُمَا عَنْ يَحْيَى بْنِ اَبِىْ كَثِيْرٍ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ -

৫৭১৭. মুহাম্মদ ইব্ন মুসান্না ও আহ্মাদ ইব্ন মুনযির (র)...... ইয়াহ্ইয়া ইব্ন আবূ কাসীর (র) থেকে উল্লেখিত সনদে হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন।

٥٧١٨- وَحَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ بِمِثْلِ حَدِيْثِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ يَحْيَى بْنِ اَبِى كَثِيْرٍ عَنْ اَبِيْهِ -

৫৭১৮. মুহাম্মাদ ইব্ন রাফি' (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে আবদুল্লাহ্ ইব্ন ইয়াহ্ইয়া ইব্ন আবূ কাসীর (র) তাঁর পিতা সূত্রে বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন।

٥٧١٩- حَدَّثَنَا اَبُو بَكْرِ بْنُ اَبِى شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُو اُسَامَةَ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِىْ قَالَا جَمِيْعًا حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ جُزْءٌ مِنْ سَبْعِيْنَ جُزْءًا مِنَ النُّبُوَّةِ -

৫৭১৯. আবূ বকর ইব্‌ন আবূ শায়বা ও ইব্‌ন নুমায়র (র)...... ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : ভাল স্বপ্ন নুবুওয়াতের সত্তর অংশের একটি অংশ।

٥٧٢٠- وَحَدَّثَنَاهُ ابْنُ الْمُثَنَّى وَعُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ سَعِيْدٍ قَالاَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ-

৫৭২০. ইব্‌ন মুসান্না ও উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন সাঈদ (র) উবায়দুল্লাহ্ (র) থেকে উক্ত সনদে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

٥٧٢١- وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ وَابْنُ رُمْحٍ عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا ابْنُ رَافِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ فُدَيْكٍ قَالَ اَخْبَرَنَا الضَّحَّاكُ يَعْنِى ابْنَ عُثْمَانَ كِلاَهُمَا عَنْ نَافِعٍ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ وَفِى حَدِيْثِ اللَّيْثِ قَالَ نَافِعٌ حَسِبْتُ اَنَّ ابْنَ عُمَرَ قَالَ جُزْءٌ مِنْ سَبْعِيْنَ جُزْءًا مِنَ النُّبُوَّةِ -

৫৭২১. কুতায়বা ও ইব্‌ন রুমহ্ (র) লায়স ইব্‌ন সা'দ থেকে (অন্য সনদে) ইব্‌ন রাফি ও ইব্‌ন ফুদায়ক (র) নাফি' (র) থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। লায়স-এর হাদীসে রয়েছে নাফি (র) বলেন, আমার মনে হয় ইব্‌ন উমর (র) বলেছেন : স্বপ্ন নুবুওয়াতের সত্তর ভাগের এক ভাগ।

١- بَابُ قَوْلِ النَّبِىِّ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ مَنْ رَأٰنِىْ فِى الْمَنَامِ فَقَدْ رَأٰنِىْ

১. পরিচ্ছেদ : নবী ﷺ-এর বাণী : যে ব্যক্তি আমাকে স্বপ্নে দেখে, সে অবশ্যই আমাকে দেখেছে

٥٧٢٢- وَحَدَّثَنَا اَبُو الرَّبِيْعِ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْعَتَكِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَعْنِى ابْنَ زَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَيُّوبُ وَهِشَامٌ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ رَأٰنِى فِى الْمَنَامِ فَقَدْ رَأٰنِى فَاِنَّ الشَّيْطَانَ لاَ يَتَمَثَّلُ بِىْ -

৫৭২২. আবূ রবী সুলায়মান ইব্‌ন দাঊদ আতাকী (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি আমাকে স্বপ্নে দেখে, সে সত্যই আমাকে দেখেছে। কেননা শয়তান আমার রূপ ধারণ করতে পারে না।

٥٧٢٣ وَحَدَّثَنِىْ اَبُو الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ قَالاَ اَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِى يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ اَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اَنَّ اَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مَنْ رَأٰنِىْ فِى الْمَنَامِ فَسَيَرَانِىْ فِى الْيَقَظَةِ اَوْ لَكَأَنَّمَا رَأٰنِىْ فِى الْيَقْظَةِ لاَيَتَمَثَّلُ الشَّيْطَانُ بِىْ وَقَالَ فَقَالَ اَبُوْسَلَمَةَ قَالَ اَبُوْ قَتَادَةَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ رَأٰنِى فَقَدْ رَأَى الْحَقَّ -

وَحَدَّثَنِيْهِ زُهَيْرُبْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ ابْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا اَبْنُ اَخِى الزُّهْرِىِّ قَالَ حَدَّثَنَا عَمِّى فَذَكَرَ الْحَدِيْثَيْنِ جَمِيْعًا بِاِسْنَادَيْهِمَا سَوَاءً مِثْلَ حَدِيْثِ يُوْنُسَ -

৫৭২৩. আবূ তাহির ও হারমালা (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি আমাকে স্বপ্নে দেখে, অচিরেই সে আমাকে জাগ্রত অবস্থায় দেখতে পাবে। কিংবা তিনি বলেছেন, সে যেন আমাকে জাগ্রত অবস্থায় দেখতে পেল। কেননা শয়তান আমার রূপ ধারণ করতে পারে না। রাবী আরো বলেন, আবূ সালামা বলেছেন, আবূ কাতাদা বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (স) বলেছেন, যে ব্যক্তি আমাকে দেখল সে নিশ্চয়ই সত্যই দেখল।
এবং যুহায়র ইব্ন হার্ব (র)...... যুহরী (র) থেকে বর্ণিত, তিনি হাদীস দু'টির সবটুকু তাদের উভয়ের সনদে ইউনুসের হাদীসের সম্পূর্ণ অনুরূপ সমানভাবে উল্লেখ করেছেন।

٥٧٢٤- وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا لَيْثٌ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا ابْنُ رُمْحٍ قَالَ اَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ اَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَنْ رَآنِيْ فِي النَّوْمِ فَقَدْ رَآنِي اِنَّهُ لاَ يَنْبَغِيْ لِلشَّيْطَانِ اَنْ يَتَمَثَّلَ فِيْ صُوْرَتِيْ وَقَالَ اِذَا حَلَمَ اَحَدُكُمْ فَلاَ يُخْبِرْ اَحَدًا بِتَلَعُّبِ الشَّيْطَانِ بِهِ فِي الْمَنَامِ -

৫৭২৪. কুতায়বা ইব্ন সাঈদ ও ইব্ন রুম্হ (র)...... জাবির (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি ঘুমের মধ্যে (স্বপ্নযোগে) আমাকে দেখল, সে অবশ্যই আমাকে দেখল। কেননা শয়তানের পক্ষে আমার রূপ ধারণ করা সংগত (সম্ভব) নয়। তিনি আরও বলেছেন, তোমাদের কেউ যখন বাজে স্বপ্ন দেখে, সে যেন ঘুমের মাঝে তার সাথে শয়তানের কারসাজির খবর কাউকে না দেয়।

٥٧٢٥- وَحَدَّثَنِيْ مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا رَوْحٌ قَالَ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ بْنُ اِسْحَاقَ قَالَ حَدَّثَنِيْ اَبُو الزُّبَيْرِ اَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَبْنَ عَبْدِ اللّٰهِ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ رَآنِيْ فِي النَّوْمِ فَقَدْ رَآنِيْ فَاِنَّهُ لاَ يَنْبَغِيْ لِلشَّيْطَانِ اَنْ يَتَشَبَّهَ بِيْ-

৫৭২৫ মুহাম্মদ ইব্ন হাতিম (র)...... জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি ঘুমের মধ্যে (স্বপ্নযোগে) আমাকে দেখল, সে অবশ্যই আমাকে দেখল। কেননা শয়তানের পক্ষে সংগত (সম্ভব) নয় যে, সে আমার সাদৃশ্য গ্রহণ করে।

٢- بَابُ لاَ يُخْبِرُ بِتَلَعُّبِ الشَّيْطَانِ بِهِ فِيْ الْمَنَامِ

২. পরিচ্ছেদ : ঘুমের মাঝে তার (ঘুমন্ত ব্যক্তির সাথে) শয়তানের খেলাধুলার খবর কাউকে দিও না

٥٧٢٦- وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا لَيْثٌ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ رُمْحٍ قَالَ اَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ اَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَنَّهُ قَالَ لاَعْرَابِيٍّ جَاءَهُ فَقَالَ اِنِّي حَلَمْتُ اَنَّ رَأْسِي قُطِعَ فَاَنَا اَتَّبِعُهُ فَزَجَرَهُ النَّبِيُّ ﷺ وَقَالَ لاَ تُخْبِرْ بِتَلَعُّبِ الشَّيْطَانِ بِكَ فِي الْمَنَامِ -

৫৭২৬. কুতায়বা ও ইব্ন রুমহ্ (র)...... জাবির (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণিত। (একদা) এক বেদুঈন তাঁর কাছে এসে বলল, আমি স্বপ্নে দেখলাম যে, আমার মাথা কেটে ফেলা হয়েছে আর আমি তার পিছনে পিছনে ছুটে চলছি। তখন নবী ﷺ তাকে ধমক দিয়ে বললেন : ঘুমের মাঝে তোমার সাথে শয়তানের ক্রীড়া কৌতুকের খবর কাউকে দিও না।

٥٧٢٧- وَحَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِى شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيْرُ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اَبِى سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ جَاءَ اَعْرَابِىٌّ اِلَى النَّبِىِّ ﷺ فَقَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ رَأَيْتُ فِى الْمَنَامِ كَأَنَّ رَأْسِىْ ضُرِبَ فَتَدَحْرَجَ فَاشْتَدَدْتُ عَلَى اَثَرِهِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لِلْاَعْرَابِىِّ لَا تُحَدِّثِ النَّاسَ بِتَلَعُّبِ الشَّيْطَانِ بِكَ فِى مَنَامِكَ وَقَالَ سَمِعْتُ النَّبِىَّ ﷺ بَعْدُ يَخْطُبُ فَقَالَ لَا يُحَدِّثَنَّ اَحَدُكُمْ بِتَلَعُّبِ الشَّيْطَانِ بِهِ فِى مَنَامِهِ -

৫৭২৭. উসমান ইব্‌ন আবূ শায়বা (রা)...... জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক বেদুঈন নবী ﷺ-এর কাছে এসে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি স্বপ্নে দেখলাম যেন আমার মাথা কেটে ফেলা হয়েছে এবং তা গড়াতে শুরু করেছে, আর আমি তার পিছনে জোর দৌড় লাগালাম। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সে বেদুঈন আরবকে বললেন, তোমার ঘুমের মাঝে তোমার সাথে শয়তানের ক্রীড়া-কৌতুকের বিষয় মানুষের কাছে ব্যক্ত করো না। রাবী [জাবির (রা)] বলেন, এ ঘটনার পর আমি নবী ﷺ-কে ভাষণ দিতে শুনলাম। তাতে তিনি বললেন, তোমাদের কেউ ঘুমের মাঝে তার সাথে শয়তানের ক্রীড়া-কৌতুকের বিষয় ব্যক্ত করবে না।

٥٧٢٨- وَحَدَّثَنَاهُ اَبُو بَكْرِ بْنُ اَبِى شَيْبَةَ وَاَبُو سَعِيْدٍ الْاَشَجُّ قَالَا حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اَبِى سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ جَاءَ رَجُلُ اِلَى النَّبِىِّ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ رَأَيْتُ فِى الْمَنَامِ كَأَنَّ رَأْسِىْ قُطِعَ قَالَ فَضَحِكَ النَّبِىُّ ﷺ وَقَالَ اِذَا لَعِبَ الشَّيْطَانُ بِاَحَدِكُمْ فِى مَنَامِهِ فَلَا يُحَدِّثْ بِهِ النَّاسَ وَفِىْ رِوَايَةِ اَبِىْ بَكْرٍ اِذَا لُعِبَ بِاَحَدِكُمْ وَلَمْ يَذْكُرِ الشَّيْطَانَ -

৫৭২৮. আবূ বাক্‌র ইব্‌ন আবূ শায়বা ও আবূ সাঈদ আশাজ্জ (র)....... জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি নবী ﷺ-এর কাছে এসে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি স্বপ্নে দেখলাম যেন আমার মাথা কেটে ফেলা হয়েছে। রাবী বলেন, তখন নবী ﷺ মুচকি হেসে বললেন, শয়তান যখন তোমাদের কারো সাথে তার ঘুমের মাঝে ক্রীড়া-কারসাজি করে, তখন সে যেন মানুষের কাছে তা ব্যক্ত না করে। আর রাবী আবূ বাক্‌র (র)-এর রিওয়ায়াতে রয়েছে, 'যখন তোমাদের কারো সাথে ক্রীড়া-কারসাজি করা হয়।' তিনি 'শয়তান' (শব্দ) উল্লেখ করেন নি।

٣- بَابُ فِى تَأْوِيْلُ الرُّؤْيَا

৩. পরিচ্ছেদ : স্বপ্নের ব্যাখ্যা

٥٧٢٩- حَدَّثَنَا حَاجِبُ بْنُ الْوَلِيْدِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ عَنِ الزُّبَيْدِىِّ قَالَ اَخْبَرَنِى الزُّهْرِىُّ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ اَوْ اَبَا هُرَيْرَةَ كَانَ يُحَدِّثُ اَنَّ رَجُلًا اَتَى رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ ح وَحَدَّثَنِى حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى التُّجِيْبِىُّ وَاللَّفْظُ لَهُ قَالَ اَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِى يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ اَنَّ عُبَيْدَ اللّٰهِ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ عُتْبَةَ اَخْبَرَهُ اَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ كَانَ يُحَدِّثُ اَنَّ رَجُلًا اَتَى رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنِّى اَرَى اللَّيْلَةَ فِى الْمَنَامِ ظُلَّةً تَنْطُفُ السَّمْنَ وَالْعَسَلَ

فَارَى النَّاسَ يَتَكَفَّفُوْنَ مِنْهَا بِاَيْدِيْهِمْ فَالْمُسْتَكْثِرُ وَالْمُسْتَقِلُّ وَاَرَى سَبَبًا وَاصِلاً مِنَ السَّمَاءِ اِلَى الْاَرْضِ فَاَرَاكَ اَخَذْتَ بِهِ فَعَلَوْتَ ثُمَّ اَخَذَبِهِ رَجُلٌ مِنْ بَعْدِكَ فَعَلاَ ثُمَّ اَخَذَبِهِ رَجُلٌ اٰخَرُ فَعَلاَ ثُمَّ اَخَذَ بِهِ رَجُلٌ فَانْقَطَعَ بِهِ ثُمَّ وُصِلَ لَهُ فَعَلاَ قَالَ اَبُو بَكْرٍ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ بِاَبِى اَنْتَ وَاللّٰهِ لَتَدَعَنِّى فَلاَ عَبُرَنَّهَا قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اعْبُرْهَا قَالَ اَبُو بَكْرٍ اَمَّا الظُّلَّةُ فَظُلَّةُ الْاِسْلاَمِ وَاَمَّا الَّذِى يَنْطُفُ مِنَ السَّمْنِ وَالعَسَلِ فَالقُرْاٰنُ حَلاَوَتُهُ وَلِيْنُهُ وَاَمَّا مَا يَتَكَفَّفُ النَّاسُ مِنْ ذٰلِكَ فَالمُستَكْثِرُ مِنَ القُرانِ وَالمُسْتَقِلُّ وَاَمَّا السَّبَبُ الوَاصِلُ مِنَ السَّمَاءِ اِلَى الْاَرْضِ فَالْحَقُّ الَّذِى اَنْتَ عَلَيْهِ تَأْخُذُبِهِ فَيُعْلِيْكَ اللّٰهُ بِهِ ثُمَّ يَأْخُذُ بِهِ رَجُلٌ مِنْ بَعْدِكَ فَيَعْلُوبِهِ ثُمَّ يَاخُذْ بِهِ رَجُلٌ اٰخَرُ فَيَعْلُو بِهِ ثُمَّ يَأْخُذُ بِهِ رَجُلٌ اٰخَرُ فَيَنْقَطِعُ بِهِ ثُمَّ يُوْصَلُ لَهُ فَيَعْلُوبِهِ فَاَخْبِرْنِى يَارَسُوْلَ اللّٰهِ بِاَبِى اُنْتَ وَاَمِّى اَصَبْتُ اَمْ اَخْطَاْتُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَصَبْتَ بَعْضًا وَ اَخْطَاْتَ بَعْضًا قَالَ فَوَ اللّٰهِ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ لَتُحَدِّثَنِى مَاالَّذِىْ اَخْطَاْتُ قَالَ لاَ تُقْسِمْ –

৫৭২৯. হাজিব ইব্ন ওয়ালীদ (র)...... উবায়দুল্লাহ্ ইব্ন আবদুল্লাহ্ (র) থেকে বর্ণিত যে, ইব্ন আব্বাস (রা) কিংবা আবূ হুরায়রা (রা) হাদীস বর্ণনা করতেন যে এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর খিদমতে এল......। অন্য বর্ণনায় হারমালা ইব্ন ইয়াহ্ইয়া তুজীবী (র) উবায়দুল্লাহ্ ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন উতবা (রা) [ইব্ন শিহাব (র)-কে] খবর দিয়েছেন যে, ইব্ন আব্বাস (রা) এ হাদীস বর্ণনা করতেন যে, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর খিদমতে এসে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি আজ রাতে স্বপ্ন দেখলাম যে, শামিয়ানা থেকে ঘি ও মধু ঝরে পড়ছে আর লোকদের দেখলাম তারা তা থেকে তাদের হাতের অঞ্জলি ভরে ভরে নিয়ে যাচ্ছে। কেউ অধিক পরিমাণ নিচ্ছে, কেউ অল্প পরিমাণে। আর একটি রশি দেখলাম আসমান থেকে যমীন পর্যন্ত সংযুক্ত, আর দেখলাম আপনি তা ধরলেন এবং উপর উঠে গেলেন, তারপর একজন লোক তা ধরল এবং সেও উপর উঠে গেল, তারপর আর একজন লোক তা ধরল এবং সেও উপরে উঠে গেল তারপর আর একজন ধরল এবং তা ছিঁড়ে পড়ে গেল। পরে তা তার জন্য জুড়ে দেয় হল এবং সেও উপরে উঠে গেল। স্বপ্ন বর্ণনার এ পর্যায় আবূ বকর (রা) বললেন, ইয়া রাসূল্লালাহ! আমার পিতা আপনার জন্য উৎসর্গিত! আল্লাহ্র কসম! অবশ্য আপনি আমাকে এ স্বপ্নটির তাবীর করব। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, আপনি তাবীর করুন। আবূ বকর (রা) বললেন, শামিয়ানাটি হল ইসলামের (রূপক) শামিয়ানা, আর যে ঘি ও মধুর ফোঁটা ঝড়ে পড়ছিল তা হচ্ছে আল-কুরআন এর মধুরতা ও কোমলতা, আর মানুষেরা যে তা থেকে অঞ্জলি ভরে ভরে নিয়ে যাচ্ছিল, তা হলো কেউ অধিক পরিমাণে আর কেউ অল্প পরিমাণে আল-কুরআন থেকে আহরণ করছে। আর আসমান থেকে যমীন পর্যন্ত সংযুক্ত রশিটি হল হক ও সত্য (পথ), যার উপরে আপনি রয়েছেন তা ধারণ করলেন, আর আল্লাহ্ তা দিয়ে আপনাকে উপরে তুলে নিলেন। এরপর আপনার পরে এক ব্যক্তি তা ধারণ করবে এবং তা দিয়ে সেও উপরে উঠে যাবে, তারপর এক ব্যক্তি তা ধারণ করতে সেও উপরে উঠে যাবে। তার পর আর এক ব্যক্তি তা ধারণ করবে এবং তা ছিঁড়ে পড়ে যাবে পরে তা তার জন্য জুড়ে দেয় হবে এবং তা দিয়ে সে উপরে উঠে যাবে। ইয়া রাসূলাল্লাহ্! এখন আমাকে বলে দিন আমার পিতা ও মাতা আপনার উদ্দেশ্যে

উৎসর্গিত, আমি ঠিক বলেছি কিংবা ভুল বলেছি ? রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : আপনি কতক ঠিক বলেছেন আর কতক অঠিক করেছেন। তিনি বললেন, তা হলে আল্লাহ্‌র কসম ইয়া রাসূলাল্লাহ্! যা আমি ভুল করেছি, তা অবশ্যই আপনি আমাকে বর্ণনা করে দিন। তিনি বললেন, এভাবে কসম করবেন না।

٥٧٣٠- وَحَدَّثَنَاهُ ابْنُ اَبِى عُمَرَ قَالَ اَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ اِلَى النَّبِىِّ ﷺ مُنْصَرَفَهُ مِنْ اُحُدٍ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنِّى رَاَيْتُ هٰذِهِ اللَّيْلَةَ فِى الْمَنَامِ ظُلَّةً تَنْطُفُ السَّمْنَ وَالْعَسَلَ بِمَعْنَى حَدِيْثِ يُوْنُسَ -

৫৭৩০. ইব্‌ন আবূ উমর (র)...... ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উহুদ (যুদ্ধক্ষেত্র) থেকে তাঁর ফিরে আসার সময় এক ব্যক্তি নবী ﷺ-এর খিদমতে এল। সে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আজ রাতে আমি স্বপ্নে দেখলাম একটি শামিয়ানা, তা থেকে ফোঁটা ফোঁটা ঘি ও মধু ঝরছে। হাদীসের পরবর্তী অংশ ইউনুস (র) বর্ণিত হাদীসের মর্মানুরূপ।

٥٧٣١- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُتْبَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَوْ اَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ كَانَ مَعْمَرٌ اَحْيَانًا يَقُوْلُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَاَحْيَانًا يَقُوْلُ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ اَنَّ رَجُلاً اَتَى رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ اِنِّى اَرَى اللَّيْلَةَ ظُلَّةً بِمَعْنَى حَدِيْثِهِمْ -

৫৭৩১. মুহাম্মদ ইব্‌ন রাফি' (র)...... ইব্‌ন আব্বাস (রা) অথবা আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, আবদুর রায্‌যাক বলেন (ঊর্ধ্বতন রাবী আমার উস্তাদ) মা'মার (র) কখনো বলতেন ইব্‌ন আব্বাস (র) থেকে, আবার কখনো বলতেন আবূ হুরায়রা (রা) থেকে এ মর্মে যে, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর খিদমতে হাযির হয়ে বলল, আজ রাতে (স্বপ্নে) আমি একটি শামিয়ানা দেখতে পাই।..... এরপর পূর্বোক্ত রাবিগণের বর্ণিত হাদীসের বর্ণনা অনুরূপে বর্ণনা করেছেন।

٥٧٣٢- وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الدَّارِمِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ وَهُوَ ابْنُ كَثِيْرٍ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ مِمَّا يَقُوْلُ لِاَصْحَابِهِ مَنْ رَاٰى مِنْكُمْ رُؤْيَا فَلْيَقُصَّهَا اَعْبُرْهَا لَهُ قَالَ فَجَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ رَاَيْتُ ظُلَّةً بِنَحْوِ حَدِيْثِهِمْ -

৫৭৩২. আবদুল্লাহ ইব্‌ন আবদুর রাহমান দারিমী (র)...... ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ (যে সব অভ্যাসে অভ্যস্ত ছিলেন, সে সবের মাঝে একটি ছিল এই যে, তিনি) তাঁর সাহাবিগণকে (ফজরের সালাতের পরে) বলতেন, তোমাদের কেউ কোন স্বপ্ন দেখে থাকলে সে তা আমার কাছে ব্যক্ত করুক; তা হলে আমি তাকে তার তা'বীর বলে দিব। রাবী বলেন, এ সুবাদে এক ব্যক্তি এসে বলল ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি (স্বপ্নে) একটি শামিয়ানা দেখলাম। পরবর্তী বর্ণনা (পূর্বোক্ত) রাবিগণের বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ।

٤- بَابُ رُؤْيَا النَّبِيِّ ﷺ

৪. পরিচ্ছেদ : নবী ﷺ-এর স্বপ্ন

٥٧٣٣ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُبْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِي عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ رَأَيْتُ ذَاتَ لَيْلَةٍ فِيْمَا يَرَى النَّائِمُ كَاَنَّا فِىْ دَارِ عُقْبَةَ بْنِ رَافِعٍ فَأَتِيْنَا بِرُطَبٍ مِنْ رُطَبِ ابْنِ طَابٍ فَاَوَلْتُ الرِّفْعَةَ لَنَا فِى الدُّنْيَا وَالْعَافِيَةَ فِى الْاٰخِرَةِ وَاَنَّ دِيْنَنَا قَدْ طَابَ -

৫৭৩৩. আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাস্‌লামা ইব্‌ন কা'নাব (র)..... আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : এক রাতে আমি দেখলাম যেভাবে ঘুমন্ত ব্যক্তি দেখে (অর্থাৎ স্বপ্ন), যেন আমরা উক্‌বা ইব্‌ন রাফি' এর বাড়িতে রয়েছি। তখন আমাদের কাছে ইব্‌ন তাব[১] (নামক) খেজুর হতে কিছু তাজা খেজুর নিয়ে আসা হল। তখন আমি এর ব্যাখ্যা করলাম, দুনিয়ার বুকে আমাদের জন্য উন্নতি এবং আখিরাতে শুভ পরিণতি। আর আমাদের দীন অবশ্যই উত্তম।

٥٧٣٤- وَحَدَّثَنَا نَصْرُبْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ قَالَ اَخْبَرَنِىْ اَبِىْ قَالَ حَدَّثَنَا صَخْرُبْنُ جُوَيْرِيَةَ عَنْ نَافِعٍ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ حَدَّثَهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اَرَانِى فِى الْمَنَامِ اَتَسَوَّكُ بِسِّوَاكٍ فَجَذَبَنِىْ رَجُلاَنِ اَحَدُهُمَا اَكْبَرُ مِنَ الْاٰخَرِ فَنَاوَلْتُ السِّوَاكَ الْاَصْغَرَ مِنْهُمَا فَقِيْلَ لِىْ كَبِّرَ فَدَفَعْتُهُ اِلَى الْاَكْبَرِ -

৫৭৩৪. নাসর ইব্‌ন আলী জাহ্‌যামী (র)...... নাফি' (র) থেকে আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা) এ মর্মে রিওয়ায়াত করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : আমি ঘুমের মাঝে আমাকে একটি (মিসওয়াক) দিয়ে মিসওয়াক করতে দেখলাম। তখন দু' ব্যক্তি আমাকে আকর্ষণ করল যাদের একজন অন্যজনের চাইতে বয়সে বড়। তখন আমি মিসওয়াকটি অল্প বয়স্ককে দিতে গেলে আমাকে বলা হল 'বড়কে দিন'; তাই তা আমি বয়স্ককে দিয়ে দিলাম।

٥٧٣٥- حَدَّثَنَا اَبُو عَامِرٍ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ بَرَّادٍ الْاَشْعَرِيُّ وَاَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ وَتَقَارَبَا فِى اللَّفْظِ قَالاَ حَدَّثَنَا اَبُوْ أُسَامَةَ عَنْ بُرَيْدٍ عَنْ اَبِىْ بُرْدَةَ جَدِّهِ عَنْ اَبِىْ مُوْسٰى عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ رَأَيْتُ فِى الْمَنَامِ اَنِّى أُهَاجِرُ مِنْ مَكَّةَ اِلَى اَرْضٍ بِهَا نَخْلٌ فَذَهَبَ وَهْلِىْ اِلَىْ اَنَّهَا الْيَمَامَةُ اَوْهَجَرُ فَاِذَا هِىَ الْمَدِيْنَةُ يَثْرِبُ وَرَأَيْتُ فِى رُؤْيَاىَ هٰذِهِ اَنِّى هَزَزْتُ سَيْفًا فَانْقَطَعَ صَدْرُهُ فَاِذَا هُوَ مَا أُصِيْبَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ يَوْمَ اُحُدٍ ثُمَّ هَزَزْتُهُ أُخْرَى فَعَادَ اَحْسَنَ مَا كَانَ فَاِذَا هُوَ مَاجَاءَ اللّٰهُ بِهِ مِنَ الْفَتْحِ وَاجْتِمَاعِ الْمُؤْمِنِيْنَ وَرَأَيْتُ فِيْهَا اَيْضًا بَقَرًا وَاللّٰهُ خَيْرٌ فَاِذَا هُمُ النَّفَرُ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ يَوْمَ اُحُدٍ وَاِذَا الْخَيْرُ مَاجَاءَ اللّٰهُ بِهِ مِنَ الْخَيْرِ بَعْدُ وَثَوَابُ الصِّدْقِ الَّذِى اٰتَانَا اللّٰهُ بَعْدَ يَوْمِ بَدْرٍ -

---

১. 'ابن طاب' (ইব্‌ন তা'ব) আরবের উন্নতমানের খেজুরসমূহের একটি। 'طَابَ' শব্দের অর্থ 'উত্তম হল'।

৫৭৩৫ আবূ আমির আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন বাররাদ আশআরী ও আবূ কুরায়র মুহাম্মদ ইব্‌ন আলা (র)...... আবূ মূসা (রা) সূত্রে নবী ﷺ-থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি স্বপ্নে দেখলাম যে, আমি মক্কা থেকে এমন এক দেশে হিজরত করে যাচ্ছি যেখানে খেজুর গাছ রয়েছে। তাতে আমার ধারণা এদিকে গেল যে, তা ইয়ামামা কিংবা হাজর (এলাকা) হবে। পরে (বাস্তবে) দেখি যে, তা হল মাদীনা (যার পূর্ব নাম) ইয়াস্‌রিব। আমি আমার এ স্বপ্নে আরও দেখলাম যে, আমি একটি তরবারি নাড়াচাড়া করলাম, ফলে তার মধ্যখানে ভেংগে গেল। তা ছিল উহুদের দিনে। যা মু'মিনগণের উপর আপতিত হয়েছিল। পরে আমি আর একবার সেই তরবারি নাড়া দিলে তা আগের চাইতে উত্তম হয়ে গেল। মূলত তা হল পরবর্তী সে বিজয় ও ঈমানদারদের সম্মিলন, সংহতি যা আল্লাহ্ সংঘটিত করলেন (মক্কা বিজয়)। আমি তাতে একটি গরুও দেখলাম। আর আল্লাহ্ তা'আলাই কল্যাণের অধিকারী। মূলত তা হল উহুদের যুদ্ধে (শাহাদাতপ্রাপ্ত) ঈমানদারগণের দলটি। আর কল্যাণ হল সে কল্যাণ, যা পরবর্তীতে আল্লাহ্ তা'আলা দান করেছেন এবং সততা ও নিষ্ঠার সে সাওয়াব ও প্রতিদান যা আল্লাহ্ তাআলা আমাদের বদর যুদ্ধের পরে দিয়েছেন।

٥٧٣٦- حَدَّثَنِى مُحَمَّدُ بْنُ سَهْلِ التَّمِيمِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُو الْيَمَانِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعَيْبٌ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ حُسَيْنٍ قَالَ حَدَّثَنَا نَافِعُ بْنُ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَدِمَ مُسَيْلَمَةُ الْكَذَّابُ عَلَى عَهْدِ النَّبِىِّ ﷺ الْمَدِيْنَةَ فَجَعَلَ يَقُوْلُ اِنْ جَعَلَ لِىْ مُحَمَّدٌ الْاَمْرَ مِنْ بَعْدِهِ تَبِعْتُهُ فَقَدِمَهَا فِى بَشَرٍ كَثِيْرٍ مِنْ قَوْمِهِ فَاَقْبَلَ اِلَيْهِ النَّبِىُّ ﷺ وَمَعَهُ ثَابِتُ بْنُ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ وَفِى يَدِ النَّبِىِّ ﷺ قِطْعَةُ جَرِيْدَةٍ حَتّٰى وَقَفَ عَلَى مُسَيْلَمَةَ فِىْ اَصْحَابِهِ قَالَ لَوْ سَاَلْتَنِىْ هٰذِهِ الْقِطْعَةَ مَا اَعْطَيْتُكَهَا وَلَنْ اَتَعَدّٰى اَمْرَ اللّٰهِ فِيْكَ وَلَئِنْ اَدْبَرْتَ لَيَعْقِرَنَّكَ اللّٰهُ وَاِنِّىْ لَاَرَاكَ الَّذِىْ اُرِيْتُ فِيْكَ مَا اُرِيْتُ وَهٰذَا ثَابِتٌ يُجِيْبُكَ عَنِّىْ ثُمَّ انْصَرَفَ عَنْهُ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَسَاَلْتُ عَنْ قَوْلِ النَّبِىِّ ﷺ اِنَّكَ اَرَى الَّذِىْ اُرِيْتُ فِيْكَ مَا اُرِيْتُ فَاَخْبَرَنِىْ اَبُوْ هُرَيْرَةَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ بَيْنَا اَنَا نَائِمٌ رَاَيْتُ فِىْ يَدَىَّ سُوَارَيْنِ مِنْ ذَهَبٍ فَاَهَمَّنِىْ شَاْنُهُمَا فَاُوْحِىَ اِلَىَّ فِى الْمَنَامِ اَنِ انْفُخْهُمَا فَنَفَخْتُهُمَا فَطَارَا فَاَوَّلْتُهُمَا كَذَّابَيْنِ يَخْرُجَانِ مِنْ بَعْدِىْ فَكَانَ اَحَدُهُمَا الْعَنْسِىَّ صَاحِبَ صَنْعَاءَ وَالْاٰخَرُ مُسَيْلَمَةَ صَاحِبَ الْيَمَامَةِ-

৫৭৩৬. মুহাম্মদ ইব্‌ন সাহ্‌ল তামীমী (র)...... ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, (ভণ্ড নবী) মুসায়লামা কায্‌যাব নবী ﷺ-এর আমলে মদীনায় এল। সে তখন বলতে থাকল, 'মুহাম্মদ যদি তার (মৃত্যুর) পরে নেতৃত্ব আমাকে দেওয়ার অংগীকার করে, তা হলে আমি তার অনুসরণ করব। সে তার কাওমের অনেক লোকজন নিয়ে মদীনায় এল। নবী ﷺ তার দিকে এগিয়ে গেলেন। তাঁর সাথে ছিলেন সাবিত ইব্‌ন কায়স ইব্‌ন শাম্‌মাস (রা)। আর তখন নবী ﷺ-এর হাতে ছিল খেজুর শাখার একটি টুক্‌রা। অবশেষে তিনি সহচর বেষ্টিত মুসায়লামার সামনে গিয়ে থামলেন এবং (কথাবার্তার এক পর্যায়ে বললেন) তুমি যদি আমার কাছে এ নগণ্য খেজুর ডালের টুকরাটিও দাবি কর, তবু আমি তা তোমাকে দিব না এবং আমি কিছুতেই তোমার ব্যাপারে আল্লাহ্‌র বিধান লংঘন করব না। (অথবা আল্লাহর সিদ্ধান্ত লংঘন করতে পারব না।) আর যদি তুমি (অবাধ্য হয়ে) পশ্চাতে ফিরে

যাও, তা হলে অবশ্যই আল্লাহ্ তোমাকে ঘায়েল করবেন। আর আমি অবশ্যই মনে করি যে, যা আমাকে স্বপ্নে দেখানো হয়েছে, তা তোমার ব্যাপারেই দেখানো হয়েছে। আর (আমি তোমার সাথে অধিক বাক্য ব্যয় করতে চাই না, তবে) এ সাবিত আমার পক্ষ থেকে তোমাকে জবাব দিবে। এর পর তিনি তার কাছ থেকে ফিরে চললেন। রাবী ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, পরে আমি নবী ﷺ -এর বক্তব্য- 'তোমাকেই মনে করি যে, আমকে (স্বপ্নে) যা দেখানো হয়েছে, তা তোমার ব্যাপারেই দেখানো হয়েছে' সম্পর্কে জিজ্ঞসা করলাম। তখন আবূ হুরায়রা (রা) আমাকে বললেন যে, নবী ﷺ বলেছেন : আমি ঘুমন্ত অবস্থায় আমার দু'হাতে দু'টি সোনার কংকন দেখতে পেলাম; সে দু'টির অবস্থা আমাকে দুশ্চিন্তায় ফেলল। স্বপ্নে আমার কাছে ওহী পাঠানো হল যে, ও দু'টিকে ফুঁ দিন। আমি সে দু'টি ফুঁ দিলে সে দু'টি উড়ে গেল। তখন আমি (স্বপ্নে দেখা) সে (বালা) দু'টির ব্যাখ্যা করলাম দু'জন নুবুওয়াতের মিথ্যা দাবিদার, যারা আমার পরে আত্মপ্রকাশ করবে। (রাবী বলেন), তাদের দু'জনের একজন হল 'আল-আনসী'- সান'আবাসীদের নেতা এবং অপরজন হল মুসায়লামা- ইয়ামামাবাসীদের সরদার।

٥٧٣٧- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ قَالَ هٰذَا مَا حَدَّثَنَا اَبُوْ هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَذَكَرَ اَحَادِيْثَ مِنْهَا وَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بَيْنَا اَنَا نَائِمٌ اُتِيْتُ خَزَائِنَ الْاَرْضِ فَوَضَعَ فِىْ يَدَىَّ اُسْوَارَيْنِ مِنْ ذَهَبٍ فَكَبُرَا عَلَىَّ وَاَهَمَّانِىْ فَاُوْحِىَ اِلَىَّ اَنِ انْفُخْهُمَا فَنَفَخْتُهُمَا فَذَهَبَا فَاَوَّلْتُهُمَا الْكَذَّابَيْنِ الَّذِيْنَ اَنَا بَيْنَهُمَا صَاحِبُ صَنْعَاءَ وَصَاحِبُ الْيَمَامَةِ-

৫৭৩৭. মুহাম্মদ ইব্ন রাফি' (র)...... হাম্মাম ইব্ন মুনাব্বিহ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এ হল সে সব হাদীস যা আবূ হুরায়রা (রা) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে আমাদের কাছে রিওয়ায়াত করেছেন। এ কথা বলে তিনি কয়েকখানি হাদীস উল্লেখ করেছেন। এ হল (সে সবের একখানি)। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আরও বলেছেন, আমি ঘুমন্ত ছিলাম, এমতাবস্থায় আমার কাছে পৃথিবীর ভাণ্ডারসমূহ নিয়ে আসা হল। তখন আমার হাতে (আগন্তুক) দু'টি সোনার কংকন রেখে দিল। সে দু'টি আমার জন্য বড় ভারী মনে হল এবং এগুলো আমাকে দুশ্চিন্তায় ফেলল। তখন আমার কাছে ওহীর মাধ্যমে জানান হল যে, আমি যেন সে দু'টির উপরে ফুঁ দেই। তখন আমি ফুঁ দিলে সে দু'টি অন্তর্হিত হয়ে গেল। আমি সে দু'টির ব্যাখ্যা করলাম সে দুই মিথ্যুক (ভণ্ড নবী) যে দু'জনের (অবস্থান কালের) মাঝে আমি রয়েছি (অর্থাৎ) সান'আ অধিবাসী (আসওয়াদ আল-আনসী) এবং ইয়ামামা অধিবাসী (মুসায়লামাতুল কায্যাব)।

٥٧٣٨- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا وَهْبُ ابْنُ جَرِيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِىْ عَنْ اَبِىْ رَجَاءٍ الْعُطَارِدِىِّ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ قَالَ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ اِذَا صَلَّى الصُّبْحَ اَقْبَلَ عَلَيْهِمْ بِوَجْهِهِ فَقَالَ هَلْ رَاٰى اَحَدٌ مِنْكُمُ الْبَارِحَةَ رُؤْيَا

৫৭৩৮. মুহাম্মদ ইব্ন বাশ্শার (র)...... সামুরা ইব্ন জুনদুব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ ফজরের সালাত আদায়শেষে লোকদের দিকে মুখ করে বসতেন এবং বলতেন, তোমাদের কেউ কি গত রাতে কোন স্বপ্ন দেখেছে?

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

كِتَابُ الْفَضَائِلِ

অধ্যায় : ফযীলত

١- بَابُ فَضْلِ نَسَبِ النَّبِيِّ ﷺ وَتَسْلِيْمِ الْحَجَرِ عَلَيْهِ قَبْلَ النُّبُوَّةِ-

১. পরিচ্ছেদ : নবী ﷺ-এর বংশ মর্যাদা এবং নুবুওয়াতপ্রাপ্তির আগে তাঁকে পাথরের সালাম করা প্রসঙ্গ

٥٧٣٩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِهْرَانَ الرَّازِىُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ سَهْمٍ جَمِيْعًا عَنِ الْوَلِيْدِ قَالَ ابْنُ مِهْرَانَ حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْاَوْزَاعِىُّ عَنْ اَبِىْ عَمَّارٍ شَدَّادٍ اَنَّهُ سَمِعَ وَاثِلَةَ بْنَ الْاَسْقَعِ يَقُوْلُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اِنَّ اللّٰهَ عَزَّوَجَلَّ اصْطَفٰى كِنَانَةَ مِنْ وَلَدِ اِسْمَاعِيْلَ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ وَاصْطَفٰى قُرَيْشًا مِنْ كِنَانَةَ وَاصْطَفٰى مِنْ قُرَيْشٍ بَنِىْ هَاشِمٍ وَاصْطَفَانِىْ مِنْ بَنِىْ هَاشِمٍ-

৫৭৩৯. মুহাম্মদ ইব্ন মিহ্রান রাযী ও মুহাম্মদ ইব্ন আবদুর রাহমান ইব্ন সাহ্ম (র)....... আবূ আম্মার শাদ্দাদ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি ওয়াসিলা ইব্ন আসকা' (র)-কে বলতে শুনেছেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলতেন : মহান মহিয়ান আল্লাহ্ ইসমাঈল (আ)-এর সন্তানদের হতে 'কিনানা'-কে বাছাই করে নিয়েছেন, আর কিনানা (-র বংশ) হতে, 'কুরায়শ'-কে বাছাই করে নিয়েছেন, আর কুরায়শ (বংশ) হতে বনূ হাশিমকে বাছাই করে নিয়েছেন এবং বনূ হাশিম থেকে আমাকে বাছাই করে নিয়েছেন।

٥٧٤٠- وَحَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ اَبِىْ بُكَيْرٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ ابْنِ طَهْمَانَ قَالَ حَدَّثَنِىْ سِمَاكُ بْنُ حَرْبٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنِّىْ لَاَعْرِفُ حَجْرًا بِمَكَّةَ كَانَ يُسَلِّمُ عَلَىَّ قَبْلَ اَنْ اُبْعَثَ اِنِّىْ لَاَعْرِفُهُ الْاٰنَ-

৫৭৪০. আবূ বকর ইব্ন আবূ শায়বা (র)....... জাবির ইব্ন সামুরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : আমি মক্কায় একটি পাথরকে জানি, যে (নবীরূপে) আমার প্রেরিত হওয়ার আগেও আমাকে সালাম করত; আমি এখনও তাকে নিশ্চিতভাবে চিনতে পারি।

٢- بَابُ تَفْضِيْلِ نَبِيِّنَا ﷺ عَلَى جَمِيْعِ الْخَلَائِقِ

২. পরিচ্ছেদ : আমাদের নবী ﷺ-কে সমুদয় সৃষ্টির উপরে শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান প্রসঙ্গে

٥٧٤١- وَحَدَّثَنِيْ الْحَكَمُ بْنُ مُوْسَى اَبُوْ صَالِحٍ قَالَ حَدَّثَنَا هِقْلُ يَعْنِيْ ابْنَ زِيَادٍ عَنِ الْاَوْزَعِيُّ قَالَ حَدَّثَنِيْ اَبُوْ عَمَّارٍ قَالَ حَدَّثَنِيْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ فَرُّوْخَ قَالَ حَدَّثَنِيْ اَبُو هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنَا سَيِّدُ وَلَدِ اٰدَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَاَوَّلُ مَنْ يَنْشَقُّ عَنْهُ الْقَبْرُ وَاَوَّلُ شَافِعٍ وَاَوَّلُ مُشَفَّعٍ-

৫৭৪১. হাকাম ইব্‌ন মূসা আবূ সালিহ্ (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ আমি কিয়ামতের দিনে আদম সন্তানদের নেতা হব এবং আমিই প্রথম ব্যক্তি যার কবর উন্মুক্ত করে দেয়া হবে এবং আমিই প্রথম সুপারিশকারী ও প্রথম সুপারিশ গৃহীত ব্যক্তি।

٣- بَابٌ فِي مُعْجِزَاتِ النَّبِيِّ ﷺ

৩. পরিচ্ছেদ : নবী ﷺ-এর মু'জিযা প্রসঙ্গে

٥٧٤٢- وَحَدَّثَنِيْ اَبُوْ الرَّبِيْعِ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْعَتَكِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَعْنِيْ ابْنَ زَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا ثَابِتٌ عَنْ اَنَسٍ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ دَعَا بِمَاءٍ فَاُتِيَ بِقَدَحٍ رَحْرَاحٍ فَجَعَلَ الْقَوْمُ يَتَوَضَّؤُنَ فَحَزَرْتُ مَا بَيْنَ السِّتِّيْنَ اِلَى الثَّمَانِيْنَ قَالَ فَجَعَلْتُ اَنْظُرُ اِلَى الْمَاءِ يَنْبُعُ مِنْ بَيْنِ اَصَابِعِهِ-

৫৭৪২. আবূ রবী' সুলায়মান ইব্‌ন দাঊদ আতাকী (র)...... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, (একদা) নবী ﷺ পানি আনতে বললেন, তখন একটি প্রশস্ত অগভীর তলবিশিষ্ট পেয়ালা নিয়ে আসা হল। (তিনি তাতে হাত রেখে বরকতের দু'আ করলেন) এবং লোকেরা উযূ করতে লাগল। আমি তাদের সংখ্যা ষাট থেকে আশির মধ্যে অনুমান করলাম। রাবী বলেন, আমি পানির দিকে তাকাতে থাকলাম- যা তাঁর আংগুলসমূহের মাঝ থেকে উদ্বেলিত হয়ে বেরিয়ে আসছিল।

٥٧٤٣- وَحَدَّثَنِيْ اِسْحَاقُ ابْنُ مُوْسَى الْاَنْصَارِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْنٌ قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ ح قَالَ وَحَدَّثَنِيْ اَبُوْ الطَّاهِرِ قَالَ اَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ اَنَسٍ عَنْ اِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِي طَلْحَةَ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّهُ قَالَ رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ وَحَانَتْ صَلٰوةُ الْعَصْرِ فَالْتَمَسَ النَّاسُ الْوَضُوْءَ فَلَمْ يَجِدُوْهُ فَاُتِيَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِوَضُوْءٍ فَوَضَعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِي ذٰلِكَ الْاِنَاءِ يَدَهُ وَاَمَرَ النَّاسَ اَنْ يَتَوَضَّئُوْا مِنْهُ قَالَ فَرَاَيْتُ الْمَاءَ يَنْبُعُ مِنْ تَحْتِ اَصَابِعِهِ فَتَوَضَّاَ النَّاسُ حَتّٰى تَوَضَّئُوْا مِنْ عِنْدِ اٰخِرِهِمْ-

৫৭৪৩. ইসহাক ইব্‌ন মূসা আনসারী ও আবূ তাহির (র)...... আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে দেখলাম, তখন আসরের সালাতের সময় হয়ে গিয়েছিল আর লোকেরা উযূর

পানি খুঁজছিল কিন্তু তারা তা পেল না। এ সময় রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট কিছু উযূর পানি আনা হল। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সে (পানির) পাত্রে তাঁর হাত মুবারক রেখে দিলেন এবং লোকদের তা থেকে উযূ করতে বললেন, রাবী বলেন। আমি দেখলাম, পানি তাঁর অংগুলিসমূহের নিচ থেকে উদ্বেলিত হয়ে বেরিয়ে আসছে। তখন লোকেরা উযূ করল, এমন কি তাদের শেষ ব্যক্তি পর্যন্ত সকলেই উযূ করল।

٥٧٤٤- حَدَّثَنِىْ اَبُوْ غَسَّانَ الْمِسْمَعِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاذُ يَعْنِىْ ابْنَ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ اَبِىْ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ حَدَّثَنَا اَنَسُ بْنُ مَالِكٍ اَنَّ نَبِىَّ اللّٰهِ ﷺ وَاَصْحَابَهُ بِالزَّوْرَاءِ (قَالَ وَالزَّوْرَاءُ بِالْمَدِيْنَةِ عِنْدَ السُّوْقِ وَالْمَسْجِدِ فِيْمَا ثَمَّهُ) دَعَا بِقَدَحٍ فِيْهِ مَاءٌ فَوَضَعَ كَفَّهُ فِيْهِ فَجَعَلَ يَنْبُعُ مِنْ بَيْنِ اَصَابِعِهِ فَتَوَضَّاءَ جَمِيْعُ اَصْحَابِهِ قَالَ قُلْتُ كَمْ كَانُوْا يَا اَبَا حَمْزَةَ قَالَ كَانُوْا زُهَاءَ الثَّلاَثِ مِأَةٍ-

৫৭৪৪. আবূ গাস্সান মিসমাঈ (র)...... আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ এবং তাঁর সাহাবিগণ 'যাওরা' নামক স্থানে ছিলেন। রাবী বলেন, 'যাওরা' হল মদীনার বাজার এবং মসজিদ সেখানকার নিকটে। তখন তিনি একটি পেয়ালা আনতে বললেন, যাতে সামান্য পানি ছিল। তিনি তাঁর (হাতের) পাঞ্জা তাতে রাখলেন। তখন তাঁর অংগুলিসমূহের মাঝ থেকে (পানি) উথলে বের হতে লাগল আর তাঁর সাহাবিগণ সকলেই উযূ করলেন। রাবী [কাতাদা (র)] বলেন, আমি জিজ্ঞাসা করলাম, হে আবূ হাম্যা (রা) তাঁরা কতজন ছিলেন? তিনি বললেন, তাঁরা ছিলেন তিনশ'জনের মত।

٥٧٤٥- وَحَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيْدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَنَسٍ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ بِالزَّوْرَاءِ فَاُتِىَ بِاِنَاءٍ مَاءٍ لاَ يَغْمُرُ اَصَابِعَهُ اَوْ قَدْرَ مَايُوَارِىْ اَصَابِعَهُ ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَ حَدِيْثِ هِشَامٍ-

৫৭৪৫. মুহাম্মদ ইব্ন মুসান্না (র)...... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ 'যাওরা'য় ছিলেন। তখন একটি পানির পাত্র আনা হল, যা (-র পানিতে) তাঁর অংগুলিসমূহ ডুবছিল না, কিংবা ঐ পরিমাণ, যা তাঁর অংগুলিসমূহ ডুবাতে পারে। এরপর তিনি (পূর্বোক্ত হাদীসের) রাবী হিশাম (র) বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ উল্লেখ করেছেন।

٥٧٤٦- وَحَدَّثَنِىْ سَلَمَةُ بْنُ شَبِيْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ اَعْيَنَ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْقِلٌ عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ اَنَّ اُمَّ مَالِكٍ كَانَتْ تُهْدِىْ لِلنَّبِىِّ ﷺ فِىْ عُكَّةٍ لَهَا سَمْنًا فَيَأْتِيْهَا بَنُوْهَا فَيَسْأَلُوْنَ الْاُدْمَ وَلَيْسَ عِنْدَهُمْ شَىْءٌ فَتَعْمِدُ اِلَى الَّذِىْ كَانَتْ تُهْدِىْ فِيْهِ لِلنَّبِىِّ ﷺ فَتَجِدُ فِيْهِ سَمْنًا فَمَا زَالَ يُقِيْمُ لَهَا اُدْمُ بَيْتِهَا حَتّٰى عَصَرَتْهُ فَاَتَتِ النَّبِىَّ ﷺ فَقَالَ عَصَرْتِيْهَا قَالَتْ نَعَمْ قَالَ لَوْ تَرَكْتِيْهَا مَازَالَ قَائِمًا-

৫৭৪৬. সালামা ইব্ন শাবীব (র)....... জাবির (রা) থেকে বর্ণিত যে, উম্মু মালিক (রা) তাঁর একটি চামড়ার পাত্রে নবী ﷺ-এর জন্য ঘি হাদিয়া পাঠাতেন। (কোন কোন সময়) তার ছেলেরা তার কাছে এসে (রুটি মাখাবার জন্য) ব্যঞ্জন (তরকারি) চাইত। কিন্তু তখন তাদের কাছে কিছু থাকত না। তাই তিনি (উম্মু মালিক) সে পাত্রটির

উদ্দেশ্যে এগিয়ে যেতেন, যাতে করে তিনি নবী ﷺ-এর জন্য হাদিয়া পাঠাতেন। তখন তিনি তাতে কিছু ঘি পেয়ে যেতেন। পরে তা তার ঘরের (রুটি মাখাবার) ব্যঞ্জনের (তরকারির) কাজ দিতে থাকল। যতক্ষণ না তিনি সেটি নিংড়ে ফেললেন। পরে তিনি নবী ﷺ নিকট আসলে তিনি বললেন : তুমি সেটি নিংড়ে ফেলেছ? তিনি বললেন, হ্যাঁ। তিনি (নবী ﷺ) বললেন, তুমি সেটিকে (না নিংড়িয়ে) যথাবস্থায় রেখে দিলে তা (-তে ব্যঞ্জন) বিদ্যমান থেকেই যেত।

٥٧٤٧- وَحَدَّثَنِي سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ اَعْيَنَ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْقِلٌ عَنْ اَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ اَنَّ رَجُلاً اَتَى النَّبِيَّ ﷺ يَسْتَطْعِمُهُ فَاَطْعَمَهُ شَطْرَ وَسْقِ شَعِيرٍ فَمَا زَالَ الرَّجُلُ يَأْكُلُ مِنْهُ وَأَمْرَأَتُهُ وَضَيْفُهُمَا حَتَّى كَالَهُ فَاَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ لَوْ لَمْ تَكِلْهُ لاَ كَلْتُمْ مِنْهُ وَلَقَامَ لَكُمْ-

৫৭৪৭. সালামা ইব্‌ন শাবীব (র)......জাবির (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, এক ব্যক্তি খাদ্য সাহায্যের জন্য নবী ﷺ-এর কাছে এলে তিনি তাকে অর্ধ ওয়াস্‌ক যব খাবার জন্য দিলেন। লোকটি তা থেকে খেতে থাকল, আর তার স্ত্রী এবং তাদের উভয়ের মেহমানরাও। অবশেষে সে (একদিন) তা মেপে দেখল। ফলে তা ফুরিয়ে গেলে। পরে সে নবী ﷺ কাছে (অভিযোগ নিয়ে) আসল। তিনি বললেন, তুমি যদি তা মেপে না দেখতে, তা হলে তোমরা তা থেকে খেতে থাকতে এবং তা তোমাদের জন্য (দীর্ঘকাল) বিদ্যমান থাকত।

٥٧٤٨- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الدَّارِمِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَلِيٍّ الْحَنَفِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ وَهُوَ ابْنُ اَنَسٍ عَنْ اَبِي الزُّبَيْرِ الْمَكِّيِّ اَنَّ اَبَا الطُّفَيْلِ عَامِرَ بْنَ وَاثِلَةَ اَخْبَرَهُ اَنَّ مُعَاذَبْنَ جَبَلٍ اَخْبَرَهُ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ عَامَ غَزْوَةِ تَبُوْكَ فَكَانَ يَجْمَعُ الصَّلٰوةَ فَصَلَّى الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيْعًا وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ جَمِيْعًا حَتّٰى اِذَا كَانَ يَوْمًا اَخَّرَ الصَّلٰوةَ ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَّى الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيْعًا ثُمَّ دَخَلَ ثُمَّ خَرَجَ بَعْدَ ذٰلِكَ فَصَلَّى الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ جَمِيْعًا ثُمَّ قَالَ اِنَّكُمْ سَتَأْتُوْنَ غَدًا اِنْ شَاءَ اللّٰهُ عَيْنَ تَبُوْكَ وَاِنَّكُمْ لَنْ تَأْتُوْهَا حَتّٰى يُضْحِيَ النَّهَارُ فَمَنْ جَاءَهَا مِنْكُمْ فَلاَ يَمَسَّ مِنْ مَائِهَا شَيْئًا حَتّٰى اٰتِيَ فَجِئْنَاهَا وَقَدْ سَبَقَنَا اِلَيْهَا رَجُلاَنِ وَالْعَيْنُ مِثْلُ الشِّرَاكِ تَبِضُّ بِشَيْءٍ مِنْ مَاءٍ قَالَ فَسَأَلَهُمَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ هَلْ مَسَسْتُمَا مِنْ مَائِهَا شَيْئًا قَالاَ نَعَمْ فَسَبَّهُمَا النَّبِيُّ ﷺ وَقَالَ لَهُمَا مَا شَاءَ اللّٰهُ اَنْ يَقُوْلَ قَالَ ثُمَّ غَرَفُوْا بِاَيْدِيْهِمْ مِنَ الْعَيْنِ قَلِيْلاً قَلِيْلاً حَتّٰى اجْتَمَعَ فِي شَيْءٍ قَالَ وَغَسَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِيْهِ يَدَيْهِ وَوَجْهَهُ ثُمَّ اَعَادَهُ فِيْهَا فَجَرَتِ الْعَيْنُ بِمَاءٍ مُنْهَمِرٍ اَوْقَالَ غَزِيْرٍ شَكَّ اَبُوْ عَلِيٍّ اَيُّهُمَا قَالَ حَتّٰى اسْتَقَى النَّاسُ ثُمَّ قَالَ يُوْشِكُ يَا مُعَاذُ اِنْ طَالَتْ بِكَ حَيَاةٌ اَنْ تَرَى مَا هَاهُنَا قَدْمُلِئَ جِنَانًا-

৫৭৪৮. আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আবদুর রাহমান দারিমী (র) ...... মুআয ইব্‌ন জাবাল (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, তাবূক যুদ্ধের বছর আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সঙ্গে (যুদ্ধে) বের হলাম। (এ সফরে) তিনি (দুই) সালাত একত্রে আদায় করতেন। অর্থাৎ জুহ্‌র ও আসর একত্রে আদায় করতেন আর মাগরিব ও 'ইশা একত্রে আদায় করতেন।[১]

এভাবে এক দিন (এমন হল যে), সালাত বিলম্বিত করলেন। তারপর বের হয়ে এসে জুহর ও আসর একত্রে আদায় করলেন, অতঃপর (তাঁবুতে) প্রবেশ করলেন। তারপর আবার বেরিয়ে এলেন এবং মাগরিব ও ইশা একত্রে আদায় করলেন। তারপর বললেন, ইন্‌শাআল্লাহ্ তোমরা আগামীকাল 'তাবূক প্রস্রবণে' পৌঁছবে আর চাশতের সময় না হওয়া পর্যন্ত তোমরা সেখানে পৌঁছতে পারবে না। তোমাদের মধ্যে যে (-ই) সেখানে (প্রথমে) পৌঁছবে, সে যেন তার পানির কিছুই স্পর্শ না করে- যতক্ষণ না আমি এসে পৌঁছি। আমরা (যথাসময়ই) সেখানে পৌঁছলাম। (কিন্তু) ইতিমধ্যে দু'ব্যক্তি আমাদের আগে সেখানে পৌঁছে গিয়েছিল। আর প্রস্রবণটিতে জুতার ফিতার ন্যায় ক্ষীণ ধারায় কিছু সামান্য পানি প্রবাহিত হচ্ছিল। মুআয (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ঐ দু'জনকে জিজ্ঞাসা করলেন, তোমরা তার পানি থেকে কিছু স্পর্শ করেছ কি?...... তারা বলল, হ্যাঁ। তখন নবী ﷺ তাদের দু'জনকে তিরস্কার করলেন। আর আল্লাহ্‌র যা ইচ্ছা, তাদের তাই বললেন। রাবী বলেন, তারপর লোকেরা তাদের হাত দিয়ে অঞ্জলি ভরে ভরে প্রস্রবণ থেকে অল্প অল্প করে (পানি) তুলল, অবশেষে তা একটি পাত্রে কিছু পরিমাণ সঞ্চিত হল। রাবী বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তার মধ্যে তাঁর দু'হাত এবং মুখ মুবারক ধুলেন এবং পরে তা (পানি) তাতে (প্রস্রবণে) উলটিয়ে (ঢেলে) দিলেন। ফলে প্রস্রবণটি উচ্ছল ধারায় অথবা (রাবী বলেছেন), অঢেল পরিমাণে প্রবাহিত হতে লাগল। আবূ আলী (র) সন্দেহ করেছেন যে, রাবী এর দুই শব্দের মধ্যে কোন্‌টি বলেছেন। এবার লোকেরা (চাহিদা) পানি পান করল। পরে নবী ﷺ ইরশাদ করলেন : হে মুআয! যদি তুমি দীর্ঘজীবী হও, তবে আশা করা যায় যে, তুমি দেখতে পাবে, (প্রস্রবণের) এ স্থানটি বাগানে ভরে গিয়েছে।

٥٧٤٩- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبَّاسِ بْنِ سَهْلٍ السَّاعِدِيِّ عَنْ اَبِيْ حُمَيْدٍ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ غَزْوَةَ تَبُوْكَ فَاَتَيْنَا وَادِيَ الْقُرَى عَلَى حَدِيْقَةٍ لِامْرَأَةٍ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اخْرُصُوْهَا فَخَرَصْنَاهَا وَخَرَصَهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَشْرَةَ اَوْسُقٍ وَقَالَ اَحْصِيْهَا حَتّٰى نَرْجِعَ اِلَيْكِ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ فَانْطَلَقْنَا حَتّٰى قَدِمْنَا تَبُوْكَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ سَتَهُبُّ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَةَ رِيْحٌ شَدِيْدَةٌ فَلَا يَقُمْ فِيْهَا اَحَدٌ مِنْكُمْ فَمَنْ كَانَ لَهُ بَعِيْرٌ فَلْيَشُدَّ عِقَالَهُ فَهَبَّتْ رِيْحٌ شَدِيْدَةٌ فَقَامَ رَجُلٌ فَحَمَلَتْهُ الرِّيْحُ حَتّٰى اَلْقَتْهُ بِجَبَلَيْ طَيِّئٍ فَجَاءَ رَسُوْلُ ابْنِ الْعَلْمَاءِ صَاحِبِ اَيْلَةَ اِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ بِكِتَابٍ وَاَهْدَى لَهُ بَغْلَةً بَيْضَاءَ فَكَتَبَ اِلَيْهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَاَهْدَى لَهُ بُرْدًا ثُمَّ اَقْبَلْنَا حَتّٰى قَدِمْنَا وَادِيَ الْقُرَى فَسَأَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الْمَرْأَةَ عَنْ حَدِيْقَتِهَا كَمْ بَلَغَ ثَمَرُهَا فَقَالَتْ عَشْرَةَ اَوْسُقٍ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنِّيْ مُسْرِعٌ فَمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ فَلْيُسْرِعْ مَعِيْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَمْكُثْ فَخَرَجْنَا حَتّٰى اَشْرَفْنَا عَلَى الْمَدِيْنَةِ فَقَالَ هٰذِهِ طَابَةُ وَهٰذَا اُحُدٌ وَهُوَ جَبَلٌ يُحِبُّنَا وَنُحِبُّهُ ثُمَّ قَالَ اِنَّ خَيْرَ دُوْرِ الْاَنْصَارِ دَارُ بَنِي النَّجَّارِ ثُمَّ دَارُ بَنِيْ عَبْدِ الْاَشْهَلِ ثُمَّ دَارُ بَنِيْ عَبْدِ الْحَارِثِ بْنِ الْخَزْرَجِ ثُمَّ دَارُ بَنِيْ سَاعِدَةَ وَفِيْ كُلِّ دُوْرِ الْاَنْصَارِ خَيْرٌ فَلَحِقَنَا سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ فَقَالَ اَبُوْ اُسَيْدٍ اَلَمْ تَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ خَيَّرَ دُوْرَ الْاَنْصَارِ فَجَعَلْنَا اٰخِرًا فَاَدْرَكَ

১. অর্থাৎ দ্রুত পথ বলার সুবিধার লক্ষ্যে জুহর ও মাগরিব এমনভাবে শেষ ওয়াক্তে আদায় করতেন যে, আসর ও ইশার ওয়াক্ত হয়ে যেত এবং তখন আসর ও ইশা আদায় করতেন।

سَعْدُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ خَيَّرْتَ دُوْرَ الْاَنْصَارِ فَجَعَلْتَنَا اٰخِرًا فَقَالَ أَوَلَيْسَ بِحَسْبِكُمْ اَنْ تَكُوْنُوْا مِنَ الْخِيَارِ–

৫৭৪৯. আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসলামা ইব্ন কা'নাব (র)...... আবূ হুমায়দ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সঙ্গে তাবূক যুদ্ধের উদ্দেশ্যে বের হলাম। আমরা 'ওয়াদিল কুরা' এলাকায় এক মহিলার একটি বাগানের কাছে পৌঁছলে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, তোমরা এর পরিমাণ অনুমান কর। আমরা এর পরিমাণ অনুমান করলাম। আর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ দশ ওয়াস্ক (প্রায় পঞ্চাশ মণ/২০০০ কেজি বা দুই টন) পরিমাণটি অনুমান করলেন এবং (স্ত্রীলোকটিকে) বললেন, আমরা ইন্শা আল্লাহ্ তোমার এখানে ফিরে আসা পর্যন্ত এ পরিমাণ ধরে রাখ। পরে আমরা এগিয়ে চললাম এবং তাবূক পৌঁছে গেলাম। তখন (এক রাতে) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : আজ রাতে প্রচণ্ড বায়ু প্রবাহ তোমাদের উপর দিয়ে বয়ে যাবে। তাই তোমাদের কেউ যেন তার মাঝে দাঁড়িয়ে না থাকে এবং যার উট আছে, সে যেন তার দড়ি শক্ত করে বেঁধে রাখে। (ঐ রাতে) প্রচণ্ড বাতাস প্রবাহিত হল। এক ব্যক্তি বের হলে বাতাস তাকে উড়িয়ে নিয়ে অবশেষে 'তাই' অঞ্চলের দুই পাহাড়ের কাছে ফেলে দিল। আর (ঐ সময় নিকটবর্তী) 'আয়লার' প্রধান (শাসক) ইব্নুল 'আলমা'-র দূত রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে একটি চিঠি নিয়ে এল এবং তিনি তাকে একটি সাদা খচ্চর ও হাদিয়া পাঠালেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-ও তার কাছে চিঠি লিখে পাঠালেন এবং তাকে একটি চাদর হাদিয়া পাঠালেন। তারপর আমরা এগিয়ে চলতে চলতে 'ওয়াদিল কুরা' পৌঁছলাম। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ স্ত্রীলোকটিকে (বাগানের মালিক) তার বাগান সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন যে, তার ফল কি পরিমাণে পৌঁছেছে? সে বলল, দশ ওয়াস্ক। তার পর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, আমি দ্রুত যাচ্ছি। তোমাদের মধ্যে যার ইচ্ছা হয়, সে আমার সঙ্গে দ্রুত যেতে পারে। আর যার ইচ্ছা, সে অবস্থান করতে পারে। আমরা বের হয়ে পড়লাম। অবশেষে মদীনার কাছাকাছি পৌঁছলাম। তখন তিনি বললেন, এ (মদীনা) হল 'তাবা' (পবিত্র ও উত্তম স্থান)। আর এ হল উহুদ। আর তা এমন পাহাড়, যে আমাদের ভালবাসে এবং আমরাও তাকে ভালবাসি। তারপর বললেন, আনসারীদের শ্রেষ্ঠ পরিবার (গোত্র) বনূ-নাজ্জার, তারপর বনূ আবদুল আশ্হাল, তারপর বনূ হারিস ইব্ন খাযরাজ, তারপর বনূ সাঈদা। আর আনসারদের প্রতিটি গোত্রই উত্তম। সা'দ ইব্ন উবাদা (রা) আমাদের সাথে এসে মিলিত হলে (তাঁর গোত্রের) আবূ উসায়দ (রা) তাঁকে বললেন, আপনি কি দেখেন নি যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আনসার গোত্রগুলোর মাঝে ক্রমানুসারে শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা করেছেন এবং আমাদের গোত্রকে তালিকার শেষে রেখেছেন! তখন সা'দ (রা) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে খুঁজে পেলেন এবং বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনি আনসার গোত্রগুলোর শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা করেছেন এবং আমাদের শেষে রেখেছেন! তখন তিনি বললেন, শ্রেষ্ঠ তালিকাভুক্ত অন্যতম হওয়া কি তোমাদের জন্য যথেষ্ট নয়?

৫৭৫০ – حَدَّثَنَاهُ اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَفَّانُ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ اَخْبَرَنَا الْمُغِيْرَةُ بْنُ سَلَمَةَ الْمَخْزُوْمِىُّ قَالَا حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ يَحْيَى بِهٰذَا الْاِسْنَادِ اِلَى قَوْلِهِ وَفِىْ كُلِّ دُوْرِ الْاَنْصَارِ خَيْرٌ وَلَمْ يَذْكُرْ مَا بَعْدَهُ مِنْ قِصَّةِ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ وَزَادَ فِىْ حَدِيْثِ وُهَيْبٍ فَكَتَبَ لَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِبَحْرِهِمْ وَلَمْ يَذْكُرْ فِىْ حَدِيْثِ وُهَيْبٍ فَكَتَبَ اِلَيْهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ –

৫৭৫০. আবূ বকর ইব্‌ন আবূ শায়বা ও ইসহাক ইব্‌ন ইবরাহীম (রা)...... আম্‌র ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া (র) উক্ত সনদে 'আনসারদের প্রতিটি গোত্রে কল্যাণ রয়েছে'- পর্যন্ত রিওয়ায়াত করেছেন। তিনি সা'দ ইব্‌ন উবাদা (রা) সম্পর্ক পরবর্তী অংশ বর্ণনায় উল্লেখ করেন নি। উহায়ব (র) তাঁর বর্ণিত হাদীসে অধিক বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর (ইবনুল 'আলমা)-র জন্য তাদের (আয়লার) জনপদগুলো লিখে দিলেন। উহায়ব (র)-এর বর্ণিত হাদীসে 'রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -ও তার কাছে চিঠি লিখে পাঠালেন' কথাটি উল্লেখ করেন নি।

٤- بَابُ تَوَكُّلِهِ ﷺ عَلَى اللّٰهِ تَعَالَى وَعِصْمَةِ اللّٰهِ تَعَالَى لَهُ مِنَ النَّاسِ

৪. পরিচ্ছেদ : আল্লাহ্ তা'আলার উপরে নবী ﷺ-কে তাওয়াক্কুল এবং তাঁকে লোকদের (অনিষ্ট) থেকে আল্লাহ্ তা'আলার হিফাযত

٥٧٥١- حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ اَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ جَابِرٍ ح قَالَ وَحَدَّثَنِىْ اَبُوْ عِمْرَانَ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ زِيَادٍ وَاللَّفْظُ لَهُ قَالَ اَخْبَرَنَا اِبْرَاهِيْمُ يَعْنِىْ ابْنَ سَعْدٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سِنَانِ بْنِ اَبِىْ سِنَانٍ الدُّؤَلِيِّ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ غَزَوْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ غَزْوَةً قِبَلَ نَجْدٍ فَاَدْرَكَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِىْ وَادٍ كَثِيْرِ الْعِضَاهِ فَنَزَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ تَحْتَ شَجَرَةٍ فَعَلَّقَ سَيْفَهُ بِغُصْنٍ مِنْ اَغْصَانِهَا قَالَ وَتَفَرَّقَ النَّاسُ فِى الْوَادِىْ يَسْتَظِلُّوْنَ بِالشَّجَرِ قَالَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ رَجُلاً اَتَانِىْ وَاَنَا نَائِمٌ فَاَخَذَ السَّيْفَ فَاسْتَيْقَظْتُ وَهُوَ قَائِمٌ عَلَى رَأْسِىْ فَلَمْ اَشْعُرْ اِلاَّ وَالسَّيْفُ صَلْتًا فِىْ يَدِهِ فَقَالَ لِىْ مَنْ يَمْنَعُكَ مِنِّىْ قَالَ قُلْتُ اللّٰهُ ثُمَّ قَالَ فِى الثَّانِيَةِ مَنْ يَمْنَعُكَ مِنِّىْ قَالَ قُلْتُ اللّٰهُ قَالَ فَشَامَ السَّيْفَ فَهَا هُوَ ذَا جَالِسٌ ثُمَّ لَمْ يَعْرِضْ لَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ -

৫৭৫১. আব্‌দ ইব্‌ন হুমায়দ, আবূ ইমরান মুহাম্মদ ইব্‌ন জা'ফার ইব্‌ন যিয়াদ (র)....... জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সঙ্গে নাজ্‌দ-এর দিকে একটি অভিযানে জিহাদে গেলাম। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ (পেছন থেকে এসে) একটি কাঁটাবনযুক্ত উপত্যকায় আমাদের পেলেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ একটি গাছের তলায় অবতরণ করলেন এবং তাঁর তরবারিখানি সে গাছের একটি শাখায় ঝুলিয়ে রাখলেন। রাবী [জাবির (রা)] বলেন, অন্য লোকেরা গাছের ছায়ায় আশ্রয় নেয়ার জন্য উপত্যকায় ছড়িয়ে পড়ল। রাবী বলেন, পরে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : এক ব্যক্তি আমার কাছে এল। তখন আমি ঘুমন্ত। সে তরবারিটি হাতে নিল। আমি জেগে উঠলাম, তখন সে আমার শিয়রে দাঁড়িয়ে। আমি কিছু বুঝে না উঠতেই (দেখি) তরবারি তার হাতে উন্মুক্ত। সে আমাকে বলল, কে তোমাকে আমার (হাত) থেকে রক্ষা করবে? তিনি বলেন, আমি বললাম, আল্লাহ্। সে দ্বিতীয়বার বলল, তোমাকে আমার (হাত) থেকে কে রক্ষা করবে? তিনি বলেন, আমি বললাম, আল্লাহ্। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : সে তখন তরবারিটি কোষবদ্ধ করল। ওই যে সে বসে আছে। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাকে কিছুই বললেন না।

٥٧٥٢- وَحَدَّثَنِي عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الدَّارِمِيُّ وَاَبُوْ بَكْرِ ابْنُ اِسْحَاقَ قَالاَ اَخْبَرَنَا اَبُوْ الْيَمَانِ قَالَ اَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي سِنَانُ بْنُ اَبِي سِنَانِ الدُّؤَلِيُّ وَاَبُوْ سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اَنَّ جَابِرَبْنَ عَبْدِ اللّٰهِ الْاَنْصَارِيَّ وَكَانَ مِنْ اَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ اَخْبَرَهُمَا اَنَّهُ غَزَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ غَزْوَةً قِبَلَ نَجْدٍ فَلَمَّا قَفَلَ النَّبِيُّ ﷺ قَفَلَ مَعَهُ فَاَدْرَكَتْهُمُ الْقَائِلَةُ يَوْمًا ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَ حَدِيْثِ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ سَعْدٍ وَمَعْمَرٍ-

৫৭৫২. আবদুল্লাহ্ ইব্ন আবদুর রাহমান দারিমী ও আবূ বকর ইব্ন ইসহাক (র)...... সিনান ইব্ন আবূ সিনান দু'আলী ও আবূ সালাম ইব্ন আব্দুর রাহমান (র) থেকে হাদীস বর্ণনা করেন যে, জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ্ আনসারী (রা)...... তিনি ছিলেন নবী ﷺ-এর অন্যতম সাহাবী। তিনি নবী ﷺ-এর সঙ্গে নাজ্দ অভিমুখে একটি অভিযানে গেলেন। নবী ﷺ যখন ফিরে এলেন, তখন তিনিও তাঁর সঙ্গে ফিরে আসেন। একদিন দুপুরের বিশ্রামকাল সমুপস্থিত হল.....। তারপর ইবরাহীম ইব্ন সা'দ ও মা'মার (র) বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

٥٧٥٣- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا اَبَانُ بْنُ يَزِيْدَ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ اَبِي كَثِيْرٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ اَقْبَلْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ حَتّٰى اِذَا كُنَّا بِذَاتِ الرِّقَاعِ بِمَعْنَى حَدِيْثِ الزُّهْرِيِّ وَلَمْ يَذْكُرْ ثُمَّ لَمْ يَعْرِضْ لَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ -

৫৭৫৩. আবূ বকর ইব্ন আবূ শায়বা (র)...... জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা নবী ﷺ-এর সঙ্গে এগিয়ে চললাম। অবশেষে আমরা যখন যাতুর-রিকায় পৌঁছলাম......। তারপর যুহরী (র) বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন। তবে তিনি 'তারপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাকে আর কোন কিছু বললেন না' কথাটি উল্লেখ করেননি।

٥- بَابُ بَيَانِ مِثْلِ مَا بُعِثَ النَّبِيُّ ﷺ بِهِ مِنَ الْهُدَى وَالْعِلْمِ

৫. পরিচ্ছেদ : নবী ﷺ যে হিদায়াত ও ইল্মসহ প্রেরিত হয়েছেন, তার দৃষ্টান্তের বিবরণ

٥٧٥٤- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِي شَيْبَةَ وَاَبُوْ عَامِرٍ الْاَشْعَرِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ وَاللَّفْظُ لِاَبِي عَامِرٍ قَالُوْا حَدَّثَنَا اَبُوْ اُسَامَةَ عَنْ بُرَيْدٍ عَنْ اَبِي بُرْدَةَ عَنْ اَبِي مُوْسٰى عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اِنَّ مَثَلَ مَا بَعَثَنِيَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ بِهِ مِنَ الْهُدٰى وَالْعِلْمِ كَمَثَلِ غَيْثٍ اَصَابَ اَرْضًا فَكَانَتْ مِنْهَا طَائِفَةٌ طَيِّبَةٌ قَبِلَتِ الْمَاءَ فَاَنْبَتَتِ الْكَلَاَ وَالْعُشْبَ الْكَثِيْرَ وَكَانَ مِنْهَا اَجَادِبُ اَمْسَكَتِ الْمَاءَ فَنَفَعَ اللّٰهُ بِهَا النَّاسَ فَشَرِبُوْا مِنْهَا وَسَقَوْا وَرَعَوْا وَاَصَابَ طَائِفَةً مِنْهَا اُخْرٰى اِنَّمَا هِيَ قِيْعَانٌ لَا تُمْسِكُ مَاءً وَلَا تُنْبِتُ كَلَاً فَذٰلِكَ مَثَلُ مَنْ فَقُهَ فِيْ دِيْنِ اللّٰهِ وَنَفَعَهُ اللّٰهُ بِمَا بَعَثَنِيَ اللّٰهُ بِهِ فَعَلِمَ وَعَلَّمَ وَمَثَلُ مَنْ لَمْ يَرْفَعْ بِذٰلِكَ رَاْسًا وَلَمْ يَقْبَلْ هُدَى اللّٰهِ الَّذِيْ اُرْسِلْتُ بِهِ-

৫৭৫৪. আবূ বকর ইব্‌ন আবূ শায়বা, আবূ আমির আশআরী ও মুহাম্মদ ইব্‌ন আলা (র)........ আবূ মূসা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে যে হিদায়াত ও ইল্‌ম সহকারে পাঠিয়েছেন; তার দৃষ্টান্ত সে বৃষ্টির ন্যায় যা কোন ভূমিতে বর্ষিত হল, আর সে ভূমির উৎকৃষ্ট কতকাংশ পানি গ্রহণ করে প্রচুর তারতাজা ঘাস-পাতা উৎপন্ন করল। আর কতকাংশ হল অনুর্বর মাটি, যা পানি আটকিয়ে রাখে, ফলে আল্লাহ্ তা'আলা তা দিয়ে মানুষের উপকার পৌছান এবং তারা তা থেকে পান করে, (অন্যদের) পান করায় ও পশু চরায়। আর (বৃষ্টির পানি) সে ভূমির আরও কতকাংশে বর্ষিত হল- যা উঁচু পার্বত্য টিলাময়, যা কোন পানি আট্‌কিয়ে রাখে না আর কোন ঘাস-পাতাও উৎপন্ন করে না। সেই দৃষ্টান্ত হল সে সব লোকের উপমা যারা আল্লাহ্‌র দীনের জ্ঞান (বুঝ) হাসিল করে এবং আল্লাহ্ তাদের সে সব দিয়ে উপকৃত করেন যা নিয়ে আল্লাহ্ আমাকে পাঠিয়েছেন। ফলে সে ইল্‌ম হাসিল করে অন্যকেও শিক্ষা দেয়। আর তৃতীয় দৃষ্টান্ত হল ঐ লোকদের, যারা তার প্রতি মাথা তুলেও তাকায় না এবং আল্লাহ্‌র ঐ হিদায়াতও কবূল করে না — যা দিয়ে আমাকে পাঠানো হয়েছে।

٦- بَابُ شَفَقَتِهِ ﷺ عَلَى أُمَّتِهِ وَمُبَالَغَتِهِ فِى تَحْذِيْرِهِمْ مِمَّا يَضُرُّهُمْ

৬. পরিচ্ছেদ : উম্মাতের প্রতি নবী ﷺ-এর মমতা এবং তাদের জন্য ক্ষতিকর বিষয় থেকে গুরুত্ব-সহকারে সতর্কীকরণ

٥٧٥٥- وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ بَرَّادٍ الْاَشْعَرِىُّ وَاَبُوْ كُرَيْبٍ وَاللَّفْظُ لاَبِىْ كُرَيْبٍ قَالاَ حَدَّثَنَا اَبُوْ اُسَامَةَ عَنْ بُرَيْدٍ عَنْ اَبِىْ بُرْدَةَ عَنْ اَبِىْ مُوْسٰى عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ اِنَّ مَثَلِىْ وَمَثَلَ مَا بَعَثَنِىَ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ بِهِ كَمَثَلِ رَجُلٍ اَتٰى قَوْمَهُ فَقَالَ يَا قَوْمِ اِنِّىْ رَاَيْتُ الْجَيْشَ بِعَيْنَىَّ وَاِنِّىْ اَنَا النَّذِيْرُ الْعُرْيَانُ فَالنَّجَاءَ فَاَطَاعَهُ طَائِفَةٌ مِنْ قَوْمِهِ فَاَدْلَجُوْا فَانْطَلَقُوْا عَلٰى مُهْلَتِهِمْ وَكَذَّبَتْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ فَاَصْبَحُوْا مَكَانَهُمْ فَصَبَّحَهُمُ الْجَيْشُ فَاَهْلَكَهُمْ وَاجْتَاحَهُمْ فَذٰلِكَ مَثَلُ مَنْ اَطَاعَنِىْ وَاتَّبَعَ مَا جِئْتُ بِهِ وَمَثَلُ مَنْ عَصَانِىْ وَكَذَّبَ مَا جِئْتُ بِهِ مِنَ الْحَقِّ-

৫৭৫৫. আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন বার্‌রাদ আশআরী ও আবূ কুরায়ব (র)...... আবূ মূসা (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন ঃ আমার দৃষ্টান্ত এবং আল্লাহ্ যা দিয়ে আমাকে পাঠিয়েছেন, তার দৃষ্টান্ত সে ব্যক্তির দৃষ্টান্তের মত, যে তার স্বগোত্রের কাছে এসে বলে, হে আমার কাওম! আমি আমার দু'চোখে (শত্রু) বাহিনী দেখে এসেছি, আর আমি (সুস্পষ্ট) সতর্ককারী। অতএব, আত্মরক্ষা কর। তখন তার কাওমের একদল তার কথা মেনে নিল এবং রাতের আঁধারের সুযোগ গ্রহণ করে নিরাপদ স্থানে চলে গেল। আর এক দল তাকে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করে ভোর পর্যন্ত নিজেদের অবস্থানে থেকে গেল। ফলে (শত্রু) বাহিনী প্রত্যুষে তাদের আক্রমণ করল এবং তাদের সমূলে ধ্বংস করে দিল। অতএব, এ হলো তাদের দৃষ্টান্ত যারা আমার আনুগত্য করল এবং আমি যা নিয়ে এসেছি তার অনুসরণ করল এবং ওদের দৃষ্টান্ত যারা আমার অবাধ্যতা দেখাল এবং যে সত্য আমি নিয়ে এসেছি তাকে অস্বীকার করল।

٥٧٥٦- وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْمُغِيْرَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْقُرَشِيُّ عَنْ اَبِى الزِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّمَا مَثَلِى وَمَثَلُ اُمَّتِى كَمَثَلِ رَجُلٍ اِسْتَوْقَدَ نَارًا فَجَعَلَتِ الدَّوَابُّ وَالْفَرَاشُ يَقَعْنَ فِيْهِ فَاَنَا اٰخِذٌ بِحُجَزِكُمْ وَاَنْتُمْ تَقَحَّمُوْنَ فِيْهِ-

৫৭৫৬. কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : আমার দৃষ্টান্ত ও আমার উম্মাতের দৃষ্টান্ত সে ব্যক্তির দৃষ্টান্তের ন্যায়, যে আগুন জ্বালিয়েছে ফলে মাকড় ও কীট-পতঙ্গ তাতে পড়তে লাগল। আমি তোমাদের কোমরবন্ধ ধরে (তোমাদের রক্ষার প্রয়াসে) টানছি আর তোমরা সবেগে (হুড়মুড় করে) তাতে পড়তে যাচ্ছো।

٥٧٥٧- وَحَدَّثَنَاهُ عَمْرٌو النَّاقِدُ وَابْنُ اَبِى عُمَرَ قَالاَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ اَبِى الزِّنَادِ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ نَحْوَهُ-

৫৭৫৭. আমর আন-নাকিদ ও ইব্‌ন আবূ উমর (র)....... আবূ যিনাদ (র) থেকে উক্ত সনদে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

٥٧٥٨- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ قَالَ هٰذَا مَا حَدَّثَنَا اَبُوْ هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَذَكَرَ اَحَادِيْثَ مِنْهَا وَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَثَلِى كَمَثَلِ رَجُلٍ اِسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّا اَضَاءَتْ مَا حَوْلَهَا جَعَلَ الْفَرَاشُ وَهٰذِهِ الدَّوَابُّ الَّتِىْ فِى النَّارِ يَقَعْنَ فِيْهَا وَجَعَلَ يَحْجُزُهُنَّ وَيَغْلِبْنَهُ فَيَتَقَحَّمْنَ فِيْهَا قَالَ فَذٰلِكُمْ مَثَلِى وَمَثَلُكُمْ اَنَا اٰخِذٌ بِحُجَزِكُمْ عَنِ النَّارِ هَلُمَّ عَنِ النَّارِ هَلُمَّ عَنِ النَّارِ فَتَغْلِبُوْنِى تَقَحَّمُوْنَ فِيْهَا-

৫৭৫৮. মুহাম্মদ ইব্‌ন রাফি' (র)...... হাম্মাম ইব্‌ন মুনাব্বিহ্ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এ হল সে সব (হাদীস), যা আবূ হুরায়রা (রা) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন। এরপর সেগুলো থেকে তিনি কয়েকটি হাদীস উল্লেখ করেন। তার একটি হল যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : আমার অবস্থা সে ব্যক্তির অবস্থার ন্যায় যে আগুন প্রজ্বলিত করল, যখন তাতে তার চার পাশ আলোকিত হলো তখন পতঙ্গ ও সেসব প্রাণী যা আগুন পড়ে থাকে, তাতে পড়তে লাগল আর সে ব্যক্তি সেগুলোকে বাধা দিতে লাগল। কিন্তু তারা তাকে হারিয়ে দিয়ে তাতে ঢুকে পড়তে লাগল। তিনি বললেন, এটাই হল তোমাদের অবস্থা আর আমার অবস্থা। আমি আগুন থেকে রক্ষার জন্য তোমাদের কোমরবন্ধগুলো ধরে রাখি ও বলি, আগুন থেকে দূরে থাক, আগুন থেকে দূরে থাক। আর তোমরা আমাকে হারিয়ে দিয়ে তার মাঝে ঢুকে পড়ছো।

٥٧٥٩- حَدَّثَنِىْ مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِىٍّ قَالَ حَدَّثَنَا سَلِيْمٌ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ مِيْنَاءَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَثَلِى وَمَثَلُكُمْ كَمَثَلِ رَجُلٍ اَوْقَدَ نَارًا فَجَعَلَ الْجَنَادِبُ وَالْفَرَاشُ يَقَعْنَ فِيْهَا وَهُوَ يَذُبُّهُنَّ عَنْهَا وَاَنَا اٰخِذٌ بِحُجَزِكُمْ عَنِ النَّارِ وَاَنْتُمْ تَفَلَّتُوْنَ مِنْ يَدِىْ-

৫৭৫৯. মুহাম্মদ ইব্‌ন হাতিম (র)...... জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : আমার দৃষ্টান্তরাজি ও তোমাদের দৃষ্টান্ত সে ব্যক্তির অবস্থার মত যে আগুন জ্বালাল, ফলে ফড়িং দল (ঝিঝি পোকা) আর পতঙ্গ তাতে পড়তে লাগল আর সে ব্যক্তি তাদের তা থেকে তাড়াতে লাগল। আমিও আগুন থেকে রক্ষার জন্য তোমাদের কোমরবন্ধ ধরে টানছি, আর তোমরা আমার হাত থেকে ছুটে যাচ্ছো।

٧- بَابُ ذِكْرِ كَوْنِهِ ﷺ خَاتِمُالنَّبِيِّيْنَ

৭. পরিচ্ছেদ : নবী ﷺ-এর শেষ নবী হওয়ার বিবরণ

٥٧٦٠- وَحَدَّثَنَا عَمْرٌو النَّاقِدُ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ اَبِى الزِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ مَثَلِىْ وَمَثَلُ الْاَنْبِيَاءِ كَمَثَلِ رَجُلٍ بَنى بُنْيَانًا فَاَحْسَنَهُ وَاَجْمَلَهُ فَجَعَلَ النَّاسُ يُطِيْفُوْنَ بِهِ يَقُوْلُوْنَ مَا رَأَيْنَا بُنْيَانًا اَحْسَنَ مِنْ هٰذَا اِلاَّ هٰذِهِ اللَّبِنَةَ فَكُنْتُ اَنَا تِلْكَ اللَّبِنَةَ-

৫৭৬০. আমর আন-নাকিদ (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন : আমার তুলনা এবং অন্য নবীগণের তুলনা সে ব্যক্তির অবস্থার সাথে তুলনীয়, যে একটি প্রাসাদ নির্মাণ করল এবং সে তা সুন্দর ও সুদৃশ্য করল। পরে (তা দর্শনে আগত) লোকেরা তার চারদিকে ঘুরে দেখতে লাগল (এবং) বলতে লাগল যে, এর চাইতে সুন্দর কোন প্রাসাদ আমরা দেখিনি। তবে এ একটি ইটের স্থান (অসমাপ্ত রয়েছে)। (নবী আলায়হিস্ সালাম বলেন,) আমি হলাম সে ইটখানি।

٥٧٦١- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ قَالَ هٰذَا مَا حَدَّثَنَا اَبُوهُرَيْرَةَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَذَكَرَ اَحَادِيْثَ مِنْهَا وَقَالَ اَبُو الْقَاسِمِ ﷺ مَثَلِىْ وَمَثَلُ الْاَنْبِيَاءِ مِنْ قَبْلِىْ كَمَثَلِ رَجُلٍ ابْتَنٰى بُيُوتًا فَاَحْسَنَهَا وَاَجْمَلَهَا وَاَكْمَلَهَا اِلاَّ مَوْضِعَ لَبِنَةٍ مِنْ زَاوِيَةٍ مِنْ زَوَايَاهَا فَجَعَلَ النَّاسُ يَطُوْفُوْنَ بِهِ وَيُعْجِبُهُمُ الْبُنْيَانُ فَيَقُوْلُوْنَ أَلاَّ وَضَعْتَ هَاهُنَا لَبِنَةً فَيَتِمَّ بُنْيَانُكَ فَقَالَ مُحَمَّدٌ ﷺ فَكُنْتُ اَنَا اللَّبِنَةَ -

৫৭৬১. মুহাম্মদ ইব্‌ন রাফি' (র)...... হাম্মাম ইব্‌ন মুনাব্বিহ্ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এ হল সে সকল হাদীস, যা আবূ হুরায়রা (রা) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন। এরপর তিনি কয়েকটি হাদীস উল্লেখ করেন। তার একটি হল, আবুল কাসিম (নবী) ﷺ বলেছেন, আমার দৃষ্টান্ত ও আমার আগেকার নবীগণের দৃষ্টান্ত সে ব্যক্তির দৃষ্টান্তের ন্যায়, যে কতকগুলো ঘর নির্মাণ করল, তা সুন্দর করল, সুদৃশ্য করল এবং পূর্ণাঙ্গ করল কিন্তু তার কোন একটির কোণে একখানি ইঁটের স্থান ব্যতীত (খালি রাখল)। লোকেরা সে ঘরগুলোর চারদিকে চক্কর দিতে লাগল আর সে ঘরগুলো তাদের মুগ্ধ করতে লাগল। অবশেষে তারা বলতে লাগল, এখানে একখানি ইঁট লাগালেন না কেন? তা হলে তো আপনার প্রাসাদ পূর্ণাঙ্গ হতো! এরপর মুহাম্মদ ﷺ বললেন যে, আমি-ই হলাম সেই ইটখানি।

٥٧٦٢- وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ اَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ وَابْنُ حُجْرٍ قَالُوْا حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ يَعْنُوْنَ ابْنَ جَعْفَرٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ اَبِى صَالِحٍ السَّمَّانِ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَثَلِى وَمَثَلُ الْاَنْبِيَاءِ مِنْ قَبْلِى كَمَثَلِ رَجُلٍ بَنَى بُنْيَانًا فَاَحْسَنَهُ وَاَجْمَلَهُ اِلاَّ مَوْضِعَ لَبِنَةٍ مِنْ زَاوِيَةٍ مِنْ زَوَايَاهُ فَجَعَلَ النَّاسُ يَطُوفُوْنَ بِهِ وَيَعْجَبُوْنَ لَهُ وَيَقُوْلُوْنَ هَلاَّ وُضِعَتْ هٰذِهِ اللَّبِنَةُ قَالَ فَاَنَا اللَّبِنَةُ وَاَنَا خَاتِمُ النَّبِيِّيْنَ -

৫৭৬২. ইয়াহ্ইয়া ইব্ন আইউব, কুতায়বা ও ইব্ন হুজ্র (র)....... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : আমার দৃষ্টান্ত এবং আমার পূর্ববর্তী নবীগণের দৃষ্টান্ত সে ব্যক্তির দৃষ্টান্তের ন্যায়, যে একটি আট্টালিকা বানাল এবং তা সুন্দর ও সুদৃশ্য করল। তবে তার কোণগুলোর কোন এক কোণে একটি ইটের জায়গা ছাড়া। লোকেরা তার চারদিকে ঘুরে ঘুরে দেখতে লাগল আর তা দেখে বিস্মিত হতে লাগল এবং পরস্পর বলতে লাগল, ঐ ইটখানি স্থাপন করা হল না কেন? (নবী আলায়হিস, সালাম) বলেন ঃ আমি-ই সে ইঁটখানি আর আমি নবীগণের মোহর (ও শেষ নবী)।

٥٧٦٣- حَدَّثَنَاهُ اَبُو بَكْرِ بْنُ اَبِى شَيْبَةَ وَاَبُوْ كُرَيْبٍ قَالاَ حَدَّثَنَا اَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اَبِى صَالِحٍ عَنْ اَبِى سَعِيْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَثَلِى وَمَثَلُ النَّبِيِّيْنَ فَذَكَرَ نَحْوَهُ

৫৭৬৩. আবূ বকর ইব্ন আবূ শায়বা ও আবূ কুরায়ব (র)...... আবূ সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : আমার দৃষ্টান্ত এবং নবীগণের দৃষ্টান্ত...... অতঃপর পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

٥٧٦٤ حَدَّثَنَا اَبُو بَكْرِبْنُ اَبِى شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا سَلِيْمُ بْنُ حَيَّانَ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ مِيْنَاءَ عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ مَثَلِى وَمَثَلُ الْاَنْبِيَاءِ كَمَثَلِ رَجُلٍ بَنَى دَارًا فَاَتَمَّهَا وَاَكْمَلَهَا اِلاَّ مَوْضِعَ لَبِنَةٍ فَجَعَلَ النَّاسُ يَدْخُلُونَهَا وَيَتَعَجَّبُوْنَ مِنْهَا وَيَقُوْلُوْنَ لَوْلاَ مَوْضِعُ اللَّبِنَةِ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَاَنَا مَوْضِعُ اللَّبِنَةِ جِئْتُ فَخَتَمْتُ الْاَنْبِيَاءَ عَلَيهِمُ السَّلاَمِ-

وَحَدَّثَنِيْهِ مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِىٍّ قَالَ حَدَّثَنَا سَلِيْمٌ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ مِثْلَهُ وَ قَالَ بَدَلَ اَتَمَّهَا اَحْسَنَهَا-

৫৭৬৪. আবূ বকর ইব্ন আবূ শায়বা (র)...... জাবির (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন : আমার দৃষ্টান্ত এবং নবীগণের দৃষ্টান্ত সে ব্যক্তির দৃষ্টান্তের ন্যায়, যে একটি ঘর নির্মাণ করল এবং সে তা সম্পূর্ণ ও পূর্ণাঙ্গ করল কিন্তু একখানি ইটের জায়গা ব্যতীত। লোকেরা তাতে প্রবেশ করতে লাগল এবং তা দেখে বিস্মিত হতে লাগল এবং বলাবলি করতে লাগল, যদি এ একখানি ইটের জায়গা খালি না থাকত (তবে কতই না ভাল হতো)! রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন : আমি হলাম সে ইঁটের জায়গা। আমি আগমন করলাম এবং নবীগণের ধারাক্রম সমাপ্ত করলাম।

٥٨١٤ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هٰرُوْنَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ اَنَسٍ اَنَّ رَجُلاً سَأَلَ النَّبِىَّ ﷺ غَنَمًا بَيْنَ جَبَلَيْنِ فَاَعْطَاهُ اِيَّاهُ فَاَتٰى قَوْمَهُ فَقَالَ اَىْ قَوْمِ اَسْلِمُوْا فَوَاللّٰهِ اِنَّ مُحَمَّدًا لَيُعْطِىْ عَطَاءً مَا يَخَافُ الْفَقْرَ فَقَالَ اَنَسٌ اِنْ كَانَ الرَّجُلُ لَيُسْلِمُ مَا يُرِيْدُ اِلاَّ الدُّنْيَا فَمَا يُسْلِمُ حَتّٰى يَكُوْنَ الْاِسْلاَمُ اَحَبَّ اِلَيْهِ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا عَلَيْهَا -

৫৮১৪ আবূ বকর ইব্ন আবূ শায়বা (র)....আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে এসে দুই পাহাড়ের মধ্যবর্তী ছাগলগুলো চাইলে তিনি তাকে তা দিয়ে দিলেন। তারপর সে ব্যক্তি তার সম্প্রদায়ের কাছে ফিরে গিয়ে বললো, হে আমার জাতি (ভাইয়েরা)! তোমরা ইসলাম গ্রহণ কর। আল্লাহ্র কসম! মুহাম্মদ ﷺ এমনভাবে (এত বেশি) দান করেন যে, তিনি অভাবের ভয় করেন না। আনাস (রা) বলেন এমন হত যে, মানুষ শুধু দুনিয়ার উদ্দেশ্যে মুসলমান হত। সে কিন্তু ইসলাম গ্রহণের পরেই (তার অবস্থা এমন হত) তার কাছে দুনিয়া এবং দুনিয়ার সমস্ত সম্পদের চেয়ে ইসলামই অধিক প্রিয় হয়ে যেত।

٥٨١٥- وَحَدَّثَنِىْ اَبُوْ الطَّاهِرِ اَحْمَدُ ابْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ غَزَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ غَزْوَةَ الْفَتْحِ فَتْحِ مَكَّةَ ثُمَّ خَرَجَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِمَنْ مَعَهُ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ فَاقْتَتَلُوْا بِحُنَيْنٍ فَنَصَرَ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ دِيْنَهُ وَالْمُسْلِمِيْنَ وَاَعْطٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَوْمَئِذٍ صَفْوَانَ بْنَ اُمَيَّةَ مِائَةً مِنَ النَّعَمِ ثُمَّ مِائَةً ثُمَّ مِائَةً قَالَ ابْنُ شِهَابٍ فَحَدَّثَنِىْ سَعِيْدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ اَنَّ صَفْوَانَ قَالَ وَاللّٰهِ لَقَدْ اَعْطَانِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا اَعْطَانِىْ وَاِنَّهُ لَاَبْغَضُ النَّاسِ اِلَىَّ فَمَا بَرِحَ يُعْطِيْنِىْ حَتّٰى اِنَّهُ لَاَحَبُّ النَّاسِ اِلَىَّ-

৫৮১৫. আবূ তাহির আহমদ ইব্ন আমর ইব্ন সারহ্ (র)...... ইব্ন শিহাব (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মক্কা বিজয়ের যুদ্ধ করেন। তারপর তাঁর সঙ্গে যে মুসলমানরা ছিলেন, তাদের নিয়ে তিনি বের হন। তাঁরা সকলেই হুনায়নে যুদ্ধ করেন। এ যুদ্ধে মহান আল্লাহ্ তাঁর দীনের এবং মুসলমানদের সাহায্য করেন। ঐ দিন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সাফওয়ান ইব্ন উমাইয়াকে একশ' উট দান করেন। তারপর একশ' উট, আবার আরেক শ' উট দান করেন। ইব্ন শিহাব (র) বলেন, সাঈদ ইব্ন মুসাইয়িব (রা) আমাকে বলেছেন যে, সাফওয়ান (রা) বলেন, আল্লাহ্র কসম! রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাকে দান করলেন এবং এমন পরিমাণে আমাকে দান করলেন যে, তিনি আমার দৃষ্টিতে সবচেয়ে ঘৃণিত ব্যক্তি ছিলেন, অথচ আমাকে লাগাতার দান করতে থাকলেন, এমন কি তিনি আমার দৃষ্টিতে সবচেয়ে প্রিয় ব্যক্তি হয়ে গেলেন।

٥٨١٦- حَدَّثَنَا عَمْرٌو النَّاقِدُ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ اَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ ح وَحَدَّثَنَا اِسْحَاقُ قَالَ اَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرٍ وَعَنْ عَمْرٍو عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِىٍّ عَنْ جَابِرٍ اَحَدُهُمَا يَزِيْدُ عَلَى الْاٰخَرِ ح قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ عُمَرَ وَاللَّفْظُ لَهُ قَالَ قَالَ سُفْيَانُ سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ الْمُنْكَدِرِ يَقُوْلُ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ سُفْيَانُ وَسَمِعْتُ اَيْضًا عَمْرَو بْنَ

دِيْنَارٍ يُحَدِّثُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ وَزَادَ اَحَدُهُمَا عَلَى الْاٰخَرِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَوْقَدْ جَاءَنَا مَالُ الْبَحْرَيْنِ لَقَدْ اَعْطَيْتُكَ هٰكَذَا وَهٰكَذَا وَهٰكَذَا وَقَالَ بِيَدَيْهِ جَمِيْعًا فَقُبِضَ النَّبِىُّ ﷺ قَبْلَ اَنْ يَجِئَ مَالُ الْبَحْرَيْنِ فَقَدِمَ عَلَى اَبِىْ بَكْرٍ بَعْدَهُ فَاَمَرَ مُنَادِيًا فَنَادَى مَنْ كَانَتْ لَهُ عَلَى النَّبِىِّ ﷺ عِدَةٌ اَوْ دَيْنٌ فَلْيَاْتِ فَقُمْتُ فَقُلْتُ اِنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ لَوْقَدْ جَاءَنَا مَالُ الْبَحْرَيْنِ اَعْطَيْتُكَ هٰكَذَا وَهٰكَذَا وَهٰكَذَا فَحَثٰى اَبُوْ بَكْرٍ مَرَّةً ثُمَّ قَالَ لِىْ عُدَّهَا فَعَدَدْتُهَا فَاِذَا فِىْ خَمْسُ مِائَةٍ فَقَالَ خُذْ مِثْلَيْهَا –

৫৮১৬. আমর আন-নাকিদ, ইসহাক ও ইব্‌ন আবূ উমর (র)...... জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : যদি আমাদের নিকট বাহরাইনের মাল আসে, তাহলে তোমাকে এত, এত, এত পরিমাণ দিব এবং তিনি উভয় হাত মিলিয়ে ইশারা করলেন। তারপর বাহরাইনের মাল আসার পূর্বেই রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর ওফাত হয়ে যায়। পরে আবূ বকর (রা)-এর নিকট বাহরাইন থেকে মাল আসে। তিনি একজন ঘোষককে এই মর্মে ঘোষণা দেওয়ার নির্দেশ দিলেন যে, নবী ﷺ-এর দায়িত্বে যার প্রতি কিছু ওয়াদা অথবা ঋণ রয়েছে, সে যেন (তা নিতে) আসে। তখন আমি দাঁড়িয়ে বললাম, নবী ﷺ আমাকে বলেছিলেন যে, যদি বাহরাইন থেকে আমাদের নিকট মাল আসে, তাহলে তোমাকে এত, এত, এত পরিমাণ দিব। এ কথা শুনে আবূ বকর (রা) এক অঞ্জলি উঠালেন এবং বললেন, গুণে দেখ। আমি তা গুণে দেখলাম তাতে পাঁচশ' রয়েছে। তারপর তিনি বললেন, এর আরো দ্বিগুণ তুমি নিয়ে নাও।

٥٨١٧– حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمِ بْنِ مَيْمُوْنٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ قَالَ اَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ عَمْرُو بْنُ دِيْنَارٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ وَاَخْبَرَنِىْ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ لَمَّا مَاتَ النَّبِىُّ ﷺ جَاءَ اَبَا بَكْرٍ مَالٌ مِنْ قِبَلِ الْعَلَاءِ بْنِ الْحَضْرَمِىِّ فَقَالَ اَبُوْ بَكْرٍ مَنْ كَانَ لَهُ عَلَى النَّبِىِّ ﷺ دَيْنٌ اَوْ كَانَتْ لَهُ قِبَلَهُ عِدَةٌ فَلْيَاْتِنَا بِنَحْوِ حَدِيْثِ ابْنِ عُيَيْنَةَ –

৫৮১৭. মুহাম্মদ ইব্‌ন হাতিম ইব্‌ন মায়মূন (র)..... জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন নবী ﷺ ওফাত বারণ করলেন এবং আবূ বকর (রা)-এর নিকট (বাহরাইনের আমীর) আ'লা ইব্‌ন হাযরামীর পক্ষ থেকে মাল এল তখন আবূ বকর (রা) ঘোষণা দিলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর উপর যার পাওনা ঋণ রয়েছে অথবা যার জন্য তাঁর পক্ষ থেকে কোন অঙ্গীকার রয়েছে, সে যেন আমার নিকট আসে।...... বাকী হাদীস ইব্‌ন উয়ায়নার অনুরূপ।

١٥– بَابُ رَحْمَتِهِ ﷺ الصِّبْيَانَ وَالْعِيَالَ وَتَوَاضُعِهِ وَفَضْلُ ذٰلِكَ

১৫. পরিচ্ছেদ : ছেলেদের প্রতি নবী ﷺ-এর দয়া ও বিনয় এবং তাঁর মর্যাদা

٥٨١٨– حَدَّثَنَا هَدَّابُ ابْنُ خَالِدٍ وَشَيْبَانُ بْنُ فَرُّوْخَ كِلَاهُمَا عَنْ سُلَيْمَانَ وَاللَّفْظُ لِشَيْبَانَ قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيْرَةِ قَالَ حَدَّثَنَا ثَابِتُ الْبُنَانِىُّ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ

ﷺ وُلِدَلِي اللَّيْلَةَ غُلاَمٌ فَسَمَّيْتُهُ بِاسْمِ اَبِيْ اِبْرَاهِيْمَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ ثُمَّ دَفَعَهُ اِلَى اُمِّ سَيْفٍ امْرَأَةِ قَيْنٍ يُقَالُ لَهُ اَبُوْ سَيْفٍ فَانْطَلَقَ يَأْتِيْهِ وَاتَّبَعْتُهُ فَانْتَهَيْنَا اِلَى اَبِى سَيْفٍ وَهُوَ يَنْفُخُ بِكِيْرِهِ قَدِ امْتَلأَ الْبَيْتُ دُخَانًا فَاَسْرَعْتُ الْمَشْيَ بَيْنَ يَدَىْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقُلْتُ يَا اَبَا سَيْفٍ اَمْسِكْ جَاءَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَاَمْسَكَ فَدَعَا النَّبِيُّ ﷺ بِالصَّبِيِّ فَضَمَّهُ اِلَيْهِ وَقَالَ مَاشَاءَ اللّٰهُ اَنْ يَقُوْلَ فَقَالَ اَنَسٌ لَقَدْ رَأَيْتُهُ وَهُوَ يَكِيْدُ بِنَفْسِهِ بَيْنَ يَدَىْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَدَمَعَتْ عَيْنَا رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ تَدْمَعُ الْعَيْنُ وَيَحْزَنُ الْقَلْبُ وَلاَنَقُوْلُ اِلاَّ مَايَرْضَى رَبُّنَا وَاللّٰهِ يَا اِبْرَاهِيْمُ اِنَّا بِكَ لَمَحْزُوْنُوْنَ –

৫৮১৮. হাদ্দাব ইব্‌ন খালিদ ও শায়বান ইব্‌ন ফাররূখ (র)...... আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : রাতে আমার একটি সন্তান জন্মলাভ করে, আমি তার নাম আমার পিতা ইবরাহীম (আ)-এর নামে (নাম) রেখেছি। তারপর তিনি লালন পালনের জন্য ঐ সন্তানকে উম্মু সাইফ নামক একজন মহিলাকে দিলেন। তিনি একজন কর্মকারের স্ত্রী। কর্মকারের নাম আবূ সাইফ। নবী ﷺ একদিন আবূ সাইফ-এর নিকট যাচ্ছিলেন, আর আমিও তাঁর সাথে যাচ্ছিলাম। যখন আমরা আবূ সাইফের (বাড়ির) কাছে উপস্থিত হই, তখন সে তার হাঁপর বা ফুঁকনীতে ফুঁ দিচ্ছিল, পূর্ণ ঘর ধোঁয়ায় ভরপুর ছিল। আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর আগে দৌড়ে গিয়ে আবূ সাইফকে বললাম, তুমি একটু (কাজ) বন্ধ রাখ। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আসছেন। তিনি (কাজ) বন্ধ করলেন। তারপর নবী ﷺ তার ছেলেকে নিয়ে আসতে বললেন এবং তাকে বুকে জুড়িয়ে ধরলেন এবং যা আল্লাহ্‌র ইচ্ছা, তা বললেন। আনাস (রা) বলেন, আমি ঐ ছেলেকে দেখলাম, সে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সামনে বড় বড় শ্বাস ফেলছিল। তা দেখে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর দুই চোখ অশ্রুসিক্ত হয়েছিল। তখন তিনি বললেন : চোখ কাঁদছে, মন ব্যথিত হচ্ছে, মুখে আমরা তা-ই বলব; যা রাব্বুল আলামীন পসন্দ করেন। হে ইবরাহীম! আল্লাহ্‌র কসম! আমরা তোমার কারণে (বিচ্ছেদে) দুঃখিত।

٥٨١٩– حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ نُمَيْرٍ وَاللَّفْظُ لِزُهَيْرٍ قَالاَ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ وَهُوَ ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ مَا رَأَيْتُ اَحَدًا كَانَ اَرْحَمَ بِالْعِيَالِ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ كَانَ اِبْرَاهِيْمُ مُسْتَرْضِعًا لَهُ فِيْ عَوَالِي الْمَدِيْنَةِ فَكَانَ يَنْطَلِقُ وَنَحْنُ مَعَهُ فَيَدْخُلُ الْبَيْتَ وَاِنَّهُ لَيُدَّخَنُ وَكَانَ ظِئْرُهُ قَيْنًا فَيَأْخُذُهُ فَيُقَبِّلُهُ ثُمَّ يَرْجِعُ–

قَالَ عَمْرٌو فَلَمَّا تُوُفِّيَ اِبْرَاهِيْمُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ اِبْرَاهِيْمَ ابْنِي وَاِنَّهُ مَاتَ فِي الثَّدْيِ وَاِنَّ لَهُ لَظِئْرَيْنِ تُكَمِّلاَنِ رَضَاعَهُ فِي الْجَنَّةِ –

৫৮১৯. যুহায়র ইব্‌ন হারব ও মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন নুমায়র (র)..... আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে শিশুদের প্রতি অধিক দয়াবান কাউকে আমি দেখিনি। তিনি বলেন, (রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর ছেলে) ইবরাহীম (রা) মদীনার আওয়ালী (চড়াই) অঞ্চলে দুধপান করতেন। রাসূলুল্লাহ্

ﷺ সেখানে যেতেন। আমরাও তাঁর সঙ্গে যেতাম। তিনি সে (দাইয়ের) ঘরে প্রবেশ করতেন, আর সেখানে ধোঁয়া হতো। (কেননা) তার ধাত্রী পিতা কর্মকার ছিল। তিনি ছেলেকে কোলে নিতেন এবং স্নেহ করতেন। পরে তিনি ফিরে আসতেন।

আমর ইব্ন সাঈদ (রা) বলেন, যখন ইবরাহীম (রা) ইন্তিকাল করেন তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : ইবরাহীম আমার পুত্র, দুধপান করা অবস্থায় ইন্তিকাল করেছে। তার জন্য দু'জন ধাত্রী রয়েছে, যারা জান্নাতে তাকে দুধপান (করার সময়সীমা পর্যন্ত) পূর্ণ করাবে।

٥٨٢٠– حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ وَاَبُوْ كُرَيْبٍ قَالاَ حَدَّثَنَا اَبُوْ اُسَامَةَ وَابْنُ نُمَيْرٍ عَنْ هِشَامٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَدِمَ نَاسٌ مِنَ الْاَعْرَابِ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالُوْا أَتُقَبِّلُوْنَ صِبْيَانَكُمْ فَقَالُوْا نَعَمْ فَقَالُوْا لَكِنَّا وَاللّٰهِ مَا نُقَبِّلُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَوَاَمْلِكُ اِنْ كَانَ اللّٰهُ نَزَعَ مِنْكُمُ الرَّحْمَةَ وَقَالَ ابْنُ نُمَيْرٍ مِنْ قَلْبِكَ الرَّحْمَةَ –

৫৮২০. আবূ বকর ইব্ন শায়বা ও আবূ কুরায়ব (র)...... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট কিছু আরবী গ্রাম্য লোক এলো। তারা জিজ্ঞাসা করল, আপনারা কি আপনাদের শিশুদের (আদর করে) চুম্বন করি? তারা বললেন, হ্যাঁ। তখন তারা (গ্রাম্যরা) বললেন, কিন্তু আল্লাহ্‌র কসম! আমরা তো তাদের স্নেহ করি না। তারপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : আমি কী করবো, যদি আল্লাহ্ তোমাদের থেকে দয়া দূর করে দিয়ে থাকেন। ইব্ন নুমায়রের রিওয়ায়াতে আছে, তোমার অন্তর থেকে....।

٥٨٢١– وَحَدَّثَنِىْ عَمْرُو النَّاقِدُ وَابْنُ اَبِىْ عُمَرَ جَمِيْعًا عَنْ سُفْيَانَ قَالَ عَمْرٌو حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ الاَقْرَعَ بْنَ حَابِسٍ اَبْصَرَ النَّبِىَّ ﷺ يُقَبِّلُ الْحَسَنَ فَقَالَ اِنَّ لِىْ عَشَرَةً مِنَ الْوَلَدِ مَاقَبَّلْتُ وَاحِدًا مِنْهُمْ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّهُ مَنْ لاَ يَرْحَمُ لاَ يُرْحَمْ –

৫৮২১. আমর আন-নাকিদ ও ইব্ন আবূ উমর (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আকরা' ইব্ন হাবিস (রা) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে দেখলেন যে, তিনি হাসান (রা)-কে চুম্বন করছেন। তখন আকরা' ইব্ন হাবিস (রা) বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমার দশটি সন্তান রয়েছে। আমি তাদের কাউকে চুম্বন করি নি। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : যারা দয়া করে না তাদের প্রতি (আল্লাহ্ কর্তৃক) দয়া করা হয় না।

٥٨٢٢– حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ اَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِىِّ قَالَ حَدَّثَنِىْ اَبُوْ سَلَمَةَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ بِمِثْلِهِ –

৫৮২২. আব্দ ইব্ন হুমায়দ (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

٥٨٢٣– وَحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَاِسْحَاقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ كِلاَهُمَا عَنْ جَرِيْرٍ ح وَحَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ وَعَلِىُّ بْنُ خَشْرَمٍ قَالاَ اَخْبَرَنَا عِيْسَى بْنُ يُوْنُسَ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا اَبُوْ كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ

الْعَلاَءِ حَدَّثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا اَبُوْ سَعِيْدٍ الْاَشَجُّ قَالَ حَدَّثَنَا حَفْصٌ يَعْنِى ابْنَ غِيَاثٍ كُلُّهُمْ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ وَاَبِىْ ظَبْيَانَ عَنْ جَرِيْرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ لاَ يَرْحَمِ النَّاسَ لاَ يَرْحَمْهُ اللّٰهُ -

৫৮২৩. যুহায়র ইব্ন হার্ব, ইসহাক ইব্ন মানসূর, ইসহাক ইব্ন ইবরাহীম, আবূ কুরায়ব মুহাম্মদ ইব্ন 'আলা ও আবূ সাঈদ আশাজ্জ (র)......জারীর ইব্ন আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি মানুষের প্রতি দয়া করে না, আল্লাহ্ও তার প্রতি দয় করবেন না।

٥٨٢٤- وَحَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ وَعَبْدُ اللّٰهِ بْنُ نُمَيْرٍ عَنْ اِسْمَاعِيْلَ عَنْ قَيْسٍ عَنْ جَرِيْرٍ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ وَابْنُ اَبِىْ عُمَرَ وَاَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ قَالُوْا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ جَرِيْرٍ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ بِمِثْلِ حَدِيْثِ الْاَعْمَشِ -

৫৮২৪. আবূ বাকর ইব্ন আবূ শায়বা, ইব্ন আবূ উমার ও আহমদ ইব্ন আবদা (র).....জারীর (রা) থেকে আ'মাশের হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

١٦- بَابُ كَثْرَةِ حَيَائِهِ ﷺ

১৬. পরিচ্ছেদ : নবী ﷺ-এর অধিক লজ্জা

٥٨٢٥- وَحَدَّثَنِى عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُعَاذٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِىْ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ سَمِعَ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ اَبِىْ عُتْبَةَ يُحَدِّثُ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِىِّ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَمُحَمَّدُ ابْنُ مُثَنَّى وَاَحْمَدُ بْنُ سِنَانٍ قَالَ زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِىٍّ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ اَبِىْ عُتْبَةَ يَقُوْلُ سَمِعْتُ اَبَا سَعِيْدٍ الْخُدْرِىَّ يَقُوْلُ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَشَدَّ حَيَاءً مِنَ الْعَذْرَاءِ فِىْ خِدْرِهَا وَكَانَ اِذَا كَرِهَ شَيْئًا عَرَفْنَاهُ فِىْ وَجْهِهِ -

৫৮২৫. উবায়দুল্লাহ্ ইব্ন মুআয, যুহায়র ইব্ন হার্ব, মুহাম্মদ ইব্ন মুসান্না ও আহমদ ইব্ন সিনান (র)....... আবূ সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ পর্দানশীন কুমারীর চেয়েও বেশি লজ্জাশীল ছিলেন। আর যখন তিনি কোন কিছু অপসন্দ করতেন, আমরা তাঁর চেহারা মুবারক থেকে তা অনুভব করতে পারতাম।

٥٨٢٦- حَدَّثَنَا زُهَيْرُ ابْنُ حَرْبٍ وَعُثْمَانُ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ قَالاَ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ شَقِيْقٍ عَنْ مَسْرُوْقٍ قَالَ دَخَلْنَا عَلٰى عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو حِيْنَ قَدِمَ مُعَاوِيَةُ اِلَى الْكُوْفَةِ فَذَكَرَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ لَمْ يَكُنْ فَاحِشًا وَلاَمُتَفَحِّشًا وَقَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ مِنْ خِيَارِكُمْ اَحَاسِنَكُمْ اَخْلاَقًا قَالَ عُثْمَانُ حِيْنَ قَدِمَ مَعَ مُعَاوِيَةَ اِلَى الْكُوْفَةِ -

৫৮২৬. যুহায়র ইব্‌ন হার্‌ব ও উসমান ইব্‌ন আবূ শায়বা (র)....... মাসরূক (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আমর (রা)-এর নিকট গিয়েছিলাম যখন মুআবিয়া (রা) কূফায় এসেছিলেন। তিনি (আবদুল্লাহ্) (রা) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সম্বন্ধে বর্ণনা দিয়ে বললেন, তিনি (স্বভাবগতরূপে) অশ্লীল ছিলেন না এবং (ইচ্ছা করে বা ভনিতা করে) অশ্লীল কথা বলতেন না। মুআবিয়া (রা) আরো বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : তোমাদের মধ্যে উত্তম সে ব্যক্তি, যার চরিত্র ভাল। উসমান বললেন, যখন তিনি (আবদুল্লাহ্) মুআবিয়া (রা)-এর সঙ্গে কূফায় এসেছিলেন।

٥٨٢٧ وَحَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ وَوَكِيْعٌ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا اَبْنُ نُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِىْ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا اَبُوْ سَعِيْدٍ الْاَشَجُّ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ خَالِدٍ يَعْنِى الْاَحْمَرَ كُلُّهُمْ عَنِ الْاَعْمَشِ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ مِثْلَهُ-

৫৮২৭. আবূ বকর ইব্‌ন আবূ শায়বা, ইব্‌ন নুমায়র ও আবূ সাঈদ আশাজ্জ (র)..... আ'মাশ (র) থেকে একই সনদে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

١٧- بَابُ تَبَسُّمِهِ ﷺ وَحُسْنِ عِشْرَتِهِ

১৭. পরিচ্ছেদ : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর মৃদু হাসি এবং উত্তম সমাজ জীবন যাপন

٥٨٢٨- وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيٰى قَالَ خَبَرَنَا اَبُوْ خَيْثَمَةَ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ قَالَ قُلْتُ لِجَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ أَكُنْتَ تُجَالِسُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ نَعَمْ كَثِيْرًا كَانَ لاَ يَقُوْمُ مِنْ مُصَلاَّهُ الَّذِىْ يُصَلِّى فِيْهِ الصُّبْحَ حَتّٰى تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَاِذَا طَلَعَتْ قَامَ وَكَانُوْا يَتَحَدَّثُوْنَ فَيَأْخُذُوْنَ فِى اَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ فَيَضْحَكُوْنَ وَيَتَبَسَّمُ ﷺ -

৫৮২৮. ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন ইয়াহ্ইয়া (র)....... সিমাক ইব্‌ন হার্‌ব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি জাবির ইব্‌ন সামুরা (রা)-কে প্রশ্ন করলাম, আপনি কি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সঙ্গে বসতেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ, অনেক। তিনি ফজরের সালাত যেখানে আদায় করতেন, সূর্যোদয়ের পূর্বে সে মুসল্লা থেকে উঠতেন না। তারপর যখন সূর্য উঠতো, তখন তিনি উঠে দাঁড়াতেন। লোকেরা কথাবার্তা বলতো, জাহিলী যুগের বিষয় নিয়ে আলোচনা করতো এবং হাসতো আর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মৃদু হাসতেন।

١٨- بَابُ رَحْمَةِ النَّبِىِّ ﷺ لِلنِّسَاءِ وَاَمْرِهِ بِالرِّفْقِ بِهِنَّ

১৮. পরিচ্ছেদ : স্ত্রীলোকদের প্রতি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর দয়া এবং তাদের প্রতি কোমল আচরণের নির্দেশ

٥٨٢٩- حَدَّثَنَا اَبُوْ الرَّبِيْعِ الْعَتَكِىُّ وَحَامِدُ بْنُ عُمَرَ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ وَاَبُو كَامِلٍ جَمِيْعًا عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ اَبُو الرَّبِيْعِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ قَالَ حَدَّثَنَا اَيُّوْبُ عَنْ اَبِىْ قِلاَبَةَ عَنْ اَنَسٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِىْ بَعْضِ اَسْفَارِهِ وَغُلاَمٌ اَسْوَدُ يُقَالُ لَهُ اَنْجَشَةُ يَحْدُوْ فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَا اَنْجَشَةُ رُوَيْدَكَ سَوْقًا بِالْقَوَارِيْرِ --

৫৮২৯. আবূ রবী' আতাকী, হামিদ ইব্‌ন উমর, কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ ও আবূ কামিল (র)....... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সফরে ছিলেন। আনজাশাহ্ নামক একজন হাবশী ক্রীতদাস হুদী (গীত)[১] গাইছিল। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : হে আন্‌জাশাহ্! ধীরে, 'কাঁচের দ্রব্য' অর্থাৎ কাঁচের ন্যায় ভঙ্গুর নারীদের বহনকারী উটগুলোকে (সতর্কতার সাথে) হাঁকাও।

٥٨٣٠- وَحَدَّثَنَا اَبُوْ الرَّبِيْعِ الْعَتَكِيُّ وَحَامِدُ بْنُ عُمَرَ وَاَبُوْ كَامِلٍ قَالُوْا حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ اَنَسٍ بِنَحْوِهِ -

৫৮৩০. আবূ রবী' আতাকী, হামিদ ইব্‌ন উমর ও আবূ কামিল (র)....... আনাস (রা) সূত্রে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

٥٨٣١- وَحَدَّثَنِيْ عَمْرٌو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ ابْنُ حَرْبٍ كِلَاهُمَا عَنِ ابْنِ عُلَيَّةَ قَالَ زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ قَالَ حَدَّثَنَا اَيُّوْبُ عَنْ اَبِىْ قِلَابَةَ عَنْ اَنَسٍ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ اَتَى عَلَى اَزْوَاجِهِ وَسَوَّاقٌ يَسُوْقُ بِهِنَّ يُقَالُ لَهُ اَنْجَشَةُ فَقَالَ وَيْحَكَ يَااَنْجَشَةُ رُوَيْدًا سَوْقَكَ بِالْقَوَارِيْرِ قَالَ قَالَ اَبُوْ قِلَابَةَ تَكَلَّمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِكَلِمَةٍ لَوْ تَكَلَّمَ بِهَا بَعْضُكُمْ لَعِبْتُمُوْهَا عَلَيْهِ -

৫৮৩১. আমর আন-নাকিদ ও যুহায়র ইব্‌ন হার্‌ব (র)........ আনাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ (চলার পথে) তাঁর স্ত্রীদের কাছে এলেন। আনজাশাহ্ নামক একজন উট চালক তাঁদের উটকে হাঁকাচ্ছিল। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : দুর্ভাগ্য, ওহে আনজাশাহ্! কাঁচপাত্র (রূপী নারীদের নিয়ে) নিয়ে ধীরে চালাও। আবূ কিলাবা বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এমন কথা বলেছেন যা তোমাদের কেউ বললে তাকে দোষারোপ করা হতো।

٥٨٣٢- وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ اَخْبَرَنَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعٍ عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِىِّ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ح وَحَدَّثَنَا اَبُوْ كَامِلٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ قَالَ حَدَّثَنَا التَّيْمِىُّ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَتْ اُمُّ سُلَيْمٍ مَعَ نِسَاءِ النَّبِىِّ ﷺ وَهُنَّ يَسُوْقُ بِهِنَّ سَوَّاقٌ فَقَالَ نَبِىُّ اللّٰهِ ﷺ اَىْ اَنْجَشَةُ رُوَيْدًا سَوْقَكَ بِالْقَوَارِيْرِ -

৫৮৩২. ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন ইয়াহ্ইয়া ও আবূ কামিল (র)...... আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উম্মু সুলায়ম (রা) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর স্ত্রীদের সঙ্গে ছিলেন এবং একজন উট চালক তাঁদের উট হাঁকাচ্ছিল। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ যে আনজাশাহ্! কাঁচপাত্র নিয়ে ধীরে চালাও।

٥٨٣٣- وَحَدَّثَنَا ابْنُ مُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ قَالَ حَدَّثَنِىْ هَمَّامٌ قَالَ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ اَنَسٍ قَالَ كَانَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ حَادٍ حَسَنُ الصَّوْتِ فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ رُوَيْدًا يَا اَنْجَشَةُ لَاتَكْسِرِ الْقَوَارِيْرَ يَعْنِىْ ضَعَفَةَ النِّسَاءِ -

---

১. উট পরিচালনার বিশেষ ধরনের সংগীতকে হুদী (حدى) বলা হয়।

৫৮৩৩ ইবন মুসান্না (র)...... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর একজন সুকণ্ঠ 'হুদী' গায়ক ছিল। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাকে বললেন : ধীরে চল, ওহে আন্‌জাশাহ্! কাঁচপাত্রগুলো ভেঙ্গে ফেলো না। অর্থাৎ দুর্বল নারীদের (কষ্ট দিও না)।

٥٨٣٤- وَحَدَّثَنَاهُ ابْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَلَمْ يَذْكُرْ حَادٍ حَسَنُ الصَّوْتِ -

৫৮৩৪. ইবন বাশ্‌শার (র)........ আনাস্ (রা) সূত্রে তিনি নবী ﷺ থেকে বর্ণিত তবে এ রাবী 'সুকণ্ঠ গায়ক' কথাটি উল্লেখ করেননি।

١٩- بَابُ قُرْبِهِ ﷺ مِنَ النَّاسِ وَتَبَرُّكِهِمْ بِهِ وَتَوَاضُعِهِ لَهُمْ

১৯. পরিচ্ছেদ : সাধারণ মানুষরা ﷺ-এর সান্নিধ্য প্রদান এবং তাঁর মাধ্যমে তাদের বরকত লাভ এবং তাদের জন্য তাঁর বিনয়

٥٨٣٥- وَحَدَّثَنَا مُجَاهِدُ بْنُ مُوْسٰى وَاَبُوْ بَكْرِ بْنُ النَّضْرِ بْنِ اَبِى النَّضْرِ وَهَارُوْنُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ جَمِيْعًا عَنْ اَبِى النَّضْرِ يَعْنِى هَاشِمَ بْنَ الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيْرَةِ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا صَلَّى الْغَدَاةَ جَاءَ خَدَمُ الْمَدِيْنَةِ بِاٰنِيَتِهِمْ فِيْهَا الْمَاءُ فَمَا يُؤْتٰى بِاِنَاءٍ اِلاَّ غَمَسَ يَدَهُ فِيْهِ وَرُبَّمَا جَاءَهُ فِى الْغَدَاةِ الْبَارِدَةِ فَيَغْمِسُ يَدَهُ فِيْهَا -

৫৮৩৫. মুজাহিদ ইব্‌ন মূসা, আবূ বকর ইব্‌ন নযর ইব্‌ন আবূ নযর এবং হারূন ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (র)...... আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখন ভোরের (ফজরের) সালাত আদায় করতেন তখন মদীনার খাদিমরা তাদের পাত্রে করে পানি নিয়ে আসত। তাঁর কাছে কোন পাত্র আনা হলে তিনি তাতে হাত ডুবিয়ে দিতেন। অনেক সময় শীতের দিনেও তিনি হাত ডুবিয়ে দিতেন।

٥٨٣٦- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُو النَّضْرِ قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ اَنَسٍ قَالَ لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ وَالْحَلاَّقُ يَحْلِقُهُ وَاَطَافَ بِهِ اَصْحَابُهُ فَمَا يُرِيْدُوْنَ اَنْ تَقَعَ شَعْرَةٌ اِلاَّ فِىْ يَدِ رَجُلٍ -

৫৮৩৬. মুহাম্মদ ইব্‌ন রাফি' (র)...... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি দেখেছি ক্ষৌরকার রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর চুল মুড়াচ্ছে আর সাহাবীরা তাঁর চারপাশ ঘিরে রেখেছেন। তাঁরা চাইতেন যে, কোন চুল (যেন মাটিতে না পড়ে যায়), যেন কারো না কারো হাতে পড়ে।

٥٨٣٧- وَحَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ اَنَسٍ اَنَّ امْرَأَةً كَانَ فِىْ عَقْلِهَا شَىْءٌ فَقَالَتْ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ لِىْ اِلَيْكَ حَاجَةً فَقَالَ يَا اُمَّ فُلاَنٍ اُنْظُرِىْ اَىَّ السِّكَكِ شِئْتِ حَتّٰى اَقْضِىَ لَكِ حَاجَتَكِ فَخَلاَ مَعَهَا فِىْ بَعْضِ الطُّرُقِ حَتّٰى فَرَغَتْ مِنْ حَاجَتِهَا -

৫৮৩৭. আবূ বকর ইব্‌ন আবূ শায়বা (র)....... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, এক মহিলার বুদ্ধিতে কিছু ত্রুটি ছিল। সে বললো, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনার সাথে আমার প্রয়োজন আছে। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : হে অমুকের মা! তুমি যে কোন গলি দেখে নাও, (তুমি ডাক দিলে সেখানে) আমি তোমার কাজ করে দেব। তারপর তিনি কোন পথের মধ্যে তার সাথে দেখা করলে সে তার কাজ সেরে নিল।

٢٠- بَابُ مُبَاعَدَتِهِ ﷺ لِلْآثَامِ وَاخْتِيَارِهِ مِنَ الْمُبَاحِ اَسْهَلَهُ وَانْتِقَامِهِ لِلّٰهِ تَعَالٰى عِنْدَ انْتِهَاكِ حُرُمَاتِهِ

২০. পরিচ্ছেদ : পাপ কাজ থেকে নবী ﷺ-এর বহু দূরে থাকা এবং মুবাহ্ (বৈধ) কাজের মধ্যে অধিক সহজটিকে গ্রহণ করা, (নিজের ব্যাপারে প্রতিশোধ গ্রহণ না করা) এবং আল্লাহ্‌র নিষেধাজ্ঞা লংঘনের ক্ষেত্রে প্রতিশোধ গ্রহণ করা

٥٨٣٨- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ اَنَسٍ فِيْمَا قُرِئَ عَلَيْهِ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيٰى قَالَ قَرَأْتُ عَلٰى مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِىِّ ﷺ اَنَّهَا قَالَتْ مَاخُيِّرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بَيْنَ اَمْرَيْنِ اِلاَّ اَخَذَ اَيْسَرَهُمَا مَالَمْ يَكُنْ اِثْمًا فَاِنْ كَانَ اِثْمًا كَانَ اَبْعَدَ النَّاسِ مِنْهُ وَمَا انْتَقَمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لِنَفْسِهِ اِلاَّ اَنْ تُنْتَهَكَ حُرْمَةُ اللّٰهِ عَزَّوَجَلَّ -

৫৮৩৮. কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ ও ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন ইয়াহ্ইয়া (র)....... নবী ﷺ-এর স্ত্রী আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে দু'টো বিষয়ের কোন একটি গ্রহণের ইখতিয়ার দেওয়া হতো, তখন তিনি অধিক সহজটি গ্রহণ করতেন, যদি না তা পাপের হতো। আর যদি তা দূষণীয় (পাপকর্ম) হতো, তবে তিনি তা থেকে সকলের চাইতে দূরে থাকতেন। নিজের জন্য তিনি কোন দিন প্রতিশোধ গ্রহণ করেননি, তবে মহীয়ান ও গরীয়ান আল্লাহ্‌র (নিষেধাজ্ঞা লংঘন করে তার) মর্যাদা ক্ষুণ্ন করা হলে (প্রতিশোধ গ্রহণ করতেন)।

٥٨٣٩- وَحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَاِسْحَاقُ ابْنُ اِبْرَاهِيْمَ جَمِيْعًا عَنْ جَرِيْرٍ ح قَالَ وَحَدَّثَنِىْ اَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ قَالَ حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ عِيَاضٍ كِلاَهُمَا عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ مُحَمَّدٍ فِىْ رِوَايَةِ فُضَيْلٍ ابْنِ شِهَابٍ وَفِىْ رِوَايَةِ جَرِيْرٍ مُحَمَّدٍ الزُّهْرِىِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ ح قَالَ وَحَدَّثَنِيْهِ حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالَ اَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ نَحْوَ حَدِيْثِ مَالِكٍ -

৫৮৩৯ যুহায়র ইব্‌ন হারব, ইসহাক ইব্‌ন ইবরাহীম, আহমাদ ইব্‌ন আবদা, হারমালা ইব্‌ন ইয়াহ্ইয়া (র)...... মুহাম্মাদ ইব্‌ন শিহাব যুহরী (র) সূত্রে উক্ত সনদে মালিক (রা)-এর অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

٥٨٤٠- حَدَّثَنَا اَبُوْكُرَيْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ اُسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ مَا خُيِّرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بَيْنَ اَمْرَيْنِ اَحَدُهُمَا اَيْسَرُ مِنَ الْاٰخَرِ اِلاَّ اخْتَارَ اَيْسَرَهُمَا مَالَمْ يَكُنْ اِثْمًا فَاِنْ كَانَ اِثْمًا كَانَ اَبْعَدَ النَّاسِ مِنْهُ -

৫৮৪০. আবূ কুরায়ব (র)...... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সামনে এমন দু'টো বিষয়ের ইখতিয়ার দেওয়া হতো যার একটি অপরটির চেয়ে সহজ, তখন তিনি অধিক সহজটিকেই গ্রহণ করতেন, যদি তা দোষের (পাপের) না হতো। আর দূষণীয় (পাপের) হলে তিনি তা থেকে সর্বাধিক দূরে থাকতেন।

٥٨٤١- وَحَدَّثَنَاهُ اَبُوْ كُرَيْبٍ وَابْنُ نُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ نُمَيْرٍ عَنْ هِشَامٍ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ اِلٰى قَوْلِهِ اَيْسَرَ هُمَا وَلَمْ يَذْكُرَا مَا بَعْدَهُ -

৫৮৪১. আবূ কুরায়ব ও ইব্‌ন নুমায়র (র)....... হিশাম (রা) সূত্রে উক্ত সনদে বর্ণিত 'দু'টোর মধ্যে সহজটি'....... পর্যন্ত বর্ণনা করেন এবং তারা উভয়ে পরবর্তী অংশ উল্লেখ করেননি।

٥٨٤٢- حَدَّثَنَاهُ اَبُوْ كُرَيْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ اُسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ مَا ضَرَبَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ شَيْئًا قَطُّ بِيَدِهِ وَلاَ امْرَأَةً وَلاَخَادِمًا اِلاَّ اَنْ يُجَاهِدَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَمَانِيْلَ مِنْهُ شَىْءٌ قَطُّ فَيَنْتَقِمَ مِنْ صَاحِبِهِ اِلاَّ اَنْ يَنْتَهِكَ شَيْئًا مِنْ مَحَارِمِ اللّٰهِ فَيَنْتَقِمَ لِلّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ -

৫৮৪২. আবূ কুরায়ব (র)....... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর নিজ হাতে কোন দিন কাউকে মারেন নি, কোন স্ত্রীলোককেও না, খাদিমকেও না, আল্লাহ্‌র পথে জিহাদ ছাড়া। আর যে তাঁর নির্যাতন নিপীড়ন করেছে, তার থেকে প্রতিশোধও গ্রহণ করেননি। তবে মহীয়ান ও গরীয়ান আল্লাহ্‌র (নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে তাঁর) মর্যাদা হানিকর কোন কিছু করলে তিনি তার প্রতিশোধ নিয়েছেন।

٥٨٤٣- وَحَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ وَابْنُ نُمَيْرٍ قَالاَ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ وَوَكِيْعٌ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا اَبُوْ كُرَيْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ كُلُّهُمْ عَنْ هِشَامٍ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ يَزِيْدُ بَعْضُهُمْ عَلٰى بَعْضٍ -

৫৮৪৩ আবূ বাকর ইব্‌ন আবূ শায়বা, ইব্‌ন নুমায়র ও আবূ কুরায়ব (র) একই সনদে হিশাম থেকে বর্ণনা করেছেন এবং তাঁদের একে অন্য থেকে কিছু অধিক বর্ণনা করেছেন।

٢١- بَابُ طِيْبِ رَائِحَةِ النَّبِىِّ ﷺ وَلِيْنِ مَسِّهِ

২১. পরিচ্ছেদ : নবী ﷺ-এর (মুবারক) দেহের সুরভী ও তাঁর স্পর্শ কোমলতা

٥٨٤٤- حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ حَمَّادِ بْنِ طَلْحَةَ الْقَنَّادُ قَالَ حَدَّثَنَا اَسْبَاطٌ وَهُوَ ابْنُ نَصْرٍ الْهَمْدَانِىُّ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ صَلٰوةَ الْاُوْلٰى ثُمَّ خَرَجَ اِلٰى اَهْلِهِ وَخَرَجْتُ مَعَهُ فَاسْتَقْبَلَهُ وِلْدَانٌ فَجَعَلَ يَمْسَحُ خَدَّىْ اَحَدِهِمْ وَاحِدًا قَالَ وَاَمَّا اَنَا فَمَسَحَ خَدِّىْ قَالَ فَوَجَدْتُ لِيَدِهِ بَرْدًا اَوْ رِيْحًا كَاَنَّمَا اَخْرَجَهَا مِنْ جُؤْنَةِ عَطَّارٍ-

৫৮৪৪. আমর ইব্ন হাম্মাদ ইব্ন তাল্হা কান্নাদ (র)....... জাবির ইব্ন সামুরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সঙ্গে জুহরের সালাত আদায় করলাম। তারপর তিনি তাঁর পরিবারের উদ্দেশ্যে বের হলেন, আমিও তাঁর সঙ্গে বের হলাম। সামনে কয়েকটি শিশু এলো। তিনি একজন একজন করে এদের প্রত্যেকের গালে হাত বুলালেন। রাবী বলেন, তিনি আমার গালেও হাত বুলালেন। আমি তাঁর হাতে এমন শীতলতা ও সুগন্ধি পেয়েছি যেন তিনি আতর বিক্রেতার কৌটা থেকে হাত বের করেছেন।

٥٨٤٥- وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ اَنَسٍ ح قَالَ وَحَدَّثَنِى زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَاللَّفْظُ لَهُ قَالَ حَدَّثَنَا هَاشِمٌ يَعْنِى ابْنَ الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ وَهُوَ ابْنُ الْمُغِيْرَةِ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ اَنَسٍ قَالَ اَنَسٌ مَا شَمِمْتُ عَنْبَرًا قَطُّ وَلاَ مِسْكًا وَلاَ شَيْئًا اَطْيَبَ مِنْ رِيْحِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَلاَ مَسِسْتُ شَيْئًا قَطُّ دِيْبَاجًا وَلاَ حَرِيْرًا اَلْيَنَ مَسًّا مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ -

৫৮৪৫. কুতায়বা ইব্ন সাঈদ ও যুহায়র ইব্ন হার্ব (র)......... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর (মুবারক দেহের) চেয়ে বেশি সুগন্ধিময় কোন আম্বর, মেশ্ক বা অন্য কোন বস্তুর ঘ্রাণ আমি গ্রহণ করি নি এবং রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর (মুবারক দেহের) চেয়ে কোমল কোন রেশম বা মোলায়েম কাপড় আমি স্পর্শ করিনি।

٥٨٤٦- وَحَدَّثَنِىْ اَحْمَدُ بْنُ سَعِيْدِ بْنِ صَخْرٍ الدَّارِمِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا حَبَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ قَالَ حَدَّثَنَا ثَابِتٌ عَنْ اَنَسٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَزْهَرَ اللَّوْنِ كَأَنَّ عَرَقَهُ اللُّؤْلُؤُ اِذَا مَشَى تَكَفَّأَ وَلاَ مَسِسْتُ دِيْبَاجَةً وَلاَ حَرِيْرَةً اَلْيَنَ مِنْ كَفِّ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَلاَ شَمِمْتُ مِسْكَةً وَلاَ عَنْبَرَةً اَطْيَبَ مِنْ رَائِحَةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ -

৫৮৪৬. আহমাদ ইব্ন সাঈদ ইব্ন সাখ্র দারিমী (র)....... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ছিলেন ফর্সা উজ্জ্বল বর্ণের। তাঁর ঘাম যেন মুক্তা। তিনি চলার সময় সামনের দিকে ঝুঁকে চলতেন। আমি এমন কোন মোলায়েম কাপড় বা রেশম স্পর্শ করিনি যা তাঁর (মুবারক) হাতের তালুর মতো কোমল এবং মেশ্ক ও আম্বরের মধ্যেও আমি ঐ সুঘ্রাণ পাইনি যা আমি তাঁর মুবারক দেহে পেয়েছি।

٢٢- بَابُ طِيْبِ عَرَقِ النَّبِىِّ ﷺ وَالتَّبَرُّكِ بِهِ-

২২. পরিচ্ছেদ : নবী ﷺ-এর ঘামের সুগন্ধি এবং তা থেকে বরকত লাভ

٥٨٤٧- حَدَّثَنِىْ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا هَاشِمٌ يَعْنِىْ ابْنَ الْقَاسِمِ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ اَنَسِ ابْنِ مَالِكٍ قَالَ دَخَلَ عَلَيْنَا النَّبِىُّ ﷺ فَقَالَ عِنْدَنَا فَعَرِقَ وَجَاءَتْ اُمِّىْ بِقَارُوْرَةٍ فَجَعَلَتْ تَسْلُتُ الْعَرَقَ فِيْهَا فَاسْتَيْقَظَ النَّبِىُّ ﷺ فَقَالَ يَا اُمَّ سُلَيْمٍ مَا هٰذَا الَّذِىْ تَصْنَعِيْنَ قَالَتْ هٰذَا عَرَقُكَ نَجْعَلُهُ فِىْ طِيْبِنَا وَهُوَ مِنْ اَطْيَبِ الطِّيْبِ-

৫৮৪৭. যুহায়র ইব্‌ন হার্‌ব (র)........ আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদের ঘরে আসলেন এবং বিশ্রাম নিলেন। তিনি ঘামছিলেন আর আমার মা একটি শিশি নিয়ে তা মুছে মুছে তাতে ভরতে লাগলেন। নবী ﷺ জেগে গেলেন। তিনি বললেন, হে উম্মু সুলায়ম! একি করছ? তিনি (আমার মা) বললেন, এ আপনার ঘাম, যা আমরা সুগন্ধির সাথে মিশ্রিত করি, আর এ তো সব সুগন্ধির সেরা সুগন্ধি।

٥٨٤٨- وَحَدَّثَنِى مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا قَالَ حُجَيْنُ بْنُ الْمُثَنّٰى قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ وَهُوَ ابْنُ اَبِى سَلَمَةَ عَنْ اِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِى طَلْحَةَ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ يَدْخُلُ بَيْتَ اُمِّ سُلَيْمٍ فَيَنَامُ عَلٰى فِرَاشِهَا وَلَيْسَتْ فِيْهِ قَالَ فَجَاءَ ذَاتَ يَوْمٍ فَنَامَ عَلٰى فِرَاشِهَا فَاُتِيَتْ فَقِيْلَ لَهَا هٰذَا النَّبِىُّ ﷺ نَائِمٌ فِى بَيْتِكِ عَلٰى فِرَاشِكِ قَالَ فَجَاءَتْ وَقَدْ عَرِقَ وَاسْتَنْقَعَ عَرَقُهُ عَلٰى قِطْعَةِ اَدِيْمٍ عَلَى الْفِرَاشِ فَفَتَحَتْ عَتِيْدَتَهَا فَجَعَلَتْ تُنَشِّفُ ذٰلِكَ الْعَرَقَ فَتَعْصِرُهُ فِى قَوَارِيْرِهَا فَفَزِعَ النَّبِىُّ ﷺ فَقَالَ مَا تَصْنَعِيْنَ يَا اُمَّ سُلَيْمٍ فَقَالَتْ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ نَرْجُوْ بَرَكَتَهُ لِصِبْيَانِنَا قَالَ اَصَبْتِ-

৫৮৪৮. মুহাম্মদ ইব্‌ন রাফি‘ (র)....... আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ উম্মু সুলায়মের ঘরে যেতেন এবং তার বিছানায় ঘুমাতেন আর তিনি (উম্মু সুলায়ম) তখন ঘরে থাকতেন না। আনাস (রা) বলেন, একদিন তিনি এলেন এবং তার বিছানায় ঘুমালেন। অতঃপর তার (উম্মু সুলায়ম) কাছে সংবাদ পাঠানো হল, এই যে নবী ﷺ তোমার ঘরে, তোমার বিছানায় ঘুমিয়ে আছেন। আনাস (রা) বলেন, উম্মু সুলায়ম ঘরে এলেন, নবী ﷺ তখন ঘেমেছেন, আর তাঁর ঘাম বিছানার উপর এক টুকরা চামড়ার উপরে জমেছে। উম্মু সুলায়ম তার কৌটা খুললেন এবং সে ঘাম মুছে মুছে শিশিতে ভরতে লাগলেন। হঠাৎ নবী ﷺ-এর ঘুম ভেঙ্গে গেলে তিনি তাকে বললেন, তুমি কি করছ, হে উম্মু সুলায়ম! তিনি বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমাদের শিশুদের বরকতের উদ্দেশ্যে নিচ্ছি। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : ঠিকই করেছ।

٥٨٤٩- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِى شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ قَالَ حَدَّثَنَا اَيُّوْبُ عَنْ اَبِى قِلَابَةَ عَنْ اَنَسٍ عَنْ اُمِّ سُلَيْمٍ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ يَأْتِيْهَا فَيَقِيْلُ عِنْدَهَا فَتَبْسُطُ لَهُ نِطْعًا فَيَقِيْلُ عَلَيْهِ وَكَانَ كَثِيْرَ الْعَرَقِ فَكَانَتْ تَجْمَعُ عَرَقَهُ فَتَجْعَلُهُ فِى الطِّيْبِ وَالْقَوَارِيْرِ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ يَا اُمَّ سُلَيْمٍ مَاهٰذَا قَالَتْ عَرَقُكَ اَدُوْفُ بِهِ طِيْبِى-

৫৮৪৯. আবূ বকর ইব্‌ন আবূ শায়বা (র).....উম্মু সুলায়ম (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ তার কাছে আসতেন এবং দিবা-বিশ্রাম নিতেন। উম্মু সুলায়ম তাঁর জন্য একটা চামড়া বিছিয়ে দিলে তিনি তার উপর ‘কায়লুলা’ মধ্যাহ্ন বিশ্রাম করতেন। তিনি খুব ঘামতেন আর উম্মু সুলায়ম তাঁর ঘাম জমা করতেন এবং সুগন্ধির মধ্যেও শিশিতে তা রাখতেন। নবী ﷺ বললেন, হে উম্মু সুলায়ম! এ কী করছ? তিনি বললেন, আপনার ঘাম, আমি তা আমার সুগন্ধির সাথে মিশিয়ে থাকি।

٢٣- بَابُ عَرَقِ النَّبِيِّ ﷺ فِي الْبَرْدِ وَحِيْنَ يَأْتِيْهِ الْوَحْيُ-

২৩. পরিচ্ছেদ : নবী ﷺ-এর নিকট ওহী আসার সময় এবং শীতের সময়ও তিনি ঘেমে যেতেন

٥٨٥٠- حَدَّثَنَا اَبُوْ كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ اُسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ اِنْ كَانَ لَيُنْزَلُ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِي الْغَدَاةِ الْبَارِدَةِ ثُمَّ تَفِيْضُ جَبْهَتُهُ عَرَقًا-

৫৮৫০. আবূ কুরায়ব মুহাম্মদ ইব্ন আলা (র)..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, শীতের দিনে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর উপর ওহী নাযিল হতো আর তাঁর কপাল বেয়ে ঘাম পড়তো।

٥٨٥١- وَحَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا اَبُوْ كُرَيْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ اُسَامَةَ وَابْنُ بِشْرٍ جَمِيْعًا عَنْ هِشَامٍ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ نُمَيْرٍ وَاللَّفْظُ لَهُ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ الْحَارِثَ بْنَ هِشَامٍ سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ كَيْفَ يَأْتِيْكَ الْوَحْيُ فَقَالَ اَحْيَانًا يَأْتِيْنِيْ فِيْ مِثْلِ صَلْصَلَةِ الْجَرَسِ وَهُوَ اَشَدُّهُ عَلَيَّ ثُمَّ يَفْصِمُ عَنِّيْ وَقَدْ وَعَيْتُهُ وَاَحْيَانًا مَلَكٌ فِيْ مِثْلِ صُوْرَةِ الرَّجُلِ فَاَعِيْ مَا يَقُوْلُ-

৫৮৫১. আবূ বকর ইব্ন আবূ শায়বা, আবূ কুরায়ব ও মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন নুমায়র (র)...... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, হারিছ ইব্ন হিশাম (রা) নবী ﷺ-কে প্রশ্ন করলেন, আপনার কাছে ওহী কী ভাবে আসে? তিনি বললেন : কখনো তা আসে ঘণ্টার ধ্বনির মতো আর তা আমার জন্য খুবই কষ্টকর হয়। তারপর তা (ওহীর আগমন) থেমে যায়, ততক্ষণে আমি তা মুখস্ত করে নিই। আবার কখনো পুরুষের বেশে এক ফেরেশতা ওহী নিয়ে (আসেন) এবং তিনি যা বলেন আমি তা মুখস্ত করতে থাকে।

٥٨٥٢- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُثَنّٰى قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْاَعْلٰى قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيْدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ حِطَّانَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ اللّٰهُ ﷺ اِذَا اُنْزِلَ عَلَيْهِ الْوَحْيُ كُرِبَ لِذٰلِكَ وَتَرَبَّدَ وَجْهُهُ-

৫৮৫২. মুহাম্মদ ইব্ন মুসান্না (র).......উবাদা ইব্ন সামিত (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, তিনি বলেন, নবী ﷺ-এর উপর যখন ওহী আসতো তখন তাতে তাঁর খুব কষ্ট হতো এবং তাঁর চেহারা মুবারক ফ্যাকাশে হয়ে যেতো।

٥٨٥٣- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِيْ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ حِطَّانَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ الرَّقَاشِيِّ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ اِذَا اُنْزِلَ عَلَيْهِ الْوَحْيُ نَكَسَ رَأْسَهُ وَنَكَسَ اَصْحَابُهُ رُؤُسَهُمْ فَلَمَّا اُتْلِيَ عَنْهُ رَفَعَ رَأْسَهُ-

৫৮৫৩. মুহাম্মদ ইব্ন বাশ্শার (র)...... উবাদা ইব্ন সামিত (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ-এর উপর যখন ওহী নাযিল হতো তখন তিনি মাথা নিচু করে ফেলতেন এবং তাঁর সাহাবীরাও মাথা নিচু করতেন। তারপর যখন ওহী শেষ হয়ে যেতো, তিনি তাঁর মাথা তুলতেন।

٢٤- بَابُ فِيْ سَدْلِ النَّبِي ﷺ شَعْرَهُ وَفَرْقِهِ

২৪. পরিচ্ছেদ : নবী ﷺ-এর সিঁথি না করে চুল আঁচড়ানো এবং (পরবর্তীতে) সিঁথি করা

٥٨٥٤- حَدَّثَنَا مَنْصُوْرُ بْنُ اَبِى مُزَاحِمٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ زِيَادٍ قَالَ مَنْصُوْرُ حَدَّثَنَا وَقَالَ ابْنُ جَعْفَرٍ اَخْبَرَنَا اِبْرَاهِيْمُ يَعْنِيَانِ ابْنَ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ اَهْلُ الْكِتَابِ يَسْدُلُوْنَ اَشْعَارَهُمْ وَكَانَ الْمُشْرِكُوْنَ يَفْرُقُوْنَ رُؤُسَهُمْ وَكَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُحِبُّ مُوَافَقَةَ اَهْلِ الْكِتَابِ فِيْمَا لَمْ يُؤْمَرْ بِهِ فَسَدَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ نَاصِيَتَهُ ثُمَّ فَرَقَ بَعْدُ- وَحَدَّثَنِيْ اَبُوْ الطَّاهِرِ قَالَ اَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِيْ يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ نَحْوَهُ-

৫৮৫৪. মানসূর ইব্‌ন আবূ মুযাহিম ও মুহাম্মদ ইব্‌ন জাফর ইব্‌ন যিয়াদ (র)..... ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আহলে কিতাব (ইয়াহূদীরা) তাদের কেশ (সিঁথি না করে) ঝুলিয়ে রাখতো, আর মুশরিকরা সিঁথি কাটতো। যে বিষয়ে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কোন আদেশ প্রাপ্ত না হতেন সে বিষয়ে তিনি আহলে কিতাবের অনুসরণ করা পসন্দ করতেন। তাই তিনি তাঁর কেশ মুবারক (সিঁথি না করে) ঝুলিয়ে রাখেন এবং পরবর্তী সময় সিঁথি কাটতে থাকেন।

আবূ তাহির (র)....... ইব্‌ন শিহাব (র) সূত্রে এ সনদে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেন।

٢٥- بَابُ فِيْ صِفَةِ النَّبِي ﷺ وَاَنَّهُ كَانَ اَحْسَنَ النَّاسِ وَجْهًا

২৫. পরিচ্ছেদ : নবী ﷺ-এর দৈহিক সৌন্দর্যের বিবরণ, তিনি ছিলেন সকল মানুষের চেয়ে সুন্দর চেহারার অধিকারী

٥٨٥٥- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُثَنّٰى ابْنُ بَشَّارٍ قَالاَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا اِسْحٰقَ قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ يَقُوْلُ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ رَجُلاً مَرْبُوْعًا بَعِيْدَ مَا بَيْنَ الْمَنْكِبَيْنِ عَظِيْمَ الْجُمَّةِ اِلَى شَحْمَةِ اُذُنَيْهِ عَلَيْهِ حُلَّةٌ حَمْرَاءُ مَا رَأَيْتُ شَيْئًا قَطُّ اَحْسَنَ مِنْهُ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلاَمَ -

৫৮৫৫. মুহাম্মদ ইব্‌ন মুসান্না ও মুহাম্মদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (র)...... বারা' (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ছিলেন মধ্যম আকৃতির পুরুষ। তাঁর উভয় কাঁধের দূরত্ব ছিল বেশি (চওড়া কাঁধ)। চুল ছিল কানের লতিকা পর্যন্ত লম্বিত। তিনি লাল পোশাক পরিহিত ছিলেন। তাঁর চেয়ে সুন্দর কিছু আমি কখনো দেখি নি।

٥٨٥٦- حَدَّثَنَا عَمْرٌو النَّاقِدُ وَاَبُوْ كُرَيْبٍ قَالاَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ اَبِىْ اِسْحَاقَ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ مَارَأَيْتُ مِنْ ذِىْ لِمَّةٍ اَحْسَنَ فِىْ حُلَّةٍ حَمْرَاءَ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ شَعْرُهُ يَضْرِبُ مَنْكِبَيْهِ بَعِيْدَ مَا بَيْنَ الْمَنْكِبَيْنِ لَيْسَ بِالطَّوِيْلِ وَلاَ بِالْقَصِيْرِ قَالَ اَبُوْ كُرَيْبٍ لَهُ شَعْرٌ-

৫৮৫৬. আমর আন-নাকিদ ও আবূ কুরায়ব (র)...... বারা' (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, বাবরী চুলধারী, লাল পোশাক পরিহিত কোন লোককে আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর চেয়ে সুন্দর দেখিনি। তাঁর চুল কাঁধ স্পর্শ করতো। উভয় কাঁধের মধ্যে দূরত্ব ছিল। তিনি লম্বাও ছিলেন না, বেঁটেও ছিলেন না। আবূ কুরায়ব (তাঁর রিওয়ায়াতে) (شَعْرُهُ স্থলে) لَهُ شَعْرٌ বলেছেন।

٥٨٥٧- حَدَّثَنَا اَبُوْ كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ قَالَ حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ يُوْسُفَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِىْ اِسْحَاقَ قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ يَقُوْلُ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَحْسَنَ النَّاسِ وَجْهًا وَاَحْسَنَهُ خُلُقًا لَيْسَ بِالطَّوِيْلِ الذَّاهِبِ وَلاَ بِالْقَصِيْرِ-

৫৮৫৭. আবূ কুরায়ব মুহাম্মদ ইব্ন 'আলা (র)...... বারা' (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মানুষের মধ্যে সবার চেয়ে সুন্দর চেহারার অধিকারী ছিলেন আর তিনি ছিলেন সবার চাইতে উত্তম চরিত্রের অধিকারী। তিনি খুব লম্বাও ছিলেন না, বেঁটেও ছিলেন না।

٢٦- بَابُ فِىْ صِفَةِ شَعْرِ النَّبِىِّ ﷺ -

২৬. পরিচ্ছেদ : নবী ﷺ-এর কেশ এর বিবরণ

٥٨٥٨- حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوْخَ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيْرُ بْنُ حَازِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ قَالَ قُلْتُ لاَنَسِ بْنِ مَالِكٍ كَيْفَ كَانَ شَعْرُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ كَانَ شَعْرًا رَجِلاً لَيْسَ بِالْجَعْدِ وَلاَ السَّبْطِ بَيْنَ اُذُنَيْهِ وَعَاتِقِهِ-

৫৮৫৮. শায়বান ইব্ন ফার্‌রূখ (র)...... কাতাদা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আনাস ইব্ন মালিক (রা)-কে জিজ্ঞাসা করলাম, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কেশ কেমন ছিল? তিনি বললেন, হালকা কোঁকড়ানো ছিল, না খুব কোঁকড়ানো (পেঁচানো), আর না একেবারে সোজা, তা ছিল তাঁর দু'কান ও কাঁধের মাঝ বরাবর।

٥٨٥٩- وَحَدَّثَنِىْ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَبَّانُ بْنُ هِلاَلٍ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ قَالاَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ قَالَ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ اَنَسٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَضْرِبُ شَعْرُهُ مَنْكِبَيْهِ-

৫৮৫৯. যুহায়র ইব্ন হার্‌ব ও মুহাম্মদ ইব্ন মুসান্না (র)...... আনাস (রা) সূত্রে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কেশ (কখনো কখনো) তাঁর দু'কাঁধ স্পর্শ করত।

٥٨٦٠- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيٰى وَاَبُوْ كُرَيْبٍ قَالاَ اَخْبَرَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ عُلَيَّةَ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ اَنَسٍ قَالَ كَانَ شَعْرُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اِلٰى اَنْصَافِ اُذُنَيْهِ-

৫৮৬০. ইয়াহ্‌ইয়া ইব্ন ইয়াহ্‌ইয়া ও আবূ কুরায়ব (র)...... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কেশ মুবারক তাঁর দু'কানের মাঝ পর্যন্ত ঝুলান ছিল।

٢٧- بَابُ فِيْ صِفَةِ فَمِ النَّبِى ﷺ وَ عَيْنَيْهِ وَ عَقِبَيْهِ-

২৭. পরিচ্ছেদ : নবী ﷺ-এর মুখ, তাঁর দু'চোখ ও দুই গোড়ালীর বর্ণনা

٥٨٦١- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ وَاللَّفْظُ لاِبْنِ مُثَنَّى قَالاَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ سَمُرَةَ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ضَلِيْعَ الْفَمِ اَشْكَلَ الْعَيْنِ مَنْهُوْسَ الْعَقِبَيْنِ قَالَ قُلْتُ لِسِمَاكٍ مَاضَلِيْعُ الْفَمِ قَالَ عَظِيْمُ الْفَمِ قَالَ قُلْتُ مَا اَشْكَلُ الْعَيْنِ قَالَ طَوِيْلُ شَقِّ الْعَيْنِ قَالَ قُلْتُ مَا مَنْهُوْسُ الْعَقِبِ قَالَ قَلِيْلُ لَحْمِ الْعَقِبِ-

৫৮৬১. মুহাম্মদ ইব্‌ন মুসান্না এবং মুহাম্মদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (র)..... জাবির ইব্‌ন সামুরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ছিলেন প্রশস্ত মুখ, লাল-সাদা মিশ্রিত টানা প্রলম্বিত চোখ এবং কম গোশতের গোড়ালী বিশিষ্ট। বর্ণনাকারী শু'বা (র) সিমাক (র)-কে প্রশ্ন করলেন, ضَلِيْعُ الْفَمِ কেমন? তিনি বললেন, বড় মুখ। শু'বা বলেন, আমি বললাম, اَشْكَلُ الْعَيْنِ কেমন? তিনি বললেন, চোখ দু'টো দীঘল লম্বা ফাঁকযুক্ত। তিনি বলেন যে, আমি বললাম, مَنْهُوْسُ الْعَقِبِ কেমন? তিনি বললেন, হাল্‌কা অমাংসল গোড়ালী।

٢٨- بَابُ كَانَ النَّبِى ﷺ ابَيْضَ مَلِيْحَ الْوَجْهِ-

২৮. পরিচ্ছেদ : নবী ﷺ-এর দিলে কমনীয় (লালচে) শুভ্র চেহারার অধিকারী

٥٨٦٢- حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ عَنِ الْجُرَيْرِىِّ عَنْ اَبِى الطُّفَيْلِ قَالَ قُلْتُ لَهُ أَرَأَيْتَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ نَعَمْ كَانَ اَبْيَضَ مَلِيْحَ الْوَجْهِ -

قَالَ مُسْلِمُ ابْنُ الْحَجَّاجِ مَاتَ اَبُوْ الطُّفَيْلِ سَنَةَ مِائَةٍ وَكَانَ اٰخِرَ مَنْ مَاتَ مِنْ اَصْحَابِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ -

৫৮৬২. সাঈদ ইব্‌ন মানসূর (র)..... জুরায়রী (র) সূত্রে আবূ তুফায়ল (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি (জুরায়রী) বলেন, আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম যে, আপনি কি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে দেখেছেন ? তিনি বললেন, হ্যাঁ, তিনি ছিলেন ফর্সা, লাবণ্যময় চেহারার অধিকারী।

মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ (র) বলেন, একশ হিজরীতে আবূ তুফায়ল (রা) ইন্তিকাল করেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সাহাবীদের মধ্যে তিনিই সর্বশেষে ইন্তিকাল করেন।

٥٨٦٣- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيْرِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الاَعْلَى بْنُ عَبْدِ الْاَعْلَى عَنِ الْجُرَيْرِىِّ عَنْ اَبِىِّ الطُّفَيْلِ قَالَ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ وَمَا عَلَى وَجْهِ الْاَرْضِ رَجُلٌ رَاٰهُ غَيْرِىْ قَالَ فَقُلْتُ لَهُ فَكَيْفَ رَأَيْتَهُ قَالَ كَانَ اَبْيَضَ مَلِيْحًا مُقَصَّدًا-

৫৮৬৩. উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর কাওয়ারীরী (র)....... জুরায়রী (র) সূত্রে আবূ তুফায়েল (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে দেখেছি। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে দেখেছেন আমি ছাড়া এমন কেউ দুনিয়ায় আর অবশিষ্ট নেই। রাবী বলেন, আমি (জুরায়রী) বললাম, তাঁকে কেমন দেখেছেন ? তিনি বললেন, ফর্সা, লাবণ্যময় এবং মধ্যমাকৃতির।

٢٧- بَابُ شَيْبِهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ -

২৭. পরিচ্ছেদ : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর বার্ধক্য

٥٨٦٤- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ وَابْنُ نُمَيْرٍ وَعَمْرٌو النَّاقِدُ جَمِيْعًا عَنِ ابْنِ اِدْرِيْسَ قَالَ عَمْرٌو حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ اِدْرِيْسَ الْاَوْدِىُّ عَنْ هِشَامٍ عَنِ ابْنِ سِيْرِيْنَ قَالَ سُئِلَ اَنَسٌ هَلْ خَضَبَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِنَّهُ لَمْ يَكُنْ رَأَى مِنَ الشَّيْبِ اِلاَّ قَالَ ابْنُ اِدْرِيْسَ كَأَنَهُ يُقَلِّلُهُ وَقَدْ خَضَبَ اَبُوْ بَكْرٍ وَعُمَرُ بِالْحِنَّاءِ وَالْكَتَمِ-

৫৮৬৪. আবূ বকর ইব্‌ন আবূ শায়বা, ইব্‌ন নুমায়র ও আমর আন-নাকিদ (র)...... ইব্‌ন সীরীন (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আনাস (রা)-কে প্রশ্ন করা হলো, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কি খেযাব (কলপ) লাগাতেন? তিনি বললেন : তিনি তো তেমন বার্ধক্য দেখেননি তবে...... ইব্‌ন ইদরীস (র) বলেন, তিনি (আনাস রা) যেন কম বুঝাচ্ছিলেন। অবশ্য আবূ বকর ও উমর (রা) মেহদী এবং নীল দিয়ে খেযাব লাগিয়েছেন।

٥٨٦٥- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكَّارِ بْنِ الرَّيَّانِ قَالَ حَدَّثَنَا اِسْمٰعِيْلُ بْنُ زَكَرِيَّاءَ عَنْ عَاصِمٍ الْاَحْوَلِ عَنِ ابْنِ سِيْرِيْنَ قَالَ سَأَلْتُ اَنَسَ بْنَ مَالِكٍ هَلْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ خَضَبَ فَقَالَ لَمْ يَبْلُغِ الْخِضَابَ فَقَالَ كَانَ فِىْ لِحْيَتِهِ شَعَرَاتٌ بِيْضٌ قَالَ قُلْتُ لَهُ أَكَانَ اَبُوْ بَكْرٍ يَخْضِبُ قَالَ فَقَالَ نَعَمْ بِالْحِنَّاءِ وَالْكَتَمِ-

৫৮৬৫. মুহাম্মদ ইব্‌ন বাক্কার ইব্‌ন রায়য়্যান (র)...... ইব্‌ন সীরীন (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আনাস ইব্‌ন মালিক (রা)-কে জিজ্ঞাস করলাম, রাসূলুল্লাহ্ কি খেযাব ব্যবহার করেছিলেন? উত্তরে তিনি বললেন (তিনি) রাসূল ﷺ খেযাব ব্যবহারের সময় (বার্ধক্যে) পৌছেননি। অতঃপর তিনি বললেন, তাঁর দাড়িতে কয়েকটি চুল সাদা ছিল। রাবী বললেন, আমি তাকে [আনাস (রা)-কে], বললাম, আবূ বকর (রা) কি খেযাব ব্যবহার করেছিলেন? উত্তরে তিনি বললেন, হ্যাঁ, মেহদী ও নীল দ্বারা।

٥٨٦٦- وَحَدَّثَنِىْ حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ قَالَ حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ اَسَدٍ قَالَ حَدَّثَنَا وُهَيْبُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيْرِيْنَ قَالَ سَأَلْتُ اَنَسَ بْنَ مَالِكٍ أَخَضَبَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِنَّهُ لَمْ يَرَ مِنَ الشَّيْبِ اِلاَّ قَلِيْلاً-

৫৮৬৬. হাজ্জাজ ইব্‌ন শাইর (র) ইব্‌ন সীরীন (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আনাস ইব্‌ন মালিক (রা)-কে প্রশ্ন করলাম, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কি খেযাব লাগিয়েছেন? তিনি বললেন, তিনি সামান্য মাত্র বার্ধক্য প্রত্যক্ষ করেছিলেন।

٥٨٦٧- حَدَّثَنِىْ اَبُوْ الرَّبِيْعِ الْعَتَكِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ قَالَ حَدَّثَنَا ثَابِتٌ قَالَ سُئِلَ اَنَسُ بْنُ مَالِكٍ عَنْ خِضَابِ النَّبِىِّ ﷺ فَقَالَ لَوْ شِئْتُ اَنْ اَعُدَّ شَمَطَاتٍ كُنَّ فِىْ رَأْسِهِ فَعَلْتُ قَالَ وَلَمْ يَخْتَضِبْ وَقَدِ اخْتَضَبَ اَبُوْ بَكْرٍ بِالْحِنَّاءِ وَالْكَتَمِ وَاخْتَضَبَ عُمَرُ بِالْحِنَّاءِ بَحْتًا-

৫৮৬৭. আবূ রবী আতাকী (র).......সাবিত (র) বর্ণনা করেন যে, আনাস ইব্‌ন মালিক (রা)-কে নবী ﷺ-এর খেযাব সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলো। তিনি বললেন, আমি ইচ্ছা করলে তাঁর মাথার সাদা চুল গুণে ফেলতে পারতাম। তিনি বলেন, তিনি খেযাব লাগান নি। অবশ্য আবূ বকর (রা) মেহদী এবং নীল দিয়ে খেযাব দিয়েছেন আর উমর (রা) শুধু মেহদী দিয়ে খেযাব দিয়েছেন।

٥٨٦٨- حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيِّ الْجَهْضَمِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِيْ قَالَ حَدَّثَنَا الْمُثَنّٰى بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ يُكْرَهُ اَنْ يَنْتِفَ الرَّجُلُ الشَّعْرَةَ الْبَيْضَاءَ مِنْ رَأْسِهِ وَلِحْيَتِهِ قَالَ وَلَمْ يَخْتَضِبْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّمَا كَانَ الْبَيَاضُ فِىْ عَنْفَقَتِهِ وَفِى الصُّدْغَيْنِ وَفِى الرَّأْسِ نَبْذٌ -

وَحَدَّثَنِيْهِ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ قَالَ حَدَّثَنَا الْمُثَنّٰى بِهٰذَا الْاِسْنَادِ-

৫৮৬৮. নসর ইব্‌ন আলী জাহযামী (র)....... আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, কারো চুল ও দাড়ির সাদা কেশ উপড়িয়ে ফেলা মাকরূহ। আর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ খেযাব ব্যবহার করেন নি। কিছু সাদা ছিল তাঁর অধরের নীচের ছোট দাড়িতে, কানপট্টিতে কিছু, আর মাথায় কিছু।

মুহাম্মদ ইব্‌ন মুসান্না (র) এ সনদই এ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

٥٨٦٩- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُثَنّٰى وَابْنُ بَشَّارٍ وَاَحْمَدُ بْنُ اِبْرٰهِيْمَ الدَّوْرَقِىُّ وَهَارُوْنُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ جَمِيْعًا عَنْ اَبِىْ دَاوُدَ قَالَ ابْنُ الْمُثَنّٰى حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ اَبُوْ دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ خُلَيْدِ بْنِ جَعْفَرٍ سَمِعَ اَبَا اِيَاسٍ عَنْ اَنَسٍ اَنَّهُ سُئِلَ عَنْ شَيْبِ النَّبِىِّ ﷺ فَقَالَ مَاشَانَهُ اللّٰهُ بِبَيْضَاءَ-

৫৮৬৯. মুহাম্মদ ইব্‌ন মুসান্না, ইব্‌ন বাশ্‌শার, আহমাদ ইব্‌ন ইবরাহীম দাওরাকী ও হারূন ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (র)...... আবূ ইয়াস (র) সূত্রে, আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ-এর বার্ধক্য সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলো। তিনি বললেন, তাঁকে আল্লাহ্ বার্ধক্য দ্বারা পরিবর্তিত করেন নি।

٥٨٧٠- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ يُوْنُسُ قَالَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ اِسْحَاقَ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا يَحْيٰى بْنُ يَحْيٰى قَالَ اَخْبَرَنَا اَبُوْ خَيْثَمَةَ عَنْ اَبِىْ اِسْحَاقَ عَنْ اَبِىْ جُحَيْفَةَ قَالَ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ هٰذِهِ مِنْهُ بَيْضَاءَ وَوَضَعَ زُهَيْرٌ بَعْضَ اَصَابِعِهِ عَلٰى عَنْفَقَتِهِ قِيْلَ لَهُ مِثْلُ مَنْ اَنْتَ يَوْمَئِذٍ فَقَالَ اَبْرِىْ النَّبْلَ وَارِيْشُهَا-

৫৮৭০. আহমদ ইব্‌ন ইউনুস ও ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন ইয়াহ্ইয়া (র)....... আবূ জুহায়ফা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে এতটুকু সাদা হতে দেখেছি এবং যুহায়র (র) তাঁর ক'টি অংগুলি ছোট দাড়িতে রেখে বলতে লাগলেন; তখন লোকেরা আবূ জুহায়ফাকে বললো, সে দিন আপনি কার মত (বয়সের) ছিলেন? তিনি বললেন, আমি তীর চাঁছতাম এবং তীরে শর লাগাতাম (কিশোর ছিলাম)।

٥٨٧١- حَدَّثَنَا وَاصِلُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ عَنْ إِسْمَاعِيْلَ بْنِ أَبِى خَالِدٍ عَنْ أَبِىْ جُحَيْفَةَ قَالَ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ أَبْيَضَ قَدْشَابَ كَانَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِىٍّ يُشْبِهُهُ -

৫৮৭১. ওয়াসিল ইব্‌ন আবদুল আলা (র)....... আবূ জুহায়ফা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে দেখেছি তাঁর রং ছিল ফর্সা, তিনি প্রায় বৃদ্ধ হয়ে গিয়েছিলেন, হাসান ইব্‌ন আলী (রা) দেখতে তাঁর সদৃশ ছিলেন।

٥٨٧٢- وَحَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ وَخَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ كُلُّهُمْ عَنْ إِسْمَاعِيْلَ عَنْ أَبِىْ جُحَيْفَةَ بِهٰذَا وَلَمْ يَقُوْلُوْا أَبْيَضَ قَدْ شَابَ-

৫৮৭২. সাঈদ ইব্‌ন মানসূর ও ইব্‌ন নুমায়র (র)....... আবূ জুহায়ফা (রা) থেকে এ হাদীসটিই বর্ণনা করেছেন; কিন্তু বর্ণনাকারীরা "ফর্সা এবং বুড়ো হয়ে গিয়েছিলেন" এ কথাগুলো উল্লেখ করেন নি।

٥٨٧٣- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُثَنّٰى قَالَ حَدَّثَنَا أَبُوْ دَاوُدَ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سِمَاكٍ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ سَمُرَةَ سُئِلَ عَنْ شَيْبِ النَّبِىِّ ﷺ فَقَالَ كَانَ إِذَا ادَّهَنَ رَأْسَهُ لَمْ يُرَ مِنْهُ شَىْءٌ وَإِذَا لَمْ يَدَّهِنْ رُئِىَ مِنْهُ-

৫৮৭৩. মুহাম্মদ ইব্‌ন মুসান্না (র)....... সিমাক ইব্‌ন হার্‌ব (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি জাবির ইব্‌ন সামুরা (রা) থেকে শুনেছি, তিনি বলেন, নবী ﷺ-এর বার্ধক্য সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলো। তিনি বললেন, যখন তিনি মাথায় তেল দিতেন, তখন সাদা বর্ণ দেখা যেত না। তবে যখন তেল দিতেন না, তখন দেখা যেতো।

٢٨- بَابُ إِثْبَاتِ خَاتَمِ النُّبُوَّةِ وَصِفَتِهِ وَمَحَلِّهِ مِنْ جَسَدِهِ ﷺ -

২৮. পরিচ্ছেদ : মোহরে নুবুওয়াত, তার বর্ণনা এবং নবী ﷺ-এর দেহে এর অবস্থান

٥٨٧٤- حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِىْ شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ عَنْ إِسْرَائِيْلَ عَنْ سِمَاكٍ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ سَمُرَةَ يَقُوْلُ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَدْ شَمِطَ مُقَدَّمُ رَأْسِهِ وَلِحْيَتِهِ وَكَانَ إِذَا ادَّهَنَ لَمْ يَتَبَيَّنْ وَإِذَا شَعِثَ رَأْسُهُ تَبَيَّنَ وَكَانَ كَثِيْرَ شَعْرِ اللِّحْيَةِ فَقَالَ رَجُلٌ وَجْهُهُ مِثْلُ السَّيْفِ قَالَ لَا بَلْ كَانَ مِثْلَ الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ وَكَانَ مُسْتَدِيْرًا وَرَأَيْتُ الْخَاتَمَ عِنْدَ كَتِفِهِ مِثْلَ بَيْضَةِ الْحَمَامَةِ يُشْبِهُ جَسَدَهُ-

৫৮৭৪. আবূ বকর ইব্‌ন আবূ শায়বা (র)....... জাবির ইব্‌ন সামুরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর চুল এবং দাঁড়ির সম্মুখভাগ হালকা সাদা হয়েছিল। যখন তিনি তেল দিতেন, তখন সাদা দেখা যেত না, আর যখন চুল এলোমেলো হতো, তখন (শুভ্রতা) দেখা যেতো। তাঁর দাড়ি খুব ঘন ছিল। এক ব্যক্তি বললো, তাঁর

চেহারা মুবারক ছিল তলোয়ারের মত। জাবির (রা) বললেন, না, তাঁর চেহারা মুবারক ছিল সূর্য ও চন্দ্রের মত (উজ্জ্বল) গোলাকার। তাঁর কাঁধের কাছে আমি কবুতরের ডিমের মত নুবুওয়াতের মোহর দেখেছি। (এটির রং ছিল) তাঁর শরীরের রংয়ের সদৃশ।

٥٨٧٥- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سِمَاكٍ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ سَمُرَةَ قَالَ رَأَيْتُ خَاتَمًا فِىْ ظَهْرِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ كَأَنَّهُ بَيْضَةُ حَمَامٍ-

৫৮৭৫. মুহাম্মদ ইব্ন মুসান্না (র).......জাবির ইব্ন সামুরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর পিঠে নুবুওয়াতের মোহর দেখেছি, যেন কবুতরের ডিম।

٥٨٧٦- وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُوْسٰى قَالَ اَخْبَرَنَا حَسَنُ بْنُ صَالِحٍ عَنْ سِمَاكٍ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ مِثْلَهُ-

৫৮৭৬. ইব্ন নুমায়র (র)....... সিমাক (র) থেকে এ সনদে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

٥٨٧٧- وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ قَالاَ حَدَّثَنَا حَاتِمٌ وَهُوَ ابْنُ اِسْمَاعِيْلَ عَنِ الْجَعْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَ سَمِعْتُ السَّائِبَ بْنَ يَزِيْدَ يَقُوْلُ ذَهَبَتْ بِىْ خَالَتِىْ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَتْ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ ابْنَ اُخْتِىْ وَجِعٌ فَمَسَحَ رَأْسِىْ وَدَعَالِىْ بِالْبَرَكَةِ ثُمَّ تَوَضَّأَ فَشَرِبْتُ مِنْ وَضُوْئِهِ ثُمَّ قُمْتُ خَلْفَ ظَهْرِهِ فَنَظَرْتُ اِلٰى خَاتَمِهِ بَيْنَ كَتِفَيْهِ مِثْلَ زِرِّ الْحَجَلَةِ-

৫৮৭৭. কুতায়বা ইব্ন সাঈদ ও মুহাম্মদ ইব্ন আব্বাদ (র)....... সাইব ইব্ন ইয়াযীদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার খালা আমাকে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে নিয়ে গেলেন। তিনি বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! (এটি) আমার বোনের ছেলে। সে অসুস্থ। তখন তিনি আমার মাথায় হাত বুলিয়ে দিলেন এবং আমার জন্য বরকতের দু'আ করলেন। এরপর তিনি উযূ করলেন। আমি তাঁর উযূর পানি থেকে পান করলাম। পরে তাঁর পেছনে দাঁড়ালাম এবং তাঁর দু'কাঁধের মাঝে নুবুওয়াতের মোহর দেখতে পেলাম বাসর সজ্জার চাদরের ঘুণ্ডির মতো (হাজালার ডিমের মতো)।

٥٨٧٨- حَدَّثَنَا اَبُوْ كَامِلٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَعْنِىْ ابْنُ زَيْدٍ ح قَالَ وَحَدَّثَنِىْ سُوَيْدُ ابْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ مُسْهِرٍ كِلاَهُمَا عَنْ عَاصِمٍ الْاَحْوَلِ ح قَالَ وَحَدَّثَنِىْ حَامِدُ بْنُ عُمَرَ الْبَكْرَاوِىُّ وَاللَّفْظُ لَهُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ يَعْنِىْ ابْنَ زِيَادٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَاصِمٌ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ سَرْجِسَ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِىَّ ﷺ وَاَكَلْتُ مَعَهُ خُبْزًا وَلَحْمًا اَوْ قَالَ ثَرِيْدًا قَالَ فَقُلْتُ لَهُ اَسْتَغْفَرَلَكَ النَّبِىُّ ﷺ قَالَ نَعَمْ وَلَكَ ثُمَّ تَلاَ هٰذِهِ الْاٰيَةَ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ قَالَ ثُمَّ دُرْتُ خَلْفَهُ فَنَظَرْتُ اِلٰى خَاتَمِ النُّبُوَّةِ بَيْنَ كَتِفَيْهِ عِنْدَ نَاغِضِ كَتِفِهِ الْيُسْرٰى جُمْعًا عَلَيْهِ خِيْلاَنٌ كَاَمْثَالِ الثَّآلِيْلِ-

৫৮৭৮. আবূ কামিল, সুওয়াইদ ইব্‌ন সাঈদ ও হামিদ ইব্‌ন উমর আল-বাকরাবী (র)......আসিম (র) আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন সারজিস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে দেখেছি এবং তাঁর সঙ্গে গোশত ও রুটি খেয়েছি অথবা বলেছেন 'সারীদ' (খেয়েছি)। তিনি (আসিম) বলেন যে, আমি তাঁকে বললাম, রাসূলুল্লাহ্ কি আপনার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেছেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ, তোমার জন্যও। পরে এ আয়াতটি পাঠ করলেন : এবং "ক্ষমা প্রার্থনা কর তোমার পাপের জন্য এবং মু'মিন পুরুষ ও মু'মিন নারীদের জন্য" (৪৭ : ১৯)। আবদুল্লাহ্ (রা) বলেন, তারপর আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর পিছনে গেলাম আর নুবুওয়াতের মোহর দেখলাম, দু'কাঁধের মাঝে বাম বাহু সন্ধিতে-কাঁধে হাড়ের কাছে মুষ্টিবদ্ধ হাতের মতো, যাতে শরীরের গোটার ন্যায় তিলক ছিল।

٢٩- بَابُ قَدْرِ عُمْرِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَاِقَامَتِهِ بِمَكَّةَ وَالْمَدِيْنَةِ-

২৯. পরিচ্ছেদ : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর বয়স এবং মক্কা ও মদীনায় তাঁর অবস্থানকাল

٥٨٧٩- حَدَّثَنَا يَحْيٰى بْنُ يَحْيٰى قَالَ قَرَأْتُ عَلٰى مَالِكٍ عَنْ رَبِيْعَةَ بْنِ اَبِىْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ اَنَسِ ابْنِ مَالِكٍ اَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُوْلُ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَيْسَ بِالطَّوِيْلِ الْبَائِنِ وَلاَ بِالْقَصِيْرِ وَلَيْسَ بِالْاَبْيَضِ الْاَمْهَقِ وَلاَ بِالاٰدَمِ وَلاَ بِالْجَعْدِ الْقَطَطِ وَلاَ بِالسَّبْطِ بَعَثَهُ اللّٰهُ عَلٰى رَأْسِ اَرْبَعِيْنَ سَنَةً فَاَقَامَ بِمَكَّةَ عَشْرَ سِنِيْنَ وَبِالْمَدِيْنَةِ عَشْرَ سِنِيْنَ وَتَوَفَّاهُ اللّٰهُ عَلٰى رَأْسِ سِتِّيْنَ سَنَةً وَلَيْسَ فِىْ رَأْسِهِ وَلِحْيَتِهِ عِشْرُوْنَ شَعْرَةً بَيْضَاءَ-

৫৮৭৯ . ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন ইয়াহ্ইয়া (রা)...... আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ বেশি লম্বাও ছিলেন না, বেশি খাটোও ছিলেন না। একেবারে সাদাও ছিলেন না এবং শ্যামলাও ছিলেন না। তাঁর চুল অতিরিক্ত কোঁকড়ানোও ছিল না এবং একেবারে সোজাও ছিল না। চল্লিশ বছর বয়সে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে নুবুওয়াত দান করেন। এরপর তিনি মক্কায় দশ বছর অবস্থান করেন এবং মদীনায় দশ বছর। ষাট বছরের মাথায় আল্লাহ্ তাআলা তাঁকে ওফাত দান করেন। এ সময় তাঁর মাথায় ও দাড়িতে বিশটি চুলও সাদা ছিল না।

٥٨٨٠- وَحَدَّثَنَا يَحْيٰى بْنُ اَيُّوْبَ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ وَعَلِىُّ بْنُ حُجْرٍ قَالُوْا حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ يَعْنُوْنَ ابْنَ جَعْفَرٍ ح قَالَ وَحَدَّثَنِى الْقَاسِمُ بْنُ زَكَرِيَّاءَ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ سُلَيْمَانُ بْنُ بِلاَلٍ كِلاَهُمَا عَنْ رَبِيْعَةَ ابْنَ اَبِىْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ بِمِثْلِ حَدِيْثِ مَالِكٍ وَزَادَ فِىْ حَدِيْثِهِمَا كَانَ اَزْهَرَ-

৫৮৮০. ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন আইউব, কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ, আলী ইব্‌ন হুজর ও কাসিম ইব্‌ন যাকারিয়া (র)....... আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে মালিক (র) বর্ণিত (পূর্ববর্তী) হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তাঁরা তাঁদের হাদীসে "উজ্জ্বল সাদা বর্ণের ছিল" অধিক বলেছেন।

٥٨٨١- حَدَّثَنِى اَبُوْ غَسَّانَ الرَّازِىُّ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو قَالَ حَدَّثَنَا حَكَّامُ بْنُ سَلْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ زَائِدَةَ عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَدِىٍّ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قُبِضَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَهُوَ ابْنُ ثَلَاثٍ وَسِتِّيْنَ وَاَبُوْ بَكْرٍ وَهُوَ ابْنُ ثَلَاثٍ وَسِتِّيْنَ وَعُمَرُ وَهُوَ ابْنُ ثَلَاثٍ وَسِتِّيْنَ-

৫৮৮১. আবূ গাস্সান আর রাযী মুহাম্মদ ইব্ন আমর (র)....... আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর ওফাত হয়েছে তেষট্টি বছর বয়সে, আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-এরও তেষট্টি বছর বয়সে, উমর (রা)-এরও তেষট্টি বছর বয়সে।

٥٨٨٢- وَحَدَّثَنِىْ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ قَالَ حَدَّثَنِىْ اَبِىْ عَنْ جَدِّىْ قَالَ حَدَّثَنِىْ عُقَيْلُ بْنُ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ تُوُفِّىَ وَهُوَ ابْنُ ثَلَاثٍ وَسِتِّيْنَ سَنَةً وَقَالَ ابْنُ شِهَابٍ اَخْبَرَنِىْ سَعِيْدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ بِمِثْلِ ذٰلِكَ-

৫৯৮২. আবদুল মালিক ইব্ন শুআয়ব ইব্ন লাইস (র)....... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর ওফাত হল, তখন তাঁর বয়স তেষট্টি বছর।

ইব্ন শিহাব (র) বলেন, সাঈদ ইব্ন মুসায়্যিব (র) আমাকে অনুরূপ বর্ণনা অবহিত করেছেন।

٥٨٨٣- وَحَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ وَعَبَّادُ بْنُ مُوْسٰى قَالَا حَدَّثَنَا طَلْحَةُ بْنُ يَحْيٰى عَنْ يُوْنُسَ بْنِ يَزِيْدَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ بِالْاِسْنَادَيْنِ جَمِيْعًا مِثْلَ حَدِيْثِ عُقَيْلٍ-

৫৮৮৩. উসমান ইব্ন আবূ শায়বা ও আব্বাদ ইব্ন মূসা (র)....... ইব্ন শিহাব (র) থেকে পূর্বোক্ত দু'টো সনদে উকায়ল-এর হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

٥٨٨٤- وَحَدَّثَنَا اَبُوْ مَعْمَرٍ اِسْمَاعِيْلُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ الْهُذَلِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو قَالَ قُلْتُ لِعُرْوَةَ كَمْ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ بِمَكَّةَ قَالَ عَشْرًا قَالَ قُلْتُ فَاِنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُوْلُ ثَلَاثَ عَشْرَةَ-

৫৮৮৪. আবূ মা'মার ইসমাঈল ইব্ন ইবরাহীম হুযালী (র)....... আমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি উরওয়াকে জিজ্ঞাসা করলাম নবী মক্কায় কতদিন ছিলেন? তিনি বললেন দশ বছর। রাবী বলেন, আমি বললাম, ইব্ন আব্বাস (রা) তো বলেন, তেরো বছর।

٥٨٨٥- وَحَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو قَالَ قُلْتُ لِعُرْوَةَ كَمْ لَبِثَ النَّبِىُّ ﷺ بِمَكَّةَ قَالَ عَشْرًا قُلْتُ فَاِنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُوْلُ بِضْعَ عَشْرَةَ قَالَ فَغَفَّرَهُ وَقَالَ اِنَّمَا اَخَذَهُ مِنْ قَوْلِ الشَّاعِرِ-

৫৮৮৫. ইব্ন আবূ উমর (র)....... আমর (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি উরওয়া (রা)-কে জিজ্ঞাসা করলাম, মক্কায় নবী কত দিন অবস্থান করেছিলেন? তিনি বললেন দশ বছর। রাবী বলেন, আমি বললাম, ইব্ন আব্বাস (রা) তো বলেন দশ বছরের অধিক। রাবী বলেন, তিনি ইব্ন আব্বাসের জন্য দু'আ করলেন এবং বললেন, তিনি এ তথ্য কবিদের কথা থেকে নিয়েছেন।

٥٨٨٦- حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ وَهَارُوْنُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ رَوْحِ بْنِ عُبَادَةَ قَالَ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ ابْنُ اِسْحَاقَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ مَكَثَ بِمَكَّةَ ثَلاَثَ عَشْرَةَ وَتُوُفِّيَ وَهُوَ ابْنُ ثَلاَثٍ وَسِتِّيْنَ-

৫৮৮৬. ইসহাক ইব্‌ন ইবরাহীম ও হারূন ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (র)...... ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মক্কায় তের বছর ছিলেন এবং তেষট্টি বছর বয়সে তাঁর ওফাত হয়।

٥٨٨٧- وَحَدَّثَنَا ابْنُ اَبِيْ عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ السَّرِيِّ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ اَبِيْ جَمْرَةَ الضُّبَعِيِّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ اَقَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِمَكَّةَ ثَلاَثَ عَشْرَةَ يُوْحٰى اِلَيْهِ وَبِالْمَدِيْنَةِ عَشْرًا وَمَاتَ وَهُوَ ابْنُ ثَلاَثٍ وَّسِتِّيْنَ سَنَةً-

৫৮৮৭. ইব্‌ন আবূ উমর (র)...... ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ (নুবুওয়াতের পর) তের বছর মক্কায় অবস্থান করেছিলেন, তখন তাঁর উপর ওহী নাযিল হয়। আর মদীনায় দশ বছর ছিলেন। তিনি ওফাত বরণ করেন যখন তাঁর বয়স তেষট্টি বছর।

٥٨٨٨- وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ اَبَانَ الْجُعْفِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا سَلاَّمٌ اَبُوْ الاَحْوَصِ عَنْ اَبِيْ اِسْحَاقَ قَالَ كُنْتُ جَالِسًا مَعَ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُتْبَةَ فَذَكَرُوْا سِنِيْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ كَانَ اَبُوْ بَكْرٍ اَكْبَرَ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ قُبِضَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَهُوَ ابْنُ ثَلاَثٍ وَّسِتِّيْنَ وَمَاتَ اَبُوْ بَكْرٍ وَهُوَ ابْنُ ثَلاَثٍ وَّسِتِّيْنَ وَقُتِلَ عُمَرُ وَهُوَ ابْنُ ثَلاَثٍ وَّسِتِّيْنَ -قَالَ فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ يُقَالُ لَهُ عَامِرُ بْنُ سَعْدٍ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ قَالَ كُنَّا قُعُوْدًا عِنْدَ مُعَاوِيَةَ فَذَكَرُوْا سِنِيْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ مُعَاوِيَةُ قُبِضَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَهُوَ ابْنُ ثَلاَثٍ وَّسِتِّيْنَ سَنَةً وَمَاتَ اَبُوْ بَكْرٍ وَهُوَ ابْنُ ثَلاَثٍ وَّسِتِّيْنَ وَقُتِلَ عُمَرَ وَهُوَ ابْنُ ثَلاَثٍ وَّسِتِّيْنَ-

৫৮৮৮. আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন আবান আল-জুফী (র)...... আবূ ইসহাক (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উতবা (রা)-এর সঙ্গে বসা ছিলাম। তখন লোকেরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর বয়স নিয়ে আলোচনা করতে লাগল। তাঁদের কেউ কেউ বললো, আবূ বকর (রা) (বয়সে) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর চেয়ে বড় ছিলেন। আবদুল্লাহ্ (রা) বললেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর ওফাত হয় তখন তাঁর বয়স তেষট্টি বছর, আবূ বকর (রা) ইন্তিকাল করেন তখন তাঁর বয়সও তেষট্টি বছর, উমর (রা) শহীদ হন তখন তাঁর বয়স তেষট্টি বছর। রাবী বলেন লোকদের ভেতর আমর ইব্‌ন সা'দ নামক একজন বললো, জারীর আমাকে বলেছেন যে, আমরা মুআবিয়া (রা)-এর কাছে উপবিষ্ট ছিলাম। লোকেরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর বয়সের উল্লেখ করলো। তখন মুআবিয়া (রা) বললেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর ওফাত হয় তখন তাঁর বয়স তেষট্টি বছর, আবূ বকর (রা) ইন্তিকাল করেন তাঁর বয়স তেষট্টি বছর, উমর (রা) শহীদ হন তখন তাঁর বয়সও তেষট্টি বছর।

٥٨٨٩- وَحَدَّثَنَا ابْنُ مُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ وَاللَّفْظُ لِابْنُ مُثَنَّى قَالاَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا اِسْحَاقَ يُحَدِّثُ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ الْبَجَلِيِّ عَنْ جَرِيْرٍ اَنَّهُ سَمِعَ مُعَاوِيَةَ يَخْطُبُ فَقَالَ مَاتَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَهُوَ ابْنُ ثَلاَثٍ وَسِتِّيْنَ وَاَبُوْ بَكْرٍ وَعُمَرُ وَاَنَا ابْنُ ثَلاَثٍ وَّسِتِّيْنَ-

৫৮৮৯. ইব্‌ন মুসান্না ও ইব্‌ন বাশশার (র)....... জারীর (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি মুআবিয়া (রা)-কে ভাষণ দিতে শুনেছেন। মুআবিয়া (রা) বললেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর ওফাত হয় তখন তাঁর বয়স তেষট্টি বছর, আবূ বকর (রা) ও উমর (রা)-ও তেষট্টি বছর (বয়সে ইন্তিকাল করেন)। আমি (এখন) তেষট্টি বছর (বয়সের এবং এ বয়সে মৃত্যুর আশা রাখি)।

٥٨٩٠- وَحَدَّثَنِيْ ابْنُ مِنْهَالٍ الضَّرِيْرُ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعٍ قَالَ حَدَّثَنَا يُوْنُسُ بْنُ عُبَيْدٍ عَنْ عَمَّارٍ مَوْلَى بَنِيْ هَاشِمٍ قَالَ سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ كَمْ اَتَى لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ يَوْمَ مَاتَ فَقَالَ مَا كُنْتُ اَحْسِبُ مِثْلَكَ مِنْ قَوْمِهِ يَخْفَى عَلَيْهِ ذٰلِكَ قَالَ قُلْتُ اِنِّيْ قَدْ سَأَلْتُ النَّاسَ فَاخْتَلَفُوْا عَلَيَّ فَاَحْبَبْتُ اَنْ اَعْلَمَ قَوْلَكَ فِيْهِ قَالَ أَتَحْسَبُ قَالَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ اَمْسِكْ اَرْبَعِيْنَ بُعِثَ لَهَا خَمْسَ عَشَرَةَ بِمَكَّةَ يَأْمَنُ وَيَخَافُ وَعَشْرَ مِنْ مُهَاجِرِهِ اِلَى الْمَدِيْنَةِ-

৫৮৯০. ইব্‌ন মিনহাল দারীর (র)....... বনূ হাশিমের ক্রীতদাস আম্মার (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ইব্‌ন আব্বাস (রা) -কে জিজ্ঞাসা করলাম রাসূলুল্লাহ্ যখন ওফাত বরণ করেন তখন তাঁর (বয়স) কত ছিল? ইব্‌ন আব্বাস (রা) বললেন, আমি ভাবি নি যে, সম্প্রদায়ের লোক হয়েও তোমার মত লোক এ কথাটা জানবে না। আমি বললাম, আমি লোকদেরকে জিজ্ঞেস করেছি, তারা বিভিন্ন মত প্রকাশ করেছেন। তাই এ বিষয়ে আপনার অভিমত জেনে নেয়াই আমি বেশি ভাল মনে করলাম। ইব্‌ন আব্বাস (রা) বললেন, তুমি কি হিসাব জান? তিনি বলেন, আমি বললাম, হ্যাঁ। তিনি বললেন, আচ্ছা 'চল্লিশ' ধরে রাখো। এ সময় তিনি রাসূল হন। এর সঙ্গে পনেরো বছর যোগ কর, যখন মক্কায় অবস্থান করেন ভীতি এবং নিরাপত্তায়। আরো দশ হিজরতের পর থেকে মদীনায়।

٥٨٩١- وَحَدَّثَنِيْ مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ يُوْنُسَ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ نَحْوَ حَدِيْثِ يَزِيْدَ بْنِ زُرَيْعٍ-

৫৮৯১. মুহাম্মদ ইব্‌ন রাফি' (র)....... ইউনুস (র) থেকে উক্ত সনদে ইয়াযীদ ইব্‌ন যুরাঈ-এর হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

٥٨٩٢- وَحَدَّثَنِيْ نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا بِشْرٌ يَعْنِيْ بْنَ مُفَضَّلٍ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ الْحَذَّاءُ قَالَ حَدَّثَنَا عَمَّارٌ مَوْلَى بَنِيْ هَاشِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عَبَّاسٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ تُوُفِّيَ وَهُوَ ابْنُ خَمْسٍ وَّسِتِّيْنَ-

وَحَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ خَالِدٍ بِهٰذَ الْاِسْنَادِ-

৫৮৯২. নাসর ইব্‌ন আলী (র)....... ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ পঁয়ষট্টি বছর বয়সের ওফাত লাভ করেন।
আবূ বকর ইব্‌ন আবূ শায়বা (র)-এ সনদে খালিদ সূত্রে বর্ণনা করেছেন।

٥٨٩٣- وَحَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ الْحَنْظَلِيُّ قَالَ اَخْبَرَنَا رَوْحٌ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ اَبِىْ عَمَّارٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ اَقَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِمَكَّةَ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً يَسْمَعُ الصَّوْتَ وَيَرَى الضَّوْءَ سَبْعَ سِنِيْنَ وَلاَ يَرَى شَيْئًا وَثَمَانَ سِنِيْنَ يُوْحَى اِلَيْهِ وَاَقَامَ بِالْمَدِيْنَةِ عَشْرًا-

৫৮৯৩. ইসহাক ইব্‌ন ইবরাহীম হানজালী (র).....ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মক্কায় পনেরো বছর অবস্থান করেন, সাত বছর (বিভিন্ন) শব্দ শুনতেন এবং আলো দেখতেন, অন্য কিছু দেখতেন না। আর আট বছর তাঁর কাছে ওহী আসতো। তারপর মদীনায় অবস্থান করেন দশ বছর।

٣٠- بَابُ فِىْ اَسْمَاءِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ -

৩০. পরিচ্ছেদ : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নামসমূহ

٥٨٩٤- وَحَدَّثَنِىْ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَاِسْحَاقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ وَابْنُ اَبِىْ عُمَرَ وَاللَّفْظُ لِزُهَيْرٍ قَالَ اِسْحَاقُ اَخْبَرَنَا وَقَالَ الْاٰخَرَانِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ سَمِعَ مُحَمَّدَ بْنَ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ اَنَا مُحَمَّدٌ وَاَنَا اَحْمَدُ وَاَنَا الْمَاحِىْ الَّذِىْ يُمْحَى بِىَ الْكُفْرُ وَاَنَا الْحَاشِرُ الَّذِىْ يُحْشَرُ النَّاسُ عَلٰى عَقِبِىْ وَاَنَا الْعَاقِبُ وَالْعَاقِبُ الَّذِىْ لَيْسَ بَعْدَهُ نَبِىٌّ-

৫৮৯৪, যুহায়র ইব্‌ন হারব, ইসহাক ইব্‌ন ইব্‌রাহীম ও ইব্‌ন আবূ উমর (র)....... জুবায়র ইব্‌ন মুতঈম (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন : আমি মুহাম্মদ' (প্রশংসিত), আমি আহমাদ (অত্যধিক প্রশংসাকারী), আমি আল-মাহী (বিলুপ্তকারী), এমন ব্যক্তি যে, আমার মাধ্যমে কুফরকে বিলুপ্ত করা হবে। আমি আল-হাশির (একত্রকারী) এমন ব্যক্তি যে, আমার পেছনে লোকদের সমবেত করা হবে। আমি আল-আকিব (সর্বশেষ), আর আল-আকিব ঐ ব্যক্তি, যার পর কোন নবী নেই।

٥٨٩٥- حَدَّثَنِىْ حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيٰى قَالَ اَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرِ ابْنِ مُطْعِمٍ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِنَّ لِىْ اَسْمَاءَ اَنَا مُحَمَّدٌ وَاَنَا اَحْمَدُ وَاَنَا الْمَاحِى الَّذِىْ يَمْحُو اللّٰهُ بِىَ الْكُفْرَ وَاَنَا الْحَاشِرُ الَّذِىْ يُحْشَرُ النَّاسُ عَلٰى قَدَمَىَّ وَاَنَا الْعَاقِبُ الَّذِىْ لَيْسَ بَعْدَهُ اَحَدٌ وَقَدْ سَمَّاهُ اللّٰهُ رَؤُفًا رَّحِيْمًا-

৫৮৯৫. হারমালা ইব্‌ন ইয়াহ্ইয়া (র)......জুবায়র ইব্‌ন মুতঈম (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : আমার অনেক নাম রয়েছে। আমি মুহাম্মাদ, আমি আহমাদ, আমি আল-মাহী (বিলোপ সাধনকারী) ঐ ব্যক্তি যে,

আমার মাধ্যমে আল্লাহ্ কুফরকে বিলুপ্ত করবেন। আমি আল-হাশির (সমবেতকারী), এমন ব্যক্তি যে, আমার পায়ের কাছে লোকেরা সমবেত হবে। আমি আল-আকিব (সমাপ্তি), এমন ব্যক্তি, যার পর কেউ নেই এবং আল্লাহ্ তাঁর নাম রেখেছেন রাঊফ ও রাহীম (স্নেহময়, দয়াবান)।

٥٨٩٦- وَحَدَّثَنِى عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ قَالَ حَدَّثَنِى اَبِىْ عَنْ جَدِّىْ حَدَّثَنِى عُقَيْلٌ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ اَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الدَّارِمِىُّ قَالَ اَخْبَرَنَا اَبُوْ الْيَمَانِ قَالَ اَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ كُلُّهُمْ عَنِ الزُّهْرِىِّ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ وَفِىْ حَدِيْثِ شُعَيْبٍ وَمَعْمَرٍ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ وَفِىْ حَدِيْثِ عُقَيْلٍ قَالَ قُلْتُ لِلزُّهْرِىِّ وَمَا الْعَاقِبُ قَالَ الَّذِىْ لَيْسَ بَعْدَهُ نَبِىٌّ وَفِىْ حَدِيْثِ مَعْمَرٍ وَعُقَيْلٍ الْكَفَرَةَ وَفِىْ حَدِيْثِ شُعَيْبٍ الْكُفْرَ-

৫৮৯৬. আবদুল মালিক ইব্ন শুআয়ব ইব্ন লায়ছ, আবদ ইব্ন হুমায়দ ও আবদুল্লাহ্ ইব্ন আবদুর রহমান দারিমী (র)...... যুহরী (র) থেকে এ সনদে হাদীস বর্ণনা করেছেন। শু'আয়ব এবং মা'মার (র) বর্ণিত হাদীসে 'আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে শুনেছি' উল্লেখ রয়েছে; এবং মা'মারের হাদীসে রয়েছে, তিনি বলেন, 'আমি যুহরী (র)-কে জিজ্ঞাসা করলাম, আল-আকিব কী? তিনি বললেন, এমন ব্যক্তি যার পর আর নবী নেই।' মা'মার ও উকায়ল-এর হাদীসে আছে اَلْكَفَرَةَ, আর শুআয়ব-এর হাদীসের রয়েছে اَلْكُفْرَ। (কাফিরদের বিলুপ্ত করবেন)।

٥٨٩٧- وَحَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ الْحَنْظَلِىُّ قَالَ اَخْبَرَنَا جَرِيْرٌ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ اَبِىْ عُبَيْدَةَ عَنْ اَبِىْ مُوْسَى الْاَشْعَرِىِّ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُسَمِّىْ لَنَا نَفْسَهُ اَسْمَاءً فَقَالَ اَنَا مُحَمَّدٌ وَاَحْمَدُ وَالْمُقَفِّىْ وَالْحَاشِرُ وَنَبِىُّ التَّوْبَةِ وَنَبِىُّ الرَّحْمَةِ-

৫৮৯৭. ইসহাক ইব্ন ইবরাহীম হানযালী (র) .... আবূ মূসা আশআরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর নিজের নামগুলো আমাদের কাছে বর্ণনা করতেন। তিনি বলেছেন, আমি মুহাম্মদ, আহমাদ, আল-মুকাফ্‌ফী (সর্বশেষ), আল-হাশির (সমবেতকারী), তাওবার নবী ও রহমতের নবী।

٣١- بَابُ عِلْمِهِ بِاللّٰهِ تَعَالٰى وَشِدَّةُ خَشْيَتِهِ ﷺ -

৩১. পরিচ্ছেদ : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর আল্লাহ্ সম্পর্কে জ্ঞান এবং তাঁর প্রতি তাঁর প্রচণ্ড ভীতি।

٥٨٩٨- وَحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اَبِى الضُّحٰى عَنْ مَسْرُوْقٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ صَنَعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَمْرًا فَتَرَخَّصَ فِيْهِ فَبَلَغَ ذٰلِكَ نَاسًا مِنْ اَصْحَابِهِ فَكَاَنَّهُمْ كَرِهُوْهُ وَتَنَزَّهُوْا عَنْهُ فَبَلَغَهُ ذٰلِكَ فَقَامَ خَطِيْبًا فَقَالَ مَابَالُ رِجَالٍ بَلَغَهُمْ عَنِّىْ اَمْرٌ تَرَخَّصْتُ فِيْهِ فَكَرِهُوْهُ وَتَنَزَّهُوْا عَنْهُ فَوَ اللّٰهِ لَاَنَا اَعْلَمُهُمْ بِاللّٰهِ وَاَشَدُّهُمْ لَهُ خَشْيَةً-

৫৮৯৮. যুহায়র ইব্‌ন হার্‌ব (র)....... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একটি কাজ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ করলেন এবং তাতে 'রুখসাত' (সহজে অবকাশ মূলক পন্থা) গ্রহণ করলেন। এ খবর তাঁর কতক সাহাবীর কাছে পৌঁছলে তাঁরা (নিজেদের জন্য) সে কাজটি অপসন্দ করলেন এবং এ থেকে আত্মরক্ষামূলক বিরত রইলেন। এ কথা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ জানতে পেরে দাঁড়িয়ে ভাষণ দিলেন। তিনি বললেন : লোকদের কি হলো, তাদের কাছে এ সংবাদ পৌঁছেছে যে, একটা কাজ আমি সহজীকরণ (রুখসাত) গ্রহণ করেছি, এরপরও তারা একে খারাপ মনে করছে আর এ থেকে (অতি সাধুতা দেখিয়ে) বিরত থাকছে ? আল্লাহ্‌র কসম! আল্লাহ্‌কে আমি তাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি জানি এবং তাঁকে তাদের মধ্যে সব চেয়ে বেশি ভয় করি।

٥٨٩٩- حَدَّثَنَاهُ اَبُوْ سَعِيْدٍ الاَشَجُّ قَالَ حَدَّثَنَا حَفْصُ يَعْنِى ابْنَ غِيَاثٍ ح قَالَ وَحَدَّثَنَاهُ اِسْحَاقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ وَعَلِىُّ بْنُ خَشْرَمٍ قَالاَ اَخْبَرَنَا عِيْسَى بْنُ يُوْنُسَ كِلاَهُمَا عَنِ الاَعْمَشِ بِاِسْنَادِ جَرِيْرٍ نَحْوَ حَدِيْثِهِ-

৫৮৯৯. আবূ সাঈদ আশাজ্জ ও ইসহাক ইব্‌ন ইব্‌রাহীম (র)....... আ'মাশ (র) থেকে জারীর (র)-এর সনদে তাঁরা বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

٥٩٠٠- وَحَدَّثَنَا اَبُوْ كُرَيْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْرُوْقٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ رَخَّصَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِىْ اَمْرٍ فَتَنَزَّهَ عَنْهُ نَاسٌ مِنَ النَّاسِ فَبَلَغَ ذٰلِكَ النَّبِيَّ ﷺ فَغَضِبَ حَتّٰى بَانَ الْغَضَبُ فِىْ وَجْهِهِ ثُمَّ قَالَ مَا بَالُ اَقْوَامٍ يَرْغَبُوْنَ عَمَّا رُخِّصَ لِىْ فِيْهِ فَوَاللّٰهِ لاَنَا اَعْلَمُهُمْ بِاللّٰهِ وَاَشَدُّهُمْ لَهُ خَشْيَةً-

৫৯০০. আবূ কুরায়ব (র)...... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ একটি কাজকে বৈধরূপে অনুমোদন করলেন, কিছু কিছু লোক তা থেকে 'আত্মরক্ষায়' প্রবৃত হলো। এ কথা নবী ﷺ-এর কাছে পৌঁছলে তিনি রাগান্বিত হলেন; এমন কি তাঁর চেহারায় ক্রোধ প্রকাশিত হলো। তখন তিনি বললেন : লোকদের কী হলো যে, আমার জন্যে সহজীকৃত (অনুমোদিত) একটা কাজে তারা অনীহা প্রকাশ করছে। আল্লাহ্‌র কসম ? অবশ্যই আমি আল্লাহ্‌কে তাদের চেয়ে বেশি জানি এবং তাঁকে তাদের চেয়ে বেশি ভয় করি।

٣٢- بَابُ وُجُوْبِ اِتِّبَاعِهِ ﷺ -

৩২. পরিচ্ছেদ : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর অনুসরণ ওয়াজিব হওয়া

٥٩٠١- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا لَيْثٌ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ قَالَ اَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ الزُّبَيْرِ حَدَّثَهُ اَنَّ رَجُلاً مِنَ الاَنْصَارِ خَاصَمَ الزُّبَيْرَ عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِىْ شِرَاجِ الْحَرَّةِ الَّتِىْ يَسْقُوْنَ بِهَا النَّخْلَ فَقَالَ الاَنْصَارِىُّ سَرِّحِ الْمَاءَ يَمُرُّ فَاَبٰى عَلَيْهِمْ فَاخْتَصَمُوْا عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لِلزُّبَيْرِ اسْقِ يَازُبَيْرُ ثُمَّ اَرْسِلِ الْمَاءَ اِلٰى جَارِكَ فَغَضِبَ الْاَنْصَارِىُّ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنْ كَانَ ابْنَ عَمَّتِكَ

فَتَلَوَّنَ وَجْهُ نَبِيِّ اللّٰهِ ﷺ ثُمَّ قَالَ يَا زُبَيْرُ اسْقِ ثُمَّ احْبِسِ الْمَاءَ حَتَّى يَرْجِعَ اِلَى الْجَدْرِ فَقَالَ الزُّبَيْرُ وَاللّٰهِ اِنِّيْ لاَحْسِبُ هٰذِهِ الاٰيَةَ نَزَلَتْ فِيْ ذٰلِكَ : فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُوْنَ حَتّٰى يُحَكِّمُوْكَ فِيْمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُوْا فِيْ اَنْفُسِهِمْ حَرَجًا-

৫৯০১. কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ ও মুহাম্মদ ইব্‌ন রুমহ (র)...... আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন যুবায়র (রা) থেকে বর্ণিত যে, আনসারদের এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সামনে যুবায়র (রা)-এর সঙ্গে মদীনার হার্‌রা (অঞ্চলের) নালা নিয়ে বিবাদে লিপ্ত হলো, যা থেকে তারা খেজুর বাগানে সেচ দিত। আনসারী লোকটি বলল, পানি ছেড়ে দাও, (আমার জমিনে) প্রবহমান থাকুক। যুবায়র (রা) মানলেন না। শেষ পর্যন্ত তারা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সামনে বিবাদ নিয়ে আসলে (অভিযোগ দায়ের করল) তিনি যুবায়রকে বললেন, হে যুবায়র! তুমি (ন্যূনতম) পানি ব্যবহার করে তোমার পড়শীর জন্য ছেড়ে দাও। তখন আনসারী লোকটি রেগে গিয়ে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! সে (যুবায়র) আপনার ফুফাতো ভাই হওয়ার কারণে! এতে নবী ﷺ-এর চেহারার রং বদলে গেলো। তিনি বললেন : হে যুবায়র! নিজের গাছগুলোকে পানি দাও এবং পানি আটকে রাখো, যতক্ষণ না পানি বাঁধ (আইল) পর্যন্ত পৌঁছে যায়। যুবায়র (রা) বলেন, আল্লাহ্‌র কসম! আমার মনে হয় এ আয়াত সে সম্পর্কেই অবতীর্ণ হয় : "তোমার প্রতিপালকের শপথ! তারা ঈমানদার হতে পারবে না যতক্ষণ না তারা তাদের অভ্যন্তরীণ বিবাদের বিষয়ে আপনাকে বিচারক মেনে নেয়, অতঃপর (আপনার বিচারে) তাদের অন্তরে কোন সংকট অনুভব না করে....... (৪ : ৬৫)।

٣٣- بَابُ تَوْقِيْرِهِ ﷺ وَتَرْكِ اِكْثَارِ سُؤَالِهِ عَمَّا لاَضَرُوْرَةَ اِلَيْهِ اَوْلاَ يَتَعَلَّقُ بِهِ تَكْلِيْفُ وَمَالاَ يَقَعُ وَنَحْوِ ذٰلِكَ-

৩৩. পরিচ্ছেদ : রাসূল (স)-কে সম্মান প্রদর্শন করা, অপ্রয়োজনীয় অথবা এমন বিষয় যার সাথে শরীআতের বিধি-বিধানের সম্পর্ক নেই এবং যা সংঘটিত হবে না এবং অনুরূপ বিষয়ে অধিক প্রশ্ন করা থেকে বিরত থাকা

٥٩٠٢- وَحَدَّثَنِيْ حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى التُّجِيْبِيُّ قَالَ اَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِيْ يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ اَخْبَرَنِيْ اَبُوْ سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ وَسَعِيْدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ قَالاَ وَكَانَ اَبُوْ هُرَيْرَةَ يُحَدِّثُ اَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مَا نَهَيْتُكُمْ عَنْهُ فَاجْتَنِبُوْهُ وَمَا اَمَرْتُكُمْ بِهِ فَافْعَلُوْا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ فَاِنَّمَا اَهْلَكَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ كَثْرَةُ مَسَائِلِهِمْ وَاخْتِلاَفُهُمْ عَلَى اَنْبِيَائِهِمْ-

৫৯০২. হারমালা ইব্‌ন ইয়াহ্ইয়া তুজীবী (র)......আবদুর রহমান ও সাঈদ ইব্‌ন মুসায়্যিব (র) থেকে বর্ণিত। তাঁরা বলেন, আবূ হুরায়রা (রা) বলতেন যে, তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে বলতে শুনেছেন, আমি তোমাদের যা নিষেধ করেছি, তা থেকে বিরত থাক এবং যা তোমাদের আদেশ করেছি, তা থেকে তোমাদের সাধ্য অনুসারে পালন কর। কারণ তোমাদের পূর্ববর্তীদের ধ্বংস করেছে তাদের প্রশ্নের আধিক্য এবং তাদের নবীদের সাথে বিরোধ।

٥٩٠٣- وَحَدَّثَنِيْ مُحَمَّدُ بْنُ اَحْمَدَ بْنِ اَبِيْ خَلَفٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ سَلَمَةَ وَهُوَ مَنْصُوْرُ بْنُ سَلَمَةَ الْخُزَاعِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ الْهَادِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ مِثْلَهُ سَوَاءً-

৫৯০৩ মুহাম্মদ ইব্‌ন আহমদ ইব্‌ন আবূ খাল্‌ফ (র)...... ইব্‌ন শিহাব (র) থেকে এ সনদে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

٥٩٠٤- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ وَاَبُوْ كُرَيْبٍ قَالاَ حَدَّثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِىْ كِلاَهُمَا عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اَبِىْ صَالِحٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْمُغِيْرَةُ يَعْنِىْ الْحِزَامِىَّ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ كِلاَهُمَا عَنْ اَبِى الزِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا اَبِىْ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ سَمِعَ اَبَا هُرَيْرَةَ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ كُلُّهُمْ قَالَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ ذَرُوْنِىْ مَاتَرَكْتُكُمْ وَفِىْ حَدِيْثِ هَمَّامٍ مَا تُرِكْتُمْ فَاِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ ثُمَّ ذَكَرُوْا نَحْوَ حَدِيْثِ الزُّهْرِىِّ عَنْ سَعِيْدٍ وَاَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ-

৫৯০৪. আবূ বকর ইব্‌ন আবূ শায়বা, আবূ কুরায়ব, ইব্‌ন নুমায়র, কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ, ইব্‌ন আবূ উমর, উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন মুআয ও মুহাম্মদ ইব্‌ন রাফি (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তাঁরা সকলেই বলেন যে, নবী ﷺ বলেছেন : "আমি তোমাদের যার উপরে ছেড়ে রেখেছি তোমরা আমাকে তাতে রেখে দাও অর্থাৎ তা নিয়ে অহেতুক প্রশ্ন বা বাড়াবাড়ি কর না"। হাম্মাম (র)-এর হাদীসে রয়েছে, "যে অবস্থায় তোমাদের ছেড়ে রাখা হয়েছে"। কেননা তোমাদের পূর্ববর্তীরা ধ্বংস হয়েছে,....... তারপর তাঁরা যুহরী এবং আবূ সালামা (র)-এর হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

٥٩٠٥- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيٰى قَالَ اَخْبَرَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ اَعْظَمَ الْمُسْلِمِيْنَ فِى الْمُسْلِمِيْنَ جُرْمًا مَنْ سَاَلَ عَنْ شَىْءٍ لَمْ يُحَرَّمْ عَلَى الْمُسْلِمِيْنَ فَحُرِّمَ عَلَيْهِمْ مِنْ اَجْلِ مَسْئَلَتِهِ-

৫৯০৫. ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন ইয়াহ্ইয়া (র)...... সা'দ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : মুসলমানদের মধ্যে মুসলমানদের ব্যাপারে সবচেয়ে বড় অপরাধী সে ব্যক্তি, যে এমন বিষয়ে প্রশ্ন করে যা মুসলমানদের জন্য হারাম করা হয়েছিল না, কিন্তু তার প্রশ্ন করার কারণে সে বিষয়টি তাদের উপর হারাম করে দেয়া হল।

٥٩٠٦- وَحَدَّثَنَاهُ اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ وَابْنُ اَبِىْ عُمَرَ قَالاَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِىِّ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ اَحْفَظُهُ كَمَا اَحْفَظُ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ الزُّهْرِىُّ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَعْظَمُ الْمُسْلِمِيْنَ فِى الْمُسْلِمِيْنَ جُرْمًا مَنْ سَاَلَ عَنْ اَمْرٍ لَمْ يُحَرَّمْ فَحُرِّمَ عَلَى النَّاسِ مِنْ اَجْلِ مَسْئَلَتِهِ -

وَحَدَّثَنِيهِ حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ كِلاَهُمَا عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهَذَا الإِسْنَادِ وَزَادَ فِي حَدِيثِ مَعْمَرٍ رَجُلٌ سَأَلَ عَنْ شَيْءٍ وَنَقَّرَ عَنْهُ وَقَالَ فِي حَدِيثِ يُونُسَ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ أَنَّهُ سَمِعَ سَعْدًا-

৫৯০৬. আবূ বকর ইব্‌ন আবূ শায়বা, ইব্‌ন আবূ উমর ও মুহাম্মদ ইব্‌ন আব্বাদ (র)....... সা'দ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : মুসলমানদের মধ্যে সবচেয়ে বড় অপরাধী সে-ই, যে মুসলমানদের জন্য যা হারাম নয়, এমন বিষয়ে প্রশ্ন করে আর সে বিষয়টি তার প্রশ্ন করার কারণে লোকদের উপর হারাম করে দেওয়া হয়।

হারামালা ইব্‌ন ইয়াহ্ইয়া (র) ভিন্ন সনদে আব্‌দ ইব্‌ন হুমায়দ....... যুহরী (র) থেকে উক্ত সনদে বর্ণনা করেন। তবে মা'মার-এর হাদীসে যুহরীর রিওয়ায়াতে অধিক রয়েছে, "কোন ব্যক্তি কোন বিষয়ে প্রশ্ন করে এবং তার 'খুঁটিনাটি' জানতে চায়"। ইব্‌ন সা'দ (র) থেকে বর্ণিত ইউনুসের হাদীসে রয়েছে যে, (যুহরী (র) বলেছেন), আমের ইব্‌ন সা'দ থেকে, তিনি সা'দ (র) থেকে শুনেছেন।

٥٩٠٧- حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلاَنَ وَمُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ السُّلَمِيُّ وَيَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ اللُّؤْلُؤِيُّ وَأَلْفَاظُهُمْ مُتَقَارِبَةٌ قَالَ مَحْمُودٌ حَدَّثَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ وَقَالَ الآخَرَانِ أَخْبَرَنَا النَّضْرُ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ أَنَسٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ بَلَغَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنْ أَصْحَابِهِ شَيْءٌ فَخَطَبَ فَقَالَ عُرِضَتْ عَلَيَّ الْجَنَّةُ وَالنَّارُ فَلَمْ أَرَ كَالْيَوْمِ فِي الْخَيْرِ وَالشَّرِّ وَلَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ لَضَحِكْتُمْ قَلِيلاً وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا قَالَ فَمَا أَتَى عَلَى أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَوْمٌ أَشَدُّ مِنْهُ قَالَ غَطَّوْا رُؤُسَهُمْ وَلَهُمْ خَنِينٌ قَالَ فَقَامَ عُمَرُ فَقَالَ رَضِينَا بِاللَّهِ رَبًّا وَبِالإِسْلاَمِ دِينًا وَبِمُحَمَّدٍ نَبِيًّا قَالَ فَقَامَ ذَلِكَ الرَّجُلُ فَقَالَ مَنْ أَبِي قَالَ أَبُوكَ فُلاَنٌ فَنَزَلَتْ : يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَتَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبْدَلَكُمْ تَسُؤْكُمْ-

৫৯০৭. মাহ্‌মূদ ইব্‌ন গায়লান, মুহাম্মদ ইব্‌ন কুদামাহ্ সুলামী এবং ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন মুহাম্মদ লূলূঈ (র)...... আনাস ইব্‌ন মালিক (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন তাঁর সাহাবীদের কোন কথা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে পৌঁছলো। তখন তিনি এক ভাষণ দিলেন এবং বললেন : আমার সম্মুখে জান্নাত ও জাহান্নাম পেশ করা হয়। আজকের মতো (পাশাপাশি) ভাল এবং মন্দ আমি আর দেখি নি। আমি যা জানতে পেরেছি তা যদি তোমরা জানতে, তবে অবশ্যই তোমরা খুবই কম হাসতে এবং বেশি কাঁদতে। আনাস (রা) বললেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সাহাবীদের উপর এর চেয়ে ভয়াবহ কোন দিন আর আসে নি। তারা নিজেদের মাথা ঢেকে ফেলল এবং তাদের ভেতর থেকে করুন কান্নার শব্দ আসতে লাগলো। আনাস (রা) বলেন, তারপর উমর (রা) দাঁড়িয়ে বললেন, আমরা সন্তুষ্ট চিত্তে আল্লাহ্‌কে রব্ব হিসেবে, ইসলামকে দীন হিসেবে এবং মুহাম্মদ ﷺ-কে নবী হিসেবে মেনে নিয়েছে। রাবী বলেন : এরপর এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বললো, আমার পিতা কে? তিনি বললেন : তোমার পিতা অমুক। তখন এ আয়াত অবতীর্ণ হলো : "হে ঈমানদারগণ! তোমরা সে সব বিষয়ে প্রশ্ন করো না যা প্রকাশ করা হলে তোমরা দুঃখিত হবে।"

٥٩٠٨- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرِ بْنِ رِبْعِي الْقَيْسِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ اَخْبَرَنِي مُوْسَى بْنُ اَنَسٍ قَالَ سَمِعْتُ اَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُوْلُ قَالَ رَجُلٌ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ مَنْ اَبِيْ قَالَ اَبُوْكَ فُلَانٌ وَنَزَلَتْ : يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَسْئَلُوْا عَنْ اَشْيَاءَ اِنْ تُبْدَلَكُمْ تَسُؤْكُمْ تَمَامَ الْاٰيَةِ-

৫৯০৮. মুহাম্মদ ইব্‌ন মা'মার ইব্‌ন রিব্‌ঈ কায়সী (র)...... আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি বললো, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমার পিতা কে? তিনি বললেন : তোমার পিতা অমুক। আর তখনই অবতীর্ণ হয় : হে ঈমানদারগণ! তোমরা সে সব বিষয়ে প্রশ্ন করো না যা প্রকাশিত হলে তোমরা দুঃখিত হবে"...... আয়াতের শেষ পর্যন্ত (৫ঃ ১০১)।

٥٩٠٩- وَحَدَّثَنِيْ حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيٰى بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ حَرْمَلَةَ بْنِ عِمْرَانَ التُّجِيْبِيُّ قَالَ اَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِيْ يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ اَخْبَرَنِيْ اَنَسُ بْنُ مَالِكٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ خَرَجَ حِيْنَ زَاغَتِ الشَّمْسُ فَصَلّٰى لَهُمْ صَلٰوةَ الظُّهْرِ فَلَمَّا سَلَّمَ قَامَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَذَكَرَ السَّاعَةَ وَذَكَرَ اَنَّ قَبْلَهَا اُمُوْرًا عِظَامًا ثُمَّ قَالَ مَنْ اَحَبَّ اَنْ يَسْئَلَنِيْ عَنْ شَيْءٍ فَلْيَسْأَلْنِيْ عَنْهُ فَوَ اللّٰهِ لَا تَسْأَلُوْنَنِيْ عَنْ شَيْءٍ اِلَّا اَخْبَرْتُكُمْ بِهِ مَادُمْتُ فِيْ مَقَامِيْ هٰذَا قَالَ اَنَسُ بْنُ مَالِكٍ فَاَكْثَرَ النَّاسُ الْبُكَاءَ حِيْنَ سَمِعُوْا ذٰلِكَ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَاَكْثَرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنْ يَقُوْلَ سَلُوْنِيْ فَقَامَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ حُذَافَةَ فَقَالَ مَنْ اَبِيْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ اَبُوْكَ حُذَافَةُ فَلَمَّا اَكْثَرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مِنْ اَنْ يَقُوْلَ سَلُوْنِيْ بَرَكَ عُمَرُ فَقَالَ رَضِيْنَا بِاللّٰهِ رَبًّا وَبِالْاِسْلَامِ دِيْنًا وَبِمُحَمَّدٍ رَسُوْلًا قَالَ فَسَكَتَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ حِيْنَ قَالَ عُمَرُ ذٰلِكَ ثُمَّ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَوْلٰى وَالَّذِيْ نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَقَدْ عُرِضَتْ عَلَيَّ الْجَنَّةُ وَالنَّارُ اٰنِفًا فِيْ عُرْضِ هٰذَا الْحَائِطِ فَلَمْ اَرَ كَالْيَوْمِ فِي الْخَيْرِ وَالشَّرِّ-

قَالَ ابْنُ شِهَابٍ اَخْبَرَنِيْ عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُتْبَةَ قَالَ قَالَتْ اُمُّ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ حُذَافَةَ لِعَبْدِ اللّٰهِ بْنِ حُذَافَةَ مَا سَمِعْتُ بِابْنٍ قَطُّ اَعَقُّ مِنْكَ أَاَمِنْتَ اَنْ تَكُوْنَ اُمُّكَ قَدْ قَارَفَتْ بَعْضَ مَا تُقَارِفُ نِسَاءُ اَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ فَتَفْضَحَهَا عَلٰى اَعْيُنِ النَّاسِ قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ حُذَافَةَ وَاللّٰهِ لَوْ اَلْحَقَنِيْ بِعَبْدٍ اَسْوَدَ لَلَحِقْتُهُ-

৫৯০৯. হারমালা ইব্‌ন ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন হারমালা ইব্‌ন ইমরান তুজীবী (র)...... আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সূর্য ঢলার পর বাইরে এলেন এবং লোকদের নিয়ে জুহরের সালাত আদায় করলেন। যখন সালাম ফিরালেন তখন মিম্বরে দাঁড়িয়ে কিয়ামতের আলোচনা করলেন এবং উল্লেখ করলেন

যে, এর আগে অনেক বড় বড় ব্যাপার সংঘটিত হবে। এরপর বললেন : তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি আমাকে কোন বিষয়ে প্রশ্ন করতে চায়, সে যেন সে সম্পর্কে আমাকে প্রশ্ন করে। আল্লাহ্র কসম! যতক্ষণ পর্যন্ত আমি এ স্থানে রয়েছি, ততক্ষণ তোমরা আমাকে যে বিষয়েই প্রশ্ন করবে, আমি তা বলে দিব। আনাস ইব্ন মালিক (রা) বলেন, এ কথা শুনে লোকেরা খুবই কান্নাকাটি শুরু করে দিল। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বারংবার বলতে থাকলেন, আমাকে প্রশ্ন কর। তখন আবদুল্লাহ্ ইব্ন হুযাফা (রা) দাঁড়িয়ে বললেন, আমার পিতা কে ? ইয়া রাসূলাল্লাহ্! তিনি বললেন : তোমার পিতা হুযাফা। এরপর যখন রাসূল ﷺ বারংবার বলতে থাকলেন আমাকে প্রশ্ন কর। তখন উমর (রা) হাঁটু গেড়ে বসে বললেন : সন্তুষ্ট চিত্তে আমরা আল্লাহ্কে রব্ব, ইসলামকে দীন এবং মুহাম্মদ ﷺ-কে রাসূল হিসেবে মেনে নিয়েছি। আনাস ইব্ন মালিক (রা) বলেন, উমর (রা) যখন এ কথা বললেন, তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ নীরব হলেন। রাবী বলেন, এরপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : বিপদ (সন্নিকটে)। মুহাম্মদের প্রাণ যাঁর হাতে, তাঁর কসম! এ দেয়ালটির পাশে এখনই আমার সম্মুখে জান্নাত ও জাহান্নাম পেশ করা হয়। অতএব আজকের মত ভাল এবং মন্দ (এক সাথে) আমি আর দেখি নি।

ইব্ন শিহাব (র) বলেন, উবায়দুল্লাহ্ ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন উতবাহ্ আমাকে বলেছেন, তিনি বলেন, আবদুল্লাহ্ ইব্ন হুযাফার মা আবদুল্লাহ্ ইব্ন হুযাফাকে বললেন, তোমার চেয়ে বেশি অবাধ্য কোন সন্তানের কথা আমি শুনি নি। তুই কি এ কথা থেকে নিশ্চিন্ত ছিলি যে, তোর মাও হয়ত এমন কোন পাপ করে বসেছে যা জাহিলী যুগের নারীরা করতো, আর তুই তোর মাকে লোকদের সামনে অপমান করতিস! আবদুল্লাহ্ ইব্ন হুযাফা (রা) উত্তরে বললেন, আল্লাহ্র কসম! যদি তিনি আমাকে একটা কাল হাবশীর সাথেও সম্পর্কিত করতেন, (তাকে আমার পিতা সাব্যস্ত করতেন) তবে আমি তা গ্রহণ করে নিতাম।

٥٩١٠- حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ اَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الدَّارِمِيُّ قَالَ اَخْبَرَنَا اَبُوْ الْيَمَانِ قَالَ اَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ كِلاَهُمَا عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ اَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِهٰذَا الْحَدِيْثِ وَحَدِيْثُ عُبَيْدِ اللّٰهِ مَعَهُ غَيْرَ اَنَّ شُعَيْبًا قَالَ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ اَخْبَرَنِيْ عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنِيْ رَجُلٌ مِنْ اَهْلِ الْعِلْمِ اَنَّ اُمَّ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ حُذَافَةَ قَالَتْ بِمِثْلِ حَدِيْثِ يُوْنُسَ-

৫৯১০. আব্দ ইব্ন হুমায়দ ও আবদুল্লাহ্ ইব্ন আবদুর রাহমান দারিমী (র)...... আনাস (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে এ হাদীস বর্ণনা করেছেন এবং উবায়দুল্লাহ্র হাদীসটি এর সঙ্গে রয়েছে, তবে শুআয়ব বলেছেন, যুহরী সূত্রে উবায়দুল্লাহ্ ইব্ন আবদুল্লাহ্ থেকে, তিনি বলেন, আমাকে জনৈক আলিম ব্যক্তি হাদীস শুনিয়েছেন, আবদুল্লাহ্ ইব্ন হুযাফার মা বললেন....... ইউনুসের হাদীসের অনুরূপ বলছেন।

٥٩١١- حَدَّثَنَا يُوْسُفُ بْنُ حَمَّادٍ الْمَعْنِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْاَعْلٰى عَنْ سَعِيْدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّ النَّاسَ سَاَلُوْا نَبِيَّ اللّٰهِ ﷺ حَتّٰى اَحْفَوْهُ بِالْمَسْئَلَةِ فَخَرَجَ ذَاتَ يَوْمٍ فَصَعِدَ الْمِنْبَرَ فَقَالَ سَلُوْنِيْ لاَ تَسْاَلُوْنِيْ عَنْ شَيْءٍ اِلاَّ بَيَّنْتُهُ لَكُمْ فَلَمَّا سَمِعَ ذٰلِكَ الْقَوْمُ اَرَمُّوْا وَرَهِبُوْا اَنْ يَّسْاَ لُوْهُ اَنْ يَكُوْنَ بَيْنَ يَدَىْ اَمْرٍ قَدْ حَضَرَ قَالَ اَنَسٌ فَجَعَلْتُ اَلْتَفِتُ يَمِيْنًا وَشِمَالاً فَاِذَا كُلُّ رَجُلٍ لاَفٌّ رَاْسَهُ

فِيْ ثَوْبِهِ يَبْكِيْ فَانْشَأَ رَجُلٌ مِنَ الْمَسْجِدِ كَانَ يُلاَحٰى فَيُدْعٰى لِغَيْرِ اَبِيْهِ فَقَالَ يَا نَبِيَّ اللّٰهِ مَنْ اَبِيْ قَالَ اَبُوْكَ حُذَافَةُ ثُمَّ اَنْشَأَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَقَالَ رَضِيْنَا بِاللّٰهِ رَبًّا وَبِالْاِسْلاَمِ دِيْنًا وَبِمُحَمَّدٍ رَسُوْلاً ﷺ عَائِذًا بِاللّٰهِ مِنْ سُوْءِ الْفِتَنِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَمْ اَرَ كَالْيَوْمِ قَطُّ فِى الْخَيْرِ وَالشَّرِّ اِنِّيْ صُوِّرَتْ لِىَ الْجَنَّةُ وَالنَّارُ فَرَأَيْتُهُمَا دُوْنَ هٰذَا الْحَائِطِ-

৫৯১১. ইউসুফ ইব্ন হাম্মাদ মা'নী (র)....আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত যে, লোকেরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে প্রশ্ন করতে লাগল। এমন কি তারা তাঁকে প্রশ্ন করে ঝালাপালা করে ফেললো। তখন একদিন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বের হয়ে এসে মিম্বরে উঠে বললেন : আমাকে জিজ্ঞাসা কর, যে কোন বিষয়ে তোমরা আমাকে জিজ্ঞাসা করবে, আমি অবশ্যই তোমাদের বর্ণনা করে দেব। লোকেরা একথা শুনে তাঁকে প্রশ্ন করা থেকে মুখ বন্ধ রাখল এবং ঘাবড়িয়ে গেল, না জানি সম্মুখে কোন্ বিষয় উপস্থিত হয়ে পড়ে! আনাস (রা) বলেন, আমি ডানে বাঁয়ে দেখতে লাগলাম। সব মানুষ নিজ নিজ মাথা কাপড়ে ঢেকে কাঁদছিল। তখন মসজিদ থেকে একজন লোক উঠল যাকে ঝগড়া লাগলে তার পিতা ব্যতীত অন্যের দিকে তাকে সম্পর্কিত করা হতো। সে বলল, হে আল্লাহ্র নবী! কে আমার পিতা? তিনি বললেন, তোমার পিতা হুযাফা। এরপর উমর (রা) উঠে বললেন, আমরা সন্তুষ্ট চিত্তে আল্লাহ্কে রব্ব, ইসলামকে দীন এবং মুহাম্মদ ﷺ-কে রাসূল হিসেবে মেনে নিয়েছে। (আর) আল্লাহ্র আশ্রয় প্রার্থনা করার ফিত্নার অকল্যাণ থেকে। এরপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেলেন : আজকের মতো ভাল এবং মন্দ আমি কখনো দেখি নি। আমার সম্মুখে জান্নাত ও জাহান্নামের চিত্র তুলে ধরা হয়। আমি উভয়টিকে এ দেয়ালের পাশে দেখতে পাই।

٥٩١٢- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيْبٍ الْحَارِثِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ يَعْنِيْ ابْنَ الْحَارِثِ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اَبِيْ عَدِيٍّ كِلاَهُمَا عَنْ هِشَامٍ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ النَّضْرِ التَّيْمِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ قَالَ سَمِعْتُ اَبِيْ قَالاَ جَمِيْعًا حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ اَنَسٍ بِهٰذِهِ الْقِصَّةِ-

৫৯১২. ইয়াহ্ইয়া ইব্ন হাবীব, মুহাম্মদ ইব্ন বাশ্শার ও আসিম ইব্ন নায্র তায়মী (র)...... আনাস (রা) থেকে এ ঘটনাসহ (বর্ণনা করেছেন)।

٥٩١٣- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ بَرَّادٍ الاَشْعَرِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ الْهَمْدَانِيُّ قَالاَ حَدَّثَنَا اَبُوْ اُسَامَةَ عَنْ بُرَيْدٍ عَنْ اَبِيْ بُرْدَةَ عَنْ اَبِيْ مُوْسٰى قَالَ سُئِلَ النَّبِيُّ ﷺ عَنْ اَشْيَاءَ كَرِهَهَا فَلَمَّا اُكْثِرَ عَلَيْهِ غَضِبَ ثُمَّ قَالَ لِلنَّاسِ سَلُوْنِيْ عَمَّا شِئْتُمْ فَقَالَ رَجُلٌ مَنْ اَبِيْ قَالَ اَبُوْكَ حُذَافَةُ فَقَامَ اٰخَرُ فَقَالَ مَنْ اَبِيْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ اَبُوْكَ سَالِمٌ مَوْلٰى شَيْبَةَ فَلَمَّا رَأٰى عُمَرُ مَافِيْ وَجْهِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مِنَ الْغَضَبِ قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّا نَتُوْبُ اِلَى اللّٰهِ وَفِيْ رِوَايَةِ اَبِيْ كُرَيْبٍ قَالَ مَنْ اَبِيْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ اَبُوْكَ سَالِمٌ مَوْلٰى شَيْبَةَ-

৫৯১৩. আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন বার্‌রাদ আশআরী ও মুহাম্মদ ইব্‌ন আ'লা হামদানী (র)...... আবূ মূসা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ-কে এমন কিছু বিষয় সম্পর্কে প্রশ্ন করা হয় যা তিনি পসন্দ করেন নি। যখন এ ধরনের প্রশ্ন অত্যধিক করা হলো, তিনি অসন্তুষ্ট হয়ে লোকদের বললেন : যা ইচ্ছে, তোমরা আমাকে জিজ্ঞাসা কর। এক ব্যক্তি বললো, আমার পিতাকে? তিনি বললেন, তোমার পিতা হুযাফা। আরেক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বললো, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! কে আমার পিতাকে? তিনি বললেন : তোমার পিতা শায়বার আযাদকৃত গোলাম সালিম। উমর (রা) যখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর চেহারায় অসন্তুষ্টির আলমত দেখতে পেলেন, তখন বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমরা আল্লাহ্‌র কাছে তাওবা করছি। আবূ কুরায়ব (র)-এর বর্ণনায় (শুধু এটুকু) আছে, বললো, আমার পিতাকে, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! তিনি বললেন : তোমার পিতা শায়বার আযাদকৃত গোলাম সালিম।

٣٤- بَابُ وَجُوْبِ امْتِثَالِ مَا قَالَهُ شَرْعًا دُوْنَ مَاذَكَرَهُ ﷺ مِنْ مَعَايِشِ الدُّنْيَا عَلَى سَبِيْلِ الرَّأْىَ

৩৪. পরিচ্ছেদ : শরী'আত হিসেবে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যা আদেশ করেছেন তা পালন করা ওয়াজিব আর পার্থিব বিষয়ে তিনি যে অভিমত ব্যক্ত করেন, তা নয়

٥٩١٤- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ الثَّقَفِيُّ وَاَبُوْ كَامِلٍ الْجَحْدَرِىُّ وَتَقَارَبَا فِى اللَّفْظِ وَهٰذَا حَدِيْثُ قُتَيْبَةَ قَالاَ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ مُوْسٰى بْنِ طَلْحَةَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ مَرَرْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ بِقَوْمٍ عَلٰى رُؤُسِ النَّخْلِ فَقَالَ مَا يَصْنَعُ هٰؤُلاَءِ فَقَالُوْا يُلَقِّحُوْنَهُ يَجْعَلُوْنَ الذَّكَرَ فِى الْاُنْثٰى فَيَلْقَحُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا اَظُنُّ يُغْنِىْ ذٰلِكَ شَيْئًا قَالَ فَاُخْبِرُوْا بِذٰلِكَ فَتَرَكُوْهُ فَاُخْبِرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِذٰلِكَ فَقَالَ اِنْ كَانَ يَنْفَعُهُمْ ذٰلِكَ فَلْيَصْنَعُوْهُ فَاِنِّىْ اِنَّمَا ظَنَنْتُ ظَنًّا فَلاَ تُؤَاخِذُوْنِىْ بِالظَّنِّ وَلٰكِنْ اِذَا حَدَّثْتُكُمْ عَنِ اللّٰهِ شَيْئًا فَخُذُوْابِهِ فَاِنِّىْ لَنْ اَكْذِبَ عَلَى اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ-

৫৯১৪. কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ সাকাফী ও আবূ কামিল জাহদারী (র)...... তাল্‌হা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সঙ্গে খেজুর গাছের মাথায় অবস্থানরত লোকদের পাশ দিয়ে পথ অতিক্রম করলাম। তিনি (রাসূলুল্লাহ্ ﷺ) বললেন : এরা কি করছে? লোকেরা বললো, এরা প্রজনন করছে। মাদীকে নর-নারী ফুলের গর্ভাশয়ে পুরুষ ফুলের রেনু ও (কেশর) লাগায় এতে তা গর্ভবতী হয়। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : আমি মনে করি না, এতে কোন উপকার হয়। রাবী বললেন, হুযূর ﷺ-এর এ মন্তব্য সাহাবাদের কাছে পৌঁছলে তারা প্রজনন কর্ম বন্ধ করে দিল। এরপর এ খবর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে দেওয়া হলো। তিনি বললেন : এতে যদি তাদের উপকার হয়ে থাকে, তবে তারা করুক। আমি তো একটা ধারণা করেছি মাত্র। অতএব তোমরা আমার ধারণাকে অবলম্বন করো না। কিন্তু আমি যদি আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে কোন কথা বলি, তবে তার উপর আমল করো। কেননা আমি মহীয়ান ও গরীয়ান আল্লাহ্‌র প্রতি কখনই মিথ্যারোপ করবো না।

٥٩١٥- حَدَّثَنِىْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنَ الرُّوْمِىِّ الْيَمَامِىُّ وَعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيْمِ الْعَنْبَرِىُّ وَاَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ الْمَعْقِرِىُّ قَالُوْا حَدَّثَنَا النَّضْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ وَهُوَ ابْنُ عَمَّارٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ اَبُوْ النَّجَاشِىِّ قَالَ حَدَّثَنِىْ رَافِعُ بْنُ خَدِيْجٍ قَالَ قَدِمَ النَّبِىُّ اللّٰهِ ﷺ الْمَدِيْنَةَ وَهُمْ يَأْبُرُوْنَ النَّخْلَ

يَقُوْلُ يُلَقِّحُوْنَ النَّخْلَ فَقَالَ مَا تَصْنَعُوْنَ قَالُوْا كُنَّا نَصْنَعُهُ قَالَ لَعَلَّكُمْ لَوْ لَمْ تَفْعَلُوْا كَانَ خَيْرًا فَتَرَكُوْهُ فَنَفَضَتْ اَوْ قَالَ فَنَقَصَتْ قَالَ فَذَكَرُوْا ذٰلِكَ لَهُ فَقَالَ اِنَّمَا اَنَا بَشَرٌ اِذَا اَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ مِنْ دِيْنِكُمْ فَخُذُوْا بِهِ وَاِذَا اَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ مِنْ رَأْىٍ فَاِنَّمَا اَنَا بَشَرٌ قَالَ عِكْرِمَةُ اَوْ نَحْوَ هٰذَا قَالَ الْمَعْقِرِىُّ فَنَفَضَتْ وَلَمْ يَشُكَّ-

৫৯১৫. আবদুল্লাহ্ ইব্ন রূমী ইয়ামামী, আব্বাস ইব্ন আবদুল আযীম আনবারী ও আহমাদ ইব্ন জা'ফর মা'কিরী (র)..... রাফি' ইব্ন খাদীজ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মদীনায় আগমন করলেন। লোকেরা খেজুর গাছ 'তাবীর' করত। রাবী বলেন, অর্থাৎ নর ও নারী ফুলের রেণুতে মিশ্রণ ঘটিয়ে খেজুর গাছকে গর্ভদান করত। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : তোমরা কি করছ? তারা বললো, আমরা এরূপ করে আসছি। তিনি বললেন : তোমরা এমন না করলেই বোধ হয় ভাল হয়। রাবী বললেন, সুতরাং তারা তা বর্জন করল। আর এতে খেজুর ঝরে পড়ল অথবা (রাবী বলেছেন), তার উৎপাদন কমে গেল। রাবী বলেন, লোকেরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে এ ঘটনা বলল। তখন তিনি বললেন, আমি তো একজন মানুষ। দীন সম্পর্কে যখন তোমাদের আমি কোন আদেশ দেই, তখন তোমরা তা পালন করবে, আর যখন কোন (পার্থিব) কথা আমি আমার মতানুসারে বলি, তখন তো আমি একজন মানুষ মাত্র। রাবী ইকরামা (র) বলেন, অথবা নবী ﷺ এরূপ বলেছেন। আর মা'কিরী (র) সন্দেহ ব্যতিরেকে কেবল نَفَضَتْ (ঝরে পড়ল) বলেছেন।

٥٩١٦- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِى شَيْبَةَ وَعَمْرُو النَّاقِدُ كِلاَهُمَا عَنِ الْاَسْوَدِ ابْنِ عَامِرٍ قَالَ اَبُوْ بَكْرٍ حَدَّثَنَا اَسْوَدُ بْنَ عَامِرٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ وَعَنْ ثَابِتٍ عَنْ اَنَسٍ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ مَرَّ بِقَوْمٍ يُلَقِّحُوْنَ فَقَالَ لَوْ لَمْ تَفْعَلُوْا لَصَلُحَ قَالَ فَخَرَجَ شِيْصًا فَمَرَّ بِهِمْ فَقَالَ مَا لِنَخْلِكُمْ قَالُوْا قُلْتَ كَذَا وَكَذَا قَالَ اَنْتُمْ اَعْلَمُ بِاَمْرِ دُنْيَاكُمْ-

৫৯১৬. আবূ বক্র ইব্ন আবূ শায়বা ও আমর নাকিদ (র)...... আয়েশা (রা) থেকে এবং ভিন্ন সূত্রে আনাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ গাছে গর্ভদানরত কিছু লোকের পাশ দিয়ে অতিক্রম করলেন। তিনি বললেন, যদি এটা না কর তাহলেই তো ভাল হবে। (লোকেরা তা করল না) এতে 'চিটা' খেজুর উৎপন্ন হলো। পরে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাদের কাছ দিয়ে অতিক্রম করছিলেন, তখন তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তোমাদের খেজুর গাছের কি হলো? লোকেরা বললো, আপনি এমন এমন বলেছিলেন (তা করায় এরূপ হয়েছে)। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ তোমাদের পার্থিব বিষয়ে তোমরাই অধিক অবগত।

٧- بَابُ فَضْلِ النَّظْرِ اِلَيْهِ ﷺ وَتَمَنِّيْهِ-

৩৫. পরিচ্ছেদ : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে দেখার ফযীলত ও এর আকাঙ্ক্ষা

٥٩١٧- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ قَالَ هٰذَا مَا حَدَّثَنَا اَبُوْ هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَذَكَرَ اَحَادِيْثَ مِنْهَا وَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَالَّذِىْ

نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَيَأْتِيَنَّ عَلَى اَحَدِكُمْ يَوْمٌ وَلاَ يَرَانِى ثُمَّ لاَنْ يَرَانِى اَحَبُّ اِلَيْهِ مِنْ اَهْلِهِ وَمَالِهِ مَعَهُمْ قَالَ اَبُوْ اِسْحَاقَ الْمَعْنَى فِيْهِ عِنْدِى لاَنْ يَرَانِى مَعَهُم اَحَبُّ اِلَيْهِ مِنْ اَهْلِهِ وَمَالِهِ وَهُوَ عِنْدِى مُقَدَّمٌ وَمُؤَخَّرٌ-

৫৯১৭. মুহাম্মদ ইব্‌ন রাফি' (র)...... হাম্মাম ইব্‌ন মুনাব্বিহ্ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এটা তা, যা আবূ হুরায়রা (রা) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন, অতঃপর তিনি কতক হাদীস উল্লেখ করেছেন। তার মধ্যে থেকে একটি হল এই যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : মুহাম্মদের প্রাণ যাঁর হাতে, তাঁর কসম! তোমাদের কারো উপর এমন এক সময় আসবে যখন সে আমাকে দেখতে পাবে না; আর আমার দর্শন লাভ তার কাছে তখন তার ধন-ঐশ্বর্য ও পরিবার-পরিজনের চেয়েও তাদের সঙ্গে থেকে প্রিয় হবে। আবূ ইসহাক বলেন, এতে আমার নিকট অর্থ হলো, নিশ্চয়ই আমাকে তাদের সঙ্গে দেখা তাদের কাছে তার পরিবার ও ধন-সম্পদ থেকে অধিক প্রিয় হবে, আমার মতে বাক্যে (مَعَهُم শব্দ) অগ্র-পশ্চাৎ করা হয়েছে।

٣٦- بَابُ فَضَائِلِ عِيْسٰى عَلَيْهِ السَّلاَمِ

৩৬. পরিচ্ছেদ : ঈসা (আ)-এর ফযীলত

٥٩١٨- حَدَّثَنِى حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيٰى قَالَ اَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِى يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ اَنَّ اَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اَخْبَرَهُ اَنَّ اَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اَنَا اَوْلَى النَّاسِ بِابْنِ مَرْيَمَ الْاَنْبِيَاءُ اَوْلاَدُ عَلاَّتٍ وَلَيْسَ بَيْنِى وَبَيْنَهُ نَبِىٌّ-

৫৯১৮. হারমালা ইব্‌ন ইয়াহ্ইয়া (র)....... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে বলতে শুনেছি, আমি মানুষের মধ্যে মারয়াম তনয়ের সবচেয়ে বেশি নিকটবর্তী। (কেননা) নবীগণ পরস্পরে বৈমাত্রেয় ভাই সমতুল্য। আর আমার ও তাঁর মধ্যে কোন নবী নেই।

٥٩١٩- وَحَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِى شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ دَاوُدَ عُمَرُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ اَبِى الزِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِى سَلَمَةَ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنَا اَوْلَى النَّاسِ بِعِيْسَى الْاَنْبِيَاءُ اَوْلاَدَ عَلاَّتٍ وَلَيْسَ بَيْنِى وَبَيْنَ عِيْسٰى نَبِىٌّ-

৫৯১৯. আবূ বকর ইব্‌ন আবূ শায়বা (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : আমি ঈসা (আ)-এর সবচেয়ে নিকটবর্তী। নবীগণ পরস্পরে বৈমাত্রেয় ভাই। আর আমার ও ঈসার মধ্যে কোন নবী নেই।

٥٩٢٠- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْمَرُ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ قَالَ هٰذَا مَا حَدَّثَنَا اَبُوْ هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَذَكَرَ اَحَادِيْثَ مِنْهَا وَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنَا اَوْلٰى

النَّاسِ بِعِيْسَى بْنِ مَرْيَمَ فِى الْاُوْلٰى وَالْاٰخِرَةِ قَالُوْا كَيْفَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ الْاَنْبِيَاءُ اِخْوَةٌ مِنْ عَلاَّتٍ وَاُمَّهَاتُهُمْ شَتَّى وَدِيْنُهُمْ وَاحِدٌ فَلَيْسَ بَيْنَنَا نَبِىٌّ-

৫৯২০. মুহাম্মদ ইব্ন রাফি' (র)......আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইহ ও পরজগতে আমি ঈসা (আ)-এর সবচেয়ে নিকটবর্তী। লোকেরা বললো, কিরূপে হে আল্লাহ্র রাসূল! তখন তিনি বললেন : নবীগণ একই পিতার সন্তানের মত। তাঁদের মা বিভিন্ন। তাঁদের দীন একটিই। আর তাঁর এবং আমার মধ্যে কোন নবীও নেই।

٥٩٢١- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الاَعْلٰى عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ سَعِيْدٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَا مِنْ مَوْلُوْدٍ يُوْلَدُ اِلاَّ نَخَسَهُ الشَّيْطَانُ فَيَسْتَهِلُّ صَارِخًا مِنْ نَخْسَةِ الشَّيْطَانِ اِلاَّ ابْنَ مَرْيَمَ وَاُمَّهُ ثُمَّ قَالَ اَبُوْ هُرَيْرَةَ اِقْرَوُا اِنْ شِئْتُمْ : وَاِنِّىْ اُعِيْذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ-

وَحَدَّثَنِيْهِ مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ح قَالَ وَحَدَّثَنِىْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الدَّارِمِىُّ قَالَ انَا اَبُوْ الْيَمَانِ قَالَ اَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ جَمِيْعًا عَنِ الزُّهْرِىِّ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ وَقَالاَ يَمَسُّهُ حِيْنَ يُوْلَدُ فَيَسْتَهِلُّ صَارِخًا مِنْ مَسَّةِ الشَّيْطَانِ اِيَّاهُ وَفِىْ حَدِيْثِ شُعَيْبٍ مِنْ مَسِّ الشَّيْطَانِ-

৫৯২১. আবূ বকর ইব্ন আবূ শায়বা (র)......আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : এমন কোন নবজাতক নেই যাকে শয়তান খোঁচা না দেয়। যাতে শয়তানের খোঁচায় সে চিৎকার করতে শুরু করে। শুধু মারয়াম তনয় এবং তাঁর মাতা ছাড়া। এরপর আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, তোমাদের ইচ্ছা হলে পড় : "নিশ্চয়ই আমি অভিশপ্ত শয়তান হতে তাঁর ও তাঁর বংশধরদের জন্য তোমার শরণ নিচ্ছি" (৩ ঃ ৩৬)।

মুহাম্মদ ইব্ন রাফি' ও আবদুল্লাহ্ ইব্ন আবদুর রাহমান দারিমী (র)...... যুহরী (র) থেকে উক্ত সনদে বর্ণনা করেছেন, এবং তাঁরা বলেন, "জন্মের সময়ে তাকে স্পর্শ করে, তখন শয়তানের ছোঁয়ায় সে চিৎকার করে উঠে।" শুয়াইবের হাদীসেও রয়েছে "শয়তানের ছোঁয়া।"

٥٩٢٢- حَدَّثَنِىْ اَبُوْ الطَّاهِرِ قَالَ اَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ اَنَّ اَبَا يُوْنُسَ سُلَيْمًا مَوْلٰى اَبِىْ هُرَيْرَةَ حَدَّثَهُ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَنَّهُ قَالَ كُلُّ بَنِىْ اٰدَمَ يَمَسُّهُ الشَّيْطَانُ يَوْمَ وَلَدَتْهُ اُمُّهُ اِلاَّ مَرْيَمَ وَابْنَهَا-

৫৯২২. আবূ তাহির (র)......আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : প্রত্যেক আদম সন্তানকেই শয়তান ছুঁয়ে দেয়, যেদিন তার মা তাকে প্রসব করে, শুধু মারয়াম ও তাঁর ছেলে ব্যতীত।

٥٩٢٣- وَحَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوْخَ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ صِيَاحُ الْمَوْلُوْدِ حِيْنَ يَقَعُ نَزْغَةٌ مِنَ الشَّيْطَانِ-

৫৯২৩. শায়বান ইব্ন ফাররূখ (র)......আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : জন্ম হওয়ার সময় নবজাতকের চিৎকার শয়তানের একটা খোঁচার কারণে।

٥٩٢٤- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْمَرُ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ قَالَ هٰذَا مَا حَدَّثَنَا اَبُوْ هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَذَكَرَ اَحَادِيْثَ مِنْهَا وَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ رَأٰى عِيْسٰى ابْنُ مَرْيَمَ رَجُلًا يَسْرِقُ فَقَالَ لَهُ عِيْسٰى سَرَقْتَ قَالَ كَلَّا وَالَّذِىْ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ فَقَالَ عِيْسٰى عَلَيْهِ السَّلَامَ اٰمَنْتُ بِاللّٰهِ وَكَذَّبْتُ نَفْسِىْ-

৫৯২৪ মুহাম্মদ ইব্ন রাফি' (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ:মারয়াম পুত্র ঈসা (আ) এক ব্যক্তিকে চুরি করতে দেখলেন। তখন ঈসা (আ) তাকে বললেন, তুমি চুরি করেছ। সে বললো, কখনো না, যিনি ব্যতীত আর কোন ইলাহ্ নেই, তাঁর শপথ (আমি চুরি করি নি)। তখন ঈসা (আ) বললেন, আল্লাহ্র উপর বিশ্বাস স্থাপন করলাম আর আমি নিজেকে মিথ্যা সাব্যস্ত করলাম।

٣٧- بَابُ مِنْ فَضَائِلَ اِبْرَاهِيْمَ الْخَلِيْلِ عَلَيْهِ السَّلَامَ

৩৭. পরিচ্ছেদ : ইবরাহীম খলীল (আ)-এর মর্যাদা

٥٩٢٥ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ مُسْهِرٍ وَابْنُ فُضَيْلٍ بْنِ الْمُخْتَارِ ح قَالَ وَحَدَّثَنِىْ عَلِىُّ بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِىُّ وَاللَّفْظُ لَهُ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ مُسْهِرٍ قَالَ اَخْبَرَنَا الْمُخْتَارُ بْنُ فُلْفُلٍ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ يَاخَيْرَ الْبَرِيَّةِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ذَاكَ اِبْرَاهِيْمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ-

৫৯২৫. আবূ বকর ইব্ন আবূ শায়বা ও আলী ইব্ন হুজর সাদী (র)...... আনাস ইব্ন মালিক (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট এসে বললো, 'হে সৃষ্টির সেরা'! তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : তিনি তো ইবরাহীম (আ)।

٥٩٢٦- وَحَدَّثَنَاهُ اَبُوْ كُرَيْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ اِدْرِيْسَ قَالَ سَمِعْتُ مُخْتَارَ بْنَ فُلْفُلٍ مَوْلٰى عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ قَالَ سَمِعْتُ اَنَسًا يَقُوْلُ قَالَ رَجُلٌ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ بِمِثْلِهِ

৫৯২৬. আবূ কুরায়ব (র)...... আনাস (রা) থেকে তিনি বলেন, এক ব্যক্তি বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

٥٩٢٧- وَحَدَّثَنِىْ مُحَمَّدُ بْنُ مُثَنّٰى قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ عَنْ سُفْيَانَ عَنِ الْمُخْتَارِ قَالَ سَمِعْتُ اَنَسًا عَنِ النَّبِىِّ ﷺ بِمِثْلِهِ-

৫৯২৭. মুহাম্মদ ইব্‌ন মুসান্না (র) ... আনাস (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে...... অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

٥٩٢٨- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْمُغِيْرَةُ يَعْنِى ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْحِزَامِىَّ عَنْ اَبِى الزِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اخْتَتَنَ اِبْرَاهِيْمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَهُوَ ابْنُ ثَمَانِيْنَ سَنَةً بِالْقَدُوْمِ-

৫৯২৮. কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ (র)......আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : ইবরাহীম (আ) খাত্‌না করেছেন কুড়াল (জাতীয় অস্ত্র) দিয়ে, তখন তাঁর বয়স ছিল আশি বছর।

٥٩٢٩- وَحَدَّثَنِىْ حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيٰى قَالَ اَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ وَسَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ نَحْنُ اَحَقُّ بِالشَّكِّ مِنْ اِبْرَاهِيْمَ : وَاِذْ قَالَ اِبْرَاهِيْمُ رَبِّ اَرِنِىْ كَيْفَ تُحْيِى الْمَوْتٰى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلٰى وَلٰكِنْ لِّيَطْمَئِنَّ قَلْبِىْ وَيَرْحَمُ اللّٰهُ لُوْطًا عَلَيْهِ السَّلَامُ لَقَدْ كَانَ يَأْوِىْ اِلٰى رُكْنٍ شَدِيْدٍ وَلَوْ لَبِثْتُ فِى السِّجْنِ طُوْلَ لُبْثِ يُوْسُفَ عَلَيْهِ السَّلَامَ لَاَجَبْتُ الدَّاعِىَ-

৫৯২৯. হারমালা ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন : আমরা ইব্‌রাহীম (আ)-এর চেয়ে অধিক সন্দেহ প্রবণ হওয়ার যোগ্য। (যদি তিনি সন্ধিহান হয়ে থাকেন) যখন তিনি বলেছিলেন : হে আমার প্রতিপালক! আপনি কিভাবে মৃতকে জীবিত করেন, আমাকে একটু দেখিয়ে দিন। তিনি বললেন : তুমি কি তবে বিশ্বাস কর নি? তিনি বললেন : কেন করব না, তবে তা কেবল আমার চিত্ত-প্রশান্তির জন্য (২ ঃ ২৬০)। (অনুরূপ) লূত (আ)-কে আল্লাহ্ রহম করুন, তিনি শক্ত-কঠিন স্তম্ভের আশ্রয় চাচ্ছিলেন। (অনুরূপ) আমি যদি ইউসুফ (আ)-এর ন্যায় দীর্ঘ সময় কারাগারে বন্দী থাকতাম, তবে (সরকারী) আহ্বানকারীর ডাকে তৎক্ষণাৎ সাড়া দিতাম।

٥٩٣٠- وَحَدَّثَنَاهُ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ اَسْمَاءَ قَالَ حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنِ الزُّهْرِىِّ اَنَّ سَعِيْدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ وَاَبَا عُبَيْدٍ اَخْبَرَاهُ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ بِمَعْنٰى حَدِيْثِ يُوْنُسَ عَنِ الزُّهْرِىِّ-

৫৯৩০. 'ইন্‌শা-আল্লাহ্' আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন আসমা (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে...... ইউনুস সূত্রে যুহরী (র) থেকে বর্ণিত হাদীসের মর্মে হাদীস বর্ণনা করেছেন।

٥٩٣١ وَحَدَّثَنِىْ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا شَبَابَةُ قَالَ حَدَّثَنَا وَرْقَاءُ عَنْ اَبِى الزِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ يَغْفِرُ اللّٰهُ لِلُوْطٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ اِنَّهُ اَوٰى اِلٰى رُكْنٍ شَدِيْدٍ-

৫৯৩১. যুহায়র ইব্‌ন হার্‌ব (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : লূত (আ)-কে আল্লাহ্ ক্ষমা করে দিন, তিনি (এমন কঠিন সংকটের সম্মুখীন হয়েছিলেন যে) শক্ত-কঠিন স্তম্ভের আশ্রয় চেয়েছিলেন।

٥٩٣٢- وَحَدَّثَنِىْ اَبُوْ الطَّاهِرِ قَالَ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ جَرِيْرُ بْنُ حَازِمٍ عَنْ اَيُّوْبَ السَّخْتِيَانِىِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيْرِيْنَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لَمْ يَكْذِبْ اِبْرَاهِيْمُ النَّبِىُّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَطُّ اِلاَّ ثَلاَثَ كَذَبَاتٍ ثِنْتَيْنِ فِىْ ذَاتِ اللّٰهِ قَوْلُهُ اِنِّىْ سَقِيْمٌ وَقَوْلُهُ بَلْ فَعَلَهُ كَبِيْرُهُمْ هٰذَا وَوَاحِدَةٌ فِىْ شَاْنِ سَارَةَ فَاِنَّهُ قَدِمَ اَرْضَ جَبَّارٍ وَمَعَهُ سَارَةُ وَكَانَتْ اَحْسَنَ النَّاسِ فَقَالَ لَهَا اِنَّ هٰذَا الْجَبَّارَ اِنْ يَعْلَمْ اَنَّكِ امْرَاَتِىْ يَغْلِبْنِىْ عَلَيْكِ فَاِنْ سَاَلَكِ فَاَخْبِرِيْهِ اَنَّكِ اُخْتِىْ فَاِنَّكِ اُخْتِىْ فِىْ الْاِسْلاَمِ فَاِنِّىْ لاَ اَعْلَمُ فِى الاَرْضِ مُسْلِمًا غَيْرِىْ وَغَيْرَكِ فَلَمَّا دَخَلَ اَرْضَهُ رَاٰهَا بَعْضُ اَهْلِ الْجَبَّارِ اَتَاهُ فَقَالَ لَهُ لَقَدْ قَدِمَتْ اَرْضَكَ امْرَاَةٌ لاَيَنْبَغِىْ لَهَا اَنْ تَكُوْنَ اِلاَّ لَكَ فَاَرْسَلَ اِلَيْهَا فَاُتِىَ بِهَا فَقَامَ اِبْرَاهِيْمُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ اِلَى الصَّلٰوةِ فَلَمَّا دَخَلَتْ عَلَيْهِ لَمْ يَتَمَالَكْ اَنْ بَسَطَ يَدَهُ اِلَيْهَا فَقُبِضَتْ يَدُهُ قَبْضَةً شَدِيْدَةً فَقَالَ لَهَا اُدْعِى اللّٰهَ اَنْ يُطْلِقَ يَدِىْ وَلاَ اَضُرُّكِ فَفَعَلَتْ فَعَادَ فَقُبِضَتْ اَشَدَّ مِنَ الْقَبْضَةِ الْاُوْلٰى فَقَالَ لَهَا مِثْلَ ذٰلِكَ فَفَعَلَتْ فَعَادَ فَقُبِضَتْ اَشَدَّ مِنَ الْقَبْضَتَيْنِ الْاُوْلَيَيْنِ فَقَالَ اُدْعِى اللّٰهَ اَنْ يُطْلِقَ يَدِىْ فَلَكِ اللّٰهُ اَنْ لاَ اَضُرُّكِ فَفَعَلَتْ وَاُطْلِقَتْ يَدُهُ وَدَعَا الَّذِىْ جَاءَ بِهَا فَقَالَ لَهُ اِنَّكَ اِنَّمَا اَتَيْتَنِىْ بِشَيْطَانٍ وَلَمْ تَاْتِنِىْ بِاِنْسَانٍ فَاَخْرِجْهَا مِنْ اَرْضِىْ وَاَعْطِهَا هَاجَرَ قَالَ فَاَقْبَلَتْ تَمْشِىْ فَلَمَّا رَاٰهَا اِبْرَاهِيْمُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ انْصَرَفَ فَقَالَ لَهَا مَهْيَمْ قَالَتْ خَيْرًا كَفَّ اللّٰهُ يَدَ الْفَاجِرِ وَاَخْدَمَ خَادِمًا قَالَ اَبُوْ هُرَيْرَةَ فَتِلْكَ اُمُّكُمْ يَا بَنِىْ مَاءِ السَّمَاءِ-

৫৯৩২. আবূ তাহির (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : নবী ইবরাহীম (আ) কখনো মিথ্যা বলেন নি; তিনবার (রূপক মিথ্যা) ব্যতীত। দু'বার আল্লাহ্ সম্পর্কিত। একবার তো তিনি বলেছিলেন, "আমি অসুস্থ" আর তাঁর কথা, "বরং এদের বড়টাই একাজ করেছে" (মূর্তি ভেঙ্গেছে)। আরেকটা 'সারা' (রা) সম্পর্কে। যখন তিনি এক অত্যাচারীর দেশে গিয়েছিলেন, (স্ত্রী) সারাও সঙ্গে ছিলেন। সারা ছিলেন সেরা সুন্দরী। তখন ইবরাহীম (আ) সারাকে বললেন, এ অত্যাচারী রাজা যদি জানতে পারে যে, তুমি আমার স্ত্রী, তবে তোমাকে ছিনিয়ে নেবে। কাজেই তোমাকে যদি কেউ প্রশ্ন করে, তুমি বলবে যে, তুমি আমার বোন। ইসলামের দিক দিয়ে তুমি তো আমার বোনই হও। কেননা তুমি আর আমি ছাড়া পৃথিবীতে আর কোন মুসলিম আছে বলে আমার জানা নেই। যখন ইবরাহীম (আ) সে অত্যাচারীর দেশে পৌঁছলেন, তখন রাজার লোকজন তাঁর কাছে সারাকে দেখতে পেয়ে রাজার কাছে এসে বলল, আপনার দেশে এমন একজন স্ত্রীলোক এসেছে, আপনিই শুধু তার উপযুক্ত। রাজা সারাকে ডেকে পাঠালে ইবরাহীম (আ) সালাতে দাঁড়িয়ে গেলেন। সারা যখন রাজার কাছে পৌঁছলেন, সে

সম্মোহিতের মত সারার দিকে হাত বাড়াতেই তার হাত মুষ্টিবদ্ধ হয়ে এঁটে গেলো। রাজা বললো, তুমি আল্লাহ্র কাছে আমার হাত খুলে যাওয়ার জন্য দু'আ কর, আমি তোমাকে উত্যক্ত করবো না। তিনি দু'আ করলেন। পুনরায় সে হাত বাড়াল, তখন প্রথম বারের চেয়ে অধিক শক্ত হয়ে হাত মুষ্টিবদ্ধ হয়ে গেল। তাকে (সারাকে) সে আগের মতই বললো। তিনি দু'আ করলেন। পুনরায় সে হাত বাড়াল। তখন প্রথম দু'বারের চেয়ে আরো অধিক কঠিনভাবে তার হাত মুষ্টিবদ্ধ হয়ে গেলো। তখন রাজা বললো, তুমি আল্লাহ্র কাছে আমার হাত খুলে দেয়ার জন্য দু'আ কর। আল্লাহ্র নাম নিয়ে (কসম), তোমাকে আমি উত্যক্ত করব না। তিনি দু'আ করলেন। তার হাত খুলে গেলো। তখন সে ঐ লোকটিকে ডাকলো যে সারাকে এনেছিলো। বললো, তুই তো আমার কাছে একটা 'শয়তান' নিয়ে এসেছিস, মানুষ আনিস নি। একে আমার দেশ থেকে বের করে দে। সাথে হাজেরাকে দিয়ে দে। বর্ণনাকারী বলেন, সারা এগিয়ে চললেন। ইবরাহীম (আ) তাঁদের দেখে এগিয়ে এলেন এবং তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, কি খবর? তিনি বললেন, ভালোই। আল্লাহ্ তা'আলা আমার উপর থেকে পাপাচারীর হাতকে আবদ্ধ করে রেখেছেন। আর একটা সেবিকাও দিয়েছেন। আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, এই (সেবিকাই) তোমাদের মা, হে আসমানের (কুদরতী) পানির সন্তানেরা!

٣٨- بَابُ مِنْ فَضَائِلَ مُوْسٰى عَلَيْهِ السَّلاَمُ

৩৮. পরিচ্ছেদ : হযরত মূসা (আ)-এর ফযীলত

٥٩٣٣- حَدَّثَنِيْ مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بِنِ مُنَبِّهٍ قَالَ هٰذَا مَا حَدَّثَنَا اَبُوْ هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَذَكَرَ اَحَادِيْثَ مِنْهَا وَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ كَانَتْ بَنُوْ اِسْرَائِيْلَ يَغْتَسِلُوْنَ عُرَاةً يَنْظُرُ بَعْضُهُمْ اِلٰى سَوْأَةِ بَعْضٍ وَكَانَ مُوْسٰى عَلَيْهِ السَّلاَمُ يَغْتَسِلُ وَحْدَهُ فَقَالُوْا وَاللّٰهِ مَا يَمْنَعُ مُوْسٰى اَنْ يَغْتَسِلَ مَعَنَا اِلاَّ اَنَّهُ آدَرُ قَالَ فَذَهَبَ مَرَّةً يَغْتَسِلُ فَوَضَعَ ثَوْبَهُ عَلٰى حَجَرٍ فَفَرَّ الْحَجَرُ بِثَوْبِهِ قَالَ فَجَمَحَ مُوْسٰى عَلَيْهِ السَّلاَمُ بِاَثَرِهِ يَقُوْلُ ثَوْبِيْ حَجَرُ ثَوْبِيْ حَجَرُ حَتّٰى نَظَرَتْ بَنُوْا اِسْرَائِيْلَ اِلٰى سَوْأَةِ مُوْسٰى عَلَيْهِ السَّلاَمُ فَقَالُوْا وَاللّٰهِ مَا بِمُوْسٰى مِنْ بَأْسٍ فَقَامَ الْحَجَرُ بَعْدُ حَتّٰى نُظِرَ اِلَيْهِ قَالَ فَاَخَذَ ثَوْبَهُ فَطَفِقَ بِالْحَجَرِ ضَرْبًا قَالَ اَبُوْ هُرَيْرَةَ وَاللّٰهِ اِنَّهُ بِالْحَجَرِ نَدَبٌ سِتَّةٌ اَوْ سَبْعَةٌ ضَرْبُ مُوْسٰى عَلَيْهِ السَّلاَمُ بِالْحَجَرِ-

৫৯৩৩. মুহাম্মদ ইব্ন রাফি' (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : বনী ইসরাঈলরা উলংগ হয়ে গোসল করত ও একে অপরের লজ্জাস্থান দেখত। মূসা (আ) একাকী গোসল করতেন। লোকেরা বলত, মূসা আমাদের সাথে গোসল করে না। কারণ তার অণ্ডকোষে রোগ আছে। রাবী বলেন, একবার মূসা (আ) পাথরের উপর কাপড় রেখে গোসল করেছিলেন। তখন পাথরটি তাঁর কাপড় নিয়ে ছুটতে লাগল। তখন মূসা (আ) "ও পাথর আমার কাপড় দে", "পাথর আমার কাপড় দে" বলে পাথরটির পিছু পিছু দৌড়াতে লাগলেন, এতে বনী ইসরাঈল তাঁর গোপনাঙ্গ দেখে ফেলল এবং বলল, আল্লাহ্র কসম! মূসার তো কোন রোগ নেই! এরপর পাথরটি থেমে গেলো, ততক্ষণে ভালোভাবে দেখা হয়ে গেলো। রাবী বলেন, অতঃপর তিনি [মূসা (আ)] কাপড়

নিলেন এবং পাথরটিকে মারতে আরম্ভ করলেন। আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, আল্লাহ্‌র শপথ! এ পাথরটির গায়ে মূসা (আ)-এর মারের ছয় কি সাতটি দাগ হয়েছে।

٥٩٣٤- وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيْبٍ الْحَارِثِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعٍ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ الْحَذَّاءُ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ شَقِيْقٍ قَالَ اَنْبَأَنَا اَبُوْ هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ مُوْسٰى عَلَيْهِ السَّلاَمُ رَجُلاً حَيِيًّا قَالَ فَكَانَ لاَيُرٰى مُتَجَرِّدًا قَالَ فَقَالَ بَنُوْ اِسْرَائِيْلَ اِنَّهُ آدَرُ قَالَ فَاغْتَسَلَ عِنْدَ مُوَيْهٍ فَوَضَعَ ثَوْبَهُ عَلٰى حَجَرٍ فَانْطَلَقَ الْحَجَرُ يَسْعٰى وَاتَّبَعَهُ بِعَصَاهُ يَضْرِبُهُ ثَوْبِىْ حَجَرُ ثَوْبِىْ حَجَرُ حَتّٰى وَقَفَ عَلٰى مَلاٍَ مِنْ بَنِىْ اِسْرَائِيْلَ وَنَزَلَتْ : يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لاَ تَكُوْنُوْا كَالَّذِيْنَ اٰذَوْا مُوْسٰى فَبَرَّأَهُ اللّٰهُ مِمَّا قَالُوْا وَكَانَ عِنْدَ اللّٰهِ وَجِيْهًا-

৫৯৩৪. ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন হাবীব হারিসী (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন মূসা (আ) অত্যন্ত লজ্জাশীল ব্যক্তি ছিলেন। রাবী বলেন, সুতরাং তাঁকে বিবস্ত্র দেখা যেতো না। তিনি আরো বললেন, বনী ইসরাঈল বললো, মূসার অণ্ডকোষ রোগাক্রান্ত। রাবী বললেন, একবার তিনি কোন জলাধারে গোসল করলেন এবং কাপড় একটা পাথরের উপর রাখলেন। পাথরটি দৌড়ে চলতে লাগলো। তিনি তাঁর লাঠি হাতে পাথরটিকে মারতে মারতে এর পিছু পিছু চললেন। (বলতে লাগলেন), হে পাথর আমার কাপড়, হে পাথর আমার কাপড়! পাথরটি বনী ইসরাঈলের এক লোক সমাবেশে গিয়ে থামলো। এ বিষয়ে এ আয়াত অবতীর্ণ হলো : "হে ঈমানদারগণ! তোমরা তাদের মতো হয়ো না যারা মূসা (আ)-কে কষ্ট দিয়েছে। তাদের দেয়া অপবাদ থেকে আল্লাহ্ তাঁকে মুক্ত করেছেন, আর তিনি আল্লাহ্‌র নিকট ছিলেন সম্মানিত (৩৩ ঃ ৬৯)।"

٥٩٣٥- وَحَدَّثَنِىْ مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ عَبْدُ اَخْبَرَنَا وَقَالَ ابْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ اُرْسِلَ مَلَكُ الْمَوْتِ اِلٰى مُوْسٰى عَلَيْهِ السَّلاَمُ فَلَمَّا جَاءَهُ صَكَّهُ فَفَقَأَ عَيْنَهُ فَرَجَعَ اِلٰى رَبِّهِ فَقَالَ اَرْسَلْتَنِىْ اِلَى عَبْدٍ لاَ يُرِيْدُ الْمَوْتَ قَالَ فَرَدَّ اللّٰهُ اِلَيْهِ عَيْنَهُ وَقَالَ ارْجِعْ اِلَيْهِ فَقُلْ لَهُ يَضَعُ يَدَهُ عَلٰى مَتْنِ ثَوْرٍ فَلَهُ بِمَا غَطَّتْ يَدُهُ بِكُلِّ شَعْرَةٍ سَنَةٌ قَالَ اَىْ رَبِّ ثُمَّ مَهْ قَالَ ثُمَّ الْمَوْتُ قَالَ فَالْاٰنَ فَسَأَلَ اللّٰهَ اَنْ يُدْنِيَهُ مِنَ الْاَرْضِ الْمُقَدَّسَةِ رَمْيَةً بِحَجَرٍ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَلَوْ كُنْتُ ثَمَّ لاَرَيْتُكُمْ قَبْرَهُ اِلَى جَانِبِ الطَّرِيْقِ تَحْتَ الْكَثِيْبِ الْاَحْمَرِ-

৫৯৩৫. মুহাম্মদ ইব্‌ন রাফি' এবং আব্‌দ ইব্‌ন হুমায়দ (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মালাকুল মাউতকে মূসা (আ)-এর কাছে পাঠানো হয়েছিল। যখন ফেরেশতা তাঁর কাছে এলেন তখন মূসা (আ) তাঁকে একটা থাপ্পড় মারলেন এবং এতে তাঁর একটা চোখ নষ্ট করে দিলেন। এরপর তিনি আল্লাহ্‌র কাছে ফিরে গেলেন এবং বললেন, আপনি আমাকে এমন এক বান্দার কাছে পাঠিয়েছেন যে মরতে চায় না। রাবী বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা তার চোখ ফিরিয়ে দিলেন এবং বললেন, আবার তাঁর নিকট যাও এবং তাঁকে বল, সে যেন তাঁর হাত

একটি বলদের পিঠের উপর রাখে। এতে যতগুলো পশম তাঁর হাতের নীচে পড়বে, প্রতিটি পশমের বদলে সে এক বছর জীবিত থাকবে। মূসা (আ) বললেন, হে পালনকর্তা! এরপর কি হবে? আল্লাহ্ বললেন, এরপর মৃত্যু। মূসা (আ) বললেন, তা হলে এখনই। তিনি বললেন, হে আল্লাহ্! আমাকে পবিত্র ভূমির (বায়তুল মুকাদ্দাস) নিকটবর্তী করুন। একটি পাথর (ঢেলা) নিক্ষেপের দূরত্বে। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : যদি আমি ওখানে হতাম তা হলে রাস্তার পাশে লাল বালিয়াড়ির গাড়ির কাছে তার [মূসা (আ)]-এর কবর তোমাদের দেখিয়ে দিতাম।

٥٩٣٦- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ قَالَ هٰذَا مَا حَدَّثَنَا اَبُوْ هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَذَكَرَ اَحَادِيْثَ مِنْهَا وَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ جَاءَ مَلَكُ الْمَوْتِ اِلٰى مُوْسٰى عَلَيْهِ السَّلاَمُ فَقَالَ لَهُ اَجِبْ رَبَّكَ قَالَ فَلَطَمَ مُوْسٰى عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَيْنَ مَلَكِ الْمَوْتِ فَفَقَأَهَا قَالَ فَرَجَعَ الْمَلَكُ اِلَى اللّٰهِ تَعَالٰى فَقَالَ اِنَّكَ اَرْسَلْتَنِىْ اِلٰى عَبْدٍ لَكَ لاَيُرِيْدُ الْمَوْتَ وَقَدْ فَقَأَ عَيْنِىْ قَالَ فَرَدَّ اللّٰهُ اِلَيْهِ عَيْنَهُ وَقَالَ ارْجِعْ اِلٰى عَبْدِىْ فَقُلِ الْحَيَاةَ تُرِيْدُ فَاِنْ كُنْتَ تُرِيْدُ الْحَيَاةَ فَضَعْ يَدَكَ عَلٰى مَتْنِ ثَوْرٍ فَمَا تَوَارَتْ يَدُكَ مِنْ شَعْرَةٍ فَاِنَّكَ تَعِيْشُ بِهَا سَنَةً قَالَ ثُمَّ مَهْ قَالَ ثُمَّ تَمُوْتُ قَالَ فَالْاٰنَ مِنْ قَرِيْبٍ رَبِّ اَمِتْنِىْ مِنَ الْاَرْضِ الْمُقَدَّسَةِ رَمْيَةً بِحَجَرٍ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَاللّٰهِ لَوْ اَنِّىْ عِنْدَهُ لاَرَيْتُكُمْ قَبْرَهُ اِلٰى جَانِبِ الطَّرِيْقِ عِنْدَ الْكَثِيْبِ الْاَحْمَرِ-

حَدَّثَنَا اَبُوْ اِسْحَاقَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيٰى قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ بِمِثْلِ هٰذَا الْحَدِيْثِ-

৫৯৩৬. মুহাম্মদ ইব্ন রাফি' (র)......আম্মাম ইব্ন মুনাব্বিহ সূত্রে বর্ণিত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত কয়েকটি হাদীসের অন্যতম হাদীস। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : মালাকুল মাউত মূসা (আ)-এর কাছে এসে বললো, মূসা, আপনার পালনকর্তার ডাকে সাড়া দিন। রাবী বলেন, তখন মালাকুল মাউতের চোখের উপর মূসা (আ) একটা থাপ্পড় মারলেন, এতে তাঁর চোখ নষ্ট করে ফেলেছিলেন। এরপর ফেরেশতা আল্লাহ্র কাছে ফিরে গিয়ে বললেন, আপনি আমাকে আপনার এমন এক বান্দার কাছে পাঠিয়েছেন যে মরতে চায় না এবং সে আমার চোখ নষ্ট করে দিয়েছে। আল্লাহ্ তাঁর চোখ ভালো করে দিলেন এবং বললেন, আমার বান্দার কাছে আবার যাও এবং বল, আপনি কি আরও হায়াত চান? যদি তা চান তবে আপনার হাত একটি বলদের পিঠের উপর রাখুন। এতে আপনার হাত যতগুলো পশম ঢেকে ফেলবে, তত বছর এমনি বেঁচে থাকবেন। মূসা বললেন, এরপর কি? আল্লাহ্ বললেন, এরপর মৃত্যুবরণ করবে। মূসা (আ) বললেন, তবে এখনই (ভালো)। আল্লাহ্! আমাকে পবিত্র ভূমি থেকে একটি পাথর নিক্ষেপের দূরত্বে নিকটে নিয়ে মৃত্যু দান করুন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন : আল্লাহ্র শপথ! আমি যদি ওখানে হতাম তবে পথের কিনারে লাল বালিয়াড়ির পাশে তাঁর কবর তোমাদের দেখিয়ে দিতাম।

আবূ ইসহাক (রা)...... মা'মার (র) থেকে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

٥٩٣٧- حَدَّثَنِىْ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا حُجَيْنُ بْنُ الْمُثَنّٰى قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْفَضْلِ الْهَاشِمِىِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ

بَيْنَمَا يَهُوْدِىٌّ يَعْرِضُ سِلْعَةً لَهُ أُعْطِىَ بِهَا شَيْئًا كَرِهَهُ اَوْلَمْ يَرْضَهُ شَكَّ عَبْدُ الْعَزِيْزِ قَالَ لاَ وَالَّذِىْ اصْطَفٰى مُوْسٰى عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَلَى الْبَشَرِ قَالَ فَسَمِعَهُ رَجُلٌ مِنَ الاَنْصَارِ فَلَطَمَ وَجْهَهُ قَالَ تَقُوْلُ وَالَّذِىْ اصْطَفٰى مُوْسٰى عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَلَى الْبَشَرِ وَرَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بَيْنَ اَظْهُرِنَا قَالَ فَذَهَبَ الْيَهُوْدِىُّ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ يَا اَبَا الْقَاسِمِ اِنَّ لِىْ ذِمَّةً وَعَهْدًا وَقَالَ فُلاَنٌ لَطَمَ وَجْهِىْ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لِمَ لَطَمْتَ وَجْهَهُ قَالَ قَالَ (يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ) وَالَّذِىْ اصْطَفٰى مُوْسٰى عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَلَى الْبَشَرِ وَاَنْتَ بَيْنَ اَظْهُرِنَا قَالَ فَغَضِبَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ حَتّٰى عُرِفَ الْغَضَبُ فِىْ وَجْهِهِ ثُمَّ قَالَ لاَتُفَضِّلُوْا بَيْنَ اَنْبِيَاءِ اللّٰهِ فَاِنَّهُ يُنْفَخُ فِى الصُّوْرِ فَيَصْعَقُ مَنْ فِى السَّمٰوٰتِ وَمَنْ فِى الْاَرْضِ اِلاَّ مَنْ شَاءَ اللّٰهُ قَالَ ثُمَّ يُنْفَخُ فِيْهِ اُخْرٰى فَاَكُوْنُ اَوَّلَ مَنْ بُعِثَ اَوْ فِىْ اَوَّلِ مَنْ بُعِثَ فَاِذَا مُوْسٰى عَلَيْهِ السَّلاَمُ آخِذٌ بِالْعَرْشِ فَلاَ اَدْرِىْ أَحُوْسِبَ بِصَعْقَةِ يَوْمِ الطُّوْرِ اَوْ بُعِثَ قَبْلِىْ وَلاَ اَقُوْلُ اِنَّ اَحَدًا اَفْضَلُ مِنْ يُوْنُسَ بْنِ مَتّٰى عَلَيْهِ السَّلاَمُ–

وَحَدَّثَنِيْهِ مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ قَالَ اَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ اَبِىْ سَلَمَةَ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ سَوَاءَهُ–

৫৯৩৭. যুহায়র ইব্‌ন হার্‌ব (র)....... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, এক ইয়াহূদী কিছু মাল বিক্রি করছিল, মূল্য বলা হলে সে তা অপছন্দ করল। অথবা তাতে সন্তুষ্ট হলো না, রমনী সন্দেহে আবদুল আযীযের। বলল, না হবে না, তাঁর শপথ যিনি মূসা (আ)-কে মানুষের উপরে মনোনীত করেছেন। এ কথা এক আনসারী শুনতে পেয়ে ইয়াহূদীর মুখে একটি থাপ্পড় মারলেন এবং বললেন, তুই বলিস, মূসা (আ)-কে মানুষের উপর মনোনীত করেছেন অথচ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদের মাঝে (এ মদীনায়) বিদ্যমান রয়েছেন! ঐ ইয়াহূদী রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট এসে বললো, হে আবুল কাসিম! আমি যিম্মী এবং (মুসলিম রাষ্ট্রের নিরাপত্তাপ্রাপ্ত) চুক্তিবদ্ধ। (নাগরিক) অমুক ব্যক্তি আমার মুখে থাপ্পড় মেরেছে। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ জিজ্ঞাসা করলেন, কেন তুমি তার মুখে থাপ্পড় দিলে? আনসারী বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ﷺ সে বলেছে, যিনি মানুষের মাঝে মূসা (আ)-কে মনোনীত করেছেন। অথচ আপনি আমাদের মাঝে রয়েছেন। আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ খুব রাগান্বিত হলেন। রাগের চিহ্ন তাঁর চেহারায় ফুটে উঠলো। বললেন : নবীদের মধ্যে একজনকে অপরজনের উপর মর্যাদা দিও না। কেননা কিয়ামতের দিন যখন শিংগায় ফুৎকার দেয়া হবে, তখন আসমান ও যমীনের সবাই বেহুঁশ হয়ে পড়বে, শুধু আল্লাহ্ যাদের চাইবেন তাঁরা ছাড়া। পরে দ্বিতীয়বার যখন ফুৎকার দেওয়া হবে, তখন আমিই সর্বপ্রথম উত্থিত হব অথবা সর্বপ্রথম উত্থিতদের মধ্যে হব এবং দেখতে পাব যে, মূসা (আ) আরশ ধরে রয়েছেন। আমার জানা নেই যে, তূর পাহাড়ে তাঁর বেহুঁশ হওয়াটাই হিসাব করা হয়েছে (যা তাঁর এখনকার বেহুঁশ না হওয়ার কারণ), না আমার আগেই তাঁকে হুঁশ দান করা হয়েছে? আর আমি এ কথাও বলি না যে, কোনো পয়গম্বর ইউনুস ইব্‌ন মাত্তা (আ)-এর চেয়ে বেশি মর্যাদাবান।

মুহাম্মদ ইব্‌ন হাতিম (র)...... আবদুল আযীয ইব্‌ন আবূ সালামা (রা) থেকে এই সনদে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

٥٩٣٨- حَدَّثَنِى زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَاَبُوْ بَكْرِ بْنُ النَّضْرِ قَالاَ حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِىْ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ وَعَبْدِ الرَّحْمٰنِ الاَعْرَجِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ اسْتَبَّ رَجُلاَنِ رَجُلٌ مِنَ الْيَهُوْدِ وَرَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ فَقَالَ الْمُسْلِمُ وَالَّذِىْ اصْطَفٰى مُحَمَّدًا ﷺ عَلَى الْعَالَمِيْنَ وَقَالَ الْيَهُوْدِىُّ وَالَّذِىْ اَصْطَفٰى مُوْسٰى عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَلَى الْعَالَمِيْنَ قَالَ فَرَفَعَ الْمُسْلِمُ يَدَهُ عِنْدَ ذٰلِكَ فَلَطَمَ وَجْهَ الْيَهُوْدِىَّ فَذَهَبَ الْيَهُوْدِىُّ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَاَخْبَرَهُ بِمَا كَانَ مِنْ اَمْرِهِ وَاَمْرِ الْمُسْلِمِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَ تُخَيِّرُوْنِىْ عَلٰى مُوْسٰى فَاِنَّ النَّاسَ يَصْعَقُوْنَ فَاَكُوْنُ اَوَّلَ مَنْ يُفِيْقُ فَاِذَا مُوْسٰى بَاطِشٌ بِجَانِبِ الْعَرْشِ فَلاَ اَدْرِىْ أَكَانَ فِيْمَنْ صَعِقَ فَاَفَاقَ قَبْلِىْ اَمْ كَانَ مِمَّنِ اسْتَثْنَى اللّٰهُ-

৫৯৩৮. যুহায়র ইব্‌ন হারব এবং আবূ বকর ইব্‌ন নযর (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ইয়াহূদী ও এক মুসলমান গালাগালি করল। মুসলমান বললো, তাঁর শপথ! যিনি সারা জাহানের উপরে মুহাম্মদ ﷺ-কে মনোনীত করেছেন। ইয়াহূদী বলল, শপথ তাঁর, যিনি মূসা (আ)-কে মনোনীত করেছেন সারা জাহানের উপরে! রাবী বলেন, এমন সময় মুসলমান হাত তুলল এবং ইয়াহূদীটির মুখে থাপ্পড় মারল। এরপর ইয়াহূদী রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে গেল এবং তার ও মুসলমানের ঘটনা বলল। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : তোমরা আমাকে মূসা (আ)-এর উপর মর্যাদা দিও না। কারণ (হাশরের ময়দানে) লোকেরা বেহুঁশ হবে। সর্বপ্রথম আমিই হুঁশ ফিরে পাব, তখন দেখতে পাব যে, মূসা (আ) আরশের পার্শ্ব ধরে রয়েছেন। জানি না তিনি কি বেহুঁশ হয়ে আমার আগেই হুঁশ ফিরে পেয়েছেন, নাকি যাদের ব্যতিক্রম রাখা হয়েছে যারা (বেহুঁশ হন নি), তিনি তাঁদের অন্তর্ভুক্ত।

٥٩٣٩- وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الدَّارِمِيّ وَاَبُوْ بَكْرِ بْنُ اِسْحَاقَ قَالاَ اَخْبَرَنَا اَبُوْ الْيَمَانِ قَالَ اَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِىِّ قَالَ اَخْبَرَنِىْ اَبُوْ سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ وَسَعِيْدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ اسْتَبَّ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ وَرَجُلٌ مِنَ الْيَهُوْدِ بِمِثْلِ حَدِيْثِ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ شَهَابٍ-

৫৯৩৯. আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আবদুর রাহমান দারিমী এবং আবূ বকর ইব্‌ন ইসহাক (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক মুসলমান ও এক ইয়াহূদী গালাগালি করলো— এরপর ইব্‌ন শিহাব হতে ইবরাহীম ইব্‌ন সা'দ (র) বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ।

٥٩٤٠- وَحَدَّثَنِى عَمْرٌو النَّاقِدُ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ اَحْمَدَ الزُّبَيْرِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيٰى عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِى سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ جَاءَ يَهُوْدِىٌّ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ قَدْ لُطِمَ وَجْهُهُ وَسَاقَ الْحَدِيْثَ بِمَعْنٰى حَدِيْثِ الزُّهْرِىِّ غَيْرَ اَنَّهُ قَالَ فَلاَ اَدْرِىْ اَكَانَ مِمَّنْ صَعِقَ فَاَفَاقَ قَبْلِىْ اَوِ اكْتَفٰى بِصَعْقَةِ الطُّوْرِ-

৫৯৪০. আমর আন-নাকিদ (র)....... আবূ সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ইয়াহূদী রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে এসে বলল, তার মুখে থাপ্পড় দেয়া হয়েছে— যুহরীর হাদীসের সমার্থক হাদীস বর্ণনা করেছেন। তবে তিনি শুধু এ কথাই বলেছেন যে, "জানি না তিনি কি বেঁহুশ হয়ে আমার আগেই হুঁশ ফিরে পেয়েছেন, না কি তূরের বেহুঁশ হওয়াই তাঁর জন্য যথেষ্ট হয়েছে।"

٥٩٤١- وَحَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِى شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ سُفْيَانَ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِىْ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيٰى عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِى سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَتُخَيِّرُوْا بَيْنَ الْاَنْبِيَاءِ وَفِىْ حَدِيْثِ ابْنِ نُمَيْرٍ عَمْرِو بْنِ يَحْيٰى قَالَ حَدَّثَنِىْ اَبِىْ-

৫৯৪১ আবূ বকর ইব্‌ন আবূ শায়বা ও ইব্‌ন নুমায়র (র)...... আবূ সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : নবীদের মধ্যে একের উপরে অন্যকে শ্রেষ্ঠ প্রদান করবে না..... এবং ইব্‌ন নুমায়রের হাদীসে আছে, আমর ইব্‌ন ইয়াহ্ইয়া থেকে তিনি বলেন, আমার পিতা আমাকে হাদীস শুনিয়েছেন.....।

٥٩٤٢- حَدَّثَنَا هَدَّابُ بْنُ خَالِدٍ وَشَيْبَانُ بْنُ فَرُّوْخَ قَالاَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِىْ وَسُلَيْمَانَ التَّيْمِىِّ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اَتَيْتُ وَفِىْ رِوَايَةِ هَدَّابٍ مَرَرْتُ عَلٰى مُوْسٰى لَيْلَةَ اُسْرِىَ بِىْ عِنْدَ الْكَثِيْبِ الْاَحْمَرِ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّىْ فِىْ قَبْرِهِ-

৫৯৪২. হাদ্দাব ইব্‌ন খালিদ এবং শায়বান ইব্‌ন ফাররূখ (র)...... আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : যে রাতে আমার মি'রাজ হয়েছিল, সে রাতে আমি মূসা (আ)-এর পাশ দিয়ে গেলাম। লাল বালুকা স্তূপের (বালিয়াড়ির) কাছে তাঁর কবরে তিনি দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করছিলেন।

٥٩٤٣- وَحَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ خَشْرَمٍ قَالَ اَخْبَرَنَا عِيْسٰى يَعْنِىْ ابْنَ يُوْنُسَ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ كِلاَهُمَا عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِىِّ عَنْ اَنَسٍ ح قَالَ وَحَدَّثَنَاهُ اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِىِّ قَالَ سَمِعْتُ اَنَسًا يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَرَرْتُ عَلٰى مُوْسٰى وَهُوَ يُصَلِّىْ فِىْ قَبْرِهِ وَزَادَ فِىْ حَدِيْثِ عِيْسٰى مَرَرْتُ لَيْلَةَ اُسْرِىْ بِىْ-

৫৯৪৩. (ভিন্ন ভিন্ন সনদে) আলী ইব্‌ন খাশরাম, উসমান ইব্‌ন আবূ শায়বা ও আবূ বকর ইব্‌ন আবূ শায়বা (র)...... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : আমি মূসা (আ)-এর পাশ দিয়ে অতিক্রম করলাম, তখন তিনি তাঁর কবরে সালাত আদায় করছিলেন। আলী (র)-এর শায়খ ঈসা (র)-এর হাদীসে অধিক রয়েছে, "আমাকে যে রাতে মি'রাজে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল, সে রাতে আমি অতিক্রম করছিলাম।"

٣٩- بَابُ فِى زِكْرِ يُوْشُنَ عَلَيْمِ السَّلاَرُ-وَقَوْلِ النَّبِى ﷺ لاَيَنْبَغِى لِعَبْدِ اَنْ يَقُوْلَ اَنَا خَيْرٌ مِنْ يُوْنُس بْنِ مَتَّى-

৩৯. পরিচ্ছেদ : ইউনুস (আ)-এর আলোচনা এবং নবী ﷺ-এর বাণী—কোন বান্দার জন্য আমি ইউনুস ইব্‌ন মাত্তার চেয়ে শ্রেষ্ঠ—এ কথা বলা সমীচীন নয়।

٥٩٤٤- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِى شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ مُثَنَّى وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالُوْا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَعْدِ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ سَمِعْتُ حُمَيْدَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ يُحَدِّثُ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ اَنَّهُ قَالَ يَعْنِى اللّٰهَ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى لاَ يَنْبَغِى لِعَبْدٍ لِى وَقَالَ ابْنُ مُثَنَّى لِعَبْدِى اَنْ يَقُوْلَ اَنَا خَيْرٌ مِنْ يُوْنُسَ بْنِ مَتَّى عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ ابْنُ اَبِى شَيْبَةَ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ شُعْبَةَ-

৫৯৪৪. আবূ বকর ইব্‌ন আবূ শায়বা, মুহাম্মদ ইব্‌ন মুসান্না ও মুহাম্মদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (র)......আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ (বলেছেন) অর্থাৎ আল্লাহ্ তাবারাকা ওয়া তা'আলা বলেছেন, আমার কোন বান্দার পক্ষেই বলা উচিৎ নয় যে, "ইউনুস ইব্‌ন মাত্তা থেকে আমি উত্তম।" ইব্‌ন আবূ শায়বা (حَدَّثَنَا شَيْبَةُ স্থলে) عَنْ شُعْبَةَ বলেছেন।

٥٩٤٥- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ وَاللَّفْظُ لاِبْنِ مُثَنَّى قَالاَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا الْعَالِيَةِ يَقُوْلُ حَدَّثَنِى ابْنُ عَمِّ نَبِيِّكُمْ ﷺ يَعْنِى ابْنَ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَا يَنْبَغِى لِعَبْدٍ اَنْ يَقُوْلَ اَنَا خَيْرٌ مِنْ يُوْنُسَ بْنِ مَتَّى وَنَسَبَهُ اِلٰى اَبِيْهِ-

৫৯৪৫. মুহাম্মদ ইব্‌ন মুসান্না ও ইব্‌ন বাশ্‌শার (র)....... নবী ﷺ-এর চাচাত ভাই ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ কোন বান্দার পক্ষেই এ কথা বলা উচিত নয়, "আমি ইউনুস ইব্‌ন মাত্তা থেকে উত্তম।" ইউনুস (আ)-কে এখানে তাঁর পিতা প্রতি সম্পর্কিত করা হয়েছে।

٤٠- بَابُ مِنْ فَضَائِلَ يُوْسُفَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ

৪০. পরিচ্ছেদ : হযরত ইউসুফ (আ)-এর ফযীলত

٥٩٤٦- حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ مُثَنَّى وَعُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ سَعِيْدٍ قَالُوْا حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ قَالَ اَخْبَرَنِى سَعِيْدُ بْنُ اَبِى سَعِيْدٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قِيْلَ

يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ مَنْ اَكْرَمُ النَّاسِ قَالَ اَتْقَاهُمْ قَالُوْا لَيْسَ عَنْ هٰذَا نَسْأَلُكَ قَالَ فَيُوْسُفُ نَبِىُّ اللّٰهِ بْنُ نَبِىِّ اللّٰهِ بْنِ نَبِىِّ اللّٰهِ بْنِ خَلِيْلِ اللّٰهِ قَالُوْا لَيْسَ عَنْ هٰذَا نَسْأَلُكَ قَالَ فَعَنْ مَعَادِنِ الْعَرَبِ تَسْأَلُوْنِى خِيَارُهُمْ فِى الْجَاهِلِيَّةِ خِيَارُهُمْ فِى الْاِسْلَامِ اِذَا فَقُهُوْا-

৫৯৪৬. যুহায়র ইব্‌ন হারব, মুহাম্মদ ইব্‌ন মুসান্না ও উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন সাঈদ (রা)...... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে বলা হলো, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! মানুষের মধ্যে সবচেয়ে বেশি সম্মানিত ব্যক্তি কে? তিনি বললেন : তাদের মধ্যে সবচেয়ে মুত্তাকি ব্যক্তি। প্রশ্নকারীরা বললেন, আমরা এ সম্পর্কে আপনাকে জিজ্ঞাসা করছি না। তিনি বললেন : তবে ইউসুফ (আ) আল্লাহ্‌র নবী যিনি আল্লাহ্‌র নবীর পুত্র, (যিনি আল্লাহ্‌র নবীর পুত্র), যিনি আল্লাহ্‌র খলীলের পুত্র। তারা বললো, এ সম্পর্কেও আমরা আপনাকে প্রশ্ন করি নি। তিনি বললেন : তবে কি তোমরা আরবের বংশ-উৎস (তার শ্রেষ্ঠত্ব) সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করছো? জাহিলী যুগে যারা তাদের মধ্যে (গুণাবলীতে) উত্তম ছিল, ইসলামের পরও তারা উত্তম বলে গণ্য, যদি তারা দীনের জ্ঞানে জ্ঞানবান হয়।

٤١- بَابُ مِنْ فَضَائِلِ زَكَرِيَا عَلَيْهِ السَّلَامُ

৪১. পরিচ্ছেদ : হযরত যাকারিয়া (আ)-এর ফযীলত

٥٩٤٧- حَدَّثَنَا هَدَّابُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ اَبِىْ رَافِعٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ كَانَ زَكَرِيَّاءُ نَجَّارًا-

৫৯৪৭. হাদ্দাব ইব্‌ন খালিদ (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : যাকারিয়া (আ) কাঠমিস্ত্রী ছিলেন। (এবং এ দৈহিক শ্রম দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করতেন)।

٤٢- بَابُ مِنْ فَضَائِلِ الْخَضِرِ عَلَيْهِ السَّلَامُ

৪২. পরিচ্ছেদ : হযরত খিযির (আ)-এর ফযীলত

٥٩٤٨- حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدٍ النَّاقِدُ وَاِسْحَاقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ الْحَنْظَلِىُّ وَعُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ سَعِيْدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ اَبِىْ عُمَرَ الْمَكِّىُّ كُلُّهُمْ عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ وَاللَّفْظُ لِابْنِ اَبِىْ عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِيْنَارٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ اِنَّ نَوْفًا الْبِكَالِىَّ يَزْعُمُ اَنَّ مُوْسٰى عَلَيْهِ السَّلَامُ صَاحِبَ بَنِىْ اِسْرَائِيْلَ لَيْسَ هُوَ مُوْسٰى صَاحِبَ الْخَضِرِ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَقَالَ كَذَبَ عَدُوُّ اللّٰهِ سَمِعْتُ اُبَىَّ بْنَ كَعْبٍ يَقُوْلُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ قَامَ مُوْسٰى عَلَيْهِ السَّلَامُ خَطِيْبًا فِىْ بَنِىْ اِسْرَائِيْلَ فَسُئِلَ اَىُّ النَّاسِ اَعْلَمُ فَقَالَ اَنَا اَعْلَمُ قَالَ فَعَتَبَ اللّٰهُ عَلَيْهِ اِذْ لَمْ يَرُدَّ الْعِلْمَ اِلَيْهِ فَاَوْحَى اللّٰهُ اِلَيْهِ اَنَّ عَبْدًا مِنْ عِبَادِىْ بِمَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ هُوَ اَعْلَمُ مِنْكَ قَالَ مُوْسٰى اَىْ رَبِّ كَيْفَ لِىْ بِهِ فَقِيْلَ لَهُ احْمِلْ حُوْتًا فِىْ مِكْتَلٍ فَحَيْثُ تَفْقِدُ الْحُوْتَ فَهُوَ ثَمَّ فَانْطَلَقَ وَانْطَلَقَ

مَعَهُ فَتَاهُ وَهُوَ يُوْشَعُ بْنُ نُوْنٍ فَحَمَلَ مُوْسٰى عَلَيْهِ السَّلَامُ حُوْتًا فِىْ مِكْتَلٍ وَانْطَلَقَ هُوَ وَفَتَاهُ
يَمْشِيَانِ حَتّٰى اَتَيَا الصَّخْرَةَ فَرَقَدَ مُوْسٰى عَلَيْهِ السَّلَامُ وَفَتَاهُ فَاضْطَرَبَ الْحُوْتُ فِى الْمِكْتَلِ
حَتّٰى خَرَجَ مِنَ الْمِكْتَلِ فَسَقَطَ فِى الْبَحْرِ قَالَ وَاَمْسَكَ اللّٰهُ عَنْهُ جِرْيَةَ الْمَاءِ حَتّٰى كَانَ مِثْلَ الطَّاقِ
فَكَانَ لِلْحُوْتِ سَرَبًا وَكَانَ لِمُوْسٰى وَفَتَاهُ عَجَبًا فَانْطَلَقَا بَقِيَّةَ يَوْمِهِمَا وَلَيْلَتَهُمَا وَنَسِىَ صَاحِبُ
مُوْسٰى اَنْ يُخْبِرَهُ فَلَمَّا اَصْبَحَ مُوْسٰى عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ لِفَتَاهُ اٰتِنَا غَدَاءَنَا لَقَدْ لَقِيْنَا مِنْ سَفَرِنَا
هٰذَا نَصَبًا قَالَ وَلَمْ يَنْصَبْ حَتّٰى جَاوَزَ الْمَكَانَ الَّذِىْ اُمِرَ بِهِ قَالَ اَرَأَيْتَ اِذْ اَوَيْنَا اِلَى الصَّخْرَةِ
فَاِنِّىْ نَسِيْتُ الْحُوْتَ وَمَا اَنْسَانِيْهُ اِلَّا الشَّيْطَانُ اَنْ اَذْكُرَهُ وَاتَّخَذَ سَبِيْلَهُ فِى الْبَحْرِ عَجَبًا قَالَ
مُوْسٰى ذٰلِكَ مَا كُنَّا نَبْغِىْ فَارْتَدَّا عَلٰى اٰثَارِهِمَا قَصَصًا قَالَ يَقُصَّانِ اٰثَارَهُمَا حَتّٰى اَتَيَا الصَّخْرَةَ
فَرَاٰى رَجُلًا مُسَجًّى عَلَيْهِ بِثَوْبٍ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ مُوْسٰى فَقَالَ لَهُ الْخَضِرُ اَنّٰى بِاَرْضِكَ السَّلَامُ قَالَ اَنَا
مُوْسٰى قَالَ مُوْسٰى بَنِىْ اِسْرَائِيْلَ قَالَ نَعَمْ قَالَ اِنَّكَ عَلٰى عِلْمٍ مِنْ عِلْمِ اللّٰهِ عَلَّمَكَهُ اللّٰهُ لَا اَعْلَمُهُ
وَاَنَا عَلٰى عِلْمٍ مِنْ عِلْمِ اللّٰهِ عَلَّمَنِيْهِ لَا تَعْلَمُهُ قَالَ لَهُ مُوْسٰى عَلَيْهِ السَّلَامُ هَلْ اَتَّبِعُكَ عَلٰى اَنْ تُعَلِّمَنِىْ
مِمَّا عُلِّمْتَ رُشْدًا قَالَ اِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيْعَ مَعِىَ صَبْرًا وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلٰى مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا قَالَ
سَتَجِدُنِىْ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ صَابِرًا وَلَا اَعْصِىْ لَكَ اَمْرًا قَالَ لَهُ الْخَضِرُ فَاِنِ اتَّبَعْتَنِىْ فَلَا تَسْاَلْنِىْ عَنْ
شَىْءٍ حَتّٰى اُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا قَالَ نَعَمْ قَالَ فَانْطَلَقَ الْخَضِرُ وَمُوْسٰى يَمْشِيَانِ عَلٰى سَاحِلِ
الْبَحْرِ فَمَرَّتْ بِهِمَا سَفِيْنَةٌ فَكَلَّمَا هُمْ اَنْ يَحْمِلُوْهُمَا فَعَرَفُوْا الْخَضِرَ فَحَمَلُوْهُمَا بِغَيْرِ نَوْلٍ فَعَمَدَ
الْخَضِرُ اِلٰى لَوْحٍ مِنْ اَلْوَاحِ السَّفِيْنَةِ فَنَزَعَهُ فَقَالَ لَهُ مُوْسٰى قَوْمٌ حَمَلُوْنَا بِغَيْرِ نَوْلٍ عَمَدْتَ اِلٰى
سَفِيْنَتِهِمْ فَخَرَقْتَهَا لِتُغْرِقَ اَهْلَهَا لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا اِمْرًا قَالَ اَلَمْ اَقُلْ اِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيْعَ مَعِىَ صَبْرًا
قَالَ لَا تُؤَاخِذْنِىْ بِمَا نَسِيْتُ وَلَا تُرْهِقْنِىْ مِنْ اَمْرِىْ عُسْرًا ثُمَّ خَرَجَا مِنَ السَّفِيْنَةِ فَبَيْنَمَا هُمَا
يَمْشِيَانِ عَلَى السَّاحِلِ اِذَا غُلَامٌ يَلْعَبُ مَعَ الْغِلْمَانِ فَاَخَذَ الْخَضِرُ بِرَأْسِهِ فَاقْتَلَعَهُ بِيَدِهِ فَقَتَلَهُ فَقَالَ
مُوْسٰى أَقَتَلْتَ نَفْسًا زَاكِيَةً بِغَيْرِ نَفْسٍ لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا نُكْرًا قَالَ أَلَمْ اَقُلْ لَكَ اِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيْعَ
مَعِىَ صَبْرًا قَالَ وَهٰذِهِ اَشَدُّ مِنَ الْاُوْلٰى قَالَ اِنْ سَاَلْتُكَ عَنْ شَىْءٍ بَعْدَهَا فَلَا تُصَاحِبْنِىْ قَدْ بَلَغْتَ
مِنْ لَدُنِّىْ عُذْرًا فَانْطَلَقَا حَتّٰى اِذَا اَتَيَا اَهْلَ قَرْيَةٍ اسْتَطْعَمَا اَهْلَهَا فَاَبَوْا اَنْ يُضَيِّفُوْهُمَا فَوَجَدَا
فِيْهَا جِدَارًا يُرِيْدُ اَنْ يَنْقَضَّ يَقُوْلُ مَائِلٌ قَالَ الْخَضِرُ بِيَدِهِ هٰكَذَا فَاَقَامَهُ قَالَ لَهُ مُوْسٰى قَوْمٌ

اَتَيْنَاهُمْ فَلَمْ يُضَيِّفُوْنَا وَلَمْ يُطْعِمُوْنَا لَوْ شِئْتَ لَتَخِذْتَ عَلَيْهِ اَجْرًا قَالَ هٰذَا فِرَاقُ بَيْنِيْ وَبَيْنِكَ سَأُنَبِّئُكَ بِتَأْوِيْلِ مَالَمْ تَسْتَطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَرْحَمُ اللّٰهُ مُوْسٰى لَوَدِدْتُ اَنَّهُ كَانَ صَبَرَ حَتّٰى يُقَصَّ عَلَيْنَا مِنْ اَخْبَارِهِمَا قَالَ وَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ كَانَتِ الاُوْلٰى مِنْ مُوْسٰى نِسْيَانًا قَالَ وَجَاءَ عُصْفُوْرٌ حَتّٰى وَقَعَ عَلٰى حَرْفِ السَّفِيْنَةِ ثُمَّ نَقَرَ فِى الْبَحْرِ فَقَالَ لَهُ الْخَضِرُ مَا نَقَصَ عِلْمِيْ وَعِلْمُكَ مِنْ عِلْمِ اللّٰهِ اِلاَّ مِثْلَ مَا نَقَصَ هٰذَا الْعُصْفُوْرُ مِنَ الْبَحْرِ قَالَ سَعِيْدُ بْنُ جُبَيْرٍ وَكَانَ يَقْرَأُ وَكَانَ اَمَامَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِيْنَةٍ صَالِحَةٍ غَصْبًا وَكَانَ يَقْرَأُ وَاَمَّا الْغُلاَمُ فَكَانَ كَافِرًا-

৫৯৪৮. আমর ইব্ন মুহাম্মদ আন-নাকিদ, ইসহাক ইব্ন ইবরাহীম হান্যালী, উবায়দুল্লাহ্ ইব্ন সাঈদ ও মুহাম্মদ ইব্ন আবূ উমর মাক্কী (র)...... সাঈদ ইব্ন জুবায়র (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবদুল্লাহ্ ইব্ন আব্বাস (রা)-কে জিজ্ঞাসা করলাম, নাওফ বিকালী (র) বলেন যে, বনী ইসরাঈলের নবী মূসা খিযির (আ)-এর ঘটনার সাথী মূসা নন। ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, আল্লাহ্র দুশমন মিথ্যা বলেছে। আমি উবাই ইব্ন কা'ব (রা) থেকে শুনেছি, তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে বলতে শুনেছেন, মূসা (আ) বনী ইসরাঈলের মধ্যে ভাষণ দিতে দাঁড়ালেন। তাঁকে প্রশ্ন করা হলো, কোন্ ব্যক্তি সবচেয়ে বড় আলিম ? তিনি বললেন, "আমি সবচে' বড় আলিম।" আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর প্রতি অসন্তোষ প্রকাশ করলেন। কারণ মূসা (আ) জ্ঞানকে আল্লাহ্র প্রতি ন্যস্ত করেন নি। অতঃপর আল্লাহ্ কাছে তাঁর ওহী পাঠালেন যে, দু'সাগরের সঙ্গমস্থলে আমার বান্দাদের মধ্যে এক বান্দা আছে, যে তোমার চেয়েও অধিক জ্ঞানী। মূসা (আ) প্রশ্ন করলেন আয় রব্ব! আমি কী করে তাঁকে পাব ? তাঁকে বলা হলো, থলের ভেতর একটি মাছ নাও। মাছটি যেখানে হারিয়ে যাবে, সেখানেই তাঁকে পাবে। তারপর তিনি রওনা হলেন। তাঁর সঙ্গে তাঁর খাদিম ইউশা ইব্ন নূনও চললেন এবং মূসা (আ) একটি মাছ থলিতে নিয়ে নিলেন। তিনি ও তাঁর খাদিম চলতে চলতে একটি বিশাল পাথরের কাছে উপস্থিত হলেন। এখানে মূসা (আ) ঘুমিয়ে পড়লেন। তাঁর খাদিমও ঘুমিয়ে পড়ল। মাছটি নড়েচড়ে থলে থেকে বের হয়ে সমুদ্রে গিয়ে পড়লো। এদিকে আল্লাহ্ তা'আলা পানির গতিরোধ করে দিলেন। এমনকি তা একটি খোপের মত হয়ে গেল এবং মাছটির জন্য একটি সুড়ঙ্গের মতো হয়ে গেল। মূসা (আ) ও তাঁর খাদিমের জন্য এটি একটি বিস্ময়কর ব্যাপার হল। এরপর তাঁরা আবার দিন ও রাতভর চললেন। মূসা (আ)-এর সাথী খবরটি দিতে ভুলে গেলো। যখন সকাল হলো, মূসা (আ) তাঁর খাদিমকে বললেন, আমাদের নাশ্তা বের কর। আমরা তো এ সফরে ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন, আদেশকৃত (নির্ধারিত) স্থান অতিক্রম না করা পর্যন্ত তিনি ক্লান্ত হন নি। খাদিম বলল, আপনি কি জানেন, যখনই আমরা পাথরের উপর আশ্রয় নিয়েছিলাম, তখন আমি মাছের কথাটি ভুলে যাই, আর শয়তানই তা (আপনাকে) বলার কথা আমাকে ভুলিয়ে দিয়েছে এবং আশ্চর্যজনকভাবে মাছটি সমুদ্রে তার নিজের পথ করে চলে গেল। মূসা (আ) বললেন, এ জায়গাটিই তো আমরা খুঁজছি। অতঃপর দু'জন তাদের পদচিহ্ন অনুসরণ করে পাথর পর্যন্ত পৌঁছলেন। সেখানে (পানির উপরে ভাসমান অবস্থায়) চাদরে আচ্ছাদিত একজন লোক দেখতে পেলেন। মূসা (আ) তাঁকে সালাম দিলেন। খিযির বললেন, তোমার এ দেশে সালাম কোত্থেকে? মূসা (আ) বললেন, আমি মূসা। তিনি প্রশ্ন করলেন, বনী ইসরাঈলের মূসা? তিনি বললেন, হ্যাঁ। খিযির (আ) বললেন, আল্লাহ্ তাঁর জ্ঞানের এমন এক ইল্ম আপনাকে দিয়েছেন যা আমি জানি না। আর আল্লাহ্ তাঁর জ্ঞানের এমন এক ইল্ম আমাকে দিয়েছেন যা আপনি জানেন না। মূসা (আ) বললেন, আমি আপনার সাথে থাকতে চাই যেন আপনাকে প্রদত্ত জ্ঞানের কিছু আমাকে দান

করেন। খিযির (আ) বললেন, আপনি আমার সাথে ধৈর্য ধরে থাকতে পারবে না। আর কী করে ধৈর্য ধারণ করবেন, ঐ বিষয়ের উপর যা সম্পর্কে আপনি জ্ঞাত নন? মূসা (আ) বললেন, ইনশাআল্লাহ্ আপনি আমাকে ধৈর্যশীল পাবেন। আর আপনার কোন নির্দেশ আমি অমান্য করব না। খিযির (আ) বললেন, আচ্ছা আপনি যদি আমার অনুসরণ করেন, তবে আমি নিজে কিছু বর্ণনা না করা পর্যন্ত কোন বিষয়ে আমাকে প্রশ্ন করবে না। মূসা (আ) বললেন, আচ্ছা। খিযির এবং মূসা (আ)-এর সমুদ্র তীর ধরে চলতে লাগলেন। সম্মুখ দিয়ে একটি নৌযান আসল। তারা তাদের নৌযানের মালিককে তাঁদের তুলে নিতে বললেন। তারা খিযির (আ)-কে চিনে ফেল্লো, তাই দু'জনকেই বিনা ভাড়ায় তুলে নিল। এরপর খিযির (আ) নৌকার একটি তক্তার দিকে লক্ষ্য করলেন এবং তা উঠিয়ে ফেললেন। মূসা (আ) বললেন, এরা তো এমন লোক যে, আমাদের বিনা ভাড়ায় উঠিয়ে নিয়েছে ; আর আপনি তাদের নৌকাটি ছিদ্র করে দিলেন যাতে নৌকা ডুবে যায়? আপনি তো আপত্তিকর কাজ করেছেন! খিযির বললেন, আমি কি আপনাকে বলি নি যে, আপনি আমার সাথে ধৈর্য ধরে থাকতে সক্ষম হবে না ? মূসা (আ) বললেন, আপনি আমার এ ভুলের জন্য ধরপাকড় করবেন না। আর আমাকে কঠিন অবস্থায় ফেলবেন না। তারপর তারা নৌকার বাইরে এলেন এবং উভয়ে সমুদ্র তীর ধরে চলতে লাগলেন। হঠাৎ একটি বালকের সম্মুখীন হলেন, যে অন্যান্য বালকদের সাথে খেলা করছিল। খিযির (আ) তার মাথাটা হাত দিয়ে ধরে ছিঁড়ে ফেলে হত্যা করলেন। মূসা (আ) তাঁকে বললেন, আপনি কোন প্রাণের (হত্যার) বিনিময় ছাড়াই একটা নিষ্পাপ প্রাণকে শেষ করে দিলেন ? আপনি তো বড়ই সাংঘাতিক কাজ করলেন! খিযির (আ) বললেন, আমি কি আপনাকেই বলি নি যে, আমার সাথে ধৈর্য ধারণ করতে সক্ষম হবে না? রাবী বলেন এ ভুল ছিল প্রথমটার চেয়ে আরো গুরুতর। মূসা (আ) বললেন, আচ্ছা, এরপর যদি আর কিছু সম্পর্কে প্রশ্ন করি, তা হলে আমাকে সাথে রাখবেন না। নিঃসন্দেহে আমার ব্যাপারে আপনার আপত্তি চূড়ান্ত হয়ে যাবে। এরপর উভয়েই চলতে লাগলেন এবং একটি গ্রামে পৌঁছে গ্রামবাসীর কাছে খাবার চাইলেন। তারা তাঁদের মেহমানদারী করতে অস্বীকার করলো। তারপর তাঁরা একটি দেয়াল পেলেন, যেটি ভেঙ্গে পড়ার উপক্রম হয়েছে অর্থাৎ ঝুঁকে পড়েছে। খিযির (আ) আপন হাতে সেটি ঠিক করে সোজা করে দিলেন। মূসা (আ) বললেন, আমরা এ সম্প্রদায়ের কাছে এলে তারা আমাদের মেহমানদারী করে নি এবং খেতে দেয় নি। আপনি চাইলে এদের কাছ থেকে পারিশ্রমিক নিতে পারতেন? খিযির (আ) বললেন, এবার আমার ও আপনার মাঝে বিচ্ছেদের পালা। এখন আমি আপনাকে এসবের তাৎপর্য বলছি, যে সবের উপর আপনি ধৈর্যধারণ করতে সক্ষম হননি (১৮ ঃ ৬০-৮২)। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : আল্লাহ্ মূসা (আ)-এর উপর রহম করুন, আমার আকাঙ্ক্ষা হয় যে, যদি তিনি ধৈর্যধারণ করতেন, তাহলে আমাদের কাছে তাঁদের আরো ঘটনাসমূহের বিবরণ দেওয়া হতো। রাবী বলেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : প্রথমটা মূসা (আ) ভুলে যাওয়ার কারণে করেছিলেন। এও বলেছেন, একটা চড়ুই এসে নৌকার পার্শ্বে বসে সমুদ্রে চঞ্চু মারল। তখন খিযির (আ) মূসাকে বলেন, আমার ও আপনার জ্ঞান আল্লাহ্‌র জ্ঞানের তুলনায় এতই কম, যতখানি সমুদ্রের পানি থেকে এ চড়ুইটি কমিয়েছে। সাঈদ ইব্‌ন জুবায়র (রা) বলেন, আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আব্বাস (রা) পড়তেন ঃ وَكَانَ اَمَامَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِيْنَةٍ صَالِحَةٍ غَصْبًا (এদের সম্মুখে একজন বাদশাহ ছিল, যে সমস্ত ভালো নৌকা কেড়ে নিতো) তিনি আরো পড়তেন, وَاَمَّا الْغُلاَمُ فَكَانَ كَافِرًا (আর সে বালকটি ছিল কাফির)।

٥٩٤٩- حَدَّثَنِى مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْاَعْلٰى الْقَيْسِيِّ قَالَ حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ التَّيْمِىُّ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ رَقَبَةَ عَنْ اَبِىْ اِسْحَاقَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ قِيْلَ لِاِبْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ نَوْفًا يَزْعُمُ اَنَّ مُوْسٰى

الَّذِي ذَهَبَ يَلْتَمِسُ الْعِلْمَ لَيْسَ بِمُوْسٰى بَنِيْ اِسْرَائِيْلَ قَالَ أَسَمِعْتَهُ يَا سَعِيْدُ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ كَذَبَ نَوْفٌ حَدَّثَنَا اُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اِنَّهُ بَيْنَمَا مُوْسٰى عَلَيْهِ السَّلَامُ فِيْ قَوْمِهِ يُذَكِّرُهُمْ بِاَيَّامِ اللّٰهِ وَاَيَّامُ اللّٰهِ نَعْمَاؤُهُ وَبَلَاؤُهُ اِذْ قَالَ مَا اَعْلَمُ فِي الْاَرْضِ رَجُلًا خَيْرًا وَاَعْلَمَ مِنِّيْ قَالَ فَاَوْحَى اللّٰهُ اِلَيْهِ اِنِّيْ اَعْلَمُ بِالْخَيْرِ مِنْهُ اَوْ عِنْدَ مَنْ هُوَ اِنَّ فِي الْاَرْضِ رَجُلًا هُوَ اَعْلَمُ مِنْكَ قَالَ يَا رَبِّ فَدُلَّنِيْ عَلَيْهِ قَالَ فَقِيْلَ لَهُ تَزَوَّدْ حُوْتًا مَالِحًا فَاِنَّهُ حَيْثُ تَفْقِدُ الْحُوْتَ قَالَ فَانْطَلَقَ هُوَ وَفَتَاهُ حَتّٰى انْتَهَيَا اِلَى الصَّخْرَةِ فَعُمِّيَ عَلَيْهِ فَانْطَلَقَ وَتَرَكَ فَتَاهُ فَاضْطَرَبَ الْحُوْتُ فِي الْمَاءِ فَجَعَلَ لَا يَلْتَئِمُ عَيْهِ صَارَ مِثْلَ الْكُوَّةِ قَالَ فَقَالَ فَتَاهُ اَلَا اَلْحَقُ بِنَبِيِّ اللّٰهِ فَاُخْبِرَهُ قَالَ فَنَسِيَ فَلَمَّا تَجَاوَزَا قَالَ لِفَتَاهُ اٰتِنَا غَدَاءَنَا لَقَدْ لَقِيْنَا مِنْ سَفَرِنَا هٰذَا نَصَبًا قَالَ وَلَمْ يُصِبْهُمْ نَصَبٌ حَتّٰى تَجَاوَزَا قَالَ فَتَذَكَّرَ قَالَ أَرَأَيْتَ اِذْ اَوَيْنَا اِلَى الصَّخْرَةِ فَاِنِّيْ نَسِيْتُ الْحُوْتَ وَمَا اَنْسَانِيْهُ اِلَّا الشَّيْطَانُ اَنْ اَذْكُرَهُ وَاتَّخَذَ سَبِيْلَهُ فِي الْبَحْرِ عَجَبًا قَالَ ذٰلِكَ مَا كُنَّا نَبْغِيْ فَارْتَدَّا عَلٰى اٰثَارِهِمَا قَصَصًا فَاَرَاهُ مَكَانَ الْحُوْتِ قَالَ هٰهُنَا وُصِفَ لِيْ قَالَ فَذَهَبَ يَلْتَمِسُ فَاِذَا هُوَ بِالْخَضِرِ مُسَجًّى ثَوْبًا مُسْتَلْقِيًا عَلَى الْقَفَا اَوْ قَالَ عَلٰى حُلَاوَةِ الْقَفَا قَالَ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ فَكَشَفَ الثَّوْبَ عَنْ وَجْهِهِ فَقَالَ وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ قَالَ مَنْ اَنْتَ قَالَ اَنَا مُوْسٰى قَالَ وَمَنْ مُوْسٰى قَالَ مُوْسٰى بَنِيْ اِسْرَائِيْلَ قَالَ مَجِيْءٌ مَا جَاءَ بِكَ قَالَ جِئْتُ لِتُعَلِّمَنِيْ مِمَّا عُلِّمْتَ رُشْدًا قَالَ اِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيْعَ مَعِيَ صَبْرًا وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلٰى مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا شَيْءٌ اُمِرْتُ بِهِ اَنْ اَفْعَلَهُ اِذَا رَأَيْتَهُ لَمْ تَصْبِرْ قَالَ سَتَجِدُنِيْ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ صَابِرًا وَلَا اَعْصِيْ لَكَ اَمْرًا قَالَ فَاِنِ اتَّبَعْتَنِيْ فَلَا تَسْأَلْنِيْ عَنْ شَيْءٍ حَتّٰى اُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا فَانْطَلَقَا حَتّٰى اِذَا رَكِبَا فِي السَّفِيْنَةِ خَرَقَهَا قَالَ اَنْتَحٰى عَلَيْهَا قَالَ لَهُ مُوْسٰى عَلَيْهِ السَّلَامُ أَخَرَقْتَهَا لِتُغْرِقَ اَهْلَهَا لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا اَمْرًا قَالَ أَلَمْ اَقُلْ اِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيْعَ مَعِيَ صَبْرًا قَالَ لَا تُؤَاخِذْنِيْ بِمَا نَسِيْتُ وَلَا تُرْهِقْنِيْ مِنْ اَمْرِيْ عُسْرًا فَانْطَلَقَا حَتّٰى اِذَا لَقِيَا غِلْمَانًا يَلْعَبُوْنَ قَالَ فَانْطَلَقَ اِلٰى اَحَدِهِمْ بَادِيَ الرَّأْيِ فَقَتَلَهُ فَذُعِرَ عِنْدَهَا مُوْسٰى عَلَيْهِ السَّلَامُ ذَعْرَةً مُنْكَرَةً قَالَ أَقَتَلْتَ نَفْسًا زَاكِيَةً بِغَيْرِ نَفْسٍ لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا نُكْرًا فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عِنْدَ هٰذَا الْمَكَانِ رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْنَا وَعَلٰى مُوْسٰى عَلَيْهِ السَّلَامُ لَوْ لَا اَنَّهُ عَجَّلَ لَرَاٰى الْعَجَبَ وَلٰكِنَّهُ اَخَذَتْهُ مِنْ صَاحِبِهِ ذَمَامَةٌ قَالَ اِنْ سَأَلْتُكَ عَنْ شَيْءٍ بَعْدَهَا فَلَا تُصَاحِبْنِيْ قَدْ بَلَغْتَ مِنْ لَدُنِّيْ عُذْرًا وَلَوْ صَبَرَ لَرَاٰى الْعَجَبَ قَالَ

وَكَانَ اِذَا ذَكَرَ اَحَدًا مِنَ الْاَنْبِيَاءِ بَدَأَ بِنَفْسِهِ رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْنَا وَعَلٰى اَخِيْ كَذَا رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْنَا فَانْطَلَقَا حَتّٰى اِذَا اَتَيَا اَهْلَ قَرْيَةٍ لِئَامٍ فَطَافَا فِي الْمَجَالِسِ فَاسْتَطْعَمَا اَهْلَهَا فَاَبَوْا اَنْ يُضَيِّفُوْهُمَا فَوَجَدَا فِيْهَا جِدَارًا يُرِيْدُ اَنْ يَنْقَضَّ فَاَقَامَهُ قَالَ لَوْ شِئْتَ لَاتَّخَذْتَ عَلَيْهِ اَجْرًا قَالَ هٰذَا فِرَاقُ بَيْنِيْ وَبَيْنِكَ وَاَخَذَ بِثَوْبِهِ قَالَ سَاُنَبِّئُكَ بِتَاْوِيْلِ مَالَمْ تَسْتَطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا اَمَّا السَّفِيْنَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِيْنَ يَعْمَلُوْنَ فِي الْبَحْرِ اِلٰى اٰخِرِ الْاٰيَةِ فَاِذَا جَاءَ الَّذِيْ يُسَخِّرُهَا وَجَدَهَا مُنْخَرِقَةً فَتَجَاوَزَهَا فَاَصْلَحُوْهَا بِخَشَبَةٍ وَاَمَّا الْغُلَامُ فَطُبِعَ يَوْمَ طُبِعَ كَافِرًا وَكَانَ اَبَوَاهُ قَدْ عَطَفَا عَلَيْهِ فَلَوْ اَنَّهُ اَدْرَكَ اَرْهَقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا فَاَرَدْنَا اَنْ يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِنْهُ زَكٰوةً وَاَقْرَبَ رُحْمًا وَاَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيْمَيْنِ فِي الْمَدِيْنَةِ اِلٰى اٰخِرِ الْاٰيَةِ-

৫৯৪৯. মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুল আ'লা কায়সী (র)...... সাঈদ ইব্‌ন জুবায়র (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আব্বাস (রা)-কে বলা হলো, নাওফ দাবি করে যে, মূসা (আ) যিনি জ্ঞান অন্বেষণে বের হয়েছিলেন, তিনি বনী ইসরাঈলের মূসা নন। ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন, হে সাঈদ, তুমি কি তাকে এটা বলতে শুনেছ ? আমি বললাম, হ্যাঁ। তিনি বললেন, নাওফ মিথ্যা বলেছে। কেননা উবাই ইব্‌ন কা'ব (রা) আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন যে, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, মূসা (আ) একদা তাঁর জাতির সামনে আল্লাহ্ তা'আলার নিয়ামত এবং তাঁর শাস্তি পরীক্ষাসমূহ স্মরণ করিয়ে নসীহত করছিলেন। (কথা প্রসঙ্গে কারো প্রশ্নের জবাবে) তিনি বলে ফেললেন, পৃথিবীতে আমার চেয়ে উত্তম এবং বড় আলিম কোন ব্যক্তি আছে বলে আমার জানা নেই। রাবী বলেন, তখন আল্লাহ্ মূসা (আ)-এর প্রতি ওহী পাঠালেন : আমি জানি তার (মূসা) থেকে উত্তম কে বা কার কাছে কল্যাণ রয়েছে। অবশ্যই পৃথিবীতে আরো ব্যক্তি আছে যে তোমার চেয়ে বেশি জ্ঞানী। মূসা (আ) বললেন, আয় রব্ব! আমাকে তাঁর পথ বাতলিয়ে দিন। তাঁকে বলা হলো, লবণাক্ত একটি মাছ সঙ্গে নিয়ে যাও। যেখানে এ মাছটি হারিয়ে যাবে, সেখানেই সে ব্যক্তি। মূসা (আ) এবং তাঁর খাদিম রওনা হলেন, অবশেষে তাঁরা (নির্দেশিত) বিশাল পাথরের কাছে পৌঁছলেন। কিন্তু বিষয়টি তার কাছে অস্পষ্ট রইল। তখন মূসা (আ) তাঁর সাথীকে রেখে চলে গেলেন। এরপর মাছটি নড়েচড়ে পানিতে চলে গেলো এবং পানিও খোপের মত হয়ে গেল, মাছের পথে মিলিত হল না। মূসা (আ)-এর খাদিম (মনে মনে) বললেন, আচ্ছা, আমি আল্লাহ্‌র নবীর সাথে মিলিত হয়ে তাঁকে এ ঘটনা বলছি না কেন? পরে তিনি ভুলে গেলেন। যখন তাঁরা আরো সামনে অগ্রসর হলেন, তখন মূসা (আ) বললেন, আমার নাশ্‌তা দাও, এ সফরে তো আমরা ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। নবী ﷺ বলেন, যতক্ষণ তাঁরা এ স্থানটি অতিক্রম করেন নি, ততক্ষণ তাঁদের ক্লান্তি আসে নি। রাবী বলেন, তাঁর সাথীর তখন স্মরণ হল, এবং সে বলল, আপনি কি জানেন, যখন আমরা পাথরে আশ্রয় নিয়েছিলাম, তখন আমি মাছের কথা ভুলে গেছি। আর শয়তানই আমাকে (আপনার কাছে) তা বলার কথা ভুলিয়ে দিয়েছে এবং বিস্ময়করভাবে মাছটি সমুদ্রে তার পথ করে নিয়েছে। মূসা (আ) বললেন, এ-ই তো ছিল আমাদের উদ্দীষ্ট। অতএব তাঁরা পায়ের চিহ্ন অনুসরণ করে ফিরে চললেন। তখন তাঁর খাদিম মাছের স্থানটি তাঁকে দেখালো। মূসা (আ) বললেন, এ স্থানের বিবরণই আমাকে দেওয়া হয়েছিল। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : এরপর মূসা (আ) খুঁজতে লাগলেন, এমন সময় তিনি বস্ত্রাবৃত খিযির (আ)-কে গ্রীবার উপর চিৎ হয়ে শায়িত দেখতে পেলেন। অথবা (অন্য বর্ণনায়), সোজাসুজি গ্রীবার উপর। মূসা

(আ) বললেন, আস্সালামু আলাইকুম। খিযির (আ) মুখ থেকে কাপড় সরিয়ে বললেন, ওয়া আলাইকুমুস্ সালাম, তুমি কে? মূসা (আ) বললেন, আমি মূসা। তিনি বললেন, কোন্ মূসা? মূসা (আ) বললেন, বনী ইসরাঈলের মূসা। খিযির (আ) বললেন, কোন মহান ব্যাপারই আপনাকে নিয়ে এসেছে ? মূসা (আ) বললেন, আমি এসেছি যেন আপনাকে যে সৎজ্ঞান দান করা হয়েছে, তা থেকে কিছু আপনি আমায় শিক্ষা দেন। খিযির (আ) বললেন, আমার সঙ্গে আপনি ধৈর্যধারণ করতে সক্ষম হবেন না। আর কেমন করে আপনি ধৈর্য ধারণ করবেন এমন বিষয়ে, যার জ্ঞান আপনাকে দেয়া হয় নি। এমন বিষয় হতে পারে যা করতে আমাকে আদেশ দেয়া হয়েছে, আপনি যখন তা দেখবেন, তখন সবর করতে পারবেন না। মূসা (আ) বললেন, ইনশা আল্লাহ্ আপনি আমাকে ধৈর্যশীল পাবেন। আর আমি আপনার কোন নির্দেশ অমান্য করব না। খিযির (আ) বললেন, আপনি যদি আমার অনুগামী হন তবে আমাকে কোন বিষয়ে প্রশ্ন করবেন না, যতক্ষণ না আমি নিজেই এ বিষয়ে উল্লেখ করি। এরপর উভয়ই চললেন, অবশেষে তাঁরা একটি নৌযানে চড়লেন। [খিযির (আ) তখন] তা ছিদ্র করলেন অর্থাৎ তাতে (একটি তক্তায়) সজোরে চাপ দিলেন। মূসা (আ) তাঁকে বললেন, আপনি কি সেটি ভেঙ্গে ফেলেছেন, আরোহীদের ডুবিয়ে দেয়ার জন্যে? আপনি তো আপত্তিকর কাজ করেছেন। খিযির (আ) বললেন, আমি কি আপনাকে বলিনি যে, আপনি আমার সঙ্গে ধৈর্যধারণ করতে সক্ষম হবেন না? মূসা (আ) বললেন, আমি ভুলে গিয়েছি, আপনাকে (আমাকে আপনি দোষী করবেন না।) আমার বিষয়টিকে আপনি কঠোরতাপূর্ণ করবেন না। আবার দু'জন চলতে লাগলেন। এক জায়গায় তাঁরা বালকদের পেলেন তারা খেলা করছে। খিযির (আ) অবলীলাক্রমে একটি শিশুর কাছে গিয়ে তাকে হত্যা করলেন। এতে মূসা (আ) খুব ঘাবড়ে গিয়ে বললেন, আপনি প্রাণের বিনিময় ব্যতীত একটি নিষ্পাপ প্রাণকে হত্যা করলেন? বড়ই গর্হিত কাজ আপনি করেছেন। এ স্থলে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ আল্লাহ্ রহমত বর্ষণ করুন আমাদের উপর ও মূসা (আ)-এর উপর। তিনি যদি তাড়াহুড়া না করতেন তাহলে আরো বিস্ময়কর ঘটনা দেখতে পেতেন। কিন্তু তিনি সহযাত্রী [খিযির (আ)]-এর সামনে লজ্জিত হয়ে বললেন, এরপর যদি আমি আপনাকে আর কোন প্রশ্ন করি, তবে আপনি আমায় সঙ্গে রাখবেন না। তখন আপনি আমার ব্যাপারে অবশ্যই চূড়ান্ত অভিযোগ করতে পারবেন (এবং দায়মুক্ত হবেন)। যদি মূসা (আ) ধৈর্য ধরতেন, তাহলে আরো বিস্ময়কর বিষয় দেখতে পেতেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখন কোন নবীর উল্লেখ করতেন, প্রথমে নিজকে দিয়ে শুরু করতেন, বলতেন, আল্লাহ্ আমাদের উপর রহম করুন এবং আমার অমুক ভাইয়ের উপরও। এভাবে নিজেদের উপর আল্লাহ্র রহমত কামনা করতেন। তারপর উভয়ে চললেন এবং ইতর লোকের একটি জনপদে গিয়ে উঠলেন। তাঁরা লোকদের বিভিন্ন সমাবেশে ঘুরে তাদের কাছে খাবার চাইলেন। তারা তাঁদের আতিথেয়তা করতে অস্বীকার করল। এরপর তাঁরা একটা পতনোম্মুখ দেয়াল পেলেন। তিনি [খিযির (আ)] সেটি ঠিকঠাক করে দিলেন। মূসা (আ) বললেন, আপনি চাইলে এর বিনিময়ে পারিশ্রমিক গ্রহণ করতে পারতেন। খিযির (আ) বললেন, এবার আমার আর আপনার মধ্যে বিচ্ছেদ (এর পালা)। খিযির (আ) মূসা (আ)-এর কাপড় ধরে বললেন, আপনি যেসব বিষয়ের উপর অধৈর্য হয়ে পড়েছিলে সে সবের তাৎপর্য বলে দিচ্ছি। 'নৌকাটি ছিল কতিপয় গরীব লোকের যারা সমুদ্রে কাজ করতো'- আয়াতের শেষ পর্যন্ত। তারপর যখন এটাকে দখলকারী লোক আসলো তখন ছিদ্রযুক্ত দেখে ছেড়ে দিল। এরপর তারা একটা কাঠ দিয়ে নৌকাটি ঠিক করে নিলো। আর বালকটি সৃষ্টিতেই ছিল জন্মগত কাফির। তার মা-বাবা তাকে বড়ই স্নেহ করতো। সে বড় হলে ওদের দু'জনকেই অবাধ্যতা ও কুফরির দিকে যেতো বাধ্য করত। সুতরাং আমি ইচ্ছে করলাম, আল্লাহ্ যেন তাদেরকে এর বদলে আরো উত্তম, পবিত্র স্বভাবের ও (পিতা মাতার প্রতি) অধিক দয়াপ্রবণ ছেলে দান করেন। 'আর দেয়ালটি ছিল শহরের দু'টো ইয়াতীম বালকের'- আয়াতের শেষ পর্যন্ত (১৮ ঃ ৬০-৮২)।

٥٩٥٠- وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الدَّارِمِىُّ قَالَ اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوْسُفَ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا عَبْدُ ابْنُ حُمَيْدٍ قَالَ اَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُوْسٰى كِلاَهُمَا عَنْ اِسْرَائِيْلَ عَنْ اَبِى اِسْحَاقَ بِاِسْنَادِ التَّيْمِىِّ عَنْ اَبِىْ اِسْحَاقَ نَحْوَ حَدِيْثِهِ-

৫৯৫০. আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আবদুর রাহমান দারিমী ও আব্‌দ ইব্‌ন হুমায়দ (র)......তায়মীর সনদে আবূ ইসহাক (রা) থেকে এর অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

٥٩٥١- حَدَّثَنَا عَمْرُو النَّاقِدُ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرٍو عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ اُبَىِّ بْنِ كَعْبٍ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَرَأَ لَتَخِذْتَ عَلَيْهِ اَجْرًا-

৫৯৫১. আমর আন-নাকিদ (র)...... উবাই ইব্‌ন কা'ব (রা) থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ পড়েছের :

لَتَخِذْتَ عَلَيْهِ اَجْرًا ।

٥٩٥٢- حَدَّثَنِىْ حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيٰى قَالَ اَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُوْدٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّهُ تَمَارٰى هُوَ وَالْحُرُّ بْنُ قَيْسِ بْنِ حِصْنٍ الْفَزَارِىُّ فِىْ صَاحِبِ مُوْسٰى عَلَيْهِ السَّلاَمُ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ هُوَ الْخَضِرُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فَمَرَّ بِهِمَا اُبَىُّ بْنُ كَعْبٍ الْاَنْصَارِىُّ فَدَعَاهُ ابْنُ عَبَّاسٍ فَقَالَ يَا اَبَا الطُّفَيْلِ هَلُمَّ اِلَيْنَا فَاِنِّىْ قَدْ تَمَارَيْتُ اَنَا وَصَاحِبِىْ هٰذَا فِىْ صَاحِبِ مُوْسٰى عَلَيْهِ السَّلاَمُ الَّذِىْ سَأَلَ السَّبِيْلَ اِلَى لُقِيِّهِ فَهَلْ سَمِعْتَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَذْكُرُ شَأْنَهُ فَقَالَ اُبَىُّ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ بَيْنَمَا مُوْسٰى فِىْ مَلاٍ مِنْ بَنِىْ اِسْرَائِيْلَ اِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ لَهُ هَلْ تَعْلَمُ اَحَدًا اَعْلَمَ مِنْكَ قَالَ مُوْسٰى عَلَيْهِ السَّلاَمُ لاَ فَاَوْحَى اللّٰهُ اِلٰى مُوْسٰى عَلَيْهِ السَّلاَمُ بَلْ عَبْدُنَا الْخَضِرُ قَالَ فَسَأَلَ مُوْسٰى عَلَيْهِ السَّلاَمُ السَّبِيْلَ اِلٰى لُقِيِّهِ فَجَعَلَ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ لَهُ الْحُوْتَ اٰيَةً وَقِيْلَ لَهُ اِذَا افْتَقَدْتَ الْحُوْتَ فَارْجِعْ فَاِنَّكَ سَتَلْقَاهُ فَسَارَ مُوْسٰى عَلَيْهِ السَّلاَمُ مَاشَاءَ اللّٰهُ اَنْ يَسِيْرَ ثُمَّ قَالَ لِفَتَاهُ اٰتِنَا غَدَاءَنَا فَقَالَ فَتَى مُوْسٰى عَلَيْهِ السَّلاَمُ حِيْنَ سَأَلَهُ الْغَدَاءَ أَرَأَيْتَ اِذْ اَوَيْنَا اِلَى الصَّخْرَةِ فَاِنِّىْ نَسِيْتُ الْحُوْتَ وَمَا اَنْسَانِيْهِ اِلاَّ الشَّيْطَانُ اَنْ اَذْكُرَهُ فَقَالَ مُوْسٰى لِفَتَاهُ ذٰلِكَ مَا كُنَّا نَبْغِىْ فَارْتَدَّا عَلٰى اٰثَارِهِمَا قَصَصًا فَوَجَدَا خَضِرًا فَكَانَ مِنْ شَأْنِهِمَا مَاقَصَّ اللّٰهُ فِىْ كِتَابِهِ اِلاَّ اَنَّ يُوْنُسَ قَالَ فَكَانَ يَتَّبِعُ اَثَرَ الْحُوْتِ فِى الْبَحْرِ-

৫৯৫২. হারমালা ইব্ন ইয়াহ্ইয়া (র)...... আবদুল্লাহ্ ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন, ইব্ন আব্বাস এবং হুরের ইব্ন কায়স ইব্ন হিসন ফাযারী মূসা (আ)-এর সাথী সম্বন্ধে বিতর্ক করলেন। ইব্ন আব্বাস (রা) বললেন, তিনি ছিলেন খিযির (আ)। তখন উবাই ইব্ন কা'ব (রা) সেখান থেকে পথ চলছিলেন, ইব্ন আব্বাস (রা) তাঁকে বললেন, হে আবূ তুফায়ল! এদিকে আসুন, আমি এবং আমার সাথী বিতর্ক করছি মূসা (আ)-এর সাথীর ব্যাপারে, যার কাছে তিনি গিয়েছিলেন। আপনি কি এ ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে কিছু শুনেছেন? উবাই ইব্ন কা'ব (রা) বললেন, আমি রাসূল ﷺ-কে বলতে শুনেছি, মূসা (আ) এক সমাবেশে কিছু বলছিলেন, এমন সময় একটা লোক এসে প্রশ্ন করলো, আপনার চেয়ে বড় আলিম কোন ব্যক্তি সম্পর্কে কি আপনার জানা আছে? মূসা (আ) বললেন, না। তখন আল্লাহ্ ওহী পাঠালেন, আমার বান্দা খিযির তোমার চেয়ে বেশি জানেন। মূসা (আ) খিযির (আ)-এর সাক্ষাত লাভের উপায় জিজ্ঞাসা করলেন। আল্লাহ্ তা'আলা মাছকে নিদর্শন হিসেবে ঠিক করে দিলেন এবং তাকে বলা হলো, যখন তুমি মাছটি হারিয়ে ফেলবে, তখন ফিরবে আর তাঁর দেখাও মিলবে। মূসা (আ) আল্লাহ্র ইচ্ছা মতো চললেন। এরপর তাঁর সাথীকে বললেন, আমাদের নাশ্তা পরিবেশন কর। খাদিম বললো, আপনার কি জানা নেই যে, যখন আমরা বিশাল পাথরের কাছে পৌঁছলাম তখন মাছের ঘটনার কথা ভুলে গিয়েছি; আর শয়তানই তা (আপনাকে) বলার বিষয়টি আমাকে ভুলিয়ে দিয়েছে। মূসা (আ) বললেন, এটাই তো সে স্থান আমরা খুঁজছিলাম। অতঃপর উভয়েই পায়ের চিহ্ন অনুসরণ করে ফিরলেন (১৮ ঃ ৬৩-৬৪) এবং খিযির (আ)-কে পেলেন। পরবর্তী ঘটনা আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর কিতাবে উল্লেখ করেছেন। তবে ইউনুস (র)-এর বর্ণনায় বলা হয়েছে যে, 'তাঁরা সমুদ্রগামী মাছটির চিহ্ন অনুসরণ করে ফিরছিলেন'।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

كِتَابُ فَضَائِلِ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُمْ

অধ্যায় : সাহাবী (রা)-গণের ফযীলত

١- بَابُ مِنْ فَضَائِلِ اَبِىْ بَكْرِ الصِّدِّيْقِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَعَالَ-

১. পরিচ্ছেদ : আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-এর ফযীলত

٥٩٥٣- حَدَّثَنِى زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَعَبْدُ بْنُ حَمَيْدٍ وَعَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الدَّارِمِىُّ قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ اَخْبَرَنَا وَقَالَ الْاٰخَرَانِ حَدَّثَنَا حَبَّانُ بْنُ هِلاَلٍ قَالَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ قَالَ حَدَّثَنَا ثَابِتٌ قَالَ حَدَّثَنَا اَنَسُ بْنُ مَالِكٍ اَنَّ اَبَا بَكْرِ الصِّدِيْقَ حَدَّثَهُ قَالَ نَظَرْتُ اِلٰى اَقْدَامِ الْمُشْرِكِيْنَ عَلٰى رُؤْسِنَا وَنَحْنُ فِى الْغَارِ فَقُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ لَوْ اَنَّ اَحَدَهُمْ نَظَرَ اِلٰى قَدَمَيْهِ اَبْصَرَنَا تَحْتَ قَدَمَيْهِ فَقَالَ يَا اَبَا بَكْرٍ مَا ظَنُّكَ بِاثْنَيْنِ اللّٰهُ ثَالِثُهُمَا-

৫৯৫৩. যুহায়র ইব্‌ন হারব, আব্‌দ ইব্‌ন হুমায়দ ও আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আবদুর রহমান দারিমী (র)..... আবূ বকর সিদ্দীক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা গুহায় ছাওর থাকা অবস্থায় আমাদের মাথার উপর মুশরিকদের পা দেখতে পেলাম। আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! এদের কেউ যদি নিজের পায়ের দিকে তাকায়, তা হলে পায়ের নিচেই আমাদের দেখতে পাবে। রাসূল ﷺ বললেন : আবূ বকর! তুমি সে দু'জন সম্পর্কে কি মনে কর যাঁদের সাথে তৃতীয়জন (হিসেবে) আল্লাহ্ রয়েছেন ?

٥٩٥٤- حَدَّثَنِى عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ يَحْيَى بْنِ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْنٌ قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ اَبِى النَّضْرِ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ حُنَيْنٍ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ جَلَسَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَقَالَ عَبْدٌ خَيَّرَهُ اللّٰهُ بَيْنَ اَنْ يُؤْتِيَهُ زَهْرَةَ الدُّنْيَا وَبَيْنَ مَا عِنْدَهُ فَاخْتَارَ مَا عِنْدَهُ فَبَكٰى اَبُوْ بَكْرٍ وَبَكٰى فَقَالَ فَدَيْنَاكَ بِاٰبَائِنَا وَاُمَّهَاتِنَا قَالَ فَكَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ هُوَ الْمُخَيَّرُ وَكَانَ اَبُوْ بَكْرٍ اَعْلَمَنَا بِهِ وَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ اَمَنَّ النَّاسِ عَلَىَّ فِىْ مَالِهِ وَصُحْبَتِهِ اَبُوْ بَكْرٍ وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيْلاً لاَتَّخَذْتُ اَبَا بَكْرٍ خَلِيْلاً وَلٰكِنْ اُخُوَّةُ الاِسْلاَمِ لاَ تُبْقَيَنَّ فِى الْمَسْجِدِ خَوْخَةٌ اِلاَّ خَوْخَةَ اَبِىْ بَكْرٍ-

৫৯৫৪. আবদুল্লাহ্ ইব্ন জা'ফর ইব্ন ইয়াহ্ইয়া ইব্ন খালিদ (র)...... আবূ সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত। যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মিম্বরের উপর বসলেন এবং বললেন, আল্লাহ্র একজন 'বান্দা', আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে ইখতিয়ার দিয়েছেন যে, তাঁকে দুনিয়ার সাজসজ্জা দেবেন, না আল্লাহ্র কাছে যা আছে, তা। অতএব এ বান্দা আল্লাহ্র কাছে যা রয়েছে, তা বেছে নিল। এ কথা শুনে আবূ বকর (রা) কাঁদতে লাগলেন, কাঁদতে থাকলেন এবং বললেন, আমাদের পিতামাতা আপনার জন্য উৎসর্গীকৃত হোক। রাবী বলেন, (মূলত) ইখ্তিয়ারপ্রাপ্ত এ বান্দাটি ছিলেন স্বয়ং রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আর এ ব্যাপারে আবূ বকরই আমাদের সবার চেয়ে অধিক জ্ঞানী ছিলেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : আমার উপর সর্বাধিক অনুগ্রহ আবূ বকরের, সম্পদে ও সঙ্গদানেও। আমি যদি কাউকে পরম বন্ধু বলে গ্রহণ করতাম, তাহলে আবূ বকরকেই করতাম। কিন্তু ইসলামী ভ্রাতৃত্বই (যথেষ্ট) আছে। মসজিদে যেন কারো ছোট (খিড়কী) দরজা না থাকে, শুধু আবূ বকরের ছোট দরজা ব্যতীত।

٥٩٥٥- حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ سَالِمٍ اَبِى النَّضْرِ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ حُنَيْنٍ وَبُسْرِ بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِىِّ قَالَ خَطَبَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ النَّاسَ يَوْمًا بِمِثْلِ حَدِيْثِ مَالِكٍ-

৫৯৫৫. সাঈদ ইব্ন মানসূর (র)....... আবূ সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ লোকদের সামনে ভাষণ দিলেন...... এরপর মালিক (র)-এর অনুরূপ হাদীস বললেন।

٥٩٥٦- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ الْعَبْدِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ اِسْمَاعِيْلَ بْنِ رَجَاءٍ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ اَبِى الْهُذَيْلِ يُحَدِّثُ عَنْ اَبِى الْاَحْوَصِ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ مَسْعُوْدٍ يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ اَنَّهُ قَالَ لَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيْلاً لَاتَّخَذْتُ اَبَا بَكْرٍ خَلِيْلاً وَلٰكِنَّهُ اَخِىْ وَصَاحِبِىْ وَقَدِ اتَّخَذَ اللّٰهُ صَاحِبَكُمْ خَلِيْلاً-

৫৯৫৬. মুহাম্মদ ইব্ন বাশ্শার আল-আব্দী (র)...... আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসঊদ (রা) নবী..... থেকে হাদীস বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন : আমি যদি বন্ধু গ্রহণ করতাম, তাহলে আবূ বকরকেই বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করতাম। কিন্তু তিনি আমার ভাই এবং সাথী। আর তোমাদের সাথীকে আল্লাহ্ তা'আলা বন্ধু বানিয়েছেন।

٥٩٥٧ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ وَاللَّفْظُ لِابْنِ الْمُثَنَّى قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ اَبِىْ اِسْحَاقَ عَنْ اَبِى الْاَحْوَصِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ اَنَّهُ قَالَ لَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا مِنْ اُمَّتِىْ اَحَدًا خَلِيْلاً لَاتَّخَذْتُ اَبَا بَكْرٍ-

৫৯৫৭ মুহাম্মদ ইব্ন মুসান্না ও ইব্ন বাশ্শার (র)...... আবদুল্লাহ্ (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে, তিনি বলেছেন : আমার উম্মতের মধ্যে থেকে কাউকে যদি আমি বন্ধু বানাতাম, তাহলে আবূ বকরকেই বানাতাম।

٥٩٥٨- حَدَّثَنَا الْمُحَمَّدُ بْنُ مُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ قَالَ حَدَّثَنِىْ سُفْيَانُ عَنْ اَبِىْ اِسْحَاقَ عَنْ اَبِى الْاَحْوَصِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيْلاً لَاتَّخَذْتُ ابْنَ اَبِىْ قُحَافَةَ خَلِيْلاً-

৫৯৫৮. মুহাম্মদ ইব্‌ন মুসান্না ও ইব্‌ন বাশ্‌শার (র)...... আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : আমি যদি কোন বন্ধু বানাতাম তবে আবূ কুহাফার পুত্রকেই বানাতাম।

٥٩٥٩- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَاِسْحَاقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ اِسْحَاقُ اَخْبَرَنَا وَقَالَ الاخرَانِ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ مُغِيْرَةَ عَنْ وَاصِلِ بْنِ حَيَّانَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ اَبِى الْهُذَيْلِ عَنْ اَبِى الْاَحْوَصِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَوْكُنْتُ مُتَّخِذًا مِنْ اَهْلِ الْاَرْضِ خَلِيْلاً لاَتَّخَذْتُ ابْنَ اَبِىْ قُحَافَةَ خَلِيْلاً وَلٰكِنْ صَاحِبُكُمْ خَلِيْلُ اللّٰهِ-

৫৯৫৯. উসমান ইব্‌ন আবূ শায়বা, যুহায়র ইব্‌ন হারব ও ইসহাক ইব্‌ন ইবরাহীম (র)...... আবদুল্লাহ্ (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন : পৃথিবীর কাউকে যদি আমি 'পরম বন্ধু' বানাতাম তবে আবূ কুহাফার পুত্রকেই বানাতাম; কিন্তু তোমাদের সাথী তো আল্লাহ্‌র বন্ধু।

٥٩٦٠- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ وَوَكِيْعٌ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ اَخْبَرَنَا جَرِيْرٌ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ كُلُّهُمْ عَنِ الْاَعْمَشِ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ نُمَيْرٍ وَاَبُوْ سَعِيْدٍ الاَشَجُّ وَاللَّفْظُ لَهُمَا قَالاَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ حَدَّثَنَا الاَعْمَشُ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مُرَّةَ عَنْ اَبِى الْاَحْوَصِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلاَ اِنِّيْ اَبْرَأُ اِلٰى كُلِّ خِلٍّ مِنْ خِلِّهِ وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيْلاً لاَتَّخَذْتُ اَبَا بَكْرٍ خَلِيْلاً اِنَّ صَاحِبَكُمْ خَلِيْلُ اللّٰهِ-

৫৯৬০. আবূ বকর ইব্‌ন আবূ শায়বা, ইসহাক ইব্‌ন ইবরাহীম, ইব্‌ন আবূ উমর, মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন নুমায়র ও আবূ সাঈদ আশাজ্জ (র)...... আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : জেনে রাখো! কারো সঙ্গে একান্ত বন্ধুত্ব। এ থেকে আমি দায়মুক্ত ঘোষণা করেছি। যদি আমি কাউকে বন্ধু বানাতাম তবে আবূ বকরকেই বানাতাম। আর তোমাদের সাথী আল্লাহ্‌র পরম বন্ধু।

٥٩٦١- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيٰى قَالَ اَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ خَالِدٍ عَنْ اَبِىْ عُثْمَانَ قَالَ اَخْبَرَنِىْ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ بَعَثَهُ عَلٰى جَيْشِ ذَاتِ السَّلاَسِلِ فَاَتَيْتُهُ فَقُلْتُ اَىُّ النَّاسِ اَحَبُّ اِلَيْكَ قَالَ عَائِشَةُ قُلْتُ مِنَ الرِّجَالِ قَالَ اَبُوْهَا قُلْتُ ثُمَّ مَنْ قَالَ عُمَرُ فَعَدَّ رِجَالاً-

৫৯৬১. ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া (র)....... আমর ইবনুল 'আস (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁকে যাতুস-সালাসিলের সৈন্য বাহিনীর (সেনাপতির) দায়িত্ব দিয়ে পাঠালেন, তখন আমি তার (রাসূলের) কাছে এসে বললাম, আপনার কাছে সবচেয়ে বেশি প্রিয় কে? তিনি বললেন, আয়েশা। আমি বললাম, পুরুষদের মধ্যে? তিনি বললেন : তার পিতা। আমি বললাম, এরপর ? তিনি বললেন : উমর। এরপর তিনি আরো কয়েকজনের নাম উল্লেখ করলেন।

٥٩٦٢- وَحَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحُلْوَانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ عَنْ اَبِي عُمَيْسٍ ح قَالَ وَحدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ وَاللَّفْظُ لَهُ قَالَ اَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ قَالَ اَخْبَرَنَا اَبُوْ عُمَيْسٍ عَنِ ابْنِ اَبِي مُلَيْكَةَ سَمِعْتُ عَائِشَةَ وَسُئِلَتْ مَنْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مُسْتَخْلِفًا لَوْ اسْتَخْلَفَهُ قَالَتْ اَبُوْ بَكْرٍ فَقِيْلَ لَهَا ثُمَّ مَنْ بَعْدَ اَبِي بَكْرٍ قَالَتْ عُمَرُ ثُمَّ قِيْلَ لَهَا مَنْ بَعْدَ عُمَرَ قَالَتْ اَبُوْ عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ ثُمَّ انْتَهَتْ اِلَى هٰذَا-

৫৯৬২. হাসান ইব্‌ন আলী হুলওয়ানী ও আব্‌দ ইব্‌ন হুমায়দ (র) ... ইব্‌ন আবূ মুলায়কা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আয়েশা (রা) থেকে শুনেছি, তাঁকে প্রশ্ন করা হয়েছিলো, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যদি কাউকে খলীফা তিনি বানাতেন তাহলে কাকে বানাতেন? আয়েশা (রা) বললেন, আবূ বকরকে। বলা হলো, আবূ বকরের পর কাকে? বললেন, উমরকে। বলা হলো, উমরের পর কাকে? তিনি বললেন, আবূ উবায়দা ইবনুল জার্‌রাহকে। এ পর্যন্ত বলেই তিনি শেষ করলেন।

٥٩٦٣- حَدَّثَنِي عَبَّادُ بْنُ مُوْسٰى قَالَ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ سَعْدٍ قَالَ اَخْبَرَنِيْ اَبِيْ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ امْرَأَةً سَأَلَتْ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ شَيْئًا فَاَمَرَهَا اَنْ تَرْجِعَ اِلَيْهِ فَقَالَتْ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ أَرَأَيْتَ اِنْ جِئْتُ فَلَمْ اَجِدْكَ قَالَ أَبِيْ كَأَنَّهَا تَعْنِي الْمَوْتَ قَالَ فَاِنْ لَمْ تَجِدِيْنِيْ فَأْتِيْ اَبَا بَكْرٍ-

৫৯৬৩. আব্বাদ ইব্‌ন মূসা (র) ......মুহাম্মাদ ইব্‌ন জুবায়র ইব্‌ন মুত্‌'ইম (রা) তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন যে, এক মহিলা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে কিছু সাহায্য চাইল। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাকে অন্য সময় আসার জন্য বললেন। মহিলাটি বললো, যদি আমি এসে আপনাকে আর না পাই তবে (মহিলাটি মৃত্যুর ব্যাপারেই বলেছিলেন)? রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : যদি আমাকে না পাও তবে আবূ বকর-এর কাছে এসো।

٥٩٦٤- وَحَدَّثَنِيْهِ حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ قَالَ حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِيْ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ اَخْبَرَنِيْ مُحَمَّدُ بْنُ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ اَنَّ اَبَاهُ جُبَيْرَ بْنَ مُطْعِمٍ اَخْبَرَهُ اَنَّ اَمْرَأَةً اَتَتْ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَكَلَّمَتْهُ فِيْ شَيْءٍ فَاَمَرَهَا بِاَمْرٍ بِمِثْلِ حَدِيْثِ عَبَّادِ بْنِ مُوْسٰى-

৫৯৬৪. হাজ্জাজ ইবনুশ্ শায়ির (র)...... মুহাম্মদ ইব্‌ন জুবায়র ইব্‌ন মুতইম (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তাঁর পিতা জুবায়র ইব্‌ন মুতইম তাঁকে বলেছেন যে, একজন স্ত্রীলোক রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে এসে কোন বিষয়ে তাঁর সাথে কথা বললে তিনি তাকে নির্দেশ দিলেন......আব্বাদ ইব্‌ন মূসা (র)-এর হাদীসের অনুরূপ।

٥٩٦٥- حَدَّثَنِيْ عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ قَالَ اَخْبَرَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ سَعْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا صَالِحُ ابْنُ كَيْسَانَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ لِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِيْ

مَرَضِهِ ادْعِي لِي اَبَا بَكْرٍ اَبَاكِ وَاَخَاكِ حَتّٰى اَكْتُبَ كِتَابًا فَاِنِّيْ اَخَافُ اَنْ يَتَمَنّٰى مُتَمَنٍّ وَيَقُوْلُ قَائِلٌ اَنَا اَوْلٰى وَيَأْبَى اللّٰهُ وَالْمُؤْمِنُوْنَ اِلاَّ اَبَا بَكْرٍ-

৫৯৬৫. উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন সাঈদ (র)...... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাকে তাঁর রোগ শয্যায় বললেন : তোমার আব্বা ও ভাইকে ডেকে আন। আমি একটা পত্র লিখে দিই। কেননা আমি ভয় করছি যে, কোন বাসনা পোষণকারী বাসনা করবে, আর কেউ বলবে, আমিই অগ্রাধিকারী (অধিক যোগ্য)। অথচ আবূ বকর ছাড়া অন্য কাউকে আল্লাহ্ অস্বীকার করেন এবং মুসলমানরাও (অস্বীকার করে)।

٥٩٦٦- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اَبِي عُمَرَ الْمَكِّيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ يَعْنِي ابْنَ مُعَاوِيَةَ الْفَزَارِيَ عَنْ يَزِيْدَ وَهُوَ ابْنُ كَيْسَانَ عَنْ اَبِي حَازِمٍ الاَشْجَعِيِّ عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ اَصْبَحَ مِنْكُمُ الْيَوْمَ صَائِمًا قَالَ اَبُوْ بَكْرٍ اَنَا قَالَ فَمَنْ تَبِعَ مِنْكُمُ الْيَوْمَ جَنَازَةً قَالَ اَبُوْ بَكْرٍ اَنَا قَالَ فَمَنْ اَطْعَمَ مِنْكُمُ الْيَوْمَ مِسْكِيْنًا قَالَ اَبُوْ بَكْرٍ اَنَا قَالَ فَمَنْ عَادَ مِنْكُمُ الْيَوْمَ مَرِيْضًا قَالَ اَبُوْ بَكْرٍ اَنَا فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا اجْتَمَعْنَ فِي امْرِئٍ اِلاَّ دَخَلَ الْجَنَّةَ-

৫৯৬৬. মুহাম্মদ ইব্‌ন আবূ উমর মাক্কী (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, আজ তোমাদের মধ্যে কে সিয়াম পালনকারী ? আবূ বকর (রা) বললেন, আমি। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : তোমাদের মধ্যে কে আজ কোন জানাযাকে অনুসরণ করেছ? আবূ বকর (রা) বললেন, আমি। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : তোমাদের মধ্যে কে কোন মিসকীনকে আজ আহার করিয়েছ? আবূ বকর (রা) বললেন, আমি। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : তোমাদের মধ্যে কে আজ কোন রোগীকে দেখতে গিয়েছ? আবূ বকর (রা) বললেন, আমি। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, যার মাঝেই এ কাজগুলোর সমাবেশ ঘটে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।

٥٩٦٧- حَدَّثَنِيْ اَبُوْ الطَّاهِرِ اَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ سَرْحٍ وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيٰى قَالاَ اَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ اَخْبَرَنِي يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ حَدَّثَنِيْ سَعِيْدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ وَاَبُوْ سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اَنَّهُمَا سَمِعَا اَبَا هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بَيْنَمَا رَجُلٌ يَسُوْقُ بَقَرَةً لَهُ قَدْ حَمَلَ عَلَيْهَا الْتَفَتَتْ اِلَيْهِ الْبَقَرَةُ فَقَالَتْ اِنِّي لَمْ اُخْلَقْ لِهٰذَا وَلٰكِنِّيْ اِنَّمَا خُلِقْتُ لِلْحَرْثِ فَقَالَ النَّاسُ سُبْحَانَ اللّٰهِ تَعَجُّبًا وَفَزَعًا اَبَقَرَةٌ تَكَلَّمُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَاِنِّيْ اُوْمِنُ بِهِ وَاَبُوْ بَكْرٍ وَعُمَرُ قَالَ اَبُوْ هُرَيْرَةَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بَيْنَا رَاعٍ فِي غَنَمِهِ عَدَا عَلَيْهِ الذِّئْبُ فَاَخَذَ مِنْهَا شَاةً فَطَلَبَهُ الرَّاعِيْ حَتّٰى اسْتَنْقَذَهَا مِنْهُ فَالْتَفَتَ اِلَيْهِ الذِّئْبُ فَقَالَ لَهُ مَنْ لَهَا يَوْمَ السَّبُعِ يَوْمَ لَيْسَ لَهَا رَاعٍ غَيْرِيْ فَقَالَ النَّاسُ سُبْحَانَ اللّٰهِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَاِنِّيْ اُوْمِنُ بِذٰلِكَ اَنَا وَاَبُوْ بَكْرٍ وَعُمَرُ-

৫৯৬৭. আবূ তাহির আহমাদ ইব্ন আমর ইব্ন সারহ ও হারমালা ইব্ন ইয়াহ্ইয়া (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : এক ব্যক্তি পিঠে বোঝা দিয়ে একটি গাভীকে হাঁকাচ্ছিল। গাভীটি লোকটির দিকে তাকিয়ে বললো, আমাকে তো এজন্য সৃষ্টি করা হয়নি, আমার সৃষ্টি তো হাল-চাষ করার জন্য। লোকেরা আশ্চর্যান্বিত ও সন্ত্রস্ত হয়ে বলে উঠলো, সুবহানাল্লাহ্! গাভী কথা বলে? রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : এটা আমি বিশ্বাস করি এবং আবূ বকর, উমরও (বিশ্বাস করে)। আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : এক রাখাল ছাগল চরাচ্ছিল। এমন সময় একটি নেকড়ে এসে একটা ছাগল নিয়ে গেলে রাখাল নেকড়ে থেকে ছাগলটিকে ছাড়িয়ে অনল। তখন নেকড়ে তার (রাখালের) দিকে তাকিয়ে বললো, যে দিন আমি ছাড়া আর কোন রাখাল থাকবে না, সে হিংস্র প্রাণীর (রাজত্বে) দিনে বক্‌রীগুলোকে কে রক্ষা করবে? লোকেরা বলে উঠলো, সুবহানাল্লাহ্! রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : আমি, আবূ বকর এবং উমর এ ব্যাপারটি বিশ্বাস করি।

٥٩٦٨- وَحَدَّثَنِيْ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ قَالَ حَدَّثَنِيْ اَبِىْ عَنْ جَدِّىْ قَالَ حَدَّثَنِىْ عُقَيْلُ بْنُ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ بِهٰذَا الاِسْنَادِ قِصَّةَ الشَّاةِ وَالذِّئْبِ وَلَمْ يَذْكُرْ قِصَّةَ الْبَقَرَةِ-

৫৯৬৮ আবদুল মালিক ইব্ন শুআয়ব ইব্ন লাইস (র)...... ইবন শিহাব থেকে এ সনদেই এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন, যাতে রাখাল ও ছাগলের কাহিনী রয়েছে, কিন্তু গাভীর ঘটনাটি তিনি উল্লেখ করেন নি।

٥٩٦٩- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ح قَالَ وَحَدَّثَنِىْ مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ دَاوُدَ الْحَفَرِىُّ عَنْ سُفْيَانَ كِلاَهُمَا عَنْ اَبِى الزِّنَادِ عَنِ الاَعْرَجِ عَنْ سَلَمَةَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ بِمَعْنَى حَدِيْثِ يُوْنُسَ عَنِ الزُّهْرِىِّ وَفِىْ حَدِيْثِهِمَا ذِكْرُ الْبَقَرَةِ وَالشَّاةِ مَعًا وَقَالاَ فِىْ حَدِيْثِهِمَا فَاِنِّىْ اُوْمِنُ بِهِ اَنَا وَاَبُوْ بَكْرٍ وَعُمَرُ وَمَاهُمَا ثَمَّ-

৫৯৬৯. মুহাম্মদ ইব্ন আব্বাদ ও মুহাম্মদ ইব্ন রাফি' (র)........ আবূ হুরায়রা (রা)-এর বরাতে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে যুহরী (র) সূত্রে ইউনুস বর্ণিত হাদীসের সমর্থনে হাদীস বর্ণনা করেছেন। তাঁদের হাদীসে একই সাথে গাভী ও ছাগলের কাহিনী রয়েছে। তাদের দু'জনের বর্ণিত হাদীসে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : এ ব্যাপারটি আমি, আবূ বকর এবং উমার বিশ্বাস করি। আসলে তাঁরা দু'জন [আবূ বকর ও উমর (র)] তখন সেখানে ছিলেন না।

٥٩٧٠- وَحَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ مُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالاَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ مِسْعَرٍ كِلاَهُمَا عَنْ سَعْدِ ابْنِ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ -

৫৯৭০. মুহাম্মদ ইব্ন মুসান্না, ইব্ন বাশ্‌শার ও মুহাম্মদ ইব্ন আব্বাদ (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

٢- بَابُ مِنْ فَضَائِلِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ تَعَالَ

২. পরিচ্ছেদ : উমর (রা)-এর ফযীলত

٥٩٧١- حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ عَمْرٍو الاَشْعَثِىُّ وَاَبُوْ الرَّبِيْعِ الْعَتَكِىُّ وَاَبُوْ كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ وَاللَّفْظُ لاَبِىْ كُرَيْبٍ قَالَ اَبُوْ الرَّبِيْعِ حَدَّثَنَا وَقَالَ الْاٰخَرَانِ اَخْبَرَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ عُمَرَ بْنِ سَعِيْدِ بْنِ اَبِىْ حُسَيْنٍ عَنِ ابْنِ اَبِىْ مُلَيْكَةَ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُوْلُ وُضِعَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ عَلٰى سَرِيْرِهِ فَتَكَنَّفَهُ النَّاسُ يَدْعُوْنَ وَيُثْنُوْنَ وَيُصَلُّوْنَ عَلَيْهِ قَبْلَ اَنْ يُرْفَعَ وَاَنَا فِيْهِمْ قَالَ فَلَمْ يَرُعْنِىْ اِلاَّ بِرَجُلٍ قَدْ اَخَذَ بِمَنْكِبِىْ مِنْ وَرَائِىْ فَالْتَفَتُّ اِلَيْهِ فَاِذَا هُوَ عَلِىٌّ فَتَرَحَّمَ عَلٰى عُمَرَ وَقَالَ مَا خَلَّفْتَ اَحَدًا اَحَبَّ اِلَىَّ اَنْ اَلْقَى اللّٰهَ بِمِثْلِ عَمَلِهِ مِنْكَ وَايْمُ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُ لاَظُنُّ اَنْ يَجْعَلَكَ اللّٰهُ مَعَ صَاحِبَيْكَ وَذَاكَ اَنِّىْ كُنْتُ اُكْثِرُ اَسْمَعُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ جِئْتُ اَنَا وَاَبُوْ بَكْرٍ وَعُمَرُ وَدَخَلْتُ اَنَا وَاَبُوْ بَكْرٍ وَعُمَرُ وَخَرَجْتُ اَنَا وَاَبُوْ بَكْرٍ وَعُمَرُ فَاِنْ كُنْتُ لاَرْجُوْ اَوْلاَظُنُّ اَنْ يَجْعَلَكَ اللّٰهُ مَعَهُمَا-

৫৯৭১. সাঈদ ইব্‌ন আমর আল-আশআসী, আবুর রাবী' আল-আতাকী ও আবূ কুরায়ব মুহাম্মদ ইব্‌নুল আলা (র)..... ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উমর (রা) (মৃতদেহ)-কে তাঁর খাটিয়ায় রাখা হলে লোকেরা তাকে বেষ্টন করে দু'আ, প্রশংসা ও তার জন্য আল্লাহ্‌র রহমত কামনা করছিলো, তাঁকে তুলে নেয়ার পূর্ব পর্যন্ত (এ অবস্থা চলছিল)। আমিও তাদের সঙ্গে ছিলাম। এক ব্যক্তি পেছন থেকে আমার কাঁধে হাত রাখলে আমি চমকে উঠলাম। ফিরে তাকিয়ে দেখি আলী (রা)। তিনি উমর (রা)-এর জন্য রহমতের দু'আ করলেন। তারপর (উমরকে সম্বোধন করে) বললেন, (হে উমর)! আপনি আপনার পরে আপনার চেয়ে বেশি প্রিয় এমন কোন ব্যক্তি রেখে যাননি। (যার আমল এমন) যে, তার মত আমল নিয়ে আমি আল্লাহ্‌র সাথে মিলিত হতে পসন্দ করি। আল্লাহ্‌র শপথ! আমার প্রবল ধারণা ছিল আল্লাহ্ আপনাকে আপনার দুই সাথীর সংগেই রাখবেন। কেননা আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে প্রায়ই বলতে শুনেছি, আমি, আবূ বকর ও উমর এসেছি; প্রবেশ করেছি আমি, আবূ বকর ও উমর; বেরও হয়েছি আমি, আবূ বকর ও উমর। এ জন্যে আমার দৃঢ় আশা ও বিশ্বাস ছিল এই যে, আল্লাহ্ আপনাকে তাঁদের সাথেই রাখবেন।

٥٩٧٢- وَحَدَّثَنَاهُ اِسْحَاقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ اَخْبَرَنَا عِيْسَى بْنُ يُوْنُسَ عَنْ عُمَرَ بْنِ سَعِيْدٍ فِىْ هٰذَا الْاِسْنَادِ بِمِثْلِهِ-

৫৯৭২. ইসহাক ইব্‌ন ইবরাহীম (রা)........উমর ইব্‌ন সাঈদ (রা) থেকে একই সনদে অনুরূপ (হাদীস বর্ণনা করেন)।

٥٩٧٣- حَدَّثَنَا مَنْصُوْرُ بْنُ اَبِىْ مُزَاحِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَالْحَسَنُ الْحُلْوَانِىُّ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ وَاللَّفْظُ لَهُمْ قَالُوْا حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ

اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِىْ عَنْ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ اَبُوْ اُمَامَةَ بْنُ سَهْلٍ اَنَّهُ سَمِعَ اَبَا سَعِيْدٍ الْخُدْرِىَّ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بَيْنَا اَنَا نَائِمٌ رَأَيْتُ النَّاسَ يُعْرَضُوْنَ عَلَىَّ وَعَلَيْهِمْ قُمُصٌ مِنْهَا مَا يَبْلُغُ الثُّدِىَّ وَمِنْهَا مَا يَبْلُغُ دُوْنَ ذٰلِكَ وَمَرَّ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَعَلَيْهِ قَمِيْصٌ يَجُرُّهُ قَالُوْا مَاذَا اَوَّلْتَ ذٰلِكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ الدِّيْنَ-

৫৯৭৩. মানসূর ইব্‌ন আবূ মুযাহিম ও যুহায়র ইব্‌ন হারব (র)........আবূ সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : আমি ঘুমিয়ে ছিলাম, দেখি আমার সামনে লোকদের আনা হচ্ছে, এদের পরনে জামা। কারো জামা বুক পর্যন্ত কারো বা এর নীচে। উমরকে আনা হলো তার গায়ের জামাটির সে টেনে চলছিল (ঝুল মাটিতে গিয়ে ঠেকেছিল)। লোকেরা বললো, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনি এর ব্যাখ্যা কি করেছেন? তিনি বললেন : দীন।

٥٩٧٤- حَدَّثَنِىْ حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيٰى قَالَ اَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ يُوْنُسُ اَنَّ ابْنَ شِهَابٍ اَخْبَرَهُ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَنَّهُ قَالَ بَيْنَا اَنَا نَائِمٌ اِذْ رَأَيْتُ قَدَحًا اُتِيْتُ بِهِ فِيْهِ لَبَنٌ فَشَرِبْتُ مِنْهُ حَتّٰى اِنِّىْ لاَرَى الرِّىَّ يَجْرِىْ فِىْ اَظْفَارِىْ ثُمَّ اَعْطَيْتُ فَضْلِىْ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالُوْا فَمَا اَوَّلْتَ ذٰلِكَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ الْعِلْمَ-

৫৯৭৪. হারমালা ইব্‌ন ইয়াহ্ইয়া (র) ...... আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর ইব্‌ন খাত্তাব তাঁর পিতা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : আমি ঘুমিয়ে আছি, দেখলাম দুধ ভর্তি একটি পেয়ালা আনা হলো। আমি তা থেকে পান করলাম এবং দেখলাম তৃপ্তি (ও সজীবতা) আমার নখ (আঙ্গুলের মাথা) পর্যন্ত প্রবাহিত হল। এরপর যা বেঁচে রইল তা উমর ইবনুল খাত্তাবকে দিলাম। লোকেরা বললো, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনি এর ব্যাখ্যা কি করেছেন? তিনি বললেন, 'ইল্‌ম'।

٥٩٧٥- وَحَدَّثَنَاهُ قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ عُقَيْلٍ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا الْحُلْوَانِىُّ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ كِلاَهُمَا عَنْ يَعْقُوْبَ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ سَعْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِىْ عَنْ صَالِحٍ بِاِسْنَادِ يُوْنُسَ نَحْوَ حَدِيْثِهِ-

৫৯৭৫. কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ, হুলওয়ানী ও আব্‌দ ইব্‌ন হুমায়দ (র)...... সালিহ্ (র) থেকে ইউনুসের সনদে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

٥٩٧٦- وَحَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيٰى قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ اَنَّ سَعِيْدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ اَخْبَرَهُ اَنَّهُ سَمِعَ اَبَا هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ بَيْنَا اَنَا نَائِمٌ رَأَيْتُنِىْ عَلٰى قَلِيْبٍ عَلَيْهَا دَلْوٌ فَنَزَعْتُ مِنْهَا مَاشَاءَ اللّٰهُ ثُمَّ اَخَذَهَا ابْنُ اَبِىْ قُحَافَةَ فَنَزَعَ بِهَا ذَنُوْبًا اَوْ ذَنُوْبَيْنِ وَفِىْ نَزْعِهِ ضَعْفٌ وَاللّٰهُ يَغْفِرُ لَهُ ثُمَّ اسْتَحَالَتْ غَرْبًا فَاَخَذَهَا ابْنُ الْخَطَّابِ فَلَمْ اَرَ عَبْقَرِيًّا مِنَ النَّاسِ يَنْزِعُ نَزْعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ حَتّٰى ضَرَبَ النَّاسُ بِعَطَنٍ-

৫৯৭৬. হারমালা ইব্ন ইয়াহইয়া (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, আমি ঘুমের মধ্যে আমাকে একটি কূপের পাড়ে দেখলাম এতে একটি বালতি। আমি আল্লাহ্ তা'আলার ইচ্ছা মতো পানি তুললাম। এরপর আবূ কুহাফার পুত্র বালতি হাতে নিলো এবং এক দুই বালতি পানি তুললো। তাঁর উত্তোলনে কিছু দুর্বলতা ছিল। আল্লাহ্ তাঁকে ক্ষমা করে দিন। বালতিটি এবার বড় হয়ে গেল। ইব্ন খাত্তাব সেটি নিলো। আমি উমর ইব্ন খাত্তাবের মতো (পারদর্শী) পানি উত্তোলনকারী কোন বীর বাহাদুরকে দেখি নি। তখন লোকেরা নিজেদের উটগুলোকে (পানি পান করিয়ে) বিশ্রামের স্থানে নিয়ে গেলো। (উটশালা তৈরি করলাম)।

٥٩٧٧- حَدَّثَنِيْ عَبْدُ الْمَلِكِ ابْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ قَالَ حَدَّثَنِيْ اَبِيْ عَنْ جَدِّيْ قَالَ حَدَّثَنِيْ عُقَيْلُ بْنُ خَالِدٍ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا عَمْرٌو النَّاقِدُ وَالْحُلْوَانِيُّ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنْ يَعْقُوْبَ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ سَعْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِيْ عَنْ صَالِحٍ بِاِسْنَادِ يُوْنُسَ نَحْوَ حَدِيْثِهِ-

৫৯৭৭. আবদুল মালিক ইব্ন শুআয়ব ইব্ন লাইস (র)...... সালিহ্ (র) থেকে ইউনুস (র)-এর সনদে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

٥٩٧٨- حَدَّثَنَا الْحُلْوَانِيُّ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالاَ حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِيْ عَنْ صَالِحٍ قَالَ قَالَ الاَعْرَجُ وَغَيْرُهُ اِنَّ اَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ رَأَيْتُ ابْنَ اَبِيْ قُحَافَةَ يَنْزِعُ بِنَحْوِ حَدِيْثِ الزُّهْرِيِّ-

৫৯৭৮. হুলওয়ানী ও আব্দ ইব্ন হুমায়দ (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : আমি ইব্ন আবূ কুহাফাকে পানি তুলতে দেখেছি...... (পরবর্তী অংশ) যুহরীর হাদীসের অনুরূপ।

٥٩٧٩- حَدَّثَنِيْ اَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ وَهْبٍ حَدَّثَنَا عَمِّيْ عَبْدُ اللّٰهِ ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِيْ عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ اَنَّ اَبَا يُوْنُسَ مَوْلَى اَبِيْ هُرَيْرَةَ حَدَّثَهُ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ بَيْنَا اَنَا نَائِمٌ اُرِيْتُ اَنِّيْ اَنْزِعُ عَلَى حَوْضِيْ اَسْقِي النَّاسَ فَجَاءَنِيْ اَبُوْ بَكْرٍ فَاَخَذَ الدَّلْوَ مِنْ يَدِيْ لِيُرَوِّحَنِيْ فَنَزَعَ دَلْوَيْنِ وَفِيْ نَزْعِهِ ضُعْفٌ وَاللّٰهُ يَغْفِرُ لَهُ فَجَاءَ ابْنُ الْخَطَّابِ فَاَخَذَ مِنْهُ فَلَمْ اَرَ نَزْعَ رَجُلٍ قَطُّ اَقْوَى حَتّٰى تَوَلَّى النَّاسُ وَالْحَوْضُ مَلْاٰنُ يَتَفَجَّرُ-

৫৯৭৯. আহ্মদ ইব্ন আবদুর রহমান ইব্ন ওয়াহ্ব (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : আমি ঘুমের মধ্যে আমি দেখলাম, আমার হাউয হতে পানি উত্তোলন করছি, আর লোকদের পানি দিচ্ছি। আবূ বকর এসে আমাকে বিশ্রাম করতে দেয়ার জন্য আমার হাত থেকে বালতি নিয়ে দু'বালতি পানি উঠালেন এবং তার উত্তোলনে কিছু দুর্বলতা ছিলো। আল্লাহ্ তাকে ক্ষমা করুন। এরপর ইব্ন খাত্তাব এসে তার হাত থেকে বালতি নিলেন। তার চেয়ে অধিক শক্তিশালী উত্তোলনকারী আমি আর কোনদিন দেখি নি। লোকেরা (তৃপ্ত হয়ে) ফিরে গেলো আর তখন হাউয পরিপূর্ণ অবস্থায় প্রবাহমান ছিল।

٥٩٨. حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ ابْنِ اَبِىْ شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ نُمَيْرٍ وَاللَّفْظُ لاَبِىْ بَكْرٍ قَالاَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنِىْ اَبُوْ بَكْرِ بْنُ سَالِمٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اُرِيْتُ كَاَنِّىْ اَنْزِعُ بِدَلْوِ بَكْرَةٍ عَلٰى قَلِيْبٍ فَجَاءَ اَبُوْ بَكْرٍ فَنَزَعَ ذَنُوْبًا اَوْ ذَنُوْبَيْنِ فَنَزَعَ نَزْعًا ضَعِيْفًا وَاللّٰهُ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى يَغْفِرُ لَهُ ثُمَّ جَاءَ عُمَرُ فَاسْتَقٰى فَاسْتَحَالَتْ غَرْبًا فَلَمْ اَرَعَبْقَرِيًا مِنَ النَّاسِ يَفْرِىْ فَرْيَهُ حَتّٰى رَوِىَ النَّاسُ وَضَرَبُوْا الْعَطَنَ-

৫৯৮০. আবূ বকর ইব্‌ন আবূ শায়বা ও মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন নুমায়র (র)...... আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : আমি স্বপ্নে দেখলাম যেন কূপের চাক্কির বালতি দ্বারা একটি কূপ থেকে পানি উঠাচ্ছি। তখন আবূ বকর এসে এক বালতি বা দুই বালতি তুললেন। তাঁর উত্তোলনে ছিল দুর্বলভাব। আল্লাহ্ তাঁকে ক্ষমা করুন। এরপর উমর এসে পানি তোলা শুরু করলেন। আর বালতিটি বিরাট আকার ধারণ করল। লোকদের মাঝে এত বড় সবল জওয়ান আমি আর দেখি নি যে, তার তার মত কাজ করে। এমন কি লোকেরা তৃপ্তি লাভ করল এবং সেখানে উটশালা বানিয়ে ফেলল।

٥٩٨١- وَحَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ يُوْنُسَ قَالَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ قَالَ حَدَّثَنِىْ مُوْسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ رُؤْيَا رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِىْ اَبِىْ بَكْرٍ وَعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ بِنَحْوِ حَدِيْثِهِمْ-

৫৯৮১. আহমাদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন ইউনুস (র)...... আবদুল্লাহ্ (রা) তাঁর পিতা (রা) থেকে আবূ বকর ও উমার (রা) সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর স্বপ্ন সম্বলিত তাঁদের হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

٥٩٨٢- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ نُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِىْ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو وَبْنِ الْمُنْكَدِرِ سَمِعَا جَابِرًا يُخْبِرُ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَاللَّفْظُ لَهُ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ وَعَمْرٍو عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ دَخَلْتُ الْجَنَّةَ فَرَأَيْتُ فِيْهَا دَارًا اَوْقَصْرًا فَقُلْتُ لِمَنْ هٰذَا فَقَالُوْا لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَاَرَدْتُ اَنْ اَدْخُلَ فَذَكَرْتُ غَيْرَتَكَ فَبَكٰى عُمَرُ وَقَالَ اَىْ رَسُوْلَ اللّٰهِ أَوَ عَلَيْكَ يُغَارُ-

৫৯৮২. মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন নুমায়র ও যুহায়র ইব্‌ন হারব (র)...... জাবির (রা) থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : আমি জান্নাতে প্রবেশ করলাম, ওখানে একটা বাড়ি বা প্রাসাদ দেখলাম। বললাম, এটা কার? লোকেরা বললো, উমর ইবনুল খাত্তাবের। আমি এতে প্রবেশের ইচ্ছা করলাম। তখনি তোমার আত্মমর্যাদাবোধের কথা আমার মনে পড়লো। এ কথা শুনে উমর (রা) কেঁদে ফেললেন এবং বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! কি আপনার প্রতিও আত্মমর্যাদাবোধ চলে?

٥٩٨٣- وَحَدَّثَنَاهُ اِسْحَاقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ اَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو وَابْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرٍ ح وَحَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِى شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو سَمِعَ جَابِرًا ح قَالَ وَحَدَّثَنَا عَمْرٌو النَّاقِدُ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرًا عَنِ النَّبِىِّ ﷺ بِمِثْلِ حَدِيْثِ ابْنِ نُمَيْرٍ وَزُهَيْرٍ-

৫৯৮৩. ইসহাক ইব্‌ন ইবরাহীম, আবূ বকর ইব্‌ন আবূ শায়বা ও আমর আন-নাকিদ (র)..... জাবির (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে ইব্‌ন নুমায়র ও যুহায়রের সূত্রে বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

٥٩٨٤. حَدَّثَنِىْ حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيٰى قَالَ اَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ يُوْنُسُ اَنَّ ابْنَ شِهَابٍ اَخْبَرَهُ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَنَّهُ قَالَ بَيْنَا اَنَا نَائِمٌ اِذْ رَأَيْتُنِىْ فِى الْجَنَّةِ فَاِذَا امْرَأَةٌ تَوَضَّأُ اِلٰى جَانِبِ قَصْرٍ فَقُلْتُ لِمَنْ هٰذَا فَقَالُوْا لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَذَكَرْتُ غَيْرَةَ عُمَرَ فَوَلَّيْتُ مُدْبِرًا قَالَ اَبُوْ هُرَيْرَةَ فَبَكٰى عُمَرُ وَنَحْنُ جَمِيْعًا فِىْ ذٰلِكَ الْمَجْلِسِ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ ثُمَّ قَالَ عُمَرُ بِاَبِىْ اَنْتَ وَاُمِّىْ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ أَعَلَيْكَ اَغَارُ -

وَحَدَّثَنِىْ عَمْرُو النَّاقِدُ وَحَسَنُ الْحُلْوَانِىُّ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالُوْا حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِىْ عَنْ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ مِثْلَهُ-

৫৯৮৪. হারমালা ইব্‌ন ইয়াহ্ইয়া (র)..... আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে বর্ণিত তিনি বলেছেন : আমি ঘুমিয়ে ছিলাম। স্বপ্নে আমাকে আমি জান্নাতে দেখতে পাই। ওখানে একটি প্রাসাদের পাশে একজন মহিলা উযূ করছিল। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, এটি কার (প্রাসাদ) ? তারা বললো উমন ইবনুল খাত্তাবের। তখন উমরের আত্মমর্যাদাবোধের কথা আমার মনে পড়ে, আমি ফিরে চলে এলাম। আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, একথা শুনে উমার (রা) কাঁদতে লাগলেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সঙ্গে আমরা সবাই এ মজলিসে ছিলাম। তারপর উমার (রা) বললেন, আপনার উপর আমার মা-বাবা কুরবান হোক, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনার প্রতি ও কি আমি আত্মমর্যাদাবোধ দেখাবো ?

আমর আন-নাকিদ, হাসান হুলওয়ানী ও আবদ ইব্‌ন হুমায়দ (র)...... ইব্‌ন শিহাব (র) থেকে উক্ত সনদে অনুরূপ বর্ণনা করেন।

٥٩٨٥- حَدَّثَنَا مَنْصُوْرُ بْنُ اَبِىْ مُزَاحِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ يَعْنِىْ ابْنَ سَعْدٍ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا الْحَسَنُ الْحُلْوَانِىُّ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ عَبْدٌ اَخْبَرَنِىْ وَقَالَ حَسَنٌ حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ وَهُوَ ابْنُ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ سَعْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِىْ عَنْ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ عَبْدُ الْحَمِيْدِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ زَيْدٍ اَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ سَعْدِ بْنِ اَبِىْ وَقَّاصٍ اَخْبَرَهُ اَنَّ اَبَاهُ سَعْدًا قَالَ اسْتَأْذَنَ عُمَرُ عَلٰى رَسُوْلِ

اللّٰهِ ﷺ وَعِنْدَهُ نِسَاءٌ مِنْ قُرَيْشٍ يُكَلِّمْنَهُ وَيَسْتَكْثِرْنَهُ عَالِيَةً اَصْوَاتُهُنَّ فَلَمَّا اسْتَأْذَنَ عُمَرُ قُمْنَ يَبْتَدِرْنَ الْحِجَابَ فَاَذِنَ لَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَرَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَضْحَكُ فَقَالَ عُمَرُ اَضْحَكَ اللّٰهُ سِنَّكَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَجِبْتُ مِنْ هٰؤُلَاءِ اللَّاتِىْ كُنَّ عِنْدِىْ فَلَمَّا سَمِعْنَ صَوْتَكَ ابْتَدَرْنَ الْحِجَابَ قَالَ عُمَرُ فَاَنْتَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَحَقُّ اَنْ يَّهَبْنَ ثُمَّ قَالَ عُمَرُ اَىْ عَدُوَّاتِ اَنْفُسِهِنَّ أَتَهَبْنَنِىْ وَلَاتَهَبْنَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قُلْنَ نَعَمْ اَنْتَ اَغْلَظُ وَاَفَظُّ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهِ مَا لَقِيَكَ الشَّيْطَانُ قَطُّ سَالِكًا فَجًّا اِلاَّ سَلَكَ فَجًّا غَيْرَ فَجِّكَ–

৫৯৮৫ মানসূর ইব্ন আবূ মুযাহিম, হাসান হুলওয়ানী ও আব্দ ইব্ন হুমায়দ (র)....... সা'দ (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, উমর (রা) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট প্রবেশের অনুমতি চাইলে তখন কুরায়শ মহিলারা রাসূলুল্লাহ্ -এর কাছে আলাপরত ছিল এবং উচ্চৈ:স্বরে তারা বেশি বেশি দাবি করছিল (কথা বলছিল)। যখন উমর (রা) অনুমতি চাইলেন, এরা উঠে আড়ালে চলে গেলো। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁকে অনুমতি দিলেন এবং তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ হাসছিলেন। উমর বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আল্লাহ্ আপনার মুখকে হাস্যোজ্জ্বল রাখুন। (ব্যাপার কি) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : আমি এদের ব্যাপারে আশ্চর্যবোধ করছি, যারা আমার কাছে বসা ছিল; আর তোমার শব্দটি শোনামাত্রই আড়ালে চলে গেল! উমর (রা) বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনাকেই তো এদের বেশি ভয় করা উচিত। এরপর উমর (রা) বললেন, ওহে! নিজের প্রাণের শত্রুরা! তোমরা আমাকে ভয় কর আর আল্লাহ্র রাসূলকে ভয় কর না! তারা বললো, হ্যাঁ, তুমি তো আল্লাহ্র রাসূলের চেয়ে কঠোর এবং রাগী। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : যাঁর হাতে আমার প্রাণ তাঁর শপথ! শয়তান যখন তোমাকে কোন পথে চলতে দেখে, তখন সে তোমার পথ ছেড়ে অন্য পথ ধরে চলে।

٥٩٨٦– حَدَّثَنَا هَارُوْنُ بْنُ مَعْرُوْفٍ قَالَ حَدَّثَنَا بِهِ عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ سُهَيْلٌ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ جَاءَ اِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَعِنْدَهُ نِسْوَةٌ قَدْ رَفَعْنَ اَصْوَاتَهُنَّ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَلَمَّا اسْتَأْذَنَ عُمَرُ ابْتَدَرْنَ الْحِجَابَ فَذَكَرَ نَحْوَ حَدِيْثِ الزُّهْرِىِّ–

৫৯৮৬. হারূন ইব্ন মারূফ (র)....... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে উমর ইব্ন খাত্তাব (রা) এলেন। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট কিছু স্ত্রীলোক উচ্চৈ:স্বরে কথা বলছিল। যখন উমার প্রবেশের অনুমতি চাইলেন, মহিলারা সব তৎক্ষণাৎ আড়ালে চলে গেল।...... (পরবর্তী অংশ) যুহরী (র)-এর হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

٥٩٨٧– حَدَّثَنِىْ اَبُوْ الطَّاهِرِ اَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ سَرْحٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ وَهْبٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ سَعْدٍ عَنْ اَبِيْهِ سَعْدِ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ اَنَّهُ

كَانَ يَقُوْلُ قَدْ كَانَ يَكُوْنُ فِيْ الاُمَمِ قَبْلَكُمْ مُحَدَّثُوْنَ فَاِنْ يَكُنْ فِيْ اُمَّتِيْ مِنْهُمْ اَحَدٌ فَاِنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ مِنْهُمْ –

قَالَ ابْنُ وَهْبٍ تَفْسِيْرُ مُحَدَّثُوْنَ مُلْهَمُوْنَ–

৫৯৮৭. আবূ তাহির আহমাদ ইব্‌ন আমর ইব্‌ন সারহ্ (র)..... আয়েশা (রা) সূত্রে, নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলতেন : তোমাদের পূর্ববর্তী উম্মাতসমূহের মধ্যে কিছু লোক ছিলেন মুহাদ্দাস, আমার উম্মাতের মধ্যে যদি কেউ এমন থেকে থাকে তবে সে উমর ইবনুল খাত্তাবই হবে।
ইব্‌ন ওয়াহব (রা) বলেন 'মুহাদ্দাস'-এর ব্যাখ্যা হল যার প্রতি (আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে) ইলহাম হয়।

٥٩٨٨– حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا لَيْثٌ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا عَمْرٌو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالاَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ كِلاَهُمَا عَنِ ابْنِ عَجْلاَنَ عَنْ سَعْدِ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ مِثْلَهُ–

৫৯৮৮. কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ, আমর আন-নাকিদ ও যুহায়র ইব্‌ন হারব (র)...... সা'দ ইব্‌ন ইবরাহীম (র) থেকে উক্ত সনদে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

٥٩٨٩– حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ مُكْرَمٍ الْعَمِّيُّ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ عَامِرٍ قَالَ جُوَيْرِيَّةُ بْنُ اَسْمَاءَ اَخْبَرَنَا عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ عُمَرُ وَافَقْتُ رَبِّيْ فِيْ ثَلاَثٍ فِيْ مَقَامِ اِبْرَاهِيْمَ وَفِيْ الْحِجَابِ وَفِيْ اُسَارٰى بَدْرٍ–

৫৯৮৯. উক্‌বা ইব্‌ন মুকরাম 'আম্মী (র)....... ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, উমর (রা) বলেছেন যে, তিনটি বিষয়ে আমি আল্লাহ্ তা'আলার ইচ্ছার অনুরূপ (পূর্বেই) মত ব্যক্ত করেছি। মাকামে ইবরাহীম (এ সালাত আদায়) সম্পর্কে, মহিলাদের পর্দা এবং বদরের যুদ্ধবন্দীদের ব্যাপারে।

٥٩٩٠– حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ اُسَامَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ لَمَّا تُوُفِّيَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ اُبَيٍّ ابْنُ سَلُوْلَ جَاءَ ابْنُهُ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَسَأَلَهُ اَنْ يُّعْطِيَهُ قَمِيْصَهُ اَنْ يُكَفِّنَ فِيْهِ اَبَاهُ فَاَعْطَاهُ ثُمَّ سَأَلَهُ اَنْ يُصَلِّيَ عَلَيْهِ فَقَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لِيُصَلِّيَ عَلَيْهِ فَقَامَ عُمَرُ فَاَخَذَ بِثَوْبِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اَتُصَلِّيْ عَلَيْهِ وَقَدْ نَهَاكَ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ اَنْ تُصَلِّيَ عَلَيْهِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّمَا خَيَّرَنِيَ اللّٰهُ فَقَالَ : اسْتَغْفِرْ لَهُمْ اَوْلاَ تَسْتَغْفِرْلَهُمْ اِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِيْنَ مَرَّةً وَسَاَزِيْدُ عَلٰى سَبْعِيْنَ قَالَ اِنَّهُ مُنَافِقٌ فَصَلّٰى عَلَيْهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَاَنْزَلَ اللّٰهُ وَلاَ تُصَلِّ عَلٰى اَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ اَبَدًا وَلاَتَقُمْ عَلٰى قَبْرِهِ الاية–

৫৯৯০. আবূ বকর ইব্‌ন আবূ শায়বা (র)..... ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, যখন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উবাই ইব্‌ন সালূল মারা যায়, তখন তার পুত্র আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (রা) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট

এসে আবেদন করলেন, তিনি যেন তাঁর জামা তাঁর পিতার কাফনের জন্য দান করেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁকে দান করলেন। তারপর আবদুল্লাহ্ (রা) তাকে তাঁর পিতার জানাযা পড়ার আবেদন জানালেন। তিনি তার জানাযা পড়ার জন্য উঠে দাঁড়ালেন। তখন উমর (রা) দাঁড়িয়ে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে পরিধেয় বস্ত্র ধরে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনি কি তার জানাযা পড়বেন অথচ আল্লাহ্ আপনাকে তার জানাযা পড়তে নিষেধ করেছেন? রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : আল্লাহ্ অবশ্য আমাকে ইখতিয়ার দিয়েছেন। বলেছেন : "আপনি তাদের জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা করুন আর নাই করুন, যদি আপনি সত্তরবারও এদের জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা করেন"...... (৯ ঃ ৮০) সুতরাং আমি সত্তরবারের চেয়েও বেশি ক্ষমা চাইবো। উমর (রা) বললেন, সে তো মুনাফিক। এরপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তার জানাযা পড়লেন। তখন আল্লাহ্ তাআলা আয়াত অবতীর্ণ করলেন : "মুনাফিকদের মধ্যে কেউ মরে গেলে কখনো তার জানাযা পড়বেন না; আর তার কবরের পাশেও দাঁড়াবেন না" (৯ ঃ ৮৪)।

٥٩٩١- وَحَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ مُثَنَّى وَعُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ سَعِيْدٍ قَالاَ حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ وَهُوَ الْقَطَّانُ عَنْ عُبَيْدِاللّٰهِ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ فِىْ مَعْنٰى حَدِيْثِ اَبِىْ اُسَامَةَ وَزَادَ قَالَ فَتَرَكَ الصَّلٰوةَ عَلَيْهِمْ-

৫৯৯১. মুহাম্মদ ইব্‌ন মুসান্না ও উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন সাঈদ (রা)........ উবায়দুল্লাহ্ (রা) থেকে এ সনদে আবূ উসামার হাদীসের সমার্থক হাদীস বর্ণনা করেছেন এবং অধিক বলেছেন, "এরপর তিনি তাদের জানাযা পড়া ছেড়ে দেন।"

٢- بَابُ مِنْ فَضَائِلِ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ-

৩. পরিচ্ছেদ : হযরত উসমান ইব্‌ন আফ্‌ফান (রা)-এর ফযীলত

٥٩٩٢- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيٰى وَيَحْيَى بْنُ اَيُّوْبَ وَقُتَيْبَةُ وَابْنُ حُجْرٍ قَالَ يَحْيَى بْنُ يَحْيٰى اَخْبَرَنَا وَقَالَ الْاٰخَرُوْنَ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ يَعْنُوْنَ ابْنَ جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَبِىْ حَرْمَلَةَ عَنْ عَطَاءٍ وَسُلَيْمَانَ ابْنَىْ يَسَارٍ وَاَبِىْ سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مُضْطَجِعًا فِىْ بَيْتِىْ كَاشِفًا عَنْ فَخِذَيْهِ اَوْ سَاقَيْهِ فَاسْتَأْذَنَ اَبُوْ بَكْرٍ فَاَذِنَ لَهُ وَهُوَ عَلٰى تِلْكَ الْحَالِ فَتَحَدَّثَ ثُمَّ اسْتَأْذَنَ عُمَرُ فَاَذِنَ لَهُ وَهُوَ كَذٰلِكَ فَتَحَدَّثَ ثُمَّ اسْتَأْذَنَ عُثْمَانُ فَجَلَسَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَسَوّٰى ثِيَابَهُ قَالَ مُحَمَّدٌ وَلاَ اَقُوْلُ ذٰلِكَ فِىْ يَوْمٍ وَاحِدٍ فَدَخَلَ فَتَحَدَّثَ فَلَمَّا خَرَجَ قَالَتْ عَائِشَةُ دَخَلَ اَبُوْ بَكْرٍ فَلَمْ تَهْتَشَّ لَهُ وَلَمْ تُبَالِهِ ثُمَّ دَخَلَ عُمَرُ فَلَمْ تَهْتَشَّ لَهُ وَلَمْ تُبَالِهِ ثُمَّ دَخَلَ عُثْمَانُ فَجَلَسْتَ وَسَوَّيْتَ ثِيَابَكَ فَقَالَ اَلاَ اَسْتَحْيِىْ مِنْ رَجُلٍ تَسْتَحْيِىْ مِنْهُ الْمَلاَئِكَةُ-

৫৯৯২. ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন ইয়াহ্ইয়া, ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন আইউব, কুতায়বা ও ইব্‌ন হুজ্‌র (র)........ আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর ঘরে শোয়া ছিলেন তাঁর উরু অথবা পায়ের গোছা খোলা ছিল। আবূ বকর (রা) এসে অনুমতি চাইলে তিনি এ অবস্থাতেই অনুমতি দিলেন এবং কথাবার্তা বললেন। এরপর উমর (রা) অনুমতি চাইলে এ অবস্থায়ই অনুমতি দিলেন এবং কথাবার্তা বললেন। উসমান (রা) অনুমতি চাইলেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ উঠে বসলেন এবং তাঁর কাপড়-চোপড় ঠিক করলেন। রাবী মুহাম্মদ বলেন, এ ব্যাপারটি একই

দিনে ঘটেছে বলে আমি বলতে পারি না। এরপর উসমান (রা) এসে কথা বলে চলে যাওয়ার পর আয়েশা (রা) বললেন, আবূ বকর (রা) এলেন, আপনি পরিবর্তীত হলেন না এবং বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করলেন না। উমর (রা) এলেন, আপনি পরিবর্তীত হলেন এবং বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করলেন না। উসমান (রা) আসতেই আপনি উঠে বসলেন এবং কাপড় ঠিক করে নিলেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : আমি কি সে ব্যক্তিকে লজ্জা করবো না, ফেরেশতারা যাকে লজ্জা করে থাকেন।

٥٩٩٣- حَدَّثَنِيْ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ حَدَّثَنِيْ اَبِىْ عَنْ جَدِّىْ قَالَ حَدَّثَنِىْ عُقَيْلُ بْنُ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدِ بْنِ الْعَاصِ اَنَّ سَعِيْدَ بْنَ الْعَاصِ اَخْبَرَهُ اَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِىِّ ﷺ وَعُثْمَانَ حَدَّثَاهُ اَنَّ اَبَا بَكْرٍ اِسْتَأْذَنَ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَهُوَ مُضْطَجِعٌ عَلٰى فِرَاشِهِ لاَبِسٌ مِرْطَ عَائِشَةَ فَاَذِنَ لِاَبِىْ بَكْرٍ وَهُوَ كَذٰلِكَ فَقَضٰى اِلَيْهِ حَاجَتَهُ ثُمَّ انْصَرَفَ ثُمَّ اسْتَأْذَنَ عُمَرُ فَاَذِنَ لَهُ وَهُوَ عَلٰى تِلْكَ الْحَالِ فَقَضٰى اِلَيْهِ حَاجَتَهٗ ثُمَّ انْصَرَفَ قَالَ عُثْمَانُ ثُمَّ اسْتَأْذَنْتُ عَلَيْهِ فَجَلَسَ وَقَالَ لِعَائِشَةَ اجْمَعِىْ عَلَيْكِ ثِيَابَكِ فَقَضَيْتُ اِلَيْهِ حَاجَتِىْ ثُمَّ انْصَرَفْتُ فَقَالَتْ عَائِشَةُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ مَالِىْ لَمْ اَرَكَ فَزِعْتَ لِاَبِىْ بَكْرٍ وَعُمَرَ كَمَا فَزِعْتَ لِعُثْمَانَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ عُثْمَانَ رَجُلٌ حَيِىٌّ وَاِنِّىْ خَشِيْتُ اِنْ اَذِنْتُ لَهُ عَلٰى تِلْكَ الْحَالِ اَنْ لاَيَبْلُغَ اِلَىَّ فِىْ حَاجَتِهٖ-

৫৯৯৩. আবদুল মালিক ইব্‌ন শুআয়ব ইব্‌ন লাইস ইব্‌ন সা'দ (র)......সাঈদ ইবনুল 'আস (র) নবী ﷺ-এর স্ত্রী আয়েশা ও উসমান (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, আবূ বকর (রা) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে প্রবেশের অনুমতি চাইলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তখন তার বিছানায় আয়েশার চাদর গায়ে দিয়ে শুয়ে ছিলেন। তিনি আবূ বকরকে অনুমতি দিলেন। এবং তিনি সে অবস্থায়ই রইলেন। আবূ বকর (রা) তাঁর প্রয়োজন শেষ করে চলে গেলেন। এরপর উমর (রা) অনুমতি চাইলে তাঁকে অনুমতি দিলেন এবং রাসূলুল্লাহ্ ﷺ অবস্থায়ই রইলেন। উমর (রা) তাঁর কাজ সেরে চলে গেলেন। উসমান (রা) বলেন, এরপর আমি অনুমতি চাইলাম, তিনি উঠে বসে পড়লেন এবং আয়েশাকে বললেন, ভালোমতো তোমার গায়ে কাপড় ঠিকঠাক করে নাও। আমি আমার কাজ শেষ করে চলে গেলে আয়েশা (রা) বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! কি ব্যাপার, আবূ বকর ও উমর (রা) এলে আপনাকে এমন ব্যতিব্যস্ত হতে দেখলাম না, যেমন উসমান আসতেই আপনি ব্যতিব্যস্ত হলেন! রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : উসমান (রা) বড়ই লাজুক মানুষ। তাই আমি ভাবলাম, এ অবস্থায় তাকে আসতে বললে হয়ত সে তার প্রয়োজন (অসংকোচে) আমার কাছে পেশ করতে পারবে না।

٥٩٩٤- حَدَّثَنَاهُ عَمْرٌو النَّاقِدُ وَالْحَسَنُ بْنُ عَلِىٍّ الْحُلْوَانِىُّ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ كُلُّهُمْ عَنْ يَعْقُوْبَ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ سَعْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِىْ عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ يَحْيَى بْنُ سَعِيْدِ بْنِ الْعَاصِ اَنَّ سَعِيْدَ بْنَ الْعَاصِ اَخْبَرَهُ اَنَّ عُثْمَانَ وَعَائِشَةَ حَدَّثَاهُ اَنَّ اَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيْقَ اسْتَأْذَنَ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيْثِ عُقَيْلٍ عَنِ الزُّهْرِىِّ-

৫৯৯৪. আমর আন-নাকিদ, হাসান ইব্‌ন আলী হুলওয়ানী ও আব্‌দ ইব্‌ন হুমায়দ (র).......সাঈদ ইবনুল 'আস (র) উসমান ও আয়েশা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, আবূ বকর সিদ্দীক (রা) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে প্রবেশের অনুমতি চাইলেন..... (পরবর্তী অংশ) যুহরী (র) থেকে উকায়ল (র) বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ উল্লেখ করেছেন।

٥٩٩٥- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى الْعَنَزِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ عَدِيٍّ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ غِيَاثٍ عَنْ اَبِىْ عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ عَنْ اَبِىْ مُوْسٰى الاَشْعَرِيِّ قَالَ بَيْنَمَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِى حَائِطٍ مِنْ حَوَائِطِ الْمَدِيْنَةِ وَهُوَ مُتَّكِئٌ يَرْتَكِزُ بِعُوْدٍ مَعَهُ بَيْنَ الْمَاءِ وَالطِّيْنِ اِذَا اسْتَفْتَحَ رَجُلٌ فَقَالَ افْتَحْ وَبَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ قَالَ فَاِذَا اَبُوْ بَكْرٍ فَفَتَحْتُ لَهُ وَبَشَّرْتُهُ بِالْجَنَّةِ قَالَ ثُمَّ اسْتَفْتَحَ رَجُلٌ اٰخَرُ فَقَالَ افْتَحْ وَبَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ قَالَ فَذَهَبْتُ فَاِذَا هُوَ عُمَرُ فَفَتَحْتُ لَهُ وَبَشَّرْتُهُ بِالْجَنَّةِ ثُمَّ اسْتَفْتَحَ رَجُلٌ اٰخَرُ قَالَ فَجَلَسَ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ افْتَحْ وَبَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ عَلٰى بَلْوٰى تَكُوْنُ قَالَ فَذَهَبْتُ فَاِذَا هُوَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ قَالَ فَفَتَحْتُ وَبَشَّرْتُهُ بِالْجَنَّةِ قَالَ وَقُلْتُ الَّذِىْ قَالَ فَقَالَ اَللّٰهُمَّ صَبْرًا وَاللّٰهُ الْمُسْتَعَانُ-

৫৯৯৫. মুহাম্মদ ইব্‌ন মুসান্না আনাযী (র)...... আবূ মূসা আশআরী (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, একবার রাসুলুল্লাহ্ ﷺ মদীনার একটি বাগানে হেলান দিয়ে বসা অবস্থায় ছিলেন একটি লাকড়ি কাদামাটিতে গাড়ছিলেন। এমন সময় কেউ দরজা খোলার অনুমতি চাইলেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন : খুলে দাও এবং তাকে জান্নাতের সুসংবাদ দাও। তখন আমি দেখি তিনি আবূ বকর (রা)। আমি দরজা খুললাম এবং তাঁকে জান্নাতের সুসংবাদ দিলাম। এরপর আরেক ব্যক্তি দরজা খোলার অনুমতি চাইলেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ খুলে দাও এবং তাকে জান্নাতের সুসংবাদ দাও। তখন আমি গিয়ে দেখলাম তিনি উমর (রা)। (দরজা) খুলে দিলাম এবং তাঁকে জান্নাতের সুসংবাদ দিলাম। এরপর আরেক ব্যক্তি দরজা খোলার অনুমতি চাইলেন। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সোজা হয়ে বসে পড়লেন এবং বললেন : (দরজা) খুলে দাও এবং তাঁকে আসন্ন বিপদসহ জান্নাতের সুসংবাদ দাও। আমি গিয়ে দেখি তিনি উসমান ইব্‌ন আফ্‌ফান (রা)। আমি (দরজা) খুলে দিয়ে তাঁকে জান্নাতের সুসংবাদ দিলাম এবং রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যা বলেছেন (বিপদের কথা) তা উল্লেখ করলাম। উসমান (রা) বললেন : "হে আল্লাহ্! আমাকে ধৈর্য দান করুন। আল্লাহ্‌র কাছে (আমি) সাহায্য প্রার্থনা (করছি)।

٥٩٩٦- حَدَّثَنَا اَبُو الرَّبِيْعِ الْعَتَكِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ اَبِىْ عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ عَنْ اَبِىْ مُوْسٰى الاَشْعَرِيِّ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ دَخَلَ حَائِطًا وَاَمَرَنِىْ اَنْ اَحْفَظَ الْبَابَ بِمَعْنٰى حَدِيْثِ عُثْمَانَ بْنِ غِيَاثٍ-

৫৯৯৬. আবূ রাবী' আতাকী (র)....... আবূ মূসা আশআরী (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ একটি বাগানে গেলেন এবং আমাকে দরজায় পাহারা দিতে বললেন...... (এরপর) উসমান ইব্‌ন গিয়াস (র) বর্ণিত হাদীসের সমার্থক হাদীস বর্ণনা করেন।

٥٩٩٧- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِسْكِيْنٍ الْيَمَامِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ وَهُوَ ابْنُ بِلاَلٍ عَنْ شَرِيْكِ ابْنِ اَبِى نَمِرٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ اَخْبَرَنِى اَبُوْ مُوسَى الاَشْعَرِىُّ اَنَّهُ تَوَضَأَ فِى بَيْتِهِ ثُمَّ خَرَجَ فَقَالَ لاَلْزَمَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ وَلاَكُوْنَنَّ مَعَهُ يَوْمِى هٰذَا قَالَ فَجَاءَ الْمَسْجِدَ فَسَأَلَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ فَقَالُوْا خَرَجَ وَجَّهَ هَاهُنَا قَالَ فَخَرَجْتُ عَلٰى اِثْرِهِ اَسْأَلُ عَنْهُ حَتّٰى دَخَلَ بِئْرَ اَرِيْسٍ قَالَ فَجَلَسْتُ عِنْدَ الْبَابِ وَبَابُهَا مِنْ جَرِيْدٍ حَتّٰى قَضٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ حَاجَتَهُ وَتَوَضَّأَ فَقُمْتُ اِلَيْهِ فَاِذَا هُوَ قَدْ جَلَسَ عَلٰى بِئْرِ اَرِيْسٍ وَتَوَسَّطَ قُفَّهَا وَكَشَفَ عَنْ سَاقَيْهِ وَدَلاَّهُمَا فِى الْبِئْرِ قَالَ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ ثُمَّ انْصَرَفْتُ فَجَلَسْتُ عِنْدَ الْبَابِ فَقُلْتُ لاَكُوْنَنَّ بَوَّابَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ الْيَوْمَ فَجَاءَ اَبُوْ بَكْرٍ فَدَفَعَ الْبَابَ فَقُلْتُ مَنْ هٰذَا فَقَالَ اَبُوْ بَكْرٍ فَقُلْتُ عَلٰى رِسْلِكَ قَالَ ثُمَّ ذَهَبْتُ فَقُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ هٰذَا اَبُوْ بَكْرٍ يَسْتَأْذِنُ فَقَالَ ائْذَنْ لَهُ وَبَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ قَالَ فَاَقْبَلْتُ حَتّٰى قُلْتُ لِاَبِىْ بَكْرٍ اُدْخُلْ وَرَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُبَشِّرُكَ بِالْجَنَّةِ قَالَ فَدَخَلَ اَبُوْ بَكْرٍ فَجَلَسَ عَنْ يَمِيْنِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مَعَهُ فِى الْقُفِّ وَدَلّٰى رِجْلَيْهِ فِى الْبِئْرِ كَمَا صَنَعَ النَّبِىُّ ﷺ وَكَشَفَ عَنْ سَاقَيْهِ ثُمَّ رَجَعْتُ فَجَلَسْتُ وَقَدْ تَرَكْتُ اَخِى يَتَوَضَّأُ وَيَلْحَقُنِىْ فَقُلْتُ اِنْ يُرِدِ اللّٰهُ بِفُلاَنٍ يُرِيْدُ اَخَاهُ خَيْرًا يَأْتِ بِهِ فَاِذَا اِنْسَانٌ يُحَرِّكُ الْبَابَ فَقُلْتُ مَنْ هٰذَا فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَقُلْتُ عَلٰى رِسْلِكَ ثُمَّ جِئْتُ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ وَقُلْتُ هٰذَا عُمَرُ يَسْتَأْذِنُ فَقَالَ ائْذَنْ لَهُ وَبَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ فَجِئْتُ عُمَرَ فَقُلْتُ اَذِنَ وَيُبَشِّرُكَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِالْجَنَّةِ قَالَ فَدَخَلَ فَجَلَسَ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِى الْقُفِّ عَنْ يَسَارِهِ وَدَلّٰى رِجْلَيْهِ فِى الْبِئْرِ ثُمَّ رَجَعْتُ فَجَلَسْتُ فَقُلْتُ اِنْ يُرِدِ اللّٰهُ بِفُلاَنٍ خَيْرًا يَعْنِىْ اَخَاهُ يَأْتِ بِهِ فَجَاءَ اِنْسَانٌ فَحَرَّكَ الْبَابَ فَقُلْتُ مَنْ هٰذَا فَقَالَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ فَقُلْتُ عَلٰى رِسْلِكَ قَالَ وَجِئْتُ النَّبِىَّ ﷺ فَاَخْبَرْتُهُ فَقَالَ ائْذَنْ لَهُ وَبَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ مَعَ بَلْوٰى تُصِيْبُهُ قَالَ فَجِئْتُ فَقُلْتُ اُدْخُلْ وَيُبَشِّرُكَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِالْجَنَّةِ مَعَ بَلْوٰى تُصِيْبُكَ قَالَ فَدَخَلَ فَوَجَدَ الْقُفَّ قَدْ مُلِئَ فَجَلَسَ وِجَاهَهُمْ مِنَ الشِّقِّ الْاٰخَرِ قَالَ شَرِيْكٌ فَقَالَ سَعِيْدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ فَاَوَّلْتُهَا قُبُوْرَهُمْ-

وَحَدَّثَنِيْهِ اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اِسْحَاقَ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ عُفَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ سُلَيْمَانُ بْنُ بِلاَلٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ شَرِيْكُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِى نَمِرٍ قَالَ سَمِعْتُ سَعِيْدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ يَقُوْلُ حَدَّثَنِىْ اَبُوْ مُوْسٰى الاَشْعَرِىُّ هَاهُنَا وَاَشَارَ لِىْ سُلَيْمَانُ اِلٰى مَجْلِسِ سَعِيْدٍ نَاحِيَةَ الْمَقْصُوْرَةِ قَالَ اَبُوْ مُوْسٰى

خَرَجْتُ أُرِيْدُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَوَجَدْتُهُ قَدْ سَلَكَ فِى الْاَمْوَالِ فَتَبِعْتُهُ فَوَجَدْتُهُ قَدْ دَخَلَ مَالاً فَجَلَسَ فِى الْقُفِّ وَكَشَفَ عَنْ سَاقَيْهِ وَدَلَّهُمَا فِى الْبِئْرِ وَسَاقَ الْحَدِيْثَ بِمَعْنٰى حَدِيْثِ يَحْيٰى بْنِ حَسَّانَ وَلَمْ يَذْكُرْ قَوْلَ سَعِيْدٍ فَاَوَّلْتُهَا قُبُوْرَهُمْ–

৫৯৯৭. মুহাম্মদ ইব্‌ন মিসকীন ইয়ামামী (র)...... আবূ মূসা আশআরী (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি তাঁর বাড়ি থেকে উযূ করে বের হয়ে এসে বলেন, আজকের দিন আমি অবশ্যই রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর একান্তভাবে সাথে থাকব। তিনি মসজিদে আসলেন এবং রাসুলূল্লাহ্ ﷺ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন। লোকেরা বললো, বের হয়ে এ দিকে গিয়েছেন। আবূ মূসা (রা) লোকদের কাছে জিজ্ঞাসা করে করে তাঁর পায়ের চিহ্ন দেখে দেখে আরীস কূপে (-র বাগানে) গিয়ে পৌঁছলেন। আবূ মূসা (রা) বলেন, আমি দরজায় বসলাম। এর দরজাটি ছিল কাঠের। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর প্রাকৃতিক কাজ সেরে উযূ করলে আমি তাঁর কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম। তিনি আরীস কূপের কাছে বসা ছিলেন অর্থাৎ তার কিনারে মাঝ বরাবরে তাঁর দুপা নলা পর্যন্ত খুলে রেখেছিলেন এবং তা দুপা কূপের ভেতর ঝুলিয়ে দিয়েছিলেন। আমি তাঁকে সালাম দিলাম এবং দরজার কাছে গিয়ে বসলাম। মনে মনে বললাম, আমি আজ অবশ্যই রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর দারোয়ান হবো। আবূ বকর (রা) এসে দরজায় ধাক্কা দিলে আমি বললাম কে? তিনি বললেন, আবূ বকর। আমি বললাম, একটু অপেক্ষা করুন! এরপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে গিয়ে বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আবূ বকর (রা) এসেছেন এবং অনুমতি চাচ্ছেন। তিনি বললেন : তাকে আসার অনুমতি দাও এবং জান্নাতের সুসংবাদ দাও। আমি এগিয়ে গিয়ে আবূ বকরকে বললাম, প্রবেশ করুন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আপনাকে জান্নাতের সুসংবাদ দিচ্ছেন। আবূ বকর (রা) প্রবেশ করে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সঙ্গে তার ডানদিকে কূপের কিনারায় কূপে পা ঝুলিয়ে বসলেন যেমনটি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ করেছেন আর পা দুটো নলা পর্যন্ত খোলা রাখলেন। এরপর আমি ফিরে এসে বসে পড়লাম। আমি আমার ভাইকে রেখে এসেছিলাম, তিনি উযূ করছিল এবং আমার সাথে মিলিত হবে (কথা ছিল)। আমি মনে মনে বললাম, আল্লাহ্ তা'আলা যদি অমুকের ভাইয়ের কল্যাণ চান তাহলে তাঁকে এখনই এনে দেবেন। এমন সময় একজন মানুষ দরজা নাড়লো। বললাম, কে? তিনি বললেন, উমর (রা) ইবনুল খাত্তাব। বললাম, একটু অপেক্ষা করুন! পরে রাসুলূল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে এসে তাঁকে সালাম করে বললাম, উমার (রা) (এসেছেন, তিনি) প্রবেশের অনুমতি চাইছেন। তিনি (রাসূলুল্লাহ্ ﷺ) বলেন : তাকে অনুমতি দাও এবং জান্নাতের সুসংবাদ দাও। আমি উমরের কাছে এসে বললাম, অনুমতি দিয়েছেন এবং রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আপনাকে জান্নাতের সুসংবাদ দিচ্ছেন। উমর (রা) প্রবেশ করে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সঙ্গে তার বামপাশের কূপের কিনারায় বসলেন এবং কূপের ভিতরে পা ঝুলিয়ে দিলেন। আমি ফিরে এসে বসে পড়লাম, বললাম, আল্লাহ্ যদি অমুক ভাইয়ের কল্যাণ চান তা'হলে তাঁকে এনে দেবেন। একজন লোক এসে দরজা নাড়লো। আমি বললাম, কে? তিনি বললেন, উসমান ইব্‌ন আফ্‌ফান। বললাম, একটু অপেক্ষা করুন! আমি নবী ﷺ-এর কাছে এসে তাকে অবহিত করলাম। তিনি বললেন : তাকে অনুমতি দাও এবং আসন্ন বিপদসহ জান্নাতের সুসংবাদ দাও। আমি এসে বললাম, প্রবেশ করুন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আপনাকে আসন্ন বিপদসহ জান্নাতের সুসংবাদ দিচ্ছেন। রাবী বলেন, তিনি [উসমান (রা)] প্রবেশ করে দেখলেন কূপের প্রান্ত ভরে গেছে। তিনি তাঁদের মুখোমুখি হয়ে (কূপের) অন্যপাশে বসলেন। শারীক (র) বলেন, সাঈদ ইব্‌ন মুসায়্যিব (র) বলেন, আমি এর (বসার অবস্থার) ব্যাখ্যা করলাম যে, এ হচ্ছে তাঁদের কবর-এর অবস্থান।

আবূ বকর ইব্‌ন ইসহাক (র)...... আবূ মূসা আশআরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে খুঁজতে বের হয়ে দেখলাম, তিনি মালসমূহের (বাগানের) দিকে গিয়েছেন। আমি তাঁর পিছনে গিয়ে দেখি তিনি একটি মালে (বাগান) ঢুকে কূপের চাকের ভিতর পা দু'টো ঝুলিয়ে বসে আছেন, তাঁর পা দুটো নলা পর্যন্ত খোলা। এরপর রাবী পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করলেন। এখানে সাঈদ ইব্‌ন মুসাইয়্যিব (র)-এর কথা "আমি এটিকে, তাঁদের কবররূপে" কথাটি নেই।

٥٩٩٨- حَدَّثَنِي حَسَنُ بْنُ عَلِيّ الْحُلْوَانِيُّ وَاَبُوْ بَكْرِ بْنُ اِسْحَاقَ قَالاَ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ اَبِيْ مَرْيَمَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ اَبِيْ كَثِيْرٍ قَالَ اَخْبَرَنِيْ شَرِيْكُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِيْ نَمِرٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ اَبِيْ مُوْسَى الاَشْعَرِيِّ قَالَ خَرَجَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَوْمًا اِلَى حَائِطٍ بِالْمَدِيْنَةِ لِحَاجَتِهِ فَخَرَجْتُ فِيْ اَثْرِهِ وَاقْتَصَّ الْحَدِيْثَ بِمَعْنَى حَدِيْثِ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلاَلٍ وَذَكَرَ فِي الْحَدِيْثِ قَالَ ابْنُ الْمُسَيِّبِ فَتَأَوَّلْتُ ذٰلِكَ قُبُوْرَهُمْ اِجْتَمَعَتْ هٰهُنَا وَانْفَرَدَ عُثْمَانُ-

৫৯৯৮. হাসান ইব্‌ন আলী হুলওয়ানী ও আবূ বকর ইব্‌ন ইসহাক (র)...... আবূ মূসা আশআরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর (প্রাকৃতিক) প্রয়োজনে মদীনার এক বাগানে গেলেন। আমি তাঁর পায়ের চিহ্ন অনুসরণ করলাম।...... অতঃপর সুলায়মান ইব্‌ন বিলাল-এর হাদীসের অনুরূপ অর্থে রাবী এ হাদীস বর্ণনা করেন। এ হাদীসে এও উল্লেখ আছে যে, ইব্‌ন মুসায়্যিব (র) বলেন, আমি এটিকে ব্যাখ্যা করলাম যে, তা হচ্ছে তাঁদের কবর (নমুনা) এরা এখানে একত্রে, আর পৃথকভাবে আছেন উসমান (রা)।

٤- بَابُ مِنْ فَضَائِلِ عَلِيِّ بْنِ اَبِيْ طَالِبٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ

৪. পরিচ্ছেদ : হযরত আলী ইব্‌ন আবূ তালিব (রা)-এর ফযীলত

٥٩٩٩- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيْمِيُّ وَاَبُوْ جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ وَعُبَيْدُ اللّٰهِ الْقَوَارِيْرِيُّ وَسُرَيْجُ بْنُ يُوْنُسَ كُلُّهُمْ عَنْ يُوْسُفَ الْمَاجِشُوْنِ وَاللَّفْظُ لاِبْنِ الصَّبَّاحِ قَالَ حَدَّثَنَا يُوْسُفُ اَبُوْ سَلَمَةَ الْمَاجِشُوْنُ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ اَبِيْ وَقَّاصٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لِعَلِيٍّ اَنْتَ مِنِّيْ بِمَنْزِلَةِ هَارُوْنَ مِنْ مُوْسَى اِلاَّ اَنَّهُ لاَنَبِيَّ بَعْدِيْ قَالَ سَعِيْدٌ فَاَحْبَبْتُ اَنْ اُشَافِهَ بِهَا سَعْدًا فَلَقِيْتُ سَعْدًا فَحَدَّثْتُهُ بِمَا حَدَّثَنِيْ بِهِ عَامِرٌ فَقَالَ اَنَا سَمِعْتُهُ قُلْتُ اَنْتَ سَمِعْتَهُ قَالَ فَوَضَعَ اِصْبَعَيْهِ عَلَى اُذُنَيْهِ فَقَالَ نَعَمْ وَاِلاَّ فَاسْتَكَّتَا-

৫৯৯৯. ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন ইয়াহ্ইয়া তামীমী, আবূ জা'ফর মুহাম্মদ ইব্‌নুস সাব্বাহ্, উবায়দুল্লাহ্ কাওয়ারীরী ও সুরায়জ ইব্‌ন ইউনুস (র)......আমির ইব্‌ন সা'দ সূত্রে সা'দ ইব্‌ন আবূ ওয়াক্কাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আলী (রা)-কে বলেছেন : তুমি আমার জন্য মূসা (আ)-এর জন্য হারূন-এর মতো। তবে আমার পর কোন নবী নেই। সাঈদ (র) বলেন, (আমিরের কাছে শোনার পরে) আমি ভাল মনে করলাম যে, হাদীসটি প্রত্যক্ষভাবে সা'দ

(রা) থেকে শুনে নিই। অতএব আমি সা'দ (রা)-এর সাথে মিলিত হলাম এবং 'আমির আমাকে যে হাদীস বলেছেন, আমি তাঁকে তা বললাম। তিনি বললেন, আমি এ কথা শুনেছি। আমি বললাম, আপনিই এ কথা শুনেছেন? তিনি দু'কানে দুটো আংগুল দিয়ে বললেন, হ্যাঁ শুনেছি, অন্যথা এ কান দুটো বধির হয়ে যাবে।

٦٠٠٠- وَحَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةَ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالاَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ اَبِىْ وَقَّاصٍ قَالَ خَلَّفَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَلِىَّ بْنَ اَبِىْ طَالِبٍ فِىْ غَزْوَةِ تَبُوْكَ فَقَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ تُخَلِّفُنِىْ فِى النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ فَقَالَ اَمَا تَرْضٰى اَنْ تَكُوْنَ مِنِّىْ بِمَنْزِلَةِ هَارُوْنَ مِنْ مُوْسٰى غَيْرَ اَنَّهُ لاَنَبِىَّ بَعْدِىْ-

৬০০০. আবূ বকর ইব্‌ন আবূ শায়বা, মুহাম্মদ ইব্‌ন মুসান্না ও ইব্‌ন বাশ্‌শার (র)...... সা'দ ইব্‌ন আবূ ওয়াক্‌কাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, তাবূকের যুদ্ধের সময় রাসুলুল্লাহ্ ﷺ আলী (রা)-কে মদীনায় তাঁর প্রতিনিধি বানিয়ে রেখে গেলেন। আলী (রা) বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমাকে কি মহিলা ও শিশুদের সাথে রেখে যাচ্ছেন ? রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : তুমি কি এতে সন্তুষ্ট হবে না যে, আমার তোমার মর্যাদা তুলনায় মূসা (আ)-এর তুলনায় হারূন (আ)-এর মতো হবে। তবে (পার্থক্য এই যে) আমার পর আর কোন নবী নেই।

٦٠٠١- حَدَّثَنَاهُ عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُعَاذٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِىْ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ فِىْ هٰذَا الْاِسْنَادِ-

৬০০১. উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন মুআয (রা) শুবা থেকে এ সনদে হাদীছ বর্ণনা করেছেন।

٦٠٠٢- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ وَتَقَارَبَا فِى اللَّفْظُ قَالاَ حَدَّثَنَا حَاتِمٌ وَهُوَ ابْنُ اِسْمَاعِيْلَ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ مِسْمَارٍ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ اَبِىْ وَقَّاصٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ اَمَرَ مُعَاوِيَةُ بْنُ اَبِىْ سُفْيَانَ سَعْدًا فَقَالَ مَا مَنَعَكَ اَنْ تَسُبَّ اَبَا التُّرَابِ فَقَالَ اَمَّا مَا ذَكَرْتُ ثَلاَ ثَا قَالَهُنَّ لَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَلَنْ اَسُبَّهُ لاَنْ تَكُوْنَ لِىْ وَاحِدَةٌ مِنْهُنَّ اَحَبُّ اِلَىَّ مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ لَهُ وَخَلَّفَهُ فِىْ بَعْضِ مَغَازِيْهِ فَقَالَ لَهُ عَلِىٌّ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ خَلَّفْتَنِىْ مَعَ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَمَا تَرْضٰى اَنْ تَكُوْنَ مِنِّىْ بِمَنْزِلَةِ هَارُوْنَ مِنْ مُوْسٰى اِلاَّ اَنَّهُ لاَنُبُوَّةَ بَعْدِىْ وَسَمِعْتُهُ يَقُوْلُ يَوْمَ خَيْبَرَ لاُعْطِيَنَّ الرَّايَةَ رَجُلاً يُحِبُّ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ وَيُحِبُّهُ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ قَالَ فَتَطَاوَلْنَا لَهَا فَقَالَ اُدْعُوْا لِىْ عَلِيًّا فَاُتِىَ بِهِ اَرْمَدَ فَبَصَقَ فِىْ عَيْنَيْهِ وَدَفَعَ الرَّايَةَ اِلَيْهِ فَفَتَحَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَلَمَّا نَزَلَتْ هٰذِهِ الاٰيَةَ (فَقُلْ تَعَالَوْا) نَدْعُ اَبْنَاءَنَا وَاَبْنَاءَكُمْ دَعَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَلِيًّا وَفَاطِمَةَ وَحَسَنًا وَحُسَيْنًا فَقَالَ اَللّٰهُمَّ هٰؤُلاَءِ اَهْلِىْ-

৬০০২. কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ ও মুহাম্মদ ইব্‌ন আব্বাদ (র)......আমির ইবন সা'দ (র) সূত্রে সা'দ ইব্‌ন আবূ ওয়াক্কাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, মুআবিয়া ইব্‌ন আবূ সুফিয়ান (রা) সা'দ (রা)-কে আমীর বানালেন এবং বললেন,

আপনি আলী (রা)-কে কেন মন্দ বলেন না ? সা'দ বললেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর সম্পর্কে যে তিনটি কথা বলেছেন, তা যতক্ষণ আমার স্মরণে আছে, আমি কখনও তাঁকে মন্দ বলবো না। সেগুলোর মধ্য হতে যদি একটিও আমি লাভ করতে পারতাম, তাহলে তা আমার জন্য লাল কাল উটের চেয়েও বেশি পসন্দনীয় হতো। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে আলী (রা)-এর উদ্দেশ্যে বলতে শুনেছি, আলী (রা)-কে কোন যুদ্ধের সময় প্রতিনিধি বানিয়ে রেখে গেলে তিনি বললেন, মহিলা ও শিশুদের সাথে আমাকে রেখে যাচ্ছেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : তুমি কি এতে সন্তুষ্ট নও যে, আমার তুলনায় তোমার মর্যাদা মূসা (আ)-এর তুলনায় হারূন (আ)-এর মতো। তবে মনে রাখতে হবে যে, আমার পর আর কোন নবী নেই। খায়বারের যুদ্ধের দিন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে আমি বলতে শুনেছি, আমি এমন এক ব্যক্তিকে পতাকা দেবো যে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল ﷺ-কে ভালবাসে আর আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলও তাকে ভালবাসেন। এ কথা শুনে আমরা মাথা উঁচু করলাম (আশায় আশায় অপেক্ষা করতে থাকলাম)। তখন তিনি বললেন, আলীকে ডাকো। আলী আসলেন, তাঁর চোখ উঠেছিলো। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর চোখে লালা দিলেন এবং তাঁর হাতে পতাকা অর্পণ করলেন। পরিশেষে তাঁর হাতেই বিজয় তুলে দিলেন আল্লাহ্। আর যখন (মুবাহালা সংক্রান্ত) আয়াত ঃ "আমরা আমাদের এবং তোমাদের সন্তান-সন্ততিকে ডাকি" (৩ ঃ ৬১) অবতীর্ণ হলো, তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আলী, ফাতিমা, হাসান ও হুসায়ন (রা)-কে ডাকলেন। অতঃপর বললেন হে আল্লাহ্! এরাই আমার পরিবার।

٦٠٠٣- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةَ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالاَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَعْدِ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ سَمِعْتُ اِبْرَاهِيْمَ بْنَ سَعْدٍ عَنْ سَعْدٍ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ اَنَّهُ قَالَ لِعَلِىٍّ اَمَا تَرْضٰى اَنْ تَكُوْنَ مِنِّىْ بِمَنْزِلَةِ هَارُوْنَ مِنْ مُوْسٰى-

৬০০৩. আবূ বকর ইব্ন আবূ শায়বা ও মুহাম্মদ ইব্ন মুসান্না (র)........ সা'দ (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আলী (রা)-কে বলেছেন : তুমি কি সন্তুষ্ট নও যে, তুমি আমার তুলনায় হবে মূসা (আ)-এর তুলনায় হারূন (আ)-এর অবস্থানে।

٦٠٠٤- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ يَعْنِىْ ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْقَارِىَّ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ يَوْمَ خَيْبَرَ لَاُعْطِيَنَّ هٰذِهِ الرَّايَةَ رَجُلاً يُحِبُّ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ يَفْتَحُ اللّٰهُ عَلٰى يَدَيْهِ قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ مَا اَحْبَبْتُ الاِمَارَةَ اِلاَّ يَوْمَئِذٍ قَالَ فَتَسَاوَرْتُ لَهَا رَجَاءَ اَنْ اُدْعٰى لَهَا قَالَ فَدَعَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَلِىَّ بْنَ اَبِىْ طَالِبٍ فَاَعْطَاهُ اِيَّاهَا وَقَالَ امْشِ وَلاَ تَلْتَفِتْ حَتّٰى يَفْتَحَ اللّٰهُ عَلَيْكَ قَالَ فَسَارَ عَلِىٌّ شَيْئًا ثُمَّ وَقَفَ وَلَمْ يَلْتَفِتْ فَصَرَخَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ عَلٰى مَاذَا اُقَاتِلُ النَّاسَ قَالَ قَاتِلْهُمْ حَتّٰى يَشْهَدُوْا اَنْ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَاَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللّٰهِ فَاِذَا فَعَلُوْا ذٰلِكَ فَقَدْ مَنَعُوْا مِنْكَ دِمَاءَهُمْ وَاَمْوَالَهُمْ اِلاَّ بِحَقِّهَا وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللّٰهِ-

৬০০৪. কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ খায়বরের যুদ্ধের সময় বললেন, অবশ্যই আমি ঐ ব্যক্তির কাছে পতাকা অর্পণ করবো, যে ব্যক্তি আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলকে ভালবাসে। তাঁর হাতেই আল্লাহ্ তা'আলা বিজয় দেবেন। উমর (রা) বলেন, শুধু ঐ দিনটি ছাড়া আমি কখনো নেতৃত্বের বাসনা করি নি। এ আশা নিয়ে আমি মাথা উঁচ করলাম যে, হয়ত এ কাজের জন্য আমাকে ডাকা হতে পারে। রাবী বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আলী ইব্‌ন আবূ তালিবকে ডেকে তার হাতে পতাকা দিলেন এবং বললেন : এগিয়ে চলো, এদিক ওদিক তাকিও না, তোমার হাতেই আল্লাহ্ বিজয় তুলে দেয়া পর্যন্ত। রাবী বলেন : এরপর আলী (রা) কিছু দূরে চললেন, পরে থামলেন, এদিক সেদিক দেখলেন না এ অবস্থায় চিৎকার করে বললেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ্! কোন্ কথার উপর আমি লোকদের সাথে লড়াই করবো? রাসূলুল্লাহ্ বললেন : তাদের সাথে লড়াই চালিয়ে যাও যতক্ষণ না তারা সাক্ষ্য প্রদান করে যে, আল্লাহ্ ছাড়া আর কোন ইলাহ্ নেই আর নিঃসন্দেহে মুহাম্মদ ﷺ আল্লাহ্‌র রাসূল। যখনই তারা এ সাক্ষ্য প্রদান করবে, তখনই তারা তাদের প্রাণসমূহ (জানমাল) তোমার হাত থেকে রক্ষা করে ফেলবে। তবে কোন আইনগত কারণে (হলে ভিন্ন কথা) আর তাদের (আন্তরিকতার) হিসাব আল্লাহ্‌র কাছে।

٦٠٠٥- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ يَعْنِي ابْنَ أَبِيْ حَازِمٍ عَنْ أَبِيْ حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ ح وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ وَاللَّفْظُ هٰذَا حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ أَبِيْ حَازِمٍ قَالَ أَخْبَرَنِيْ سَهْلُ بْنُ سَعْدٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ يَوْمَ خَيْبَرَ لَأُعْطِيَنَّ هٰذِهِ الرَّايَةَ رَجُلًا يَفْتَحُ اللّٰهُ عَلٰى يَدَيْهِ يُحِبُّ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ وَيُحِبُّهُ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ قَالَ فَبَاتَ النَّاسُ يَدُوْكُوْنَ لَيْلَتَهُمْ أَيُّهُمْ يُعْطَاهَا قَالَ فَلَمَّا أَصْبَحَ النَّاسُ غَدَوْا عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ كُلُّهُمْ يَرْجُوْنَ أَنْ يُعْطَاهَا فَقَالَ أَيْنَ عَلِيُّ بْنُ أَبِيْ طَالِبٍ فَقَالُوْا هُوَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ يَشْتَكِيْ عَيْنَيْهِ قَالَ فَأَرْسِلُوْا إِلَيْهِ فَأُتِيَ بِهِ فَبَصَقَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِيْ عَيْنَيْهِ وَدَعَا لَهُ فَبَرَءَ حَتّٰى كَأَنْ لَمْ يَكُنْ بِهِ وَجَعٌ فَأَعْطَاهُ الرَّايَةَ فَقَالَ عَلِيٌّ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ أُقَاتِلُهُمْ حَتّٰى يَكُوْنُوْا مِثْلَنَا قَالَ أُنْفُذْ عَلٰى رِسْلِكَ حَتّٰى تَنْزِلَ بِسَاحَتِهِمْ ثُمَّ اُدْعُهُمْ إِلَى الْإِسْلَامِ وَأَخْبِرْهُمْ بِمَا يَجِبُ عَلَيْهِمْ مِنْ حَقِّ اللّٰهِ فِيْهِ فَوَاللّٰهِ لَأَنْ يَهْدِيَ اللّٰهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَنْ يَكُوْنَ لَكَ حُمْرُ النَّعَمِ-

৬০০৫. কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ (র)..... সাহ্‌ল ইব্‌ন সাদ (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ খায়বারের যুদ্ধের দিন বললেন : আমি (আগামীকাল) অবশ্যই এমন এক ব্যক্তির হাতে পতাকা অর্পণ করবো যার হাতে আল্লাহ্‌র তা'আলা বিজয় দান করবেন। সে ব্যক্তি আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলকে ভালবাসে আর আল্লাহ্ তা'আলা ও তাঁর রাসূলও তাকে ভালবাসেন। রাবী বলেন, অতঃপর লোকেরা রাতভর এ আলোচনাই করতে থাকলো যে, কাকে এ পতাকা অর্পণ করা হয়। তিনি বলেন : তারপর সকাল হলে সবাই রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে এলো। প্রত্যেকের এটাই আশা যে, আমাকেই হয়ত তা (পতাকা) দেয়া হবে। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : আলী ইব্‌ন আবূ তালিব কোথায়? লোকেরা বললো, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! তাঁর চোখে অসুখ। তিনি বলেন : তোমরা তাকে ডেকে পাঠাও, পরে তাকে আনা হলো। তিনি তার চোখে থুথু লাগালেন এবং তার জন্য দু'আ করলেন। তিনি সম্পূর্ণ ভালো হয়ে

গেলেন, এমনভাবে, যেন তাঁর কোন রোগই ছিল না। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁকে পতাকা দিলেন। আলী (রা) বললেন , ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি তাদের সাথে লড়াই করবো যতক্ষণ না তারা আমাদের মতো হয়ে যায়। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : তুমি তোমার উদ্দেশ্যে চলে যাও ব্যস্ত না হয়ে এবং ওদের মাঠে অবতীর্ণ হয়ে তাদের ইসলামের দিকে দাওয়াত দাও। আর তাদের অবশ্য করণীয় আল্লাহ্র হকগুলো সম্পর্কে অবহিত করা। কেননা আল্লাহ্র শপথ! তোমার মাধ্যমে যদি আল্লাহ্ একটা মানুষকেও হিদায়াত করেন, তবে তা তোমার জন্য লাল লাল উট থেকেও উত্তম।

٦٠٠٦- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا حَاتِمٌ يَعْنِي ابْنَ اِسْمَاعِيْلَ عَنْ يَزِيْدَ ابْنِ اَبِيْ عُبَيْدٍ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الاَكْوَعِ قَالَ كَانَ عَلِيٌّ قَدْ تَخَلَّفَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ خَيْبَرَ وَكَانَ رَمِدًا فَقَالَ اَنَا اَتَخَلَّفُ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَخَرَجَ عَلِيٌّ فَلَحِقَ بِالنَّبِيِّ ﷺ فَلَمَّا كَانَ مَسَاءُ اللَّيْلَةِ الَّتِيْ فَتَحَهَا اللّٰهُ فِيْ صَبَاحِهَا قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَاُعْطِيَنَّ الرَّايَةَ اَوْ لَيَأْخُذَنَّ بِالرَّايَةِ غَدًا رَجُلٌ يُحِبُّهُ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ اَوْ قَالَ يُحِبُّ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ يَفْتَحُ اللّٰهُ عَلَيْهِ فَاِذَا نَحْنُ بِعَلِيٍّ وَمَا نَرْجُوْهُ فَقَالُوْا هٰذَا عَلِيٌّ فَاَعْطَاهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الرَّايَةَ فَفَتَحَ اللّٰهُ عَلَيْهِ-

৬০০৬. কুতায়বা ইব্ন সাঈদ (র) .... সালামা ইব্ন আকওয়া (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, খায়বারের যুদ্ধে আলী (র) পেছনে রয়ে গেলেন। তাঁর চোখ উঠেছিলো। তিনি বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে ছেড়ে পিছনে পড়ে থাকবো ? তিনি বের হলেন এবং রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সাথে মিলিত হলেন। বিজয় প্রভাতের আগের দিন সন্ধ্যায় রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : আগামীকাল এমন এক ব্যক্তিকে পতাকা প্রদান করবো, অথবা (বললেন) পতাকা এমন এক ব্যক্তি গ্রহণ করবে যাকে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল ভালবাসেন। অথবা (বললেন) যিনি আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলকে ভালবাসেন। তাঁর হাতেই আল্লাহ্ বিজয় দেবেন। হঠাৎ আমরা আলী (রা)-কে দেখলাম। আমরা তাঁকে আশা করি নি। লোকেরা বললো, ইনি তো আলী। আর তাঁকেই রাসূলুল্লাহ্ ﷺ পতাকা দিলেন এবং তাঁর হাতে আল্লাহ্ বিজয় দান করলেন!

٦٠٠٧- حَدَّثَنِيْ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَشُجَاعُ بْنُ مَخْلَدٍ جَمِيْعًا عَنِ ابْنِ عُلَيَّةَ قَالَ زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ حَدَّثَنِيْ اَبُوْ حَيَّانَ حَدَّثَنِيْ يَزِيْدُ بْنُ حَيَّانَ قَالَ انْطَلَقْتُ اَنَا وَحُصَيْنُ بْنُ سَبْرَةَ وَعُمَرُ بْنُ مُسْلِمٍ اِلٰى زَيْدِ بْنِ اَرْقَمَ فَلَمَّا جَلَسْنَا اِلَيْهِ قَالَ لَهٗ حُصَيْنٌ لَقَدْ لَقِيْتَ يَازَيْدُ خَيْرًا كَثِيْرًا رَأَيْتَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ وَسَمِعْتَ حَدِيْثَهُ وَغَزَوْتَ مَعَهُ وَصَلَّيْتَ خَلْفَهُ لَقَدْ لَقِيْتَ يَازَيْدُ خَيْرًا كَثِيْرًا حَدَّثَنَا يَازَيْدُ مَا سَمِعْتَ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ يَا ابْنَ اَخِيْ وَاللّٰهِ لَقَدْ كَبِرَتْ سِنِّيْ وَقَدُمَ عَهْدِيْ وَنَسِيْتُ بَعْضَ الَّذِيْ كُنْتُ اَعِيْ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَمَا حَدَّثْتُكُمْ فَاقْبَلُوْا وَمَا لَا فَلَا تُكَلِّفُوْنِيْهِ ثُمَّ قَالَ قَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَوْمًا فِيْنَا خَطِيْبًا بِمَاءٍ يُدْعٰى خُمًّا بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِيْنَةِ فَحَمِدَ اللّٰهَ وَاَثْنٰى عَلَيْهِ وَوَعَظَ وَذَكَّرَ ثُمَّ قَالَ اَمَّا بَعْدُ اَلَا اَيُّهَا النَّاسُ فَاِنَّمَا اَنَا بَشَرٌ يُوْشِكُ اَنْ

يَأْتِي رَسُوْلُ رَبِّيْ فَأُجِيْبَ وَاَنَا تَارِكٌ فِيْكُمْ ثَقَلَيْنِ اَوَّلُهُمَا كِتَابُ اللّٰهِ فِيْهِ الْهُدٰى وَالنُّوْرُ فَخُذُوْا بِكِتَابِ اللّٰهِ وَاسْتَمْسِكُوْا بِهِ فَحَثَّ عَلٰى كِتَابِ اللّٰهِ وَرَغَّبَ فِيْهِ ثُمَّ قَالَ وَاَهْلُ بَيْتِيْ اُذَكِّرُكُمُ اللّٰهَ فِيْ اَهْلِ بَيْتِيْ اُذَكِّرُكُمُ اللّٰهَ فِيْ اَهْلِ بَيْتِيْ اُذَكِّرُكُمُ اللّٰهَ فِيْ اَهْلِ بَيْتِيْ فَقَالَ لَهٗ حُصَيْنٌ وَمَنْ اَهْلُ بَيْتِهِ يَازَيْدُ اَلَيْسَ نِسَاؤُهُ مِنْ اَهْلِ بَيْتِهِ قَالَ نِسَاؤُهُ مِنْ اَهْلِ بَيْتِهِ وَلٰكِنْ اَهْلُ بَيْتِهِ مَنْ حُرِمَ الصَّدَقَةَ بَعْدَهُ قَالَ وَمَنْ هُمْ قَالَ هُمْ اٰلُ عَلِيٍّ وَاٰلُ عَقِيْلٍ وَاٰلُ جَعْفَرٍ وَاٰلُ عَبَّاسٍ قَالَ كُلُّ هٰؤُلَاءِ حُرِمَ الصَّدَقَةَ قَالَ نَعَمْ-

৬০০৭ যুহায়র ইব্‌ন হার্‌ব ও শুজা' ইব্‌ন মাখলাদ (র)...... ইয়াযীদ ইব্‌ন হায়্যান (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি, হুসায়ন ইব্‌ন সাবুরা এবং উমর ইব্‌ন মুসলিম— আমরা যায়দ ইব্‌ন আরকাম (রা)-এর নিকট গেলাম। আমরা যখন তাঁর কাছে বসি, তখন হুসায়ন (রা) বললেন, হে যায়দ! আপনি তো বহু কল্যাণ প্রত্যক্ষ করেছেন, আল্লাহ্‌র রাসূল ﷺ-কে দেখেছেন, তাঁর হাদীস শুনেছেন, তাঁর সাথে থেকে যুদ্ধ করেছেন এবং তাঁর পেছনে সালাত আদায় করেছেন। আপনি বহু কল্যাণ লাভ করেছেন, হে যায়দ! আপনি রাসূলুল্লাহ্ থেকে যা শুনেছেন, তা (হাদীস) আমাদের বলুন না। যায়দ (রা) বললেন, ভ্রাতুষ্পুত্র! আমার বয়সে হয়েছে, আমি পুরানো যুগের মানুষ। সুতরাং রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছ থেকে যা আমি সংরক্ষণ করেছিলাম, এর কিছু ভুলে গিয়েছি। তাই আমি যা বলি, তা কবূল কর আর আমি যা না বলি, সে ব্যাপারে আমাকে বাধ্য কর না। তারপর তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ একদিন মক্কা ও মদীনার মধ্যবর্তী 'খুম্ম' নামক স্থানে দাঁড়িয়ে আমাদের সামনে ভাষণ দিলেন। আল্লাহ্‌র প্রশংসা ও ছানা বর্ণনা শেষে ওয়ায-নসীহত করলেন। তারপর বললেন, সাবধান, হে লোক সকল! আমিও একজন মানুষই আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে প্রেরিত দূত আসবেন, আর আমিও তাঁর ডাকে সাড়া দেব। আমি তোমাদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ দু'টো জিনিস রেখে যাচ্ছি। এর প্রথমটি হলো আল্লাহ্‌র কিতাব। এতে হিদায়াত এবং নূর রয়েছে। সুতরাং তোমরা আল্লাহ্‌র কিতাবকে অবলম্বন কর, একে শক্ত করে ধরে রাখো। এরপর তিনি কুরআনের প্রতি উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা দিলেন। তারপর বললেন, আর হলো আমার 'আহলে বায়ত'। আর আমি আহলে বায়তের ব্যাপারে তোমাদের আল্লাহ্‌র কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি, আহলে বায়তের ব্যাপারে তোমাদের আল্লাহ্‌র কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি, আহলে বায়তের ব্যাপারে তোমাদের আল্লাহ্‌র কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি। হুসায়ন (রা) বললেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর 'আহলে বায়ত' কারা, হে যায়দ? রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর বিবিগণ কি আহলে বায়তের অন্তর্ভুক্ত নন? যায়দ (রা) বললেন, বিবিগণও আহলে বায়তের অন্তর্ভুক্ত; তবে আহলে বায়ত তাঁরাই, যাঁদের জন্য যাকাত গ্রহণ হারাম। হুসায়ন (রা) বললেন, এ সব লোক কারা? যায়দ (রা) বললেন, এঁরা আলী, আকীল, জা'ফর ও আব্বাস (রা)-এর পরিবার-পরিজন। হুসায়ন (রা) বললেন, এঁদের সবার জন্য যাকাত হারাম? যায়দ (রা) বললেন, হ্যাঁ।

٦٠٠٨- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكَّارِ بْنِ الرَّيَّانِ حَدَّثَنَا حَسَّانُ يَعْنِىْ ابْنَ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ مَسْرُوْقٍ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ حَيَّانَ عَنْ زَيْدِ بْنِ اَرْقَمَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَسَاقَ الْحَدِيْثَ بِنَحْوِهِ بِمَعْنٰى حَدِيْثِ زُهَيْرٍ-

৬০০৮. মুহাম্মদ ইব্‌ন বাক্কার ইব্‌ন রাইয়্যান (র)...... যায়দ ইব্‌ন আরকাম (রা) সূত্রে নবী ﷺ হতে যুহায়র (র)-এর অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

٦٠٠٩- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِى شَيْبَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ح وَحَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ اَخْبَرَنَا جَرِيْرٌ كِلاَهُمَا عَنْ اَبِى حَيَّانَ بِهٰذَا الاِسْنَادِ نَحْوَ حَدِيْثِ اِسْمَاعِيْلَ وَزَادَ فِى حَدِيْثِ جَرِيْرٍ كِتَابُ اللّٰهِ فِيْهِ الْهُدٰى وَالنُّوْرُ مَنِ اسْتَمْسَكَ بِهِ وَاَخَذَ بِهِ كَانَ عَلَى الْهُدٰى وَمَنْ اَخْطَأَهُ ضَلَّ-

৬০০৯. আবূ বকর ইব্‌ন আবূ শায়বা ও ইসহাক ইব্‌ন ইবরাহীম (র)...... ইব্‌ন হায়্যান (র) থেকে এ সনদেই ইসমাঈলের হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেন। জারীরের হাদীসে "আল্লাহ্‌র কিতাব, তাতে রয়েছে হিদায়াত ও আলো, যে এটাকে ধরে রাখবে, হিদায়াতের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে। আর যে এটা ছেড়ে দেবে, সে পথ হারিয়ে ফেলবে", বাক্যটি অধিক উল্লেখ আছে।

٦٠١٠- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكَّارِ بْنِ الرَّيَّانِ حَدَّثَنَا حَسَّانُ يَعْنِى ابْنَ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ سَعِيْدٍ وَهُوَ ابْنُ مَسْرُوْقٍ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ حَيَّانَ عَنْ زَيْدِ بْنِ اَرْقَمَ قَالَ دَخَلْنَا عَلَيْهِ فَقُلْنَا لَهُ لَقَدْ رَأَيْتَ خَيْرًا لَقَدْ صَاحَبْتَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ وَصَلَّيْتَ خَلْفَهُ وَسَاقَ الْحَدِيْثَ بِنَحْوِ حَدِيْثِ اَبِى حَيَّانَ غَيْرَ اَنَّهُ قَالَ اَلاَ وَاِنِّى تَارِكٌ فِيْكُمْ الثَّقَلَيْنِ اَحَدُهُمَا كِتَابُ اللّٰهِ هُوَ حَبْلُ اللّٰهِ مَنِ اتَّبَعَهُ كَانَ عَلَى الْهُدٰى وَمَنْ تَرَكَهُ كَانَ عَلَى ضَلاَلَةٍ وَفِيْهِ فَقُلْنَا مَنْ اَهْلُ بَيْتِهِ نِسَاؤُهُ قَالَ لاَ اَيْمُ اللّٰهِ اِنَّ الْمَرْأَةَ تَكُوْنُ مَعَ الرَّجُلِ الْعَصْرَ مِنَ الدَّهْرِ ثُمَّ يُطَلِّقُهَا فَتَرْجِعُ اِلَى اَبِيْهَا وَقَوْمِهَا اَهْلُ بَيْتِهِ اَصْلُهُ وَعَصَبَتُهُ الَّذِيْنَ حُرِمُوْا الصَّدَقَةَ بَعْدَهُ-

৬০১০. মুহাম্মদ ইব্‌ন বাক্কার ইব্‌ন রায়্যান (র)......ইয়াযীদ ইব্‌ন হায়্যান (র) সূত্রে যায়দ ইব্‌ন আরকাম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি (ইয়াযীদ) বলেন, আমরা তাঁর কাছে গিয়ে বললাম, আপনি তো বহু কল্যাণ প্রত্যক্ষ করেছেন, আপনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সাহচর্যে রয়েছেন, তাঁর পেছনে সালাত আদায় করেছেন। এরপর আবূ হায়্যানের হাদীসের অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন। তবে এ হাদীসে আছে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : আমি তোমাদের মাঝে দু'টো 'ভারী' (গুরুত্বপূর্ণ) জিনিস রেখে যাচ্ছি। আল্লাহ্‌র কিতাব, যেটি আল্লাহ্‌র রশি, যে এর অনুসরণ করবে, হিদায়াতের উপর থাকবে; আর যে একে ছেড়ে দেবে, সে পথভ্রষ্টতায় পতিত হবে। এ বর্ণনায় আরো আছে যে, আমরা বললাম, রাসূলের আহলে বায়তের মধ্যে কি তাঁর বিবিরা অন্তর্ভুক্ত রয়েছেন? যায়দ (রা) বললেন, আল্লাহ্‌র শপথ! স্ত্রীরা একটা সময় পুরুষদের সাথে থাকে, এরপর তাকে স্বামী তালাক দিলে সে তার পিতা এবং গোষ্ঠীর কাছে ফিরে যায়। আহলে বায়ত হলো রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর মূল (রক্তধারার) বংশ এবং তাঁর স্বগোত্রীয়রা, যাঁদের জন্য (নবীর তিরোধানের) পর যাকাত হারাম।

٦٠١١- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ يَعْنِى ابْنَ اَبِى حَازِمٍ عَنْ اَبِى حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ اسْتُعْمِلَ عَلَى الْمَدِيْنَةِ رَجُلٌ مِنْ اٰلِ مَرْوَانَ قَالَ فَدَعَا سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ فَاَمَرَهُ اَنْ يَشْتِمَ عَلِيًّا قَالَ فَاَبَى سَهْلٌ فَقَالَ لَهُ اَمَّا اِذَا اَبَيْتَ فَقُلْ لَعَنَ اللّٰهُ اَبَا التُّرَابِ فَقَالَ سَهْلٌ مَا كَانَ لِعَلِىٍّ اسْمٌ اَحَبَّ اِلَيْهِ مِنْ اَبِى التُّرَابِ وَاِنْ كَانَ لَيَفْرَحُ اِذَا دُعِىَ بِهَا فَقَالَ لَهُ اَخْبِرْنَا عَنْ قِصَّتِهِ لِمَ سُمِّىَ اَبَا

تُرَابٍ قَالَ جَاءَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بَيْتَ فَاطِمَةَ فَلَمْ يَجِدْ عَلِيًّا فِى الْبَيْتِ فَقَالَ اَيْنَ ابْنُ عَمِّكِ فَقَالَتْ كَانَ بَيْنِىْ وَبَيْنَهُ شَىْءٌ فَغَاضَبَنِىْ فَخَرَجَ فَلَمْ يَقِلْ عِنْدِىْ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لِاِنْسَانٍ اُنْظُرْ اَيْنَ هُوَ فَجَاءَ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ هُوَ فِى الْمَسْجِدِ رَاقِدٌ فَجَاءَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَهُوَ مُضْطَجِعٌ قَدْ سَقَطَ رِدَاءُهُ عَنْ شِقِّهِ فَاَصَابَهُ تُرَابٌ فَجَعَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَمْسَحُهُ عَنْهُ وَيَقُوْلُ قُمْ اَبَا التُّرَابِ قُمْ اَبَا التُّرَابِ-

৬০১১. কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ (র)...... সাহ্‌ল ইব্‌ন সা'দ (রা) থেকে বর্ণিত যে, মারওয়ানের বংশের এক ব্যক্তি মদীনার শাসনকর্তা নিযুক্ত হলো, সে সাহ্‌লকে ডেকে এনে আলী (রা)-কে গালি দিতে বলল। সাহ্‌ল (রা) অস্বীকার করলেন। সে (শাসক ব্যক্তিটি) বললো, তুমি যদি গালি নাই দাও তবে অন্তত বল যে, আবূ তুরাবের উপর আল্লাহ্‌র অভিসম্পাত। সাহল (রা) বললেন, আলী (রা)-এর কাছে কোন নামই এর চেয়ে বেশি পসন্দনীয় ছিল না। এ নামে ডাকলে তিনি খুশি হতেন। সে ব্যক্তি বললো, তা হলে আবূ তুরাব নাম হওয়ার ঘটনা বর্ণনা কর। তিনি বললেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ফাতিমা (রা)-এর ঘরে পদার্পণ করলেন; কিন্তু আলী (রা)-কে ঘরে পেলেন না। তখন বললেন, তোমার চাচাত ভাই কোথায়? ফাতিমা (রা) বললেন, তাঁর আর আমার মাঝে একটা (বাক-বিতণ্ডা) ঘটেছিল, যার ফলে তিনি রাগ করে চলে গেছেন, আর তিনি আমার কাছে দিবা বিশ্রাম করেন নি। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এক ব্যক্তিকে বললেন, দেখ্ তো, আলী কোথায়। লোকটি এসে বললো, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! তিনি মসজিদে শুয়ে আছেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর কাছে এলেন। আলী (রা) শুয়েছিলেন। তাঁর এক পাশের চাদর সরে গিয়েছিল, ফলে শরীরে মাটি লেগে গিয়েছিল। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তা ঝাড়তে শুরু করলেন এবং বললেন, হে আবূ তুরাব, উঠ! হে আবূ তুরাব, উঠ! (হে মাটি মাখা!)

٥- بَابُ فِىْ فَضْلِ سَعْدِ بْنِ اَبِىْ وَقَّاصٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ

৫. পরিচ্ছেদ : হযরত সা'দ ইব্‌ন আবূ ওয়াক্কাস (রা)-এর ফযীলত

٦٠١٢- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ ابْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ عَنْ يَحْيٰى ابْنِ سَعِيْدٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيْعَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ اَرِقَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ذَاتَ لَيْلَةٍ فَقَالَ لَيْتَ رَجُلًا صَالِحًا مِنْ اَصْحَابِىْ يَحْرُسُنِى اللَّيْلَةَ قَالَتْ وَسَمِعْنَا صَوْتَ السِّلَاحِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ هٰذَا قَالَ سَعْدُ بْنُ اَبِىْ وَقَّاصٍ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ جِئْتُ اَحْرُسُكَ قَالَتْ عَائِشَةُ فَنَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ حَتّٰى سَمِعْتُ غَطِيْطَهُ-

৬০১২. আবদুল্লাহ্. ইব্‌ন মাস্‌লামা ইব্‌ন কা'নাব (র)...... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, এক রাতে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বিনিদ্র রইলেন, আর তিনি বললেন, যদি আমার কোন পুণ্যবান সাহাবী (ভাল মানুষ) এ রাতটিতে আমাকে প্রহরা দিতো! এমন সময় আমরা অস্ত্রের ঝন্‌ঝনানি শুনতে পেলাম। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : এ কে? উত্তর এলো, (আমি) সা'দ ইব্‌ন আবূ ওয়াক্কাস। আপনাকে পাহারা দিতে এসেছি ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আয়েশা (রা) বললেন, তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ঘুমিয়ে পড়লেন। এমনকি আমি তাঁর নাক ডাকার শব্দও শুনতে পেলাম।

٦٠١٣- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ اَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيْعَةَ اَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ سَهِرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَقْدَمَهُ الْمَدِيْنَةَ لَيْلَةً فَقَالَ لَيْتَ رَجُلاً صَالِحًا مِنْ اَصْحَابِيْ يَحْرُسُنِيْ اللَّيْلَةَ قَالَتْ فَبَيْنَا نَحْنُ كَذٰلِكَ سَمِعْنَا خَشْخَشَةَ سِلاَحٍ فَقَالَ مَنْ هٰذَا قَالَ سَعْدُ بْنُ اَبِيْ وَقَّاصٍ فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَاجَاءَبِكَ قَالَ وَقَعَ فِيْ نَفْسِيْ خَوْفٌ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَجِئْتُ اَحْرُسُهُ فَدَعَا لَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ثُمَّ نَامَ وَفِيْ رِوَايَةِ ابْنِ رُمْحٍ فَقُلْنَا مَنْ هٰذَا-

৬০১৩. কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ ও মুহাম্মদ ইব্‌ন রুমহ (র)...... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মদীনা আগমনের প্রথম সময়ে এক রাতে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বিনিদ্র রইলেন। আর তিনি বললেন : আমার সাহাবীদের মধ্য হতে কোন নেক ব্যক্তি আমাকে এ রাতে পাহারা দিলে কতই না ভালো হতো! আয়েশা (রা) বলেন যে, এমতাবস্থায়ই আমরা অস্ত্রের ঝন্‌ঝন শব্দ শুনতে পেলাম। তিনি (রাসূলুল্লাহ্ ﷺ) বললেন : এ কে? তিনি বললেন, সা'দ ইব্‌ন আবূ ওয়াক্কাস। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : এসেছো ? তোমার আসার কারণ? তিনি [সা'দ (রা)] বললেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর ব্যাপারে আমার মনে ভয় জেগেছে, তাই তাঁকে পাহারা দিতে এলাম। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর জন্যে দু'আ করলেন, তারপর তিনি ঘুমিয়ে পড়লেন। ইব্‌ন রুমহ (র)-এর বর্ণনায় আছে, "আমরা বললাম, ইনি কে"?

٦٠١٤- حَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ ابْنُ الْمُثَنّٰى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ قَالَ سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيْدٍ يَقُوْلُ سَمِعْتُ عَبْدَ اللّٰهِ ابْنَ عَامِرِ بْنِ رَبِيْعَةَ يَقُوْلُ قَالَتْ عَائِشَةُ اَرِقَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ذَاتَ لَيْلَةٍ بِمِثْلِ حَدِيْثِ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلاَلٍ-

৬০১৪. মুহাম্মদ ইব্‌ন মুসান্না (র)......আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক রাতে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ জাগ্রত রইলেন।..... (পরবর্তী অংশ) সুলায়মান ইব্‌ন বিলালের অনুরূপ হাদীস বর্ণিত আছে।

٦٠١٥- حَدَّثَنَا مَنْصُوْرُ بْنُ اَبِيْ مُزَاحِمٍ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ يَعْنِيْ ابْنَ سَعْدٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ شَدَّادٍ قَالَ سَمِعْتُ عَلِيًا يَقُوْلُ مَا جَمَعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَبَوَيْهِ لاَحَدٍ غَيْرَ سَعْدِ بْنِ مَالِكٍ فَاِنَّهُ جَعَلَ يَقُوْلُ لَهُ يَوْمَ اُحُدٍ اِرْمِ فِدَاكَ اَبِيْ وَاُمِّيْ-

৬০১৫. মানসূর ইব্‌ন আবূ মুযাহিম (র)...... আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সা'দ ইব্‌ন মালিক (রা) ছাড়া আর কারো জন্য রাসূলুল্লাহ্ ﷺ নিজের মাতাপিতা উভয়ের (উৎসর্গীকরণের) উল্লেখ এক সাথে করেন নি। উহুদ যুদ্ধের দিন তিনি সা'দকে বলেছিলেন, তীর নিক্ষেপ কর, সা'দ! আমার মা-বাবা তোমার জন্য উৎসর্গ হোন।

٦٠١٦- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُثَنّٰى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالاَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ح وَحَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ ح وَحَدَّثَنَا اَبُوْ كُرَيْبٍ وَاِسْحَاقُ الْحَنْظَلِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ بِشْرٍ

عَنْ مِسْعَرٍ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مِسْعَرٍ كُلُّهُمْ عَنْ سَعْدِ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ شَدَّادٍ عَنْ عَلِىٍّ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ بِمِثْلِهِ–

৬০১৬. মুহাম্মদ ইব্‌ন মুসান্না, ইব্‌ন বাশ্‌শার, আবূ বকর ইব্‌ন আবূ শায়বা, আবূ কুরায়ব, ইসহাক হান্‌যালী ও ইব্‌ন আবূ উমর (রা)...... আলী (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে অনুরূপ হাদীস বর্ণিত আছে।

٦٠١٧– حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ يَعْنِىْ ابْنَ بِلاَلٍ عَنْ يَحْيَى وَهُوَ ابْنُ سَعِيْدٍ عَنْ سَعِيْدٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ اَبِىْ وَقَّاصٍ قَالَ لَقَدْ جَمَعَ لِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَبَوَيْهِ يَوْمَ اُحُدٍ–

৬০১৭. আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসলামা ইব্‌ন কা'নাব (র)...... সা'দ ইব্‌ন আবূ ওয়াক্‌কাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উহুদ দিবসে আমার জন্য রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর পিতা ও মাতাকে একত্রে উৎসর্গিত করেছেন।

٦٠١٨– حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ وَابْنُ رُمْحٍ عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ كِلاَهُمَا عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ بِهٰذَ الْاِسْنَادِ–

৬০১৮. কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ, ইব্‌ন রুমহ্ ও ইব্‌ন মুসান্না (রা)...... ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন সাঈদ (রা) সূত্রে এ সনদেই বর্ণনা করেছেন।

٦٠١٩– حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ حَدَّثَنَا حَاتِمٌ يَعْنِىْ ابْنَ اسْمَاعِيْلَ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ مِسْمَارٍ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ جَمَعَ لَهُ اَبَوَيْهِ يَوْمَ اُحُدٍ قَالَ كَانَ رَجُلٌ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ قَدْ اَحْرَقَ الْمُسْلِمِيْنَ فَقَالَ لَهُ النَّبِىُّ ﷺ ارْمِ فِدَاكَ اَبِىْ وَاُمِّىْ قَالَ فَنَزَعْتُ لَهُ بِسَهْمٍ لَيْسَ فِيْهِ نَصْلٌ فَاَصَبْتُ جَنْبَهُ فَسَقَطَ وَانْكَشَفَتْ عَوْرَتُهُ فَضَحِكَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ حَتّٰى نَظَرْتُ اِلَى نَوَاجِذِهِ–

৬০১৯. মুহাম্মদ ইব্‌ন আব্বাদ (র)...... সা'দ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ উহুদ যুদ্ধের দিন তার জন্য তার পিতা ও মাতাকে একত্রে উল্লেখ করেছিলেন। সা'দ (রা) বলেন, মুশরিকদের একটা লোক মুসলমানদের জ্বালিয়ে মারছিলো। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : হে সা'দ, তীর মারো। আমার পিতামাতা তোমার জন্য উৎসর্গ। আমি তার উদ্দেশ্যে একটা তীর বের করলাম, যাতে ফলা (ধারালো অংশটি) ছিলো না, ওটা তার পাঁজরে লাগলে সে পড়ে গেলো, এতে তার লজ্জাস্থান প্রকাশিত হয়ে গেল। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এমনভাবে হাসলেন : আমি তাঁর মাড়ির দাঁত পর্যন্ত দেখতে পেলাম।

٦٠٢٠– حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالاَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُوْسَى قَالَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا سِمَاكُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنِىْ مُصْعَبُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّهُ نَزَلَتْ فِيْهِ اٰيَاتٌ مِنَ الْقُرْاٰنِ قَالَ حَلَفَتْ اُمُّ سَعْدٍ اَنْ لاَ تُكَلِّمَهُ اَبَدًا حَتّٰى يَكْفُرَ بِدِيْنِهِ وَلاَ تَاْكُلَ وَلاَ تَشْرَبَ قَالَتْ زَعَمْتَ اَنَّ اللّٰهَ

وَصَّاكَ بِوَالِدَيْكَ فَاَنَا اُمُّكَ وَاَنَا اٰمُرُكَ بِهٰذَا قَالَ مَكَثَتْ ثَلاَثًا حَتّٰى غُشِىَ عَلَيْهَا مِنَ الْجُهْدِ فَقَامَ ابْنٌ لَهَا يُقَالُ لَهُ عُمَارَةُ فَسَقَاهَا فَجَعَلَتْ تَدْعُوْا عَلٰى سَعْدٍ فَاَنْزَلَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ فِى الْقُرْاٰنِ هٰذِهِ الْاٰيَةَ : وَوَصَّيْنَا الْاِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَاِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِىْ مَا لَيْسَ لَكَ بِهٖ عِلْمٌ فَلاَ تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِى الدُّنْيَا مَعْرُوْفًا قَالَ وَاَصَابَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ غَنِيْمَةً عَظِيْمَةً فَاِذَا فِيْهَا سَيْفٌ فَاَخَذْتُهُ فَاَتَيْتُ بِهٖ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَقُلْتُ نَفِّلْنِىْ هٰذَا السَّيْفَ فَاَنَا مَنْ قَدْ عَلِمْتَ حَالَهُ فَقَالَ رُدَّهُ مِنْ حَيْثُ اَخَذْتَهُ فَانْطَلَقْتُ حَتّٰى اَرَدْتُ اَنْ اُلْقِيَهُ فِى الْقَبَضِ لاَمَتْنِىْ نَفْسِىْ فَرَجَعْتُ اِلَيْهِ فَقُلْتُ اَعْطِنِيْهِ قَالَ فَشَدَّلِىْ صَوْتَهُ رُدُّهُ مِنْ حَيْثُ اَخَذْتَهُ قَالَ فَاَنْزَلَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ : يَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الْاَنْفَالِ قَالَ وَمَرِضْتُ فَاَرْسَلْتُ اِلَى النَّبِىِّ ﷺ فَاَتَانِىْ فَقُلْتُ دَعْنِىْ اَقْسِمْ مَالِىْ حَيْثُ شِئْتُ قَالَ فَاَبٰى قُلْتُ فَالنِّصْفَ قَالَ فَاَبٰى قُلْتُ فَالثُّلُثَ قَالَ فَسَكَتَ فَكَانَ بَعْدُ الثُّلُثُ جَائِزًا قَالَ وَاَتَيْتُ عَلٰى نَفَرٍ مِنَ الْاَنْصَارِ وَالْمُهَاجِرِيْنَ فَقَالُوْا تَعَالَ نُطْعِمُكَ وَنَسْقِيْكَ خَمْرًا وَذٰلِكَ قَبْلَ اَنْ تُحَرَّمَ الْخَمْرُ قَالَ فَاَتَيْتُهُمْ فِىْ حَشٍّ وَالْحَشُّ اَلْبُسْتَانُ فَاِذَا رَأْسُ جَزُوْرٍ مَشْوِىٌّ عِنْدَهُمْ وَزِقٌّ مِنْ خَمْرٍ قَالَ فَاَكَلْتُ وَشَرِبْتُ مَعَهُمْ قَالَ الْاَنْصَارِ فَذُكِرَتِ الْاَنْصَارُ وَالْمُهَاجِرُيْنَ عِنْدَهُمْ فَقُلْتُ الْمُهَاجِرُوْنَ خَيْرٌ مِنَ الْاَنْصَارِ قَالَ فَاَخَذَ رَجُلٌ اَحَدَ لَحْيَىِ الرَّأْسِ فَضَرَبَنِىْ بِهٖ فَجَرَحَ بِاَنْفِىْ فَاَتَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَاَخْبَرْتُهُ فَاَنْزَلَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ فِىَّ يَعْنِىْ نَفْسَهُ شَاْنَ الْخَمْرِ : اِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْاَنْصَابُ وَالْاَزْلاَمُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ-

৬০২০. আবূ বকর ইব্‌ন আবূ শায়বা ও যুহায়র ইব্‌ন হারব (র)...... মুসআব ইব্‌ন সা'দ (রা) সূত্রে তাঁর পিতা থেকে বর্ণিত যে, তাঁর সম্পর্কে কুরআনের কিছু আয়াত অবতীর্ণ হলো। তিনি বলেন, তাঁর মা শপথ করল যে, যতক্ষণ তিনি তাঁর দীন (ইসলাম)-কে অস্বীকার না করবেন ততক্ষণ তাঁর সাথে কথা বলবে না, খাবেও না, পানও করবে না। সে বললো, আল্লাহ্ তা'আলা তোকে আদেশ করেছেন, পিতামাতার কথা মানতে। আর আমি তোর মা। আমি তোকে এ আদেশ করছি। মা তিন দিন পর্যন্ত কিছু খেলো না। কষ্টে সে বেহুঁশ হয়ে গেলে উমারাহ্ নামে তার এক ছেলে তাকে পানি পান করালো। মা সা'দের উপর বদদু'আ করতে লাগলো। তখন মহিয়ান গরিয়ান আল্লাহ্ তা'আলা কুরআন শরীফে এ আয়াত অবতীর্ণ করলেন : "আমি মানুষকে নির্দেশ দিয়েছি তার পিতামাতার প্রতি সদ্ব্যবহার করতে। তবে তারা যদি তোমার উপর বল প্রয়োগ করে, আমার সাথে এমন কিছু শরীক করতে যার সম্পর্কে তোমার কোন জ্ঞান নেই, তবে তুমি তাদের মেনো না।" (২৯ ঃ ৮) "আর পৃথিবীতে তাদের সাথে বসবাস করবে সদ্ভাবে।" (৩১ ঃ ১৫) সা'দ বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর হাতে বিপুল পরিমাণ যুদ্ধলব্ধ সম্পদ আসলো। এতে একটি তলোয়ারও ছিল। আমি সেটা নিয়ে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে এলাম, বললাম এ তলোয়ারটি আমায় নফল (বিশেষ দান রূপে) দান করুন। আর আমার অবস্থা তো আপনি জানেনেই। তিনি

বললেন, এটা যেখান থেকে নিয়েছ সেখানেই রেখে দাও। আমি গেলাম এবং ইচ্ছে করলাম যে, এটাকে ভাণ্ডারে রেখে দেই; কিন্তু আমার মন আমাকে ধিক্কার দিল। তখনই রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে ফিরে এলাম। বললাম, আমায় এটা দান করুন। তিনি কড়া আওয়াযে বললেন, এটা যেখানে থেকে এনেছ সেখানে রেখে দাও। তখন আল্লাহ্ তা'আলা অবতীর্ণ করলেন : "তারা আপনাকে যুদ্ধলব্ধ মাল সম্পর্কে প্রশ্ন করে।" (৮ ঃ ১)। তিনি বলেন, অসুস্থ হয়ে আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে আসার জন্য লোক পাঠালাম, তিনি আসলেন। আমি বললাম, আমাকে অনুমতি দান করুন, আমি যাকে ইচ্ছা তাকে আমার ধন-মাল বণ্টন করে দিয়ে দিই। তিনি অস্বীকৃতি জানালেন। আমি বললাম, আচ্ছা অর্ধেক (ধন সম্পদ বণ্টন করি)। তিনি তাও অস্বীকৃতি জানালেন। আমি বললাম আচ্ছা তবে এক-তৃতীয়াংশ (মালই দিয়ে দিই)। তিনি চুপ হয়ে রইলেন। পরবর্তীতে এক-তৃতীয়াংশ ধন-সম্পদ দান করাই অনুমোদিত হলো। সা'দ বলেন একবার আমি আনসার ও মুহাজিরদের কিছু লোকের কাছে গেলাম। তারা আমাকে বললো, এসো, তোমায় আমরা আহার করাবো এবং মদ পান করাবো। এ ঘটনা মদ হারাম হওয়ার পূর্বের। আমি তাদের কাছে একটি বাগানে গেলাম। সেখানে উটের মাথার গোশত ভুনা হয়েছিল আর মদের একটা মটক ছিল। আমি তাদের সাথে গোশত খেলাম এবং মদ পান করলাম। সেখানে মুহাজির ও আনসারদের আলোচনা উঠলে আমি বললাম, মুহাজিররা আনসারদের চেয়ে উত্তম। এক লোক মাথার একটি চোয়াল (এর হাড়) দিয়ে আমাকে আঘাত করলো। আমার নাকে যখম হয়ে গেলো। আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে এসে তাকে তা অবহিত করলাম। তখন আল্লাহ্ তা'আলা আমার সম্পর্কে মদ প্রসঙ্গে আয়াত নাযিল করলেন ঃ "মদ, জুয়া, মূর্তি (পূজার বেদী) ও ভাগ্য নির্ণায়ক শর ঘৃণ্য বস্তু শয়তানের কাজ (৫ ঃ ৯০)।"

٦٠٢١- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُثَنّى وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالاَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّهُ قَالَ اُنْزِلَتْ فِيْ اَرْبَعُ ايَاتٍ وَسَاقَ الْحَدِيْثَ بِمَعْنَى حَدِيْثِ زُهَيْرٍ عَنْ سِمَاكٍ وَزَادَ فِيْ حَدِيْثِ شُعْبَةَ قَالَ فَكَانُوْا اِذَا اَرَادُوْا اَنْ يُطْعِمُوْهَا شَجَرُوْا فَاهَا بِعَصًا ثُمَّ اَوْ جَرُوْهَا وَفِيْ حَدِيْثِهِ اَيْضًا فَضَرَبَ بِهِ اَنْفَ سَعْدٍ فَفَزَرَهُ وَكَانَ اَنْفُ سَعْدٍ مَفْزُوْرًا-

৬০২১. মুহাম্মদ ইব্ন মুসান্না ও মুহাম্মদ ইব্ন বাশ্শার (র)...... মুসআব ইব্ন সা'দ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমার পিতার প্রসঙ্গে চারটি আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে। অতঃপর পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করলেন। শু'বা শুধু এটুকু কথা অধিক বলেছেন- "সা'দ (রা) বলেন, লোকেরা আমার মাকে খানা খাওয়ানোর সময় একটি বড় কাঠি দিয়ে তার মুখ ফাঁকা করত, পরে তার মুখে খাদ্য দিতো।" এ বর্ণনায় এরূপ আছে, "সা'দের নাকে আঘাত করলো, এতে তাঁর নাক ভেঙ্গে ফেটে গেলো। এরপর সব সময়ই তাঁর নাক ভাংগাই ছিল।"

٦٠٢٢- حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ عَنْ سُفْيَانَ عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ شُرَيْحٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ سَعْدٍ فِيْ وَلاَ تَطْرُدِ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَوةِ وَالْعَشِيِّ قَالَ نَزَلَتْ فِيْ سِتَّةٍ اَنَا وَابْنُ مَسْعُوْدٍ مِنْهُمْ وَكَانَ الْمُشْرِكُوْنَ قَالُوْا لَهُ تُدْنِيْ هٰؤُلاَءِ-

৬০২২. যুহায়র ইব্‌ন হার্‌ব (র)...... সা'দ (রা) থেকে বর্ণিত, "যারা তাদের প্রতিপালককে প্রাতে ও সন্ধ্যায় তাঁর সন্তুষ্টি লাভার্থে ডাকে, তাদের আপনি বিতাড়িত করবেন না।" (৬ ঃ ৫২)-এ আয়াতটি ছয় ব্যক্তি প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হয়। তাদের মধ্যে আমিও একজন ছিলাম এবং আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসউদও ছিলেন। মুশরিকরা বলতো, এ সব (ছোট) লোককে আপনি সাথে রাখবেন না।

٦٠٢٣- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ الْاَسَدِىُّ عَنْ اِسْرَائِيْلَ عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ شُرَيْحٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ سَعْدٍ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِىِّ ﷺ سِتَّةَ نَفَرٍ فَقَالَ الْمُشْرِكُوْنَ لِلنَّبِىِّ ﷺ اُطْرُدْ هٰؤُلَاءِ لَايَجْتَرِؤُنَ عَلَيْنَا قَالَ وَكُنْتُ اَنَا وَابْنُ مَسْعُوْدٍ وَرَجُلٌ مِنْ هُذَيْلٍ وَبِلَالٌ وَرَجُلَانِ لَسْتُ اُسَمِّيْهِمَا فَوَقَعَ فِىْ نَفْسِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مَاشَاءَ اللّٰهُ اَنْ يَقَعَ فَحَدَّثَ نَفْسَهُ فَاَنْزَلَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ وَلَا تَطْرُدِ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَدٰوةِ وَالْعَشِىِّ يُرِيْدُوْنَ وَجْهَهُ-

৬০২৩. আবূ বকর ইব্‌ন আবূ শায়বা (র)...... সা'দ (রা) থেকে বর্ণিত, আমরা ছয় ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সাথে ছিলাম। মুশরিকরা বললো, আপনি এসব লোককে আপনার কাছে থেকে তাড়িয়ে দিন। যারা তারা আমাদের মাঝে আসার সাহস না করে। সা'দ (রা) বলেন, তাঁদের মধ্যে আমি, ইব্‌ন মাসউদ, বনূ হুযায়লের এক ব্যক্তি, বিলাল এবং আর দু'জন ব্যক্তি ছিলাম, যাদের নাম আমি নিচ্ছি না। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর মনে আল্লাহ্ তা'আলার অবতীর্ণ করলেন : "যারা তাদের প্রতিপালককে প্রভাতে ও সন্ধ্যায় তাঁর সন্তুষ্টি লাভার্থে ডাকে, তাদের আপনি বিতাড়িত করবেন না (৬ ঃ ৫২)।"

٦- بَابُ مِنْ فَضَائِلَ طَلْحَةَ وَالزُّبَيْرِ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُمَا

৬. পরিচ্ছেদ : হযরত তাল্‌হা ও যুবায়র (রা)-এর ফযীলত

٦٠٢٤- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اَبِىْ بَكْرٍ الْمُقَدَّمِىُّ وَحَامِدُ بْنُ عُمَرَ الْبَكْرَاوِىُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْاَعْلٰى قَالُوْا حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ وَهُوَ ابْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ اَبِىْ عَنْ اَبِىْ عُثْمَانَ قَالَ لَمْ يَبْقَ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِىْ بَعْضِ تِلْكَ الْاَيَّامِ الَّتِىْ قَاتَلَ فِيْهِنَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ غَيْرُ طَلْحَةَ وَسَعْدٍ عَنْ حَدِيْثِهِمَا-

৬০২৪. মুহাম্মদ ইব্‌ন আবূ বকর মুকাদ্দামী, হামিদ ইব্‌ন উমর বকরাবী ও মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুল আ'লা (র)...... আবূ উসমান (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ (কাফিরদের সাথে) যুদ্ধাভিযানসমূহের কোন কোন ক্ষেত্রে এমন অবস্থাও হয়েছে যে, দিন তালহা এবং সা'দ (রা) ব্যতীত আর কেউই রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর পাশে থাকে নি। এটা তাদের দু'জনের বর্ণিত হাদীস অনুসারে।

٦٠٢٥- حَدَّثَنَا عَمْرٌو النَّاقِدُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُوْلُ نَدَبَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ النَّاسَ يَوْمَ الْخَنْدَقِ فَانْتَدَبَ الزُّبَيْرُ

ثُمَّ نَدَبَهُمْ فَانْتَدَبَ الزُّبَيْرُ ثُمَّ نَدَبَهُمْ فَانْتَدَبَ الزُّبَيْرُ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لِكُلِّ نَبِيٍّ حَوَارِيٌّ وَحَوَارِيَّ الزُّبَيْرُ-

৬০২৫. আমর আন-নাকিদ (র)...... জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, খন্দকের যুদ্ধের দিন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ লোকদের জিহাদের প্রেরণা দিলেন। (শত্রু শিবিরে গোয়েন্দাগিরি করার জন্য বিশেষ আহ্বান জানালেন।) যুবায়র (রা) ডাকে সাড়া দিলেন। আবার রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আহ্বান করলেন। তখনও যুবায়র (রা)-ই সাড়া দিলেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আবার আহ্বান করলেন। যুবায়র (রা)-ই সাড়া দিলেন। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : প্রত্যেক নবীরই একজন একান্ত সাহায্যকারী থাকে, আর আমার একান্ত সাহায্যকারী হলো হযরত যুবায়র।

٦٠٢٦- حَدَّثَنَا اَبُوْ كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا اَبُوْ اُسَامَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ح وَحَدَّثَنَا اَبُو كُرَيْبٍ وَاِسْحَاقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ جَمِيْعًا عَنْ وَكِيْعٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ كِلاَهُمَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمَعْنٰى حَدِيْثِ ابْنِ عُيَيْنَةَ-

৬০২৬. আবূ কুরায়ব ও ইসহাক ইব্ন ইবরাহীম (র)...... জাবির (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত, হাদীসটি তিনি ইব্ন উয়ায়নার হাদীসের সমার্থক বর্ণনা করেছেন।

٦٠٢٧- حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ الْخَلِيْلِ وَسُوَيْدُ بْنُ سَعِيْدٍ كِلاَهُمَا عَنِ ابْنِ مُسْهِرٍ قَالَ اِسْمَاعِيْلُ اَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ كُنْتُ اَنَا وَعُمَرُ بْنُ اَبِيْ سَلَمَةَ يَوْمَ الْخَنْدَقِ مَعَ النِّسْوَةِ فِيْ اُطُمِ حَسَّانٍ فَكَانَ يُطَأْطِئُ لِيْ مَرَّةً فَاَنْظُرُ وَاُطَأْطِئُ لَهُ مَرَّةً فَيَنْظُرُ فَكُنْتُ اَعْرِفُ اَبِيْ اِذَا مَرَّ عَلٰى فَرَسِهِ فِي السِّلاَحِ اِلٰى بَنِيْ قُرَيْظَةَ قَالَ وَاَخْبَرَنِيْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ فَذَكَرْتُ ذٰلِكَ لاَبِيْ فَقَالَ وَرَاَيْتَنِيْ يَابُنَيَّ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ اَمَا وَاللّٰهِ لَقَدْ جَمَعَ لِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَوْمَئِذٍ اَبَوَيْهِ فَقَالَ فِدَاكَ اَبِيْ وَاُمِّيْ-

৬০২৭. ইসমাঈল ইব্ন খলীল ও সুয়ায়দ ইব্ন সাঈদ (র)...... আবদুল্লাহ্ ইব্ন যুবায়র (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, খন্দকের দিন আমি এবং উমর ইব্ন আবূ সালামা, হাস্সান (ইব্ন সাবিত)-এর কিল্লায় মহিলাদের সাথে ছিলাম। কখনো সে আমার জন্য ঝুঁকে পড়ত (পিঠ নিচু করে দিত) তখন আমি দেখতাম, আর কোন সময় আমি তার জন্য নিচু হতাম, তখন সে দেখত। আমার পিতাকে আমি চিনে ফেলতাম, যখন তিনি সমস্ত্র অবস্থায় ঘোড়ায় চড়ে বনূ কুরায়যার দিকে যেতেন। অন্য সূত্রে আবদুল্লাহ্ ইব্ন যুবায়র (রা) বলেন, আমি পিতার কাছে এ কথার উল্লেখ করলাম। তিনি বললেন, বাছা, তুমি আমায় দেখেছিলে ? আমি বললাম, হ্যাঁ। তিনি বললেন, আল্লাহ্র শপথ! সেদিন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমার জন্য তাঁর পিতামাতা উভয়কে একত্রে উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেছেন : তোমার জন্য আমার মা-বাবা উৎসর্গ হোন।

٦٠٢٨- وَحَدَّثَنَا اَبُوْ كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا اَبُوْ اُسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ لَمَّا كَانَ يَوْمُ الْخَنْدَقِ كُنْتُ اَنَا وَعُمَرُ بْنُ اَبِىْ سَلَمَةَ فِى الأُطُمِ الَّذِىْ فِيْهِ النِّسْوَةُ يَعْنِىْ نِسْوَةَ النَّبِىِّ ﷺ وَسَاقَ الْحَدِيْثَ بِمَعْنَى حَدِيْثِ ابْنِ مُسْهِرٍ فِىْ هٰذَا الاِسْنَادِ وَلَمْ يَذْكُرْ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُرْوَةَ فِى الْحَدِيْثِ وَلٰكِنْ اَدْرَجَ الْقِصَّةَ فِىْ حَدِيْثِ هِشَامٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ ابْنِ الزُّبَيْرِ-

৬০২৮. আবূ কুরায়ব (রা)...... আবদুল্লাহ্ ইব্ন যুবায়র (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, খন্দকের দিন আমি এবং উমর ইব্ন আবূ সালামা (রা) ঐ কিল্লায় ছিলাম, যেখানে মহিলারা ছিলেন অর্থাৎ নবী ﷺ-এর (পরিবারের) নারীগণ। এ সনদেই ইব্ন মুসহিরের হাদীসের সমার্থক হাদীস বর্ণনা করেন। তবে তিনি হাদীসে আবদুল্লাহ্ ইব্ন উরওয়ার উল্লেখ করেননি। কিন্তু হিশাম তাঁর পিতা সূত্রে ইব্ন যুবায়র থেকে বর্ণিত হাদীসে এ ঘটনাটি হাদীসের মাঝে প্রবিষ্ট করে বিবৃত করেছেন।

٦٠٢٩- وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ يَعْنِىْ ابْنَ مُحَمَّدٍ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ عَلَى حِرَاءَ هُوَ وَاَبُوْ بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ وَعَلِىٌّ وَطَلْحَةُ وَالزُّبَيْرُ فَتَحَرَّكَتِ الصَّخْرَةُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِهْدَاْ فَمَا عَلَيْكَ اِلاَّ نَبِىٌّ اَوْ صِدِّيْقٌ اَوْ شَهِيْدٌ-

৬০২৯. কুতায়বা ইব্ন সাঈদ (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ হেরা পর্বতের উপর ছিলেন। তাঁর সাথে ছিলেন আবূ বকর, উমর, উসমান আলী, তালহা ও যুবায়র (রা)। তখন পাথরটি কেঁপে উঠল। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : স্থির হও। তোমার উপর নবী, সিদ্দীক বা শহীদ ছাড়া আর কেউ নয়।

٦٠٣٠- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَزِيْدَ بْنِ خُنَيْسٍ وَاَحْمَدُ بْنُ يُوْسُفَ الْاَزْدِىُّ قَالاَ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ اَبِىْ اُوَيْسٍ حَدَّثَنِىْ سُلَيْمَانُ بْنُ بِلاَلٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ اَبِىْ صَالِحٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ عَلٰى جَبَلِ حِرَاءَ فَتَحَرَّكَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اُسْكُنْ حِرَاءُ فَمَا عَلَيْكَ اِلاَّ نَبِىٌّ اَوْ صِدِّيْقٌ اَوْ شَهِيْدٌ وَعَلَيْهِ النَّبِىُّ ﷺ وَاَبُوْ بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ وَعَلِىٌّ وَطَلْحَةُ وَالزُّبَيْرُ وَسَعْدُ بْنُ اَبِىْ وَقَّاصٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمْ-

৬০৩০. উবায়দুল্লাহ্ ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন ইয়াযীদ ইব্ন খুনায়স ও আহমাদ ইব্ন ইউসুফ আযদী (র)....... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ হেরা পর্বতের উপর ছিলেন, পর্বত নড়ে উঠলে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : শান্ত হও, হেরা! তোমার উপর নবী, সিদ্দীক বা শহীদ ছাড়া আর কেউ নয়। (তখন) তার উপর নবী, ﷺ আবূ বকর, উমর, উসমান, আলী, তালহা, যুবায়র ও সা'দ ইব্ন আবূ ওয়াক্কাস (রা) ছিলেন।

٦٠٣١- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا اِبْنُ نُمَيْرٍ وَعَبْدَةُ قَالاَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ قَالَتْ لِىْ عَائِشَةُ اَبَوَاكَ وَاللّٰهِ مِنَ الَّذِيْنَ اسْتَجَابُوْا لِلّٰهِ وَالرَّسُوْلِ مِنْ بَعْدِ مَا اَصَابَهُمُ الْقَرْحُ -

৬০৩১. আবূ বকর ইব্‌ন আবূ শায়বা (রা)...... হিশাম (রা) তাঁর পিতা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আয়েশা (রা) আমাকে বললেন, আল্লাহ্‌র শপথ! তোমার দুই পূর্ব পুরুষ [পিতা যুবায়র (রা) ও নানা আবূ বকর (রা)] ঐ সব লোকের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন, যাঁদের কথা এ আয়াতে রয়েছে- "ক্ষতবিক্ষত হওয়ার পরও যারা আল্লাহ্‌ ও রাসূলের ডাকে সাড়া দিয়েছে (৩ ঃ ১৭২)।"

٦٠٣٢- وَحَدَّثَنَاهُ اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا اَبُوْ اُسَامَةَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ وَزَادَ يَعْنِىْ اَبَا بَكْرٍ وَالزُّبَيْرَ-

৬০৩২. আবূ বকর ইব্‌ন আবূ শায়বা (র)...... হিশাম (রা) থেকে একই সনদে এ হাদীস বর্ণনা করেছেন। তবে তিনি "অর্থাৎ আবূ বকর এবং যুবায়র" কথাটি বর্ধিত করেছেন।

٦٠٣٣- حَدَّثَنَا اَبُوْ كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ عَنِ الْبَهِيِّ عَنْ عُرْوَةَ قَالَ قَالَتْ لِىْ عَائِشَةُ كَانَ اَبَوَاكَ مِنَ الَّذِيْنَ اسْتَجَابُوْا لِلّٰهِ وَالرَّسُوْلِ مِنْ بَعْدِ مَا اَصَابَهُمُ الْقَرْحُ-

৬০৩৩. আবূ কুরায়ব মুহাম্মদ ইবনুল আলা (র)...... উরওয়া (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আয়েশা (রা) আমাকে বলেছেন, "যারা আল্লাহ্‌ ও রাসূলের ﷺ ডাকে সাড়া দিয়েছেন ক্ষতবিক্ষত হওয়া সত্ত্বেও" তোমার দুই পূর্ব পুরুষ তাঁদের অন্তর্ভুক্ত।

٧- بَابُ مِنْ فَضَائِلَ اَبِىْ عُبَيْدَةَ ابْنِ الْجَرَّاحِ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ

৭. পরিচ্ছেদ : হযরত আবূ উবায়দা ইব্‌ন জাররাহ্‌ (রা)-এর ফযীলত

٦٠٣٤- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ عُلَيَّةَ عَنْ خَالِدٍ ح وَحَدَّثَنِىْ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ عُلَيَّةَ اَخْبَرَنَا خَالِدٌ عَنْ اَبِىْ قِلاَبَةَ قَالَ قَالَ اَنَسٌ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ لِكُلِّ اُمَّةٍ اَمِيْنًا وَاِنَّ اَمِيْنَنَا اَيَّتُهَا الْاُمَّةُ اَبُوْ عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ-

৬০৩৪. আবূ বকর ইব্‌ন আবূ শায়বা ও যুহায়র ইব্‌ন হারব (র)...... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্‌ ﷺ বলেছেন : প্রত্যেক উম্মাতের একজন আমীন থাকে। আর হে বিশিষ্ট উম্মাত! আমাদের 'আমীন' হলেন, আবূ উবায়দা ইব্‌ন জাররাহ (রা)।

٦٠٣٥- حَدَّثَنِي عَمْرٌو النَّاقِدُ قَالَ حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ أَهْلَ الْيَمَنِ قَدِمُوا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالُوا ابْعَثْ مَعَنَا رَجُلاً يُعَلِّمُنَا السُّنَّةَ وَالإِسْلاَمَ قَالَ فَأَخَذَ بِيَدِ أَبِي عُبَيْدَةَ فَقَالَ هَذَا أَمِينُ هَذِهِ الأُمَّةِ-

৬০৩৫. আমর আন-নাকিদ (র)...... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইয়ামান থেকে কিছু লোক এসে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে বললো, আমাদের সঙ্গে একজন লোক প্রেরণ করুন, যিনি আমাদের ইসলাম ও সুন্নাত শিখাবেন। আনাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তখন আবূ উবায়দার হাত ধরে বললেন, এ হল এ উম্মাতের আমীন।

٦٠٣٦ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ وَاللَّفْظُ لاِبْنِ الْمُثَنَّى قَالاَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا إِسْحَاقَ يُحَدِّثُ عَنْ صِلَةَ بْنِ زُفَرَ عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ جَاءَ أَهْلُ نَجْرَانَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ ابْعَثْ إِلَيْنَا رَجُلاً أَمِينًا فَقَالَ لأَبْعَثَنَّ إِلَيْكُمْ رَجُلاً أَمِينًا حَقَّ أَمِينٍ حَقَّ أَمِينٍ قَالَ فَاسْتَشْرَفَ لَهَا النَّاسُ قَالَ فَبَعَثَ أَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ الْجَرَّاحِ-

৬০৩৬. মুহাম্মদ ইব্‌ন মুসান্না ও ইব্‌ন বাশ্‌শার (র)...... হুযায়ফা (রা) থেকে বর্ণিত যে, নাজরান থেকে লোকেরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে এসে বললো, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমাদের জন্য একজন আমীন (বিশ্বস্ত) লোক নিয়োগ করুন। তিনি (রাসূলুল্লাহ্ ﷺ) বললেন : আমি অবশ্যই তোমাদের জন্য একজন আমীন (বিশ্বস্ত) লোক নিয়োগ করব, যিনি সত্যই আমীন, সত্যই আমীন। রাবী বললেন, লোকেরা উপগ্রীব অপেক্ষায় আশান্বিত ছিল যে, (তিনি কাকে পাঠান)। রাবী বলেন, অবশেষে তিনি আবূ উবায়দা ইব্‌ন জার্‌রাহ (রা)-কে পাঠালেন।

٦٠٣٧ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَفَرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ بِهَذَا الإِسْنَادِ نَحْوَهُ-

৬০৩৭. ইসহাক ইব্‌ন ইব্‌রাহীম (র)....... আবূ ইসহাক (রা) থেকে একই সনদে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

٨- بَابٌ مِنْ فَضَائِلِ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا

৮. পরিচ্ছেদ : হযরত হাসান এবং হুসায়ন (রা)-এর ফযীলত

٦٠٣٨- حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ قَالَ حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي يَزِيدَ عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ لِحَسَنٍ اللَّهُمَّ إِنِّي أُحِبُّهُ فَأَحِبَّهُ وَأَحْبِبْ مَنْ يُحِبُّهُ-

৬০৩৮. আহমাদ ইব্‌ন হাম্বল (র)........ আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ হাসান (রা) সম্পর্কে বললেন, হে আল্লাহ্! আমি একে ভালবাসি, আপনিও তাকে ভালবাসুন, আর যে তাকে ভালবাসে, তাকেও ভালবাসুন।

٦٠٣٩ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ يَزِيْدَ عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ خَرَجْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِىْ طَائِفَةٍ مِنَ النَّهَارِ لاَيُكَلِّمُنِىْ وَلاَ اُكَلِّمُهُ حَتّٰى جَاءَ سُوْقَ بَنِىْ قَيْنُقَاعَ ثُمَّ انْصَرَفَ حَتّٰى اَتٰى خِبَاءَ فَاطِمَةَ فَقَالَ اَثَمَّ لُكَعُ أَثَمَّ لُكَعُ يَعْنِىْ حَسَنًا فَظَنَنَّا اَنَّهُ اِنَّمَا تَحْبِسُهُ اُمُّهُ لاَنْ تُغَسِّلَهُ وَتُلْبِسَهُ سِخَابًا فَلَمْ يَلْبَثْ اَنْ جَاءَ يَسْعٰى حَتّٰى اعْتَنَقَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اُحِبُّهُ فَاَحِبَّهُ وَاَحْبِبْ مَنْ يُّحِبُّهُ–

৬০৩৯. ইব্‌ন আবূ উমর (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, দিনের এক প্রহরে আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সাথে বের হলাম। তিনি আমার সাথে কথা বলছিলেন না, আমিও তাঁর সাথে কথা বলছিলাম না। অবশেষে বনূ কায়নুকা'-এর বাজারে পৌঁছলেন, এরপর তিনি ফিরে চললেন এবং ফাতিমা (রা)-এর তাঁবুতে (ঘরে) গেলেন। বললেন, এখানে দুষ্টটা (খোকা) আছে, দুষ্টটা (খোকা) আছে, অর্থাৎ হাসান। আমরা ধারণা করলাম যে, তাঁর মা তাকে আটকিয়ে রাখছেন তাকে ধুয়ে মুছে দেয়ার জন্য এবং সুবাসিত মালা পরানোর জন্য। কিছুক্ষণের মধ্যেই হাসান দৌড়ে চলে এলেন এবং তাঁরা একে অপকে গলায় জড়িয়ে ধরলেন। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : ইয়া আল্লাহ্! আমি তাকে ভালবাসি, আপনিও তাকে ভালবাসুন, আর তাকেও ভালবাসুন, যে তাকে ভালবাসে।

٦٠٤٠– حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُعَاذٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِىْ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَدِىٍّ وَهُوَ ابْنُ ثَابِتٍ حَدَّثَنَا الْبَرَاءُ بْنُ عَازِبٍ قَالَ رَأَيْتُ الْحَسَنَ بْنَ عَلِىٍّ عَلٰى عَاتِقِ النَّبِىِّ ﷺ وَهُوَ يَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اُحِبُّهُ فَاَحِبَّهُ–

৬০৪০. উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন মুআয (র)...... বারা ইব্‌ন আযিব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি হাসান ইব্‌ন আলী (রা)-কে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাঁধের উপর দেখেছি। তিনি বলছেন, হে আল্লাহ্! আমি একে ভালবাসি, আপনিও তাকে ভালবাসুন।

٦٠٤١– حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ وَاَبُوْ بَكْرِ بْنُ نَافِعٍ قَالَ ابْنُ نَافِعٍ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَدِىٍّ وَهُوَ ابْنُ ثَابِتٍ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ وَاضِعًا الْحَسَنَ بْنَ عَلِىٍّ عَلٰى عَاتِقِهِ وَهُوَ يَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اُحِبُّهُ فَاَحِبَّهُ–

৬০৪১. মুহাম্মদ ইব্‌ন বাশ্‌শার ও আবূ বকর ইব্‌ন নাফি' (র)..... বারা' (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে দেখলাম, হাসান ইব্‌ন আলীকে তাঁর কাঁধে বসিয়ে রেখেছেন। তিনি বলছেন : হে আল্লাহ্! আমি একে ভালবাসি, আপনিও তাকে ভালবাসুন।

٦٠٤٢– حَدَّثَنِىْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الرُّوْمِىِّ الْيَمَامِىُّ وَعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيْمِ الْعَنْبَرِىُّ قَالاَ حَدَّثَنَا النَّضْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالاَ حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ وَهُوَ ابْنُ عَمَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا اِيَاسٌ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ لَقَدْ قُدْتُ

بِنَبِيِّ اللّهِ ﷺ وَالْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ بَغْلَتَهُ الشَّهْبَاءَ حَتَّى اَدْخَلْتُهُمْ حُجْرَةَ النَّبِيِّ ﷺ هذَا قُدَّامَهُ وَهذَا خَلْفَهُ-

৬০৪২. আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন রূমী ইয়ামামী ও আব্বাস ইব্‌ন আবদুল আযীম আম্বারী (র)...... ইয়াস (র) তাঁর পিতা (রা) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ-এর 'শাহবা' (সাদা) খচ্চরটিকে চালিয়ে নবী ﷺ-এর হুজ্‌রা পর্যন্ত নিয়ে গেলাম। এর উপর আরোহী ছিলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ হাসান ও হুসায়ন। একজন সামনে, একজন পেছনে।

٩- بَابُ فَضَائِلُ اَهْلِ بَيْتِ النَّبِيِّ ﷺ

৯. পরিচ্ছেদ ঃ নবী ﷺ-এর আহ্‌লে বায়তের ফযীলত

٦٠٤٣- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّهِ بْنِ نُمَيْرٍ وَاللَّفْظُ لاَبِي بَكْرٍ قَالاَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ عَنْ زَكَرِيَّاءَ عَنْ مُصْعَبِ بْنِ شَيْبَةَ عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ قَالَتْ قَالَتْ عَائِشَةُ خَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ غَدَاةً وَعَلَيْهِ مِرْطٌ مُرَحَّلٌ مِنْ شَعْرٍ اَسْوَدَ فَجَاءَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ فَاَدْخَلَهُ ثُمَّ جَاءَ الْحُسَيْنُ فَدَخَلَ مَعَهُ ثُمَّ جَاءَتْ فَاطِمَةُ فَاَدْخَلَهَا ثُمَّ جَاءَ عَلِيٌّ فَاَدْخَلَهُ ثُمَّ قَالَ اِنَّمَا يُرِيْدُ اللّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ اَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيْرًا-

৬০৪৩ আবূ বকর ইব্‌ন আবূ শায়বা ও মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন নুমায়র (র)...... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সকালে বের হলেন। তাঁর গায়ে ছিলো কাল পশম দ্বারা জাওদার চিত্র দ্বারা খচিত একটি পশমী চাদর। হাসান ইব্‌ন আলী (রা) এলেন, তিনি তাঁকে চাদরের ভেতর ঢুকিয়ে নিলেন। হুসায়ন ইব্‌ন আলী (রা) এলেন, তিনিও তার সঙ্গে (চাদরে) ঢুকে পড়লেন। ফাতিমা (রা) এলেন, তাঁকেও ঢুকিয়ে ফেললেন। অতঃপর আলী (রা) এলেন, তাঁকেও ভেতরে ঢুকিয়ে নিলেন। পরে বললেন : হে আহ্‌লে বায়ত! আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের থেকে অপবিত্রতাকে বিদূরিত করে তোমাদের অতিশয় পবিত্রময় করতে চান।

١٠- بَابُ فَضَائِلِ زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ وَابْنِهِ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللّهُ تَعَالى عَنْهُمَا

১০. পরিচ্ছেদ : হযরত যায়দ ইব্‌ন হারিসা ও তাঁর পুত্র উসামা (রা)-এর ফযীলত

٦٠٤٤ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمنِ الْقَارِيُّ عَنْ مُوْسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّهُ كَانَ يَقُوْلُ مَا كُنَّا نَدْعُوْ زَيْدَ بْنَ حَارِثَةَ اِلاَّ زَيْدَ بْنَ مُحَمَّدٍ حَتَّى نَزَلَ فِي الْقُرْاٰنِ : اُدْعُوْهُمْ لِاٰبَائِهِمْ هُوَ اَقْسَطُ عِنْدَ اللّهِ -

৬০৪৪ কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ (র)....... সালিম ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ তাঁর পিতা (রা) থেকে বর্ণিত যে, আমরা যায়দ ইব্‌ন হারিসা (র)-কে যায়দ ইব্‌ন মুহাম্মদ বলেই ডাকতাম, যতক্ষণ না কুরআনের আয়াত অবতীর্ণ হলো : "তোমরা তাদেরকে তাদের পিতৃ পরিচয়ে ডাক, আল্লাহ্‌র দৃষ্টিতে এটাই অধিক ন্যায়সংগত (৩৩ ঃ ৫)।"

٦٠٤٥- حَدَّثَنِى اَحْمَدُ بْنُ سَعِيْدٍ الدَّارِمِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا حَبَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا وُهَيْبُ قَالَ حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ عُقْبَةَ قَالَ حَدَّثَنِى سَالِمٌ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بِمِثْلِهِ-

৬০৪৫. আহমদ ইব্‌ন সাঈদ দারিমী (র)...... আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে এর অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

٦٠٤٦- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيٰى وَيَحيَى بْنُ اَيُّوْبَ وَقُتَيْبَةُ وَابْنُ حُجْرٍ قَالَ يَحْيَى بْنُ يَحْيٰى اَخْبَرَنَا وَقَالَ الاٰخَرُوْنَ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ يَعْنُوْنَ ابْنَ جَعْفَرٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ دِيْنَارٍ اَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ يَقُوْلُ بَعَثَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بَعْثًا وَاَمَّرَ عَلَيْهِمْ اُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ فَطَعَنَ النَّاسُ فِىْ اِمْرَتِهِ فَقَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ اِنْ تَطْعَنُوْا فِىْ اِمْرَتِهِ فَقَدْ كُنْتُمْ تَطْعَنُوْنَ فِىْ اِمْرَةِ اَبِيْهِ مِنْ قَبْلُ وَاَيْمُ اللّٰهِ اِنْ كَانَ لَخَلِيْقًا لِلْاِمْرَةِ وَاِنْ كَانَ لَمِنْ اَحَبِّ النَّاسِ اِلَىَّ وَاِنَّ هٰذَا لَمِنْ اَحَبِّ النَّاسِ اِلَىَّ بَعْدَهُ-

৬০৪৬ ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া, ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন আইউব, কুতায়বা ও ইব্‌ন হুজর (র) ...... ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ একটা সৈন্যদল প্রেরণ করলেন, এতে উসামা ইব্‌ন যায়দকে আমীর (সেনাপতি) নিয়োগ করলেন। লোকেরা তাঁর নেতৃত্ব নিয়ে সমালোচনা করলে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ দাঁড়িয়ে (ভাষণে) বললেন : এর নেতৃত্বের যদি তোমরা সমালোচনা কর, তোমরা এর পিতার নেতৃত্ব নিয়েও পূর্বে সমালোচনা করেছিলে। আল্লাহ্‌র শপথ! তার পিতা নেতৃত্বের যোগ্য ছিল। সে আমার কাছে সবচেয়ে প্রিয় মানুষ ছিল। আর তারপর এখন আমার কাছে সবচেয়ে বেশি প্রিয় মানুষ হলেন [উসামা (রা)]।

٦٠٤٧ وَحَدَّثَنَا اَبُوْ كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ اُسَامَةَ عَنْ عُمَرَ يَعْنِى ابْنَ حَمْزَةَ عَنْ سَالِمٍ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ اِنْ تَطْعَنُوْا فِىْ اِمَارَتِهٖ يُرِيْدُ اُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ فَقَدْ طَعَنْتُمْ فِىْ اِمَارَةِ اَبِيْهِ مِنْ قَبْلِهِ وَاَيْمُ اللّٰهِ اِنْ كَانَ لَخَلِيْقًا لَهَا وَاَيْمُ اللّٰهِ اِنْ كَانَ لَاَحَبَّ النَّاسِ اِلَىَّ وَاَيْمُ اللّٰهِ اِنَّ هٰذَا لَهَا لَخَلِيْقٌ يُرِيْدُ اُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ وَاَيْمُ اللّٰهِ اِنْ كَانَ لَاَحَبَّهُمْ اِلَىَّ مِنْ بَعْدِهِ فَاُوْصِيْكُمْ بِهِ فَاِنَّهُ مِنْ صَالِحِيْكُمْ-

৬০৪৭ আবূ কুরায়ব মুহাম্মদ ইব্‌ন আ'লা (র)...... সালিম (র) সূত্রে তাঁর পিতা থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মিম্বরের উপর দাঁড়িয়ে বললেন : তোমরা যদি তাঁর নেতৃত্বের ব্যাপারে সমালোচনা কর— এখানে উসামা ইব্‌ন যায়দ (রা)-কে বুঝাতে চেয়েছেন, তবে তোমরা তো ইতিপূর্বে এর পিতার নেতৃত্ব নিয়েও সমালোচনা করেছিলে। আল্লাহ্‌র শপথ! সে অবশ্যই নেতৃত্বের যোগ্য ছিল। সে আমার কাছে সর্বাধিক প্রিয় মানুষ ছিল। এও খুব যোগ্য—তিনি উসামা (র)-কেই বুঝাতে চেয়েছেন; তার পরে এ-ই আমার সর্বাধিক প্রিয়। সুতরাং আমি তোমাদের উপদেশ দিচ্ছি, (উসামার সাথে সুন্দর ব্যবহার কর)। সে তোমাদের মধ্যে সৎকর্মশীলদের অন্যতম।

١١ - بَابُ مِنْ فَضَائِلِ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ جَعْفَرٍ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالَ عَنْهُمَا

১১. পরিচ্ছেদ : হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন জা'ফর (রা)-এর ফযীলত

٦٠٤٨- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ حَبِيْبِ بْنِ الشَّهِيْدِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ مُلَيْكَةَ قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ جَعْفَرٍ لاِبْنِ الزُّبَيْرِ اَتَذْكُرُ اِذْ تَلَقَّيْنَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَنَا وَاَنْتَ وَابْنُ عَبَّاسٍ قَالَ نَعَمْ فَحَمَلَنَا وَتَرَكَكَ-

৬০৪৮. আবূ বকর ইব্‌ন আবূ শায়বা (র)...... আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আবূ মুলায়কা (র) থেকে বর্ণিত যে, আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন জা'ফর (রা) (আবদুল্লাহ্) ইব্‌ন যুবায়র (রা)-কে বললেন, তোমার মনে আছে কি যখন আমি, তুমি এবং ইব্‌ন আব্বাস রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সাথে মিলিত হয়েছিলাম? তখন তিনি বললেন, হ্যাঁ মনে আছে তিনি আমাদের আরোহণ করালেন, আর তোমাকে রেখে দিলেন। তিনি (ইব্‌ন জা'ফর) বললেন।

٦٠٤٩- حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ اَخْبَرَنَا اَبُوْ اُسَامَةَ عَنْ حَبِيْبِ بْنِ الشَّهِيْدِ بِمِثْلِ حَدِيْثِ ابْنِ عُلَيَّةَ وَاِسْنَادِهِ-

৬০৪৯. ইসহাক ইব্‌ন ইবরাহীম (র)...... হাবীব ইব্‌ন শাহীদ (র) থেকে ইব্‌ন উলাইয়ার সনদ ও হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

٦٠٥٠- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَاَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ وَاللَّفْظُ لِيَحْيَى قَالَ اَبُوْ بَكْرٍ حَدَّثَنَا وَقَالَ يَحْيَى اَخْبَرَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنْ عَاصِمٍ الاَحْوَلِ عَنْ مُوَرِّقٍ الْعِجْلِىِّ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ تُلُقِّىَ بِصِبْيَانِ اَهْلِ بَيْتِهِ قَالَ وَاِنَّهُ قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ فَسُبِقَ بِىْ اِلَيْهِ فَحَمَلَنِىْ بَيْنَ يَدَيْهِ ثُمَّ جِيْئَ بِاَحَدِ ابْنَىْ فَاطِمَةَ فَاَرْدَفَهُ خَلْفَهُ قَالَ فَاُدْخِلْنَا الْمَدِيْنَةَ ثَلاَثَةً عَلٰى دَابَّةٍ وَاحِدَةٍ-

৬০৫০. ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া ও আবূ বকর ইব্‌ন আবূ শায়বা (র)...... আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন জা'ফর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখন সফর থেকে ফিরে আসতেন তখন বাড়ির শিশুদের সাথে তিনি মিলিত হতেন। রাবী বলেন, একবার তিনি সফর থেকে এলেন, প্রথমে আমার সাথে সাক্ষাত হয়, তখন তিনি আমাকে তাঁর সামনে বসিয়ে দিলেন, এরপর ফাতিমা-এর (রা) এক ছেলেকে নিয়ে আসা হলে তাকে তিনি পেছনে বসালেন। আমরা তিনজন একই বাহনে চড়ে মদীনায় প্রবেশ করলাম।

٦٠٥١- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيْمِ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ عَاصِمٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ مُوَرِّقٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ اِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ تُلُقِّىَ بِنَا قَالَ فَتُلُقِّىَ بِىْ وَبِالْحَسَنِ اَوْ بِالْحُسَيْنِ قَالَ فَحَمَلَ اَحَدَنَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَالاٰخَرَ خَلْفَهُ حَتّٰى دَخَلْنَا الْمَدِيْنَةَ-

৬০৫১. আবূ বকর ইব্‌ন আবূ শায়বা (র)..... আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন জা'ফর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখন সফর থেকে আসতেন, তখন আমাদের তাঁর কাছে নিয়ে যাওয়া হত।। তিনি বলেন, একবার আমাকে এবং হাসান অথবা হুসায়নকে তাঁর কাছে নিয়ে যাওয়া হল। তিনি আমাদের একজনকে বসালেন তাঁর সামনে, অন্যজনকে পেছনে। এভাবে আমরা মদীনায় প্রবেশ করলাম।

٦٠٥٢- حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوْخَ قَالَ حَدَّثَنَا مَهْدِيُّ بْنُ مَيْمُوْنٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِى يَعْقُوْبَ عَنِ الْحَسَنِ ابْنِ سَعْدٍ مَوْلَى الْحَسَنِ بْنِ عَلِىٍّ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ اَرْدَفَنِى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ذَاتَ يَوْمٍ خَلْفَهُ فَاَسَرَّ اِلَىَّ حَدِيْثًا لاَ اُحَدِّثُ بِهِ اَحَدًا مِنَ النَّاسِ-

৬০৫২. শায়বান ইব্‌ন ফাররূখ (র)...... আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন জা'ফর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাকে তাঁর পিছনে সওয়ারীতে বসালেন এবং চুপি চুপি আমাকে একটা কথা বললেন, এটা আমি কোন লোককেই বলবো না।

١٢- بَابُ مِنْ فَضَائِلِ خَدِيْجَةَ اُمِّ الْمُؤْمِنِيْنَ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهَا-

১২. পরিচ্ছেদ : উম্মুল মু'মিনীন হযরত খাদীজা (রা)-এর ফযীলত

٦٠٥٣- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ نُمَيْرٍ وَاَبُوْ اُسَامَةَ ح وَحَدَّثَنَا اَبُوْ كُرَيْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ اُسَامَةَ وَابْنُ نُمَيْرٍ وَوَكِيْعٌ وَاَبُوْ مُعَاوِيَةَ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ اَخْبَرَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ كُلُّهُمْ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ وَاللَّفْظُ حَدِيْثُ اَبِىْ اُسَامَةَ ح وَحَدَّثَنَا اَبُوْ كُرَيْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ اُسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنِ جَعْفَرٍ يَقُوْلُ سَمِعْتُ عَلِيًّا بِالْكُوْفَةِ يَقُوْلُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ خَيْرُ نِسَائِهَا مَرْيَمُ بِنْتُ عِمْرَانَ وَخَيْرُ نِسَائِهَا خَدِيْجَةُ بِنْتُ خُوَيْلِدٍ قَالَ اَبُوْ كُرَيْبٍ وَاَشَارَ وَكِيْعٌ اِلَى السَّمَاءِ وَالاَرْضِ-

৬০৫৩. আবূ বকর ইব্‌ন শায়বা, আবূ কুরায়ব ও ইসহাক ইব্‌ন ইবরাহীম...... আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন জা'ফর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আলীকে কূফায় বলতে শুনেছি যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : পৃথিবীর নারীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হলেন (সে যুগে) মারয়াম বিন্‌ত ইম্‌রান। পৃথিবীর নারীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ (এ যুগে) খাদীজা বিন্‌ত খুওয়াইলিদ। রাবী আবূ কুরায়ব (র) বলেন, ওয়াকী' ইংগিত করলেন আসমান ও যমীনের প্রতি।

٦٠٥٤- وَحَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ وَاَبُوْ كُرَيْبٍ قَالاَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالاَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ جَمِيْعًا عَنْ شُعْبَةَ ح وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِىُّ وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا اَبِىْ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ مُرَّةَ عَنْ اَبِىْ مُوْسَى قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ كَمُلَ مِنَ الرِّجَالِ كَثِيْرٌ وَلَمْ يَكْمُلْ مِنَ النِّسَاءِ غَيْرُ مَرْيَمَ بِنْتِ عِمْرَانَ وَآسِيَةَ امْرَاَةَ فِرْعَوْنَ وَاِنَّ فَضْلَ عَائِشَةَ عَلَى النِّسَاءِ كَفَضْلِ الثَّرِيْدِ عَلَى سَائِرِ الطَّعَامِ-

৬০৫৪. আবূ শায়বা, আবূ কুয়ায়ব, মুহাম্মদ ইব্ন মুসান্না, ইব্ন বাশ্শার ও উবায়দুল্লাহ্ ইব্ন মুআয আম্বারী (র)...... আবূ মূসা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : পুরুষদের মধ্যে অনেকেই পূর্ণতালাভ করেছেন, কিন্তু মহিলাদের মধ্যে মারয়াম বিন্ত ইমরান ও ফিরআউনের স্ত্রী আসিয়া (রা) ছাড়া আর কেউ পূর্ণতা লাভ করেন নি। আর অন্যান্য মহিলাদের উপর আয়েশার ফযীলত অন্যান্য খাদ্যের উপর 'সারীদের' ফযীলতের মত।

٦٠٥٥- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِى شَيْبَةَ وَاَبُوْ كُرَيْبٍ وَابْنُ نُمَيْرٍ قَالُوْا حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ عَنْ عُمَارَةَ عَنْ اَبِى زُرْعَةَ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ اَتٰى جِبْرَئِيْلُ النَّبِىَّ ﷺ فَقَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ هٰذِهِ خَدِيْجَةُ قَدْ اَتَتْكَ مَعَهَا اِنَاءٌ فِيْهِ اِدَامٌ اَوْ طَعَامٌ اَوْشَرَابٌ فَاِذَا هِىَ اَتَتْكَ فَاقْرَأْ عَلَيْهَا السَّلَامَ مِنْ رَّبِّهَا وَمِنِّىْ وَبَشِّرْهَا بِبَيْتٍ فِى الْجَنَّةِ مِنْ قَصَبٍ لاَ صَخَبَ فِيْهِ وَلاَ نَصَبَ-

قَالَ اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ فِى رِوَايَتِهِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ وَلَمْ يَقُلْ سَمِعْتُ وَلَمْ يَقُلْ فِى الْحَدِيْثِ وَمِنِّىْ-

৬০৫৫. আবূ বকর ইব্ন আবূ শায়বা, আবূ কুরায়ব ও ইব্ন নুমায়র (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে জিবরাঈল (আ) এসে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! এই তো খাদীজা (রা) আপনার কাছে একটা পাত্র নিয়ে আসছেন, যারা মধ্যে কিছু কাঞ্চন (তরকারি), খাদ্য ও পানীয় রয়েছে। তিনি যখন আপনার কাছে আসবেন তখন তাঁকে তার পালনকর্তার এবং আমার পক্ষ হতে সালাম বলবেন। আর তাঁকে জান্নাতের একটি ঘরের সুসংবাদ দিবেন, যা এমন একটি মুক্তা দিয়ে তৈরি, যার ভিতর খোলা। যেখানে কোন হৈ চৈ আর দুঃখ-কষ্ট নেই।

আবূ বকর ইব্ন আবূ শায়বা (র)..... আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে তার বর্ণনায় বলেছেন এবং তিনি سَمِعْتُ (আমি শুনেছি) বলেন নি এবং আমরা হাদীসে وَمِنِّىْ অর্থাৎ 'আমার পক্ষ হতে' বলেন নি।

٦٠٥٦- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ نُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِىْ وَمُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ عَنْ اِسْمَاعِيْلَ قَالَ قُلْتُ لِعَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ اَوْفٰى أَكَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بَشَّرَ خَدِيْجَةَ بِبَيْتٍ فِى الْجَنَّةِ قَالَ نَعَمْ بَشَّرَهَا بِبَيْتٍ فِى الْجَنَّةِ مِنْ قَصَبٍ لاَصَخَبَ فِيْهِ وَلاَ نَصَبَ-

৬০৫৬. মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন নুমায়র (র)...... ইসমাঈল (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবদুল্লাহ্ ইব্ন আবূ আওফা (র)-কে বললাম, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কি খাদীজা (রা)-কে জান্নাতের মধ্যে কোন ঘরের সুসংবাদ দিয়েছেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ। তাঁকে জান্নাতের মধ্যে একটি মুক্তা দ্বারা নির্মিত ঘরের সুসংবাদ দিয়েছেন। যেখানে কোন হৈ চৈ আর দুঃখ-কষ্ট নেই।

٦٠٥٧- حَدَّثَنَاهُ يَحْيَى بْنُ يَحْيٰى اَخْبَرَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ اَخْبَرَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ وَجَرِيْرٌ ح قَالَ

وَحَدَّثَنَا ابْنُ اَبِى عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ كُلُّهُمْ عَنْ اِسْمَاعِيْلَ بْنِ اَبِى خَالِدٍ عَنِ ابْنَ اَبِى اَوْفٰى عَنِ النَّبِىِّ ﷺ بِمِثْلِهِ-

৬০৫৭. ইয়াহ্ইয়া ইব্ন ইয়াহ্ইয়া, আবূ বকর ইব্ন আবূ শায়বা, ইসহাক ইব্ন ইবরাহীম ও ইব্ন আবূ উমর (র)...... ইব্ন আবূ আওফা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

٦٠٥٨- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِى شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ بَشَّرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ خَدِيْجَةَ بِبَيْتٍ فِى الْجَنَّةِ-

৬০৫৮. উসমান ইব্ন আবূ শায়বা (র)......আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ খাদীজা (রা)-কে জান্নাতের একটা ঘরের সুসংবাদ দিয়েছেন।

٦٠٥٩- حَدَّثَنَا اَبُوْ كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ اُسَامَةَ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ مَا غِرْتُ عَلٰى امْرَأَةٍ مَاغِرْتُ عَلٰى خَدِيْجَةَ وَلَقَدْ هَلَكَتْ قَبْلَ اَنْ يَتَزَوَّجَنِى بِثَلاَثِ سِنِيْنَ لِمَا كُنْتُ اَسْمَعُهُ يَذْكُرُهَا وَلَقَدْ اَمَرَهُ رَبُّهُ عَزَّ وَجَلَّ اَنْ يُبَشِّرَهَا بِبَيْتٍ مِنْ قَصَبٍ فِى الْجَنَّةِ وَاِنْ كَانَ لَيَذْبَحُ الشَّاةَ ثُمَّ يُهْدِيْهَا اِلٰى خَلاَئِلِهَا-

৬০৫৯. আবূ কুরায়ব মুহাম্মদ ইব্ন আ'লা (র)...... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, কোন মহিলার প্রতিই আমি এত ঈর্ষা পোষণ করি নি যতটুকু খাদীজার প্রতি করেছি; অথচ তিনি (নবী ﷺ) আমাকে বিয়ে করার তিন বছর আগেই মারা গিয়েছিলেন। কারণ আমি শুনতাম যে, তিনি (রাসূলুল্লাহ্ ﷺ) তাঁর কথা আলোচনা করতেন, আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে আদেশ করেছিলেন যে, তিনি যেন খাদীজা (রা)-কে জান্নাতে একটি মুক্তা দ্বারা নির্মিত ঘরের সুসংবাদ দেন এবং তিনি বকরী যবাহ্ করলে তার (খাদীজা)-র বান্ধবীদের গোশত হাদিয়া দিতেন।

٦٠٦٠ - حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ عُثْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ مَاغِرْتُ عَلٰى نِسَاءِ النَّبِىِّ ﷺ اِلاَّ عَلٰى خَدِيْجَةَ وَاِنِّى لَمْ اُدْرِكْهَا قَالَتْ وَكَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا ذَبَحَ الشَّاةَ فَيَقُوْلُ اَرْسِلُوْابِهَا اِلٰى اَصْدِقَاءِ خَدِيْجَةَ قَالَتْ فَاَغْضَبْتُهُ يَوْمًا فَقُلْتُ خَدِيْجَةَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنِّى قَدْ رُزِقْتُ حُبَّهَا-

৬০৬০. সাহ্ল ইব্ন উসমান (র)...... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি খাদীজা (রা) ছাড়া নবী ﷺ-এর স্ত্রীদের মধ্যে আর কাউকে ঈর্ষা করি নি, যদিও আমি তাঁকে পাই নি। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখন বকরী যবাহ্ করতেন তখন বলতেন, এর গোশ্ত খাদীজার বান্ধবীদের পাঠিয়ে দাও। একদিন আমি তাঁকে রাগান্বিত করার জন্য বললাম, শুধু খাদিজা খাদিজা (খাদীজাকে এতই ভালবাসেন?) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তখন বললেন, তাঁর ভালোবাসা আমার অন্তরে গেঁথে দেয়া হয়েছে।

٦٠٦١- حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَأَبُوْ كُرَيْبٍ جَمِيْعًا عَنْ أَبِيْ مُعَاوِيَةَ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ نَحْوَ حَدِيْثِ أَبِيْ أُسَامَةَ اِلٰى قِصَّةِ الشَّاةِ وَلَمْ يَذْكُرِ الزِّيَادَةَ بَعْدَهَا-

৬০৬১. যুহায়র ইব্‌ন হারব ও আবূ কুরায়ব (র)...... হিশাম (রা) থেকে একই সনদে আবূ উসামার হাদীসের বকরীর ঘটনা পর্যন্ত অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। এর পরবর্তী কথাগুলো তিনি উল্লেখ করেন নি।

٦٠٦٢- حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ مَاغِرْتُ عَلٰى اِمْرَأَةٍ مِنْ نِسَائِهِ مَاغِرْتُ عَلٰى خَدِيْجَةَ لِكَثْرَةِ ذِكْرِهِ اِيَّاهَا وَمَا رَأَيْتُهَا قَطُّ--

৬০৬২. আব্‌দ ইব্‌ন হুমায়দ (র)...... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ-এর স্ত্রীদের কারো উপর আমি এত ঈর্ষা করি নি যতটুকু ঈর্ষা খাদীজাকে করেছি, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর তাঁকে অধিক স্মরণ করার কারণে। অথচ আমি তাঁকে কখনো দেখি নি।

٦٠٦٣- حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ لَمْ يَتَزَوَّجِ النَّبِيُّ ﷺ عَلٰى خَدِيْجَةَ حَتّٰى مَاتَتْ-

৬০৬৩. আব্‌দ ইব্‌ন হুমায়দ (র)...... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ খাদীজা থাকা অবস্থায় আর কোন বিবাহ করেন নি, যতদিন না তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

٦٠٦٤- حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ اسْتَأْذَنَتْ هَالَةُ بِنْتُ خُوَيْلِدٍ أُخْتُ خَدِيْجَةَ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَعَرَفَ اسْتِيْذَانَ خَدِيْجَةَ فَارْتَاحَ لِذٰلِكَ فَقَالَ اللّٰهُمَّ هَالَةُ بِنْتُ خُوَيْلِدٍ فَغِرْتُ فَقُلْتُ وَمَا تَذْكُرُ مِنْ عَجُوْزٍ مِنْ عَجَائِزِ قُرَيْشٍ حَمْرَاءِ الشِّدْقَيْنِ خَمْشَاءَ السَّاقَيْنِ هَلَكَتْ فِى الدَّهْرِ فَأَبْدَلَكَ اللّٰهُ خَيْرًا مِنْهَا-

৬০৬৪. সুয়ায়দ ইব্‌ন সাঈদ (র)...... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, খাদীজা (রা)-এর বোন হালা বিন্‌ত খুওয়াইলিদ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে প্রবেশের অনুমতি চাইলেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ খাদীজার অনুমতি চাওয়ার কথা স্মরণ করে (আনন্দ মিশ্রিত শিহরণে) শিহরিত হয়ে বললেন, ইয়া আল্লাহ্! এতো খুওয়াইলিদের কন্যা হালা। এতে আমি ঈর্ষান্বিত হয়ে বললাম, আপনি কি স্মরণ করছেন কুরায়শের এক লাল মাড়ি এবং সরু পায়ের গোছাওয়ালা বৃদ্ধাকে, যিনি যুগের আবর্তনে বিলীন হয়ে গেছেন! এরপর আল্লাহ্ তা'আলা আপনাকে তাঁর পরিবর্তে উত্তম সহধর্মিণী দান করেছেন।

١٣- بَابُ فَضَائِلِ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِيْنَ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهَا

১৩. পরিচ্ছেদ : হযরত আয়েশা (রা)-এর ফযীলত

٦٠٦٥- حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ هِشَامٍ وَأَبُوْ الرَّبِيْعِ جَمِيْعًا عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ وَاللَّفْظُ لِأَبِي الرَّبِيْعِ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ أُرِيْتُكِ فِى

الْمَنَامِ ثَلاَثَ لَيَالٍ جَاءَنِى بِكِ الْمَلَكُ فِى سَرَقَةٍ مِنْ حَرِيْرٍ يَقُوْلُ هٰذِهِ امْرَأَتُكَ فَاَكْشِفُ عَنْ وَجْهِكِ فَاِذَا اَنْتِ هِىَ فَاَقُوْلُ اِنْ يَكُ هٰذَا مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ يُمْضِهِ-

৬০৬৫. খালাফ ইব্‌ন হিশাম ও আবূ রাবী' (র)........ আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : আমাকে স্বপ্নযোগে তিনদিন তোমায় দেখানো হয়েছে। একজন ফেরেশতা তোমাকে একটি শ্বেত রেশমখণ্ডে আবৃত করে নিয়ে এসে বললো, এটা আপনার স্ত্রী। আমি তোমার মুখের কাপড় সরিয়ে দেখি সেটি তুমিই। আমি বললাম, যদি এ স্বপ্ন আল্লাহ্‌র পক্ষ হতে হয়, তবে তা তিনি বাস্তবায়িত করবেন।

٦٠٦٦- حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ اِدْرِيْسَ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا اَبُوْ كُرَيْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ اُسَامَةَ جَمِيْعًا عَنْ هِشَامٍ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ نَحْوَهُ-

৬০৬৬. ইব্‌ন নুমায়র ও আবূ কুরায়ব (র)...... হিশাম (র) থেকে উক্ত সনদে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

٦٠٦٧- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ قَالَ وَجَدْتُ فِىْ كِتَابِىْ عَنْ اَبِىْ اُسَامَةَ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا اَبُوْ كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ ابْنُ الْعَلاَءِ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ اُسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ لِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنِّىْ لاَعْلَمُ اِذَا كُنْتِ عَنِّىْ رَاضِيَةً وَاِذَا كُنْتِ عَلَىَّ غَضْبٰى قَالَتْ فَقُلْتُ وَمِنْ اَيْنَ تَعْرِفُ ذٰلِكَ قَالَ اَمَّا اِذَا كُنْتِ عَنِّىْ رَاضِيَةً فَاِنَّكِ تَقُوْلِيْنَ لاَوَرَبِّ مُحَمَّدٍ وَاِذَا كُنْتِ غَضْبٰى قُلْتِ لاَوَرَبِّ اِبْرَاهِيْمَ قَالَتْ قُلْتُ اَجَلْ وَاللّٰهِ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ مَا اَهْجُرُ اِلاَّ اسْمَكَ-

৬০৬৭. আবূ বক্‌র ইব্‌ন আবূ শায়বা ও আবূ কুরায়ব মুহাম্মদ ইব্‌ন আ'লা (র)...... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ আমাকে বলেছেন : আমি বুঝতে পারি তুমি কখন আমার উপর খুশি থাকো, আর কখন আমার উপর রাগ করো। আমি বললাম, এটা কিসের দ্বারা বুঝতে পারেন ? রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : যখন তুমি আমার উপর খুশি থাকো তখন তুমি বলে থাকো, 'না, মুহাম্মদের রব্বের কসম!' আর যখন তুমি রেগে যাও তখন বল, না, ইবরাহীমের রব্বের কসম! আমি বললাম, হ্যাঁ আল্লাহ্‌র কসম! হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আপনার নামটা শুধু বাদ দেই।

٦٠٦٨- وَحَدَّثَنَاهُ ابْنُ نُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ عَنْ هِشَامٍ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ اِلٰى قَوْلِهِ لاَوَرَبِّ اِبْرَاهِيْمَ وَلَمْ يَذْكُرْ مَا بَعْدَهُ-

৬০৬৮. ইব্‌ন নুমায়র (র)...... হিশাম (র) সূত্রে উক্ত সনদে "না, ইবরাহীমের রব্বের কসম" পর্যন্ত বর্ণনা করেছেন, পরবর্তী অংশ উল্লেখ করেন নি।

٦٠٦٩- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيٰى قَالَ اَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّهَا كَانَتْ تَلْعَبُ بِالْبَنَاتِ عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَتْ وَكَانَتْ تَأْتِيْنِىْ صَوَاحِبِىْ فَكُنَّ يَنْقَمِعْنَ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَتْ فَكَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُسَرِّبُهُنَّ اِلَىَّ-

৬০৬৯. ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া (র)...... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে মেয়ে (পুতুল) নিয়ে খেলতেন। তিনি বলেন, আমার কাছে আমার বান্ধবীরা আসতো। তারা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে দেখে লজ্জায় সংকুচিত হয়ে সরে পড়তো। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাদেরকে (ডেকে) আমার কাছে পাঠিয়ে দিতেন।

٦٠٧٠- حَدَّثَنَاهُ اَبُوْ كُرَيْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ اُسَامَةَ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ كُلُّهُمْ عَنْ هِشَامٍ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ وَقَالَ فِىْ حَدِيْثِ جَرِيْرٍ كُنْتُ اَلْعَبُ بِالْبَنَاتِ فِىْ بَيْتِهِ وَهُنَّ اللُّعَبُ-

৬০৭০. আবূ কুরায়ব, যুহায়র ইব্‌ন হারব ও ইব্‌ন নুমায়র (র)...... হিশাম (র) থেকে উক্ত সনদে বর্ণনা করেছেন। জারীর-এর হাদীসে আছে, "আমি মেয়ে নিয়ে তাঁর ঘরে খেলা করতাম, সেগুলো হলো খেলনা পুতুল।"

٦٠٧١- حَدَّثَنَا اَبُوْ كُرَيْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ عَنْ هِشَامٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ النَّاسَ كَانُوْا يَتَحَرَّوْنَ بِهَدَايَاهُمْ يَوْمَ عَائِشَةَ يَبْتَغُوْنَ بِذٰلِكَ مَرْضَاةَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ -

৬০৭১. আবূ কুরায়ব (র)...... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। লোকেরা তাদের হাদিয়া পাঠাবার জন্য আয়েশা (রা)-এর পালার অপেক্ষা করতো। এর দ্বারা তারা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে খুশি করার চেষ্টা করত।

٦٠٧٢- حَدَّثَنِىْ الْحَسَنُ بْنُ عَلِىٍّ الْحُلْوَانِىُّ وَاَبُوْ بَكْرِ بْنُ النَّضْرِ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ عَبْدٌ حَدَّثَنِىْ وَقَالَ الْاٰخَرَانِ حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ سَعْدٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ اَبِىْ عَنْ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ اَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِىِّ ﷺ قَالَتْ اَرْسَلَ اَزْوَاجُ النَّبِىِّ ﷺ فَاطِمَةَ بِنْتَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَاسْتَأْذَنَتْ عَلَيْهِ وَهُوَ مُضْطَجِعٌ مَعِىَ فِىْ مِرْطِىْ فَاَذِنَ لَهَا فَقَالَتْ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ اَزْوَاجَكَ اَرْسَلْنَنِىْ اِلَيْكَ يَسْأَلْنَكَ الْعَدْلَ فِىْ ابْنَةِ اَبِىْ قُحَافَةَ وَاَنَا سَاكِتَةٌ قَالَتْ فَقَالَ لَهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَىْ بُنَيَّةُ أَلَسْتِ تُحِبِّيْنَ مَا اُحِبُّ فَقَالَتْ بَلٰى قَالَ فَاَحِبِّىْ هٰذِهِ قَالَتْ فَقَامَتْ فَاطِمَةُ حِيْنَ سَمِعَتْ ذٰلِكَ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَرَجَعَتْ اِلٰى اَزْوَاجِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَاَخْبَرَتْهُنَّ بِالَّذِىْ قَالَتْ وَبِالَّذِىْ قَالَ لَهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَقُلْنَ لَهَا مَا نُرَاكِ اَغْنَيْتِ عَنَّا مِنْ شَىْءٍ فَارْجِعِىْ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقُوْلِىْ لَهُ اِنَّ اَزْوَاجَكَ يَنْشُدْنَكَ الْعَدْلَ فِىْ ابْنَةِ اَبِىْ قُحَافَةَ فَقَالَتْ فَاطِمَةُ وَاللّٰهِ لاَ اُكَلِّمُهُ فِيْهَا اَبَدًا قَالَتْ عَائِشَةُ فَاَرْسَلَ اَزْوَاجُ النَّبِىِّ ﷺ زَيْنَبَ بِنْتَ جَحْشٍ زَوْجَ النَّبِىِّ ﷺ وَهِىَ الَّتِىْ كَانَتْ تُسَامِيْنِىْ مِنْهُنَّ فِىْ الْمَنْزِلَةِ عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَلَمْ اَرَ امْرَأَةً قَطُّ خَيْرًا فِىْ الدِّيْنِ مِنْ زَيْنَبَ وَاَتْقٰى لِلّٰهِ وَاَصْدَقَ حَدِيْثًا وَاَوْصَلَ لِلرَّحِمِ وَاَعْظَمَ صَدَقَةً وَاَشَدَّ ابْتِذَالاً لِنَفْسِهَا فِىْ الْعَمَلِ الَّذِىْ تَصَدَّقُ بِهِ وَتَقَرَّبُ بِهِ

اِلَى اللّٰهِ مَاعَدَا سَوْرَةً مِنْ حِدَّةٍ كَانَتْ فِيْهَا تُسْرِعُ مِنْهَا الْفَيْئَةَ قَالَتْ فَاسْتَأْذَنَتْ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَرَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَعَ عَائِشَةَ فِىْ مِرْطِهَا عَلَى الْحَالِ الَّتِىْ دَخَلَتْ فَاطِمَةُ عَلَيْهَا وَهُوَ بِهَا فَاَذِنَ لَهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَتْ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اَنَّ اَزْوَاجَكَ اَرْسَلْنَنِىْ اِلَيْكَ يَسْأَلْنَكَ الْعَدْلَ فِىْ ابْنَةِ اَبِىْ قُحَافَةَ قَالَتْ ثُمَّ وَقَعَتْ بِىْ فَاسْتَطَالَتْ عَلَىَّ وَاَنَا اَرْقُبُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ وَاَرْقُبُ طَرْفَهُ هَلْ يَأْذَنُ لِىْ فِيْهَا قَالَتْ فَلَمْ تَبْرَحْ زَيْنَبُ حَتّٰى عَرَفْتُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ لَايَكْرَهُ اَنْ اَنْتَصِرَ قَالَتْ فَلَمَّا وَقَعْتُ بِهَا لَمْ اَنْشَبْهَا حَتّٰى اَنْحَيْتُ عَلَيْهَا قَالَتْ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَتَبَسَّمَ اِنَّهَا ابْنَةُ اَبِىْ بَكْرٍ-

حَدَّثَنِيْهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ قُهْزَاذَ قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عُثْمَانَ حَدَّثَنِيْهِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ يُوْنُسَ عَنِ الزُّهْرِىِّ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ مِثْلَهُ الْمَعْنٰى غَيْرَ اَنَّهُ قَالَ فَلَمَّا وَقَعْتُ بِهَا لَمْ اَنْشَبْهَا اَنْ اَثْخَنْتُهَا غَلَبَةً-

৬০৭২. হাসান ইব্‌ন আলী আল-হুলওয়ানী, আবূ বকর ইব্‌ন নযর ও আব্‌দ ইব্‌ন হুমায়দ (র)...... নবী ﷺ-এর স্ত্রী আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ-এর স্ত্রীগণ রাসূল তনয়া ফাতিমাকে তাঁর কাছে পাঠালেন। তিনি এসে অনুমতি চাইলেন। তিনি (নবী ﷺ) তখন আমার চাদর গায়ে, আমার সাথে শোয়া ছিলেন। তিনি তাঁকে অনুমতি দিলেন। ফাতিমা (রা) বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনার বিবিগণ আমাকে পাঠিয়েছেন, আবূ কুহাফার কন্যার (আয়েশা) ব্যাপারে তাঁরা আপনার সুবিচার চান। আমি চুপ করে রইলাম। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁকে বললেন : হে স্নেহের মেয়ে! আমি যা ভালবাসি, তা কি তুমি ভালবাস না? সে বলল, হ্যাঁ, অবশ্যই। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, তবে একে ভালবাসো। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে এ কথা শুনে ফাতিমা (রা) নবী ﷺ-এর স্ত্রীদের কাছে ফিরে গেলেন এবং রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে তিনি যা বলেছেন, আর তিনি তাঁকে যা উত্তর দিয়েছেন, তা তাঁদেরকে বললেন। তারা বললেন, তুমি আমাদের কোন উপকার করতে পারলে না। তুমি আবার রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে গিয়ে তাঁকে বল, আপনার বিবিগণ আবূ কুহাফার মেয়ের ব্যাপারে আপনার কাছে সুবিচার চাচ্ছেন। ফাতিমা (রা) বললেন, আল্লাহ্‌র কসম! তাঁর ব্যাপারে আমি কোনদিন তার সাথে কথা বলতে যাবো না। আয়েশা বলেন, এরপর নবী ﷺ-এর স্ত্রীগণ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর (অন্যতম) স্ত্রী যয়নাব বিন্‌ত জাহাল (রা)-কে তাঁর কাছে পাঠালেন। তাঁদের মধ্যে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে মর্যাদার অবস্থানের মানদণ্ডে তিনিই ছিলেন আমার সম পর্যায়ের। যয়নাবের চেয়ে দীনদার, আল্লাহ্‌ভীরু, সত্যভাষিণী, মায়াময়ী, দানশীলা এবং আল্লাহ্‌র নৈকট্যলাভের পথে ও দান-খয়রাতের জন্যে নিজেকে অনমনীয় রূপে নিমগ্ন রাখার মত কোন মহিলা আমি দেখি নি। তবে তাঁর মাঝে শুধু একটা হঠাৎ ক্ষিপ্ততা ছিল, এটা থেকেও তিনি খুব দ্রুত ঠাণ্ডা হয়ে যেতেন। তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে অনুমতি চাইলেন। আর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমার চাদরে আবৃত থাকা অবস্থায়ই অনুমতি দিলেন, যে অবস্থায় ফাতিমা (রা) তাঁর কাছে এসেছিল। তিনি বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনার বিবিগণ আমাকে পাঠিয়েছেন। আবূ কুহাফার মেয়ের ব্যাপারে তাঁরা আপনার সুবিচার চান। আয়েশা (রা) বলেন, অতঃপর তিনি আমাকে নিয়ে এলেন এবং কিছু বড় বড় কথা বললেন। আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর চোখের দিকে দেখছিলাম, তিনি আমায় কিছু বলার

অনুমতি দেবেন কিনা? যয়নাব (তার বকাঝকা) চালিয়ে চাচ্ছিলেন। আমি বুঝতে পারলাম যে, যয়নাবের কথার উত্তর দিলে তিনি কিছু মনে করবেন না। তিনি বলেন, তখন আমিও তাঁর উপর কথা বলতে লাগলাম এবং কিছুক্ষণের মধ্যে তাঁকে চুপ করিয়ে দিলাম। তিনি বলেন, পরে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মৃদু হেসে বললেন : সে তো আবূ বকরের মেয়ে (না)।

মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন কুহ্যায (র)...... যুহরী (র) থেকে উক্ত সনদে এর সমার্থবোধক হাদীস বর্ণনা করেছেন। তবে তিনি "যখন আমিও তাঁর সাথে কথা বলা শুরু করলাম তখন অল্প সময়েই তাকে পরাভূত করে দিলাম" বলেছেন।

٦٠٧٣– وَحَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ ابْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ قَالَ وَجَدْتُ فِىْ كِتَابِىْ عَنْ اَبِىْ اُسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ اِنْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَيَتَفَقَّدُ يَقُوْلُ اَيْنَ اَنَا الْيَوْمَ اَيْنَ اَنَا غَدًا اسْتِبْطَاءً لِيَوْمِ عَائِشَةَ قَالَتْ فَلَمَّا كَانَ يَوْمِىْ قَبَضَهُ اللّٰهُ بَيْنَ سَحْرِىْ وَنَحْرِىْ–

৬০৭৩. আবূ বকর ইব্ন আবূ শায়বা (র)........ আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, (শেষ অসুস্থতাকালে) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ খোঁজ নিতে থাকতো, আজ আমি কোথায় থাকব, কাল আমি কোথায় থাকব ? আয়েশা (রা)-এর পালা বহু দেরী মনে করে। আয়েশা (রা) বলেন, যখন আমার কাছে তাঁর অবস্থানের দিন এলো, তখন আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে আমার বুক এ গলার মাঝে থেকে (হেলান দেয়া অবস্থায়) তুলে নিলেন।

٦٠٧٤– حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ اَنَسٍ فِيْمَا قُرِئَ عَلَيْهِ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّهَا اَخْبَرَتْهُ اَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ قَبْلَ اَنْ يَمُوْتَ وَهُوَ مُسْنِدٌ اِلٰى صَدْرِهَا وَاَصْغَتْ اِلَيْهِ وَهُوَ يَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِىْ وَارْحَمْنِىْ وَاَلْحِقْنِىْ بِالرَّفِيْقِ–

৬০৭৪. কুতায়বা ইব্ন সাঈদ (র)......আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্তে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে বলতে শুনেছেন, তিনি তাঁর বুকে হেলান দেওয়া অবস্থায় ছিলেন এবং তাঁর প্রতি কান লাগিয়ে রেখেছিলেন। হে আল্লাহ্! তুমি আমাকে ক্ষমা কর, রহম কর এবং আমাকে (ঊর্ধ্ব জগতের) বন্ধুর সাথে মিলিত কর।

٦٠٧٥– حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ وَاَبُوْ كُرَيْبٍ قَالاَ حَدَّثَنَا اَبُوْ اُسَامَةَ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِىْ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ اَخْبَرَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ كُلُّهُمْ عَنْ هِشَامٍ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ مِثْلَهُ–

৬০৭৫. আবূ বকর ইব্ন আবূ শায়বা, আবূ কুরায়ব ইব্ন নুমায়র ও ইসহাক ইব্ন ইবরাহীম (র)...... হিশাম (র) থেকে এ সনদেই অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেন।

٦٠٧٦– وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى وَابْنُ بَشَّارٍ وَاللَّفْظُ لاِبْنِ مُثَنّٰى قَالاَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَعْدِ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُنْتُ اَسْمَعُ اَنَّهُ لَنْ يَمُوْتَ نَبِىٌّ

حَتّٰى يُخَيَّرَ بَيْنَ الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ قَالَتْ فَسَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ فِيْ مَرَضِهِ الَّذِيْ مَاتَ فِيْهِ وَاَخَذَتْهُ بُحَّةٌ يَقُوْلُ مَعَ الَّذِيْنَ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّيْنَ وَالصِّدِّيْقِيْنَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِيْنَ وَحَسُنَ اُوْلٰئِكَ رَفِيْقًا قَالَتْ فَظَنَنْتُهُ خُيِّرَ حِيْنَئِذٍ-

৬০৭৬. মুহাম্মদ ইব্‌ন মুসান্না ও ইব্‌ন বাশ্‌শার (র)...... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি শুনতাম যে, কোন নবীই মৃত্যুবরণ করবেন না, যতক্ষণ না তাঁকে দুনিয়া ও আখিরাতের মধ্য থেকে একটি বেছে নেয়ার স্বাধীনতা (ইখতিয়ার) দেওয়া হবে। মৃত্যু শয্যায় শায়িতাবস্থায় রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, তখন তাঁর আওয়াজ ভারী হয়ে গিয়েছিল, "ওদের সাথে, যাদের উপর আল্লাহ্ অনুগ্রহ করেছেন, সিদ্দীক, শহীদ ও সৎকর্মশীল (লোকদের সাথে), তাঁরা কতই না ভালো বন্ধু।" আয়েশা (রা) বলেন, আমার ধারণা তখনই তাঁকে ইখতিয়ার দেওয়া হয়েছিল।

٦٠٧٧- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ ح وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُعَاذٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِيْ قَالَا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَعْدٍ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ مِثْلَهُ-

৬০৭৭. আবূ বকর ইব্‌ন আবূ শায়বা ও উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন মুআয (রা)...... সা'দ (রা) থেকে উক্ত সনদে অনুরূপ হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন।

٦٠٧٨- حَدَّثَنِيْ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ حَدَّثَنِيْ اَبِيْ عَنْ جَدِّيْ قَالَ حَدَّثَنِيْ عُقَيْلُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ اَخْبَرَنِيْ سَعِيْدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ وَعُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ فِيْ رِجَالٍ مِنْ اَهْلِ الْعِلْمِ اَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ وَهُوَ صَحِيْحٌ اِنَّهُ لَمْ يُقْبَضْ نَبِيٌّ قَطُّ حَتّٰى يَرٰى مَقْعَدَهُ فِي الْجَنَّةِ ثُمَّ يُخَيَّرُ قَالَتْ عَائِشَةُ فَلَمَّا نَزَلَ بِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَرَأْسُهُ عَلٰى فَخِذِيْ غُشِيَ عَلَيْهِ سَاعَةً ثُمَّ اَفَاقَ فَاَشْخَصَ بَصَرَهُ اِلَى السَّقْفِ ثُمَّ قَالَ اَللّٰهُمَّ الرَّفِيْقَ الْاَعْلٰى قَالَتْ عَائِشَةُ قُلْتُ اِذًا لَا يَخْتَارُنَا قَالَتْ عَائِشَةُ وَعَرَفْتُ الْحَدِيْثَ الَّذِيْ كَانَ يُحَدِّثُنَا بِهِ وَهُوَ صَحِيْحٌ فِيْ قَوْلِهِ اِنَّهُ لَمْ يُقْبَضْ نَبِيٌّ قَطُّ حَتّٰى يَرٰى مَقْعَدَهُ مِنَ الْجَنَّةِ ثُمَّ يُخَيَّرُ قَالَتْ عَائِشَةُ فَكَانَتْ تِلْكَ اٰخِرُ كَلِمَةٍ تَكَلَّمَ بِهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَوْلَهُ اَللّٰهُمَّ الرَّفِيْقِ الْاَعْلٰى-

৬০৭৮. আবদুল মালিক ইব্‌ন শুআয়ব ইব্‌ন লায়স (র)...... নবী ﷺ-এর স্ত্রী আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সুস্থাবস্থায় বলেছিলেন : কোন নবীই মৃত্যুবরণ করেন নি যতক্ষণ না তিনি জান্নাতে তাঁর স্থানটি দেখে নিয়েছেন। আর তাঁকে ইখতিয়ার দেওয়া হয়েছে। আয়েশা (রা) বলেন, যখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ অসুস্থতায় আক্রান্ত হলেন, তখন তাঁর মাথা আমার রানের উপর কিছুক্ষণ তিনি বেহুঁশ হয়ে রইলেন। হুঁশ ফিরে এলে তিনি ছাদের দিকে চেয়ে রইলেন। অতঃপর বললেন, আল্লাহ্, সুউচ্চ (জগতের) বন্ধুদের সাথে মিলিত কর। আয়েশা (রা) বলেন, আমি বললাম, এখন তিনি আর আমাদের গ্রহণ করবেন না। আয়েশা (রা)

বলেন, তখন আমার ঐ হাদীসটি মনে পড়লো যেটি তিনি সুস্থ থাকাকালে বলেছিলেন যে, কোন নবী মৃত্যুবরণ করেন না, যতক্ষণ না তিনি জান্নাতে তাঁর স্থানটি দেখে নেন। এরপর তাঁকে ইখতিয়ার দেওয়া হয়। আয়েশা (রা) বলেন, এটাই ছিল শেষ কথা যা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : অর্থাৎ তার উক্তি "হে আল্লাহ্! উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন বন্ধুদের সাথে"।

٦٠٧٩- حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ الْحَنْظَلِيُّ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ كِلاَهُمَا عَنْ اَبِى نُعَيْمٍ قَالَ عَبْدٌ حَدَّثَنَا اَبُوْ نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ اَيْمَنَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِى مُلَيْكَةَ عَنِ الْقَاسِمِ ابْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا خَرَجَ اَقْرَعَ بَيْنَ نِسَائِهِ فَطَارَتِ الْقُرْعَةُ عَلٰى عَائِشَةَ وَحَفْصَةَ فَخَرَجَتَا مَعَهُ جَمِيْعًا وَكَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا كَانَ بِاللَّيْلِ سَارَ مَعَ عَائِشَةَ يَتَحَدَّثُ مَعَهَا فَقَالَتْ حَفْصَةُ لِعَائِشَةَ اَلاَ تَرْكَبِيْنَ اللَّيْلَةَ بَعِيْرِىْ وَاَرْكَبُ بَعِيْرَكِ فَتَنْظُرِيْنَ وَاَنْظُرُ قَالَتْ بَلٰى فَرَكِبَتْ عَائِشَةُ عَلٰى بَعِيْرِ حَفْصَةَ وَرَكِبَتْ حَفْصَةُ عَلٰى بَعِيْرِ عَائِشَةَ فَجَاءَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِلٰى جَمَلِ عَائِشَةَ وَعَلَيْهِ حَفْصَةُ فَسَلَّمَ ثُمَّ سَارَ مَعَهَا حَتّٰى نَزَلُوْا فَافْتَقَدَتْهُ عَائِشَةُ فَغَارَتْ فَلَمَّا نَزَلُوْا جَعَلَتْ تَجْعَلُ رِجْلَهَا بَيْنَ الْاِذْخِرِ وَتَقُوْلُ يَارَبِّ سَلِّطْ عَلَىَّ عَقْرَبًا اَوْ حَيَّةً تَلْدَغُنِىْ رَسُوْلُكَ وَلاَ اَسْتَطِيْعُ اَنْ اَقُوْلَ لَهُ شَيْئًا

৬০৭৯. ইসহাক ইব্‌ন ইবরাহীম হান্‌যালী ও আব্‌দ ইব্‌ন হুমায়দ (র)......আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখন সফরে বের হতেন, তখন তার বিবিদের ব্যপারে লটারি করতেন। একবার লটারিতে আয়েশা (রা) ও হাফসা (রা)-র নাম উঠলো। উভয়েই তাঁর সাথে বের হলেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখন রাতে সফর করতেন তখন তিনি আয়েশার সাথে আলাপ করে করে চলতেন। একদিন হাফসা (রা) আয়েশা (রা)-কে বললেন, আজ রাতে তুমি আমার উটে চড় আর আমি তোমার উটে চড়ি। এরপর তুমি দেখবে আমিও দেখব (কী ঘটে)। অতঃপর আয়েশা (রা) হাফসা (রা)-র উটে আর হাফসা (রা) আয়েশা (রা)-র উটে আরোহণ করলেন। যখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আয়েশা (রা)-র উটের কাছে এলেন অথচ এতে সওয়ার ছিলেন হাফসা (রা)। তখন তিনি সালাম দিলেন এবং তাঁর সাথে চললেন। অবশেষে মনযিলে গিয়ে অবতরণ করলেন। আয়েশা (রা) তাঁকে না পেয়ে ঈর্ষান্বিত হয়ে পড়লেন। যখন সবাই মনযিলে গিয়ে নামলেন, আয়েশা তাঁর পা 'ইয্‌খির' ঘাসের ভেতরে রেখে বলতে লাগলেন, হে রব্ব! একটা সাপ বা বিচ্ছু আমার দিকে ধাবিত করে দিন যেন আমাকে দংশন করে। তিনি তো আপনার রাসূল, আমি তাঁকে কিছু বলতেও পারি না।

٦٠٨٠- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ يَعْنِىْ ابْنَ بِلاَلٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ فَضْلُ عَائِشَةَ عَلَى النِّسَاءِ كَفَضْلِ الثَّرِيْدِ عَلٰى سَائِرِ الطَّعَامِ-

৬০৮০. আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসলামা ইব্‌ন কা'নাব (র)...... আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, অন্যান্য মহিলাদের উপর আয়েশার শ্রেষ্ঠত্ব সমস্ত খাদ্যের উপর 'সারীদের' শ্রেষ্ঠত্বের মতো।

٦٠٨١– حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيٰى وَقُتَيْبَةُ وَابْنُ حُجْرٍ قَالُوْا حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ يَعْنِىْ ابْنَ جَعْفَرٍ ح وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ يَعْنِىْ ابْنَ مُحَمَّدٍ كِلاَهُمَا عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ اَنَسٍ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ بِمِثْلِهِ وَلَيْسَ فِىْ حَدِيْثِهِمَا سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ وَفِىْ حَدِيْثِ اِسْمَاعِيْلَ اَنَّهُ سَمِعَ اَنَسَ بْنَ مَالِكٍ–

৬০৮১. ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া, কুতায়বা ও ইব্‌ন হুজর (র)...... আনাস (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেন। তাদের দু'জনের হাদীসে "রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে শুনেছি" নেই। ইসমাঈলের হাদীসে "আনাস (রা) থেকে শুনেছেন" রয়েছে।

٦٠٨٢– وَحَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيْمِ بْنُ سُلَيْمَانَ وَيَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ عَنْ زَكَرِيَّاءَ عَنِ الشَّعْبِىِّ عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّهَا حَدَّثَتْهُ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ لَهَا اِنَّ جِبْرَئِيْلَ يَقْرَأُ عَلَيْكِ السَّلاَمَ قَالَتْ فَقُلْتُ وَعَلَيْهِ السَّلاَمُ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ–

৬০৮২. আবূ বকর ইব্‌ন আবূ শায়বা (র)...... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁকে বলেছেন, জিব্‌রাইল (আ) তোমাকে সালাম দিচ্ছেন। আমি বললাম, তাঁর প্রতি সালাম এবং আল্লাহ্‌র রহমত।

٦٠٨٣– حَدَّثَنَاهُ اِسْحَاقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ اَخْبَرَنَا الْمُلاَئِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ بْنُ اَبِىْ زَائِدَةَ قَالَ سَمِعْتُ عَامِرًا يَقُوْلُ حَدَّثَنِىْ اَبُوْ سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اَنَّ عَائِشَةَ حَدَّثَتْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لَهَا بِمِثْلِ حَدِيْثِهِمَا–

وَحَدَّثَنَاهُ اِسْحَاقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ اَخْبَرَنَا اَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ زَكَرِيَّاءَ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ مِثْلَهُ–

৬০৮৩. ইসহাক ইব্‌ন ইবরাহীম (র)......আয়েশা (রা) থেকে যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন....... তাঁদের হাদীসের অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেন। ইসহাক (র)........ যাকারিয়া (র) থেকে উক্ত সনদে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেন।

٦٠٨٤– حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الدَّارِمِىُّ قَالَ اَخْبَرَنَا اَبُو الْيَمَانِ قَالَ اَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِىِّ قَالَ حَدَّثَنِىْ اَبُوْ سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِىِّ ﷺ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَاعَائِشُ هٰذَا جِبْرَئِيْلُ يَقْرَأُ عَلَيْكِ السَّلاَمَ قَالَتْ فَقُلْتُ وَعَلَيْهِ السَّلاَمُ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ قَالَتْ وَهُوَ يَرٰى مَالاَ اَرٰى–

৬০৮৪. আবদুল্লাহ্ ইব্ন আবদুর রহমান দারিমী (র)...... নবী ﷺ-এর স্ত্রী আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : হে আয়েশা! এই যে জিবরাঈল (আ) তোমাকে সালাম বলছেন। আয়েশা (রা) বললেন, وَعَلَيْهِ السَّلاَمُ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ (তাঁর উপরও সালাম এবং আল্লাহ্র রহমত)। এরপর আয়েশা (রা) বললেন, তিনি তো এমন কিছু দেখেন যা আমি দেখতে পাই না।

١٤- بَابُ ذِكْرِ حَدِيْثِ أُمِّ زَرْعٍ-

১৪. পরিচ্ছেদ : উম্মে যারা-এর হাদীস

٦٠٨٥- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِيُّ وَاَحْمَدُ بْنُ جَنَابٍ كِلاَهُمَا عَنْ عِيْسٰى وَاللَّفْظُ لِاِبْنِ حُجْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عِيْسٰى بْنُ يُوْنُسَ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ اَخِيْهِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّهَا قَالَتْ جَلَسَ اِحْدٰى عَشْرَةَ اِمْرَأَةً فَتَعَاهَدْنَ وَتَعَاقَدْنَ اَنْ لاَ يَكْتُمْنَ مِنْ اَخْبَارِ اَزْوَاجِهِنَّ شَيْئًا قَالَتِ الْاُوْلٰى زَوْجِىْ لَحْمُ جَمَلٍ غَثٍّ عَلٰى رَأْسِ جَبَلٍ وَعَرٍ لاَ سَهْلُ فَيُرْتَقٰى وَلاَ سَمِيْنُ فَيُنْتَقٰى (فَيُنْتَقَلُ) قَالَتِ الثَّانِيَةُ زَوْجِىْ لاَ اَبُثُّ خَبَرَهُ اِنِّىْ اَخَافُ اَنْ لاَ اَذَرَهُ اِنْ اَذْكُرْهُ اَذْكُرْ عُجَرَهُ وَبُجَرَهُ قَالَتِ الثَّالِثَةُ زَوْجِى الْعَشَنَّقُ اِنْ اَنْطِقْ اُطَلَّقْ وَاِنْ اَسْكُتْ أُعَلَّقْ قَالَتِ الرَّابِعَةُ زَوْجِىْ كَلَيْلِ تِهَامَةَ لاَ حَرٌّ وَلاَ قَرٌّ وَلاَ مَخَافَةَ وَلاَ سَامَةَ قَالَتِ الْخَامِسَةُ زَوْجِىْ اِنْ دَخَلَ فَهِدَ وَاِنْ خَرَجَ اَسِدَ وَلاَ يَسْأَلُ عَمَّا عَهِدَ قَالَتِ السَّادِسَةُ زَوْجِىْ اِنْ اَكَلَ لَفَّ وَاِنْ شَرِبَ اشْتَفَّ وَاِنِ اضْطَجَعَ الْتَفَّ وَلاَ يُوْلِجُ الْكَفَّ لِيَعْلَمَ الْبَثَّ قَالَتِ السَّابِعَةُ زَوْجِىْ غَيَايَاءُ اَوْ عَيَايَاءُ طَبَاقَاءُ كُلُّ دَاءٍ لَهُ دَاءٌ شَجَّكِ اَوْ فَلَّكِ اَوْ جَمَعَ كُلاًّ لَكِ قَالَتِ الثَّامِنَةُ زَوْجِى الرِّيْحُ رِيْحُ زَرْنَبٍ وَالْمَسُّ مَسُّ اَرْنَبٍ قَالَتِ التَّاسِعَةُ زَوْجِىْ رَفِيْعُ الْعِمَادِ طَوِيْلُ النِّجَادِ عَظِيْمُ الرَّمَادِ قَرِيْبُ الْبَيْتِ مِنَ النَّادِ قَالَتِ الْعَاشِرَةُ زَوْجِىْ مَالِكٌ وَمَا مَالِكُ مَالِكٌ خَيْرٌ مِنْ ذٰلِكِ لَهُ اِبِلٌ كَثِيْرَاتُ الْمُبَارِكِ قَلِيْلاَتُ الْمَسَارِحِ اِذَا سَمِعْنَ صَوْتَ الْمِزْهَرِ اَيْقَنَّ اَنَّهُنَّ هَوَالِكُ قَالَتِ الْحَادِيَةُ عَشْرَةَ زَوْجِىْ اَبُوْ زَرْعٍ وَمَا اَبُوْ زَرْعٍ اَنَاسَ مِنْ حُلِيٍّ اُذُنَىَّ وَمَلأَ مِنْ شَحْمٍ عَضُدَىَّ وَبَجَّحَنِىْ فَبَجِحَتْ اِلَىَّ نَفْسِىْ وَجَدَنِىْ فِىْ اَهْلِ غُنَيْمَةٍ بِشِقٍّ فَجَعَلَنِىْ فِىْ اَهْلِ صَهِيْلٍ وَاَطِيْطٍ وَدَائِسٍ وَمُنَقٍّ فَعِنْدَهُ اَقُوْلُ فَلاَ اُقَبَّحُ وَاَرْقُدُ فَاَتَصَبَّحُ وَاَشْرَبُ فَاَتَقَنَّحُ- اُمُّ اَبِىْ زَرْعٍ فَمَا اُمُّ اَبِىْ زَرْعٍ عُكُوْمُهَا رَدَاحٌ وَبَيْتُهَا فَسَاحٌ- اِبْنُ اَبِىْ زَرْعٍ فَمَا ابْنُ اَبِىْ زَرْعٍ مَضْجِعُهُ كَمَسَلِّ شَطْبَةٍ وَتُشْبِعُهُ ذِرَاعُ الْجَفْرَةِ -بِنْتُ اَبِىْ زَرْعٍ فَمَا بِنْتُ اَبِنْ زَرْعٍ طَوْعُ اَبِيْهَا وَطَوْعُ اُمِّهَا وَمِلْءُ كِسَائِهَا وَغَيْظُ جَارَتِهَا -جَارِيَةُ اَبِىْ زَرْعٍ فَمَا جَارِيَةُ اَبِىْ زَرْعٍ لاَ تَبُثُّ حَدِيْثَنَا

تَبْثِيْثًا وَلَا تُنَقِّثُ مِيْرَتَنَا تَنْقِيْثًا وَلَا تَمْلَأُ بَيْتَنَا تَعْشِيْشًا- قَالَتْ خَرَجَ اَبُوْ زَرْعٍ وَالْاَوْطَابُ تُمْخَضُ فَلَقِيَ امْرَأَةً مَعَهَا وَلَدَانِ لَهَا كَالْفَهْدَيْنِ يَلْعَبَانِ مِنْ تَحْتِ خَصْرِهَا بِرُمَّانَتَيْنِ فَطَلَّقَنِيْ وَنَكَحَهَا فَنَكَحْتُ بَعْدَهُ رَجُلًا سَرِيًّا رَكِبَ شَرِيًّا وَاَخَذَ خَطِّيًّا وَاَرَاحَ عَلَيَّ نَعَمًا ثَرِيًّا وَاَعْطَانِيْ مِنْ كُلِّ رَائِحَةٍ زَوْجًا قَالَ كُلِيْ اُمَّ زَرْعٍ وَمِيْرِيْ اَهْلَكِ فَلَوْ جَمَعْتُ كُلَّ شَيْءٍ اَعْطَانِيْ مَابَلَغَ اَصْغَرَ اٰنِيَةِ اَبِيْ زَرْعٍ- قَالَتْ عَائِشَةُ قَالَ لِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ كُنْتُ لَكِ كَاَبِيْ زَرْعٍ لِاُمِّ زَرْعٍ-

وَحَدَّثَنِيْهِ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحُلْوَانِيُّ حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمَاعِيْلَ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ غَيْرَ اَنَّهُ قَالَ عَيَايَاءُ طَبَاقَاءُ وَلَمْ يَشُكَّ وَقَالَ قَلِيْلَاتُ الْمَسَارِحِ وَقَالَ وَصِفْرُ رِدَائِهَا وَخَيْرُ نِسَائِهَا وَعَقْرُ جَارَتِهَا وَقَالَ وَلَا تَنْقُثُ مِيْرَتَنَا تَنْقِيْثًا وَقَالَ وَاَعْطَانِيْ مِنْ كُلِّ ذَابِحَةٍ زَوْجًا-

৬০৮৫- আলী ইব্‌ন হুজর সা'দী ও আহমদ ইব্‌ন জানাব (র)...... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এগারজন মহিলা বসে অঙ্গীকার করল ও চুক্তিবদ্ধ হলো যে, তারা নিজ নিজ স্বামীর ব্যাপারে **কিছুই গোপন করবে** না। প্রথম মহিলা বললো, আমার স্বামী কৃষ্ণ উটের গোশতের মতো, যা দুর্গম এক পাহাড়ের চূড়ায় রক্ষিত। না ওখানে আরোহণ করা সম্ভব, আর না এমন মোটা তাজা যা থেকে মগজ আহরণ করা যাবে (অথবা স্থানান্তর করা যাবে)। দ্বিতীয় মহিলা বললো, আমি আমার স্বামীর খবর ছড়াতে পারবো না। আমার ভয় হয়, আমি তাকে ছেড়ে দেব না। আমি যদি তার বিবরণ দিতে যাই তবে তার (সব হিবিজিবি) গোপনীয় ও প্রকাশ্য সব দোষই বর্ণনা করে ফেলব। তৃতীয় মহিলা বললো, আমার স্বামী অতি লম্বু। ওর দোষ বললে আমি পরিত্যক্ত হবো, আর চুপ থাকলে ঝুলে থাকবো। চতুর্থ মহিলা বললো, আমার স্বামী 'তিহামা' (নির্জন মরু আরব)-এর রজনীর মতো (নিথর)। নাতিশীতোষ্ণ (গরমও নয় আর ঠাণ্ডাও নয়) ভয়ও নেই, বিরক্তিও নেই। পঞ্চম মহিলা বললো, আমার স্বামী যখন ঘরে আসে তখন চিতা বাঘ, আর যখন বাইরে যায় তখন সিংহ। রক্ষিত মাল-সম্পদ নিয়ে সে কোন প্রশ্ন করে না। ষষ্ঠ মহিলা বললো, আমার স্বামী খেতে বসলে সব খেয়ে ফেলে, পান করলে একেবারে নিঃশেষ করে ফেলে আর শুতে গেলে একদম হাত পা গুটিয়ে রয় (লেপ কাঁতা একাই গায় দেয়)। আমার প্রতি (প্রেমের) হাত বাড়ায় না, যাতে আমার (মনের) অবস্থা বুঝতে পারে। সপ্তম মহিলা বললো, আমার স্বামী নির্বোধ, অক্ষম ও বোবার মত। সব রোগ (দোষই) তার মধ্যে বিদ্যমান। চাইলে তোমার মাথায় আঘাত করবে অথবা অঙ্গে প্রহার করবে অথবা উভয়টিই একত্রে সংঘটিত করবে। অষ্টম মহিলা বললো, আমার স্বামীর ঘ্রাণ 'যারনাব' সুগন্ধির মতো, তার স্পর্শ খরগোশের মতো। নবম মহিলা বললো, আমার স্বামী এমন যার প্রাসাদের খাম্বাগুলো সুউচ্চ, তরবারির খাপগুলো দীর্ঘ, বাড়ির আঙ্গিনায় অধিক ছাই। (পঞ্চায়েতের) কাচারী ঘরের পার্শ্বেই তার বাড়ি। দশম মহিলা বললো, আমার স্বামী 'মালিক'। আর মালিক-এর কথা কি বলব, আমার এ প্রশংসার চেয়ে আরো শ্রেষ্ঠ সে। তার আছে অনেক উট, তাদের বেশি পরিমাণই (বাড়ির) উটশালায় থাকে এবং কম পরিমাণ থাকে চারণ ভূমিতে। উটেরা যখন বাদ্য-বাজনার শব্দ শোনে, তখন (মেহমানের আগমনে) নিজেদের যবাহের ব্যাপারে নিশ্চিত হয়ে পড়ে। একাদশ

মহিলা বললো, আমার স্বামীর নাম আবূ যার'। কী চমৎকার আবূ যার'। অলংকার দিয়ে সে আমর দু'কান ঝুলিয়ে দিয়েছে, বাহুদ্বয় ভরপুর করেছে চর্বিতে। আমাকে আদর-সোহাগ দিয়েছে, আমিও নিজেকে আদরনীয়া-সোহাগিণী বোধ করছি। সে আমাকে পাহাড়ের পাদদেশে অল্প ভেড়া ও বকরীওয়ালাদের মাঝে (গরীব পরিবারে) পেয়েছিল। এরপর সে আমাকে উট, ঘোড়া, মাড়াইযন্ত্র ও ঝাড়নের (জমি-জমা ও ফসলাদির) অধিকারী বানিয়েছে। তার কাছে আমি কথা বললে সে তা ফেলে না। আমি ঘুমালে ভোর পর্যন্ত শুয়ে থাকি আর পান করলে তৃপ্তি অর্জন করি। আবূ যার'-এর মা, কতই না ভালো আবূ যার-এর মা। তার পাত্র বিরাট আকারের। তার কুঠুরী প্রশস্ত। আবূ যার-এর ছেলে, কত ভালো আবূ যার-এর ছেলে, তার শয্যা যেন তরবারির খাপ। বকরির একটি বান (দুধ) খেয়েই সে তৃপ্তিবোধ করে। আবূ যার'-এর মেয়ে, কতই না ভালো আবূ যার-এর মেয়ে। মা-বাবার অনুগত, পোশাকভরা দেহ, প্রতিবেশীর ঈর্ষার পাত্রী। আবূ যার'-এর বাঁদী, কত ভালো আবূ যার-এর বাঁদী। আমাদের (ঘরের) কথা প্রচার করে বেড়ায় না। আমাদের খাদ্য নষ্ট করে না, ঘর-বাড়ি আবর্জনাপূর্ণ রাখে না। উম্মু যার্ বলেন, একদা আবূ যার বাইরে বের হলেন। তখন আমাদের অবস্থা ছিল, বড় বড় দুধের পাত্র থেকে মাখন তোলা হতো। তখন এক মেয়ে লোকের সাথে তার সাক্ষাত ঘটে। তার সাথে ছিলো দু'টো শিশু (শিশু দু'টো ছিল) দুটি চিতার মত। তারা তার কোকের নীচে দুটি ডালিম নিয়ে খেলা করছিল। তখন আবূ যার' আমাকে তালাক দেয় এবং সে মেয়ে লোককে বিয়ে করে। তারপর আমি এক ব্যক্তিকে বিবাহ করলাম। সে ছিল সরদার, খুব ভালো ঘোড় সওয়ার ও বর্শা ধারণকারী (অভিজ্ঞ যোদ্ধা)। সে আমার আস্তাবলে বহু চতুষ্পদ জন্তু সমবেত করে। প্রত্যেক প্রকার থেকে সে আমাকে একেক জোড়া দান করে এবং সে আমাকে বলে, হে উম্মু যার'! তুমি খাও এবং তোমার আপনজনকে দান কর। তবে দ্বিতীয় স্বামী আমায় যা কিছু দিয়েছে তার সব যদি জমা করি, তবু আবূ যার্'-এর ছোট্ট একটি পাত্রের সমান হবে না। আয়েশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাকে বললেন : তোমার জন্য আমি উম্মু যার্'- এর জন্য আবূ যার্'-এর মতো। (তবে আমি তোমাকে তালাক দিব না।)

হাসান ইব্ন আলী হুলওয়ানী (র)...... হিশাম ইব্ন উরওয়া (রা) থেকে উক্ত সনদে বর্ণনা করেছেন। তবে এতে বর্ণনা সন্দেহ ছাড়া عيا ياء طبقاء রয়েছে আরো রয়েছে قليلات المسارح এবং রয়েছে صفر ردائها وخير نسائها وعقرجارتها (অর্থাৎ তার কটিদেশ ছিল কৃশ, অন্যান্য মহিলার তুলনায় ছিল শ্রেষ্ঠ, সতীনের ঈর্ষার পাত্রী) এবং বলেছেন- لاتنقث ميرتنا تنقيثا আরো বলেছেন - 'اعطانى من كل ذى رَابِى زَوْجًا'

١٥- بَابُ مِّنْ فَضَائِلِ فَاطِمَةُ رَفِى اللّٰه تَعَالَ عَنْهَا بِنْتِ النَّبِيِّ ﷺ -

১৫. পরিচ্ছেদ : নবী ﷺ-এর কন্যা ফাতিমা (রা)-এর ফযীলত

٦٠٨٦- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ يُوْنُسَ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ كِلاَهُمَا عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ ابْنُ يُوْنُسَ حَدَّثَنَا لَيْثٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِى مُلَيْكَةَ الْقُرَشِيُّ التَّيْمِىُّ اَنَّ الْمِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ حَدَّثَهُ اَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَلَى الْمِنْبَرِ وَهُوَ يَقُوْلُ اِنَّ بَنِى هِشَامِ بْنِ الْمُغِيْرَةِ اسْتَأْذَنُوْنِىْ اَنْ يُنْكِحُوْا ابْنَتَهُمْ عَلِىَّ بْنَ اَبِىْ طَالِبٍ فَلاَ آذَنُ لَهُمْ ثُمَّ لاَ اٰذَنُ لَهُمْ ثُمَّ لاَ اٰذَنُ لَهُمْ اِلاَّ اَنْ يُحِبَّ ابْنُ اَبِىْ طَالِبٍ اَنْ يُطَلِّقَ ابْنَتِىْ وَيَنْكِحَ ابْنَتَهُمْ فَاِنَّمَا ابْنَتِىْ بَضْعَةٌ مِنِّىْ يَرِيْبُنِىْ مَا رَابَهَا وَيُؤْذِيْنِىْ مَا اٰذَاهَا-

৬০৮৬. আহমাদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন ইউনুস ও কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ (র)...... মিসওয়ার ইব্‌ন মাখরামা (রা) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে মিম্বরের উপর থেকে বলতে শুনেছেন, হিশাম ইব্‌ন মুগীরার সন্তানরা আমার কাছে অনুমতি চেয়েছে যে, তারা তাদের কন্যাকে আলী ইব্‌ন আবূ তালিবের কাছে তারা বিয়ে দিতে চায়। আমি তাদের অনুমতি দিচ্ছি না, আবার (বলছি) আমি তাদের অনুমতি দিচ্ছি না, আবার আমি তাদের অনুমতি দিচ্ছি না। তবে যদি আলী ইব্‌ন আবূ তালিব আমার মেয়েকে তালাক দিয়ে তাদের মেয়েকে বিয়ে করতে চায়, তা ভিন্ন কথা। কেননা আমার মেয়ে আমারই একটা অংশ। যা তাকে বিষন্ন করে, তা আমাকেও বিষন্ন করে, তাকে যা কষ্ট দেয়, আমাকেও তা কষ্ট দেয়।

٦٠٨٧- وَحَدَّثَنِيْ اَبُوْ مَعْمَرٍ اِسْمَاعِيْلُ ابْنُ اِبْرَاهِيْمَ الْهُذَلِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو عَنِ ابْنِ اَبِيْ مُلَيْكَةَ عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّمَا فَاطِمَةُ بَضْعَةٌ مِنِّيْ يُؤْذِيْنِيْ مَا اٰذَاهَا-

৬০৮৭. আবূ মা'মার ইসমাঈল ইব্‌ন ইবরাহীম হুযালী (র)...... মিসওয়ার ইব্‌ন মাখরামা (রা) থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : ফাতিমা আমারই অঙ্গ, তাকে যা কষ্ট দেয়, তা আমাকেও কষ্ট দেয়।

٦٠٨٨- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ حَدَّثَنَا اَبِيْ عَنِ الْوَلِيْدِ ابْنِ كَثِيْرٍ حَدَّثَنِيْ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ حَلْحَلَةَ الدُّؤَلِيُّ اَنَّ ابْنَ شِهَابٍ حَدَّثَهُ اَنَّ عَلِيَّ بْنَ الْحُسَيْنِ حَدَّثَهُ اَنَّهُمْ حِيْنَ قَدِمُوْا الْمَدِيْنَةَ مِنْ عِنْدِ يَزِيْدَ بْنِ مُعَاوِيَةَ مَقْتَلَ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا لَقِيَهُ الْمِسْوَرُ بْنُ مَخْرَمَةَ فَقَالَ لَهُ هَلْ لَكَ اِلَيَّ مِنْ حَاجَةٍ تَاْمُرُنِيْ بِهَا قَالَ فَقُلْتُ لَهُ لاَ قَالَ لَهُ هَلْ اَنْتَ مُعْطِيَّ سَيْفَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَاِنِّيْ اَخَافُ اَنْ يَغْلِبَكَ الْقَوْمُ عَلَيْهِ وَايْمُ اللّٰهِ لَئِنْ اَعْطَيْتَنِيْهِ لاَيُخْلَصُ اِلَيْهِ اَبَدًا حَتّٰى تَبْلُغَ نَفْسِيْ اِنَّ عَلِيَّ بْنَ اَبِيْ طَالِبٍ خَطَبَ بِنْتَ اَبِيْ جَهْلٍ عَلٰى فَاطِمَةَ فَسَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ وَهُوَ يَخْطُبُ النَّاسَ فِيْ ذٰلِكَ عَلٰى مِنْبَرِهِ هٰذَا وَاَنَا يَوْمَئِذٍ مُحْتَلِمٌ فَقَالَ اِنَّ فَاطِمَةَ مِنِّيْ وَاِنِّيْ اَتَخَوَّفُ اَنْ تُفْتَنَ فِيْ دِيْنِهَا قَالَ ثُمَّ ذَكَرَ صِهْرًا لَهُ مِنْ بَنِيْ عَبْدِ شَمْسٍ فَاَثْنٰى عَلَيْهِ فِيْ مُصَاهَرَتِهِ اِيَّاهُ فَاَحْسَنَ قَالَ حَدَّثَنِيْ فَصَدَقَنِيْ وَوَعَدَنِيْ فَاَوْفٰى لِيْ وَاِنِّيْ لَسْتُ اُحَرِّمُ حَلاًّ لاًّ وَلاَ اُحِلُّ حَرَامًا وَلٰكِنَّ وَاللّٰهِ لاَتَجْتَمِعُ بِنْتُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَبِنْتُ عَدُوِّ اللّٰهِ مَكَانًا وَاحِدًا اَبَدًا-

৬০৮৮. আহমদ ইব্‌ন হাম্বল (র)....... আলী ইব্‌ন হুসায়ন (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, হুসায়ন ইব্‌ন আলী (রা)-এর শাহাদতের পর ইয়াযীদ ইব্‌ন মুআবিয়া (রা)-এর কাছ থেকে তারা যখন মদীনায় এলেন, মিসওয়ার ইব্‌ন মাখরামা (রা) তখন তাঁর সাথে দেখা করলেন এবং তাঁকে বললেন, আপনার কোন প্রয়োজন থাকলে আমাকে বলবেন। আমি বললাম, না। মিসওয়ার বললেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর তরবারিখানা কি আপনি আমাকে দান

করবেন? কারণ আমার ভয় হয় যে, লোকেরা এটি আপনার কাছ থেকে কবজা করে নিবে। আল্লাহ্‌র কসম, আপনি যদি সে তরবারিটি আমাকে দিয়ে দেন তাহলে যতক্ষণ আমার প্রাণ থাকে, এটি কেউ স্পর্শ করতে পারবে না। (মিসওয়ার আরো বললেন) ফাতিমা (রা)-এর জীবিত থাকাকালে আলী (রা) আবূ জাহলের কন্যাকে বিয়ের প্রস্তাব দিয়েছিলেন। তখন আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে এ বিষয় নিয়ে লোকদের সামনে এ মিম্বরে দাঁড়িয়ে ভাষণ দিতে শুনেছি। আমি সে সময় সদ্য বালিগ বয়সের। তখন তিনি বললেন, ফাতিমা আমারই অঙ্গ। আমার ভয় হচ্ছে, সে তার দীনের ব্যাপারে ফিতনায় না পতিত হয়। অতঃপর তিনি আব্‌দ ই-শামস গোত্রীয় তাঁর জামাতার আলোচনা করলেন তার আত্মীয়তার সুন্দর প্রশংসা করলেন, এবং বললেন, সে আমায় যা বলেছে সত্য সাব্যস্ত করেছে যে, অংগীকার করেছে, তা প্রতিপালন করেছে, আর আমি কোন হালালকে হারাম করি না বা হারামকে হালাল করি না। তবে আল্লাহ্‌র কসম, আল্লাহ্‌র রাসূলের মেয়ে এবং আল্লাহ্‌র দুশমনের মেয়ে কখনো এক জায়গায় একত্রিত হবে না।

٦٠٨٩- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الدَّارِمِيُّ اَخْبَرَنَا اَبُوْ الْيَمَانِ اَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ اَخْبَرَنِيْ عَلِيُّ بْنُ حُسَيْنٍ اَنَّ الْمِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ اَخْبَرَهُ اَنَّ عَلِيَّ بْنَ اَبِيْ طَالِبٍ خَطَبَ بِنْتَ اَبِيْ جَهْلٍ وَعِنْدَهُ فَاطِمَةُ بِنْتُ النَّبِيِّ ﷺ فَلَمَّا سَمِعَتْ بِذٰلِكَ فَاطِمَةُ اَتَتِ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَتْ لَهُ اِنَّ قَوْمَكَ يَتَحَدَّثُوْنَ اَنَّكَ لاَتَغْضَبُ لِبَنَاتِكَ وَهٰذَا عَلِيٌّ نَاكِحًا ابْنَةَ اَبِيْ جَهْلٍ قَالَ الْمِسْوَرُ فَقَامَ النَّبِيُّ ﷺ فَسَمِعْتُهُ حِيْنَ تَشَهَّدَ ثُمَّ قَالَ اَمَّا بَعْدُ فَاِنِّيْ اَنْكَحْتُ اَبَا الْعَاصِ بْنَ الرَّبِيْعِ فَحَدَّثَنِيْ فَصَدَّقَنِيْ وَاَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ مُضْغَةٌ مِنِّيْ وَاِنَّمَا اَكْرَهُ اَنْ يَفْتِنُوْهَا وَاِنَّهَا وَاللّٰهِ لاَ تَجْتَمِعُ بِنْتُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَبِنْتُ عَدُوِّ اللّٰهِ عِنْدَ رَجُلٍ وَاحِدٍ اَبَدًا قَالَ فَتَرَكَ عَلِيٌّ الْخِطْبَةَ -

وَحَدَّثَنِيْهِ اَبُوْ مَعْنٍ الرَّقَاشِيُّ حَدَّثَنَا وَهْبٌ يَعْنِيْ ابْنَ جَرِيْرٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ سَمِعْتُ النُّعْمَانَ يَعْنِيْ ابْنَ رَاشِدٍ يُحَدِّثُ عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ نَحْوَهُ -

৬০৮৯. আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আবদুর রাহমান দারিমী (র)....... মিস্‌ওয়ার ইব্‌ন মাখরামা (রা) থেকে বর্ণনা করেন, আলী ইব্‌ন আবূ তালিব (রা) আবূ জাহ্‌লের কন্যাকে বিয়ের প্রস্তাব দিয়েছিলেন। তখন নবী তনয়া ফাতিমা (রা) তার ঘরের ছিলেন। ফাতিমা (রা) যখন এ খবর শুনলেন তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে এসে বললেন, লোকেরা বলাবলি করে যে, আপনি আপনার মেয়েদের ব্যাপারে রাগান্বিত হন না। অথচ এই যে আলী (রা) আবূ জাহ্‌লের মেয়েকে বিয়ে করতে যাচ্ছেন। মিসওয়ার (রা) বললেন, তখন নবী ﷺ দাঁড়ালেন। এ সময় আমি শুনলাম তিনি তাশাহ্‌হুদ (হামদা-সালাত) পড়্‌লেন এবং বললেন : আমি আবুল আস ইবনুর রাবীর কাছে বিয়ে দিয়েছি, সে আমাকে যা বলেছে, তা সত্যে পরিণত করেছে। আর মুহাম্মদ তনয়া ফাতিমা আমারই একটা টুক্‌রা, আমি পসন্দ করি না যে, লোকে তাকে ফিত্‌নায় ফেলুক। আল্লাহ্‌র কসম! আল্লাহ্‌র রাসূলের মেয়ে ও আল্লাহ্‌র

দুশমনের মেয়ে কোন ব্যাক্তির কাছে কখনো একত্রিত হবে না। মিস্ওয়ার (রা) বলেন, এরপর আলী (রা) প্রস্তাব ছেড়ে দেন।

আবূ মা'ন রাকাশী (রা)....... যুহরী (র) থেকে এ সনদে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেন।

٦٠٩٠- حَدَّثَنَا مَنْصُوْرُ بْنُ اَبِى مُزَاحِمٍ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ يَعْنِى ابْنَ سَعْدٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ ح وَحَدَّثَنِى زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَاللَّفْظُ لَهُ قَالَ حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ حَدَّثَنَا اَبِى عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ حَدَّثَهُ اَنَّ عَائِشَةَ حَدَّثَتْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ دَعَا فَاطِمَةَ ابْنَتَهُ فَسَارَّهَا فَبَكَتْ ثُمَّ سَارَّهَا فَضَحِكَتْ فَقَالَتْ عَائِشَةُ فَقُلْتُ لِفَاطِمَةَ مَاهٰذَا الَّذِىْ سَارَّكِ بِهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَبَكَيْتِ ثُمَّ سَارَّكِ فَضَحِكْتِ قَالَتْ سَارَّنِى فَاَخْبَرَنِىْ بِمَوْتِهِ فَبَكَيْتُ ثُمَّ سَارَّنِى فَاَخْبَرَنِى اَنِّىْ اَوَّلُ مَنْ يَتْبَعُهُ مِنْ اَهْلِهِ فَضَحِكْتُ-

৬০৯০. মানসূর ইব্ন আবূ মুযাহিম ও যুহায়র ইব্ন হার্ব (র)....... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর মেয়ে ফাতিমা (রা)-কে ডেকে আনলেন এবং তাকে চুপি চুপি কিছু বললেন। তখন তিনি কাঁদলেন। আবার চুপে চুপে তিনি কিছু বললেন। তখন তিনি হেসে ফেললেন। আয়েশা (রা) বলেন, আমি ফাতিমা (রা)-কে বললাম, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তোমাকে চুপে চুপে কি বললেন যে, তুমি কেঁদে ফেললে এবং তারপর কি বললেন যে, তুমি হেসে ফেললে? ফাতিমা বললেন চুপে চুপে তিনি আমাকে তাঁর মৃত্যু সংবাদ দিলেন, তাই আমি কাঁদলাম। এরপর চুপি চুপি তিনি বললেন, তাঁর পরিজনদের মধ্যে তাঁর পরে আমি সর্বপ্রথম (মিলিত হব) যাবো তাই হাসলাম।

٦٠٩١- حَدَّثَنَا اَبُوْ كَامِلٍ الْجَحْدَرِىُّ فُضَيْلُ بْنُ حُسَيْنٍ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ فِرَاسٍ عَنْ عَامِرٍ عَنْ مَسْرُوْقٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُنَّ اَزْوَاجُ النَّبِىِّ ﷺ عِنْدَهُ لَمْ يُغَادِرْ مِنْهُنَّ وَاحِدَةً فَاَقْبَلَتْ فَاطِمَةُ تَمْشِى مَا تُخْطِئُ مِشْيَتُهَا مِنْ مِشْيَةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ شَيْئًا فَلَمَّا رَاٰهَا رَحَّبَ بِهَا فَقَالَ مَرْحَبًا بِابْنَتِىْ ثُمَّ اَجْلَسَهَا عَنْ يَمِيْنِهِ اَوْ عَنْ شِمَالِهِ ثُمَّ سَارَّهَا فَبَكَتْ بُكَاءً شَدِيْدًا فَلَمَّا رَاٰى جَزَعَهَا سَارَّهَا الثَّانِيَةَ فَضَحِكَتْ فَقُلْتُ لَهَا خَصَّكِ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مِنْ بَيْنِ نِسَائِهِ بِالسِّرَارِ ثُمَّ اَنْتِ تَبْكِيْنَ فَلَمَّا قَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ سَاَلْتُهَا مَا قَالَ لَكِ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَالَتْ مَا كُنْتُ اُفْشِى عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ سِرَّهُ قَالَتْ فَلَمَّا تُوُفِّىَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قُلْتُ عَزَمْتُ عَلَيْكِ بِمَالِى عَلَيْكِ مِنَ الْحَقِّ لَمَا حَدَّثْتِنِى مَا قَالَ لَكِ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَتْ اَمَّا الْاٰنَ فَنَعَمْ اَمَّا حِيْنَ سَارَّنِى فِى الْمَرَّةِ الْاُوْلٰى فَاَخْبَرَنِى اَنَّ جِبْرَئِيْلَ كَانَ يُعَارِضُهُ الْقُرْاٰنَ فِى كُلِّ سَنَةٍ مَرَّةً (اَوْ مَرَّتَيْنِ) وَاَنَّهُ عَارَضَهُ الْاٰنَ مَرَّتَيْنِ وَاِنِّىْ لَا اُرَى الْاَجَلَ اِلَّا قَدِ اقْتَرَبَ فَاتَّقِى اللّٰهَ وَاصْبِرِىْ فَاِنَّهُ نِعْمَ

اَلسَّلَفُ اَنَا لَكِ قَالَتْ فَبَكَيْتُ بُكَائِىْ الَّذِىْ رَأَيْتِ فَلَمَّا رَأٰى جَزَعِىْ سَارَّنِىْ الثَّانِيَةَ فَقَالَ يَافَاطِمَةُ اَمَا تَرْضَيْنَ اَنْ تَكُوْنِىْ سَيِّدَةَ نِسَاءِ الْمُؤْمِنِيْنَ اَوْ سَيِّدَةَ نِسَاءِ هٰذِهِ الاُمَّةِ قَالَتْ فَضَحِكْتُ ضِحْكِىَ الَّذِىْ رَأَيْتِ-

৬০৯১. আবূ কামিল জাহ্দারী ফুযায়ল ইব্ন হুসায়ন (র)....... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর বিবিরা সকলেই তাঁর কাছে ছিলেন, তাঁদের মধ্যে কেউ বাদ ছিলেন না। এমন সময় ফাতিমা (রা) এলেন। তাঁর চলার ভঙ্গি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর চলার ভঙ্গি থেকে একটুও পৃথক ছিল না। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখন তাঁকে দেখলেন, তখন তিনি এ বলে খোশ আমদেদ জানালেন— মারহাবা, হে আমার স্নেহের কন্যা! এরপর তাঁকে তাঁর ডানপাশে অথবা বামপাশে বসালেন এবং তাঁর সাথে চুপে চুপে কিছু বললেন। এতে তিনি খুব কাঁদলেন। যখন তিনি তাঁর অস্থিরতা দেখলেন, তিনি পুনরায় তাঁর সাথে চুপে চুপে কিছু বললেন, তখন তিনি হেসে দিলেন। আমি তাঁকে বললাম, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর (পরিবারের) নারীদের মধ্যে (কাউকে না বলে) তোমার সঙ্গে বিশেষভাবে কোন গোপন কথা বলেছেন। আবার তুমি কাঁদছো? অতঃপর যখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ উঠে গেলেন, আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তোমার কাছে কি বলেছেন? তিনি বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর গোপন কথা প্রকাশ করবো না। আয়েশা (রা) বলেন, যখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর ওফাত হয়ে গেলো, তখন আমি বললাম, তোমার উপর আমার (মাতৃত্বের) অধিকারের শপথ দিয়ে বলছি, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তোমাকে কী বলেছেন, অবশ্যই আমাকে বলতে হবে। তিনি বললেন, আচ্ছা, এখন তবে, হ্যাঁ। প্রথমবার তিনি আমাকে কানে কানে বললেন জিবরাঈল (আ) প্রতি বছর একবার (কি দু'বার) আমাকে কুরাআন পুনরাবৃত্তি (দাওর) করান। এ বছর তিনি দু'বার পুনরাবৃত্তি করালেন। আমার মনে হয় আমার সময় কাছে এসে গেছে। তুমি আল্লাহ্কে ভয় করে চলবে এবং ধৈর্যধারণ করবে আমি তোমার জন্য কত উত্তম পূর্বসূরী। তখন আমি কাঁদলাম যা আপনি দেখেছেন। এরপর আমার অস্থিরতা দেখে তিনি দ্বিতীয়বার চুপি চুপি বললেন, হে ফাতিমা! মু'মিনা নারীদের প্রধান ও এ উম্মাতের সকল মহিলাদের সরদার হওয়া কি তুমি পসন্দ কর না? ফাতিমা (রা) বললেন, তখন আমি হাসলাম। আমার যে হাসি আপনি দেখেছেন।

٦٠٩٢- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ نُمَيْرٍ عَنْ زَكَرِيَّاءَ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِىْ قَالَ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ عَنْ فِرَاسٍ عَنْ عَامِرٍ عَنْ مَسْرُوْقٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ اجْتَمَعَ نِسَاءُ النَّبِىِّ ﷺ فَلَمْ يُغَادِرْ مِنْهُنَّ امْرَأَةٌ فَجَائَتْ فَاطِمَةُ تَمْشِىْ كَأَنَّ مِشْيَتَهَا مِشْيَةُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ مَرْحَبًا بِابْنَتِىْ فَاَجْلَسَهَا عَنْ يَمِيْنِهِ اَوْ عَنْ شِمَالِهِ ثُمَّ اِنَّهُ اَسَرَّ اِلَيْهَا حَدِيْثًا فَبَكَتْ فَاطِمَةُ رِضْوَانُ اللّٰهِ عَلَيْهَا ثُمَّ اِنَّهُ سَارَّهَا فَضَحِكَتْ اَيْضًا فَقُلْتُ لَهَا مَا يُبْكِيْكِ فَقَالَتْ مَا كُنْتَ لاُفْشِىَ سِرَّ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقُلْتُ مَا رَأَيْتُ كَالْيَوْمِ فَرَحًا اَقْرَبَ مِنْ حُزْنٍ فَقُلْتُ لَهَا حِيْنَ بَكَتْ أَخَصَّكِ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِحَدِيْثِهِ دُوْنَنَا ثُمَّ تَبْكِيْنَ وَسَأَلْتُهَا عَمَّا قَالَ فَقَالَتْ مَا كُنْتُ لاُفْشِىَ سِرَّ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ حَتّٰى اِذَا قُبِضَ سَأَلْتُهَا فَقَالَتْ اِنَّهُ كَانَ حَدَّثَنِىْ اَنَّ جِبْرِيْلَ كَانَ يُعَارِضُهُ

بِالْقُرْاٰنِ كُلَّ عَامٍ مَرَّةً وَاِنَّهُ عَارَضَهُ بِهِ فِى الْعَامِ مَرَّتَيْنِ وَلاَ اُرَانِىْ اِلاَّ قَدْ حَضَرَ اَجَلِىْ وَاَنَّكِ اَوَّلُ اَهْلِىْ لُحُوْقًا بِىْ وَنِعْمَ السَّلَفُ اَنَالَكِ فَبَكَيْتُ لِذٰلِكَ ثُمَّ اِنَّهُ سَارَّنِىْ فَقَالَ اَلاَ تَرْضَيْنَ اَنْ تَكُوْنِىْ سَيِّدَةَ نِسَاءِ الْمُؤْمِنِيْنَ اَوْ سَيِّدَةَ نِسَاءِ هٰذِهِ الْاُمَّةِ فَضَحِكْتُ لِذٰلِكَ–

৬০৯২. আবূ বকর ইব্‌ন আবূ শায়বা ও ইব্‌ন নুমায়র (র)....... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, নবী ﷺ-এর সকল বিবি একত্রিত হলেন। তাঁদের মধ্যে একজনও বাদ রইলেন না। তখন ফাতিমা (রা) হেঁটে আসলেন। তার হাঁটার ভঙ্গী যেন একেবারে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর হাঁটার মত। তিনি বললেন, খোশ আমদেদ স্নেহের মেয়ে আমার! অতঃপর তাঁকে তাঁর ডানদিকে কিংবা তাঁর বামদিকে বসালেন এবং চুপি চুপি কিছু কথা বললেন। এতে ফাতিমা (রা) কেঁদে ফেললেন। তারপর তিনি তাঁকে চুপি চুপি আবার কিছু বললেন, এতে তিনি হাসলেন। আমি তাঁকে বললাম, কিসে তোমাকে কাঁদালো ? তিনি বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর গোপন কথা ফাঁস করতে পারি না। আমি বললাম, আমি আজকের মতো কোন আনন্দকে বেদনার এতো নিকটবর্তী দেখি নি। আমি বললাম, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদের ছেড়ে তোমাকে তাঁর কথা বলার জন্য বিশেষত্ব দান করলেন। আর তুমি কাঁদছো? আবার তাকে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কী বলেছেন : তা জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন, আমি রাসুলুল্লাহ্ ﷺ-এর গোপন কথা প্রকাশ করতে পারি না। অবশেষে যখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর ওফাত হল, তখন আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম। তখন তিনি বললেন, তিনি আমাকে বলেছিলেন জিবরাঈল (আ) প্রতি বছর একবার তাঁর সঙ্গে কুরআন আবৃত্তি (দাওর) করতেন। আর এ বছর তিনি তাঁর সঙ্গে দু'বার আবৃত্তি করেছেন। এতে আমার মনে হয় নিশ্চয়ই মৃত্যু আমার নিকটবর্তী। আর তুমিই আমার পরিজনদের মাঝে সর্বপ্রথম আমার সঙ্গে মিলিত হবে। তোমার জন্য আমি কতই না উত্তম অগ্রগামী। তখন আমি কেঁদেছি। এরপর তিনি আমাকে চুপি চুপি বললেন, তুমি ঈমানদার মহিলাদের প্রধান অথবা এ উম্মাতের মহিলাদের সরদার হওয়া কি পসন্দ কর না ? একথা শুনে আমি হেসেছি।

١٦– بَابُ مِنْ فَضَائِلَ اُمِّ سَلَمَةَ اُمِّ الْمُؤْمِنِيْنَ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهَا

১৬. পরিচ্ছেদ : উম্মুল মু'মিনীন হযরত উম্মু সালামা (রা)-এর ফযীলত

٦٠٩٣– حَدَّثَنِىْ عَبْدُ الْاَعْلٰى بْنُ حَمَّادٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْاَعْلَى الْقَيْسِىُّ كِلاَهُمَا عَنِ الْمُعْتَمِرِ قَالَ ابْنُ حَمَّادٍ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ اَبِىْ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ عُثْمَانَ عَنْ سَلْمَانَ قَالَ لاَتَكُوْنَنَّ اِنِ اسْتَطَعْتَ اَوَّلَ مَنْ يَدْخُلُ السُّوْقَ وَلاَ اٰخِرَ مَنْ يَخْرُجُ مِنْهَا فَاِنَّهَا مَعْرَكَةُ الشَّيْطَانِ وَبِهَا يَنْصِبُ رَايَتَهُ قَالَ وَاُنْبِئْتُ اَنَّ جِبْرَئِيْلَ اَتٰى نَبِىَّ اللّٰهِ ﷺ وَعِنْدَهُ اُمُّ سَلَمَةَ قَالَ فَجَعَلَ يَتَحَدَّثُ ثُمَّ قَامَ فَقَالَ نَبِىُّ اللّٰهِ ﷺ لِاُمِّ سَلَمَةَ مَنْ هٰذَا اَوْ كَمَا قَالَ قَالَتْ هٰذَا دِحْيَةُ الْكَلْبِىُّ قَالَ فَقَالَتْ اُمُّ سَلَمَةَ اَيْمُ اللّٰهِ مَا حَسِبْتُهُ اِلاَّ اِيَّاهُ حَتّٰى سَمِعْتُ خُطْبَةَ نَبِىِّ اللّٰهِ ﷺ يُخْبِرُ خَبَرَنَا اَوْ كَمَا قَالَ قَالَ فَقُلْتُ لِاَبِىْ عُثْمَانَ مِمَّنْ سَمِعْتَ هٰذَا قَالَ مِنْ اُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ–

৬০৯৩. আবদুল আ'লা ইব্ন হাম্মাদ ও মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল আ'লা কায়সী (র)...... সালমান (রা) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, যদি তোমার পক্ষে সম্ভব হয় তবে বাজারে প্রবেশকারীদের মধ্যে তুমি প্রথম হয়ো না এবং সেখানে হতে বহির্গমনকারীদের মধ্যে তুমি শেষ ব্যক্তি হয়ো না। বাজার হলো শয়তানের কুরুক্ষেত্র (আড্ডাখানা)। আর সেখানেই সে তার ঝাণ্ডা উত্তোলন করে রাখে। সালমান (রা) বলেন, আমাকে এ খবরও দেওয়া হয়েছে যে, জিবরাঈল (আ) নবী ﷺ-এর কাছে এলেন। তখন তাঁর কাছে উম্মু সালামা (রা) ছিলেন। রাবী বলেন : অতঃপর জিবরাঈল (আ) কথা বলতে লাগলেন এবং পরে চলে গেলেন। অতঃপর নবী ﷺ উম্মু সালামাকে বললেন, ইনি কে ছিলেন? বা এরূপ কোন কথা বললেন। উম্মু সালামা (রা) বললেন, দাহ্ইয়া কালবী। তিনি বলেন, উম্মু সালামা (রা) বলেন, আল্লাহ্র কসম! আমি তো তাকে দাহ্ইয়া কালবী বলেই ধারণা করেছিলাম। যতক্ষণ না রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর ভাষণ শুনলাম। তিনি আমাদের কথা (জিবরীলের কথা) বলছিলেন অথবা এরূপ কিছু বলেছিলেন। (অর্থাৎ জিবরাঈলের আগমনের বর্ণনা দিচ্ছিলেন)। বর্ণনাকারী বলেন, আমি রাবী আবূ উসমানকে জিজ্ঞাসা করলাম যে, আপনি এ হাদীস কার কাছে শুনেছেন? তিনি বললেন, উসামা ইব্ন যায়দ (রা) থেকে।

١٧- بَابُ مِنْ فَضَائِلَ زَيْنَبَ أُمِّ الْمُؤْمِنِيْنَ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالَ عَنْهَا

১৭. পরিচ্ছেদ : উম্মুল মু'মিন হযরত যয়নব (রা)-এর ফযীলত

٦٠٩٤- حَدَّثَنَا مُحْمُوْدُ بْنُ غَيْلاَنَ اَبُوْ اَحْمَدَ حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوْسٰى الشَّيْنَانِىُّ اَخْبَرَنَا اَبُوْ طَلْحَةَ بْنُ يَحْيَى بْنِ طَلْحَةَ عَنْ عَائِشَةَ بِنْتِ طَلْحَةَ عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِيْنَ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَسْرَعُكُنَّ لَحَاقًا بِىْ اَطْوَلُكُنَّ يَدًا قَالَتْ فَكُنَّ يَتَطَاوَلْنَ اَيَّتُهُنَّ اَطْوَلُ يَدًا قَالَتْ فَكَانَتْ اَطْوَلَنَا يَدًا زَيْنَبُ لاَنَّهَا كَانَتْ تَعْمَلُ بِيَدِهَا وَتَصَدَّقُ-

৬০৯৪. মাহ্মূদ ইব্ন গায়লান আবূ আহমদ (র)...... উম্মুল মু'মিনীন আয়েশা (রা) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : তোমাদের মধ্যে সর্বপ্রথম সে-ই আমার সাথে মিলিত হবে যার হাত সর্বাধিক লম্বা। সুতরাং তারা (সব বিবিরা) তাদের হাত মেপে দেখতে লাগলেন কার হাত বেশি লম্বা। আয়েশা (রা) বলেন, অবশেষে আমাদের মধ্যে যয়নবের হাতই সবচেয়ে লম্বা বলে স্থির হল। কারণ তিনি হাত দিয়ে কাজ করতেন এবং দান-খয়রাত করতেন।

١٨- بَابُ مِنْ فَضَائِلَ أُمِّ اَيْمَنَ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالَ عَنْهَا

১৮. পরিচ্ছেদ : উম্মু আয়মান (রা)-এর ফযীলত

٦٠٩٥- حَدَّثَنَا اَبُوْ كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ حَدَّثَنَا اَبُوْ أُسَامَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ الْمُغِيْرَةِ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ اَنَسٍ قَالَ انْطَلَقَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِلٰى اُمِّ اَيْمَنَ فَانْطَلَقْتُ مَعَهُ فَنَاوَلَتْهُ اِنَاءً فِيْهِ شَرَابٌ قَالَ فَلاَ اَدْرِىْ أَصَادَفَتْهُ صَائِمًا اَوْ لَمْ يُرِدْهُ فَجَعَلَتْ تَصْخَبُ عَلَيْهِ وَتَذَمَّرُ عَلَيْهِ-

৬০৯৫. আবূ কুরায়ব মুহাম্মদ ইব্‌ন আ'লা (র)....... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ উম্মু আয়মান (রা)-এর কাছে গেলেন। আমিও তাঁর সংগে গেলাম। তিনি তাঁর দিকে কোন পানীয়-এর শরবতের পাত্র এগিয়ে দিলেন। তিনি বলেন : আমি জানি না যে, নবী ﷺ সিয়াম পালন করছিলেন, না তা (পান করার) ইচ্ছা করলেন না। উম্মু আয়মান (রা) এতে চীৎকার করে উঠলেন এবং তাঁর উপর রাগ প্রকাশ করতে লাগলেন।

٦٠٩٦- حَدَّثَنِى زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ الْكِلاَبِيِّ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيْرَةِ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ اَنَسٍ قَالَ قَالَ اَبُوْ بَكْرٍ بَعْدَ وَفَاتِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ لِعُمَرَ انْطَلِقْ بِنَا اِلٰى اُمِّ اَيْمَنَ نَزُوْرُهَا كَمَا كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَزُوْرُهَا فَلَمَّا انْتَهَيْنَا اِلَيْهَا بَكَتْ فَقَالاَ لَهَا مَا يُبْكِيْكِ مَا عِنْدَ اللّٰهِ خَيْرٌ لِرَسُوْلِهِ ﷺ فَقَالَتْ مَا اَبْكِى اَنْ لاَ اَكُوْنَ اَعْلَمُ اَنَّ مَا عِنْدَ اللّٰهِ خَيْرٌ لِرَسُوْلِهِ ﷺ وَلٰكِنْ اَبْكِىْ اَنَّ الْوَحِىَ قَدِ انْقَطَعَ مِنَ السَّمَاءِ فَهَيَّجَتْهُمَا عَلَى الْبُكَاءِ فَجَعَلاَ يَبْكِيَانِ مَعَهَا-

৬০৯৬. যুহায়র ইব্‌ন হার্‌ব (র)....... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর ওফাতের পর আবূ বকর (রা) উমর (রা)-কে বললেন, চলো উম্মু আয়মানের কাছে যাই এবং তাঁর সঙ্গে সাক্ষাত করি যেমন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর সাক্ষাতে যেতেন। যখন আমরা তাঁর কাছে গেলাম, তখন তিনি কাঁদতে লাগলেন। তাঁরা দু'জন বললেন, তুমি কাঁদছ কেন? আল্লাহ্ তা'লার কাছে যা কিছু রয়েছে তা তাঁর রাসূল ﷺ-এর জন্য বেশি উত্তম। উম্মু আয়মান (রা) বললেন, এজন্য আমি কাঁদছি না যে, আমি জানি না আল্লাহ্‌র কাছে যা কিছু আছে তা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর জন্য উত্তম; বরং এ জন্য আমি কাঁদছি যে, আসমান থেকে ওহী আসা বন্ধ হয়ে গেলো। উম্মু আয়মানের এ কথা তাঁদের মধ্যেও কান্নার আবেগ সৃষ্টি করল। সুতরাং তাঁরাও তাঁর সাথে কাঁদতে লাগলেন।

١٩- بَابُ مِنْ فَضَائِلِ اُمِّ سُلَيْمٍ اُمِّ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ وَبِلاَلٍ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُمْ

১৯. পরিচ্ছেদ : উম্মু আনাস ইব্‌ন মালিকের মাতা উম্মু সুলায়ম এবং বিলাল (রা)-এর ফযীলত

٦٠٩٧- حَدَّثَنَا حَسَنٌ الْحُلْوَانِىُّ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ اِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ اَنَسٍ قَالَ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ لاَيَدْخُلُ عَلٰى اَحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ اِلاَّ عَلٰى اَزْوَاجِهِ اِلاَّ اُمِّ سُلَيْمٍ فَاِنَّهُ كَانَ يَدْخُلُ عَلَيْهَا فَقِيْلَ لَهُ فِى ذٰلِكَ فَقَالَ اِنِّىْ اَرْحَمُهَا قُتِلَ اَخُوْهَا مَعِىْ-

৬০৯৭. হাসান হুলওয়ানী (র)...... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তার স্ত্রীদের ছাড়া অন্য কোন মহিলার বাড়িতে প্রবেশ করতেন না। কিন্তু উম্মু সুলায়মের কাছে যেতেন। লোকেরা এর কারণ জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন, এর উপর আমার বড় করুণা হয়। আমার সংগে থেকে তার ভাই নিহত হয়েছে।

٦٠٩٨- وَحَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ عُمَرَ حَدَّثَنَا بِشْرٌ يَعْنِى ابْنَ السَّرِيِّ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ اَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ دَخَلْتُ الْجَنَّةَ فَسَمِعْتُ خَشْفَةً فَقُلْتُ مَنْ هٰذَا قَالُوْا هٰذِهِ الْغُمَيْصَاءُ بِنْتُ مِلْحَانَ اُمُّ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ-

৬০৯৮. ইব্‌ন আবূ উমর (র).....আনাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : আমি জান্নাতে গেলাম, সেখানে আমি কারও চলার (পায়ের) শব্দ পেলাম। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, কে? লোকেরা বললো, ইনি গুমায়সা বিন্‌ত মিলহান (রা), আনাস ইব্‌ন মালিকের মা।

٦٠٩٩- حَدَّثَنِى اَبُوْ جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْفَرَجِ حَدَّثَنَا زَيْدٌ بْنُ الْحُبَابِ قَالَ اَخْبَرَنِى عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ اَبِىْ سَلَمَةَ اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اُرِيْتُ الْجَنَّةَ فَرَأَيْتُ امْرَأَةَ اَبِىْ طَلْحَةَ ثُمَّ سَمِعْتُ خَشْخَشَةً اَمَامِىْ فَاِذَا بِلَالٌ-

৬০৯৯. আবূ জা'ফর মুহাম্মদ ইব্‌ন ফারাজ (র)...... জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : আমাকে জান্নাত দেখানো হয়েছে যে, আমি আবূ তালহার স্ত্রীকে দেখলাম। অতঃপর আমার সামনে পায়ের আওয়াজ শুনতে পেলাম, তাকিয়ে দেখি বিলাল।

٢٠- بَابُ مِنْ فَضَائِلِ اَبِىْ طَلْحَةَ الْاَنْصَارِيِّ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ

২০. পরিচ্ছেদ : হযরত আবূ তালহা আনসারী (রা)-এর ফযীলত

٦١٠٠- حَدَّثَنِى مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمِ بْنِ مَيْمُوْنٍ حَدَّثَنَا بَهْزٌ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيْرَةِ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ اَنَسٍ قَالَ مَاتَ ابْنٌ لِاَبِىْ طَلْحَةَ مِنْ اُمِّ سُلَيْمٍ فَقَالَتْ لاَهْلِهَا لاَتُحَدِّثُوْا اَبَا طَلْحَةَ بِابْنِهِ حَتّٰى اَكُوْنَ اَنَا اُحَدِّثُهُ قَالَ فَجَاءَ فَقَرَّبَتْ اِلَيْهِ عَشَاءً فَاَكَلَ وَشَرِبَ قَالَ ثُمَّ تَصَنَّعَتْ لَهُ اَحْسَنَ مَا كَانَ تَصَنَّعُ قَبْلَ ذٰلِكَ فَوَقَعَ بِهَا فَلَمَّا رَأَتْ اَنَّهُ قَدْ شَبِعَ وَاَصَابَ مِنْهَا قَالَتْ يَا اَبَا طَلْحَةَ اَرَأَيْتَ لَوْ اَنَّ قَوْمًا اَعَارُوْا عَارِيَتَهُمْ اَهْلَ بَيْتٍ فَطَلَبُوْا عَارِيَتَهُمْ اَلَهُمْ اَنْ يَمْنَعُوْهُمْ قَالَ لاَ قَالَتْ فَاحْتَسِبِ ابْنَكَ قَالَ فَغَضِبَ فَقَالَ تَرَكْتِنِىْ حَتّٰى تَلَطَّخْتُ ثُمَّ اَخْبَرْتِنِىْ بِابْنِىْ فَانْطَلَقَ حَتّٰى اَتٰى رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَاَخْبَرَهُ بِمَا كَانَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بَارَكَ اللّٰهُ لَكُمَا فِىْ غَابِرِ لَيْلَتِكُمَا قَالَ فَحَمَلَتْ قَالَ فَكَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِىْ سَفَرٍ وَهِىَ مَعَهُ وَكَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا اَتَى الْمَدِيْنَةَ مِنْ سَفَرٍ لاَيَطْرُقُهَا طُرُوْقًا فَدَنَوْا مِنَ الْمَدِيْنَةِ فَضَرَبَهَا الْمَخَاضُ فَاحْتَبَسَ عَلَيْهَا اَبُوْ طَلْحَةَ وَانْطَلَقَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَالَ يَقُوْلُ اَبُوْ طَلْحَةَ اِنَّكَ لَتَعْلَمُ يَارَبِّ اَنَّهُ يُعْجِبُنِىْ اَنْ اَخْرُجَ مَعَ رَسُوْلِكَ اِذَا خَرَجَ وَاَدْخُلَ مَعَهُ اِذَا دَخَلَ وَقَدِ احْتُبِسْتُ بِمَا تَرٰى قَالَ تَقُوْلُ اُمُّ سُلَيْمٍ يَا اَبَا طَلْحَةَ مَا اَجِدُ الَّذِىْ كُنْتُ اَجِدُ انْطَلِقْ

فَانْطَلَقْنَا قَالَ وَضَرَبَهَا الْمَخَاضُ حِيْنَ قَدِمَا فَوَلَدَتْ غُلاَمًا فَقَالَتْ لِىْ اُمِّىْ يَا اَنَسُ لاَيُرْضِعُهُ اَحَدٌ حَتّٰى تَغْدُوَبِهِ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَلَمَّا اَصْبَحَ احْتَمَلْتُهُ فَانْطَلَقْتُ بِهِ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ فَصَادَفْتُهُ وَمَعَهُ مِيْسَمٌ فَلَمَّا رَاٰنِىْ قَالَ لَعَلَّ اُمَّ سُلَيْمٍ وَلَدَتْ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ فَوَضَعَ الْمِيْسَمَ قَالَ وَجِئْتُ بِهِ فَوَضَعْتُهُ فِىْ حَجْرِهٖ وَدَعَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِعَجْوَةٍ مِنْ عَجْوَةِ الْمَدِيْنَةِ فَلاَكَهَا فِىْ فِيْهِ حَتّٰى ذَابَتْ ثُمَّ قَذَفَهَا فِىْ فِىِّ الصَّبِىِّ فَجَعَلَ الصَّبِىُّ يَتَلَمَّظُهَا قَالَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اُنْظُرُوْا اِلٰى حُبِّ الْاَنْصَارِ التَّمْرَ قَالَ فَمَسَحَ وَجْهَهُ وَسَمَّاهُ عَبْدَ اللّٰهِ-

৬১০০. মুহাম্মদ ইব্ন হাতিম ইব্ন মায়মূন (র)...... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন আবূ তালহার ঔরসজাত উম্মু সুলায়মের ছেলে মারা গেলো। তখন উম্মু সুলায়ম (রা) তার পরিবারে লোকদের বললো, আবূ তালহা (রা)-কে তাঁর ছেলের খবর দিও না, যতক্ষণ আমি না বলি। তিনি বলেন, অতঃপর আবূ তালহা (রা) এলেন। উম্মু সুলায়ম (রা) রাতের খানা উপস্থিত করলে তিনি পানাহার করলেন। তারপর উম্মু সুলায়ম (রা) তা সাধ্যমতো সাজগোজ করলেন। আবূ তালহা (রা) তাঁর সাথে মিলিত হলেন। যখন উম্মু সুলায়ম (রা) দেখলেন যে, তিনি মিলনে পরিতৃপ্ত, তখন তাঁকে বললেন, হে আবূ তালহা! কেউ যদি কাউকে কোন জিনিস রাখতে দেয়, এরপর তা নিয়ে নেয়, তবে কি সে তা ফিরাতে পারে? আবূ তালহা (রা) বললেন, না। উম্মু সুলায়ম (রা) বললেন, তবে তোমার পুত্রকে সাওয়াবের সূত্র রূপে গ্রহণ কর। আবূ তালহা (রা) রেগে গিয়ে বললেন, তুমি আমাকে আগে বল নি, আর এখন আমি (পংকীলতা মিশ্রিত) অপবিত্র, এখন খবরটা দিলে? তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে গিয়ে খবরটা দিলেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, তোমাদের বিগত রাতটিতে আল্লাহ্ তা'আলা বরকত দিন। রাবী বলেন, উম্মু সুলায়ম অন্তঃসত্ত্বা হলেন। পরে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এক সফরে ছিলেন। উম্মু সুলায়মও এ সফরে ছিলেন। তিনি (নবী ﷺ) যখন সফর থেকে ফিরতেন, তখন রাতের বেলা মদীনায় প্রবেশ করতেন না। লোকেরা যখন মদীনার কাছে পৌঁছলো, তখন উম্মু সুলায়মের প্রসব বেদনা শুরু হলো। আবূ তালহা (রা) তাঁর কাছে রয়ে গেলেন। আর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ চলে গেলেন। আবূ তালহা (রা) বললেন, হে পরোয়ারদিগার! তুমি তো জানো যে, তোমার রাসূলের সাথে বের হতে আমার ভাল লাগে যখন তিনি বের হন, আর তাঁর সাথে প্রবেশ করতে আমার ভালো লাগে যখন তিনি যান। কিন্তু তুমি জানো কেন আমি থেকে গিয়েছি। রাবী বলেন : উম্মু সুলায়ম (রা) বললেন, হে আবূ তালহা! আগের মতো বেদনা আমার নেই। চলুন আমরা চলে যাই। স্বামী-স্ত্রী মদীনায় পৌঁছলে উম্মু সুলায়মের বেদনা পুনরায় শুরু হলো। আর তিনি একটি শিশু পুত্র প্রসব করলেন। আমার মা বললেন, হে আনাস! শিশুটিকে যেন কেউ দুধপান না করায় যতক্ষণ না তুমি তাকে ভোরবেলা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে নিয়ে যাও। সকাল হলে আমি শিশুটিকে নিয়ে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে গেলাম। আমি দেখলাম তাঁর হাতে উট দাগানোর যন্ত্র। আমাকে যখন তিনি দেখলেন, বললেন, সম্ভবত উম্মু সুলায়ম (এ ছেলেটি) প্রসব করেছে। আমি বললাম, হ্যাঁ। বর্ণনাকারী বলেন, তিনি দাগ যন্ত্রটি হাত থেকে রেখে দিলেন। আমি শিশুটিকে নিয়ে তাঁর কোলে রাখলাম। তিনি মদীনার আজওয়া খেজুর আনালেন এবং নিজের মুখে দিয়ে চিবুলেন। যখন খেজুর গলে গেল, তখন শিশুটির মুখে দিলেন। শিশুটি তা চুষতে লাগলো। তিনি বললেন, দেখো আনসারদের খেজুর প্রীতি! পরে তিনি শিশুর মুখে হাত বুলালেন এবং এর নাম রাখলেন আবদুল্লাহ্।

٦١٠١- حَدَّثَنَاهُ اَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ خِرَاشٍ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيْرَةِ حَدَّثَنَا ثَابِتٌ حَدَّثَنِيْ اَنَسُ بْنُ مَالِكٍ قَالَ مَاتَ ابْنٌ لِاَبِىْ طَلْحَةَ وَاقْتَصَّ الْحَدِيْثَ بِمِثْلِهِ-

৬১০১. আহ্‌মদ ইব্‌ন হাসান ইব্‌ন খারাশ (র)...... আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবূ তালহার একটি ছেলে মারা গেল...... এর পরের অংশ উল্লেখিত হাদীসের অনুরূপ।

٢١- بَابُ مِنْ فَضَائِلِ بِلَالٍ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ

২১. পরিচ্ছেদ : হযরত বিলাল (রা)-এর ফযীলত

٦١٠٢- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ يَعِيْشَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ الْهَمْدَانِىُّ قَالَا اَبُوْ اُسَامَةَ عَنْ اَبِىْ حَيَّانَ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ نُمَيْرٍ وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا اَبِىْ حَدَّثَنَا اَبُوْ حَيَّانَ التَّيْمِىُّ يَحْيٰى بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ اَبِىْ زُرْعَةَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لِبِلَالٍ عِنْدَ صَلٰوةِ الْغَدَاةِ يَابِلَالُ حَدَّثَنِىْ بِاَرْجٰى عَمَلٍ عَمِلْتَهُ عِنْدَكَ فِى الْاِسْلَامِ مَنْفَعَةً فَاِنِّىْ سَمِعْتُ اللَّيْلَةَ خَشْفَ نَعْلَيْكَ بَيْنَ يَدَىَّ فِى الْجَنَّةِ قَالَ قَالَ بِلَالُ مَاعَمِلْتُ عَمَلًا فِى الْاِسْلَامِ اَرْجٰى عِنْدِىْ مَنْفَعَةُ مِنْ اَنِّىْ لَا اَتَطَهَّرُ طُهُوْرًا تَامًّا فِىْ سَاعَةٍ مِنْ لَيْلٍ وَلَا نَهَارٍ اِلَّا صَلَّيْتُ بِذٰلِكَ الطُّهُوْرِ مَاكَتَبَ اللّٰهُ لِىْ اَنْ اُصَلِّىَ-

৬১০২. উবায়দ ইব্‌ন ইয়াঈশ, মুহাম্মদ ইব্‌ন আলা হামদানী ও মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন নুমায়র (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ভোরের জিজ্ঞাসা সালাতের সময় বিলাল (রা)-কে বলেন, হে বিলাল! তুমি আমাকে বল, ইসলামের পর তুমি এমন কোন্ আমল করেছ যার উপকারের ব্যাপারে তুমি বেশি আশাবাদী। কেননা আজ রাতে আমি জান্নাতে আমার সামনে তোমার জুতার আওয়াজ শুনেছি। বর্ণনাকারী বলেন, বিলাল বলেন, ইসলামের মধ্যে এর চেয়ে বেশি লাভের আশা আমি অন্য কোন আমলে করতে পারি না যে, আমি দিনে বা রাতে যখনই পূর্ণ উযূ করি, তখনই আল্লাহ্ তা'আলা আমার ভাগ্যে যতক্ষণ লিখেছেন, ততক্ষণ ঐ উযূ দিয়ে সালাত আদায় করে থাকি।

٢٢- بَابُ مِنْ فَضَائِلِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ وَاُمِّهِ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُمَا

২২. পরিচ্ছেদ : হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসঊদ (রা) ও তাঁর মায়ের ফযীলত

٦١٠٣- حَدَّثَنَا مِنْجَابُ بْنُ الْحَارِثِ التَّيْمِىُّ وَسَهْلُ بْنُ عُثْمَانَ وَعَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَامِرِ بْنِ زُرَارَةَ الْحَضْرَمِىُّ وَسُوَيْدُ بْنُ سَعِيْدٍ وَالْوَلِيْدُ بْنُ شُجَاعٍ قَالَ سَهْلٌ وَمِنْجَابٌ اَخْبَرَنَا وَقَالَ الْاٰخَرُوْنَ حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ هٰذِهِ الْاٰيَةُ :

لَيْسَ عَلَى الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوْا الصّٰلِحٰتِ جُنَاحٌ فِيْمَا طَعِمُوا اِذَا مَا اتَّقَوْا وَاٰمَنُوْا..... اِلٰى اٰخِرِ الْاٰيَةِ قَالَ لِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قِيْلَ لِىْ اَنْتَ مِنْهُمْ-

৬১০৩. মিনজাব ইব্‌ন হারিস তায়মী, সাহ্‌ল ইব্‌ন উসমান, আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আমির ইব্‌ন যুরারাহ হাজরামী, সুয়ায়দ ইব্‌ন সাঈদ ও ওয়ালীদ ইব্‌ন শুজা' (র)...... আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণনা করেন, যখন এ আয়াত অবতীর্ণ হলো : "যারা ঈমান এনেছে এবং নেক আমল করেছে তারা এতো পূর্বে যা আস্বাদন করেছে তাতে কোন অসুবিধা নেই যখন তারা (আল্লাহ্‌কে) ভয় করে এবং ঈমানদার হয়"...... শেষ পর্যন্ত (৫ ঃ ৯৩), রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তখন আমাকে বললেন, "আমাকে বলা হয়েছে যে, তুমিও এদের অন্তর্ভুক্ত।"

٦١٠٤- حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ الْحَنْظَلِىُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ وَاللَّفْظُ لاِبْنِ رَافِعٍ قَالَ اِسْحَاقُ اَخْبَرَنَا وَقَالَ ابْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ اٰدَمَ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ زَائِدَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِىْ اِسْحَاقَ عَنِ الْاَسْوَدِ بْنِ يَزِيْدَ عَنْ اَبِىْ مُوْسٰى قَالَ قَدِمْتُ اَنَا وَاَخِىْ مِنَ الْيَمَنِ فَكُنَّا حِيْنًا وَمَا نُرَى ابْنَ مَسْعُوْدٍ وَاُمَّهُ اِلاَّ مِنْ اَهْلِ بَيْتِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مِنْ كَثْرَةِ دُخُوْلِهِمْ وَلُزُوْمِهِمْ لَهُ -

حَدَّثَنِيْهِ مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ يُوْسُفَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِىْ اِسْحَاقَ اَنَّهُ سَمِعَ الاَسْوَدَ يَقُوْلُ سَمِعْتُ اَبَا مُوْسٰى يَقُوْلُ لَقَدْ قَدِمْتُ اَنَا وَاَخِىْ مِنَ الْيَمَنِ فَذَكَرَ بِمِثْلِهِ-

৬১০৪. ইসহাক ইব্‌ন ইবরাহীম হান্‌যালী ও মুহাম্মদ ইব্‌ন রাফি' (র)...... আবূ মূসা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি এবং আমার ভাই ইয়ামান থেকে এলাম। আমরা দীর্ঘদিন পর্যন্ত ইব্‌ন মাসউদ (রা) ও তাঁর মাকে রাসূল পরিবারেরই লোক বলে মনে করেছি, তাদের রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে অধিক হারে যাওয়া-আসা এবং সব সময় এক সঙ্গে থাকার কারণে।

মুহাম্মদ ইব্‌ন হাতিম (র)...... আবূ মূসা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি এবং আমার ভাই ইয়ামান থেকে এলাম...... পরবর্তী অংশ পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ।

٦١٠٥- حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالُوْا حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ اَبِىْ اِسْحَاقَ عَنِ الاَسْوَدِ عَنْ اَبِىْ مُوْسٰى قَالَ اَتَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ وَاَنَا اُرٰى اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ مِنْ اَهْلِ الْبَيْتِ اَوْمَا ذَكَرَ مِنْ نَحْوِ هٰذَا

৬১০৫. যুহায়র ইব্‌ন হার্‌ব, মুহাম্মদ ইব্‌ন মুসান্না ও ইব্‌ন বাশ্‌শার (র)...... আবূ মূসা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর খিদমতে এলাম, আমার ধারণা ছিল যে, আবদুল্লাহ্ তাঁরই পরিবারের অন্তর্ভুক্ত, অথবা....... তিনি অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

٦١٠٦- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ وَاللَّفْظُ لاِبْنِ الْمُثَنَّى قَالاَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ اَبِىْ اِسْحَاقَ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا الاَحْوَصِ قَالَ شَهِدْتُ اَبَا مُوْسٰى وَاَبَامَسْعُوْدٍ حِيْنَ مَاتَ ابْنُ مَسْعُوْدٍ فَقَالَ اَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ أَتُرَاهُ تَرَكَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ فَقَالَ اِنْ قُلْتَ ذٰلِكَ اِنْ كَانَ لَيُؤْذَنُ لَهُ اِذَا حُجِبْنَا وَيَشْهَدُ اِذَا غِبْنَا-

৬১০৬. মুহাম্মদ ইব্‌ন মুসান্না ও ইব্‌ন বাশ্‌শার (র)...... আবুল আহ্‌ওয়াস (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইব্‌ন মাসউদ (রা)-এর ইনতিকালের সময় আমি আবূ মাসউদ ও আবূ মূসার পাশে ছিলাম। তাঁরা একজন আরেকজনকে বললেন, আপনার কি মনে হয়, তাঁর পর তাঁর মতো আর কাউকে কি তিনি রেখে গেছেন? অন্যজন বললেন, আপনি যদি এ কথা বলছেন, (তবে আমার মনে পড়ছে যে) তার অবস্থাই ছিল এ রকম যে, (রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে প্রবেশের ব্যাপারে) আমাদের বাধা দেওয়া হতো, আর তাকে অনুমতি দেওয়া হতো; আমরা অনুপস্থিত থাকতাম, আর সে উপস্থিত থাকতো।

٦١٠٧- حَدَّثَنَا اَبُوْ كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ ابْنُ الْعَلاَءِ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ ادَمَ حَدَّثَنَا قُطْبَةُ هُوَ ابْنَ عَبْدِ الْعَزِيْزِ عَنِ الاَعْمَشِ عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ اَبِى الْاَحْوَصِ قَالَ كُنَّا فِىْ دَارِ اَبِىْ مُوْسٰى مَعَ نَفَرٍ مِنْ اَصْحَابِ عَبْدِ اللّٰهِ وَهُمْ يَنْظُرُوْنَ فِىْ مَصْحَفٍ فَقَامَ عَبْدُ اللّٰهِ فَقَالَ اَبُوْ مَسْعُوْدٍ مَا اَعْلَمُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ تَرَكَ بَعْدَهُ اَعْلَمَ بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهُ مِنْ هٰذَا الْقَائِمِ فَقَالَ اَبُوْ مُوْسٰى اَمَا لَئِنْ قُلْتَ ذَاكَ لَقَدْ كَانَ يَشْهَدُ اِذَا غِبْنَا وَيُؤْذَنُ لَهُ اِذَا حُجِبْنَا-

৬১০৭. আবূ কুরায়ব মুহাম্মদ ইব্‌নুল 'আলা' (র)...... আবূল আহ্‌ওয়াস (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা আবদুল্লাহ্ (র) কতিপয় ছাত্রের সংগে আবূ মূসা (রা)-এর বাড়িতে ছিলাম। তাঁরা একখানি কুরআন শরীফ দেখছিলেন। আবদুল্লাহ্ উঠে দাঁড়ালেন (চলে গেলেন)। তখন আবূ মাসউদ বললেন, আল্লাহ্‌র অবতীর্ণ কিতাব সম্পর্কে এ উঠে যাওয়া ব্যক্তির চেয়ে বেশি জ্ঞানবান কোন মানুষ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর পরে রেখে গেছেন বলে আমি জানি না। আবূ মূসা (রা) বললেন, আপনি যদি এ কথা বলেন, তবে তার কারণ, তাঁর অবস্থা এ ছিল যে, যখন আমরা অনুপস্থিত থাকতাম, তখন তিনি উপস্থিত থাকতেন; আর আমাদের যখন বাধা দেয়া হতো, তখন তাঁকে প্রবেশাধিকার দেওয়া হতো।

٦١٠٨- وَحَدَّثَنِىْ الْقَاسِمُ بْنُ زَكَرِيَّاءَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ عَنْ شَيْبَانَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ اَبِىْ الْاَحْوَصِ قَالَ اَتَيْتُ اَبَا مُوْسٰى فَوَجَدْتُ عَبْدَ اللّٰهِ وَاَبَا مُوْسٰى ح وَحَدَّثَنَا اَبُوْ كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اَبِىْ عُبَيْدَةَ حَدَّثَنَا اَبِىْ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ قَالَ كُنْتُ جَالِسًا مَعَ حُذَيْفَةَ وَاَبِىْ مُوْسٰى وَسَاقَ الْحَدِيْثَ وَحَدِيْثُ قُطْبَةَ اَتَمُّ وَاَكْثَرُ-

৬১০৮. কাসিম ইব্ন যাকারিয়া (র)...... আবূল আহওয়াস (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, আমি আবূ মূসা (রা)-এর কাছে এলাম। তখন আবদুল্লাহ্ (রা) ও আবূ মূসাকে পেলাম...... অন্য সনদে আবূ কুরায়ব..... যায়দ ইব্ন ওয়াহব (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি হুযায়ফা (রা) ও আবূ মূসা (রা)-এর সংগে বসা ছিলাম।..... এরপর হাদীসের বাকী অংশ বর্ণনা করেছেন তবে কুত্‌বা (র) বর্ণিত হাদীস পূর্ণ ও অধিক প্রচলিত।

٦١٠٩- حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ الْحَنْظَلِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا الاَعْمَشُ عَنْ شَقِيْقٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّهُ قَالَ وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ قَالَ عَلٰى قِرَاءَةِ مَنْ تَأْمُرُوْنِى اَنْ اَقْرَأَ فَلَقَدْ قَرَأْتُ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ بِضْعًا وَسَبْعِيْنَ سُوْرَةً وَلَقَدْ عَلِمَ اَصْحَابُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَنِّىْ اَعْلَمُهُمْ بِكِتَابِ اللّٰهِ وَلَوْ اَعْلَمُ اَنَّ اَحَدًا اَعْلَمُ مِنِّىْ لَرَحَلْتُ اِلَيْهِ قَالَ شَقِيْقٌ فَجَلَسْتُ فِىْ حَلَقِ اَصْحَابِ مُحَمَّدٍ ﷺ فَمَا سَمِعْتُ اَحَدًا يَرُدُّ ذٰلِكَ عَلَيْهِ وَلاَ يَعِيْبُهُ-

৬১০৯. ইসহাক ইব্ন ইবরাহীম হানযালী (র)....... শাকীক (র) সূত্রে আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, "আর যে ব্যক্তি কোন কিছু আত্মসাত করবে, কিয়ামতের দিন সে যা আত্মসাত করেছে তা নিয়ে উঠবে।" অতঃপর বললেন, তোমরা আমাকে কার কিরাআত অনুসরণে পড়ার কথা বল? আমি তো রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সামনে সত্তরের উর্ধ্বে সূরা পড়েছি। আর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সাহাবিগণ জানেন যে, আমি তাঁদের মধ্যে (কুরআন) সম্পর্কে সর্বাধিক বিদ্বান। আমি যদি জানতাম যে, আর কেউ আমার চেয়ে বেশি কুরআন জানে, তবে আমি তা কাছে সফর করে যেতাম। শাকীক (র) বলেন, আমি মুহাম্মদ ﷺ-এর সাহাবীদের বিভিন্ন মজলিসে বসেছি। তার (আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসঊদের) এ বক্তব্যকে রদ করতে কাউকে শুনি নি এবং তাঁকে দোষারোপ করতেও শুনি নি।

٦١١٠- حَدَّثَنَا اَبُوْ كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى ابْنُ اٰدَمَ حَدَّثَنَا قُطْبَةُ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْرُوْقٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ وَالَّذِىْ لاَاِلٰهَ غَيْرُهُ مَا مِنْ كِتَابِ اللّٰهِ سُوْرَةٌ اِلاَّ اَنَا اَعْلَمُ حَيْثُ نَزَلَتْ وَمَا مِنْ اٰيَةٍ اِلاَّ اَنَا اَعْلَمُ فِيْمَا اُنْزِلَتْ وَلَوْ اَعْلَمُ اَحَدًا هُوَ اَعْلَمُ بِكِتَابِ اللّٰهِ مِنِّىْ تَبْلُغُهُ الْاِبِلُ لَرَكِبْتُ اِلَيْهِ-

৬১১০. আবূ কুরায়ব (র)...... আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যিনি ছাড়া আর কোন ইলাহ্ নেই, তাঁর শপথ! আল্লাহ্র কিতাবে এমন কোন সূরা নেই যার অবতীর্ণ হওয়ার স্থান সম্পর্কে আমি না জানি, এমন কোন আয়াত নেই যার অবতীর্ণ হওয়ার কারণ সম্পর্কে আমি না জানি। আমি যদি এমন কোন ব্যক্তিকে জানতাম যিনি আল্লাহ্র কিতাব (কুরআন) আমার চেয়েও বেশি জানেন, আর তাঁর কাছে উট যেতে পারে, তবে আমি সওয়ার হয়ে তাঁর কাছে অবশ্যই যেতাম।

٦١١١- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ نُمَيْرٍ قَالاَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ حَدَّثَنَا الْاَعْمَشُ عَنْ شَقِيْقٍ عَنْ مَسْرُوْقٍ قَالَ كُنَّا نَأْتِىْ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عَمْرٍو فَنَتَحَدَّثُ اِلَيْهِ وَقَالَ ابْنُ نُمَيْرٍ

عِنْدَهُ فَذَكَرْنَا يَوْمًا عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ مَسْعُوْدٍ فَقَالَ لَقَدْ ذَكَرْتُمْ رَجُلاً لاَ اَزَالُ اُحِبُّهُ بَعْدَ شَيْءٍ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ خُذُوْا الْقُرْاٰنَ مِنْ اَرْبَعَةٍ مِنِ ابْنِ اُمِّ عَبْدٍ فَبَدَأَ بِهِ وَمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ وَاُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ وَسَالِمٍ مَوْلٰى اَبِيْ حُذَيْفَةَ–

৬১১১. আবূ বকর ইব্‌ন আবূ শায়বা ও মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন নুমায়র (র)...... মাসরূক (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আমর (রা)-এর কাছে গিয়ে তাঁর সঙ্গে কথাবার্তা বলতাম। একদিন আমরা আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসউদ (রা)-এর উল্লেখ করলাম, তিনি বললেন তোমরা এমন এক ব্যক্তির উল্লেখ করেছ, যাঁকে এ হাদীস শোনার পর থেকে আমি ভালোবেসে আসছি। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে আমি বলতে শুনেছি, তোমরা চারজনের কাছে কুরআন শিখ। ইবন উম্মু আব্‌দ (আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসউদ), থেকে এখানে (রাসূলুল্লাহ্ ﷺ) সর্বপ্রথম তার (আবদুল্লাহ্‌র) নাম উল্লেখ করেন; মুআয ইব্‌ন জাবাল, উবাই ইব্‌ন কা'ব ও আবূ হুযায়ফার আযাদকৃত গোলাম সালিমের কাছ থেকে।

٦١١٢– حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَعُثْمَانُ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ قَالُوْا حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اَبِيْ وَائِلٍ عَنْ مَسْرُوْقٍ قَالَ كُنَّا عِنْدَ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو فَذَكَرْنَا حَدِيْثًا عَنِ بْنِ مَسْعُوْدٍ فَقَالَ اِنَّ ذٰلِكَ الرَّجُلَ لاَ اَزَالُ اُحِبُّهُ بَعْدَ شَيْءٍ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُهُ سَمِعْتُهُ يَقُوْلُ اقْرَؤُا الْقُرْاٰنَ مِنْ اَرْبَعَةِ نَفَرٍ مِنِ ابْنِ اُمِّ عَبْدٍ فَبَدَأَ بِهِ وَمِنْ اُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ وَمِنْ سَالِمٍ مَوْلٰى اَبِيْ حُذَيْفَةَ وَمِنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ وَحَرْفٌ لَمْ يَذْكُرْهُ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَوْلُهُ يَقُوْلُهُ–

৬১১২. কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ, যুহায়র ইব্‌ন হার্‌ব ও উসমান ইব্‌ন আবূ শায়বা (র)...... মাসরূক (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আমর (রা)-এর কাছে ছিলাম। তখন আমরা ইব্‌ন মাসউদ (রা)-এর একটি হাদীসের উল্লেখ করি। এ সময় আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আমর (রা) বললেন, ইনি ঐ ব্যক্তি যাঁকে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর একটি কথা–যা তিনি বলতেন– শোনার পর থেকে ভালোবেসে আসছি। আমি তাঁকে বলতে শুনেছি, তোমরা চার ব্যক্তির কাছে কুরআন পড়। ইবন উম্মু আবদ এর কাছে (আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসউদ) তাঁর নামই প্রথমে বললেন এবং উবাই ইব্‌ন কা'ব, সালিম -আবূ হুযায়ফার মাওলা (আযাদকৃত গোলাম) ও মুআয ইব্‌ন জাবাল (রা)। আর একটি শব্দ যা যুহায়র ইব্‌ন হার্‌ব উল্লেখ করেননি। ওটা যে, হলো, (যা তিনি বলতেন) يَقُوْلُهُ শব্দটি।

٦١١٣– حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ وَاَبُوْ كُرَيْبٍ قَالاَ حَدَّثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ بِاِسْنَادِ جَرِيْرٍ وَوَكِيْعٍ فِيْ رِوَايَةِ اَبِيْ بَكْرٍ عَنْ اَبِيْ مُعَاوِيَةَ قَدَّمَ مُعَاذًا قَبْلَ اُبَيٍّ وَفِيْ رِوَايَةِ اَبِيْ كُرَيْبٍ اُبَيٌّ قَبْلَ مُعَاذٍ–

৬১১৩. আবূ বকর ইব্‌ন শায়বা ও আবূ কুরায়ব (র)...... আমাশ (র) থেকে জারীর ও ওয়াকী'র সনদে। আবূ মুআবিয়া থেকে আবূ বকর (র) বর্ণিত রিওয়ায়াতে মুআয (রা)-ক উবাইয়ের পূর্বে রাখছেন। আর আবূ কুরায়বের বর্ণনায় উবাই-এর নাম মুআয (রা)-এর আগে।

٦١١٤- حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنّٰى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالاَ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ عَدِيٍّ ح وَحَدَّثَنِىْ بِشْرُ بْنُ خَالِدٍ اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ يَعْنِى ابْنَ جَعْفَرٍ كِلاَهُمَا عَنْ شُعْبَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ بِاِسْنَادِهِمْ وَاخْتَلَفَا عَنْ شُعْبَةَ فِىْ تَنْسِيْقِ الاَرْبَعَةِ-

৬১১৪. ইব্‌ন মুসান্না, ইব্‌ন বাশ্‌শার ও বিশ্‌র ইব্‌ন খালিদ (র)...... আমাশ (র) থেকে তাঁদের সনদে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু শু'বার সূত্রে বর্ণনায় চারজনের ক্রমবিন্যাস এ দু'জনের মধ্যে বিরোধ রয়েছে।

٦١١٥- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالاَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ مَسْرُوْقٍ قَالَ ذَكَرُوْا ابْنَ مَسْعُوْدٍ عِنْدَ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو فَقَالَ ذَاكَ رَجُلٌ لاَ اَزَالُ اُحِبُّهُ بَعْدَ مَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اسْتَقْرِئُوا الْقُرْاٰنَ مِنْ اَرْبَعَةٍ مِنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ وَسَالِمٍ مَوْلٰى اَبِىْ حُذَيْفَةَ وَاُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ وَمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ-

৬১১৫. মুহাম্মদ ইব্‌ন মুসান্না ও ইব্‌ন বাশ্‌শার (র)...... মাসরূক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, তাঁরা আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আমর (র)-এর সামনে আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসউদের আলোচনা করলে তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর এ কথা শোনার পর থেকে আমি ঐ লোকটিকে ভালোবেসে আসছি : চারজনের কাছ থেকে তোমরা কুরআন শিখবে, ইব্‌ন মাসউদ, আবূ হুযায়ফার আযাদকৃত গোলাম সালিম, উবাই ইব্‌ন কাব ও মুআয ইব্‌ন জাবাল (রা)।

٦١١٦- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ ابْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا اَبِىْ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ وَزَادَ قَالَ شُعْبَةُ بَدَأَ بِهٰذَيْنِ لاَ اَدْرِىْ بِاَيِّهِمَا بَدَأَ-

৬১১৬. উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন মুআয তাঁর পিতা মুআয (রা) থেকে শু'বা সূত্রে উক্ত সনদে বর্ণনা করেন। তিনি অধিক বলেছেন "এ দু'জনকে দিয়ে শুরু করা হয়েছে, কিন্তু কার নাম প্রথমে, তা আমি জানি না।"

٣٢- بَابُ مِنْ فَضَائِلِ اُبَىُّ بْنُ كَعْبٍ وَجَمَاعَةٍ مِنَ الْاَنْصَارِ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُمْ

২৩. পরিচ্ছেদ : হযরত উবাই ইব্‌ন কা'ব (রা) ও আনসারদের এক দলের ফযীলত

٦١١٧- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى حَدَّثَنَا اَبُوْ دَاوُدَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ سَمِعْتُ اَنَسًا يَقُوْلُ جَمَعَ الْقُرْاٰنَ عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَرْبَعَةٌ كُلُّهُمْ مِنَ الاَنْصَارِ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ وَاُبَىُّ بْنُ كَعْبٍ وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ وَاَبُوْ زَيْدٍ قَالَ قَتَادَةُ فَقُلْتُ لاَنَسٍ مَنْ اَبُوْ زَيْدٍ قَالَ اَحَدُ عُمُوْمَتِىْ-

৬১১৭. মুহাম্মদ ইব্‌ন মুসান্না (র).......আনাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর যুগে চারজন কুরআন সংকলন করেছেন। এঁদের সবাই আনসারী। মু'আয ইব্‌ন জাবাল, উবাই ইব্‌ন কা'ব, যায়দ ইব্‌ন সাবিত ও আবূ যায়েদ (রা)। কাতাদা (র) বলেন, আমি আনাস (রা)-কে জিজ্ঞাসা করলাম, আবূ যায়দ কে? তিনি বললেন, আমার চাচাদের মধ্যে একজন।

٦١١٨- حَدَّثَنِي اَبُوْ دَاوُدَ سُلَيْمَانُ بْنُ مَعْبَدٍ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ قَالَ قَالَ هَمَّامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ قَالَ قُلْتُ لاَنَسِ بْنِ مَالِكٍ مَنْ جَمَعَ الْقُرْاٰنَ عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اَرْبَعَةٌ كُلُّهُمْ مِنَ الاَنْصَارِ اُبَىُّ بْنُ كَعْبٍ وَمَعَاذُ بْنُ جَبَلٍ وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ وَرَجُلٌ مِنَ الاَنْصَارِ يُكْنٰى اَبَا زَيْدٍ-

৬১১৮. আবূ দাঊদ সুলায়মান ইব্‌ন মা'বাদ (র)....... কাতাদা (র) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমি আনাস ইব্‌ন মালিক (রা)-কে জিজ্ঞাসা করলাম, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর যুগে কে কে কুরআন একত্রিত (সংস্থলিত) করেছিলেন? তিনি বললেন, চারজন, এঁদের সবাই আনসারী। উবাই ইব্‌ন কা'ব, মু'আয ইব্‌ন জাবাল, যায়দ ইব্‌ন সাবিত ও আনসারীদের মধ্যে অন্য একজন তাঁর কুনিয়াত আবূ যায়দ (রা)।

٦١١٩- حَدَّثَنَا هَدَّابُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لِاُبَىٍّ اِنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ اَمَرَنِىْ اَنْ اَقْرَأَ عَلَيْكَ قَالَ اللّٰهُ سَمَّانِىْ لَكَ قَالَ اللّٰهُ سَمَّاكَ لِىْ قَالَ فَجَعَلَ اُبَىٌّ يَبْكِىْ-

৬১১৯. হাদ্দাব ইব্‌ন খালিদ (র)...... আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ উবাই (রা)-কে বললেন, তোমাকে কুরআন পড়ে শোনানোর জন্যে আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে আদেশ করেছেন। উবাই (রা) বললেন, আল্লাহ্ তা'আলা কি আপনার কাছে আমার নাম নিয়ে বলেছেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ, আল্লাহ্ই আমার কাছে তোমার নাম নিয়েছেন। এতে উবাই (রা) (আনন্দে) কাঁদতে আরম্ভ করলেন।

٦١٢٠- حَدَّثَنَا الْمُحَمَّدُ بْنُ مُثَنّٰى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالاَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ قَتَادَةَ يُحَدِّثُ عَنْ اَنَسِ ابْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لِاُبَىِّ بْنِ كَعْبٍ اِنَّ اللّٰهَ اَمَرَنِىْ اَنْ اَقْرَءَ عَلَيْكَ لَمْ يَكُنِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا قَالَ وَسَمَّانِىْ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَبَكٰى -

حَدَّثَنِيْهِ يَحْيٰى بْنُ حَبِيْبٍ حَدَّثَنَا خَالِدٌ يَعْنِىْ ابْنَ الْحَارِثِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ سَمِعْتُ اَنَسًا يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لِاُبَىِّ بِمِثْلِهِ-

৬১২০. মুহাম্মদ ইব্‌ন মুসান্না ও ইব্‌ন বাশ্শার (র)...... আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ উবাই ইব্‌ন কা'ব (রা)-কে বললেন : আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে আদেশ করেছেন, তোমাকে لَمْ يَكُنِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا (সূরা 'বায়্যিনাহ') পড়ে শোনাবার জন্য। উবাই (রা) বললেন, আল্লাহ্ তা'আলা কি আমার নাম নিয়েছেন ? তিনি বললেন, হ্যাঁ। আনাস (রা) বলেন, উবাই (রা) তখন কেঁদে ফেললেন।

ইয়াহ্ইয়া ইব্ন হাবীব (র)...... কাতাদা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আনাস (রা)-কে বলতে শুনেছি, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ উবাই (রা)-কে অনুরূপ হাদীস বলেছেন।

٢٤- بَابُ مِنْ فَضَائِلِ سَعَدِ بْنِ مُعَاذٍ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالَ عَنْهُ

২৪. পরিচ্ছেদ : হযরত সা'দ ইব্ন মু'য়ায (রা)-এর ফযীলত

٦١٢١- حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ اَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ اَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ اَخْبَرَنِى اَبُوْ الزُّبَيْرِ اَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَجَنَازَةُ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ اِهْتَزَّ لَهَا عَرْشُ الرَّحْمٰنِ-

৬১২১. আব্দ ইব্ন হুমায়দ (র)...... জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন সা'দ ইব্ন মুআয (রা)-এর জানাযা তাদের (সাহাবীদের) সামনে রাখা হয়েছিলো, তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : তার জানাযার জন্যে রাহমান (দয়ালু আল্লাহ্র)-এর আরশ কেঁপে উঠেছে।

٦١٢٢- حَدَّثَنَا عَمْرُوْ النَّاقِدُ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ اِدْرِيْسَ الْاَوْدِىُّ حَدَّثَنَا الْاَعْمَشُ عَنْ اَبِى سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِهْتَزَّ عَرْشُ الرَّحْمٰنِ لِمَوْتِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ-

৬১২২. আমর আন-নাকিদ (র)...... জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, সা'দ ইব্ন মুআযের মৃত্যুতে রাহমান (দয়ালু আল্লাহ্র)-এর আরশ কেঁপে ওঠে।

٦١٢٣- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ الرُّزِىُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءِ الْخَفَّافُ عَنْ سَعِيْدٍ عَنْ قَتَادَةَ حَدَّثَنَا اَنَسُ بْنُ مَالِكٍ اَنَّ نَبِىَّ اللّٰهِ ﷺ قَالَ وَجْنَازَتُهُ مَوْضُوْعَةٌ يَعْنِى سَعْدًا اِهْتَزَّ لَهَا عَرْشُ الرَّحْمٰنِ-

৬১২৩. মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল্লাহ্ রুয্যী (র)...... আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত যে, যখন মুআয (রা)-এর জানাযা রাখা ছিল, তখন নবী ﷺ বললেন : তাঁর জন্য রাহমান (দয়ালু আল্লাহ্র)-এর আরশ কেঁপে উঠেছে।

٦١٢٤- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ اَبِى اِسْحَاقَ قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ يَقُوْلُ اُهْدِيَتْ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ حُلَّةُ حَرِيْرٍ فَجَعَلَ اَصْحَابُهُ يَلْمِسُوْنَهَا وَيَعْجَبُوْنَ مِنْ لِيْنِهَا فَقَالَ أَتَعْجَبُوْنَ مِنْ لِيْنِ هٰذِهِ لَمَنَادِيْلُ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ فِى الْجَنَّةِ خَيْرٌ مِنْهَا وَاَلْيَنُ-

৬১২৪. মুহাম্মদ ইব্ন মুসান্না ও ইব্ন বাশ্শার (র)......বারা' (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কাছে এক জোড়া রেশমী পোশাক হাদিয়া দেওয়া হল। তার সাহাবীরা তখন তা স্পর্শ করে এর কোমলতায় আশ্চর্যবোধ করতে লাগলেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : তোমরা এ কোমলতায় আশ্চর্যান্বিত হচ্ছো? জান্নাতের মধ্যে সা'দ ইব্ন মুআয-এর রুমালগুলো এর চেয়েও উত্তম ও মোলায়েম।

٦١٢٥- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الضَّبِّىُّ حَدَّثَنَا اَبُوْ دَاوُدَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ اَنْبَأَنِى اَبُوْ اِسْحَاقَ قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ يَقُوْلُ اُتِىَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِثَوْبِ حَرِيْرٍ فَذَكَرَ الْحَدِيْثَ ثُمَّ قَالَ ابْنُ عَبْدَةَ اَخْبَرَنَا اَبُوْ دَاوُدَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنِىْ قَتَادَةُ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ بِنَحْوِ هٰذَا اَوْ بِمِثْلِهِ-

৬১২৫. আহমদ ইব্‌ন আব্‌দাহ দাব্বী (র).......বারা' ইব্‌ন আযিব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে রেশমী বস্ত্র নিয়ে আনা হলো...... তারপর তিনি পূর্ববর্তী হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেন। ইব্‌ন আবদাহ্...... আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকেও অনুরূপ অর্থযুক্ত বা অনুরূপ শব্দের হাদীস বর্ণনা করেছেন।

٦١٢٦- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو ابْنِ جَبَلَةَ حَدَّثَنَا اُمَيَّةُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ هٰذَا الْحَدِيْثَ بِالْاِسْنَادَيْنِ جَمِيْعًا كَرِوَايَةِ اَبِىْ دَاوُدَ

৬১২৬. মুহাম্মদ ইব্‌ন আমর ইব্‌ন জাবালা (র)...... শু'বা (র) থেকে এ দুটো সনদেই আবূ দাঊদের রিওয়ায়াতের মতো বর্ণনা করেন।

٦١٢٧- حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا يُوْنُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ حَدَّثَنَا اَنَسُ بْنُ مَالِكٍ اَنَّهُ اُهْدِىَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ جُبَّةٌ مِنْ سُنْدُسٍ وَكَانَ يَنْهٰى عَنِ الْحَرِيْرِ فَعَجِبَ النَّاسُ مِنْهَا فَقَالَ وَالَّذِىْ نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ اِنَّ مَنَادِيْلَ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ فِى الْجَنَّةِ اَحْسَنُ مِنْ هٰذَا-

৬১২৭. যুহায়র ইব্‌ন হার্‌ব (র)...... আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে মিহি রেশমের একটি জোব্বা হাদিয়া দেওয়া হলো। অবশ্য নবী ﷺ রেশম পরতে নিষেধ করতেন। লোকেরা এতে (এর কোমলতায়) আশ্চর্যান্বিত হলো। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : যাঁর কব্‌জায় মুহাম্মদের জীবন, তাঁর কসম! জান্নাতে সা'দ ইব্‌ন মুআযের রুমালগুলো এর চেয়েও উৎকৃষ্ট।

٦١٢٨- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا سَالِمُ بْنُ نُوْحٍ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَامِرٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَنَسٍ اَنَّ اُكَيْدِرَ دُوْمَةِ الْجَنْدَلِ اَهْدٰى لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ حُلَّةً فَذَكَرَ نَحْوَهُ وَلَمْ يَذْكُرْ فِيْهِ وَكَانَ يَنْهٰى عَنِ الْحَرِيْرِ-

৬১২৮. মুহাম্মদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (র)...... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, দাওমাতুল জান্দালের (বাদশাহ্) উকায়দির রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর খিদমতে একজোড়া পোশাক উপহার পাঠালো...... তারপর তিনি অনুরূপ বর্ণনা করলেন। তবে এতে "তিনি রেশম পরতে নিষেধ করতেন" কথাটি উল্লেখ করেন নি।

٢٥- بَابُ مِنْ فَضَائِلَ أَبِىْ دُجَانَةُ سِمَاكِ بْنِ خَرَشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالىٰ عَنْهُ

২৫. পরিচ্ছেদ : হযরত আবূ দুজানাহ্ সিমাক ইব্ন খারাশাহ্ (রা)-এর ফযীলত

٦١٢٩- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ حَدَّثَنَا ثَابِتٌ عَنْ اَنَسٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَخَذَ سَيْفًا يَوْمَ اُحُدٍ فَقَالَ مَنْ يَاْخُذُ مِنِّىْ هٰذَا فَبَسَطُوْا اَيْدِيَهُمْ كُلُّ اِنْسَانٍ مِنْهُمْ يَقُوْلُ اَنَا اَنَا قَالَ فَمَنْ يَاْخُذُهُ بِحَقِّهِ قَالَ فَاَحْجَمَ الْقَوْمُ فَقَالَ سِمَاكُ بْنُ خَرَشَةَ اَبُوْ دُجَانَةَ اَنَا اٰخُذُهُ بِحَقِّهِ قَالَ فَاَخَذَهُ فَفَلَقَ بِهِ هَامَ الْمُشْرِكِيْنَ-

৬১২৯. আবূ বকর ইব্ন আবূ শায়বা (র)...... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ উহুদ যুদ্ধের দিন একটি তরবারি হাতে নিয়ে বললেন, এটা আমার কাছ থেকে কে গ্রহণ করবে? তখন তাঁদের মধ্যে প্রত্যেক ব্যক্তিই হাত বাড়িয়ে বলতে লাগল, আমি, আমি। তিনি বললেন, এর হক আদায় করে কে গ্রহণ করবে? এ কথা শুনেই লোকজন দমে গেল। তখন সিমাক ইব্ন খারাশাহ্ আবূ দুজনাহ্ (রা) বললেন, আমি এটির হক আদায় করার অঙ্গীকারে গ্রহণ করব। রাবী বলেন, অতঃপর তিনি এটি নিয়ে নিলেন আর এ দ্বারা মুশরিকদের মাথার খুলি বিদীর্ণ করলেন।

ইফা (উন্নয়ন) ২০০৯-২০১০/অঃসঃ/৪৩৮৫/৩২৫০